আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ

ইসলামী ফিক্‌হ বিশ্বকোষ-৩

الموسوعة الفقهية

ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন-১

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ

(ইসলামী ফিক্‌হ বিশ্বকোষ)

ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন

প্রথম খণ্ড

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

www.amarboi.org

www.amarboi.org

www.amarboi.org

আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ
(ইসলামী ফিক্‌হ বিশ্বকোষ)
ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন
প্রথম খণ্ড

বি আই এল আর এল এ সি-১৫

ISBN : 978-984-91686-1-4

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ২০১৫

গ্রন্থস্বত্ব : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

প্রকাশক
বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্‌ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-৯৫৭৬৭৬২ মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiclaw_bd@yahoo.com
www.ilrcbd.org

কম্পোজ
ল' রিসার্চ কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
আল-ফালাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস

দাম : ৬৫০ টাকা US $ 25

Islamer Bebsay o Banijjo Aeen [vol-1] (Al-Mawsuatul Fiqhiyah), Published by Advocate Muhammad Nazrul Islam, General Secretary on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre, 55/B Purana Paltan, Noakhali Tower, Suite-13/B, Lift-12, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka, Price Tk. 650 US $ 25

www.amarboi.org

উপদেষ্টা পরিষদ

শাহ্ আবদুল হান্নান

এম আযীযুল হক

ড. মিয়া মুহাম্মদ আইউব

সম্পাদনা পরিষদ

মাওলানা মুহাম্মদ যুবায়ের	সভাপতি
ড. মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ	সদস্য
ড. মুহাম্মদ আবদুল জলীল	সদস্য
উবায়দুর রহমান খান নদভী	সদস্য
মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা	সদস্য
মুফতী মুহিউদ্দীন কাসেমী	সদস্য
শহীদুল ইসলাম	সদস্য সচিব

www.amarboi.org

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রকাশকের কথা

কুয়েত সরকারের ওয়াক্‌ফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় 'আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ' নামে পঁয়তাল্লিশ খণ্ডে ইসলামী আইনের উপর বিশ্বকোষ প্রকাশ করেছে। এই বিশ্বকোষে ইসলামী ফিক্‌হের প্রতিটি পরিভাষা সম্পর্কে আরবী আদ্যাক্ষর অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিশ্বে এটিই সম্ভবত ফিক্‌হের ওপর সর্ববৃহৎ কাজ। 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' এই বিশ্বকোষটি পর্যায়ক্রমে বাংলা ভাষায় প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। মূল কাজের প্রথম পদক্ষেপ ছিল পরিবার বিষয়ক কতগুলো ভুক্তির সংকলন 'ইসলামের পারিবারিক আইন' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। এর দ্বিতীয় পদক্ষেপ ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন। এটি এই সিরিজের ১ম খণ্ড। আমরা আশা করি, এ গ্রন্থটিও বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল ও মাদরাসার ছাত্র, শিক্ষক, ইসলামী আইনের গবেষক, ব্যবসায়ী, ব্যাংক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আইন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন জানা ও গবেষণায় সহায়ক ভূমিকা রাখবে। বিশেষ করে আইনের চর্চা ও আইন পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য বিষয়ক ইসলামী আইনের দালিলিক প্রমাণ ও প্রধান মাযহাবগুলোর বিশুদ্ধ ভাষ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। ফলে বাংলাভাষী সাধারণ মানুষ বিশেষ করে শিক্ষকতা, সাংবাদিকতা, ব্যাংকিং এবং আইনচর্চা ও পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের অনেকের মধ্যে ইসলামী আইন সম্পর্কে যে সব ভুল ধারণা রয়েছে তা দূরীভূত হবে; সেই সাথে ইসলামের অনুসারী ও দাওয়াত-কর্মীদের জ্ঞান আরো সমৃদ্ধ হবে। ফলে সমাজে ইসলামী আইনের চর্চা সহজতর হবে। বিশ্বব্যাপী ইসলামের নবজাগরণকে সামনে রেখে দেশবাসীকে ইসলামী আইন সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এ গ্রন্থের প্রকাশ। এ গ্রন্থের পরবর্তী খণ্ডগুলো যথাসম্ভব দ্রুত প্রকাশের চেষ্টা করা হচ্ছে। সুধী মহলে এ প্রয়াস আদৃত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইসলামের সঠিক বিধান জানা এবং তা পালন করার তাওফীক দিন। আমীন।

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে
এডভোকেট মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম
জেনারেল সেক্রেটারি

www.amarboi.org

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

মুখবন্ধ

'আইনের শাসন' আজ বিশ্বব্যাপী পরম কাঙ্ক্ষিত। সুবিচার বর্তমানে মানবজাতির প্রধান কাম্য বিষয়। আইনের শাসন-এর অর্থ আইন থাকবে সবার উর্ধ্বে। আইন চলবে তার নিজস্ব গতিতে। আইনের চোখে ছোট বড় সবাই থাকবে সমান। ক্ষমতা, আভিজাত্য, অর্থ বা অন্য কিছুর প্রভাব আইনের গতি রোধ করবে না। সুবিচার-এর অর্থ হলো, দুর্বলতম ব্যক্তির অধিকার পাইয়ে দেয়ার দায় কাঁধে নেয়া এবং সবলের অন্যায় প্রতিহত করা। জুলুম ও অপরাধ দমন করা এবং সাধারণ নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

সুবিচার নিশ্চিত করার জন্য কেবল বিচার ব্যবস্থাই যথেষ্ট নয়। শুধু আইন, আইনের শাসন নিশ্চিত করে না। আইন ও বিচার থাকলেও অনেক সময় দেখা যায় সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা, সুনীতি ও সদ্ভাবের বিকাশ সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রে আইন ও বিচারব্যবস্থা একটি জরুরি ব্যবস্থাপত্র মাত্র। মূল কাজটি হচ্ছে, সকল নাগরিকের মাঝে আইন মানার মানসিকতা তৈরি করা।

সহজাত ন্যায়পরায়ণতা, দেশপ্রেম, শান্তিপ্রিয়তা, মানবিক চেতনা ও বিবেচনাবোধ ইত্যাদি মানুষকে সৎ থাকতে সাহায্য করে। এ ক্ষেত্রে বড় সহায়ক হচ্ছে ধর্মীয় বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই মানুষকে খোদাভীতির মাধ্যমে নিজকে নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দিয়ে থাকে এবং আখেরাতে জবাবদিহিতার চিন্তা একজন মানুষের মধ্যে মজবুত দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করে। এ ছাড়াও আরো অনেক প্রেরণাদায়ী বিষয়ও মানুষের বিবেচনার ক্ষেত্রে নৈতিকতার শক্ত ভিত গড়ে দিতে পারে। তখনই কেবল এ মানুষটি থেকে অন্য মানুষ নিরাপদ থাকতে পারে। বিচার ও শাসনকার্যেও ন্যায়পরায়ণতা বজায় রাখার জন্য নৈতিকতার প্রেরণা অপরিহার্য। 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' গণমানুষের মধ্যে এই নৈতিক প্রেরণা জাগ্রত করার জন্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ইসলামী আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি নৈতিকতা ভিত্তিক আইন (Law Based on Moral Values)। গণমানুষের মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ জাগ্রত হলে তারা আইন মানার জন্যে প্রস্তুত থাকে। ফলে আইনের প্রয়োগ সহজ হয়। স্বপ্রবৃত্ত হয়ে মানুষ আইন পালন করে এবং অন্যকেও আইন মানতে উজ্জীবিত করে। আইনভঙ্গের প্রবণতা নিম্নতম মাত্রায় চলে আসে।

www.amarboi.org

ইদানিং বাংলাদেশে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত অপরাধের ক্ষেত্রে নতুন নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। অপরাধ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ নৈতিক অবক্ষয় ও তার বিস্তার। নৈতিক অবক্ষয়ের কারণে নারী ও শিশু নির্যাতনের ভয়ংকর রূপ প্রতিভাত হচ্ছে। অপরাধ বৃদ্ধির কারণে বাড়ছে মামলা, বাড়ছে বিচারপ্রার্থীর সংখ্যা। বিচারের দীর্ঘসূত্রতা এবং প্রতিদিন নতুন নতুন মামলা সৃষ্টি হওয়ার কারণে মামলার জট ক্রমশ বেড়েই চলেছে। অপরদিকে বিচার সম্পর্কে লোকজনের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে নানা ধরনের সংশয় ও হতাশা। জেলখানায় কয়েদী ও হাজতীদের পরিমাণ বর্তমানে ধারণ ক্ষমতার বাইরে। সেখানে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। উপরিউক্ত যাবতীয় সমস্যা নিরসনকল্পে আমরা মনে করি, ইসলামী বিচারব্যবস্থা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ স.-এর সুন্নাহ-এর আলোকে শাসক, বিচারক, আইনজীবী, বাদী, বিবাদী ও সাক্ষীসহ সর্বস্তরের নাগরিকদের মানসিক ও নৈতিকবৃত্তিকে উজ্জীবিত ও শক্তিশালী করার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে উপরিউক্ত পাহাড়সম সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

আল্লাহর বিধান সকল মুসলিমের জন্য অবশ্য পালনীয়। ধর্ম-বর্ণ, জাতি-গোষ্ঠি নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকার রক্ষা করা সকল মুসলিমের কর্তব্য। ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে বাংলাদেশে জনগণকে অবহিত করা এবং ইসলামী আইন ও বিচারের আলোকে জনগণের ন্যায় ও সুবিচার পাওয়ার অধিকার সহজতর করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে ১৯৯৫ সালে 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্থার কর্মসূচির অন্যতম অংশ হচ্ছে, ইসলামী আইন ও বিচারব্যবস্থার উপযোগিতা ও সামষ্টিক কল্যাণ নিয়ে গবেষণা ও প্রকাশনা। সংস্থা 'ইসলামী আইন ও বিচার' নামে একটি ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা এবং 'Journal of Islamic Law & Judiciary' নামে একটি ষান্মাসিক জার্নাল প্রকাশ করে আসছে। সেই সাথে তুলনামূলক আইনবিষয়ক পুস্তক প্রকাশের কাজও করছে। ইতোমধ্যে এ সংস্থা ইসলামী আইন সংক্রান্ত প্রায় কুড়িটি পুস্তক প্রকাশ করেছে।

৪৫ খণ্ডে সমাপ্ত 'আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ' একটি বিশাল কর্ম। এটিই সম্ভবত বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ ফিকহী প্রকাশনা। আমরা ইতোপূর্বে এই বিশাল সাগর থেকে পরিবার বিষয়ক ভুক্তিগুলোর সমন্বয়ে ইসলামের পারিবারিক আইন শীর্ষক ২টি খণ্ড প্রকাশ করেছি। এগুলো বোদ্ধা মহলে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ-প্রকল্পের দ্বিতীয় পদক্ষেপ "ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন" সিরিজের প্রথম খণ্ডের কাজ সমাপ্ত

www.amarboi.org

করতে পারায় মহান আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি। এটিতে ২৮টি ভুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাভাষায় দালিলিক প্রমাণসহ ইসলামী আইন বিষয়ক প্রকাশনা অপ্রতুল। যেগুলো আছে সেগুলোর অধিকাংশই ফিক্‌হের পাঠ্য গ্রন্থাদির অনুবাদ। সেগুলো সাধারণ পাঠকের জন্য সহজবোধ্যও নয়। এ পুস্তকটিতে অন্তর্ভুক্ত ব্যবসায় ও বাণিজ্য সম্পর্কিত প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রসিদ্ধ মাযহাবগুলোর বক্তব্য দলিল-প্রমাণসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে সম্মানিত পাঠক সমাজ এখানে সব মাযহাবের ভাষ্য একসাথে পাবেন।

ইসলামী শিক্ষা ও জ্ঞানের জগতে 'আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ' যেমন অনন্য অর্জন, এর বাংলা ভাষ্য 'ইসলামী ফিক্‌হ বিশ্বকোষ'ও হবে বাংলা সাহিত্যে এক অসাধারণ ও অপূর্ব সংযোজন। আমাদের জ্ঞানসাধনার জগৎ এ ধরনের অনবদ্য অবদানে ঋদ্ধ হোক। আলোক অন্বেষী শিক্ষিত প্রজন্ম খুঁজে পাক সাফল্যের ঠিকানা। ইসলামী আইন-বিচার ও কল্যাণময় জীবনব্যবস্থার দিক-দর্শন আধুনিক সমাজে প্রচারের কাজে নিয়োজিত 'বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার' তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পথে সাফল্যের শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করুক- গুরুত্বপূর্ণ এ প্রকাশনার শুভ মুহূর্তে মহান রাব্বুল 'আলামীনের দরবারে এই আমাদের প্রার্থনা।

উল্লেখ্য যে, আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাতে কেবল প্রাচীন ফিকহবিদদের মতামত দেওয়া হয়েছে। আধুনিককালের যারা বিশেষভাবে ফিকহের ক্ষেত্রে কাজ করেছেন যেমন মুহাম্মদ আল-গাজালী, ড. ইউসুফ আল-কারযাবী, ড. ওহাবাহ আয-যুহাইলী, আবু যাহরা, আব্দুল্লাহ বিন বায, মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন, বিচারপতি তকী উসমানী, মুজাহিদুল ইসলাম কাসেমী, হাসান তুরাবী প্রমুখের ফিকহী মতামত তাদের ফতোয়ার গ্রন্থসমূহে পাওয়া যাবে।

সম্পাদনা পরিষদের পক্ষে

শহীদুল ইসলাম

সদস্য সচিব

আল-মাওসূ'আতুল ফিক্‌হিয়্যাহ অনুবাদ প্রকল্প

ও

ডেপুটি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

www.amarboi.org

ইসলামের ব্যবসায় ও বাণিজ্য আইন

প্রথম খণ্ড

যাঁরা অনুবাদ করেছেন-

মুহাম্মদ যুবায়ের	মুহাদ্দিস, লেখক, অনুবাদক
ফয়সল আহমদ জালালী	মুহাদ্দিস, লেখক, অনুবাদক
শহীদুল ইসলাম	গবেষক, সম্পাদক, অনুবাদক
মুহিউদ্দীন কাসেমী	মুফতী, মুহাদ্দিস, অনুবাদক
ড. আ. ন. ম. ইকবাল হোসাইন	অধ্যাপক, গবেষক, অনুবাদক
জসীম উদ্দীন খান পাঠান	শিক্ষক, গবেষক, অনুবাদক
মুহাম্মদ নাজমুল হুদা সোহেল	শিক্ষক, গবেষক, অনুবাদক
মোঃ হাবীবুর রহমান	গবেষক, অনুবাদক
নাজিদ সালমান	মুহাদ্দিস, অনুবাদক
শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল	গবেষক, অনুবাদক

www.amarboi.org

সূচিপত্র

تِجَارَةٌ : ব্যবসায় : Trade

পরিচিতি	২৫
তিজারাহ (التِّجَارَةُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ	২৫
ব্যবসায় বৈধ হওয়ার দলিল	২৫
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা	২৬
শরীয়তের বিধান	২৭
ব্যবসায়ের ফজীলত	২৭
ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বর্জনীয়	২৮
ব্যবসায়ে নৈতিকতা ও শিষ্টাচার	৩০
ব্যবসায় পণ্যে যাকাত ফরয	৩১

بَيْعٌ : ক্রয়-বিক্রয় : Sale / Purchase

পরিচিতি	৩৩
বায় (الْبَيْعُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ	৩৩
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা	৩৬
শরীয়তের বিধান	৩৮
বায়-এর শ্রেণিবিন্যাস	৪০
প্রথমত : পণ্য অনুপাতে বায়-এর প্রকার	৪১
দ্বিতীয়ত : মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি হিসেবে ‘বায়’-এর প্রকার	৪২
তৃতীয়ত : মূল্যের ধরন বা আদায়ের পন্থা অনুপাতে বায়-এর প্রকার	৪৩
বায়-এর রুকন ও শর্তসমূহ	৪৪
বায়-এর শব্দ ও শর্তাবলি	৪৫
পণ্যের (الْمَبِيعُ) শর্তাবলি	৫১
পণ্যের বিধান ও অবস্থা	৫৪
প্রথমত : পণ্য নির্ধারণ	৫৪
দ্বিতীয়ত : পণ্য চেনা ও নির্ধারণের উপায়	৫৫
তৃতীয়ত : পণ্যের অন্তর্ভুক্তি	৫৬
পণ্য হতে পৃথক করা	৫৯
মৌলিক উপাদানের বিক্রয়	৬২
ফল বিক্রয়	৬৪

www.amarboi.org

চতুর্থত : পণ্যের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি ৬৫
পঞ্চমত : হস্তগত করার পূর্বে কমবেশি প্রকাশিত হওয়া ৬৮
মূল্য, মূল্যের বিধানাবলি ও অবস্থাসমূহ ৭২
প্রথম : মূল্যের সংজ্ঞা ৭২
দাম নির্ধারণের বিধান ৭৩
দ্বিতীয় : কোন্ জিনিস মূল্য হওয়ার যোগ্য আর কোন্‌টি নয় ৭৪
তৃতীয় : মূল্য নির্ধারণ ও পণ্য হতে তাকে পৃথককরণ ৭৫
চতুর্থ : মূল্যে অস্পষ্টতা ৭৬
পঞ্চম : পুঁজির প্রতি দৃষ্টি রেখে মূল্য নির্দিষ্টকরণ ৭৭
পণ্য ও মূল্যের মাঝে যৌথ বিধানাবলি ৭৭
প্রথম : পণ্যে বা মূল্যে বৃদ্ধিকরণ ৭৭
দ্বিতীয় : পণ্যে বা মূল্যে হ্রাসকরণ ৭৮
তৃতীয় : বৃদ্ধিকরণ ও হ্রাসকরণের প্রভাব ৭৯
চতুর্থ : অন্যের বেলায় চুক্তির সাথে বাড়তি মূল্য বা
কমতি মূল্য যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধাসমূহ ৮৩
পঞ্চম : পণ্য অথবা মূল্য হস্তান্তরের ব্যয় ৮৪
ষষ্ঠ : পণ্য বা নির্দিষ্ট মূল্য হস্তান্তরের পূর্বে সম্পূর্ণরূপে বা
আংশিকভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া ৮৫
বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার ফলাফল ৮৮
প্রথম : মালিকানা স্থানান্তর ৮৮
দ্বিতীয় : নগদ মূল্য আদায় ৮৯
দুই বিনিময়ের একটিকে অর্পণের সূচনা ৯০
মূল্য আদায় করতে না পারলে পণ্য ফেরত নেওয়ার শর্ত ৯৪
তৃতীয় : পণ্য অর্পণ করা ৯৪
বিক্রয় সমাপ্তি ৯৭

صَفْقَةٌ : লেনদেন : Deal / Transaction

পরিচিতি ৯৯
সফ্‌কাহ (الصَّفْقَةُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৯৯
সফ্‌কাহ-এর সাথে সম্পর্কিত বিধিবিধান ১০০

www.amarboi.org

مَالٌ : সম্পদ : Property / Asset

পরিচিতি	১০৩
মাল (اَلْمَالُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ	১০৩
যা সম্পদ হওয়ায় মতভেদ রয়েছে	১০৪
ক. মুনাফা সম্পদ হওয়া	১০৪
খ. ঋণ সম্পদ হওয়া	১০৫
সম্পদের প্রকারভেদ	১০৬
ক. মূল্যের অধিকারী হওয়ার বিবেচনায়	১০৬
খ. সম্পদ সমজাত অথবা মূল্যজাত হওয়ার বিবেচনায়	১০৯
গ. অন্যের অধিকার সংশ্লিষ্ট হওয়ার বিবেচনায়	১১০
ঘ. স্থানান্তর ও পরিবর্তনের বিবেচনায়	১১১
ঙ. মুদ্রা হওয়ার বিবেচনায়	১১২
চ. সম্পদ মালিকের নিকট ফিরে আসার দিক বিবেচনায়	১১৩
ছ. বর্ধনশীল হওয়ার দিক বিবেচনায়	১১৪
প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সম্পদের যাকাত	১১৫
অবৈধ সম্পদ থেকে নিষ্কৃতি	১১৫
মুসলিম এবং কর প্রদানকারী অমুসলিম নাগরিকের সম্পদের মর্যাদা	১১৬
শরীয়তে বারণকৃতদের নিকট সম্পদ সোপর্দকরণ	১১৬
সম্পদ উপার্জন	১১৭
যাদের তত্ত্বাবধান এবং অভিভাবকত্বের দায়িত্ব রয়েছে তাদের সম্পদ থেকে তত্ত্বাবধানকারী এবং অভিভাবক কর্তৃক ভক্ষণ	১১৮
সম্পদ বৃদ্ধি ও সম্পদের উন্নয়ন	১১৮
সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট অধিকার	১১৮
বিভিন্ন সম্পদ : সুদী এবং অন্যান্য	১১৯

مِثْلِيَّاتٌ : সমতুল্য বস্তু : Comparable and equal items

পরিচিতি	১২১
মিছলিয়্যাত (اَلْمِثْلِيَّاتُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ	১২১
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা	১২১
মিছলিয়্যাত (اَلْمِثْلِيَّاتُ)-এর সাথে সম্পর্কিত বিধিবিধান	১২২
প্রথমত : লেনদেন সম্পর্কিত বিধিবিধান	১২২
সালাম বিক্রি (বায়'উস সালাম)	১২২

www.amarboi.org

ঋণ ১২৩
অংশীদারী ১২৫
সম্পদ বণ্টন ১২৬
দ্বিতীয়ত : সম্পদ বিনষ্ট ও ধ্বংসকরণ ১২৭
তৃতীয়ত : হারাম শরীফে মিছলী প্রাণী মেরে ফেলা ১২৮
ছিনতাই ও অপহরণ এবং তার ক্ষতিপূরণ ১৩০

قِيَمِيَّاتٌ : বিভিন্ন মূল্যের বস্তু
Unequal items (of different values)

পরিচিতি ১৩১
কিয়ামিয়্যাত (الْقِيَمِيَّاتُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ১৩১
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা ১৩১
কিয়ামিয়্যাত সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিধিবিধান ১৩২
সালাম বিক্রি ১৩৩
ঋণ ১৩৭
অংশীদারী ১৩৯

نَقْدٌ : নগদ : Cash

পরিচিতি ১৪১
নাক্‌দ (النَّقْد)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ১৪১
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা ১৪২
নাক্‌দ (النَّقْد)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ ১৪২
প্রথমত : নাক্‌দ (النَّقْد) শব্দটি অবিলম্ব অর্থে ব্যবহৃত ১৪২
দুই প্রকার চুক্তি এরূপ চুক্তি থেকে ভিন্ন হবে ১৪২
দ্বিতীয়ত : নাকদ (النَّقْدُ)-এর অর্থ সোপর্দ করা ১৪৬
খিয়ারুন নকদ (خِيَارُ النَّقْد) ১৪৭
তৃতীয়ত : নাকদ (النَّقْدُ)-এর অর্থ জাল মুদ্রা থেকে সঠিক মুদ্রা পৃথক করা ১৪৮
মুদ্রা পরোখকারীর পারিশ্রমিক ১৪৯

نَسَاءٌ : বাকি : Credit

পরিচিতি ১৫১
নাসা (النَّسَاء)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ১৫১
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা ১৫১

www.amarboi.org

বাকি (النَّسَاء)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিধান ১৫১
চুক্তিসমূহে বাকি ১৫১
অংশীদার, উকীল ও মুদারিব কর্তৃক বাকিতে বিক্রি ১৫৩

مِلْكٌ : মালিকানা : Ownership

পরিচিতি ১৫৭
মিল্‌ক (المِلْك)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ১৫৭
সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহ ১৫৭
মালিকানার সাথে সম্পর্কিত বিধানসমূহ ১৫৮
ইসলামে মালিকানার মর্যাদা ১৫৮
মালিকানার প্রকারসমূহ ১৬০
ক. প্রকৃতিগত বিবেচনায় মালিকানার প্রকারভেদ ১৬০
খ. উপকারভোগী ব্যক্তির বিবেচনায় মালিকানার প্রকারভেদ ১৬৫
গ. কারণের বিবেচনায় মালিকানার প্রকারভেদ ১৬৫
ঘ. রহিত হওয়া না হওয়ার দিক থেকে মালিকানার প্রকারভেদ ১৬৭
মালিকানা লাভের উপকরণসমূহ ১৬৭
মালিকানা লাভে প্রযোজ্য শর্তাবলি ১৬৮
প্রথম : মালিকানার উপকরণের ওপর আরোপিত শর্তাবলি ১৬৮
দ্বিতীয় : মালিকানা ব্যবহারে প্রযোজ্য শর্তাবলি ১৭০
তৃতীয় : মালিকানা স্থানান্তরের সময় প্রযোজ্য শর্তাবলি ১৭৩
চতুর্থ : দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্য প্রদত্ত শর্তাবলি ১৭৪
প্রথম : জনকল্যাণার্থে বিশেষ মালিকানাকে সীমাবদ্ধকরণ ১৭৪
দ্বিতীয় : মালিকানা লাভের অধিকারের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্য প্রদত্ত শর্তাবলি ১৭৪
তৃতীয় : মালিকানা নিয়ন্ত্রণের অধিকারে দায়িত্বশীল ব্যক্তির প্রতি প্রদত্ত শর্তাবলি ১৭৫
রাষ্ট্র কর্তৃক মালিকানা হরণের সীমা ১৭৬
প্রথম : জনস্বার্থে বিশেষ মালিকানায় ভূমির মালিকানা নিয়ে নেওয়া ১৭৬
দ্বিতীয় : ব্যক্তিস্বার্থের জন্য মালিকানা হরণ ১৭৭

تَمَلُّكٌ : মালিকানা লাভ : To acquire ownership

পরিচিতি ১৭৯
তামাল্লুক (التَّمَلُّك)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ১৭৯
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা ১৭৯
তামাল্লুক বা মালিকানা লাভ-এর শরয়ী বিধান ১৮০

www.amarboi.org

মালিকানা লাভের শর্ত ও কারণসমূহ ১৮০
মালিকানা লাভের ধরনসমূহ ১৮১

تَمْلِيكٌ : মালিকানা প্রদান : Transfer of ownership

পরিচিতি ১৮৫
তামলীক (التَّمْلِيكُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ১৮৫
সংশ্লিষ্ট শব্দসমূহ ১৮৫
মালিকানা প্রদানের ক্ষেত্র ১৮৬
হস্তগত করার পূর্বে ক্রয়কৃত বস্তুতে মালিকানা প্রদান ১৮৭
ক্রয়কৃত বস্তু হস্তগত করার পূর্বে বিক্রির মাধ্যমে তার মালিকানা প্রদান ১৮৭
বিক্রি ছাড়া অন্য কোনোভাবে ক্রয়কৃত বস্তুর মালিকানা প্রদান ১৮৮
উপকৃত হওয়ার অধিকার প্রদান ১৮৯
মুনাফার মালিকানা প্রদান ১৮৯
তামলীক বা মালিকানা প্রদানের শব্দ দ্বারা বিবাহ ১৯০

سِعْرٌ : দর : Price, Rate, Qoutation

পরিচিতি ১৯১
সি'র (السِّعْرُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ১৯১
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা ১৯১
সি'র (السِّعْرُ)-এর সাথে সম্পর্কিত শরয়ী বিধান ১৯২

سَوْمٌ : দরদাম করা : Bargaining

পরিচিতি ১৯৭
সাওম (السَّوْمُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ১৯৭
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা ১৯৭
সাওম (السَّوْمُ)-এর সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধান ১৯৮

ثَمَنٌ : মূল্য : Price, Cost, Rate, Value, Worth

পরিচিতি ১৯৯
ছামান (الثَّمَنُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ১৯৯
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা ২০০
ছামান বিক্রয়চুক্তির অন্যতম মৌলিক অংশ ২০০
ছামানের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলি ২০১

www.amarboi.org

ছামান হওয়া হিসেবে মাল বা সম্পদের শ্রেণিবিভাগ	২০৬
নির্ধারণ করার দরুন ছামান নির্দিষ্ট হওয়া	২০৯
খাদ্যশস্যের স্তূপ এক কফীয এক দিরহাম দরে বিক্রি করা	২২২
মূল্যের বৈশিষ্ট্য জানা না থাকলে বিক্রয় সঠিক ও জায়েযই হবে না	২২৪
নগদ বা বাকীতে মূল্যপ্রদান	২২৬
সময় অজানা থাকার আরো কিছু পন্থা ও পদ্ধতি	২২৮
সময় নির্ধারণ নিয়ে বিতর্ক ও মতবিরোধ	২৩০
বাকীতে মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে বিক্রয়স্থল ও বিক্রয়কাল লক্ষণীয়	২৩১
মূল্যে বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটানো	২৩২
বৃদ্ধি ও হ্রাস মূল্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন মাসআলা	২৩৬
মূল্যে বিক্রেতার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ	২৩৭
ছামান (মূল্য) বিক্রেতাকে বুঝিয়ে দেওয়া	২৩৯
মূল্য পরিশোধের দায়িত্ব অন্য কারো উপর অর্পিত হলে পণ্য আটকে রাখার অধিকার কি বাতিল হয়?	২৪৬
হস্তান্তরের খরচ	২৪৮

قِيمَةٌ : মূল্য : Value

পরিচিতি	২৫৩
কীমাত (القِيمَةُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ	২৫৩
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা	২৫৩
কীমাতের সাথে সম্পর্কিত বিধিবিধান	২৫৪
যেসব ক্ষেত্রে কীমাত ধার্য করা অপরিহার্য	২৫৪
এক. কীমী বস্তুতে যখন জামানত বা জরিমানা প্রদান করা আবশ্যক	২৫৫
দুই. যখন মিছলী জিনিসের সদৃশ ফেরত দেওয়া সম্ভব না হয়	২৬১
তিন : যখন বিক্রীত পণ্যের মূল্য নিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে মতান্তর হয়	২৬৩
যে সব ক্ষেত্রে কীমাত ও সদৃশ বস্তু উভয়টি আদায় করতে হয়	২৬৪

تَسْعِيرٌ : মূল্য নির্ধারণ : Pricing

পরিচিতি	২৬৫
তাসয়ীর (التَّسْعِيرُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ	২৬৫
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা	২৬৬
মূল্য নির্ধারণে শরীয়তের বিধান	২৬৬
মূল্য নির্ধারণ বৈধ হওয়ার শর্তসমূহ	২৬৯
মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি	২৭৫

www.amarboi.org

কোন্ ধরনের পণ্য মূল্য নির্ধারণের অন্তর্ভুক্ত হবে? ২৭৬
কাদের জন্য পণ্যমূল্য নির্ধারণ করা হবে এবং কাদের জন্য করা হবে না? ২৭৭
মূল্য নির্ধারণের বিরোধিতা ২৭৯

قَبُولٌ : প্রস্তাব গ্রহণ : Acceptance (of a proposal)

পরিচয় ২৮১
কবুল (القَبُول)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ২৮১
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা ২৮১
যা দ্বারা কবুল হয়ে থাকে ২৮২
শরীয়তের বিধান ২৮২
প্রস্তাব করার আগে প্রস্তাব গ্রহণ করা ২৮৩
কবুল সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি ২৮৫
চুক্তিতে কবুল করার শর্তাবলি ২৮৮

قَبْضٌ : কব্জা করা : Taking Possession

পরিচিতি ২৯৩
কব্‌য (القَبْض)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ২৯৩
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা ২৯৪
কব্‌য-এর সাথে সম্পর্কিত বিধান ২৯৬
কব্‌য করার নানা ধরন ২৯৬
ক. স্থাবর সম্পদ কব্জা করার ধরন ২৯৬
খ. অস্থাবর সম্পদ কব্জা করার প্রকৃতি ২৯৮
শরীয়তসম্মত হওয়া হিসাবে কব্জা করার প্রকারভেদ ৩০২
বিধানগত কব্জা করা (القبض الحكمي) ৩০৩
কব্জা যথাযথ হওয়ার শর্তাবলি ৩০৭
কব্জা করার স্থলবর্তী ৩২৬
বিভিন্ন চুক্তি ও লেনদেনে কব্জা করার শর্তারোপ এবং তার প্রতিক্রিয়া ৩৩৩
যে সকল চুক্তিতে মালিকানা পরিবর্তনের জন্যে কব্জা করা শর্ত ৩৩৩
যে সকল চুক্তি সঠিক হওয়ার জন্যে কব্জা শর্ত ৩৪০
যে সকল চুক্তি আবশ্যক হতে কব্জা পাওয়া শর্ত ৩৪৯
বন্ধকে রাখা বস্তুতে কব্জা বহাল রাখা ৩৫৫
বিভিন্ন চুক্তিতে কব্জা করার প্রভাব প্রতিক্রিয়া ৩৫৭
প্রথম প্রতিক্রিয়া : দায়দায়িত্ব কব্জাকারীর দায়িত্বে চলে আসা ৩৫৭

www.amarboi.org

দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া : হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা লাভ ৩৬২
তৃতীয় প্রতিক্রিয়া : বদল ও বিনিময় প্রদান আবশ্যক হওয়া ৩৬৮

إِجْبَار : বাধ্যকরণ : Forcing

পরিচিতি ৩৭১
ইজবার (الْإِجْبَارُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৩৭১
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা ৩৭১
ইজবার-এর শরয়ী বিধান ৩৭৪
শরীয়তের নির্দেশে ইজবার ৩৭৪
শাসকের পক্ষ থেকে ইজবার ৩৭৫
সাধারণ নাগরিকের পক্ষ থেকে ইজবার ৩৭৮

نُقُودٌ : মুদ্রাব্যবস্থা : Currency system

পরিচিতি ৩৮১
নুকূদ (النُّقُودُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৩৮১
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা ৩৮৩
মুদ্রার মাধ্যমে লেনদেন শরীয়তসম্মত ৩৮৩
মুদ্রার প্রকারভেদ ৩৮৬
মুদ্রাব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত বিধানাবলি ৩৮৮
প্রথম : মুদ্রাব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত শরীয়ত নির্ধারিত বিধানসমূহ ৩৮৮
দ্বিতীয় : মুদ্রার তৈরি ও প্রকাশ ৩৮৯
ক. মুদ্রা ইস্যুর অধিকার ৩৮৯
খ. মুদ্রা তৈরির বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ ৩৯১
গ. মুদ্রাতে ইসলামের কোনো নিদর্শন খোদাই করা ৩৯৩
ঘ. কুরআনের আয়াত খোদাইকৃত মুদ্রা অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করার বিধান ৩৯৫
ঙ. ছবি অঙ্কিত মুদ্রা প্রস্তুত ও এগুলোর ব্যবহার ৩৯৫
চ. খাদযুক্ত মুদ্রা তৈরিকরণ ও এগুলোর মাধ্যমে লেনদেনের বিধান ৩৯৫
তৃতীয় : মুদ্রা ভেঙ্গে ফেলা ও ভেঙ্গে পড়া প্রসঙ্গ ৩৯৬
চতুর্থ : মুদ্রার মাধ্যমে অলংকৃত হওয়া ৩৯৭
পঞ্চম : চুক্তিসমূহে মুদ্রাদির ব্যবহার প্রসঙ্গ ৩৯৭
যেসব ক্রয়-বিক্রয়ে মুদ্রা প্রদান করা আবশ্যক, পণ্য প্রদান বৈধ নয় ৩৯৮
চুক্তিসমূহ ও অঙ্গীকারাদিতে শর্তহীন মুদ্রা বললে যা নির্দেশ করে ৪০০

www.amarboi.org

বিনিময় নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে মুদ্রাও নির্দিষ্ট হয়ে যায় ৪০২
যাকাত ও লেনদেনে কতক মুদ্রা অন্য মুদ্রার স্থলাভিষিক্ত হওয়া ৪০৪
দীনার-দিরহামের একটির স্থলে অন্যটি গ্রহণ ৪০৮
সমজাতীয় আর্থিক ঋণে পারস্পরিক ছাড় ৪০৯
বকেয়া পন্থায় মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় ৪১০
ফুলূস বা ধাতব অর্থকড়িতে সালাম বিক্রয় ৪১২
মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান ৪১২
মুদ্রা ধার দেওয়া ৪১৩
মুদ্রা বন্ধকের বিধান ৪১৪
মুদ্রা ভাড়া দেওয়া-নেওয়া ৪১৬
মুদ্রা ওয়াকফ করার বিধান ৪১৬
মুদ্রার হুন্ডি (السُّفْتَجَةُ) ৪১৮
হুন্ডির পদ্ধতি ৪১৮
ষষ্ঠ : মুদ্রার মূল্যমানে যেসব পরিবর্তন আসে ৪১৯
মুদ্রার মূল্যমানে পরিবর্তন ৪১৯
বাতিল মুদ্রাকে পণ্যে পরিণত করা ৪২০
মুদ্রার মূল্যমান স্থির রাখার ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধান দায়িত্বশীল ৪২১
ঋণের ওপর মুদ্রার মূল্যমান পরিবর্তনের প্রভাব ৪২৩

فُلُوسٌ : অর্থ বা টাকা-পয়সা : Money

পরিচিতি ৪২৫
ফুলূস (الْفُلُوسُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৪২৫
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা ৪২৫
ফুলূস-এর বিধান ৪২৬
প্রথম : ফুলূসের যাকাত ৪২৬
দ্বিতীয় : মুদ্রায় সুদ ৪২৭
মুদ্রার পরিবর্তন ৪২৭

إِبْضَاعٌ : ব্যবসায়ের জন্যে পণ্য বা পুঁজির ব্যবস্থা করা

Arranging commodities or capital to do business

পরিচিতি ৪৩৩
ইবদা' (الْإِبْضَاعُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৪৩৩
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা ৪৩৪

www.amarboi.org

ইবদা'-এর শরয়ী বিধান ৪৩৪
ইবদা'-এর শরয়ী দর্শন ৪৩৫
ইবদা' সংঘটনের শব্দাবলি ৪৩৬
ইবদা' ও মুদারাবা-এর সম্মিলন ৪৩৮
ইবদা' সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলি ৪৩৯
কোন্ ধরনের ব্যক্তি ইবদা' প্রক্রিয়ায় পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে? ৪৩৯
ইবদা' প্রক্রিয়ায় পুঁজিগ্রহণকারী এবং তার লেনদেনের শরয়ী অবস্থা ৪৪০
পুঁজি ব্যবহারকারী নিজের জন্যে ইবদা'-এর পুঁজি দিয়ে কিছু ক্রয় করা ৪৪০
সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়া কিংবা লোকসান হওয়া ৪৪১
পুঁজি ব্যবহারকারী ও পুঁজিদাতার মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ ৪৪২
ইবদা' চুক্তির সমাপ্তি ৪৪৫

أَجَلٌ : মেয়াদ : Fixed period

পরিচিতি ৪৪৭
আজাল (الأجَل)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৪৪৭
আজাল বা মেয়াদের বৈশিষ্ট্য ৪৪৮
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা ৪৪৯
যে সকল ক্ষেত্রে কিস্তির প্রয়োগ রয়েছে ৪৫৩
মেয়াদের বিভিন্ন প্রকার ৪৫৫
আল-আজালুশ শরয়ী বা শরীয়ত নির্ধারিত মেয়াদ ৪৫৬
আল-আজালুল কাযায়ী বা বিচারবিভাগীয় মেয়াদ ৪৫৮
আল-আজালুল ইত্তিফাকী বা সমঝোতামূলক মেয়াদ ৪৫৯
পণ্য হস্তান্তরে মেয়াদের শর্ত ৫৬০
তাজীলুদ দায়ন বা ঋণ ও পাওনায় মেয়াদ নির্ধারণ ৪৬৩
বস্তুতে না রেখে প্রাপ্যে মেয়াদ নির্ধারণের রহস্য ৪৬৩
কোন্ দেনার মেয়াদ নির্ধারণ বৈধ, কোন্‌টিতে নয় ৪৬৪
বাদলুল করয (بَدَل القَرْض) : ঋণের বদল ৪৬৮
শুফআর বিনিময় (ثَمَنُ الْمَشْفُوعِ فِيهِ) ৪৬৯
শরীয়ত অনুমোদিত মেয়াদী দেনা বা প্রাপ্য ৪৬৯
এক : দিয়াত (الدِّيَةُ) : রক্তমূল্য ৪৬৯
দুই : মুসলাম ফীহি (الْمُسْلَمُ فِيهِ) : সালাম বিক্রির পণ্য ৪৭১

www.amarboi.org

তিন : মালুল কিতাবাহ (مَالُ الْكِتَابَةِ) : ক্রীতদাসের মুক্তিপণ	৪৭৩
চার : তাওকীতুল করয (تَوْقِيتُ الْقَرْضِ) : ঋণের বদলে মেয়াদ নির্ধারণ	৪৭৩
নির্ধারিত মেয়াদ	৪৭৫
যে সকল চুক্তি মেয়াদী হতে পারে, নাও হতে পারে	৪৭৭
আরিয়াত চুক্তিতে সময় নির্ধারণ	৪৭৭
প্রতিনিধিত্বে সময় নির্ধারণ	৪৭৭
মুদারাবাতে সময় নির্ধারণ	৪৭৯
জিম্মাদার ও জামিন হওয়াতে সময় নির্ধারণ	৪৭৯
ওয়াকফে সময় নির্ধারণ	৪৮০
যে সকল চুক্তি মেয়াদী হওয়া বৈধ নয়	৪৮০
বিক্রিতে সময় নির্ধারণ	৪৮১
হিবা ও অনুদানে সময় নির্ধারণ	৪৮৫
বন্ধকে সময় নির্ধারণ	৪৮৬
মেয়াদের প্রকার	৪৮৬
জানা মেয়াদ	৪৮৬
অজানা মেয়াদ	৪৮৭
মেয়াদের বিপরীতে মূল্য নির্ধারণ	৪৯৮
মেয়াদ নিয়ে বিতর্ক	৫০৪
মেয়াদ নির্ধারণ নিয়ে বিতর্ক	৫০৪
মেয়াদের পরিমাণ নিয়ে বিতর্ক	৫০৫
মেয়াদের শেষ সময় এবং তা অতিক্রান্ত হওয়া নিয়ে বিতর্ক	৫০৭
যে সকল কারণে মেয়াদ বর্জিত হয়	৫০৮
মেয়াদ বিয়োজন করা	৫০৮
এক : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে মেয়াদ বিয়োজন	৫০৮
দুই : ঋণদাতার পক্ষ থেকে মেয়াদ বিয়োজন	৫০৯
তিন : ঋণদাতা ও ঋণগ্রস্ত উভয়ের সম্মতিতে মেয়াদ প্রত্যাহার	৫১১
মেয়াদে বিয়োজন হওয়া	৫১১
এক : মৃত্যুর দরুন মেয়াদ বিলুপ্তি	৫১১
দুই : দেউলিয়া হওয়ার দরুন মেয়াদ বিয়োজন	৫১৫
তিন : পাগলামীর দরুন মেয়াদ বাতিল হওয়া	৫১৬
চার : বন্দি হওয়া বা লাপাত্তা হয়ে যাওয়ার দরুন মেয়াদ বাতিল হওয়া	৫১৭
মেয়াদ শেষ হওয়ায় নগদে অবতরণ	৫১৮
ক্ষতি রোধ করার জন্যে মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও চুক্তি মোতাবেক কাজ করে যাওয়া	৫১৯

www.amarboi.org

قَرْض : ঋণ : Loan

পরিচিতি	৫২১
কর্জ (الْقَرْضُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ	৫২১
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা	৫২২
ঋণের বৈধতা	৫২৩
ঋণের শরয়ী বিধান	৫২৪
ঋণের আরকান	৫২৬
প্রথম রুকন	৫২৭
দ্বিতীয় রুকন	৫২৯
ঋণের বিধান	৫৩৭
ঋণের বদলের গুণ ও বৈশিষ্ট্য	৫৪০
ঋণ পরিশোধের স্থান	৫৪৩
ঋণ পরিশোধের সময়	৫৪৫
ঋণের ক্ষেত্রে পরস্পর নির্ধারিত শর্তসমূহ	৫৪৬
ঋণদাতার জন্য উপহার অতিরিক্ত প্রদানের একটি মাধ্যম	৫৫১
সুনামের মাধ্যমে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার বিনিময় প্রদানের শর্তারোপ	৫৫৭

دَيْنٌ : দেনা : Debt / Liability

পরিচিতি	৫৫৯
দায়ন (الدَّيْنُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ	৫৫৯
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা	৫৫৯
যে সম্পদ দায়ে আবশ্যক হওয়ার যোগ্য	৫৬১
উপকার ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্র	৫৬৪
দাইন যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্র ও ব্যতিক্রম অবস্থাগুলো	৫৬৫
ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার কারণসমূহ	৫৭১
ঋণের প্রকারভেদ	৫৮০
ঋণ মজবুত করা	৫৮৭
পাওনা মজবুত করার পন্থা	৫৮৮
ক. লেখার মাধ্যমে ঋণ মজবুত করার বিধান	৫৯২
খ. সাক্ষীর মাধ্যমে ঋণ মজবুত করা	৫৯৩
গ. বন্ধক রাখার মাধ্যমে ঋণ মজবুত করা	৫৯৪
ঘ. কাফালাতের মাধ্যমে ঋণ মজবুত করা	৫৯৫
দেনায় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ	৫৯৭

www.amarboi.org

দেনাদারের হস্তক্ষেপ ৬০৬
মুদ্রার বিভিন্ন পরিবর্তনে ঋণের অবস্থা ৬০৭
ঋণ হিসেবে গৃহীত মুদ্রার মূল্যমান পরিবর্তন ৬০৯
ঋণ পরিশোধ হওয়া (اقضاء الدَّيْن) ৬১৬

اسْتِدَانَة : ঋণগ্রহণ : Borrowing money

পরিচিতি ৬২১
ইসতিদানাহ (الاستدانة)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৬২১
সংশ্লিষ্ট পরিভাষা ৬২১
ইসতিদানাহ বা ঋণগ্রহণের শরয়ী বিধান ৬২২
ইসতিদানার সংঘটিত হওয়ার শব্দ ৬২২
ঋণগ্রহণের কারণসমূহ ৬২২
ঋণগ্রহণ বৈধ হওয়ার শর্তসমূহ ৬২৭
বাইতুল মাল থেকে ঋণগ্রহণ অথবা বাইতুল মালের জন্যে ঋণগ্রহণ ৬৩১
ইসতিদানার বিধান ৬৩২

أَدَاءُ الدَّيْن : দেনা পরিশোধ : Pay of debt

পরিচিতি ৬৩৫
দেনা-এর তাৎপর্য ৬৩৫
দেনা পরিশোধের বিধান ৬৩৬
দেনা পরিশোধের পদ্ধতি ৬৩৬
দেনা পরিশোধের স্থলবর্তী পদ্ধতি ৬৩৭
দেনা পরিশোধ করা থেকে বিরত থাকা ৬৩৮

سُفْتَجَة : হুন্ডি : Bill of exchange

পরিচিতি ৬৪১
সুফতাজাহ (السُّفْتَجَة)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ৬৪১
হুন্ডি কি ঋণ, না হাওয়ালা? ৬৪১
শরীয়তের বিধান ৬৪২

www.amarboi.org

تجارة : ব্যবসায় : Trade

পরিচিতি

তিজারাহ (التجارة)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

তিজারাহ (التجارة) শব্দটি মূলত এমন একটি ক্রিয়ামূল (মাসদার) যেটি কোনো পেশা বা বৃত্তিকে বুঝায়। এটির ক্রিয়া (فعل) হলো- تجر يتجر تجرا وتجارة
পরিভাষায় মুনাফা বা লাভের উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পদের হাতবদল করাকে ব্যবসায় বা তিজারাহ বলে।[১]

ব্যবসায় বৈধ হওয়ার দলিল

ব্যবসায়ের বৈধতার মূল উৎস : আল্লাহ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজি হয়ে ব্যবসায় করা বৈধ।"[২]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

"সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে।"[৩]

রাসূলুল্লাহ স. বলেন :

التَّاجِرُ الأَمِينُ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

"পরম বিশ্বস্ত ও সৎব্যবসায়ী (পরকালে) নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে থাকবে।"[৪]

সার্বিকভাবে ব্যবসায়ের বৈধতার পক্ষে সকল মুসলিম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। স্বাভাবিক বোধ ও প্রজ্ঞাও এ কথাই বলে, ব্যবসায় বৈধ হওয়া উচিত।

---

১. তাজুল আরূস, مادة : تجر
২. সূরা আন-নিসা, আয়াত ২৯
৩. সূরা আল-জুমুআ, আয়াত ১০
৪. সুনান তিরমিযী, খ. ৩, পৃ. ৫০৬; আল-হালবী, এই হাদীসের সনদ যঈফ (দুর্বল), যেহেতু এই সনদে বিচ্ছিন্নতা (انقطاع/ইনকিতা) রয়েছে। ফায়যুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ২৭৮; আল মাকতাবাতুত তিজারিয়্যা

www.amarboi.org

কারণ, এক ব্যক্তির অপর ব্যক্তির হাতে থাকা বস্তুর প্রয়োজন হয়। এটা মানবজীবনের স্বভাবজাত বিষয়। আর মানুষের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য পূরণ এবং তার নৈমিত্তিক চাহিদা ও প্রয়োজন মিটানোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো ব্যবসায়, তাই তা শরীয়তসম্মত ও বৈধ হওয়াই যথাযথ।[৫]

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

ক. اَلْبَيْعُ (বায়) : ক্রয়-বিক্রয়

বায় (اَلْبَيْعُ) হলো নিজে মালিক হওয়ার কিংবা অন্য কাউকে মালিক বানানোর উদ্দেশ্যে পরস্পরের মাঝে সম্পদের বিনিময়। তিজারাহ বা ব্যবসায় হলো লাভের ভিত্তিতে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে কোনো বস্তু ক্রয় করা। বায় (اَلْبَيْعُ) এবং তিজারাহ (اَلتِّجَارَةُ)-এর মাঝে পার্থক্য হলো, ব্যবসায়ে লাভ অর্জন করার ইচ্ছা থাকে, সে ইচ্ছা বাস্তবায়িত হতেও পারে, নাও হতে পারে। (অর্থাৎ ব্যবসায়ে লাভ অর্জিত হতেও পারে, নাও হতে পারে, বায় এর ব্যতিক্রম।)

খ. اَلسَّمْسَرَةُ (সামসারাহ) : দালালি

সামসারাহ (اَلسَّمْسَرَةُ) শব্দটির শাব্দিক অর্থ হলো তিজারাহ বা ব্যবসায়। আল-খাত্তাবী বলেন : আস-সিমসার (اَلسِّمْسَارُ) শব্দটি অনারব শব্দ। পূর্বকালে যারা ক্রয়-বিক্রয় করত তাদের অনেকেই ছিল অনারব। আরবরা তাদের নিকট থেকে শব্দটি আত্মিকরণ করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. সে শব্দটির পরিবর্তে 'তিজারাহ' (اَلتِّجَارَةُ) শব্দটি গ্রহণ করেন,[৬] যা আরবী নামসমূহের অন্যতম।[৭]

সামসারাহ (اَلسَّمْسَرَةُ)-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝে মধ্যস্থতা করাকে আস-সামসারাহ বা দালালি বলে। আর আস-সিমসার (اَلسِّمْسَارُ) বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে ক্রয়-বিক্রয় সম্পাদনে ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে। তাকে দালালও বলা হয়। কারণ, সে ক্রেতার জন্যে পণ্যের এবং বিক্রেতার জন্যে মূল্যের দালালি করে।[৮]

---

৫. আল-মুগনী, খ. ৩, পৃ. ৫৬০

৬. হাদীস : 'ব্যবসায়ের নাম ছিল সামসিরাহ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সা. পরিভাষাটি পরিবর্তন করেন।' ইমাম তিরমিযী তার সুনান গ্রন্থে, খ. ৩, পৃ. ৫০৫; আল-হালাবী প্রকাশনা) এবং হাকিম তার আল-মুসতাদরাক গ্রন্থে, (খ. ২, পৃ. ৭; দায়িরাতুল মাআরিফ আল উসমানিয়া প্রকাশনা) হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। ইমাম হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবী তা সমর্থন করেছেন

৭. তুহফাতুল আহওয়াযী, খ. ৪, পৃ. ৩৯৮

৮. ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩৯

www.amarboi.org

শরীয়তের বিধান

মানুষ উপার্জনের উদ্দেশ্যে যে সকল পেশা চর্চা করে জীবনযাপনের তেমন এক পেশা হচ্ছে ব্যবসায়; এভাবে উপার্জন করা শরীয়তসম্মত। কারণ, এর মাধ্যমেই ব্যক্তি তার সমাজের প্রয়োজন পূর্ণ করে। তাই ব্যবসায় মৌলিকভাবে বৈধ। তবে স্থান-কাল-পাত্রভেদে ব্যবসায়ে ওয়াজিব, হারাম, মাকরূহ ইত্যাদি বিভিন্ন বিধান আরোপিত হতে পারে।

ফকীহগণ ব্যবসায়ের সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধান বলে বুঝিয়েছেন মৌলিক ফিকহগ্রন্থসমূহ ছাড়াও শরয়ী শিষ্টাচার (الأداب الشَّرْعِيَّة) ও ফাতাওয়ার গ্রন্থাবলিতে যা কিছু তারা উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থও রচনা করেছেন। যেমন : আস সারাখসী প্রণীত আল-ইকতিসাব ফির-রিযকিল মুসতাতাব (الاكْتِسَابُ فِي الرِّزْق الْمُسْتَطَاب), আবু বকর আল-খাল্লাল প্রণীত কিতাবুত তিজারাহ (كِتَابُ التِّجَارَة) ইত্যাদি।

বর্তমানে নানা ধরনের নতুন নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হচ্ছে। ফকীহগণ ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত যে সকল সাধারণ নীতি এবং বিভিন্ন পরিস্থিতির আলোকে বিভিন্ন বিধান নির্ধারণ করেছেন সে সবই এ সকল প্রতিষ্ঠানে কার্যকর হবে। যেমন, পণ্যদ্রব্যের যাকাতের আলোচনায় পণ্যের সাথে সম্পৃক্ত কিছু বিধান ফকীহগণ অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যথা, এমন পণ্যে যাকাত ফরয হওয়া, ব্যবসার জন্যে না হলে যেগুলোতে যাকাত ফরয হয় না। যেমন : কাপড়, জমি ইত্যাদি। এমনিভাবে মৌলিকভাবে যা যাকাতের পণ্য, তা ব্যবসার জন্যে নির্ধারণ করা হলে তাতে যাকাত হিসাবে প্রদেয় সম্পদের ধরনে ও পরিমাণে পার্থক্য হওয়া। যেমন চতুষ্পদ জন্তু ও উশরী পণ্য। মুদারাবা এবং কতক অংশীদারী কারবারে ব্যবসার কিছু বিধানও কার্যকর হয়।

ব্যবসায়ের ফজীলত

সম্পদ উপার্জনের সবচেয়ে উত্তম এবং সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ মাধ্যম হলো ব্যবসায়। তবে একজন ব্যবসায়ী এই মর্যাদা তখনই পাবেন যখন তিনি ব্যবসায়ের সকল হারাম (নিষিদ্ধ) পদ্ধতি বর্জন করবেন এবং ব্যবসায়ের সকল শিষ্টাচার মেনে চলবেন। হাদীসে এসেছে :

سُئِل النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَال : عَمَلُ الرَّجُل بِيَدِهِ وَكُل بَيْعٍ مَبْرُور

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, পবিত্রতম উপার্জন কোন্‌টি? তিনি উত্তরে বললেন, ব্যক্তির নিজ হাতের উপার্জন এবং প্রত্যেক স্বীকৃত ক্রয়বিক্রয়ের মাধ্যমে উপার্জন।"[১]

---

১. হাদীস : উপার্জন হলো ব্যক্তির নিজের হাতের উপার্জন...., ইমাম আহমাদ হাদীসটি তার মুসনাদ গ্রন্থে (খ. ৪, পৃ. ১৪১; আল-মাইমানিয়্যা প্রকাশনা) উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনে

www.amarboi.org

আশ-শারকাভী তার হাশিয়াতে বলেন : নবী সা.-এর বাণী (وَكُل بَيْع مَبْرُور) অর্থাৎ 'এবং প্রত্যেক স্বীকৃত ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে উপার্জন' বলে তিনি ব্যবসায়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।[১০]

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বর্জনীয়

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সকল প্রকারের প্রতারণা, ধোঁকা, মিথ্যা শপথ দ্বারা পণ্যের প্রচার বা দ্রুত কাটতি বাড়ানো ইত্যাদি সম্পূর্ণ হারাম (নিষিদ্ধ)। এ বিষয়ে হাদীস লক্ষণীয় :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال : خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمُصَلَّى ، فَرَأَى النَّاسَ يَتَبَايَعُونَ فَقَال : يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ فَاسْتَجَابُوا لِرَسُول اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعُوا أَعْنَاقَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِلَيْهِ ، فَقَال : إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا ، إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللّٰهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ

রিফাআ ইবনে রাফি রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী সা.-এর সাথে ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে তিনি দেখলেন, লোকেরা কেনাবেচা করছে। তিনি তাদের ডাক দিলেন, 'হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়!' রাসূলুল্লাহ স.-এর ডাকে সাড়া দিয়ে তারা তাদের ঘাড় উঠিয়ে তাঁর দিকে তাকাল। তিনি তাদের উদ্দেশে বললেন : 'ব্যবসায়ীগণ কিয়ামতের দিন পাপাচারী হিসেবে উত্থিত হবে। তবে সেই সব ব্যবসায়ী এদের ব্যতিক্রম, যারা আল্লাহকে যথাযথ ভয় করে এবং ন্যায়পরায়ণতা ও সততার পথে চলে।'[১১]

অন্য এক হাদীসে বিধৃত হয়েছে :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال : ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ، قُلْتُ : مَنْ هُمْ يَا رَسُول اللّٰه ؟ فَقَدْ خَسِرُوا وَخَابُوا : قَال : الْمَنَّانُ ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ .

আবু যার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সা. থেকে বর্ণনা করেন, নবী স. বলেছেন : "আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন তিন প্রকার লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না, তাদেরকে (গুনাহ্ থেকে) পবিত্র

হাজার বলেছেন, এই হাদীসের বর্ণনাকারীগণের বর্ণনা গ্রহণে কোন অসুবিধা নেই। (رجاله لا بأس بهم) (ফায়যুল কাদীর, খ. ১, পৃ. ৫৪৭, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যা প্রকাশনা।)

১০. হাশিয়াতুশ শারকাভী আলাত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ৩, ঈসা আল-হালবী প্রকাশনা

১১. হাদীস : ব্যবসায়ীগণ কিয়ামতের দিন পাপাচারী হিসেবে উত্থিত হবে....,হাদীসটি ইমাম তিরমিযী তার সুনান গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন (খ. ৩, পৃ. ৫০৬, আল-হালাবী প্রকাশ) এই হাদীসের সনদে অজ্ঞতা (جهالة) রয়েছে। (যাহাবী প্রণীত মীযানুল ইতিদাল, খ. ১, পৃ. ২৩৮; আল-হালাবী প্রকাশনা)

www.amarboi.org

ও পরিচ্ছন্ন করবেন না, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" আমি (আবু যর) জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? (এই যখন তাদের অবস্থা তখন) তারা তো খুবই ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ। এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন (তারা হলো) : ১. দান করে খোটা প্রদানকারী; ২. টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী পুরুষ; ৩. মিথ্যা শপথ করে পণ্য বিক্রয়কারী।[১২]

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে অন্যতম বর্জনীয় কাজ হলো, আমদানিকৃত পণ্য ক্রয়ে অগ্রবর্তী হয়ে সাক্ষাৎ করা : এটা এমন যে, বিক্রেতা গ্রাম থেকে পণ্য নিয়ে শহরের বাজারে প্রবেশের পূর্বে শহুরে ক্রেতা পণ্যের মূল্য থেকে নিম্নমূল্যে পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশ্যে গ্রাম্য বিক্রেতার সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং তার নিকট থেকে তা ক্রয় করে নেয়। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা জানতে تَلَقِّي الرُّكْبَانِ পরিভাষা দ্রষ্টব্য।

অপর এক বর্জনীয় কর্ম হলো, মূল্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পণ্য মজুদ করা। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে : اَلْجَالِبُ مَرْزُوقٌ ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ "আমদানীকারক বা সরবরাহকারী জীবিকাপ্রাপ্ত হয় এবং মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মজুদকারী হয় অভিশপ্ত।"[১৩]

অন্য হাদীসে এসেছে : لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ "অপরাধী ব্যতীত কেউ মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পণ্য মজুদ করে না" অর্থাৎ যে এরূপ করে সে অপরাধী।[১৪]
এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে احْتِكَار শিরোনাম দ্রষ্টব্য।

এমনিভাবে অপর এক বর্জনীয় কাজ হচ্ছে, এক ব্যক্তি দরদাম করা কালে অপর একজন দাম বলা : কোনো পণ্যের মূল্য নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতা পারস্পরিক আলোচনা করে এমন পর্যায়ে উভয়ে পৌছেছে যে, এখনই ক্রয়-বিক্রয় বাস্তবায়িত হবে, এ অবস্থায় এক ব্যক্তি আসল, যে ঐ পণ্যটি ক্রয় করতে চায়। তখন সে প্রথম ব্যক্তির হাত থেকে পণ্যটি নিয়ে পূর্বের দামের চেয়ে বেশি দাম দিয়ে তা ক্রয় করা।[১৫]

মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শত্রুদের শক্তিশালী করে, তাদের সাথে এমন ব্যবসা করাও নিষিদ্ধ। যেমন : অস্ত্র এবং তার মূল উপাদান লোহা ইত্যাদি বিক্রি করা। শত্রুর সাথে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের পরেও এরূপ ব্যবসা করা যাবে না, যেহেতু নবী

---

১২. হাদীস : আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তিন প্রকার লোকের দিকে তাকাবেন না....। হাদীসটি ইমাম মুসলিম (খ. ১, পৃ. ১০৩, আল-হালাবী প্রকাশনা) তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন

১৩. ইবনে মাজা, খ. ২, পৃ. ৭২৮; আল-হালবী প্রকাশিত, ফুয়াদ আব্দুল বাকীর টীকাসহ। আল বূসীরী তার যাওয়ায়িদ গ্রন্থে বলেছেন, এই হাদীসটির সনদে আলী ইবনু যায়দ ইবনু জাদআন নামক এক ব্যক্তি রয়েছে, সে একজন যঈফ (দুর্বল) বর্ণনাকারী

১৪. সহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১২২৮; আল-হালবী প্রকাশনা

১৫. লিসানুল আরব, سوم : مادة; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ২৩৬, মাকতাবাতুর রিয়াদ প্রকাশনা

www.amarboi.org

সা. এরূপ ব্যবসা করতে নিষেধ করেছেন। তবে এসব পণ্য ছাড়া যে সব পণ্যের প্রয়োজন মুসলিমদের নেই সে সব পণ্যের ব্যবসা শত্রুদের সাথে করা যাবে।[১৬]

ব্যবসায়ে নৈতিকতা ও শিষ্টাচার

ব্যবসায়ে নৈতিকতা ও উত্তম শিষ্টাচার হলো, লেনদেনের ক্ষেত্রে উদারতা ও কোমলতা প্রকাশ করা, সর্বোচ্চ চারিত্রিক গুণাবলি প্রকাশ করা, কোনো দাবি আদায় করতে সাধারণ জনগণের ওপর কোনো রকম সংকীর্ণতা, কষ্ট বা সঙ্কট চাপিয়ে না দেওয়া ইত্যাদি। এ সম্পর্কে প্রচুর হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন : জাবের ইবনে আবদুল্লাহ রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন,

رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ ، وَإِذَا اشْتَرَى ، وَإِذَا اقْتَضَى

আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যে বেচাকেনা করার সময় এবং পাওনা মিটানোর সময় নম্রতা অবলম্বন করে।"[১৭]

অন্য হাদীসে, রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

غَفَرَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ كَانَ قَبْلَكُمْ سَهْلاً إِذَا بَاعَ ، سَهْلاً إِذَا اشْتَرَى ، سَهْلاً إِذَا اقْتَضَى

"তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির একজন লোককে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, যে বেচাকেনার সময় এবং পাওনা মিটানোর সময় সহজতা অবলম্বন করত।"[১৮]

ব্যবসায়ে নৈতিকতার আরেকটি দিক হলো, সন্দেহপূর্ণ যাবতীয় বিষয় বর্জন করা। যেমন : যে বাজারে হালাল পণ্যের সাথে হারাম পণ্যের মিশ্রণ ঘটানো হয় সে বাজারে বেচাকেনা করা অথবা এমন কারো সাথে লেনদেন করা যার অধিকাংশ পণ্যই হারাম, এরূপ সন্দেহপূর্ণ ব্যবসায় বর্জন করতে হবে।[১৯]

এ প্রসঙ্গে নির্দেশনা প্রদান করে রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন :

الْحَلاَلُ بَيِّنٌ ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : أَمِنَ الْحَلاَلِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ ؟ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ .

"হালালও সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট এবং এ দুয়ের মাঝে রয়েছে অনেক সন্দেহজনক বিষয়। তা হালাল না হারামের অন্তর্ভুক্ত সেটা অনেক লোকই জানে না। যে ব্যক্তি এই সন্দেহজনক বিষয়গুলো ত্যাগ করবে সে তার নিজ দীন (ধর্ম) এবং মান-সম্মানেরই হেফাজত করবে।"[২০]

---

১৬. ইবনে আবিদীন, খ. ৩, পৃ. ২২৬; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ৩

১৭. সহীহ বুখারী, বরাত ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ৩০৬; আস-সালাফিয়্যা প্রকাশ

১৮. জামে তিরমিযী, সনদ হাসান, খ. ৩, পৃ. ৬০১; আল-হালাবী প্রকাশ

১৯. আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ১৮৬

২০. সহীহ বুখারী, (ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ২৯০; আস-সালাফিয়্যা প্রকাশনী), সহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১২১৯; আল-হালাবী প্রকাশ

www.amarboi.org

ব্যবসায়ে সততা, সত্যবাদিতা ও আমানতদারি অবলম্বন করা। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে,

التَّاجِرُ الأَمِينُ الصَّدُوقُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ .

"পরম বিশ্বস্ত ও সৎব্যবসায়ী (পরকালে) নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকবেন।"[২১]

ব্যবসায়-পণ্য থেকে কিছু দান-সদকা করা। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন:

إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ ، فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ ، فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ .

"ব্যবসায়িক লেনদেনের সময় শয়তান ও গুনাহ্ এসে উপস্থিত হয়। অতএব তোমরা ব্যবসায়ের সাথে দান-খয়রাতও যুক্ত করো। কারণ, এ দান-খয়রাত প্রতিপালকের রাগকে প্রশমিত করে।"[২২]

সকাল সকাল ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বের হওয়া। সখর আল গামিদী বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন :

اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا

"হে আল্লাহ! আপনি আমার উম্মতের সকালসমূহে বরকত দান করুন।"[২৩]

বলা হয়, সখর ছিলেন একজন ব্যবসায়ী ব্যক্তি। তিনি তার ব্যবসায়ী প্রতিনিধিদের দিনের প্রথমভাগে ব্যবসায়ে পাঠাতেন। এতে তিনি ধনী হয়েছিলেন এবং তার সম্পদও বৃদ্ধি পেয়েছিল।[২৪]

ব্যবসায় পণ্যে যাকাত ফরয

ব্যবসার পণ্যে যাকাত প্রদান করা ফরয।[২৫] যাকাতযোগ্য ব্যবসায় পণ্য বলা হয় ঐ সকল পণ্যকে, ব্যবসার উদ্দেশ্যে কোনো কিছুর বিনিময়ে যেগুলোর মালিকানা

---

২১. এ অধ্যায়ের ৪নং সূত্র দেখুন

২২. তিরমিযী, খ. ৩, পৃ. ৫৩৫; আল-হালবী প্রকাশনা, ইমাম হাকিম হাদিসটি বর্ণনা করে তা সহীহ বলেছেন, খ. ২, পৃ. ৭; দায়িরাতুল মাআরিফ আল-উছমানিয়্যা; তার এই মতের সাথে ইমাম যাহাবীও ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

২৩. তিরমিযী, খ. ৩, পৃ. ৫০৮; আল-হালাবী সংস্করণ; তিনি সখর আল গামিদী থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আল-মুনযিরী তার আত তারগীব গ্রন্থে এই হাদীসটি অনেক বর্ণনাকারী সাহাবী থেকে উল্লেখ করে বলেছেন, এই হাদীসের অনেক সনদে আপত্তি রয়েছে। তবে কিছু হাসান সনদও রয়েছে। দ্র. আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, খ. ২, পৃ. ৫২৯; আল-হালাবী সংস্করণ

২৪. তুহফাতুল আহওয়াযী, খ. ৪, পৃ. ৪০২

২৫. আল-মুগনী, খ. ৩, পৃ. ৩০; রওযাতুত তালিবীন, খ. ২, পৃ. ২৬৬; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ২, পৃ. ২০

www.amarboi.org

অর্জন করা হয়েছে। এই সম্পদে এক বছর পূর্ণ হলে তাতে যাকাত দিতে হবে। এটি মদীনার সাতজন ফকীহ,[২৬] হাসান, জাবের ইবনে মায়মুন, তাউস, সাওরী, নাখায়ী, আওযায়ী, আবু উবায়দ এবং ইসহাক ও আসহাবুর রায়, এদের সকলের অভিমত এবং শাফেয়ী রহ.-এর নতুন মত।

মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ সাধারণ ব্যবসায়ী ও মজুতদারের মধ্যে পার্থক্য করেন। তারা বলেন, যে ব্যবসায়ী নিজেই তার ব্যবসা পরিচালনা করে, বিদ্যমান বাস্তব মূল্যে বেচাকেনা করে, কখনো তার ব্যতিক্রমও করে, যেমন সাধারণ দোকানদার সমাজ। তারা প্রতি বছর বছরান্তে যাকাত আদায় করতে হবে। এর বিপরীতে মজুতদার পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির গরজে সে পণ্য বাজারে তুলতে অপেক্ষা করে। তার বেলায় সকল পণ্যের মূল্য ধার্য করে যাকাত প্রদান করতে হবে। যদি ক বছরেরও হয়।

অধিকাংশ ফকীহ এ ধরনের কোন পার্থক্য করেন না। তাদের দলিল :

১. সামুরা বিন জুনদুব রা. বলেন,

فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰه -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِى نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

"রাসূলুল্লাহ স. আমাদের নির্দেশ দিতেন আমরা ব্যবসার জন্য যা প্রস্তুত করি যেন তার যাকাত আদায় করি।"[২৭]

২. অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : وَفِي الْبَزِّ صَدَقَةٌ "কাপড়েও যাকাত রয়েছে।"[২৮]

এ কথায় কোনো মতানৈক্য নেই, খোদ বস্তুটিতে যাকাতের বিধান আসে না, আসে তার মূল্যে। ব্যবসায় পণ্যেও নেসাব ও বছর হিসাব করতে হবে, তাতে কারো বিরোধ নেই। বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : زكاة

—শাহাদাৎ হুসাইন খান ফয়সাল

---

২৬. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, উরওয়া ইবনুয যুবায়ের, আল-কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ, উবায়দুল্লাহ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু উতবা, খারিজা ইবনু যায়দ, সুলাইমান ইবনু ইয়াসার, অধিকাংশের মতে সপ্তম জন হলেন, আবূ সালামা ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আওফ। দেখুন, আল-মাওসূআহ, খ. ১, পৃ. ৩৬৪

২৭. আবু দাউদ, খ. ২, পৃ. ২১২

২৮. আহমদ, খ. ৫, পৃ. ১৭৯

www.amarboi.org

بَيْعٌ : ক্রয়-বিক্রয় : Sale / Purchase

পরিচিতি

বায় (اَلْبَيْعُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

বায় (اَلْبَيْعُ) শব্দটি يَبِيعُ-بَاعَ -এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। যার অর্থ : مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ 'মালের বিনিময়ে মাল আদান প্রদান করা।' কোনো কোনো গ্রন্থে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে : مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ 'বস্তুর বদলে বস্তুর বিনিময়।' অন্য কথায় : دَفْعُ عِوَضٍ وَأَخْذُ مَا عُوِّضَ عَنْهُ 'কোন বস্তু প্রদান করে তার বদল হিসাবে অন্য কিছু গ্রহণ করা।'

বায় শব্দটি একই সাথে পরস্পর বিপরীত অর্থ প্রদান করে। তাই বায়-এর অর্থ বিক্রয় ও ক্রয় উভয়টিই হয়, যেমন শিরা (اَلشِّرَاءُ)-এর অর্থ ক্রয় ও বিক্রয় উভয়টি হয়। কখনো এ দুটি শব্দের একটি বলে অপরটি বোঝানো হয়। তাই বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়কে আরবী ভাষায় بَائِعٌ (বায়ি') ও بَيِّعٌ (বায়্যি') বলা হয়। তবে বায়ি' শব্দ প্রয়োগ করা হলে ব্যাপক প্রচলন হিসাবে দ্রুত মন ধাবিত হয় 'বিক্রেতা' অর্থের প্রতি। ভাষাবিদ আল-হাত্তাব বলেন, কুরায়শদের ব্যবহারিক ভাষায় بَاعَ (বা'আ) শব্দের অর্থ হলো, মালিকানা হতে কোনো জিনিস বের করে দেওয়া; আর اشْتَرَى (ইশতারা) বলা হয়, জিনিসটি অধিকারভুক্ত করা। এটিই অধিক বিশুদ্ধ, বোঝার সুবিধার্থে পরিভাষায় তাই এরূপ অর্থই গ্রহণ করা হয়েছে।

বা'আ (بَاعَ) শব্দটিতে সাধারণত দুটি কর্ম হয়। বলা হয় : بِعْتُ فُلَانًا السِّلْعَةَ 'আমি অমুকের কাছে পণ্যটি বিক্রয় করেছি।' তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে بَاعَ (বা'আ) ক্রিয়াটিতে একটি মাত্র কর্মের উল্লেখ থাকে। যেমন : بِعْتُ الدَّارَ 'আমি বাড়িটি বিক্রয় করলাম।' কোনো কোনো সময় তা অব্যয়যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয়। যেমন : مِنْ অথবা اللَّامِ যোগ করে বলা হয় : بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ ، أَوْ لِفُلَانٍ 'অমুকের কাছে বিক্রয় করেছি ....।' তবে عَلَى অব্যয় যোগ করে بَاعَ عَلَى فُلَانٍ كَذَا বলা হলে কারো অসম্মতিতে বিক্রয় করা বোঝায়।[১]

ফকীহবৃন্দের পরিভাষায় বায় (اَلْبَيْعُ)-এর দুটি সংজ্ঞা রয়েছে।

এক. ব্যাপক অর্থে, আর তা হলো, মুতলাকুল বায় (مُطْلَقُ الْبَيْعِ) অর্থাৎ নিছক বিক্রি চুক্তি।

---

১ আল-মিসবাহ, আল-মুগরিব, আল-লিসান بيع -مادة ; আল-হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ২২২

www.amarboi.org

দুই. সীমিত অর্থে, আর তা হলো, আল-বায়'উল মুতলাক (الْبَيْعُ الْمُطْلَقُ) অর্থাৎ শর্তমুক্ত সাধারণ বিক্রি।

হানাফী ফকীহগণ বায় বা বিক্রি-এর ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করে বলেন : বায়-এর আভিধানিক অর্থের সাথে কেবল তারাযী (التَّرَاضِي) অর্থাৎ 'পরস্পরসম্মতি' যুক্ত করলেই তা বায়-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হয়ে যায়। ইবনুল হুমাম বলেন, পরস্পর সম্মতির বিষয়টি আভিধানিক অর্থের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। তার যুক্তি হলো : بَاعَ زَيْدٌ ثَوْبَهُ 'যায়েদ তার কাপড় বিক্রয় করেছে।' কথাটি তখনই বলা হয়, যখন সে সম্মত থেকে তার কাপড়ের বিনিময় গ্রহণ করে। জোরপূর্বক গ্রহণ করা এবং অপর ব্যক্তিকে সম্মতি ছাড়া কোনো কিছু দেওয়ার ক্ষেত্রে আরবীভাষীগণও بَاعَهُ শব্দের প্রয়োগ করেন না।[২]

হানাফী ফিকহের ফকীহ, আদ্-দুরার-এর গ্রন্থকার বায়-এর তারাযী (التَّرَاضِي) অর্থাৎ 'পরস্পরসম্মতি'-এর স্থলে ইকতিসাব (الاكْتِسَاب) অর্থাৎ উপার্জন শব্দ যুক্ত করাকে উত্তম মনে করেন। তার যুক্তি হলো, পারস্পরিক উপহার ও অনুদানের ক্ষেত্রেও পারস্পরিক সম্মতিতে মালের বদলে মাল আদান-প্রদান হয়। অতএব এগুলো সংজ্ঞা হিসাবে বায়-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অথচ এগুলো বায় নয়। তাই এক্ষেত্রে যা লক্ষণীয় হবে তা হচ্ছে, বায়-এর সংজ্ঞায় উপার্জন করা যুক্ত হবে। ফলে যে সকল আদান-প্রদান স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, সেগুলো বায় হবে না।[৩]

মালেকী ফকীহদের মতে বায় (الْبَيْعُ) হলো এমন বিনিময়চুক্তি যেটিতে লাভ ও ভোগের স্বাদ গ্রহণ উদ্দিষ্ট হয় না। তাদের এ সংজ্ঞা দানের হেতু হলো, الْبَيْعُ-এর সংজ্ঞা হতে ইজারা ও বিবাহকে পৃথক করা এবং প্রতিদান শর্তায়িত দান[৪], বায় সরফ ও সালামকে অন্তর্ভুক্ত করা।[৫]

শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহদের মতে, বায় (الْبَيْعُ) হলো, বিশেষ পদ্ধতিতে মালের বদলে মাল আদান প্রদান করা।

কালয়ূবী একটি সংজ্ঞা দিয়ে একে সর্বোত্তম সংজ্ঞা বলে অভিহিত করেছেন। তার মতে বায় হলো :

عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ تُفِيدُ مِلْكَ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ عَلَى التَّأْبِيدِ لاَ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ

---

২. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৪৫৫

৩. আদ-দুরারু শারহুল গুরার, খ. ২, পৃ. ১৪২

৪. প্রতিদান শর্তায়িত দান হচ্ছে, দাতা গ্রহীতাকে দান করবে, যেন সে এর বিনিময়ে দাতাকে দান করে।

৫. আল-হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ২৫৫

www.amarboi.org

"মাল সংক্রান্ত এমন বিনিময় চুক্তি যার ফলে মূল জিনিস বা তার লাভের/উপকারের স্থায়ীভাবে মালিকানা লাভ হয়। এ বিনিময়ে কোনো সওয়াব অর্জন উদ্দেশ্য হয় না।"

এ সংজ্ঞার বিভিন্ন শব্দ নিয়ে আলোচনাকালে তিনি বলেন : مُعَاوَضَة (মু'আওয়াযা) অর্থাৎ বিনিময় শব্দ যোগ করার ফলে হাদিয়া জাতীয় বস্তু সংজ্ঞাবহির্ভূত হয়ে যায়। অনুরূপ مَالِيَّة (মালিয়্যাহ্) বলায় বিবাহ জাতীয় চুক্তি, مِلْكُ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَة অর্থাৎ মূল জিনিস বা তার লাভ বলায় ইজারা, তদ্রূপ عَلَى التَّأْبِيد অর্থাৎ স্থায়ীভাবে বলায়ও ইজারা, لاَ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَة অর্থাৎ সওয়াব অর্জন উদ্দেশ্য না হওয়া বলায় ঋণ সংজ্ঞার আওতা বহির্ভূত হয়ে যায়। এখানে مَنْفَعَة (মানফাআ) অর্থাৎ লাভ বলে চলাচলের অধিকার বা এ জাতীয় উপকার ক্রয় করা বুঝানো হয়েছে।[৬]

হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, বায় হলো পরস্পর মাল বিনিময়, তা বাস্তবে না থেকে জিম্মায়ও থাকতে পারে, অথবা বৈধ উপকার বিনিময় (যেমন বাড়ির ওপর দিয়ে যাতায়াত), যার মধ্যে একটি অপরটির মতো হবে, যা হবে স্থায়িত্বের ভিত্তিতে। এতে সুদ ও ঋণ আদান প্রদান অন্তর্ভুক্ত হবে না। তাদের কেউ কেউ বলেন, মালিক বানানো ও মালিক হওয়ার লক্ষ্যে পরস্পর মাল আদান-প্রদানের নাম বায়।[৭]

সীমিত অর্থের বায় মুতলাক বা শর্তহীন বিক্রির আলোচনা করেছেন হানাফী ও মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ। তন্মধ্যে মালেকী ফকীহবৃন্দ সংজ্ঞা প্রদান করে বলেন,

عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ وَلاَ مُتْعَةِ لَذَّةٍ ذُو مُكَايَسَةٍ ، أَحَدُ عِوَضَيْهِ غَيْرُ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ ، مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْعَيْنِ فِيهِ

লাভ ও স্বাদ গ্রহণের উপকারমুক্ত বিনিময়চুক্তি, যা প্রতিযোগিতাপূর্ণ; বিনিময়কৃত দুটি জিনিসের একটি সোনা বা রুপা হবে না। পণ্য হবে নির্ধারিত, তবে মূল্য সোনা-রুপা ছাড়া ভিন্ন কিছু হবে।[৮]

সুতরাং প্রতিদান শর্তায়িত দান করা এর আওতাভুক্ত হলো না, যেহেতু শব্দে আছে, প্রতিযোগিতাপূর্ণ। প্রতিযোগিতা অর্থ হলো পরস্পরে বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করা। আর প্রতিদান শর্তায়িত দান প্রতিযোগিতামুক্ত হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে বায়'উস

---

৬. শারহুর রাওয, খ. ২, পৃ. ২; আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ১৫২

৭. আল-মুগনী ও আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ২; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৪৬

৮. 'পণ্য নির্ধারিত' বলায় দরুন বায় সালাম বাদ পড়ল। কেননা বায় সালামে পণ্য নির্দিষ্ট থাকে না; বরং তা দায়ে আবশ্যক থাকে। আর এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বস্তু দ্বারা উদ্দেশ্য সোনা বা রুপা, যা বায় সালামের মূল পুঁজি।

www.amarboi.org

সরফ (মুদ্রার ক্রয়বিক্রয়) ও মুরাতালাও[৯] এর আওতাভুক্ত রইল না, যেহেতু তারা বলেছেন, বিনিময়-এর কোনো একটি সোনা বা রুপা হতে পারবে না। আর পণ্য নির্দিষ্ট হওয়ার শর্ত আরোপের ফলে বায় সালাম এর আওতাধীন রইল না।[১০]

এরপর শাফেয়ী ফকীহগণ আলাদাভাবে বলেছেন, কখনো বায়-এর সংজ্ঞাতে শুধু বায় বা বিক্রি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যেহেতু বিক্রি হচ্ছে চুক্তির একটি অংশ (চুক্তির অপর অংশ হচ্ছে ক্রয়)। তাই তারা বায়-এর পরিচয় দিতে বলেছেন, বিনিময়ের মাধ্যমে বিশেষভাবে কাউকে কোন বস্তুর মালিক বানানো। এর বিপরীতে তারা ক্রয়-এর সংজ্ঞা বলেছেন, বিনিময়ের মাধ্যমে বিশেষভাবে কোনো বস্তুর মালিক হওয়া।

অনুরূপভাবে হাত্তাব বিক্রির একটি সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন, যার আওতায় সহীহ বিক্রির সাথে ফাসেদ বিক্রিও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তিনি বলেছেন, কোনো বিনিময়সম্পন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে বিনিময় পরিশোধ করা।[১১] এ সংজ্ঞা বর্ণনা করার কারণ, এ সংজ্ঞাকারক মনে করেন, ফাসেদ বায় মালিকানা প্রদান করে না। বরং তা মালিকানার শুবহা (সন্দেহ) প্রদান করে মাত্র। এ বলে হাত্তাব এদিকে ইশারা করেছেন যে, আরবীভাষীরা কোনো বিষয়কে সহীহ বলে কেবল সে বস্তুটি সহীহ ধারণা করার ভিত্তিতে। বাস্তবে তা সহীহ হোক বা না হোক। সুতরাং তাদের মতে (ফাসেদ বায়-এর মাধ্যমে) জাহেলী যুগের বিধান হিসেবে মালিকানা যদিও স্থানান্তরিত হয়; কিন্তু ইসলামের বিধান হিসেবে মালিকানা স্থানান্তরিত হয় না। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয়, শরীয়তের বিধানাবলীর উদ্দেশ্যই হচ্ছে সহীহ বিষয়ের অবগতি অর্জন করা।

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

ক. الهبة والوصية (আল-হিবাতু ওয়াল ওয়াসিয়্যাতু) : হিবা ও অসিয়ত

জীবিত অবস্থায় বিনিময় ছাড়া সম্পদের মালিক বানানোকে হিবা বলা হয়। আর মরণোত্তর বিনিময় ছাড়া মালিক বানানোকে অসিয়ত বলে।[১২] এ দুটোর সাথে বায় (বিক্রি)-এর পার্থক্য হচ্ছে, বিক্রিতে বিনিময় থাকা আবশ্যক, কিন্তু এগুলোতে পার্থিব কোনো বিনিময় নেই।

---

৯. ওজনে কমবেশ করে সোনার বিপরীতে সোনা এবং রুপার বিপরীতে রুপা ক্রয়বিক্রয়কে মুরাতালা বলে।

১০. আল-হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ২২৫; আল-বাহজা শরহুত তুহফা, খ. ২, পৃ. ৩

১১. আল-হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ২২৩

১২. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৩৩৩; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ২১১; আল-কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ১৫৬; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৬

www.amarboi.org

খ. الْإِجَارَةُ (আল-ইজারাহ্) : ইজারা

নির্দিষ্ট বিনিময়ের বদলে নির্দিষ্ট লাভ গ্রহণের চুক্তিকে ইজারা বলা হয়। ফলে দেখা যায়, মেয়াদের সাথে অথবা কাজের সঙ্গে ইজারা সম্পৃক্ত, পক্ষান্তরে বায়-এর সাথে এ সবের কোনো সম্পর্ক নেই। ইজারায় মালিক বানানো হয় উপকারের, আর বায় (বিক্রিতে) সম্পূর্ণরূপে মূল জিনিসের মালিক বানানো হয়।[১৩]

গ. الصُّلْحُ (আস-সুল্হ) : সন্ধি

সন্ধি হলো বিবাদ-বিসম্বাদ দূর করার চুক্তি। ইবনে আরাফার মতে এর সংজ্ঞা হলো, বিবাদ দূর করার জন্য কিংবা বিবাদে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিনিময়ের ভিত্তিতে কোনো অধিকার বা কোনো দাবি প্রত্যাহার করা, যদি সন্ধি হয় বিনিময় গ্রহণের ভিত্তিতে, তাহলে সন্ধিটি হবে বিনিময়মূলক। এ অবস্থায় সন্ধিকে ফকীহগণ বিবেচনা করেন বায় হিসেবে। সুতরাং বায়-এ যে সকল শর্ত প্রয়োগ হয় এ সন্ধিতেও সে সকল শর্ত প্রয়োগ হবে।

ফকীহগণ বলেন, দাবি করা হয়নি এমন কোনো বস্তু গ্রহণের ভিত্তিতে যদি সমঝোতা হয়, তাহলে তা হবে সমঝোতায় যা দাবি করা হয়েছে তার পরিবর্তে গৃহীত বস্তু নেওয়ার মাধ্যমে বিক্রি; যদি তা কোনো বস্তু হয়। তখন তাতে বিক্রির সমুদয় শর্ত প্রযোজ্য হবে। আর যদি তা কোনো বস্তু না হয়ে উপকার হয়, তাহলে সন্ধিটি হবে ইজারা। অপরদিকে সন্ধি যদি হয় দাবিকৃত বিষয়ের আংশিক গ্রহণ এবং অবশিষ্ট অংশ ছাড় দেওয়ার ভিত্তিতে, তাহলে এটি হবে হিবা। এভাবে প্রতিপন্ন হলো, কোনো কোনো অবস্থাতে সমঝোতা বায় হিসেবে বিবেচিত হবে, সব ক্ষেত্রে নয়।[১৪]

ঘ. الْقِسْمَةُ (আল-কিসমাহ্) : বণ্টন

হানাফী ফকীহগণের মতে কিসমত হলো নির্দিষ্ট বস্তুতে বিস্তৃত অংশের একত্রিত হওয়া। ইবনু আরাফার মতে, দুই (বা ততোধিক) মালিকের মালিকানাধীন ব্যাপক বস্তুতে মালিকানা নির্দিষ্ট করা, বিশেষ কার্যক্রম অর্থাৎ লটারি বা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে।

---

১৩. আয-যায়লায়ী, খ. ২, পৃ. ১৫১; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ৫; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১৮৪; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩৩২; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪৩৩; মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ৩৫১

১৪. আল-ইখতিয়ার, খ. ৩, পৃ. ৫; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১০২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৭৭; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২৬০

www.amarboi.org

শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ বলেন : এক অংশকে অপর অংশ থেকে পৃথক ও আলাদা করার নাম হলো কিসমত বা বণ্টন।[১৫] কোনো কোনো ফকীহ্ একে বায় হিসেবে গণ্য করেন। ইবনু কুদামা বলেন, কিসমত বা বণ্টন হচ্ছে দুজনের মালিকানার বস্তুতে প্রত্যেকের অংশ আলাদা ও পৃথক করা। এটি বায় নয়। এটি শাফেয়ী রহ.-এর একটি মত। অপর মত হলো, এটি বায়। এ মতটি আবু আবদুল্লাহ ইবনু বাত্তা-এর সূত্রে বর্ণিত। এর কারণ হলো, বণ্টন করা হলে প্রত্যেকে যৌথ মালিকানাধীন বস্তুর যে অংশ পায়, তাতে তার সাথীর যে অংশ রয়েছে তা সাথীর অংশে নিজের থাকা অংশের বিনিময় হয়। আর এটিই তো মৌলিক বায়। এটি কোনো কোনো মালেকী ফকীহের মত। ইবনু আবদিল বার বলেন, বায়-এর একটি প্রকার হলো কিসমত বা বণ্টন। আল-মুদাওয়ানা গ্রন্থে এটি ইমাম মালেক রহ.-এর মত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

যদি বণ্টন হয় রদ-বদল জাতীয়, (রদ-বদলের বণ্টন হলো, যে বণ্টনে অংশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তির সম্পদের সাহায্য নেওয়া হয়।) তাহলে শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহদের মতে সেটি বায়। আল-মুহাযযাব গ্রন্থে রয়েছে, যদি বণ্টন হয় রদ-বদল জাতীয়, তাহলে তা বায় হবে। কেননা কেউ তার শরীকের অংশ থেকে বিনিময় হিসেবে অর্জিত হওয়া সম্পদের বিনিময়ে সে তার সম্পদ ব্যয় করেছে। ইবনু কুদামা বলেন, যদি কিসমতের ক্ষেত্রে বিনিময় রদ-বদল করা হয় তাহলে তা হবে বায়। কেননা বণ্টনকারী তার শরীকের মালিকানা থেকে যে সম্পদ তার মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত করেছে সে সম্পদের বিনিময় হিসেবে অর্থ ব্যয় করেছে। আর অপরের অংশ নিজের মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে সম্পদ ব্যয় করাই হলো বায়। মিছলী[১৬] বস্তুর বণ্টন হলে হানাফী ফকীহদের মতে, এ অবস্থায় প্রাপ্য অংশগুলোতে পৃথক হওয়ার দিকটিই প্রবল। আর কীমী[১৭] জাতীয় বস্তুর বণ্টন হলে সে ক্ষেত্রে বায়-এর বৈশিষ্ট্য প্রবল হয়ে থাকে।[১৮]

শরীয়তের বিধান

সকল ফকীহ্ এ কথায় একমত, বায় বা বিক্রি ও ব্যবসায় শরীয়তসিদ্ধ, এক বৈধ কাজ। তার বৈধতা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত।

---

১৫. আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৮, পৃ. ১৬৭; মিনাহুল জালীল, খ. ৩, পৃ. ৬১৯; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৮, পৃ. ২৬৯; মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ৩, পৃ. ৫০৮

১৬. এ গ্রন্থের ৫ নং ভুক্তি দেখুন।

১৭. এ গ্রন্থের ৬ নং ভুক্তি দেখুন।

১৮. আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ১১৪-১১৯; আল-মুহাযযাব, খ. ২, পৃ. ৩০৭; আল-কাফী, ইবনু আবদিল বার কৃত, খ. ২, পৃ. ৮৭৬; মিনাহুল জালীল, খ. ৩, পৃ. ৬২৪; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৩২৭; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৭, পৃ. ১৭

www.amarboi.org

আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ "আল্লাহ বায় তথা ক্রয়বিক্রয়কে হালাল করেছেন।"[১৯]

আরও ইরশাদ হচ্ছে :

لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজী হয়ে ব্যবসায় করা বৈধ।"[২০]

রাসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

নবী করীম স.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন্ উপার্জন সর্বাধিক উৎকৃষ্ট? তিনি বললেন, 'মানুষের নিজ হাতের উপার্জন এবং সকল বৈধ ব্যবসা।'[২১]

সেই সাথে নবী করীম সা. নিজে বেচাকেনার কাজ করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের অনুরূপ কাজে তিনি স্বীকৃতিও দিয়েছেন। ইজমায়ে উম্মতও বেচাকেনা বৈধ হওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কিয়াসের চাহিদাও হলো বেচাকেনা বৈধ হওয়ার অনুকূলে। কারণ, একজনের হাতে যা রয়েছে তার প্রতি অন্যদের চাহিদা থাকে। সাধারণত বিনিময় ছাড়া এ সকল বস্তুর অদল-বদল হয় না। ফলে কেনাবেচার প্রতি মানুষ মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। আর তাই ব্যবসা বৈধ হলেই লক্ষ্যে পৌঁছা যায় এবং প্রয়োজন পূরণ হয়। মানুষের প্রয়োজন মেটানোর জন্য এ ধরনের বিক্রি ছাড়া গতি নেই।[২২]

বায়-এর মূল নির্দেশনা হলো এরূপই, কিন্তু বিভিন্ন সময়ে এটি অন্যান্য বিধানের আওতাভুক্ত হয়। তখন (নস) শরীয়তের স্পষ্ট নির্দেশনার মাধ্যমে নিষিদ্ধ বস্তু

---

১৯. সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৭৫

২০. সূরা আন-নিসা, আয়াত ২৯

২১. আহমদ কৃত মুসনাদ, খ. ৪, পৃ. ১৪১; হায়ছামী কৃত আল-মাজমা, খ. ৪, পৃ. ৬০; হাদীসটি বর্ণনা করার পর হায়ছামী বলেন, হাদীসটি আহমদ ও বাযযার নিজ নিজ গ্রন্থে এবং তাবারানী তার কাবীর ও আউসাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটিতে আল-মাসউদী নামে একজন রাবী রয়েছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য, তবে শেষ বয়সে তিনি স্মৃতিভ্রমের শিকার হন। আহমদ সূত্রে বর্ণিত অন্য সকল রাবী ত্রুটিমুক্ত।

২২. আল-মুগনী ও আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৪৫; আল-মুকাদ্দামাতু লি ইবনি রুশদিল জাদ্দ, খ. ৩, পৃ. ২১৩; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৭৩

www.amarboi.org

অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে বায় নিষিদ্ধ হয়। যেমন চুক্তির শব্দ প্রয়োগে ত্রুটি, ক্রেতা বিক্রেতার দোষ বা পণ্যের অযোগ্যতাজনিত কারণে বায় নিষিদ্ধ হতে পারে। এ জাতীয় বায় চুক্তি সম্পাদন করতে যাওয়া হারাম, যেহেতু এটি সহীহ বায় হতে পারে না, বরং হানাফী ফকীহদের দৃষ্টিতে এ জাতীয় বায় বাতিল বা ফাসিদ। অবশ্য এ বিষয়ে অন্য সকল ফকীহের সাথে তাদের প্রসিদ্ধ মতবিরোধ রয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকের বিনিময় তাকে ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক। এ সংক্রান্ত বিশদ বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য: (بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ) নিষিদ্ধ বায়, যে শাখা ব্যবসাগুলো নিষিদ্ধ বায় হিসেবে পরিচিত সেগুলো এবং বায় বাতিল (الْبَيْعُ الْبَاطِل) ও বায় ফাসিদ (الْبَيْعُ الْفَاسِدُ)-এর আলোচনা।

নিষিদ্ধ এসব বিক্রি ক্ষেত্রবিশেষে বাতিল ও ফাসিদ হিসেবে চিহ্নিত হয়। কোনো কোনো কারণে বায়-এ মাকরুহের বিধান আরোপিত হয়। এটি সে ক্ষেত্রে হয় যেখানে নিষেধাজ্ঞা দৃঢ় নয়, আর তাই সে বিক্রি ভাঙ্গা ওয়াজিব নয়। মালেকী মাযহাবের আল হাত্তাব এর একটি উদাহরণ দেন হিংস্রপ্রাণীর বিক্রয় দিয়ে, যেখানে কেবল হিংস্রপ্রাণীর চামড়া সংগ্রহ উদ্দেশ্য হয় না।[২৩]

ক্ষেত্রবিশেষে বায় ওয়াজিব হয়। যেমন : কেউ প্রাণ রক্ষার্থে খাদ্য বা পানীয় ক্রয়ের মুখাপেক্ষী হয়। কোনো কোনো সময় বায় মুস্তাহাব হয়। যেমন কেউ কসম করল, অমুক ব্যক্তির কাছে সে কোনো পণ্য বিক্রয় করবে। এ বিক্রয়ে যদি কোনো অনিষ্ট বা অন্যায় না হয় তাহলে মুস্তাহাব হলো তা কার্যকর করা। কারণ, কসমকারীর কসমে যদি কোনো শরয়ী নিষেধাজ্ঞা বা অনিষ্ট না থাকে তাহলে তা পালন করা মুস্তাহাব।

বায় শরীয়তসিদ্ধ হওয়ার পিছনে হেকমত হলো, আল্লাহর বান্দাগণের প্রতি কোমলতা প্রকাশ এবং তাদের জীবন জীবিকা উপার্জনে সহযোগিতা করা।[২৪]

বায়-এর শ্রেণিবিন্যাস

ভিন্ন ভিন্ন অনুপাতে বায়-এর শ্রেণিবিন্যাস রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণিবিন্যাস হলো পণ্য (الْمَبِيعِ) ও মূল্য (الثَّمَنِ) অনুপাতে। এ শ্রেণিবিন্যাস হয়তো নির্ধারণের পদ্ধতি হিসেবে, অথবা আদায়ের পন্থা হিসাবে, শরীয়তের বিধান হিসাবে, অথবা তার প্রভাব প্রতিক্রিয়া হিসেবে হবে।

---

২৩. প্রাগুক্ত

২৪. হাশিয়াতুল আদাবী, খ. ২, পৃ. ১২৫; আল-বুখারী আল-হানাফী, মাহাসিনুল ইসলাম, পৃ. ৭৯

www.amarboi.org

প্রথমত : পণ্য অনুপাতে বায়-এর প্রকার

বিনিময়ের বিষয় অনুপাতে বায় চার প্রকার :

০১. আল-বায়‘উল মুতলাক (اَلْبَيْعُ الْمُطْلَقُ)

আল-বায়‘উল মুতলাক (اَلْبَيْعُ الْمُطْلَقُ)-এর সংজ্ঞা হলো, هُوَ مُبَادَلَةُ الْعَيْنِ بِالدَّيْنِ 'মুদ্রার বদলে পণ্যের বিনিময়কে বায় মুতলাক বলে।' এটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ প্রকার, এ ধরনের বিক্রি থাকার ফলে মানুষ তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মুদ্রার বিনিময়ে লেনদেন করতে সক্ষম হয়। তাই শুধু বায় বললে সাধারণত বায় মুতলাককেই বুঝানো হয়। ফলে বায়-শব্দের সাথে অতিরিক্ত কোনো শব্দ যোগ করার প্রয়োজন হয় না।

০২. বায়‘উস সালাম (بَيْعُ السَّلَمِ)

বায়‘উস সালাম (بَيْعُ السَّلَمِ)-এর সংজ্ঞা হলো, هُوَ مُبَادَلَةُ الدَّيْنِ بِالْعَيْنِ ، أَوْ بَيْعُ شَيْءٍ مُؤَجَّلٍ بِثَمَنٍ مُعَجَّلٍ 'নগদ মূল্যের বদলে দায়িত্বে থাকা বস্তুর বিনিময় অর্থাৎ নগদ মূল্য প্রদান করে বিলম্বে পণ্য গ্রহণকে বায় সালাম বলে।'[২৫] বিস্তারিত জানতে শিরোনাম سَلَم দ্র.

০৩. বায়‘উস সরফ (بَيْعُ الصَّرْفِ)

বায়উল সরফ (بَيْعُ الصَّرْفِ)-এর সংজ্ঞা হলো, هومبادله الاثمان 'এক ধরনের মুদ্রার অন্য ধরনের মুদ্রার সাথে বিনিময়।' বিস্তারিত জানতে শিরোনাম صَرْف দ্র.

মালেকী ফকীহদের মতে, সরফ বিক্রি হবে এমন দুই মুদ্রার মাঝে, যেগুলোর একটি অন্যটির বিপরীত। তখন গণনার মাধ্যমে লেনদেন হবে। যদি বিপরীত না হয়ে একজাতীয় মুদ্রা হয়, তাহলে এটি হবে মুরাতালা (রিতল দিয়ে ওজনকৃত বিক্রি)। সে অবস্থায় ওজনের মাধ্যমে বিক্রি হবে।[২৬]

০৪. বায়‘উল মুকায়াযাহ (بَيْعُ الْمُقَايَضَةِ)

বায়‘উল মুকায়াযাহ (بَيْعُ الْمُقَايَضَةِ)-এর সংজ্ঞা হলো, مُبَادَلَةُ الْعَيْنِ بِالْعَيْنِ 'বস্তুকে বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করা'। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন পরিভাষা : مُقَايَضَة

---

[২৫]. মাজাল্লাতুল আহকাম, ধারা : ১২৩

[২৬]. আল-হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ২৬৬; আদ-দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২

www.amarboi.org

দ্বিতীয়ত : মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি হিসেবে 'বায়'-এর প্রকার

০১. বায়'উল মুসাওয়ামাহ (بَيْعُ الْمُسَاوَمَة)

বায়'উল মুসাওয়ামাহ (بَيْعُ الْمُسَاوَمَة)-এর সংজ্ঞা হলো,

هُوَ الْبَيْعُ الَّذِي لاَ يُظْهِرُ فِيهِ الْبَائِعُ رَأْسَ مَالِهِ

'যে বিক্রয়ে বিক্রেতা পুঁজির উল্লেখ করে না তাকে বায় মুসাওয়ামা বলে।'

০২. বায়উল মুযায়াদাহ (بَيْعُ الْمُزَايَدَة)/(নিলামে বিক্রয়)

বায়'উল মুযায়াদাহ (بَيْعُ الْمُزَايَدَة)/(নিলামে বিক্রয়): এর সংজ্ঞায় বলা হয়,

بِأَنْ يَعْرِضَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ فِي السُّوقِ وَيَتَزَايَدَ الْمُشْتَرُونَ فِيهَا ، فَتُبَاعُ لِمَنْ يَدْفَعُ الثَّمَنَ الأَكْثَرَ

'বিক্রেতা পণ্য বাজারে নিয়ে যাওয়ার পর ক্রেতাগণ মূল্য বৃদ্ধি করতে থাকে, যে ব্যক্তি সর্বাধিক মূল্য প্রদান করে তার নিকট তা বিক্রয় করা হয়।'[২৭]

০৩. বুয়ূউল আমানাহ (بُيُوعُ الْأَمَانَة) আমানতের ক্রয়-বিক্রয় সমূহ

এগুলো হলো সে সকল বায় যেগুলোতে মূল্য নির্ধারিত হয়, তা পুঁজির সমানে কিংবা তার চেয়ে বেশি অথবা কম। এগুলোকে বায় আমানত বা আমানতের বিক্রি বলার কারণ হলো, এখানে পুঁজির সংবাদ দানের ক্ষেত্রে বিক্রেতাকে আমানতদার মনে করা হয়। এ বায় হলো তিন ধরনের :

ক. বায়উল মুরাবাহা (بَيْعُ الْمُرَابَحَة) : পণ্যের মূল্য পুঁজির চেয়ে অধিক নির্ধারণ করা হলে তাকে বায় মুরাবাহা বলে। বিস্তারিত জানতে শিরোনাম مُرَابَحَة দ্র.

খ. বায়উল তাওলিয়া (بَيْعُ التَّوْلِيَة) : লাভ ক্ষতি ছাড়া যেখানে পুঁজিই মূল্য হিসাবে নির্ধারিত হয়। বিস্তারিত জানতে শিরোনাম تَوْلِيَة দ্র.

গ. বায়উল ওয়াদী'আহ (بَيْعُ الْوَضِيعَة ، أَوِ الْحَطِيطَة ، أَوِ النَّقِيصَة) : পণ্যের মূল্য পুঁজি হতে কম নির্ধারণ করে বিক্রি করা।

বায় যদি পণ্যের কোনো অংশে হয় তাহলে একে বায় ইশরাক (الْإِشْرَاك) বলে। এ প্রকারটিও পূর্বোক্ত প্রকারসমূহের বাইরে নয়।[২৮] বিস্তারিত জানতে শিরোনাম تَوْلِيَة ও إِشْرَاك দ্রষ্টব্য।

---

২৭. এর বিপরীত হচ্ছে بيع المناقصة এক্ষেত্রে ক্রেতা পণ্যের মূল্য জানতে চাইলে বিক্রেতারা প্রতিযোগিতামূলভাবে একের তুলনায় অপরে কম দাম বলে। বর্তমানে টেন্ডারে তার অস্তিত্ব রয়েছে। ফিকহীগ্রন্থে এ শিরোনামে আলোচনা পাওয়া যায় না।

২৮. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৩; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৪৫৫

www.amarboi.org

তৃতীয়ত : মূল্যের ধরন বা আদায়ের পন্থা অনুপাতে বায়-এর প্রকার

মূল্যের ধরন অনুপাতে বায় নিম্নোক্ত প্রকারগুলোতে বিভক্ত হয় :

ক. **মুনজাযুছ ছামান (مُنْجَزُ الثَّمَنِ/নগদ মূল্য প্রদান)**: যার মাঝে মূল্য বিলম্বে আদায় করার শর্ত করা হয় না, বরং তা নগদ প্রদান করা হয়। একে বায়‘উন নকদ (بَيْعُ النَّقْدِ) এবং বায় বিছ-ছামানিল হাল (اَلْبَيْعُ بِالثَّمَنِ الْحَالِ) বলা হয়।

খ. **মুআজ্জালুছ ছামান (مُؤَجَّلُ الثَّمَنِ/বিলম্বে মূল্য প্রদান)**: মূল্য বিলম্বে পরিশোধ করার শর্ত করা হলে তাকে মুআজ্জালুছ ছামান বলে। ছামান (الثَّمَنِ) সম্পর্কিত আলোচনায় বিস্তারিত দ্রষ্টব্য।

গ. **মুআজ্জালুছ ছামান (مُؤَجَّلُ الْمُثْمَنِ/বিলম্বে পণ্য প্রদান)**: এটি হচ্ছে (بَيْعُ السَّلَمِ) বায় সালাম, পূর্বে যার ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে।

ঘ. **মুআজ্জালুল ইওয়াযায়ন (مُؤَجَّلُ الْعِوَضَيْنِ/বিলম্বে পণ্য ও মূল্য প্রদান)**: এটি হচ্ছে বকেয়ার বদলে বকেয়া বিক্রয়। এটি নিষিদ্ধ। বিস্তারিত শিরোনাম بَيْعٌ دَيْنٍ ও مَنْهِيٌّ عَنْهُ দ্রষ্টব্য।[২৯]

ইবনে রুশদ আল-হাফীদ বায়-এর শ্রেণীবিন্যাস বর্ণনায় নয় প্রকার বায়-এর তথ্য প্রদান করেছেন। তা বিনিময় পূর্ণ হওয়া, মূল্য আদায়ের ধরন, খিয়ার হওয়া এবং পণ্য ও মূল্য নগদ ও বাকীতে হওয়া অনুপাতে, যেগুলোর আলোচনা করা হয়েছে।[৩০]

এখানে আরও কিছু বায়-এর শাখাজাতীয় শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে। তা পণ্য উপস্থিত থাকা ও না থাকা সম্পর্কিত, পণ্য দেখা ও অদেখা সংক্রান্ত এবং বায়-এর চুক্তি অকাট্য হওয়া বা ইচ্ছাধীন হওয়া নিয়ে।[৩১]

শরীয়তের বিধান অনুপাতে বায়-এর শ্রেণী বিন্যাস নানা ধরনের হতে পারে। একটি হলো, اَلْبَيْعُ الْمُنْعَقِدُ (আল-বায়‘উল মুন‘আকিদ), এর বিপরীত হলো اَلْبَيْعُ الْبَاطِل (আল-বায়‘উল বাতিল)। اَلْبَيْعُ الصَّحِيحُ (আল-বায়‘উল সহীহ)-এর বিপরীত হলো اَلْبَيْعُ الْفَاسِدُ (আল-বায়‘উল ফাসিদ)। اَلْبَيْعُ النَّافِذُ (আল-বায়‘উল নাফিজ) (কার্যকরী বায়)-এর বিপরীত হলো اَلْبَيْعُ الْمَوْقُوفُ (আল-বায়‘উল মাওকূফ)। اَلْبَيْعُ اللاَّزِمُ (আল-বায়‘উল লাযিম)-এর বিপরীত হলো اَلْبَيْعُ غَيْرُ اللاَّزِمِ (আল-বায়‘উ গায়রুল লাযিম); এটাকে اَلْجَائِزُ أَوِ الْمُخَيَّرُ (আল-জায়েয বা আল-মুখাইয়ার)ও

২৯. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৪৫৫
৩০. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ১০৮
৩১. আল-হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ২২৬

www.amarboi.org

বলে। এগুলোর বিশদ বিবরণ পারিভাষিক আলোচনায় যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। আর নিষিদ্ধ বায়গুলোর বিশদ বিবরণ দেখার জন্যে দ্রষ্টব্য শিরোনাম: بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ

কিছু কিছু বায়-এর বিশেষ বিশেষ নাম আছে, যেগুলোতে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। যেমন : بَيْعِ النَّجْشِ (বায়'উন নাজাশ), بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ (বায়'উল মুনাবাযাহ) ইত্যাদি। এদের সংজ্ঞা নিজ নিজ পারিভাষিক আলোচনায় দেখা যেতে পারে।

আরও কিছু বায় রয়েছে যেগুলোর নামকরণে সে অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে যেগুলো বিক্রির চুক্তিকালে যুক্ত হয়। এ অবস্থাসমূহ বিধানের ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টি করে। যেমন : بَيْعِ الْمُكْرَهِ (বায়'উল মুকরাহ), بَيْعِ الْهَازِلِ (বায়'উল হাযিল), بَيْعِ التَّلْجِئَةِ (বায়'উল তালজিআ), بَيْعِ الْفُضُولِيِّ (বায়'উল ফুদূলী) ও بَيْعِ الْوَفَاءِ (বায়'উল ওয়াফা)। এগুলোর বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা রয়েছে।

যেমন, اسْتِصْنَاعٌ (ইসতিসনা), (অর্ডার দিয়ে জিনিস বানানো) বিক্রির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। অথচ এটি কি বিক্রি না ইজারা, তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। এর বিশদ বিবরণ اسْتِصْنَاعٌ (ইসতিসনা) শিরোনামে দেখা যেতে পারে।

উল্লিখিত এ সকল বিক্রি নিয়ে ফকীহগণ বায় মুতলাক-এর বাইরে পৃথকভাবে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন। তবে এগুলো বায় মুতলাক-এর পরে আলোচিত হয়ে থাকে।

যেহেতু এ সকল প্রকারই বায় (বিক্রি)-র অন্তর্ভুক্ত, তাই এগুলোর আলোচনায় বায় শব্দটির বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। তবে বিক্রির আওতাধীন হলেও এগুলো বায় মুতলাক নয়, যেমনটা উপরের আলোচনায় বিবৃত হয়েছে।

বায়-এর রুকন ও শর্তসমূহ

বায় ও অন্যান্য চুক্তির রুকনসমূহ নির্ধারণে ফকীহদের মাঝে মতভেদ হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, রুকন কেবল প্রস্তাব (الإِيجَابُ) ও গ্রহণের (القَبُولُ) শব্দসমূহ। কেউ বলেন, প্রস্তাব ও গ্রহণের শব্দসহ ক্রেতা-বিক্রেতা এবং চুক্তিকৃত জিনিস। আবার কারো মতে চুক্তির ক্ষেত্র অর্থাৎ পণ্য ও মূল্য হলো বায়-এর রুকন।

মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহদের মতে উপরিউক্ত সবই হলো বায়-এর রুকন। তাঁদের কথা হলো, যে কোনো বিষয়ের রুকন হলো যার ওপর বস্তুর অস্তিত্ব ও কাল্পনিক ধারণা নির্ভর করে। তা জিনিসের মৌলিক অংশ হোক আর না হোক। বায়-এর অস্তিত্ব যেহেতু বিক্রেতা-ক্রেতা ও দ্রব্যের ওপর নির্ভরশীল, যদিও সেগুলো বিক্রয়ের প্রকৃত অংশ নয়, তাই এসবই হবে বায়-এর রুকন।[৩২]

---

৩২. আশ-শারহুস সাগীর, আল-হালাবী প্রকাশনা, খ. ২, পৃ. ৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৫-৭; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৪০

www.amarboi.org

হানাফী ফকীহগণ মনে করেন, বায় ও অন্যান্য চুক্তির ক্ষেত্রে রুকন হলো কেবল ঈজাব ও কবুল-এ দুটি শব্দ। বিক্রেতা-ক্রেতা (الْعَاقِدَان) ও ক্ষেত্র (الْمَحَل) হলো এ দুটি শব্দ পাওয়ার জন্য প্রাসঙ্গিক উপকরণ মাত্র। এগুলো রুকন নয়; কারণ শব্দ ছাড়া অন্য কিছু প্রকৃত বায়-এর অংশ নয়। যদিও বায়-এর অস্তিত্ব এগুলোতে নির্ভরশীল।[৩৩]

চুক্তির যাবতীয় শব্দ, উভয়পক্ষ ও চুক্তিকৃত বস্তুকে 'মুকাওয়িমাতুল আকদ' (مُقَوِّمَات الْعَقْد) (চুক্তির আবশ্যকীয় সংঘটক) নামে সমসাময়িক কোনো কোনো ফকীহ উল্লেখ করেছেন, যেহেতু সকল ফকীহের মতে, এগুলো ছাড়া চুক্তি হওয়া অসম্ভব।[৩৪]

ঈজাব-কবুলের শব্দ, বিক্রেতা-ক্রেতা ও বিক্রয়ের ক্ষেত্র- এসবগুলোর জন্যেই বিভিন্ন শর্ত রয়েছে, যে শর্তগুলো পূর্ণরূপে থাকলেই উক্ত বিষয়গুলোর শরয়ী অস্তিত্ব বাস্তবায়িত হবে। এগুলোর সবকটি পরিপূর্ণরূপে পাওয়া না গেলে ক্রয়-বিক্রয়ের অস্তিত্বও পাওয়া যাবে না। এ শর্তগুলোর পাওয়া ও না পাওয়ার প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে শর্তগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়।

কতক শর্ত হলো বায় সম্পাদনের শর্ত। এ শর্তাবলির কোনো একটির অবর্তমানে আকদ বাতিল বলে গণ্য হয়। কতক হলো শুদ্ধ হওয়ার শর্ত। এর কোনো একটি না থাকলে অধিকাংশ ফকীহের সাথে হানাফী ফকীহদের ভিন্নমত অবলম্বনের কারণে চুক্তিটি হয়তো বাতিল বা ফাসিদ হবে।

শর্তগুলোর আরেকটি প্রকার হলো চুক্তি কার্যকর হওয়ার শর্তসমূহ। এ ধরনের কোনো একটি শর্তের অনুপস্থিতিতে বায় মওকুফ হয়ে যাবে। আরেকটি হলো বায় আবশ্যক হওয়ার শর্তসমূহ। এ শর্তগুলো অথবা এর কোন একটি লোপ পেলে বায় আবশ্যক হবে না। শর্তাবলির এ বিভক্তি হানাফী ফিকহের আলোকে। এগুলোর কোনো কোনোটির সঙ্গে অন্যরা দ্বিমত পোষণ করেন। বিস্তারিত আলোচনা অচিরেই আসছে।

বায়-এর শব্দ ও শর্তাবলি

হাত্তাবের বিবরণ অনুযায়ী বায়-এর শব্দ হলো প্রস্তাব ও গ্রহণ (الْإِيجَاب وَالْقَبُول)।[৩৫] সম্মতি প্রকাশক যে কোনো শব্দ এ দুটি বিষয়ের জন্য উপযুক্ত। যেমন বিক্রেতার উক্তি : بِعْتُكَ أَوْ أَعْطَيْتُكَ ، أَوْ مَلَّكْتُكَ بِكَذَا 'আমি তোমার কাছে বিক্রয় করলাম। তোমাকে দিলাম এবং তোমাকে এর স্বত্বাধিকারী বানিয়ে

---

৩৩. আল-ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ৪

৩৪. আল-মাদখালুল ফিকহীল আম, খ. ১, পৃ. ২৯৯

৩৫. আল-হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ২২৮

www.amarboi.org

দিলাম।' ক্রেতার উক্তি : اشْتَرَيْتُ أَوْ تَمَلَّكْتُ أَوِ ابْتَعْتُ أَوْ قَبِلْتُ 'আমি ক্রয় করলাম, মালিক হয়ে গেলাম, আমি গ্রহণ করলাম' বা এ ধরনের যে কোনো শব্দ।

ঈজাব (الإِيْجَابُ) বা প্রস্তাব হলো অধিকাংশের মতে, বিক্রেতার পক্ষ হতে এমন কথা প্রকাশিত হওয়া যা তার সন্তুষ্টি প্রমাণ করে। পক্ষান্তরে কবুল হলো যা ক্রেতার পক্ষ হতে প্রকাশিত হয় আর তার সন্তুষ্টি বোঝায়। হানাফীগণ বলেন, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্য হতে যার কথাই প্রথমে প্রকাশিত হয় তার সে কথাকে ঈজাব বলে, সে বিক্রেতা হোক আর ক্রেতা। আর কবুল হলো, যা তারপর প্রকাশিত হয়।[৩৬] বিস্তারিত শিরোনাম إِيْجَابٌ ، قَبُوْلٌ দ্র.

মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ বলেন : বিক্রেতার পূর্বে ক্রেতা বিক্রয়ের কথা উচ্চারণ করা জায়েয আছে। কারণ এর দ্বারা উদ্দেশ্য সাধিত হয়।[৩৭]

সম্পদ হস্তান্তর সংক্রান্ত চুক্তিতে শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে সব শর্ত আরোপিত হয়, বায়-এর ক্ষেত্রেও সেসব প্রযোজ্য হয়। সেগুলো হলো, শব্দটি অতীতকালের হতে হবে অথবা বর্তমানকালের এমন শব্দ হবে যা চুক্তি সৃষ্টি বুঝায়। ঈজাব ও কবুলের মাঝে মিল থাকতে হবে। কবুল যদি ঈজাবের বিপরীত হয় তাহলে চুক্তি সম্পাদিত হবে না। হানাফীগণ স্পষ্টত বলেছেন, যেই কবুলটি ঈজাবের বিপরীত হয় সেটি নতুন ঈজাব হিসেবে গণ্য হয়।

এ ধরনের শব্দ প্রয়োগের জন্য শর্ত হলো মজলিস এক হতে হবে। তাতে বিভিন্ন কথা আলোচিত হতে পারে। ঈজাব হতে কবুল যদি বিলম্বিত হয় অথবা এর উল্টোটি হয়, কবুল আগে উচ্চারিত হয়, তাহলে দুটির পূর্ববর্তীটি ঈজাব হিসাবে সহীহ হয়। বিক্রেতা ও ক্রেতা যে পর্যন্ত মজলিসে বা আসরে উপস্থিত থাকবে এবং তারা এমন কোনো কাজে জড়াবে না, সমাজে যাকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বুঝায়, সে পর্যন্ত মজলিস বহাল থাকবে।

এও শর্ত যে, ঈজাব ও কবুলে রসিকতা করা হবে না। ঈজাবটি যথাযথ রয়েছে, তা বোঝার জন্য শর্ত হলো, প্রস্তাবকারীর প্রস্তাব হতে সরে না আসা, কবুল করার পূর্বে তার মৃত্যু না হওয়া এবং চুক্তিকৃত পণ্যের ধ্বংস না হওয়া।

এটিও শর্ত, যে পণ্যের ওপর চুক্তি হয়েছে তা কবুল করার পূর্বে এমন ভিন্নরূপ ধারণ না করা যার ফলে তাকে ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যেমন আঙ্গুরের রস সিরকায় পরিণত হওয়া। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা عَقْدٌ وَصِيغَةٌ শিরোনামে দ্র.

---

৩৬. আল-মাজাল্লা, ধারা : ১০১-১০২; আল-ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ৪

৩৭. মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৪৬২; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ২; আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ১৫৩; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৪০

www.amarboi.org

সামনের আলোচনায় বিক্রির শব্দাবলির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, সাধারণ যে কোনো চুক্তির শব্দাবলিতে যে শর্তসমূহ রয়েছে এগুলো তার অতিরিক্ত।

ঈজাব ও কবুল দুটি শব্দই যদি অতীতকালের হয়, তাহলে বায় বাস্তবায়িত হওয়ার বিধানে কারও দ্বিমত নেই। যেমন : بِعْتُ 'আমি বিক্রি করলাম' এবং اشْتَرَيْتُ। 'ক্রয় করলাম'। শব্দ মুযারে-এর হলেও যদি বর্তমানকালের অর্থ হয় তাতেও বায় বাস্তবায়িত হবে। তাতে শাব্দিক ইঙ্গিত থাকবে, যেমন বিক্রেতা বলল : أَبِيعُكَ الْآنَ। আমি এখন তোমার কাছে বিক্রি করছি। অথবা পরিস্থিতি ইঙ্গিত প্রদান করবে, যেমন বর্তমানকাল বোঝানোর অর্থে ফেয়েলে মুযারে ব্যবহার করার প্রচলন রয়েছে।

ঈজাব অথবা কবুল যদি প্রশ্নবোধক শব্দ হয় তাহলে বেচাকেনার চুক্তি কার্যকর হবে না। যেমন : أَتَبِيعُنِي 'তুমি কি আমার কাছে বিক্রয় করবে?' অনুরূপ মুযারে শব্দ হলে এবং তাতে ভবিষ্যতকাল উদ্দিষ্ট হলে তার দ্বারা বিক্রয়চুক্তি কার্যকর হয় না। যেমন কেউ বলল : سَأَبِيعُكَ ، أَوْ أَبِيعُكَ غَدًا 'অচিরেই আমি তোমার কাছে বিক্রয় করব অথবা আগামীকাল বিক্রি করব।'

আজ্ঞাবাচক শব্দ (الْأَمْر) প্রয়োগ করলে তার বিধান : যেমন ক্রেতা বলল, بِعْنِي। তুমি আমার কাছে বিক্রি করো।' এরপর যদি বিক্রেতা বলে : بِعْتُكَ 'আমি তোমার কাছে বিক্রি করলাম।' তাহলে দ্বিতীয় শব্দটি ঈজাব বলে গণ্য হবে। অতঃপর ক্রেতার কবুল করার মুখাপেক্ষী হতে হবে। এ অভিমতটি হানাফীদের। হাম্বলীগণেরও অনুরূপ এক অভিমত রয়েছে, শাফেয়ীগণের প্রসিদ্ধ অভিমতের বিপরীত অভিমতও অনুরূপ।[৩৮]

মালেকী মাযহাবের ফকীহদের অভিমত হলো, ক্রেতার কথা, আমার কাছে বিক্রি করো, তার উত্তরে বিক্রেতা যদি বলে, আমি তোমার কাছে বিক্রি করলাম, তাহলে বিক্রয় কার্যকর হয়ে যাবে। এরপর ক্রেতার আর কবুল করার প্রয়োজন নেই। কারণ এর ফলে বিক্রয়ে তার সম্মত হওয়া প্রকাশিত হয়েছে। শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহগণের প্রসিদ্ধ অভিমতও এর অনুকূলে।[৩৯] হাম্বলীগণের দুটি অভিমতের একটি হলো এর অনুরূপ।

---

৩৮. আতাসী কৃত শারহুল মাজাল্লা, খ. ২, পৃ. ৩২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৫; আল-মুগনী, খ. ৩, পৃ. ৫৬১; আল-ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ৪

৩৯. মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৪৬২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৫; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৪০, আল-মুগনী, খ. ৩, পৃ. ৫৬১

www.amarboi.org

শাফেয়ীগণ বলেন, ক্রেতা যদি অতীতকালের শব্দ প্রয়োগ করে বলে, তুমি আমার কাছে বিক্রি করেছ অথবা করছো, 'যদি এরপর বিক্রেতা বলে, আমি তোমার কাছে বিক্রি করলাম।' এতে বিক্রি কার্যকর হবে না– যে পর্যন্ত না ক্রেতা তা আবার কবুল করবে (যা অন্য সকল ফকীহের মতের বিপরীত)।[৪০]

হানাফী ফকীহগণ এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যে, আদেশ কিংবা মুযারে শব্দ প্রয়োগ করে বিক্রয়ের প্রস্তাব করা জায়েয হয় যখন শব্দের মাঝে প্রস্তাব ও গ্রহণ অন্তর্নিহিত ভাবে থাকে। যেমন বিক্রেতা বলল, 'এ পণ্যটি ঐ পরিমাণ মূল্য দিয়ে গ্রহণ করো;' এতে ক্রেতা যদি বলে : 'আমি তা গ্রহণ করলাম।' তাহলে বিক্রি সম্পন্ন হবে। কারণ, 'গ্রহণ করো' এ কথাটুকুর মাঝে নিহিত রয়েছে : 'আমি বিক্রয় করলাম, তুমি গ্রহণ করো।'

অনুরূপ ক্রেতার প্রস্তাবের পর যদি বিক্রেতা বলে, পণ্যটিতে আল্লাহ্ তোমাকে বরকত দান করুন, তাতেও বায় সাব্যস্ত হবে। কারণ, এতে 'আমি বিক্রয় গ্রহণ করলাম, মর্মটি অন্তর্নিহিত রয়েছে। মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণও এরূপ অভিমত পোষণ করেন। শাফেয়ী ফকীহগণ-এর তুলনীয় অপর এক মাসআলায় বলেন, দাসমুক্তির ক্ষেত্রে যদি কেউ বলে, আমার পক্ষ থেকে মুক্ত করো, তাহলে অর্থ হবে : 'আমার নিকট বিক্রি করো এবং তা আমার পক্ষ থেকে মুক্ত করে দাও।'[৪১]

ফকীহসমাজের ভাষ্য হতে বোঝা যায়, তারা বেচাকেনার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য বোঝানোর বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। তা নির্ধারিত শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে হোক, আর সমাজের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী হোক। দুসূকী বলেন, সমাজে সম্মতি বোঝায় এমন যে কোনো কিছু দ্বারা বায় কার্যকর হয়। তা কথায় হোক, লেখার দ্বারা হোক বা ইঙ্গিতে হোক, বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের পক্ষ হতে হোক, আর যে কোনো একজন হতে হোক। কাশশাফুল কিনা গ্রন্থে রয়েছে, বিক্রয় করলাম ও ক্রয় করলাম, এমন হুবহু শব্দের মাঝে বেচাকেনার চুক্তি সীমিত নয়। বিক্রয়ের অর্থ প্রদান করে এমন যে কোনো শব্দ দ্বারা বায় কার্যকর হয়। কারণ, বিধানদাতা এটি কোনো নির্দিষ্ট শব্দে সীমিত করেননি।[৪২]

বায়-এর ঈজাব ও কবুলের মাঝে সঙ্গতি থাকতে হবে। তা এভাবে যে, ক্রেতা পূর্ণ পণ্যটি পূর্ণমূল্য দিয়ে গ্রহণ করবে। যে পণ্যের বিক্রির প্রস্তাব করা হয়েছে

---

৪০. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৫

৪১. শারহুল মাজাল্লা, খ. ২, পৃ. ৩৪; আদ-দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩; আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ১৫৩; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৪০

৪২. আদ-দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৪৬

www.amarboi.org

তার অংশবিশেষ গ্রহণ করলে বা অন্য পণ্য গ্রহণ করলে সঙ্গতি পাওয়া যাবে না। অনুরূপ যে মূল্যের ওপর প্রস্তাব আরোপ হয়েছে তার কিছু অংশ গ্রহণ করলে বা অন্য কিছু গ্রহণ করলে সঙ্গতি সাব্যস্ত হবে না। তবে প্রস্তাবকৃত মূল্যের অধিক মূল্য দ্বারা গ্রহণ করলে তাতে অন্তর্নিহিত মিল থাকা ধর্তব্য হয়। তবে বাড়তি মূল্য আবশ্যক হয় না। তৃতীয় কেউ গ্রহণ করলে অবশ্য বাড়তি মূল্য দিয়ে তা নিতে হবে। যেমন, কেউ পণ্য বিক্রি করল এক হাজার দ্বারা; কিন্তু ক্রেতা তা গ্রহণ করল দেড় হাজার দ্বারা; অথবা এক ব্যক্তি ক্রয় করল এক হাজার দিয়ে, কিন্তু বিক্রেতা তার কাছ থেকে আটশ গ্রহণ করল।

নির্ধারিত মূল্য হতে দাম কমানো জায়েয। বায় সংঘটিত হওয়ার পরও তা জায়েয।[৪৩] কোনো পণ্য যদি এক হাজারের বিনিময়ে বিক্রয় হয় আর ক্রেতা তার অর্ধেক পাঁচশত দ্বারা ক্রয় করে, তাহলে সঙ্গতি সাব্যস্ত হবে না। তবে যদি বিক্রেতা এতে সম্মত থাকে তাহলে কোনো বিপত্তি নেই। এ অবস্থায় গ্রহণ করাটি হবে প্রস্তাব পর্যায়ের, আর বিক্রেতার সম্মতি হবে কবুল পর্যায়ের।

শাফেয়ী কোনো কোনো ফকীহ বলেন : বিক্রেতা যদি বলে, এ দ্রব্যটি আমি এক হাজারের বিনিময়ে তোমার কাছে বিক্রি করলাম এবং এর অর্ধেক পাঁচশয়ের বিনিময়ে; এতে যদি ক্রেতা অর্ধেক গ্রহণ করে তাহলে সেটি জায়েয। এর দ্বারা বিক্রেতা আংশিক পণ্যের আংশিক মূল্যে সম্মত থাকলে তার বিধান যে ইতিবাচক হবে তা বোঝা যায়।[৪৪]

পরস্পর দেওয়া নেওয়ার মাধ্যমে বিক্রয় (الْمُعَاطَاةُ أَوِ التَّعَاطِي)

বিক্রেতা ও ক্রেতা মৌখিকভাবে ঈজাব ও কবুল ছাড়া একে অপরকে হাত বদল করে জিনিস দেওয়া-নেওয়া করলে তাকে বায় তাআতী বা মুআতা বলে। কবুল ছাড়া কেবল ঈজাব অথবা শুধু কবুল পাওয়ার প্রেক্ষিতে দেওয়া-নেওয়া হলে একেও তাআতী বা মুআতা বলা হয়। এরূপ বায় কার্যকর হয় চলমান অবস্থার নিরিখে। এ ধরনের বিক্রি, অল্প জিনিস হোক আর বেশি, সকল ক্ষেত্রেই জায়েয বলে হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহবৃন্দ অভিমত প্রদান করেন। মুতাওয়াল্লী ও বাগাবীর ন্যায় কতক শাফেয়ী ফকীহও অনুরূপ মত পোষণ করেন। যদিও অন্য শাফেয়ী আলেমগণ তাতে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন।[৪৫] বিস্তারিত আলোচনা تَعَاطِي শিরোনামে দ্র.।

---

৪৩. আতাসী কৃত শারহুল মাজাল্লা, খ. ২, পৃ. ৪৪; আশ-শারহুস সাগীর, হালাবী প্রকাশনা, খ. ২, পৃ. ৯; হামিশুল ফুরূক, খ. ৩, পৃ. ২৯০; আল-বাহজা শারহুত তুহফা, খ. ২, পৃ. ২৪; আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ১৫৪; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৪০

৪৪. প্রাগুক্ত

৪৫. শারহুল মাজাল্লা, খ. ২, পৃ. ৩৬; দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৪১

www.amarboi.org

লেখা ও দূত পাঠানোর মাধ্যমে বিক্রি

উপস্থিত দুজনের মাঝে লেখার মাধ্যমে বিক্রয়চুক্তি করা জায়েয। উপস্থিত একজনের কথা আর অপরজনের লেখায়ও বিক্রয়চুক্তি কার্যকর হয়। বিক্রেতা যদি অনুপস্থিত কোনো লোকের কাছে লেখার মাধ্যমে বিক্রির প্রস্তাব করে অথবা দূত পাঠিয়ে প্রস্তাব করে, আর সে অবহিত হওয়ার পর তা কবুল করে, তাতেও বিক্রয়চুক্তি কার্যকর হবে।

শাফেয়ী ফকীহগণ এক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক গ্রহণের শর্ত আরোপ করেছেন। তারা বলেন : যার কাছে লিখিত ভাবে বা দূতের মাধ্যমে প্রস্তাব পাঠানো হবে তার প্রস্তাব গ্রহণ করার এখতিয়ার মজলিস পরিবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত থাকবে। অর্থাৎ যেই মজলিসে চিঠি বা দূত পৌঁছেছে সেই মজলিস ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত তার গ্রহণ ও বর্জনের অধিকার থাকে। এক্ষেত্রে পত্রলেখকের মজলিস মোটে ধর্তব্য নয়। যে ব্যক্তির কাছে লিখে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে সে কবুল করার পরও প্রস্তাবকের মজলিসে বসে থাকা ধর্তব্য হবে না। বরং কবুল না করে যতক্ষণ খিয়ারে থাকবে প্রেরকের এখতিয়ার সে পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তাই তারা বলেন, গ্রহণ করার পর উত্তরে তাৎক্ষণিক চিঠি পাঠানো অথবা দূত পাঠানোর কোনো শর্ত নেই।

শাফেয়ী মতাবলম্বী ছাড়া অন্যান্য ফকীহের মতে, তাৎক্ষণিক গ্রহণ করার কোনো শর্ত নেই। হাম্বলী ফকীহগণ স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, ঈজাব ও কবুলের মাঝে এ ক্ষেত্রে বিলম্ব করায় কোনো সমস্যা নেই। কারণ, ক্রেতার অনুপস্থিতিতে বিলম্ব হওয়া ক্রয় করা হতে বিমুখ হওয়া বুঝায় না।[৪৬]

বোবা এবং এ শ্রেণীর লোকদের ইশারা-ইঙ্গিতে বায় অনুষ্ঠিত হওয়া

বোবা ব্যক্তির ইশারা-ইঙ্গিতে বায় অনুষ্ঠিত হয়– যখন তার ইঙ্গিত পরিচিত ও বোধগম্য হয়, বোবা লেখতে সক্ষম হলেও। হানাফী মাযহাবের এটিই গ্রহণযোগ্য অভিমত। কারণ ইঙ্গিত ও লেখা এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন দলিল। তবে যেই ইঙ্গিত হতে কিছুই বোঝা যায় না তার কোনো মূল্য নেই। অধিকাংশ আলেমের অভিমত হলো, বাকসম্পন্ন ব্যক্তির ইঙ্গিত করা গ্রহণযোগ্য নয়। তবে মালেকী মাযহাবের ফকীহদের মতে বাকশক্তিসম্পন্ন হলেও গ্রহণ ও বর্জন বুঝায়– এমন ইঙ্গিত করা হলে তা দ্বারা বায় কার্যকর হয়।

যে ব্যক্তি প্রকৃত বোবা নয়, বরং সাময়িক বাক্‌শক্তি লোপ পেয়েছে তার বিধান নিয়ে বিতর্ক ও বিস্তারিত মতামত রয়েছে।[৪৭] শিরোনাম اعْتِقَال اللِّسَان দ্র.

---

৪৬. শারহুল মাজাল্লা, খ. ২, পৃ. ৩৪; আল-খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ৫; আল-হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ২৪১; আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ১৫৪; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৪৮

৪৭. শারহুল মাজাল্লা, খ. ২, পৃ. ৩৫; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৫৭; আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ১৫৫

www.amarboi.org

বায়-এর শর্তাবলি

বায়-এর শর্তাবলি সীমিতকরণে ফকীহবৃন্দের পন্থা ভিন্ন ভিন্ন। কেউ কেউ শর্তাবলিকে বায় সহীহ্ হওয়ার শর্ত বলে গণ্য করেন। যখন অন্যরা গুরুত্ব দেন পণ্যের শর্ত উল্লেখ করার। পণ্যে শর্তাবলীর ধারণা সম্ভব হওয়া হিসাবে পণ্যের সকল বা কতক শর্তের সাথে মূল্য যুক্ত হয়।

এ শর্তগুলোর সিংহভাগে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিচারে সকলের শর্ত প্রায় এক। তবে কোনো কোনো মাযহাবে স্বতন্ত্র কিছু শর্ত রয়েছে যেগুলো অন্য মাযহাবে নেই। হানাফী ফকীহগণ বায় অনুষ্ঠিত হওয়া এবং বায় সহীহ হওয়ার শর্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উল্লেখ করেছেন। তারা মনে করেন, বায় অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্তাবলিই বায় সহীহ হওয়ার শর্ত। কারণ, যে বায় অনুষ্ঠিতই হয় না, তা সহীহও হবে না। কিন্তু এর উল্টোটা নয়।

সামনের আলোচনায় অধিকাংশ ফকীহের মতে যে সকল শর্ত রয়েছে সেগুলোর আলোচনা করা হচ্ছে। পাশাপাশি এ শর্তগুলোর যেগুলো হানাফী ফকীহগণের দৃষ্টিতে বায় সংঘটনের শর্ত সেগুলোর দিকেও ইশারা করা হবে।[৪৮]

পণ্যের (الْمَبِيع) শর্তাবলি

পণ্যের যে কতক শর্ত রয়েছে সেগুলো হলো :

চুক্তির সময় পণ্যের বর্তমান থাকা : এ কারণে অস্তিত্বহীন জিনিসের বিক্রি শুদ্ধ হয় না। এ শর্তটিতে ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেন। হানাফী ফকীহদের মতে এটি বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্ত। অবিদ্যমান জিনিস ক্রয়বিক্রয়ের কতিপয় উদাহরণ হলো, ফল আসার পূর্বেই তা বিক্রি করা, নর প্রাণীর বীর্য হতে আগত প্রাণী বিক্রি, পেটে ধারণকৃত ভ্রূণ বিক্রি ইত্যাদি। এ ধরনের বিক্রি নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ রাসূলুল্লাহ স. এর হাদীস,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلاَقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ

"আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. নর প্রাণীর বীর্য হতে আগত শাবক, গর্ভস্থিত ভ্রূণ ও ভ্রূণের ভ্রূণ বিক্রি করা হতে নিষেধ করেছেন।"[৪৯]

---

৪৮. আল-ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ৩; শারহুল মাজাল্লা, ধারা : ২০৫ ও ২০৮

৪৯. আব্দুর রাযযাক কৃত আল-মুসান্নাফ, খ. ৮, পৃ. ২১; আল-মাজলিসুল ইলমী প্রকাশনা, হাদীসটির বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.। ইবনে হাজার আসকালানী হাদীসটির সনদে মজবুতী বর্ণনা করেছেন। আত-তালখীসুল হাবীর, খ. ৩, পৃ. ২১

www.amarboi.org

আর এ কারণেও নিষেধ যে, এ ধরনের বায় হলো ধোঁকা ও অজ্ঞতার বায়, অথচ হাদীসে এ সম্পর্কে নিষেধ এসেছে। ইরশাদ হচ্ছে : نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ "রাসূলুল্লাহ সা. ধোঁকাপূর্ণ ক্রয়বিক্রয় করা হতে নিষেধ করেছেন।"[৫০]

এ নিষেধাজ্ঞার আওতাবহির্ভূত হলো বায় সালাম। অবিদ্যমান জিনিস হওয়া সত্ত্বেও এ বায় সহীহ বলে সকল উলামায়ে কেরাম একমত। কারণ, এ সম্পর্কিত দলিল রয়েছে :

نَهَى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الإِنْسَانِ ، وَرَخَّصَ فِي السَّلَمِ

"রাসূলুল্লাহ স. মানুষের নিকট যা নেই তা বিক্রি করা হতে নিষেধ করেছেন। তবে তিনি বায় সালামের অনুমতি দিয়েছেন।"[৫১]

পণ্যটি মাল হওয়া : মাল বলতে বুঝায় যার প্রতি মন আকৃষ্ট হয়, যা ব্যয়যোগ্য কিন্তু তা ধরে রাখতে মন চায়। তা মাল নয় যা ব্যয়যোগ্য বা পরিবর্তনযোগ্য নয়। মাল হওয়ার ক্ষেত্রে শরীয়তের দৃষ্টিকোণই ধর্তব্য। মৃত প্রাণী ও বহমান রক্ত মাল হিসেবে ইসলামী শরীয়ায় স্বীকৃত নয়।

মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহদের মতে, মাল হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তা উপকারযোগ্য দ্রব্য হওয়া। তাদের মতে যা উপকারযোগ্য নয় তা মাল বলে পরিগণিত হবে না। তাই তা বিনিময়যোগ্যও নয়। হানাফীগণের মতে এটি বায় অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্ত।[৫২]

পণ্যটি বিক্রেতার মালিকানাধীন হওয়া : এ কথাটি বলবৎ হয় তখন যখন মালিক নিজেই বিক্রি করে। হানাফীগণ এ শর্তটিকে চুক্তি সংঘটনের শর্ত গণ্য করেছেন। একে তারা দুভাবে ভাগ করেছেন :

এক. পণ্যটি স্বয়ং মালিকানাধীন বস্তুর শ্রেণীভুক্ত হতে হবে। ফলে ঘাসের ন্যায় বস্তুর বিক্রি কার্যকর হবে না। যেহেতু জমি মালিকানাধীন হলেও ঘাস সে সকল জিনিসের অন্তর্ভুক্ত যে সকল বস্তু সকলের জন্যে বৈধ, কারো মালিকানাধীন বলে তা বিবেচিত হয় না।

দুই. পণ্যটি যখন মালিক নিজের পক্ষ থেকে বিক্রি করবে তখন তা তার মালিকানায় থাকতে হবে। যদি এমন হয় যে, সে পরবর্তী সময়ে তার

---

৫০. ইমাম মুসলিম, আস-সহীহ, হালাবী প্রকাশনা, খ. ৩, পৃ. ১১৫৩

৫১. ফাতহুল কাদীর, খ. ১, পৃ. ৫০; আদ-দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ১৫৭; আল-মুগনী ও আশ শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ২৭৬; আল-কালয়ুবী, খ. ২, পৃ. ১৫৭

৫২. ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ১০০; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৫, পৃ. ১৪৯; আদ-দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ১০; আল-কালয়ুবী, খ. ২, পৃ. ৫৭; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৪২

www.amarboi.org

মালিক হয়ে যাবে, কিন্তু বর্তমানে মালিক না হয়, তাহলে তাতে বিক্রি কার্যকর হবে না। তবে বায় সালাম, জোরপূর্বক নেওয়া জিনিস ও প্রতিনিধি হিসেবে বিক্রির ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য নয়। অনুরূপ বিধান হলো যারা শরীয়তমতে মালিকের স্থলাভিষিক্ত হয়। যেমন অভিভাবক, অসিয়তকৃত ব্যক্তি ও তত্ত্বাবধায়ক, তাদের বেলায় এ শর্ত কার্যকর হবে না।[৫৩]

স্বত্বাধিকারী না হলে বিক্রয় সিদ্ধ না হওয়ার দলিল হলো, হাকীম ইবনে হিযাম রা.-এর বর্ণিত হাদীস। নবী স. বলেন, لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ "যা তোমার কাছে নেই তা তুমি বিক্রি করো না।"[৫৪] অনধিকার চর্চাকারীর বিক্রয় সম্পর্কে এখতেলাফ রয়েছে। বিস্তারিত জানতে শিরোনাম بَيْعُ الْفُضُولِيِّ দ্র.

পণ্য হস্তান্তরযোগ্য হওয়া : হানাফীগণের মতে এটি বায় সংঘটনের শর্ত। পালিয়ে যাওয়া উট, আকাশে উড়ন্ত পাখি ও পানিতে মাছ বিক্রি এ শর্তের কারণে বৈধ হবে না।[৫৫] কারণ রাসূলুল্লাহ স. ধোঁকার বিক্রি হতে নিষেধ করেছেন।[৫৬]

পণ্যটি ক্রেতা-বিক্রেতার কাছে জানা-শোনা বা পরিজ্ঞাত হওয়া : এ শর্তটি হানাফীগণের মতে বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার শর্ত, বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার শর্ত নয়। তাই এ শর্তটি পাওয়া না গেলে চুক্তি বাতিল হবে না, বায় ফাসিদ বলে গণ্য হবে। পণ্যটি অন্যান্য জিনিস হতে বাছাই করতে পারা এবং ঝগড়া দূর হওয়ার মতো জানাশোনা হলেই হয়। অজ্ঞাত জিনিসের বিক্রিতে রয়েছে এমন অজ্ঞতা যা ঝগড়ার প্রতি মানুষকে ধাবিত করে, ফলে তা সহীহ হয় না। যেমন পালের মাঝে অনির্দিষ্ট একটি বকরী বিক্রি করা।[৫৭]

মালেকী ও শাফেয়ী মতাবলম্বী ফকীহগণ পণ্যের শর্তাবলির সাথে আরও একটি শর্ত বৃদ্ধি করেন। তা হলো পণ্যটি পবিত্র হওয়া, নাপাক বস্তু না হওয়া। এ

---

৫৩. ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৬ ও ১০৬; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৫, পৃ. ১৪৬; আল-কারাফী কৃত আল-ফুরূক, খ. ৩, পৃ. ২০৪; আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ১৬০; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৬০

৫৪. তিরমিযী, আস-সুনান বরাত তুহফাতুল আহওয়াযী, খ. ৪, পৃ. ৪৩০। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন

৫৫. ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৬; আদ-দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ১১; আল-ফুরূক, খ. ৩, পৃ. ২৪০; হামিশুল ফুরূক, খ. ৩, পৃ. ২৩৮ ও ২৭১; আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ১৫৮; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৪৫

৫৬. টীকা নং ৪৭ দ্রষ্টব্য

৫৭. ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৬; আদ-দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ১৫; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৪৬; আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ১৬১

www.amarboi.org

ক্ষেত্রে মালেকী ফকীহগণ আরও দুটি শর্ত যোগ করেছেন : বায়টি নিষিদ্ধ বায়সমূহের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া এবং বায় হারাম না হওয়া।[৫৮]

এ শর্তগুলো পূর্ববর্তী শর্তাবলির মাঝে প্রবিষ্ট রয়েছে। এ শর্তাবলি হতে দূরে থাকার উপায় এবং এর অবর্তমানে যে বিধান আরোপ হয় তার বিস্তারিত দেখার জন্য بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ শিরোনাম দ্রষ্টব্য। নিজ নিজ নামে অভিহিত বায়-সমূহও দেখা যেতে পারে।

পণ্যের বিধান ও অবস্থা

প্রথমত : পণ্য নির্ধারণ

পণ্য চেনার জন্য আবশ্যক হলো, পণ্যের জাত, ধরন ও পরিমাণ সম্পর্কে ক্রেতার অবহিত হওয়া। জাত যেমন : গম। ধরন যেমন : কোন্ শহরের উৎপাদন। পরিমাণ যেমন : মাপ ও ওজন সম্পর্কে জানা।[৫৯]

পণ্যের পরিচিতি হতে পণ্য নির্ধারণ করা হলো অতিরিক্ত বিষয়। কারণ, জাত ও পরিমাণ জানার পর তা অন্য জিনিস হতে পৃথক হয়। হয়তো এ পার্থক্যকরণ সম্পন্ন হয় ক্রয়-বিক্রয় কালে পণ্যের প্রতি ইঙ্গিত করার মাধ্যমে ক্রেতার উপস্থিতিতে। ফলে এ সময় পণ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। পণ্য নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পর বিক্রেতার জন্য ক্রেতাকে অন্য পণ্য দেওয়া জায়েয নেই। তবে হ্যাঁ, ক্রেতা সন্তুষ্ট থাকলে তার সম্মতিতে অন্য পণ্য দেওয়া যেতে পারে। ইঙ্গিত হলো কোনো জিনিস নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্বাধিক উন্নত পন্থা।[৬০]

হয়তো ক্রয়-বিক্রয়কালে পণ্য নির্ধারণ করা হয় না, বরং পণ্যের অনুপস্থিতিতে পণ্যের গুণ উল্লেখ করা হয় অথবা উপস্থিত স্তূপের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়। এ অবস্থায় হস্তান্তর করা ছাড়া পণ্য নির্ধারিত হয় না।
এটি হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহবৃন্দের অভিমত, যা শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতের বিপরীত। শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ অভিমত হলো, অদৃশ্য জিনিসের বিক্রয় সহীহ হয় না।[৬১]

---

৫৮. মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৪৭৫-৪৮৫; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ৪; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, খ. ১১; আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ১৫৭

৫৯. শারহুল মাজাল্লা, ধারা : ২০৪; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৪৮৬; আশ শারহুস সাগীর, খ. ২, পৃ. ৬ প্রকাশক : হালাবী; আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ১৬১; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৬৩; আল-মাজমূ শারহুল মুহাযযাব, খ. ৯, পৃ. ২৭৫

৬০. শারহুল মাজাল্লা, ধারা : ২০২; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১২১; আল-বাহজা শারহুত তুহফা, খ. ২, পৃ. ২৪; আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ১৬৩; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৪৬

৬১. শারহুল মাজাল্লা, ধারা : ২০১; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ৭; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৬৩-১৬৮; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১৪৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৬

www.amarboi.org

অনির্দিষ্ট পণ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো, যৌথ মালিকানাধীন জিনিসের কোনো অংশ বিক্রয় করা; তা জমি হোক আর স্থানান্তরযোগ্য পণ্য হোক। যৌথ সম্পদটা বণ্টনযোগ্য হোক আর না হোক। যৌথ মালিকানাধীন পণ্য বণ্টন এবং হস্তান্তরের মাধ্যমেই কেবল নির্ধারিত হয়।[৬২]

পণ্য নির্ধারণের সাথে সংশ্লিষ্ট হলো, একটিকে বহু জিনিসের মধ্য হতে বিক্রি করার মাসআলা– এ শর্তে যে, পণ্য নির্ধারণ করা ক্রেতার ইচ্ছাধীন থাকবে। অর্থাৎ তাকে এরূপ কর্তৃত্ব দিয়ে দেওয়া যে, সে অনেকগুলো হতে যেটি তার পছন্দ হয় সেটি বেছে নেবে। এ অভিমত সেই সকল ফকীহের, যারা নির্ধারণের এখতিয়ার দেওয়াকে জায়েয মনে করেন। এ ধরনের বায় জায়েয হওয়া, তার শর্তসমূহ এবং এখতিয়ারের বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য শিরোনাম :خِيَارُ التَّعْيِينِ[৬৩]

দ্বিতীয়ত : পণ্য চেনা ও নির্ধারণের উপায়

বিক্রয়স্থলে যখন পণ্য থাকবে না, ফলে দেখা বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে পণ্যের পরিচয় সম্পন্ন হবে না, এরূপ ক্ষেত্রে পণ্যের এমন কোনো বৈশিষ্ট্য আলোচনার মাধ্যমে তার পরিচয় পূর্ণতা লাভ করবে, যার দ্বারা সে অন্য জিনিস হতে আলাদা হয়ে যাবে। তাতে পরিমাণের বিবরণও থাকবে। পণ্য ভূমি হলে তার সীমানার বিবরণও আবশ্যক, স্থান ও দিক ভেদে ভূমির মূল্য ভিন্নতর হওয়ার কারণে। পণ্য যদি পরিমাপ, ওজন, হাতের মাপ বা গণনার যোগ্য জিনিস হয়, তাহলে তার পরিমাণ জানার মাধ্যমেই তার পরিচয় উদঘাটিত হয়ে যায়।[৬৪]

অনুমাননির্ভর বিক্রয় জায়েয আছে। তাই কোনো স্তূপের সবটুকু মোটামুটি এক মূল্যে বিক্রয় হতে পারে। এ ধরনের বিক্রি সবার মতে জায়েয। তবে মালেকী মাযহাবে অনুমাননির্ভর বিক্রির ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে।

অথবা তা মূল্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিক্রি হবে। যেমন বিক্রেতা বলল : প্রতি সা' এই মূল্যের বিনিময়ে। এ ধরনের বিক্রি মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব

---

৬২. শারহুল মাজাল্লা, ধারা : ২২০; আসহালুল মাদারিক, খ. ২, পৃ. ২৮১; খাবায়ায যাওয়ায়া, মাসআলা ১৮০, পৃ. ১৯৯; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৬; আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ১৬১; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৭০

৬৩. আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ৩০; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ৩৯; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২০৫

৬৪. শারহুল মাজাল্লা, ধারা : ২২০; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ২৮; আল-হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ২৯৬; আল-বাহজা, খ. ২, পৃ. ১৯; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৬৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৮

www.amarboi.org

মতে জায়েয। হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদের মতেও জায়েয। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা বলেন, এ পদ্ধতিতে কেবল এক কাফীয বিক্রি জায়েয, আর বাকীগুলোতে বিক্রয় বাতিল বলে সাব্যস্ত হবে। কারণ, যে স্তূপের ওপর চুক্তি হয়েছে তার মোট পরিমাণ অজ্ঞাত।

শাফেয়ীগণ বলেন : যদি স্তূপের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়, যেমন বলা হয়, স্তূপে একশ সা' রয়েছে, এটি তোমার কাছে বিক্রি করলাম। প্রতি সা' এক দিরহাম মূল্যের বিনিময়ে। যদি বাস্তবে স্তূপে একশ সা' থাকে তাহলে বিক্রি জায়েয। কারণ, মোটামুটি ও বিস্তারিত বিবরণের মাঝে মিল রয়েছে। যদি স্তূপে একশ সা' না থাকে, বেশী বা কম হয়, তাহলে বিশুদ্ধ অভিমত হলো, বিক্রি সহীহ হয় না। কারণ, মোটামুটি ও বিস্তারিত বিবরণের মাঝে সমন্বয় সম্ভব নয়। দ্বিতীয় অভিমত হলো, তা-ও সহীহ হবে।[৬৫]

পাত্র দিয়ে মাপযোগ্য জিনিস ওজন করে বিক্রি করা জায়েয। ঠিক এর উল্টোটিও জায়েয। এটি মোটামুটি সে সকল পণ্যে যেগুলো সুদী পণ্য নয়, যেগুলোতে বেশকম করে বিক্রি হারাম নয়, যেহেতু বেশকম করে বিক্রি করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে সুদী বস্তুতে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে পরিচিত বিশেষ পাল্লা বা পরিমাপযন্ত্রের দ্বারাও বিক্রয় জায়েয, যদিও তা জনগণের মাঝে অপরিচিত থাকে।

এমন পরিমাপপাত্র যা ছোট-বড় হয় তা দ্বারা বিক্রয় জায়েয নয়। তবে মশক দ্বারা পানি বিক্রির বিধান তা হতে ভিন্নতর। সমাজে চালু থাকার কারণে কিয়াসের বিপরীতে তা জায়েয। হানাফীগণ এ কথা বলেছেন।[৬৬]

তৃতীয়ত : পণ্যের অন্তর্ভুক্তি

পণ্যের অধীন বস্তুসমূহ : মূল জিনিস এবং তার উপকারিতায় বিক্রয় আরোপ হয়। বিক্রির দাবি হলো, পণ্যের বিক্রিতে তার সাথে সম্পর্কিত জিনিসও আওতাভুক্ত হবে; তা থেকে কাঙ্ক্ষিত লাভ বাস্তবায়নের নিমিত্তে। অথবা সমাজেরও প্রচলন হলো, বিক্রিকালে তার সাথে সংশ্লিষ্ট জিনিস অন্তর্ভুক্ত হবে;

---

৬৫. শারহুল মাজাল্লা, ধারা : ২২০; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ২৮; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৫০৫; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ২, পৃ. ১০, প্রকাশক : হালাবী; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৯৯; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১৪২; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৬৮

৬৬. শারহুল মাজাল্লা, ধারা : ২১৮; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ২৭; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ২, পৃ. ১২; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৬৯৭; আল-হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ২৮০; শারহুর রাওয, খ. ২, পৃ. ১২৯; খাবায়ায যাওয়ায়া, পৃ. ২০৭; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩১৮; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৭৩

www.amarboi.org

চুক্তিকালে অন্তর্ভুক্তির কথা উল্লেখ না করা হলেও। কারণ মূল জিনিস হতে তার সংশ্লিষ্ট জিনিস পৃথক না করলে তা এমনি এমনি পৃথক হয় না।

হানাফীগণের মতে পণ্যের আওতাভুক্ত জিনিসপত্র

ক. পণ্যের নাম বললে তার সাথে তা অন্তর্ভুক্ত হয়, যা উক্ত পণ্যের অংশ বলে বিবেচিত হয়। ফলে বাড়ি বিক্রিতে তার কক্ষসমূহ অন্তর্ভুক্ত হয়। গুদাম বিক্রি করলে তার সকল ধাপ তাতে শামিল থাকে।

খ. বিক্রির উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ করলে পণ্য হতে যা বিচ্ছিন্ন হয় না। ফলে তালা বিক্রি করলে তাতে চাবিও অন্তর্ভুক্ত হয়।

গ. পণ্যের সাথে যা স্থায়ীভাবে জড়ানো থাকে এবং স্থায়ীরূপে যা নির্মিত হয় যেমন : ঘর বিক্রিতে দরজাসমূহও অন্তর্ভুক্ত হয়।

ঘ. সমাজে যে জিনিস পণ্যের অধীন বলে বিবেচিত হয়। যেমন : উট বিক্রি করলে লাগামও তার সাথে যুক্ত হয়।[৬৭]

এক্ষেত্রে নিয়ম হলো, এসকল জিনিস সমাজে এ রূপেই বিবেচিত হয়। দেশভেদে তা ভিন্নতর হয়। কোনো এলাকায় কোনো কিছু বিক্রয়ে তার অধীন বলে যা বিবেচিত হবে চুক্তিকালে তা বিক্রিতে অন্তর্ভুক্ত হবে, যদিও তা অন্য দেশে বিক্রির অধীন বলে গণ্য হয় না।[৬৮]

এ কারণে ইবনে আবিদীন যাখীরা গ্রন্থের সূত্রে ঘর বিক্রি সম্পর্কে বলেন, এ ক্ষেত্রে বিধান হলো, যা গৃহের ভিত্তি সম্পর্কিত নয় এবং এর সাথে মিলিতও নয়, তা গৃহ বিক্রিতে অন্তর্ভুক্ত হবে না। হ্যাঁ, যদি সমাজে প্রচলিত থাকে, বিক্রেতা ক্রেতাকে এমন জিনিস হতে বারণ করে না, তাহলে তা অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন চাবি কিয়াসের বিপরীত তালা বিক্রিতে অন্তর্ভুক্ত হয়, যদিও তা তালার সাথে জড়ানো থাকে না, কিন্তু সমাজের প্রচলন অনুযায়ী চাবি অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর ইবনে আবিদীন বলেন, আমাদের দামেশকের রীতি অনুযায়ী বাড়ির পানির কূপ বাড়ি বিক্রিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। মিসরের কায়রো শহরের রীতি অনুযায়ী বাড়ি বিক্রির চুক্তিতে মই অন্তর্ভুক্ত করা হতে, উত্তম হলো দামেশকের বাড়িতে পানির কূপ অন্তর্ভুক্ত করা। এর কারণ, দামেশকের রীতি হলো, কোনো বাড়িতে যদি পানি চলমান থাকার পর তা বন্ধ হয়ে যায়, তারা এ বাড়ি বর্জন করে, তা আর তারা ব্যবহার করে না। এমনি অবস্থায় যখন ক্রেতা জানতে পারবে যে, বিক্রয় চুক্তির

---

৬৭. শারহুল মাজাল্লা, ধারা : ২১৯- ২৩০ ও ২৩৬; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৩৩ এবং ইবনে আবিদীন কৃত পুস্তিকা, নাশরুল আরফ ফী বিনাই বাযিল আহকাম আলাল 'উরফ

৬৮. আল-ফুরূক, খ. ৩, পৃ. ২৮৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৮০-৮৬; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৮৫; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২০৬-২০৯

www.amarboi.org

দ্বারা সে পানি ব্যবহারের অধিকারী হবে না, সে বাড়ি ক্রয়ে আগ্রহ বোধ করবে না। হ্যাঁ, যদি পানিওয়ালা বাড়ি হতে সে বাড়িটি অনেক কম মূল্যে পায় তাহলে ভিন্ন দৃষ্টিতে ক্রয় করতে পারে।[৬৯]

বায় চুক্তিতে কোন্ জিনিস পণ্যের অধীন হয় আর কোন্ জিনিস অধীন হয় না? এ সম্পর্কিত কায়দা বর্ণনা করেছেন আল্লামা আল-কারাফী। কতিপয় অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ সকল বিষয়ে আনুষঙ্গিক বিষয়গুলো মূল জিনিসের অধীন হয়। এগুলো সমাজের রীতি অনুযায়ী পাল্টে গেলে তার বিধানও পাল্টে যাবে। তবে পরাগ সংযোগকৃত গাছের ফল যে মূল বৃক্ষের অধীন হয় তা দলিল ও কিয়াসের ভিত্তিতে। তা পরিবর্তনযোগ্য নয়। বাকীগুলোতে সময়ের বিবর্তনে প্রচলন ও রীতিনীতি পাল্টে গেলে বিধানও পাল্টে যাবে। যেমন : মুদ্রা সময় ও যুগের বিবর্তনের অধীন হয় এবং যুগের বদলে তাতে পরিবর্তন হয়। চুক্তি করলে যে সকল জিনিস স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়, আর শাব্দিক অর্থও তার দাবি করে, যুগের পরিবর্তনে তার মাঝে পরিবর্তন সাধিত হয় না। সেখানে এ কথা বলা হয় না যে, সমাজ তার দাবি করে।[৭০]

ঐ সকল জিনিস পণ্যের অধীন হওয়া বলতে বোঝায়, পণ্যের যে মূল্য আছে তার সাথেই সেগুলো যুক্ত হবে। এটি নয় যে, এর জন্য মূল্যের একটি অংশ আলাদা থাকবে। কারণ কায়দা হলো, أَنَّ كُلَّ مَا يَدْخُلُ فِي الْمَبِيعِ تَبَعًا لَا حِصَّةَ لَهُ مِنَ الثَّمَنِ "অধীন হিসেবে পণ্যে যা অন্তর্ভুক্ত হয় মূল্যে তার কোনো অংশ থাকে না।"[৭১]

পণ্যের গুণের ক্ষেত্রে এ ধরনের মত হানাফী ফকীহদের। তাই চুক্তির পর হস্তগত করার পূর্বে পণ্যের গুণ নষ্ট হয়ে গেলে ক্রেতার এর বিপরীতে মূল্য হ্রাস করার কোনো অধিকার নেই। তবে তার এখতিয়ার থাকবে গ্রহণ করার বা ভঙ্গ করার। এটাকে বলা হয় গুণ হাত ছাড়া হওয়ার এখতিয়ার। তবে হ্যাঁ, মূল পণ্যের কোনো কিছু নষ্ট হয়ে গেলে ক্রেতার অধিকার থাকে সে পরিমাণ মূল্য হ্রাস করার।

শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহদের মত, বাড়ি বিক্রিকালে যা কিছু স্থায়ীভাবে যুক্ত করে নির্মিত সেগুলো অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন পাকা বাড়ি, পাকা তাক ও দেয়াল-আলমারি ইত্যাদি। যেগুলো এমনভাবে সংযুক্ত নয়, হাম্বলী ফকীহদের মতে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত নয়। এটিও শাফেয়ীদের একটি মত। তাদের অন্য মতে এগুলোও অন্তর্ভুক্ত।[৭২]

---

৬৯. ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৩৪

৭০. আল-কারাফী কৃত আল-ফুরূক, খ. ৩, পৃ. ২৮৮; ফরক নং : ১৯৯

৭১. শারহুল মাজাল্লা, ধারা : ২৩৪

৭২. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৮৫; আল-মাজমূউ, খ. ১১, পৃ. ২৬৮; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৭৫

www.amarboi.org

পণ্য হতে পৃথক করা

পণ্য হতে পৃথক করার বিধান দলিল ও কায়দার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। কিছু কিছু বিষয়ে ফকীহবৃন্দ একমত, আর কিছু বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। এ বিতর্ক নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে দলিল হলো ইমাম তিরমিযী কর্তৃক বর্ণনাকৃত হাদীস : نَهَى عَنِ الثُّنْيَا إِلاَّ أَنْ تُعْلَمَ "নবী করীম সা. পণ্য হতে পৃথক করতে নিষেধ করেছেন। তবে কতটুকু তা জানা হলে করা যেতে পারে।"[৭৩]

কায়দা হলো :

أَنَّ كُلَّ مَا يَجُوزُ بَيْعُهُ مُنْفَرِدًا يَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهُ ، وَمَا لاَ يَجُوزُ إِيقَاعُ الْبَيْعِ عَلَيْهِ بِانْفِرَادِهِ لاَ يَجُوزُ اسْتِثْنَاؤُهُ

"যে জিনিস এককভাবে বিক্রয় করা জায়েয তা পণ্য হতে পৃথক করা জায়েয। এককভাবে যে জিনিস বিক্রয় করা যায় না, তাকে পণ্য হতে পৃথক করা ও জায়েয হয় না।"

সেই সাথে কোন জিনিসটি পৃথককৃত তা জানা থাকতে হবে। কারণ, তা অজ্ঞাত থাকলে অবশিষ্ট পণ্যের ব্যাপারেও অজ্ঞতার প্রশ্ন উঠবে, ফলে বায়-ই শুদ্ধ হবে না।

প্রাণীর গর্ভস্থ ভ্রূণ পৃথক করা এবং বিক্রয় হতে তা বাদ রাখা জায়েয নয়। কারণ, স্বতন্ত্রভাবে তার বিক্রয় জায়েয নয়। এটি হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের অভিমত। তবে ইমাম আহমদ রহ.-এর পক্ষ হতে তা বৈধ হওয়ার একটি অভিমত পাওয়া যায়। ইমাম হাসান, নাখায়ী, ইসহাক ও আবু ছাওর অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। কারণ, ইবনে উমর রা.-এর নিকট হতে নাফে বর্ণনা করেছেন, ইবনে উমর রা. তাঁর দাসীকে বিক্রি করলেও তার গর্ভস্থ সন্তান তা থেকে পৃথক করেছিলেন। এ ছাড়া যুক্তিও রয়েছে তার বৈধতার পিছনে। কারণ, দাসীকে আজাদ করার সময় তার গর্ভস্থ বাচ্চাকে পৃথক করা জায়েয হয়। এমনিভাবে বিক্রয়কালে তার গর্ভস্থ বাচ্চাকে পৃথক করা এবং বাদ রাখা জায়েয হবে।

অনুরূপ যে কোনো অজ্ঞাত জিনিসের পৃথকীকরণ সহীহ হয় না। যেমন: পাল হতে অজ্ঞাত কোনো বকরীকে পৃথক করা। বাগানের অনির্দিষ্ট কোনো গাছ বাদ দিয়ে বাগান বিক্রি জায়েয নয়। কারণ, জানাশোনা জিনিস হতে অজানা জিনিস পৃথক করার ফলে মূল জিনিসই অজানা হয়ে যায়। পৃথককৃত জিনিস নির্দিষ্ট করার পর অবশিষ্টটুকু বিক্রয় করা হলে সে বিক্রয় এবং তার পৃথককরণ বৈধ– এটি অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের অভিমত।

---

৭৩. ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান, খ. ৩, পৃ. ৩৭৬; তিরমিযী হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব বলে উল্লেখ করেছেন।

www.amarboi.org

ইমাম মালেক রহ. কিছু বৃক্ষ বিক্রয় হতে পৃথক করাকে জায়েয মনে করেন– যদিও তা অনির্দিষ্ট হয়ে থাকে। ক্রেতা এ সময় সে গাছগুলো নির্বাচন করবে, এ শর্তে যে, পৃথককৃত গাছের ফল মোট ফলের এক-তৃতীয়াংশ বা তার চেয়েও কম হবে, আর বাগানের সকল ফলের রঙ একই হবে। কারণ, এক্ষেত্রে ধোঁকার আশঙ্কা থাকে হালকা।

নির্দিষ্ট পরিমাণ বাদ দিয়ে ফল বিক্রয় জায়েয নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ স. বিক্রয় হতে পৃথক করাকে নিষেধ করেছেন। আরও কারণ যে, নির্দিষ্ট পরিমাণ বাদ দেওয়ার পর বাকীটুকু অজ্ঞাত থেকে যায়। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, শাফেয়ী, আওযায়ী, ইসহাক, আবু সাউর প্রমুখ ইমামগণ এ অভিমত পোষণ করেন। আবুল খাত্তাব ছাড়া অন্য হাম্বলী ফকীহগণও এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর হানাফীদের মধ্য হতে হাসান ও তাহাবী হতেও এর পক্ষে অভিমত রয়েছে।

এক-তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে কম পৃথক করা হলে ইমাম মালেকের মতেও তা জায়েয। জায়েয হওয়াই হানাফীগণের প্রসিদ্ধ অভিমত, ইবনে সীরীন, সালিম ইবনে আবদিল্লাহ ও হাম্বলী ফকীহ আবুল খাত্তাবের অভিমতও তাই। কারণ সে যা পৃথক করেছে তার পরিমাণ নির্দিষ্ট।

নির্দিষ্ট অংশ যেমন: এক-তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ পৃথক করা জায়েয। কারণ এর ফলে পৃথককৃত জিনিস এবং যা হতে পৃথক করা হয়েছে কোনোটিই অজ্ঞতার প্রতি ধাবিত হয় না। এ কারণে তা নির্দিষ্ট বৃক্ষ ক্রয়ের মতো হয়ে গেল। আবুবকর ও হাম্বলী মাযহাব অনুসারী ইবনে আবু মুসা বলেন, এটি জায়েয হবে না।

হাম্বলীগণের মতে যে প্রাণীর গোশত খাওয়া যায় তার মাথা, পা, চামড়া ও পরিত্যক্ত অঙ্গগুলো বাদ দিয়ে ঐ প্রাণী বিক্রি জায়েয। ইমাম মালেকের মতে কেবল সফরে এ ধরনের বিক্রি জায়েয। কারণ সেখানে এগুলোর কোনো মূল্য না পাওয়া যেতে পারে। আর মুকীম অবস্থায় তিনি একে মাকরূহ মনে করেন। তা ছাড়া চামড়া ও বর্জ্য বস্তু দ্বারা মুসাফিরের উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। জায়েয হওয়ার দলিল হলো, রাসূলুল্লাহ সা. অজ্ঞাত জিনিসের পৃথককরণকে নিষেধ করেছেন, অথচ এ জিনিসগুলো জ্ঞাত।

আরো বর্ণিত আছে :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ مَرُّوا بِرَاعِي غَنَمٍ فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعَامِرٌ فَاشْتَرَيَا مِنْهُ شَاةً . وَشَرَطَا لَهُ سَلَبَهَا أَيْ جِلْدَهَا وَأَكَارِعَهَا وَبَطْنَهَا

www.amarboi.org

রাসূলুল্লাহ স. যখন আবু বকর রা. ও আমের ইবনে ফুহায়রা রা.-কে নিয়ে মদীনার উদ্দেশে সফর করেন, তাঁরা এক বকরী-রাখালের পাশ দিয়ে যান। আবুবকর ও আমের রা. তখন ঐ রাখালের কাছ থেকে একটি বকরী কিনেন। সে সময় তারা তাকে বকরীর চামড়া, পা ও পেট ফেরত দেওয়ার শর্ত করে ছিলেন।[৭৪]

হানাফী ও শাফেয়ীগণের মতে তা জায়েয নয়।

বিক্রয়কালে পণ্য হতে কোনো কোনো বস্তু পৃথক করার বিষয়টি ফকীহদের কেউ কেউ যথাযথ শর্ত হিসেবে গণ্য করে একে জায়েয মনে করেছেন। আর এ ধরনের শর্ত করে বেচাকেনাকেও জায়েয বলে অভিমত দিয়েছেন। অন্যরা একে ফাসেদ শর্ত মনে করেন, ফলে তারা শর্ত আরোপকে বাতিল আর এ ধরনের শর্ত করে বেচাকেনাও বাতিল বলে রায় দেন।

এর একটি উদাহরণ হলো, কেউ ঘর বিক্রয় করেছে, কিন্তু তাতে এক মাস বসবাস করার বিষয় বিক্রি থেকে পৃথক রেখেছে। এ ধরনের বিক্রয় মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ বৈধ মনে করেন। এক্ষেত্রে তারা অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গ্রহণ করেন জাবির রা.-এর হাদীস। তিনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর নিকট একটি উট বিক্রি করেছিলেন, আর তাতে শর্ত জুড়ে দিয়েছিলেন যে, মদীনা পর্যন্ত তিনি এ উটে সওয়ার হয়ে যাবেন। তাঁর বাক্যটি ছিল হুবহু এরূপ : بِعْتُهُ وَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي "আমি তাঁর (নবী করীম স.)-এর কাছে উটটি বিক্রি করলাম এবং আমার পরিজনের কাছে পৌঁছা পর্যন্ত আরোহণকে পৃথক করলাম।"[৭৫]

হানাফী ও শাফেয়ী ফকীহবৃন্দের অভিমত, এ ধরনের বিক্রি জায়েয নয়। এ ক্ষেত্রে শর্ত ও বায় দুটিই বাতিল বলে গণ্য হবে। কারণ, তা বায়-এর সাথে সামঞ্জস্যহীন শর্ত হিসেবে বিবেচিত।[৭৬]

---

৭৪. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৭১

৭৫. ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, বরাত ফাতহুল বারী, খ. ৫, পৃ. ৩১৪; আস-সালাফিয়া প্রকাশনা; মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ৩, পৃ. ১২২১; প্রকাশক হালাবী

৭৬. ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৪০; আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৫; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ৭; আল-বাহজা শারহুত তুহফা, খ. ২, পৃ. ৩২; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ২৩৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৪৫; শারহু রাওযিত তালিব, খ. ২, পৃ. ১৫; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৭৬; হাশিয়াতুল জুমাল, খ. ৩, পৃ. ৮৩; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১১৩; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৪৮

www.amarboi.org

মৌলিক উপাদানের বিক্রয়

মৌলিক উপাদান বলে বোঝানো হয় যার ওপর অন্য জিনিস নির্ভরশীল। ইমাম নববী বলেনঃ মৌলিক জিনিস বলতে বৃক্ষ ও ভূমিকে বোঝায়।[৭৭] শারহু মুনতাহাল ইরাদাতে বলা হয়েছে, মৌলিক জিনিস বলতে ভূমি, ঘর-বাড়ি ও বাগানসমূহ বোঝায়।[৭৮] এ ধরনের জিনিস বিক্রয়কালে কোন্ জিনিস তার অধীন হয় আর কোন্ জিনিস অধীন হয় না, এ সম্পর্কে ফকীহসমাজ স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করেছেন। যা সামনে আসছে।

ভূমি বিক্রয় : কোনো ব্যক্তি যখন ভূমি বিক্রি করে, তার এ বিক্রয়ে সে ভূমিতে থাকা বৃক্ষ ও ঘরবাড়িও অন্তর্ভুক্ত হয়। কারণ, এগুলো ভূমির সাথে স্থায়ীভাবে যুক্ত থাকে, তাই এ সব ভূমির অধিকারভুক্ত। এ অভিমত সকল মাযহাবের ফকীহবৃন্দের। তবে শাফেয়ী মাযহাবের একটি অভিমত হলো, যদি কেবল জমি বিক্রয় করা হয়, আর তার সাথে সংশ্লিষ্ট জিনিসগুলোর কথা উল্লেখ করা না হয়, তাহলে ঘর ও বৃক্ষ তাতে অন্তর্ভুক্ত হবে না। কিন্তু তাদেরও মূল ও গৃহীত মত, সাধারণভাবে জমি বিক্রিতে তা অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন শাফেয়ীগণ ভূমির অধীনস্থ বৃক্ষ বলে তাজা বৃক্ষ বুঝিয়ে থাকেন। শুকনো বৃক্ষ ভূমি বিক্রিতে অন্তর্ভুক্ত হয় না। ইবনুর রিফআ ও সুবকী এ বিষয়টি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। আসনাবী বলেন, জমি বিক্রিতে বৃক্ষ কখনো অন্তর্ভুক্ত হয় না।

জমিতে সৃষ্ট পাথর ও প্রোথিত পাথর জমি বিক্রিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। কারণ, এগুলো ভূমিরই অংশ। জমিতে পোঁতা জিনিস জমি বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় না। বরং তার মালিক থাকে বিক্রেতা। কিন্তু কারাফী বলেন, পোঁতা জিনিস বিক্রয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় কেবল এ কথার ভিত্তিতে যে, যে ব্যক্তি বাহ্যিক জমির অধিকারী হবে সে অভ্যন্তর ভাগেরও মালিক হবে। যদি জমিতে এমন ফসল হয় যা একাধিকবার কর্তনযোগ্য, এতে মূলের মালিক হবে ক্রেতা, আর বিক্রির সময় দৃশ্যমান কর্তিত অংশের মালিক হবে বিক্রেতা।[৭৯]

কোনো ব্যক্তি যখন বাড়ি বিক্রয় করে, তাতে ঘর, তার আশপাশ, রোপনকৃত বৃক্ষ এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন সিঁড়ি, স্থায়ী

---

৭৭. আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৯৫

৭৮. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২০৬

৭৯. ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৩৭; আদ-দুসূকী, খ. ৩, প, ১৭০; আল-ফুরূক, খ. ৩, পৃ. ২৮৪; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১১৬; শারহু রাওযিত তালিব, খ. ২, পৃ. ৯৬; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৮৫; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২০৭

www.amarboi.org

তাক, দরজা ও স্থাপিত পেষণযন্ত্র। তবে পোঁতা ধনভাণ্ডার, রশি, বালতি, স্থানান্তরযোগ্য পাথর ও কাঠ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয় না।

বাড়ি বিক্রয়ে স্থিরমান তালার চাবি বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় বলে হানাফী ও মালেকী ফকীহগণ মনে করেন। শাফেয়ী মাযহাবের বিশুদ্ধতম অভিমতও এরূপ। হাম্বলী মাযহাবের একটি অভিমতও তাই।[৮০]

কোনো ব্যক্তি যখন বৃক্ষ বিক্রয় করে, এর ডাল, পাতা ও বৃক্ষের সর্বাংশ তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়। কারণ এর সবটুকু গাছেরই অংশ, গাছের প্রয়োজনেই সৃষ্টি। বৃক্ষরোপণের স্থানও বৃক্ষ বিক্রিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় বলে মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ মনে করেন। হানাফীদের সর্বসম্মত মতে যদি জমিতে রেখে দেওয়ার লক্ষ্যে কেউ বৃক্ষ ক্রয় করে তাহলে তাদের ঐকমত্যে সে বৃক্ষের জমিও ক্রয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে। হাম্বলীগণের মতে অন্তর্ভুক্ত হবে না। শাফেয়ীগণের সহীহ অভিমত হলো এরই আলোকে। কারণ, গাছ শব্দটি জমি অন্তর্ভুক্ত করে না, এটি পণ্যের অধীনও নয়।

পরাগ সংযোগ করা হয়েছে এমন গাছে বা খেজুর বৃক্ষে যদি ফল আসে তাহলে সে ফলের মালিক হবে বিক্রেতা। হ্যাঁ, যদি ক্রেতা তা শর্ত করে নেয় তাহলে ভিন্ন কথা। কারণ, হাদীসে এসেছে :

رَوَى ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

"ইবনু উমার রা. বর্ণনা করেন, নবী স. বলেছেন, যে ব্যক্তি খেজুর বৃক্ষ বিক্রয় করে যা পরাগ সংযোগকৃত, এর ফল হলো বিক্রেতার। হ্যাঁ, যদি ক্রেতা শর্ত করে তাহলে ক্রেতার।"[৮১]

গাছে যদি পরাগ সংযোগ না করা হয় তাহলে তা ক্রেতার। কারণ রাসূলুল্লাহ সা.-এর বাণী প্রমাণ করে পরাগ সংযোগ না হলে তা ক্রেতার। কারণ, গাছের ফল গর্ভের ন্যায়। এটি অধিকাংশ ফকীহের অভিমত।

হানাফীগণের মতে গাছে পরাগ সংযোগ করা হোক আর না হোক, গাছ বিক্রয়ে ফল অন্তর্ভুক্ত হয় না। এটিই সহীহ অভিমত। হ্যাঁ, যদি শর্ত করে নেয় তবে ভিন্ন

৮০. ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৩৩; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৭২৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১২৭

৮১. ইমাম বুখারী, আস-সহীহ, বরাত ফাতহুল বারী, খ. ৩, পৃ. ৩১৩

www.amarboi.org

কথা।[৮২] পূর্বোক্ত হাদীস হলো এর দলিল। কিন্তু এক বর্ণনা অনুযায়ী তাতে পরাগ সংযোগের উল্লেখ করা হয়নি।

কোনো ব্যক্তি প্রাণী বিক্রয় করলে তার অধীন হয়ে যায় সে সব জিনিস, সমাজে এর অন্তর্ভুক্ত বলে যা কিছু মনে করা হয়। যেমন লাগাম, বেড়ী ও গদী। শাফেয়ীগণ প্রাণীর সাথে জড়ানো জিনিস ও অন্যান্য জিনিসের মাঝে পার্থক্য করেন। যেমন যেই আংটা প্রাণীর নাকে জড়ানো থাকে এবং পায়ের লোহার নাল, প্রাণীর বিক্রয়ে এসব অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিন্তু লাগাম, গদী ও বেড়ী অন্তর্ভুক্ত হয় না। কারণ প্রাণী শব্দটি এগুলো শামিল থাকা দাবি করে না।[৮৩]

ফল বিক্রয়

গাছ বাদ দিয়ে কেবল ফল বিক্রয় জায়েয হওয়ার মাসআলায় ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। তবে উপযুক্ত (بَدُوُّ الصَّلَاحِ) হওয়ার পূর্বে তা জায়েয নেই। উপযুক্ততা প্রকাশের সংজ্ঞায় ফকীহবৃন্দের মাঝে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের অভিমত হলো, ফল পাকা ও মিষ্টি হওয়া প্রকাশিত হলে তা উপযুক্ততার প্রকাশ বলে ধরে নেওয়া হবে। পক্ষান্তরে হানাফীগণের অভিমত হলো, ঝরে যাওয়া বা নষ্ট হওয়ার পর্যায় অতিক্রম করলেই ফলের উপযুক্ততা প্রকাশিত হয়। জায়েয হওয়ার দলিল হলো :

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا .

"রাসূলুল্লাহ স. উপযুক্ততা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।"[৮৪]

ইবনে কুদামা বলেন : এ হাদীস হতে প্রতিভাত হয়, উপযুক্ততা প্রকাশিত হওয়ার পর ফল বিক্রয় জায়েয। এ উক্তি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– যারা বিপরীত অর্থ নেওয়াকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন। এ ছাড়া কায়দা হলো, যে বেচাকেনায় শর্ত পূরণ করা হয় তা জায়েয বলে বিবেচিত হয়।[৮৫]

---

৮২. আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৫; ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৩৮; আল-ফুরূক, খ. ৩, পৃ. ২৮৫; মিনাহুল জলীল, খ. ২, পৃ. ৭২৩; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১৩০; শারহুর রাওয, খ. ২, পৃ. ১০১; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৮৭-৯৩; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২০৯

৮৩. ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৩৮; আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১৩০; শারহুর রাওয, খ. ২, পৃ. ১০০; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২১৩

৮৪. ইমাম বুখারী, আস-সহীহ বরাত ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ৩৯৭

৮৫. ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৩৮; আদ-দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ১৭৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১৪২; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৯২

www.amarboi.org

এমনিভাবে ফল প্রকাশের পর উপযুক্ততা প্রকাশের পূর্বে তাৎক্ষণিক কেটে নেওয়ার শর্তে বিক্রয় জায়েয। এটি সবার মতে জায়েয হবে যখন ফল হতে উপকার লাভ সম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়। তবে মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ এ ক্ষেত্রে আরও দুটি শর্ত প্রদান করেছেন। **এক.** ক্রেতা-বিক্রেতা অথবা তাদের কোনো একজন বিক্রির মুখাপেক্ষী হবে। **দুই.** শহরের বেশিরভাগ মানুষ এ ধরনের বেচাকেনাতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একীভূত হয়ে সহায়তা করবে না।[৮৬]

গাছে রেখে দেওয়ার শর্তে অথবা রেখে দেওয়া বা কর্তন করার কোনো ধরনের শর্ত উল্লেখ ছাড়া সাধারণভাবে উপযুক্ততা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয় করা হলে অধিকাংশ ফকীহ যেমনঃ মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীগণের মতে বিক্রয় বাতিল বলে গণ্য হয়। অনুরূপ বিধান হলো হানাফীগণের মতে যদি এ অবস্থায় গাছে রেখে দেওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়। কর্তন বা গাছে রেখে দেওয়ার কোনো শর্ত ছাড়া যদি বিক্রয় করে, তাহলে মাযহাব অনুসারীগণের ঐকমত্যের ভিত্তিতে তা জায়েয। যখন তা এ পর্যায়ের ফল হয় যে, তা দ্বারা উপকার লাভ সম্ভব হয়। বিশুদ্ধমত অনুযায়ী উপকার লাভের উপযুক্ত না হলেও এ বিক্রি সহীহ হয়। কারণ এটি একটি মাল, যা পরবর্তী পর্যায়ে উপকারী হবে, যদিও এখন তা উপকারী হয়নি। যদি গাছে রেখে দেওয়ার শর্ত করা হয় তাহলে বায় ফাসিদ হবে।[৮৭] গাছের সাথে যদি ফল বিক্রয় করা হয় তাহলে সকলের মতে তা জায়েয। কারণ তা মূল জিনিসের অধীন।[৮৮] বিস্তারিত শিরোনাম ثِمَار দ্র.

চতুর্থত : পণ্যের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি

ক. পণ্যের উপস্থিতি : একথা স্বীকৃত যে, পণ্য নির্দিষ্টকরণ ও নির্ধারণের সবচেয়ে শক্তিশালী পদ্ধতি হচ্ছে ইশারা বা ইঙ্গিত করা। এ কারণে পণ্য যখন চুক্তি সম্পাদনকারী দুপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত থাকে এবং ইঙ্গিতের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করণ পূর্ণ হয় আর ক্রেতা পণ্যটি দেখে ও চিনে, তখন ক্রয়বিক্রয় আবশ্যক হয়ে যায়। যদি তা ক্রেতার খিয়ারের সকল কারণ হতে মুক্ত হয়, দেখার কারণ ব্যতীত।

পণ্যের গুণ বর্ণনা কালেই যদি এর প্রতি ইঙ্গিত করাও যুক্ত হয়, পরবর্তী সময়ে দেখা গেল, ক্রেতা যা দেখেছিল এবং তাতে তার সম্মতি প্রকাশ করেছিল, পণ্যটির গুণাগুণ এর বিপরীত। এমন হলে যতক্ষণ চুক্তি বলবৎ থাকবে ততক্ষণ,

---

৮৬. প্রাগুক্ত

৮৭. আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৫; জাওয়াহিরুল ইকলীল,খ. ২, পৃ. ৬০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১৪৪; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৯৩

৮৮. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ৬৫; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১২১; আল-ফুরূক, খ. ৩, পৃ. ২৪৭; তাহযীবুল ফুরূক, খ. ৩, পৃ. ২৪৯

www.amarboi.org

দেখার ও সম্মত হওয়ার পর চুক্তি পূর্ণ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে, শুধু গুণের দাবি করা যাবে না। এ বিষয়টি নিম্নোক্ত ফিকহী কায়দা (সূত্র) হতে প্রতিভাত হয়:

الْوَصْفُ فِي الْحَاضِرِ لَغْوٌ ، وَفِي الْغَائِبِ مُعْتَبَرٌ

"উপস্থিত পণ্যে গুণ বর্ণনা অনর্থক আর অনুপস্থিত পণ্যে তা ধর্তব্য।"

পণ্যের নাম ও ইঙ্গিতকৃত জিনিসের মাঝে যদি ভিন্নতা পাওয়া যায়, তাহলে উপরিউক্ত বক্তব্য কার্যকর হবে না। যেমন : এ ঘোড়াটি বিক্রি করছি বলে যদি কোনো উটনীর দিকে ইঙ্গিত করা হয়। এক্ষেত্রে নাম উচ্চারণই হবে ধর্তব্য। কারণ, নাম পণ্যের জাতিকে সীমিত করে। এখানে জাতি উচ্চারণে ভুল হয়েছে, গুণে নয়। নিয়ম হচ্ছে, জাতিতে ভুল করা অমার্জনীয়। কারণ এর দ্বারা পণ্য অস্তিত্বহীন হয়ে যায়। (তাই, এ ভুলের দরুন বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে।)

কারাফী স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেন, বিক্রয়ে যদি শ্রেণী উল্লেখ করা না হয়, তাহলে সকলের মতে তা নিষিদ্ধ। যেমন : বিক্রেতা শুধু বলল, আমি তোমার কাছে একটি কাপড় বিক্রি করলাম।[৮৯]

উপরিউক্ত বিশ্লেষণ কার্যকর হয়, পণ্যের গুণ বর্ণনা আবশ্যক হয় না, যখন ক্রেতা পণ্যের গুণ উপলব্ধি করতে পারে। যদি পণ্যের গুণ গোপন থাকে অথবা গুণাগুণ পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়। যেমন গাভীর গুণ হিসাবে বলা হলো, এটি দুধাল; পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত হলো, তা দুধাল নয়। গুণের অনস্তিত্ব অবশ্যই মূল্যে প্রভাব সৃষ্টি করবে, যদি চুক্তিকালে তার শর্তারোপ করা হয়। এ ক্ষেত্রে পণ্য উপস্থিত ও ইঙ্গিতকৃত হলেও বিধান এরূপই হবে। কারণ, বিক্রেতার পক্ষ হতে গুণ ও বৈশিষ্ট্য বলা এখানে ধর্তব্য। গুণ যদি অনুপস্থিত হয় তাহলে ক্রেতার এখতিয়ার থাকবে। একে গুণ অনুপস্থিতির অধিকার বলে।[৯০] গুণের অনুপস্থিতির দরুন খিয়ারের উপযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে পণ্যের উপস্থিত থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান। বিস্তারিত শিরোনাম : خِيَارُ الْوَصْفِ দ্র.

খ. পণ্যের অনুপস্থিতি

পণ্য যখন অনুপস্থিত থাকে তখন তা সুস্পষ্টভাবে গুণ বর্ণনার দ্বারা ক্রয় করা হয়। যেমনটি বায় সালামে করা হয়। অথবা ক্রয় করা হয় গুণ বর্ণনা ছাড়াই,

---

৮৯. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ২০৮; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৬৭৮; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ৪৯; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৪৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৭১; খাবায়াব যাভায়া, পৃ. ২১০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৯৬ ও ৪০১; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৯৪

৯০. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ১৩৬

www.amarboi.org

বরং পণ্যের স্থানের দিকে ইঙ্গিত করে কিংবা এমন সম্পর্ক করে যার ফলে পণ্য অন্য বস্তু হতে পৃথক হয়ে যায়।

গুণ বর্ণনার মাধ্যমে যদি বিক্রি সম্পন্ন হয়, অতঃপর পণ্যটি যদি দেখার পর বিবরণের সাথে মিলে যায়, তাহলে ক্রয় আবশ্যক হয়ে যাবে। অন্যথায় ক্রেতার জন্য অধিকাংশ ফকীহের মতে কথা ভঙ্গের এখতিয়ার থাকবে। যাকে ফিকহী পরিভাষায় খিয়ারুল খুলফ (خِيَارُ الْخُلْفِ) বলে। হানাফীগণের মতে ক্রেতার এক্ষেত্রে (خيار السووية) খিয়ারুর রুইয়ত বা দেখার অধিকার থাকবে। অর্থাৎ দেখার পর পণ্য গ্রহণ বা বর্জনের এখতিয়ার থাকবে। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য خِيَارُ الْوَصْفِ ، خِيَارُ الرُّؤْيَةِ শিরোনাম।

পণ্যের নমুনা বা মডেলের ভিত্তিতে যদি ক্রয় পূর্ণ হয়ে যায় আর পণ্যটি মডেলের বিপরীত না হয়, তাহলে ক্রেতার দেখার অধিকার থাকবে না।[৯১] গুণ বর্ণনার মাধ্যমে অনুপস্থিত পণ্যের বিক্রয় বৈধ বলে হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী ফকীহ্ গণ অভিমত প্রদান করেন। শাফেয়ী মাযহাবের যাহিরী রিওয়ায়াতের বিপরীত মতও তাই। হানাফীগণের মতে পূর্বে গুণ বর্ণনা না করলেও তা জায়েয। শাফেয়ীগণের এক উক্তিমতে গুণ বর্ণনা আবশ্যক। কারণ সর্বাবস্থায় ক্রেতার দেখার অধিকার রয়েছে– গুণের সাথে মিল হোক আর বিপরীত হোক এবং গুণের বিবরণ দেওয়া না হলেও ক্রেতার জন্যে এটি শরীয়তের পক্ষ থেকে অধিকার, এ ব্যাপারে শর্তারোপের প্রয়োজন হয় না।[৯২] হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ অনুপস্থিত দ্রব্যের বিক্রয় জায়েয মনে করেন এর গুণ বিবরণের মাধ্যমে, যেভাবে বায় সালাম বৈধ হয়। তবে তাদের মতে বাস্তবতার সাথে যদি মিল না হয় তবে তখনই কেবল দেখার অধিকার থাকবে।[৯৩]

মালেকী মাযহাবের ফকীহদের মতে তিনটি শর্তে অনুপস্থিত দ্রব্যের বিক্রয় জায়েয। সেগুলো হলো :

ক. পণ্য এমন নিকটবর্তী স্থানে হবে না যে, বিনাশ্রমে তা দেখা সম্ভব। এ অবস্থায় পণ্যের অনুপস্থিতিতে বিক্রয় বাস্তবতার বিপরীত। ফলে ক্ষতির আশংকা থাকায় তা নাজায়েয।

খ. পণ্য এমন দূরে হবে না যে, হস্তান্তরের পূর্বে তা বদলে ফেলা যায় অথবা হস্তান্তর করা অসম্ভবের পর্যায়ে হয়।

---

৯১. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ৩২৩-৩৩৫

৯২. হানাফীদের পূর্ববর্তী গ্রন্থাদি

৯৩. আল-মুগনী, খ. ৩, পৃ. ৫৮০-৫৮৩; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৪৬

www.amarboi.org

গ. বিক্রেতা বর্ণনা করবে সে সকল গুণাবলি যা এ পণ্যের উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত, বায় সালামের মাঝে যেভাবে বর্ণনা করা হয়।

শাফেয়ী মাযহাবের অধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো, অনুপস্থিত দ্রব্যের বিক্রয় জায়েয নয়। উল্লেখ্য যে, অনুপস্থিত পণ্য বলতে বোঝায়, জিনিসটি ক্রেতা ও বিক্রেতা অথবা তাদের কোনো একজন দেখেনি, যদিও তা হয়তো উপস্থিতই আছে। তারা নাজায়েয বলার কারণ, ধোঁকার বিক্রয় হতে রাসূলুল্লাহ স. নিষেধ করেছেন।[১৪]

ক্যাটালগ (এমন রেজিস্টার, যেখানে পণ্যের গুণাবলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে) ধরে বিক্রি করা অথবা নমুনা দেখিয়ে বিক্রি করা, যেমন এক সা' দেখিয়ে এক স্তূপ বিক্রি করা এ শর্তে যে, এ স্তূপ ঐ দেখানো সা'-এর অনুরূপ হবে, তাহলে হানাফী ফকীহদের মতে এ বিক্রি বৈধ। এটি হাম্বলী ফকীহদের একটি মত, পূর্বে বর্ণিত কারণ সামনে রেখে যেটিকে সঠিক বলে মাওয়ারদী বলেছেন। এটিই মালেকী ফকীহদের মত। তবে হাম্বলী ফকীহদের বিশুদ্ধতম বর্ণনামতে এমন বিক্রি বৈধ নয়। শাফেয়ী ফকীহদের মতে এমন বিক্রি বৈধ ঐ ক্ষেত্রে, যখন বিক্রেতা বলে, এ ঘরে যে গম আছে আমি তোমার কাছে তা বিক্রি করলাম, আর এই দেখো এগুলো হল ঐ গমের নমুনা, তাহলে বিক্রি সহীহ হবে এবং নমুনা গমও বিক্রির অধীন হবে।[১৫]

মালেকী মাযহাবমতে এ বিষয়ের মাসআলায় বিশদ বিবরণ রয়েছে, যদি প্রকাশিত হয় যে, নমুনা পাত্রের মাপের চেয়ে মূল পণ্যে কমবেশ রয়েছে। এ জন্য দ্রষ্টব্য ظُهُورُ الْمَبِيعِ زَائِدًا أَوْ نَاقِصًا 'পণ্য কম বা বেশি প্রকাশিত হওয়া।'

পঞ্চমত : হস্তগত করার পূর্বে কমবেশি প্রকাশিত হওয়া

পণ্যে যখন বেশি বা কম হওয়া প্রকাশিত হবে তার বিধান হবে ভিন্ন ভিন্ন, পণ্যের বিক্রয় পরিমাণনির্ভর অথবা অনুমাননির্ভর হওয়া হিসেবে। অনুমাননির্ভর হলে তাকে বায়'উল জুযাফ (بَيْعُ الْجُزَافِ) বা আল-মুজাযাফাহ (الْمُجَازَفَةُ) বলে। এর অপর নাম বায়'উস সুবরাহ (بَيْعُ الصُّبْرَةِ) বা স্তূপ বিক্রয়। ক্যাটালগ বা নমুনা হিসাবে যে বিক্রি হয় তার কতক এ অনুমাননির্ভর বিক্রির অন্তর্ভুক্ত, যেহেতু প্রোগ্রামে যা লেখা থাকে তার বিপরীতও প্রকাশিত হয়।

---

১৪. আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ১৬৪; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪০১

১৫. শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৪৬; আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ১৬৩-১৬৫; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৯; আল-ফুরূ', খ. ৪, পৃ. ২১; আল-ইনসাফ, খ. ৪, পৃ. ২৯৫

www.amarboi.org

ক. অনুমাননির্ভর বিক্রি (بَيْعُ الْجُزَافِ)

অনুমানের ভিত্তিতে বেচাকেনা হলে, তাতে ক্রেতার বা বিক্রেতার প্রত্যাশার বিপরীত কমবেশি প্রকাশিত হলে বিক্রিতে এর প্রভাব পড়বে না। বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য শিরোনাম بَيْعُ الْجُزَافِ

খ. পরিমাপযোগ্য জিনিসের ক্রয়বিক্রয় (بَيْعُ الْمُقَدَّرَاتِ)

পাত্রের মাপ, ওজন, গজ কিংবা গণনার মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য জিনিস বিক্রি করার পর তাতে বেশি অথবা কম প্রকাশিত হলে পণ্যের ধরন দেখতে হবে, পণ্যটি অংশ অংশ করে ভাগ করলে তাতে ক্ষতি সাধিত হয় কি না। অনুরূপ যে মূল্যের ওপর বিক্রয় সম্পন্ন হয়েছে তার প্রতিও তাকাতে হবে, তা সম্পূর্ণ পণ্য হিসাবে, না-কি অংশের ভিত্তিতে বিস্তৃত।

বিভিন্ন অংশে ভাগ করলে যদি পণ্যের ক্ষতি না হয়। যেমন পণ্যটি পাত্র দ্বারা পরিমাপযোগ্য বা ওজনযোগ্য কিংবা গজের হিসেবে বিক্রয়যোগ্য হলে, যেমন থান কাপড়, এসব জিনিসে পণ্যে বেশি প্রমাণিত হলে তা বিক্রেতার জন্য বিবেচিত হবে। আর কম হলে হিসাব অনুযায়ী কম হবে। যে সকল জিনিস গণনাযোগ্য এবং কাছাকাছি আকারের সেগুলোরও এ বিধান, তখন মূল্য বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে কি-না তা জানা আবশ্যক হবে না।

মূল্য যদি বিস্তারিত ভাবে নির্ণীত হয়, যেমন কেউ বলল, প্রতি হাত এক দিরহাম, এরূপ ক্ষেত্রে যা বেশি হবে তা বিক্রেতার, আর কম হলেও দায় তার। সে ক্ষেত্রে অংশ অংশ করলে তা ক্ষতিকর কি-না, তা দেখার প্রয়োজন নেই।

মূল্য যদি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত না হয়, আর পণ্য হয় এরূপ যে, অংশ অংশ করলে তাতে ক্ষতি সাধিত হয়, যেমন শাড়ি, লুঙ্গি, তাহলে বাড়তি অংশ ক্রেতার আর কম হলেও দায় তারই, এতে মূল্যের কোনো হেরফের হবে না। তবে পণ্যে কম হওয়ার ক্ষেত্রে ক্রেতার অধিকার থাকবে।

এর কারণ, যে বস্তু অংশ অংশ করা হলে ক্ষতি হয় না সে বস্তুতে পরিমাণ করা হলে প্রতিটি পরিমাণ একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। আর যে বস্তু অংশ অংশ করলে বস্তুটির ক্ষতি হয় সেক্ষেত্রে পরিমাণ বিবেচিত হয় একটি গুণ হিসেবে। আর বস্তুর গুণের বিপরীতে কোন মূল্য সাব্যস্ত হয় না। বরং গুণগত পরিবর্তনের কারণে চুক্তি বহাল রাখা বা না রাখার খিয়ার সাব্যস্ত হয়।[৯৬] বিক্রিচুক্তি হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার এ সকল বিশ্লেষণ হানাফী মাযহাবের ভিত্তিতে।

---

৯৬. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ২২৩-২২৯; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৩০; আদ-দুরারু শারহুল গুরার, খ. ২, পৃ. ১৪৭; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৫০৫

www.amarboi.org

সহীহ্ উক্তি অনুযায়ী শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহদের মতে পরিমাপযোগ্য পণ্যে যখন বেশি বা কম হওয়া প্রকাশিত হয়, তখন বিক্রি বাতিল হয়ে যায়। এটি হাম্বলী মাযহাবেরও একটি অভিমত। কারণ বিক্রেতাকে বেশি হস্তান্তরে বাধ্য করা সম্ভব নয়। ক্রেতাকেও কম গ্রহণে বাধ্য করা সম্ভব নয়।[৯৭]

মালেকী মাযহাবের এ বিষয়ে কিছুটা বিশ্লেষণ রয়েছে। তাদের মতে পণ্যের স্বল্পতা যদি সামান্য হয় তাহলে ক্রেতার জন্য আবশ্যক হবে মূল্যের হিসাব করে যেটুকু বিদ্যমান তা গ্রহণ করা। আর যদি বিরাট হারে কম হয় তাহলে মূল্যের হিসাব করে তা গ্রহণ বা বর্জনের অধিকার থাকবে। কেউ কেউ মনে করেন, এটি পণ্যের গুণসদৃশ। তাই পণ্যের পরিমাণ যদি বেশি হয় তাহলে সেটি ক্রেতার প্রাপ্য, আর যদি কম হয় তাহলে ক্রেতার অধিকার থাকবে পূর্ণ মূল্যে গ্রহণ করার বা বিক্রি প্রত্যাহার করার।[৯৮]

পণ্য কম বা বেশি হওয়ার বিধান সম্পর্কিত শাফেয়ী ফকীহদের বিশুদ্ধ মতের বিপরীত মত হলো, ইশারার কারণে বিক্রি সহীহ্ হবে। এরপর এ বিষয়ে তারা নিজ মাযহাবের মত বিশ্লেষণ করেছেন। তা এই যে, যদি বিক্রেতা গুচ্ছ পণ্যের বিপরীতে গুচ্ছ মূল্য উল্লেখ করে, যেমন সে বলল, আমি তোমার কাছে স্তূপটি বিক্রি করছি একশ দিরহামের বিনিময়ে এ শর্তে যে, এতে একশটি অমুক পণ্য রয়েছে, তাহলে কম বা বেশি হলেও বিক্রি সহীহ্ হবে। আর যার ক্ষতি হবে তার অধিকার থাকবে, সে চুক্তি বহাল রাখবে বা বাতিল করবে।

তবে যদি অংশের বিপরীতে অংশ উল্লেখ করে, যেমন সে বলল, আমি তোমার কাছে স্তূপটি বিক্রি করলাম প্রত্যেক সা' এক দিরহাম, এ শর্তে যে, এতে একশ সা' রয়েছে, এরপর যদি কম বা বেশি হয় তাহলেও ফকীহ্ আসনাভী-র মতে বিক্রি সহীহ্ হবে। আর মাওয়ারদী বলেন, যদি কম হয় তাহলে বিক্রি সহীহ্ হবে। কিন্তু যদি বেশি হয় তাহলে তাতে পূর্ববর্ণিত মতভেদ অনুসারে বিধান হবে। তা হলো, বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুসারে বিক্রি বাতিল হবে। অথবা বিক্রি সহীহ্ হবে, যেমনটা বিশুদ্ধ বর্ণনার বিপরীত মত।[৯৯]

ও ৬৫৯; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ৪৭; আল-হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ২৯৯; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪০০ এবং খ. ৪, পৃ. ৬১; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৬৬; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১৪৬

৯৭. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪০০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৭; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৬৬; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১৪৬

৯৮. মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৫০৫; আল-হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ২৯৯; আশ-শারহুস সগীর, খ. ২, পৃ. ১৩, প্রকাশক : হালাবী

৯৯. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৮; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৭১

www.amarboi.org

ইবনে কুদামা উল্লেখ করেন, যখন বিক্রেতা বলে, আমি তোমার কাছে এ জমি অথবা এ কাপড় বিক্রি করলাম এ শর্তে যে, এখানে দশ গজ রয়েছে। অতঃপর দেখা গেল এখানে এগারো গজ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে দু'টি অভিমত রয়েছে :

এক. বিক্রি বাতিল। কারণ বিক্রেতাকে বাধ্য করা সম্ভব নয় বাড়তিটুকু হস্তান্তর করতে, কারণ সে তো দশ হাত বিক্রয় করেছে। ক্রেতাকেও কিছু অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে না। কারণ সে গোটা জিনিসটি ক্রয় করেছে। অংশীদার থাকাতেও তার জন্য ক্ষতি রয়েছে।

দুই. চুক্তি সহীহ, বাড়তি অংশটুকু হবে বিক্রেতার। ক্রেতার এ ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতি নেই। তাই বিক্রি শুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই।

অতঃপর বিক্রেতার এখতিয়ার থাকবে, বাড়তিসহ হস্তান্তরের অথবা দশ গজ হস্তান্তরের। যদি সে গোটা পণ্য হস্তান্তরে সম্মত হয় তাহলে ক্রেতার বর্জন করার কোনো অধিকার নেই। কারণ বেশি দেওয়া তো ভালো। যদি সে বাড়তি অংশসহ দিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে ক্রেতার অধিকার থাকবে বিক্রি প্রত্যাহার করার অথবা মূল্য দিয়ে পণ্য গ্রহণ করার বাড়তিসহ। যদি বাড়তি বাদে শুধু পণ্য গ্রহণ করতে চায় তাহলে দশ হাত গ্রহণ করবে আর বিক্রেতা এক হাতে তার অংশীদার হয়ে যাবে।

এ অবস্থায় বিক্রেতার বিক্রি প্রত্যাহার করার এখতিয়ার থাকা বা না থাকার ব্যাপারে দুধরনের অভিমত পাওয়া যায়।

এক. তার প্রত্যাহারের অধিকার থাকবে। কারণ এক হাতের মধ্যে অন্যের সাথে অংশীদার হওয়ায় তার ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে।

দুই. বিক্রেতার কোনো এখতিয়ার নেই। ইবনে কুদামা এ অভিমতকে শক্তিশালী বলে অভিহিত করেছেন।

পণ্য যদি দশ হাতের স্থলে নয় হাত প্রকাশিত হয়, তাহলে এক্ষেত্রে দু'টি অভিমত রয়েছে :

এক. পূর্বে বর্ণিত কায়দার ভিত্তিতে বায় বাতিল হবে।

দুই. বায় সহীহ হবে, তবে ক্রেতার এখতিয়ার থাকবে বায় প্রত্যাহার করার অথবা মূল্যের এক-নবমাংশের দ্বারা গ্রহণ করার।

যদি কেউ ক্রয় করে এ শর্তে যে, এ স্তূপে দশ কাফীয রয়েছে। অতঃপর প্রকাশিত হলো, এতে এগার কাফীয রয়েছে। তাহলে সে বাড়তিটুকু ফেরত দেবে, এ ক্ষেত্রে গ্রহণ বা বর্জনের তার কোনো অধিকার নেই। যেহেতু এ বাড়তিটুকুতে বিক্রেতার ক্ষতি সাধিত হবে। আর যদি প্রকাশিত হয়, এতে নয় কাফীয রয়েছে, তাহলে সে পরিমাণ মূল্যে সে তা গ্রহণ করবে।

www.amarboi.org

যদি স্তূপের বেচাকেনায় পাত্রের মাপের কথা উল্লেখ করা হয়, তাহলে ক্রেতা কেবল পাত্রের মাপ দ্বারাই তা গ্রহণ করবে। যদি স্তূপে বাড়তি থাকে তাহলে তা ফেরত দেবে। আর যদি কম হয় তাহলে মূল্যের অংশ হিসেবে গ্রহণ করবে। কম হলে ক্রেতার গ্রহণ বা বর্জনের এখতিয়ার থাকে কি-না? এ ব্যাপারে দু'টি অভিমত রয়েছে।

এক. তার অধিকার থাকে। **দুই.** তার কোনো অধিকার থাকে না।[১০০]

মূল্য, মূল্যের বিধানাবলি ও অবস্থাসমূহ

প্রথম : মূল্যের সংজ্ঞা

ক্রেতা পণ্য লাভের নিমিত্তে পণ্যের বদলে যা ব্যয় করে তাকে আরবীতে الثَّمَنُ (ছামান) বলে। বিক্রয়চুক্তির দু'অংশের এক অংশ হলো ছামান বা মূল্য। অপর অংশ হলো পণ্য। এ দু'টিই হলো বিক্রয় চুক্তির উপাদান। এ কারণে ফকীহসমাজের অধিকাংশ মনে করেন, পণ্য হস্তগত করার পূর্বে নির্ধারিত মূল্য নাশ হয়ে গেলে বিক্রি চুক্তি সাধারণভাবে ভেঙ্গে যায়।[১০১]

হানাফী ফকীহগণ মনে করেন, বেচাকেনায় ও ব্যবসায়ে মুখ্য উদ্দেশ্য হলো পণ্য। কারণ (পণ্য হচ্ছে বিভিন্ন বস্তু, আর) উপকার লাভ হয় বিভিন্ন বস্তু দিয়ে। আর মূল্য হলো সেক্ষেত্রে পরস্পর বদলের মাধ্যম।[১০২] এ কারণে তারা মূল্য সহীহ হওয়ার জন্য তা মূল্যমানের অধিকারী হওয়াকে শর্ত করেন। পণ্যের বেলায় তা চুক্তি কার্যকরের শর্ত। এটি অন্য সকল ফকীহের সাথে তাদের অন্যতম পার্থক্য। মূল্য যদি মূল্যমানধারী জিনিস না হয় তাহলে তাদের মতে বিক্রি বাতিল হবে না; বরং তা ফাসিদ হবে। ফাসিদ হওয়ার কারণ দূর হয়ে গেলে তা সহীহ হয়ে যাবে। যেমন মূল্য হস্তগত করার পূর্বে তা নষ্ট হয়ে গেলে এর দরুন বায় বাতিল হয় না। বরং বিক্রেতা বিকল্প মূল্যের অধিকারী হয়। পক্ষান্তরে পণ্য নষ্ট হয়ে যাওয়া বিক্রি বাতিল করে দেয়।[১০৩]

বেচাকেনার ক্ষেত্রে বিনিময় ও মূল্য বোঝাতে দুটি শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় : ছামান (الثَّمَنُ) আর কীমাত (القِيمَةُ) এ দু'টি শব্দের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। কীমাত হলো, পারদর্শীগণ পণ্যের মান নির্ণয় করে যে বিনিময় মূল্য নির্ধারণ করে।

---

১০০. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১৪৬

১০১. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩০৫; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ১০০ এবং খ. ৩, পৃ. ৬১৬; শারহুর রাওয, খ. ২, পৃ. ৬৪; আল মাজমু, খ. ৯, পৃ. ২৬৯; আল-কালয়ুবী, খ. ২, পৃ. ৩; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৮৯; আল-ইফসাহ, খ. ১, পৃ. ৩৩৭

১০২. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১৫১

১০৩. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ২১২, হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ১০৪

www.amarboi.org

পক্ষান্তরে ছামান হলো, চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষ পরস্পর সম্মতিতে যে মূল্য নির্ধারণ করে। তা কীমাত এর চেয়ে বেশি হতে পারে, অথবা কম কিংবা সমান হতে পারে।[১০৪] ফলে কীমাত হলো বস্তুর প্রকৃত মূল্য আর ছামান হলো যে মূল্যে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

পণ্যের নির্ধারিত মূল্যকে সি'র বলা হয়। তাস'ঈর (التَّسْعِيرُ) হচ্ছে পণ্য বিক্রির দর নির্ধারণ। মূল্য নির্ধারণ কোনো সময় শাসকের পক্ষ হতে হয়। এর চেয়ে বেশি মূল্যে বা কম মূল্যে বিক্রয় নিষিদ্ধ করার অধিকার রাখেন।[১০৫]

দাম নির্ধারণের বিধান

ফকীহসমাজ দর নির্ধারণের আলোচনায় মতানৈক্য করেছেন। হানাফী ও মালেকী ফকীহগণ বলেন, শাসক এটি করতে পারেন। ব্যবসায়ীগণ যখন সীমাতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধি করে আর মূল্য নির্ধারণ করা ছাড়া সাধারণ মুসলিমের অধিকার সংরক্ষণ সম্ভব হয় না, তখন বিচারক বিবেকবান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের পরামর্শে মূল্য নির্ধারণ করে দেবেন। এ সম্পর্কে দলিল হলো উমর রা.-এর একটি আমল। তিনি বাজারে একজন লাকড়ি সংগ্রাহকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাকে তিনি বললেন, হয়তো তুমি দাম বাড়াবে নয়তো বাড়িতে চলে যাবে। সেখানে ইচ্ছামত বিক্রয় করবে।[১০৬]

শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণ মনে করেন, দাম নির্ধারণ করে দেওয়া হারাম। এভাবে ক্রয় করা মাকরূহ। মূলত বিক্রি হারাম ও বাতিল হওয়ার মাসআলা আসে যখন তা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে করা হয়।[১০৭] আর তা নিম্নোক্ত হাদীসের আলোকে :

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ

"আল্লাহই দাম নির্ধারণকারী। তিনিই সংকোচনকারী, প্রসারকারী ও রিজিকদাতা। আমি আশা করছি আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করব এমনভাবে যে,

---

[১০৪]. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১৫৩; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৫১ ও ১৬৬; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ২১

[১০৫]. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১৫৪

[১০৬]. ইমাম মালিক, আল-মুয়াত্তা, বরাত জামিউল উসুল, খ. ১, পৃ. ৫৯৪; শায়খ আব্দুল কাদির বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ

[১০৭]. আল-মুগনী, খ. ৩, পৃ. ১৬৪ কায়রো; আল-ফাতাওয়া আল-হিনদিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ৩১৪; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৫৯; ইবনে আবদিল বার কৃত আল-কাফী, খ. ২, পৃ. ৭৩০

www.amarboi.org

তোমাদের কেউ আমার বিরুদ্ধে কোনো রক্তের বা মালের জুলুমের অভিযোগ করবে না।"[১০৮] বিস্তারিত শিরোনাম تَسْعِيرٌ দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয় : কোন্ জিনিস মূল্য হওয়ার যোগ্য আর কোন্‌টি নয়

যে জিনিস পণ্য হওয়ার উপযুক্ত তা মূল্য হওয়ারও উপযুক্ত। ঠিক এর বিপরীত কথাটিও যথার্থ। এটি অধিকাংশ ফকীহ্-এর উক্তি হতে অনুমেয়। তবে হানাফী ফকীহদের মতে, যে জিনিস মূল্য হওয়ার উপযুক্ত অনেক ক্ষেত্রে তা পণ্য হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।[১০৯]

মূল্য এমন জিনিস হতে পারে যা দায় হিসেবে সাব্যস্ত হয়। যেমন মুদ্রা অথবা সদৃশ বস্তু, তা মাপযোগ্য হোক আর গণনাযোগ্য হোক। অথবা মূল্যমান বস্তুও হতে পারে। যেমনটি বায় সালাম চুক্তিতে প্রদান করা হয়, যদি তাতে পুঁজিও কীমী জাতীয় কোনো বস্তু হয়। এবং যেমনটা হয় বায়'উল মুকায়াযাহ (بَيْعُ الْمُقَايَضَةِ) (বস্তুর বিপরীতে বস্তু) বেচাকেনায়। সোনারুপা স্বভাবজাত মূল্য। তা মুদ্রা হিসাবে ছাপাঙ্কিত হোক বা না হোক। এমনিভাবে অন্য ধাতব মুদ্রাও মূল্য হতে পারে।

হানাফী ও মালেকী মাযহাবের উলামায়ে কেরামের মতে, মূল্য হিসেবে বিশেষ মুদ্রাকে নির্দিষ্ট করলেও তা নির্দিষ্ট বলে গণ্য হয় না। (তবে এ বিধান হতে বায় সরফ ও ভাড়া নেওয়ার বিষয়কে মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ পৃথক বলে গণ্য করেন।) ফলে কোনো ক্রেতা যদি বলে, আমি পণ্যটি এ দীনারের বিনিময়ে ক্রয় করেছি। অতঃপর তা ইশারা দিয়ে দেখিয়ে দেয়; তবুও তার এখতিয়ার থাকবে এর বদলে অন্য দীনার প্রদান করার। কারণ মুদ্রা হলো সাদৃশ্যময় জিনিস, যা দায় হিসেবে সাব্যস্ত হয়। যে জিনিস দায় হিসেবে সাব্যস্ত হয় তা যে কোনো সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তু দ্বারাই পূরণ হয়ে যায়। নির্দিষ্ট করা হলেও তা নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক নয়।

শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহদের মতে, নির্দিষ্ট করা হলে মুদ্রা নির্দিষ্ট হয়। মূল্য হিসাবে যদি কোনো কীমী জাতীয় জিনিস নির্ধারণ করা হয় তাহলে তা নির্ধারিত

---

১০৮. ইমাম তিরমিযী, ইমাম আবূ দাউদ, বরাত জামেউল উসূল, খ. ১, পৃ. ৫৯৫; ইমাম তিরমিযী ও ইবনে হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ বলে অভিহিত করেছেন

১০৯. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ১৬৫; আতাসী কৃত শারহুল মাজাল্লা, ধারা : ১৫২ ও ২১১; খ. ২, পৃ. ১০৫ এবং মুহাসেবী কৃত খ. ১, পৃ. ১৯৩; আল-ফাতাওয়া আল-হিনদিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ১২২; আল-বাহজা শারহুত তুহফা, খ. ২, পৃ. ৮৬; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৪২; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩০৫ এবং খ. ২, পৃ. ৫

www.amarboi.org

হয়ে যায়। কেননা কীমী বস্তু দায়িত্বে আবশ্যক হয় না। আর কোনো কীমী বস্তু আরেকটি কীমী বস্তুর স্থলবর্তী হতে পারে না। তবে যদি উভয়ের সম্মতিতে হয় তাহলে তা হতে পারে।[১১০]

তৃতীয় : মূল্য নির্ধারণ ও পণ্য হতে তাকে পৃথককরণ

পণ্য হতে মূল্যকে পৃথককরণের ব্যাপারে হানাফী আলেমগণ নিম্নোক্ত কায়দা নির্ধারণ করেছেন। মালেকী ও শাফেয়ী উলামায়ে কেরামের বক্তব্যও এর সাথে একীভূত।

ক. বিনিময়কৃত দু'টি জিনিসের একটি যদি মুদ্রা হয়, তাহলে সেটি মূল্য হিসেবে ধর্তব্য হয়। আর অপরটি যে কোনো ধরনের বস্তু হোক তা হবে পণ্য। এতে শব্দ প্রয়োগের প্রতি লক্ষ করা হবে না। ফলে কেউ যদি বলে : بِعْتُكَ دِيْنَارًا بِهٰذِه السِّلْعَة 'আমি তোমার কাছে একটি দীনার এ পণ্যের বদলে বিক্রি করলাম।' তাহলেও দীনারটি মূল্য হিসেবে পরিগণিত হবে।[১১১] যদিও ب হরফটি মূল্যের পূর্বে আসে, সে হিসাবে এখানে পণ্য শব্দটি মূল্য হওয়া বোঝায়।

খ. বিনিময়কৃত দু'টি জিনিসের একটি যদি কীমী বস্তু হয় (যা সদৃশ হয় না), আর অপরটি হয় ইঙ্গিত দ্বারা নির্দিষ্ট সদৃশ মাল, তাহলে কীমী জিনিসটি হবে পণ্য আর সদৃশ মালটি হবে মূল্য। এক্ষেত্রে শব্দ প্রয়োগের প্রতি মোটে লক্ষ্য করা হবে না। কিন্তু সদৃশ মাল যদি নির্দিষ্ট না হয়, তাহলে মূল্য হিসেবে বিবেচিত হবে যে জিনিসের সাথে 'দ্বারা' শব্দটি প্রয়োগ করা হবে। আরবীতে বলা হলে যে শব্দের সাথে (ب) অব্যয়টি যুক্ত হবে। যেমন বলল: بِعْتُكَ هٰذِه السِّلْعَةَ بِرِطْلٍ مِنَ الأَرُز "আমি এ পণ্যটি তোমার কাছে এক রিতল চাউলের বিনিময়ে বিক্রয় করলাম"। এক রিতল চাউল হলো মূল্য, যেহেতু তার পূর্বে (ب) আনা হয়েছে। কিন্তু যদি সে বলে : بِعْتُكَ رِطْلاً مِنَ الأَرُز بِهٰذِه السِّلْعَة। 'আমি এ পণ্যের বদলে তোমার নিকট এক রিতল চাউল বিক্রি করলাম।' এতে পণ্যটি হবে মূল্য আর এটি বায় সালামে হয়ে থাকে। যেহেতু তাতে নগদ মূল্যে দায়িত্বে থাকা পণ্য বিক্রয় করা হয়।

---

১১০. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ২৭২; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, খ. ২, পৃ. ২৪৩; কারাফীকৃত আল-ফুরূক, খ. ৩, পৃ. ২৫৫; আল-মাজমূ, খ. ৯, পৃ. ২৬৯; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২০৫

১১১. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ১৯৫, বুলাক এবং খ. ৫, পৃ. ২৭২, প্রকাশক : হালাবী; আল-ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ১৩-১৫; আল-বাহজা শারহুত তুহফা, খ. ২, পৃ. ২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭০; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২০৫

www.amarboi.org

গ. বিনিময়ের দু'টি জিনিসের উভয়টিই যদি সদৃশ মাল হয়, তাহলে মূল্য হিসেবে ঐ জিনিস বিবেচ্য হবে যার সাথে দ্বারা বা বিনিময়ে (بِ) অব্যয়টি সংযুক্ত থাকবে। যেমন বলল: بِعْتُكَ أَرُزًا بِقَمْحٍ 'গমের বিনিময়ে আমি তোমার কাছে চাউল বিক্রি করলাম।' এখানে গম মূল্য হিসেবে বিবেচ্য হবে।[১১২]

ঘ. বিনিময়ের দু'টি জিনিসই যদি কীমী জিনিস হয়, তাহলে উভয়টি এক দিক দিয়ে পণ্য; আর অন্য বিবেচনায় মূল্য হিসেবে পরিগণিত হয়। এটি হানাফী মাযহাবের অভিমত। তবে শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে যার সাথে দ্বারা (بِ) শব্দটি যুক্ত হবে তা হবে দাম বা মূল্য। মালেকী ফকীহগণ বলেন : মুদ্রা পণ্য হওয়াতে কোনো বাধা নেই। এর কারণ, প্রতিটি মুদ্রা অপরটির বিনিময় হতে পারে। আল বাহজা কিতাবে আছে, প্রতিটি বিনিময় অপরটির মূল্য।

মূল্য সংক্রান্ত উল্লিখিত বিধান ছাড়াও যে বিধানগুলো রয়েছে :

ক. কে আগে হস্তান্তর করবে তা নিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি বাদানুবাদে লিপ্ত হয় তাহলে ওয়াজিব হয় আগে মূল্য হস্তান্তর করা; অতঃপর পণ্য হস্তান্তর করা।

খ. ক্রেতার দায়িত্ব হলো মূল্য প্রদানের ব্যয়ভার গ্রহণ করা, আর বিক্রেতার কর্তব্য হলো পণ্য হস্তান্তরের ব্যয়ভার গ্রহণ করা।

গ. কব্জা করার পর লেনদেন জায়েয হওয়ার যে শর্ত রয়েছে তা পণ্যের সাথে নির্দিষ্ট, মূল্যের সাথে নয়। বিস্তারিত জানতে দ্র: بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ও بَيْعُ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِهِ

ঘ. বায় সালামে মূল্য বিলম্বে দেওয়া জায়েয নয়। এর বিপরীতে পণ্য বিলম্বে আদায় করা হচ্ছে সালাম বিক্রির স্বাভাবিক চাহিদা। এটি মোটামুটি কথা। বিস্তারিত ثَمَن শিরোনাম দ্র.[১১৩]

চতুর্থ : মূল্যে অস্পষ্টতা

যদি কেউ মূল্য বর্ণনায় সাধারণভাবে মুদ্রার কথা উল্লেখ করলেও তার ধরন বর্ণনা না করে, যেমন পণ্য বিক্রয়ে কেবল দীনারের কথা উল্লেখ করল। অথচ সে দেশে বিভিন্ন ধরনের দীনার প্রচলিত রয়েছে, আর প্রচলনও সমান্তরালে চলছে। তাহলে মূল্যের পরিমাণ সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলে চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে হ্যাঁ, ঐ দেশে যদি নির্দিষ্ট কোনো দীনার ব্যাপক হারে প্রচলিত থাকে,

---

১১২. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ২২ ও ২৪৩; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৬০১; আল-বাহজা, খ. ২, পৃ. ৮৬; আল-মাজমূ, খ. ৯, পৃ. ২৬৯; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭০; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২০৫

১১৩. আস-সাভী আলাশ শারহিস সাগীর, খ. ২, পৃ. ৭১, প্রকাশক : হালাবী; আল-মাজমূ, খ. ৯, পৃ. ২৭৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭০ ও ৭৩-৭৪; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১২৬, ২১৮ ও ২২০; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৯১

www.amarboi.org

তাহলে চুক্তি বৈধ হবে। আর চুক্তিটি অধিকতর প্রচলিত দীনারের ওপর বর্তাবে। যেমন কেউ কুয়েতে বলল, আমি তোমার কাছে এক দীনারে তা বিক্রয় করলাম, তাহলে চুক্তি বৈধ হবে আর মূল্য কুয়েতী দীনার হিসেবে সাব্যস্ত হবে। কারণ কুয়েতে সেদেশের দীনারই সর্বাধিক প্রচলিত।[১১৪]

পঞ্চম : পুঁজির প্রতি দৃষ্টি রেখে মূল্য নির্দিষ্টকরণ

মূল্য প্রত্যক্ষ করে তার প্রতি ইঙ্গিতের মাধ্যমে মূল্য নির্দিষ্টকরণ হতে পারে। এটি পরিচয় দানে সর্বাধিক উত্তম পন্থা, পরিমাণ বর্ণনা করা হোক আর না-ই করা হোক। যেমন কেউ পণ্য বিক্রয় করল দীনারের এক থলের বিনিময়ে, আর তার প্রতি ইশারা করে দেখাল। মূল্য যদি চুক্তির মজলিসের আড়ালে থাকে, তবেই কেবল মূল্যের ধরন, গুণ ও পরিমাণ বর্ণনা করা আবশ্যক হয়।

এরপর বিক্রিমূল্য হয়তো ক্রয়ের মূল্য অর্থাৎ বিক্রেতার মূল পুঁজি নির্ভর হবে না, অথবা পুঁজি নির্ভর হবে কোন লাভ-লোকসান ছাড়া, অথবা নির্দিষ্ট লাভসহ, অথবা নির্দিষ্ট লোকসানসহ। প্রথম অবস্থায়, যে অবস্থায় বিক্রিমূল্য ক্রয়মূল্য-নির্ভর হবে না, তা হলো বায়'উল মুসাওয়ামাহ (بَيْعُ الْمُسَاوَمَة)। কেনাবেচার ক্ষেত্রে এটিই সবচেয়ে প্রচলিত পন্থা।

আর দ্বিতীয় প্রকারগুলো হল আমানতের বিক্রি। এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে। তাওলিয়া (تَوْلِيَة), অর্থাৎ ক্রয়মূল্যে বিক্রি করা। আর যদি আংশিক পণ্যের মূল্যের সাথে বিক্রিমূল্যের সম্পর্ক হয় তাহলে সেটিকে বলে ইশরাক (إِشْرَاك)। আর যদি ক্রয়মূল্যের চেয়ে লাভে বিক্রি করে তাহলে সেটিকে বলে মুরাবাহা (مُرَابَحَة)। আর যদি ক্রয়মূল্যের চেয়ে লোকসানে বিক্রি করে তাহলে সেটি হল ওয়াদী'আহ (وَضِيعَة) বিস্তারিত আলোচনা সংশ্লিষ্ট শিরোনামে দ্রষ্টব্য।[১১৫]

পণ্য ও মূল্যের মাঝে যৌথ বিধানাবলি

প্রথম : পণ্যে বা মূল্যে বৃদ্ধিকরণ

চুক্তির পর মূল্যে বাড়তি দেওয়া ক্রেতার জন্য জায়েয। অনুরূপ বিক্রেতার জন্য জায়েয পণ্য বাড়িয়ে দেওয়া। তবে এক্ষেত্রে কথা হলো, বাড়তি দানের মজলিসে অপর পক্ষের তা গ্রহণ করতে হবে। এও শর্ত যে, পণ্যটি বাড়তি মূল্য প্রদানের

১১৪. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ২৪১ ও ২৪৪; ইবনে আবদিল বার কৃত আল-কাফী, খ.২, পৃ. ৭২৬; আল-বাহজা, খ. ২, পৃ. ১১; আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ১৬২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৭; আল ইফসাহ, খ. ১, পৃ. ৩২৫

১১৫ মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ২৩৭; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১০৯; আস-সাভী আলাশ শারহিস সাগীর, খ. ২, পৃ. ৭৭, প্রকাশ : হালব

www.amarboi.org

সময় মজুদ থাকবে। কারণ পণ্যটি নষ্ট হয়ে গেলে অস্তিত্বহীন জিনিসের বদলে বাড়তি মূল্যকে দাঁড় করানো হবে। আর যেহেতু পণ্যটি নেই- যেহেতু মালিক সে বস্তুকে নিজ মালিকানার আওতাবহির্ভূত করেছে- তাই অতিরিক্ত মূল্য অবর্তমান বস্তুর বিপরীতে দেওয়া হবে। বাড়তি দেওয়া পরস্পর হস্তগত করার পরে হোক বা পূর্বে হোক, তাতে কোনো তফাৎ নেই। পণ্যের সমজাতীয় জিনিস হোক বা না হোক, তেমনি মূল্যজাতীয় হোক বা অন্য কোনো ধরনের জিনিস হোক তাতে কোনো সমস্যা নেই।

বাড়তি দানের বিধান পূর্ববর্তী চুক্তির অধীনেই বলে গণ্য হয়। তা দান হিসেবে বিবেচিত হয় না, ফলে দান পূর্ণ হওয়ার জন্য হস্তগত করার যে শর্ত রয়েছে তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এটি হানাফী মাযহাবের কথা। শাফেয়ী ও হাম্বলী মতে খিয়ারে মজলিস ও খিয়ারে শর্ত শেষ হওয়ার পর বায় আবশ্যক হয়ে গেলে বাড়তি দান বায়-এর সাথে যুক্ত হয় না। বরং তা হিবা সাব্যস্ত হয়, সামনে এর বিস্তারিত আলোচনা আসছে।[১১৬]

দ্বিতীয় : পণ্যে বা মূল্যে হ্রাসকরণ

ক্রেতার যেমন পণ্যে হ্রাসকরণ জায়েয, বিক্রেতারও জায়েয মূল্যে হ্রাসকরণ, যখন অপরপক্ষ হ্রাসকরণ সে মজলিসেই গ্রহণ করে। হস্তগত করার পূর্বে বা পরে উভয় অবস্থাতে তা করা জায়েয। ক্রেতা বা বিক্রেতা যদি হস্তগত করার পর হ্রাস করে, তাহলে প্রতিপক্ষের হ্রাসকৃত জিনিসটি প্রত্যাখ্যান করার এখতিয়ার থাকে।

বিক্রেতা যদি মূল্য হ্রাস করে তাহলে পণ্য মজুদ থাকা শর্ত নয়। এর কারণ, হ্রাসকরণ হলো মূল্য ছাড় দেওয়া, কোনো জিনিসের বিপরীতে এটি হওয়া শর্ত নয়। ক্রেতা বিক্রেতার পণ্যের কিছু অংশ হ্রাস করে দেওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত হলো, পণ্য দায়িত্বে মজুদ থাকা; যেন তা হ্রাসকরণকে কবুল করে। হ্যাঁ, পণ্য যদি কোনো নির্দিষ্ট জিনিস হয়, তাহলে বিক্রিত দ্রব্য হ্রাসকরণ সহীহ হয় না। যেহেতু নির্দিষ্ট জিনিস হতে কোনো অংশ বাদ দেওয়া গৃহীত হয় না।[১১৭]
বিস্তারিত দ্রষ্টব্য শিরোনাম إبْرَاء ، وَإِسْقَاط

---

১১৬. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ১৬৭; তাহযীবুল ফুরূক, খ. ৩, পৃ. ২৯০; আশ শারহুস সাগীর, খ. ২, পৃ. ৭৮; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ১৬৫; মিনাহুল জালীল, খ. ৩, পৃ. ৬১৫; আল-মাজমূ', খ. ৯, পৃ. ৩৭০; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৯৬; হাশিয়া শারহুর রাওয, খ.২, পৃ. ৬৪; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪৪; আল-ইফসাহ, খ. ১, পৃ. ৩৪৭; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৫১ ও ৪৪৬

১১৭. শারহুল মাজাল্লা, ধারা : ২৫৬; আস-সাবী আলাশ শারহিস সাগীর, খ. ২, পৃ. ৭৯; মিনাহুল জালীল, খ. ৩, পৃ. ৪২৫; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৮৩; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৬৫৮ এবং খ. ৪, পৃ. ৫৪২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৬৫

www.amarboi.org

তৃতীয় : বৃদ্ধিকরণ ও হ্রাসকরণের প্রভাব

এ কথা স্বীকৃত, হানাফী ফকীহদের মতে, বাড়তি দেওয়া বা কমানো পূর্ববর্তী মূল বিক্রিচুক্তির সাথে সংযুক্ত হয়– যে পর্যন্ত না তার সাথে কোনো প্রতিবন্ধকতা আরোপ হয়। অর্থাৎ পণ্যে বাড়তি দিলেও তাতে মূল্যের এক অংশ থাকবে। অনুরূপ মূল্য বেশি দিলে পণ্যের বেলায়ও একই বিধান, তাতে পণ্যের অংশ থাকবে। এ সম্পর্কিত কিছু বিধান :

ক. পণ্য হস্তগত করার পূর্বে যদি মূল পণ্য নাশ বা ধ্বংস হয়ে যায়, আর বাড়তিটুকু অবশিষ্ট থাকে অথবা বাড়তিটুকু নাশ হয়ে মূল পণ্য বাকী থাকে, তাহলে নাশ হওয়ার পরিমাণ মূল্য বিয়োগ হবে। তবে এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবে পণ্য হতে স্বাভাবিকভাবে যেটুকু বৃদ্ধি পায় তার বিধান।

খ. বিক্রেতার অধিকার রয়েছে মূল মূল্য এবং বাড়তিটুকু হস্তগত করার পূর্বে সে সমুদয় পণ্য হস্তান্তর করা হতে বিরত থাকতে পারে।

গ. মুরাবাহা (مُرَابَحَة) বা তাওলিয়া (تَوْلِيَة) অথবা ওয়াদীআ (وَضِيعَة) ধরনের বিক্রি আমানতের সাথে হওয়া সম্ভব হয়। কারণ, বাড়ানো বা কমানোর পর যে মূল্য তা-ই ধর্তব্য হয়।

ঘ. পণ্যের যখন কোনো হকদার বের হয় এবং তা হকদারের প্রাপ্য বলে ফয়সালা দেওয়া হয়, তখন ক্রেতা মূল ও বাড়তিসহ সমুদয় মূল্য বিক্রেতার কাছ থেকে ফেরত নিবে। অনুরূপ বিধান হবে, পণ্যে কোনো দোষ ধরা পড়লে এবং সে কারণে পণ্য ফেরত দিলে।

ঙ. শুফআর (الشُّفْعَة) বেলায় শফী (الشَّفِيع) জমি গ্রহণ করবে মূল্য হ্রাস করার পর যেই মূল্য স্থির হবে তা দিয়ে।

জমিবিক্রির বেলায় যদি বিক্রেতা মূল জমির সাথে আরো জমি বাড়তি দেয়, তাহলে শফী (الشَّفِيع) মূল জমির মূল্য হিসেব করে তা দিয়ে মূল জমি গ্রহণ করবে। সমুদয় মূল্য তাকে দিতে হবে না। এটুকু ঐকমত্যের মাসআলা, সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

মালেকী মাযহাবের ফকীহদের মতে বাড়ানো ও কমানো বেচাকেনার সাথে যুক্ত হয়। তা হস্তগত করার সময় হোক আর পরবর্তী কালে হোক।

মূল্যে বৃদ্ধি করা হলে তা প্রথম নির্ধারিত মূল্যের বিধানে যুক্ত হয়। অতএব পরবর্তীকালে কেউ যদি পণ্যের দাবিদার সাব্যস্ত হয় তাহলে তাকে এ বর্ধিত মূল্য ফেরত দিতে হবে। অনুরূপ পণ্যের ত্রুটি বা এ ধরনের কোনো কারণে ফেরত দিলে একই বিধান।[১১৮]

---

১১৮. তাহযীবুল ফুরূক, খ. ৩, পৃ. ২৯০; আদ-দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩৫

www.amarboi.org

ক্রেতার নিকট হতে সমুদয় মূল্য হ্রাস করা অর্থাৎ মূল্য তাকে হিবা করে দেওয়া জায়েয। বায় মুরাবাহা ও শুফআয় মূল্যহ্রাসের প্রভাব পড়ে।

মুরাবাহার ক্ষেত্রে দারদীর ও দুসূকী বলেন, আংশিক মূল্য হিবা করার বিষয়টি স্পষ্ট করা আবশ্যক, যদি হিবা করা সাধারণের মাঝে প্রচলিত থাকে। তা এ কারণে যে, হিবার সাথে মানুষের স্বাভাবিক দানের মিল রয়েছে। তবে যদি মূল্য হিবা করার প্রচলন না থাকে, অথবা পরিশোধ করার পূর্বে বা পরে সমুদয় মূল্য বিক্রেতা ক্রেতাকে হিবা করে, তাহলে তা স্পষ্ট করার প্রয়োজন নেই।[১১৯]

আর শুফআর ক্ষেত্রে, শায়খ উলাইশ বলেন, যদি কেউ কোনো জমি কিনে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে, এরপর শফী' (শুফআর দাবিদার) জমি নেওয়ার আগে বা পরে যদি বিক্রেতা ক্রেতাকে নয়শ দিরহাম হিবা করে, যদি ঐ জমির প্রকৃত মূল্য হয় একশ দিরহাম, যদি তারা লোকসানে বেচাকেনা করে, অথবা লোকসান ছাড়া, তাহলে শফী'র নিকট থেকেও নয়শ দিরহাম বাদ দেবে। কেননা ক্রেতা-বিক্রেতা প্রথমে যে মূল্য নির্ধারণ করেছিল তা ছিল শফী'কে দূরে সরানোর চিন্তায়।

আর যদি জমির মূল্য একশ দিরহাম হওয়া স্বাভাবিক না হয়, ইবনু ইউনুস বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যদি জমির মূল্য হয় তিনশ বা চারশ দিরহাম, তাহলে বিক্রেতা শফী'র নিকট থেকে মূল্যের কোন অংশ বাদ দেবে না। ধরা হবে, হ্রাসকৃতমূল্য ছিল ক্রেতার জন্য নিছক হিবা। তিনি অন্যত্র বলেছেন, যদি বিক্রেতা ক্রেতার নিকট থেকে এ পরিমাণ মূল্য হ্রাস করে সাধারণত কেনাবেচায় যে পরিমাণ মূল্যহ্রাস করা হয়, তাহলে শফীর' নিকট থেকেও সে পরিমাণ হ্রাস করবে। আর যদি সে পরিমাণ হ্রাস করা স্বাভাবিক না হয় তাহলে মূল্যহ্রাস ছিল ক্রেতার জন্যে হিবা। সুতরাং বিক্রেতা শফী'র ক্ষেত্রে কোন মূল্যহ্রাস করবে না।[১২০]

শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহবৃন্দের অভিমত হলো, যদি খিয়ার শেষ হওয়ার মাধ্যমে বিক্রয় চুক্তি আবশ্যক হওয়ার পর মূল্যে ও পণ্যে বৃদ্ধি ও হ্রাসকরণ হয় তাহলে তা বিক্রির সাথে যুক্ত হবে না। কারণ বিক্রিচুক্তি প্রথম মূল্যের সাথে স্থির হয়ে গেছে। অতঃপর বৃদ্ধি ও হ্রাসকরণ অনুদান হিসেবে গণ্য হবে, তা চুক্তির সাথে যুক্ত হবে না। যদি বাড়ানো বা কমানো হয় খিয়ারে মজলিস অথবা খিয়ারে শর্তের মেয়াদের মাঝে অর্থাৎ চুক্তি আবশ্যক হওয়ার পূর্বে, তাহলে অধিকাংশ

---

[১১৯] আদ-দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ১৬৫; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৭১৮

[১২০] মিনাহুল জালীল, খ. ৩, পৃ. ৬১৫; আদ-দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৪৯৫

www.amarboi.org

শাফেয়ীর মতে তা মূলচুক্তির সাথে যুক্ত হয়। এটি শাফেয়ী ফকীহদের বিশুদ্ধতম অভিমত, অধিকাংশ ইরাকী ফকীহগণও এই অভিমত দৃঢ়ভাবে পোষণ করেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট অভিমত দিয়েছেন। কারণ, খিয়ারে মজলিসে মূল্য ও পণ্য বাড়ানো ও কমানো চুক্তির সাথে যুক্ত হয়। বিক্রি আবশ্যক না হওয়ায় সাজুয্য থাকার প্রেক্ষিতে খিয়ারে শর্তকে খিয়ারে মজলিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এটি নাভাবী বর্ণিত একটি মত।

অন্য একটি অভিমত হলো, তা চুক্তির সাথে যুক্ত হয় না। আল-মুতাওয়াল্লী এটিকে সহীহ অভিমত বলে ব্যক্ত করেছেন। তাদের তৃতীয় একটি অভিমত হলো খিয়ারে মজলিসে তা যুক্ত হয়, খিয়ারে শর্তে যুক্ত হয় না। এটি শায়খ আবু যায়েদ ও আল-কাফফালের অভিমত।

চুক্তিসমূহের ক্ষেত্রে এর প্রভাব

শুফআর ক্ষেত্রে বাড়ানো অংশটুকু শুফআর দাবিদারের সাথে যুক্ত হবে, যেমনটি সে বৃদ্ধিটুকু ক্রেতার জন্য আবশ্যক হয়। মূল্য হতে যদি সামান্য কমানো হয় তাহলে এর বিধানও অনুরূপ।[১২১] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য শিরোনাম شُفْعَة

বায়'উত তাওলিয়া (التَّوْلِيَة), ইশরাক (الإِشْرَاك) ও মুরাবাহা (الْمُرَابَحَة) সম্পর্কে নিহায়াতুল মুহতাজ কিতাবে আছে, যদি তাওলিয়া পদ্ধতির বিক্রেতার নিকট হতে মূল্য কমানো হয়, তা তাওলিয়ার পূর্বে হোক আর পরে হোক এবং তা আবশ্যক হওয়ার পরে হোক, তাহলে ক্রেতার নিকট থেকে সে মূল্য কমে যাবে। যেহেতু তাওলিয়া পদ্ধতির ব্যবসার বৈশিষ্ট্য হলো -যদিও এটি একটি নতুন চুক্তি- প্রথম মূল্য (কেনামূল্য) থেকে কম রাখা। যদি বিক্রেতা সমুদয় মূল্য কমিয়ে দেয় তাহলে ক্রেতার হিসাব থেকেও সমুদয় মূল্য বাদ যাবে, যতক্ষণ না তাওলিয়া পদ্ধতির বিক্রি চূড়ান্ত হয়। আর যদি তেমন না হয়, অর্থাৎ মূল্য কমানো হয় তাওলিয়ার আগে বা পরে এবং বিক্রি চূড়ান্ত হওয়ার আগে, তাহলে তাওলিয়া বাতিল হবে। কেননা তখন এর অর্থ দাঁড়াবে মূল্যহীন বিক্রি। এ কারণে মূল্যহ্রাস করা ও বিক্রি আবশ্যক হওয়ার পর যদি উভয়ে ইকালা (الإِقَالَة) করে (চুক্তি বাতিল করে), তাহলে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে মূল্যের কোন অংশ ফেরত আনতে পারবে না।[১২২] বায় ইশরাক ও মুরাবাহারও একই বিধান। বিস্তারিত শিরোনাম الإِشْرَاك ، التَّوْلِيَة ، الْمُرَابَحَة দ্র.

---

[১২১]. আল-মাজমু, খ. ৯, পৃ. ৩৬৯; হাশিয়াতুল জুমাল, খ. ৩, পৃ. ৮৫; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৩৭

[১২২]. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১০৬; হাশিয়াতুল জুমাল, খ. ৩, পৃ. ১৭৭; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৯১; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৯৬

www.amarboi.org

ত্রুটির কারণে পণ্য ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে, নিহায়াতুল মুহতাজ কিতাবে আছে, বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে সমুদয় বা আংশিক মূল্য হতে দায়মুক্তি দেয়, অতঃপর ক্রেতা ত্রুটির কারণে পণ্য ফেরত দেয়, তাহলে বিশুদ্ধতম মত হলো সম্পূর্ণ মূল্য হতে দায়মুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছুই ফেরত দিতে হবে না। আর আংশিক মূল্য হতে দায়মুক্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে বাকী মূল্য ফেরত দিতে হবে। যদি বিক্রেতা ক্রেতাকে মূল্য হেবা করে, একটি মত হলো, মূল্য ফেরত নেওয়া যাবে না। আরেকটি মত হলো, মূল্য ফেরত নেওয়া যাবে। ক্রেতার কাছে মূল্যের পরিবর্তে বস্তু ফেরত দেওয়ার তাগাদা করা হবে। এটিই অধিক যুক্তিযুক্ত মত।[১২৩]

হাম্বলীগণের মাযহাব হলো শাফেয়ী মাযহাবের মতো। শারহু মুনতাহাল ইরাদাতে বলা হয়েছে, দুধরনের খিয়ারের (খিয়ারুল মাজলিস ও খিয়ারে শর্তের) সময়ের মাঝে মূল্যে বা পণ্যে যা বৃদ্ধি করা হয় তা মূলবিক্রির সাথে যুক্ত হবে। সে হিসাবেই মূল মূল্যের মতো এখন মূল্য যা হয়েছে বিক্রেতা তা-ই বলবে মুরাবাহা, তাওলিয়া ও ইশরাকের ক্ষেত্রে।

উল্লিখিত দুপ্রকার খিয়ারের সময়ে পণ্য বা মূল্যের যে অংশ হ্রাস করা হয় তা চুক্তির সাথে যুক্ত হবে। সুতরাং মূল চুক্তির মতো এ অবস্থায় পণ্য বা মূল্যের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অপরকে জানানো আবশ্যক, খিয়ারের অবস্থাকে চুক্তি সংঘটনকালের মতো বিবেচনা করে। পুরো মূল্য মাফ করে দিলে তা হেবা হিসেবে গণ্য হয়।

বিক্রয়চুক্তি আবশ্যক হয়ে যাওয়ার পর বাড়ানো বা কমানো হলে তা মূল চুক্তির সাথে যুক্ত হবে না। তাই সে সম্পর্কে অন্যকে (পরবর্তী ক্রেতাকে) জানানো আবশ্যক নয়।[১২৪] পণ্যে ত্রুটি থাকার কারণে তা ফেরত দিলে ক্রেতা যে মূল্য দিয়েছিল তা ফেরত নেবে। অথবা বিক্রেতা তাকে যে দায়মুক্তি দিয়েছিল তার বিকল্প গ্রহণ করবে বা বিক্রেতা তাকে যা হেবা করেছিল তার বিকল্প গ্রহণ করবে; তা পূর্ণ হোক বা আংশিক। কারণ বিক্রয় ভেঙ্গে যাওয়ার পর ক্রেতার অধিকার হয়ে যায় পূর্ণ মূল্য ফেরত নেওয়ার।[১২৫]

শুফআর ব্যাপারে ইবনে কুদামা বলেন, শুফআর দাবিদার তার দাবি করার পূর্বে সংঘটিত বেচাকেনায় যে মূল্য স্থির হয়েছে তার ওপর শুফআর অধিকারী হবে। সুতরাং ক্রেতা বিক্রেতা নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণে সম্মত হওয়ার পর যদি তারা

---

[১২৩]. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪৪

[১২৪]. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৮৩; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ২০০, রিয়াদ

[১২৫]. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৭৬

www.amarboi.org

খিয়ারের মাঝে মূল্য বাড়ায় বা কমায়, তাহলে শুফআর দাবিদার সে হ্রাসকৃত বা বৃদ্ধিকৃত মূল্য দাবি করতে পারবে। কারণ, বিক্রয় পূর্ণ হওয়ার পরই কেবল শুফআর অধিকার প্রমাণিত হয়। অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার সময় পণ্যের যে মূল্য, শুফআর দাবিদার সেই মূল্যেই কেনার অধিকার লাভ করবে। তা ছাড়া খিয়ারের সময়টা চুক্তি সংঘটনের সমপর্যায়ের। তাই এ সময় বেচাকেনায় পরিবর্তন সাধিত হলে তা মূলবিক্রির সাথেই যুক্ত হয়। কারণ, এ অবস্থায় ক্রেতা-বিক্রেতা মূল্যে কমবেশ করার বিষয়ে এখতিয়ার লাভ করে, যেভাবে তাদের এখতিয়ার থাকে চুক্তি সংঘটনকালে। তবে যদি খিয়ারের মেয়াদ শেষ হয় এবং চুক্তি চূড়ান্ত হয়, এরপর ক্রেতা-বিক্রেতা কমবেশ করে, তাহলে সে কমবেশ চুক্তির সাথে যুক্ত হবে না, যেহেতু চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি হলে তা হয় হেবা।[১২৬]

চতুর্থ : অন্যের বেলায় চুক্তির সাথে বাড়তি মূল্য বা কমতি মূল্য যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধাসমূহ

দু'টি কারণে মূল্যে বাড়ানো কমানো অংশ মূল চুক্তির সাথে যুক্ত হয় না :

এক. মূল্যে বাড়ালে বা কমালে যখন অন্য লোকের অধিকারে ঘাটতি দেখা দেয়, যা চুক্তি মারফত সাব্যস্ত হয়, তখন এ বর্ধন ও হ্রাসকরণ কেবল ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে সীমিত থাকে। অন্যের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হয় না। যেমন : জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে যখন ক্রেতা মূল্য বৃদ্ধি করার ইচ্ছা করে, তখন শুফআর দাবিদার আসল মূল্য দিয়ে জমি গ্রহণ করবে, বাড়ানো মূল্য সহকারে নয়। এটি এ কারণে যে, শুফআর অধিকার বাস্তবায়নে কেউ যেন যোগসাজস করার সুযোগ না পায়। তবে মূল্য হ্রাস করলে তা চুক্তির সাথে যুক্ত হবে। কারণ, এর ফলে শুফআর দাবিদারকে কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে না। এমনিভাবে পণ্যে বৃদ্ধি করলেও তা কার্যকর হতে কোনো বাধা নেই।

দুই. যুক্তকরণের ফলে যখন বিক্রয় বাতিল হওয়ার উপক্রম হয়। যেমন হ্রাসকরণ পূর্ণ মূল্যে শামিল হলে। কারণ, এরূপ হলে তা চুক্তি বহির্ভূতভাবে দায় মুক্তির পর্যায়ে চলে যায়। এর ফলে বিক্রয় চুক্তি মূল্যবিহীন হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। ফলে তা বাতিল বলে গণ্য হয়। যেমন- বিক্রেতা যদি জমি বিক্রির ক্ষেত্রে সমুদয় মূল্য হ্রাস করে দেয়, তাহলে শুফআর হকদার আসল মূল্যে তা গ্রহণ করবে। কারণ, মূল্য হ্রাসকরণকে যদি পৃথকভাবে দায়মুক্তি হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়, তাহলে বিনামূল্যে বিক্রয় হওয়া আবশ্যক হবে। এর ফলে শুফআর হকদারের অধিকার রহিত হবে। এ কারণে শুফআর দাবিদারের বেলায় পণ্যটি

---

[১২৬]. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩৪৯, রিয়াদ

www.amarboi.org

পূর্ণ মূল্যের বিপরীতে বলে গণ্য হবে। তবে মূল্য হ্রাস যা করা হবে তা ক্রেতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এ সকল কথা কার্যকর হবে যদি মূল্য কমানোটি হস্তগত করার পর হয়। যদি হস্তগত করার পূর্বে কমানো হয় তাহলে ধার্যকৃত মূল্যে শুফআর দাবিদার তা গ্রহণ করবে।[১২৭]

পঞ্চম : পণ্য অথবা মূল্য হস্তান্তরের ব্যয়

সকল ফকীহ্ এ কথায় ঐকমত্য ব্যক্ত করেছেন যে, পণ্যের মাপদাতা বা ওজনদাতা ও গণনাকারী প্রমুখের পারিশ্রমিক দেবে বিক্রেতা। অনুরূপ পণ্য আড়ালে থাকলে তা বিক্রয়স্থলে উপস্থিত করার দায়িত্বও বিক্রেতার ওপর বর্তায়।

অনুরূপ তারা এ কথাতেও ঐকমত্য পোষণ করেছেন, মূল্যের মাপ বা ওজন কিংবা এর গণনার পারিশ্রমিক, যদি এখানে না থাকে তাহলে তা উপস্থিত করার ব্যয় ক্রেতাকে বহন করতে হবে। নতুবা সমতা রক্ষা হবে না। তবে ইকালা, তাওলিয়া ও শিরকাহ্ এ সব ক্ষেত্রে মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ ভিন্নমত পোষণ করেন।

তবে মূল্য হিসাবে প্রদত্ত মুদ্রা যাচাই করার পারিশ্রমিক নিয়ে ফকীহ্দের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। হানাফীগণের এ বিষয়ে দু'টি অভিমত রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ হতে বর্ণিত, রুস্তমের বর্ণনায় রয়েছে, মূল্য যাচাই করার পারিশ্রমিক বর্তায় বিক্রেতার ওপর। কারণ, যাচাই করার বিষয়টি আসে মূল্য হস্তান্তরের পর। আর এ কারণে যে, যাচাই করার মুখাপেক্ষী হয় বিক্রেতা, যেন ত্রুটিজনিত কারণে সে প্রত্যার্পণ করতে পারে। শাফেয়ীগণও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। ইমাম মুহাম্মাদ-এর পক্ষ হতে অপর একটি অভিমত হলো, মূল্যের মান যাচাই করার পারিশ্রমিক বর্তায় ক্রেতার ওপর। এটি মুহাম্মদ রহ.-এর পক্ষ হতে ইবনে সিমাআর অভিমত। কারণ সে অপর পক্ষকে উত্তম মুদ্রা অর্পণ করার মুখাপেক্ষী। উত্তমতা নির্ণীত হয় যাচাইয়ের মাধ্যমে, তাই এটি তার দায়িত্ব।

এটি মালেকী মাযহাবেরও অভিমত। হাম্বলী মাযহাবের ফকীহবৃন্দের অভিমত হলো, মান যাচাইকারীর পারিশ্রমিক বর্তাবে ব্যয়কারীর ওপর, সে বিক্রেতা হোক আর ক্রেতা। শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহ্ শারবীনী বলেন, মূল্য পরখকারীর পারিশ্রমিক বিক্রেতার ওপর বর্তায়। অতঃপর তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে যুক্তির দাবি হলো, পণ্যের মান যাচাই করার পারিশ্রমিক বর্তাবে ক্রেতার ওপর।[১২৮] যেহেতু তাতে ত্রুটি প্রকাশিত হলে তা ফেরত দেওয়াই হচ্ছে যাচাইয়ের উদ্দেশ্য।

---

[১২৭]. শারহুল মাজাল্লা, খ. ২, পৃ. ১৯০, ধারা : ২৫৪; ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ১৬৭; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩১৫; শারহুর রাওয, খ. ২, পৃ. ৩৬৬

[১২৮]. আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৭; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ২, পৃ. ৭০; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ৫০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৩; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৯১; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১২৬

www.amarboi.org

ষষ্ঠ : পণ্য বা নির্দিষ্ট মূল্য হস্তান্তরের পূর্বে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া

বিক্রি অপরিহার্য হওয়ার প্রকাশ্য লক্ষণসমূহের একটি হলো, বিক্রেতার ওপর আবশ্যক হবে পণ্য ক্রেতার কাছে অর্পণ করা। হস্তান্তর করা ছাড়া বিক্রেতার দায় মুক্তির কোনো পন্থা নেই। পণ্য ধ্বংস হয়ে গেলে বিক্রেতাকে এ দায় গ্রহণ করতে হবে। তার ওপর এ দায় বর্তাবে, কারও কর্মে তা নাশ হোক, আর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে নাশ হোক।

এ বিধান মূল্যের ওপরও প্রযোজ্য হবে, যদি তা কোনো নির্দিষ্ট জিনিস হয়। কারণ নির্দিষ্ট জিনিস মূল্য হলে বিক্রির চুক্তির সময় সেটিও পণ্যের ন্যায় মুখ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু যদি মূল্যটি নির্দিষ্ট বস্তু না হয়ে তা কেবল ক্রেতার জিম্মায় আবশ্যক হয়, সেক্ষেত্রে বিক্রেতার বিকল্প গ্রহণ করার সুযোগ সম্ভাবনা থাকে।[১২৯]

নাশ হওয়া সম্পূর্ণরূপে হতে পারে, আংশিকও হতে পারে। পণ্য যদি হস্তান্তর করার পূর্বে প্রাকৃতিক কারণে সম্পূর্ণটি নাশ হয়ে যায়, তাহলে তা বিক্রেতার জিম্মায় নাশ হয়েছে বলে বিবেচিত হয়। এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণিত হয়েছে : نَهَى عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ "রাসূলুল্লাহ স. কোনো বস্তুর দায়গ্রহণের পূর্বে তার লাভ গ্রহণ করা থেকে নিষেধ করেছেন।"[১৩০] উক্ত বর্ণনা হতে প্রমাণিত হয়, এ অবস্থায় বিক্রয় ভেঙ্গে যায় আর মূল্য রহিত হয়। কারণ, এর ফলে বিক্রয় কার্যকর করা অসম্ভব হয়।[১৩১] এটি হানাফীগণের অভিমত। অনুরূপ বিক্রেতার কোনো কর্মের ফলে যদি পণ্য নষ্ট হয় তাহলেও তাদের একই অভিমত।

শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহদের পক্ষ হতে এ সম্পর্কে দুটি অভিমত পাওয়া যায়।

এক. প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে তেমনই বিক্রয় ভঙ্গ হয় যেরূপ বিক্রেতার নষ্ট করার কারণে ভঙ্গ হয়।

দুই. বিক্রয় ভঙ্গ করে মূল্য ফেরত গ্রহণ এবং বিক্রয় কার্যকর রেখে পণ্যের বাজারদর গ্রহণ, এ দুটোর যে কোনো একটি ক্রেতা বেছে নিতে পারবে।

---

[১২৯]. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৮৯ ও ২০৫; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ৩০৬; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ১০০

[১৩০]. সুনানে আবি দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে তিরমিযী, মুসনাদে আহমদ। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলে অভিহিত করেছেন। তিরমিযী, খ. ৩, পৃ. ৫৩৫; হালাবী প্রকাশনা, মুসনাদে আহমদ, খ. ১০, পৃ. ১৬০; জামিউল উসূল, খ. ১, পৃ. ৪৫৭

[১৩১]. শারহুল মাজাল্লা, ধারা : ২৯৩; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৮৯; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৬৫; আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ২১০

www.amarboi.org

বিক্রয় বাতিল হওয়ার উপকারিতা হলো, ক্রেতা যদি মূল্য পরিশোধ না করে তাহলে তার দায়িত্ব থেকে তা রহিত হয়ে যাবে। আর যদি পরিশোধ করে ফেলে তাহলে তা ফিরিয়ে আনতে পারবে। আর যদি ভঙ্গ না হয় তাহলে ক্রেতার মূল্য প্রদান আবশ্যক হবে, আর বিক্রেতার ওপর পণ্যের বাজারদর আবশ্যক হবে, তা যা-ই সাব্যস্ত হয় না কেন।

হাম্বলীগণ বিক্রেতার কর্মের ফলে পণ্য নষ্ট হওয়াকে তৃতীয় কারো কর্মের ফলে নষ্ট হওয়ার সাথে তুলনা করেছেন। এর বিস্তারিত আলোচনা আসছে। ক্রেতার কর্মের ফলে যদি পণ্য নষ্ট হয় তাহলে বিক্রয় অটুট থাকবে। ক্রেতার ওপর মূল্য পরিশোধ আবশ্যক হবে। ক্রেতা কর্তৃক পণ্য নষ্ট করা তার হস্তগত করা হিসেবে বিবেচিত হয়, এটি সর্ববাদী অভিমত।[১৩২]

তৃতীয় কোনো পক্ষের কর্মের ফলে যদি পণ্য নষ্ট হয় (হাম্বলীগণের মতে বিক্রেতা কর্তৃক বিনষ্ট করারও একই বিধান) তাহলে ক্রেতার এখতিয়ার থাকে বিক্রয়চুক্তি ভঙ্গের। কারণ, এর ফলে পণ্য হস্তান্তর অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন মূল্য পরিশোধের দায় তার ওপর থেকে রহিত হয়ে যায়। (আর বিক্রেতার অধিকার হয়ে যায় যে বিনষ্ট করেছে তাকে দায়ী করার)। চাইলে ক্রেতা বিক্রয় চুক্তি অটুট রাখতে পারে। তাহলে ঐ ব্যক্তিকে দায়ী করে তার নিকট থেকে প্রাপ্য আদায় করবে। এ ক্ষেত্রে তার কর্তব্য হলো বিক্রেতার মূল্য পরিশোধ করা। ঐ ব্যক্তি যদি মিছলী বা সদৃশ পণ্য নষ্ট করে, তাহলে সে রকম জিনিস তার নিকট থেকে আদায় করবে। আর যদি কীমী জিনিস নষ্ট করে তাহলে বিনষ্টকারী তার মূল্য আদায় করবে। হানাফী ও হাম্বলীগণ এরূপ অভিমত পোষণ করেন। শাফেয়ীগণের প্রসিদ্ধ অভিমত এর অনুকূলে। শাফেয়ীগণের প্রসিদ্ধ মাযহাবের বিপরীত এক অভিমত হলো, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিক্রয় নষ্ট হবে, যেমন পণ্য ধ্বংস হলে বিক্রি ভেঙ্গে যাবে।

পণ্যের আংশিক যদি নষ্ট হয় তাহলে তা কার কারণে নষ্ট হয়েছে– সে অনুপাতে তার বিধান ভিন্নতর হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক কারণে যদি আংশিক পণ্য নষ্ট হয়, আর এর ফলে পণ্যের পরিমাণ কমে যায় তাহলে যে পরিমাণ নষ্ট হয়েছে সে পরিমাণের মূল্য রহিত হবে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার এখতিয়ার থাকে পরিমাণ মত মূল্য দিয়ে বাকীটুকু গ্রহণ করার অথবা বিক্রিচুক্তিতে বিভিন্নতা সৃষ্টি হওয়ায় বিক্রয় চুক্তি ভঙ্গ করার। এটি হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহবৃন্দের অভিমত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দ্র. خِيَارُ تَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ

---

১৩২. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ৫৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৬৫; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৮৮

www.amarboi.org

অতঃপর হানাফীগণ বলেন, পণ্যের আংশিক ত্রুটিটা যদি পরিমাণে না হয়ে পণ্যের গুণে দেখা দেয়, আর এ ধরনের গুণ উল্লেখ না করলেও পণ্যে অনুবর্তী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে এজন্যে মূল্য হতে কোনো কিছুই কর্তন করা হবে না। বরং ক্রেতার এখতিয়ার থাকবে বিক্রয় ভঙ্গ করার বা অব্যাহত রাখার। কারণ গুণাবলি মূল্যের সামান্য অংশেরও বিপরীতে হয় না। হ্যাঁ, যদি ক্ষতি বাড়াবাড়ি পর্যায়ের হয় অথবা মূল্য নির্ণয়ে এগুলোর কথা উল্লেখ করা হয় কিংবা পণ্যের গুণকে এর অংশ হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয় বা তা অনুবর্তী বলে জুড়ে দেওয়া হয় তাহলে ভিন্ন কথা।[১৩৩]

বিক্রেতার কর্মের ফলে যদি আংশিক পণ্য নাশ হয় তাহলে সাধারণভাবে এর বিপরীতে মূল্যে কর্তন হবে। তৎসঙ্গে বিক্রয়চুক্তি গ্রহণ ও বর্জনের এখতিয়ারও ক্রেতার থাকবে। কারণ এর ফলে বিক্রয় চুক্তিতে ছেদ পড়ে গেছে এবং বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে।

আংশিক পণ্য যদি তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কর্মের ফলে নষ্ট হয়, তাহলে ক্রেতার এখতিয়ার থাকে বিক্রয় ভঙ্গ করার ও অব্যাহত রাখার। অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে যে পরিমাণ নষ্ট হয়েছে তা ঐ ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করার অধিকার রাখবে ক্রেতা।[১৩৪] আর যদি ক্রেতার দোষে পণ্য নষ্ট হয় তাহলে তার দায়দায়িত্ব ক্রেতাকেই গ্রহণ করতে হবে। এটি তার কব্জা হিসেবে ধরে নেওয়া হবে।[১৩৫]

মালেকীগণ মনে করেন, পণ্য বিক্রেতার কারণে অথবা তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কারণে নষ্ট হলে বিকল্প পণ্যদান ওয়াজিব হয় বিক্রেতার ওপর অথবা ঐ তৃতীয় ব্যক্তির ওপর। এক্ষেত্রে ক্রেতার কোনো এখতিয়ার নেই, পণ্য সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হোক আর আংশিক নষ্ট হোক।

প্রাকৃতিক কারণে পণ্য নষ্ট হোক আর ত্রুটিযুক্ত হোক– তা ক্রেতার দায় হিসেবে গণ্য হবে, বিক্রয় যদি বৈধ ও আবশ্যক হয়। কারণ চুক্তির ফলে দায় পরিবর্তন হয়ে যায়, যদিও ক্রেতা পণ্য হস্তগত না করে।[১৩৬] তবে মালেকী মাযহাবের উলামায়ে কেরাম ছয়টি বিষয়কে ভিন্নতর মনে করেন। সেগুলো হলো :

---

১৩৩. শারহুল মাজাল্লা, ধারা : ২৩৪; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৩৬; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৬৭; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৮৮

১৩৪. শারহুল মাজাল্লা, ধারা : ২৯৩; হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ৪৬

১৩৫. প্রাগুক্ত, জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ৫৩

১৩৬. আশ-শারহুস সাগীর, খ. ২, পৃ. ৭০, প্রকাশক : হালাবী; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৩০

www.amarboi.org

ক. যেখানে পণ্য পূর্ণরূপে ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থাকে। তা পাত্র দ্বারা মাপযোগ্য জিনিস হোক আর ওজনযোগ্য হোক কিংবা গণনাযোগ্য জিনিস হোক। ক্রেতার পাত্রে তা ঢেলে দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিক্রেতা দায়বদ্ধ থাকে। ঢেলে দেওয়ার পূর্বে নষ্ট হয়ে গেলে তার দায় বিক্রেতাকে বহন করতে হবে।

খ. মূল্য আদায় করার জন্য যদি পণ্য বিক্রেতার কাছে আবদ্ধ থাকে।

গ. অদেখা পণ্য যদি গুণ বর্ণনার মাধ্যমে বিক্রয় হয় অথবা পূর্ব দেখার ভিত্তিতে বিক্রয় হয়। এ অবস্থায় ক্রেতা তা হস্তগত করা ছাড়া সেটি পূর্ণরূপে তার দায়বদ্ধতায় দাখিল হয় না।

ঘ. ফাসিদ বিক্রয়ের পণ্য।

ঙ. ব্যবহারের উপযুক্ত হওয়ার পর ফলজাতীয় পণ্য। তা ক্রেতার দায়বদ্ধতায় আসে ধরা ও ক্ষতির আশঙ্কা হতে মুক্ত হওয়ার পরই।

চ. গোলাম বিক্রয় করার ক্ষেত্রে যতক্ষণ না বিক্রয়ের পর তিন দিন অতিক্রান্ত হয়।[১৩৭]

তবে মালেকীগণ আংশিক নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন, যখন পণ্য অর্ধেকেরও কম বাকী থাকে অথবা তা একক জিনিস হয়। এ অবস্থায় ক্রেতার গ্রহণ ও বর্জনের এখতিয়ার থাকে। নষ্ট হওয়া দ্রব্য যদি অর্ধেক হয় বা তার বেশি অথবা পণ্য একাধিক হয়, তাহলে অবশিষ্ট পণ্যে মোট পণ্যের অংশ হিসাব করে সে অংশ পরিমাণ মূল্য দিয়ে ক্রেতাকে গ্রহণ করতে হবে।[১৩৮]

বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার ফলাফল

প্রথম : মালিকানা স্থানান্তর

সঠিক বিক্রয় চুক্তি সম্পন্ন হলে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয়ে যায় আর বিক্রেতা মূল্যের মালিক হয়। এ ক্ষেত্রে পরস্পর হস্তগত করার ওপর মালিকানা মওকুফ থাকে না। যদিও হস্তগত করার প্রভাব রয়েছে জরিমানার ক্ষেত্রে। ফাসিদ বায়-এর ক্ষেত্রে হানাফীগণের অভিমত হলো, হস্তগত করা ছাড়া ক্রেতা পণ্যের মালিক হবে না।[১৩৯] বিস্তারিত দ্র. اَلْبَيْعُ الْفَاسِدُ অধ্যায়।

পণ্য ও মূল্যের মালিকানা বদলে নিম্নোক্ত বিধানাবলি কার্যকর হবে :

ক. পণ্যে যা বৃদ্ধি পাবে জন্ম বা উৎপাদন ইত্যাদির মাধ্যমে, তার মালিক হবে ক্রেতা– যদিও সে পণ্য হস্তগত না করে। মূল্য বাকি থাকলেও পণ্যের মালিকানা ক্রেতার প্রতি স্থানান্তরিত হতে কোনো বাধা নেই।

---

[১৩৭]. আশ-শারহুস সাগীর, খ. ২, পৃ. ৭১; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৩০

[১৩৮]. আশ-শারহুস সাগীর, খ. ২, পৃ. ৭২ এবং তাতে হাশিয়াতুস সাভী

[১৩৯]. শারহুল মাজাল্লা, ধারা : ৩৬৯

www.amarboi.org

খ. পণ্যে ক্রেতার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়, আর মূল্যে বিক্রেতার নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার কার্যকর হয়। যেমন বিক্রেতা মূল্য গ্রহণের দায়িত্ব কাউকে দিতে পারে। তবে হস্তগত করার পূর্বে ক্রেতার তাতে হস্তক্ষেপ করা ফাসিদ অথবা বাতিল হিসেবে গণ্য হয়।[১৪০] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য শিরোনাম بَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ

গ. বিক্রেতা মূল্য হস্তগত করলেও ক্রেতা পণ্য হস্তগত করেনি– এ অবস্থায় বিক্রেতা দেউলিয়া হয়ে মারা গেলে অন্য সকল পাওনাদারের তুলনায় পণ্যে ক্রেতার অধিকার অগ্রগণ্য হবে। এ পণ্যটি মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি হিসেবে গণ্য হবে না, বরং তার হাতে এটি আমানত বলে গণ্য হবে।[১৪১]

ঘ. বাকিতে বিক্রয় করা অবস্থায় ঐ মূল্য পরিশোধ করা পর্যন্ত অথবা অন্য কোনো নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত পণ্যে বিক্রেতার মালিকানা সংরক্ষিত থাকার শর্তারোপ করা জায়েয নয়।

এ সব বিধান, পণ্য বা মূল্য দায়িত্বে সাব্যস্ত হলে এগুলোর মালিকানা স্থানান্তর হতে বাধা নেই, যদি এগুলো সত্তাগত বস্তু না হয়ে দায়িত্বে থাকা ঋণ/পাওনা হয়। কেননা দায়িত্বে থাকার পরও বিভিন্ন পাওনার মালিকানা লাভ করা যায়, যদিও পাওনা অনির্দিষ্ট থাকে। যেহেতু পাওনা নির্দিষ্ট করা মূল মালিকানার অতিরিক্ত বিষয়। কখনো কখনো নির্ধারণ মালিকানা লাভের সাথে যুক্ত হয়। আবার কখনো পাওনা পরিশোধ করা পর্যন্ত নির্ধারণের বিষয়টি বিলম্বিত হয়।[১৪২]

যেমন কেউ জ্ঞাত পরিমাপের নির্ধারিত পরিমাণে চাল কিনে, এ অবস্থায় হাতে অর্পণ করা ছাড়া তার পাওনা নির্ধারিত হয় না। অনুরূপভাবে মূল্যও নির্ধারিত হয় না, যখন তা দায়িত্বে আবশ্যক হয়।

দ্বিতীয় : নগদ মূল্য আদায়

মূল্যের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ধারা হলো, তা নগদ হওয়া। এটি সকল ফকীহের সাধারণ অভিমত। ইবনে আবদিল বার বলেন, মূল্য সর্বদা নগদ হয়। তবে যদি ক্রেতা-বিক্রেতা কোনো মেয়াদ নির্ধারণ করেন, তাহলে তা সে পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়।[১৪৩] এ বিধানের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে আতাসী স্বরচিত শরহুল মাজাল্লা গ্রন্থে সিরাজ-এর সূত্রে বলেন, কেননা নগদ হওয়া-ই চুক্তির দাবি ও আবশ্যিক বিধান।

---

[১৪০]. শারহুল মাজাল্লা, ধারা : ৩৭১

[১৪১]. শারহুল মাজাল্লা, ধারা : ২৯৭

[১৪২]. শারহুল মাজাল্লা, ধারা : ২০১

[১৪৩]. আল-কাফী, ইবনু আবদিল বার কৃত, খ. ২, পৃ. ৭২৬; আল বাহজা, শরহুত তুহফা, খ. ২, পৃ. ৮৮

www.amarboi.org

মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা-য় আছে, সাধারণ বিক্রি নগদরূপে সংঘটিত হয়। এরপর মাজাল্লা এ মূলনীতির ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেছে সে অবস্থাকে, যে অবস্থায় কোনো এলাকায় সাধারণ ব্যবসা বাকিতে বা কিস্তিতে হওয়ার প্রচলন রয়েছে।[১৪৪]

অনুরূপভাবে মালেকী ফকীহগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন, বিক্রিতে খিয়ারে শর্ত থাকলে তাতে মূল্য নগদ লেনদেন জায়েয নয়। খিয়ারের সময়ে নয় এবং গোলাম বিক্রির ক্ষেত্রে তিন দিনের মধ্যেও নয়। নগদ পরিশোধের শর্ত করা হলে বিক্রি ফাসেদ হয়ে যাবে। অনুপস্থিত ব্যক্তির বিক্রির ক্ষেত্রে আবশ্যকীয়ভাবে নগদ মূল্য পরিশোধ করার শর্ত করা যাবে না। তবে স্বেচ্ছায় কেউ নগদ পরিশোধ করতে চাইলে সে সুযোগ আছে।[১৪৫]

মূল্য কোনো সময় নগদ হয়, কোনো সময় বাকী হয়। বাকী মূল্য নির্দিষ্ট সময়ে সবটুকু আদায় করার অঙ্গীকার করা হয় অথবা কিস্তিতে আদায়ের কথা থাকে।[১৪৬] অন্য কথায়, মূল্য হয়তো নির্দিষ্ট কোনো বস্তু অথবা দায়িত্বে ঋণ হিসেবে অপরিহার্য থাকে।

মূল্য যখন দায়িত্বে ঋণ হিসেবে থাকে তখন তা আদায়ের বিধান ভিন্ন ভিন্ন হয়, তা নগদ বা বাকী বা কিস্তি হিসেবে। বাকীতে কিংবা কিস্তিতে হলে তার মেয়াদ উভয় চুক্তি সম্পাদনকারীর অবগতিতে নির্ধারিত হতে হয়। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য শিরোনাম أَجَل

ক্রেতা যদি আংশিক মূল্য পরিশোধ করে তাহলে পণ্য তার হাতে হস্তান্তরিত হওয়ার উপযুক্ত সে হয় না। যে পরিমাণ মূল্য পরিশোধ করেছে সে পরিমাণ পণ্য প্রাপ্তিরও হকদার সে হয় না। পণ্য একটিমাত্র জিনিস হোক আর বহু হোক। জিনিসগুলো ক্রয়ের সময় মূল্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হোক অথবা সবগুলো একবারে বলা দামে ক্রয় করুক– যে পর্যন্ত বিক্রয় একই চুক্তিতে হওয়া স্থির থাকে (তাতে বিভিন্নতা না আসে।) সে পর্যন্ত সে হকদার হয় না।[১৪৭] এ সকল কথা সে পর্যন্তই কার্যকর থাকবে যে পর্যন্ত এর বিপরীতে কোনো শর্ত থাকবে না।

দুই বিনিময়ের একটিকে অর্পণের সূচনা

বিক্রেতা বা ক্রেতার মধ্য হতে কে প্রথমে পণ্য বা মূল্য অর্পণ করবে– তা নিয়ে ফকীহদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। এ বিষয়টিতে কতিপয় অবস্থা হতে পারে:

---

১৪৪. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ২৫০; শারহুল মাজাল্লা, আতাসী কৃত, খ. ২, পৃ. ১৭০

১৪৫. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১০

১৪৬. শারহুল মাজাল্লা, ধারা : ২৭৮

১৪৭. শারহুল মাজাল্লা, ধারা : ২৭৮

www.amarboi.org

প্রথম অবস্থা : পণ্য ও মূল্য দু'টিই নির্দিষ্ট জিনিস হবে। যাকে বায়'উল মুকায়াযাহ (الْمُقَايَضَةُ) বলে। অথবা দু'টিই মূল্য জাতীয় জিনিস হবে। যাকে বায়'উস সরফ (الصَّرْفُ) বলে।

হানাফীগণ মনে করেন, ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে এক সঙ্গে অর্পণ করবে। ফলে উভয়ের নির্দিষ্ট জিনিস ও দেনার ব্যাপারে সমন্বয় সাধন হবে। মালেকীগণের মতে উভয়কে মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে। মতবিরোধ যদি বিচারকের সম্মুখে হয় তাহলে তিনি এমন কাউকে দায়িত্ব দেবেন যিনি উভয়কুলে গ্রহণযোগ্য। শাফেয়ীগণের প্রধান অভিমত হলো, উভয়কে অর্পণে বাধ্য করা হবে যাতে দু'পক্ষ অর্পণের ক্ষেত্রে সমান হয়, যেহেতু নির্দিষ্ট বস্তু মূল্য হলে তা বস্তু হওয়ার দরুন পণ্যতুল্য।

হাম্বলীগণ মনে করেন, বিচারক তাদের মাঝে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে নিয়োগ দেবেন। যিনি উভয় পক্ষ হতে হস্তগত করবেন, অতঃপর তাদের কাছে হস্তান্তর করবেন। পণ্য ও মূল্য উভয়ের সাথে উভয়ের সম্পর্ক সমান হওয়ায় বিতর্ক এড়াতে এ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ব্যক্তি প্রথমে পণ্য অর্পণ করবেন, কারণ সমাজে তা-ই প্রচলিত।

দ্বিতীয় অবস্থা : পণ্য ও মূল্যের মাঝে একটি নির্দিষ্ট জিনিস আর অপরটি জিম্মায় থাকা ঋণ

হানাফী ও মালেকী ফকীহদের মত এবং শাফেয়ীগণের একটি অভিমত হলো, ক্রেতাকে প্রথমে মূল্য হস্তান্তর করতে বলা হবে। সাবী বলেন, এর কারণ হলো, পণ্য বিক্রেতার হাতে থাকা তার প্রাপ্য মূল্যের বদলে বন্ধক রাখার ন্যায়। ক্রেতার নিকটে প্রথমে দাবি করা হবে এ জন্যে যে, ক্রেতার অধিকার পণ্যে নির্ধারিত; তিনি মূল্য প্রদান করলে বিক্রেতা তা হস্তগত করলে তার অধিকারও নিশ্চিত হয়ে যাবে। তাহলে দুপক্ষ এক বরাবর হবে।

শাফেয়ী মাযহাবের প্রধান অভিমত হলো, বিক্রেতাকে প্রথমে পণ্য হস্তান্তর করার জন্য বাধ্য করা হবে। এটি হাম্বলীগণেরও মাযহাব। কারণ পণ্য হস্তগত করা হলেই বিক্রয় পূর্ণতা লাভ করে; আর বিক্রেতা মূল্যের অধিকারী হওয়া বিক্রয়ে পূর্ণতা লাভের পরই সাব্যস্ত হয়। সমাজে এমনটিই চালু রয়েছে।[১৪৮]

---

১৪৮. আস-সাবী, আলাদ দারদীর, খ. ২, পৃ. ৭১; আতাসী কৃত, শারহুল মাজাল্লা, খ. ২, পৃ. ১৯১; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৪৯; আদ-দুরারু শারহুল গুরার, খ. ২, পৃ. ১৫২; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৪৯৬; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৪; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ২১৯

www.amarboi.org

নগদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া, অনুরূপ বাকীতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার ক্ষেত্রে সকল ফকীহ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ক্রেতা যদি সচ্ছল হয় তাহলে তাকে নগদ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধে বাধ্য করা হবে। সেই সাথে সাধারণভাবে অধিকাংশ ফকীহের অভিমত হলো, ক্রেতা দেউলিয়া হলে অথবা মূল্য শহর হতে সফরের দূরত্ব পরিমাণ দূরে হলে বিক্রেতার বিক্রয়চুক্তি ভঙ্গ করার অধিকার থাকবে।

হানাফী ফকীহগণ বলেন, বিক্রেতার বিক্রয়চুক্তি ভঙ্গের কোনো অধিকার নেই। এর কারণ, স্বত্ব আদায়ে তার তাগাদা করার অধিকার সংরক্ষিত। এ অবস্থায় সে ঋণদাতা হিসেবে বিবেচিত হবে; অন্যান্য ঋণদাতার মতো। হানাফীগণের মতে এ অভিমত কেবল তখনই প্রযোজ্য হবে যখন বিক্রেতা তার জন্য নগদের এখতিয়ার রাখবে না। নগদের এখতিয়ার রাখার উক্তি হলো, "যদি তুমি নির্দিষ্ট সময়ে মূল্য পরিশোধ না করো তাহলে আমাদের মাঝে কোনো বিক্রয় চুক্তি থাকবে না।"

এরূপ শর্তারোপের ফলে কিরূপ বিধান আরোপ হতে পারে, তা নিয়ে ফকীহদের মাঝে বিতর্ক রয়েছে। কেউ বলেন, এর ফলে বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে যাবে। আর কেউ বলেন, বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। হানাফীগণের মতে অগ্রগণ্য মত হলো, বিক্রয় ফাসিদ হবে, চুক্তি ভঙ্গ হবে না।[১৪৯] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য শিরোনাম خيار النقد

শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ক্রেতা যদি নগদ মূল্যে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য আদায়ে ব্যর্থ হয়, তা দেউলিয়া হওয়ার কারণে নয়, বরং তার সম্পদ দূরে রাখার কারণে, তবে তা আপন শহরেই অথবা কসর আরোপ হয় এমন দূরত্ব থেকে কম দূরত্বে মূল্য রাখার অজুহাতে তা হস্তান্তরে ব্যর্থ হচ্ছে। এমন অবস্থায় পণ্য গ্রহণে বিধিনিষেধ আরোপ হবে ক্রেতার উপরে। এমনকি তার সমুদয় সম্পত্তিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ হবে মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত। কারণ, আশঙ্কা থাকে সে তার সম্পত্তিতে এমন ধরনের আদান-প্রদান করতে পারে যার ফলে বিক্রেতার ক্ষতি হবে।

যদি ক্রেতার সম্পত্তি মুসাফির হওয়ার দূরত্বে বা তার অধিক দূরত্বে থাকে তাহলে সেই দূরবর্তী স্থান হতে মূল্য এনে পরিশোধ করার জন্য বিক্রেতাকে ধৈর্যধারণে বাধ্য করা যাবে না। বরং পণ্যের ওপর এবং ক্রেতার মালের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে। এরকম হলে, শাফেয়ী মাযহাবের বিশুদ্ধমত হলো, বিক্রেতা বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে ফেলার অধিকার রাখবে। হাম্বলীগণের এক

---

১৪৯. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ২১৯; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৫; দারদীর কৃত আশ-শারহুস সাগীর, খ. ২, পৃ. ৭১; শারহুল মাজাল্লা, খ. ২, পৃ. ১৯১; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ২৪

www.amarboi.org

অভিমত এরই আলোকে। এটি একটি বিশেষ ব্যবস্থা যা বিক্রেতার মূল্য হস্তগত করা পর্যন্ত পণ্য আটকে রাখার লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়েছে, যা বিক্রেতার অধিকারের বহির্ভূত।

হাম্বলীগণের আরও একটি অভিমত রয়েছে। তা হলো, ক্রেতার সম্পত্তি যদি মুসাফির হয়ে যাওয়া থেকে কম দূরত্বে থাকে, তাহলে বিক্রেতার অধিকার নেই বিক্রয়চুক্তি ভঙ্গের। কারণ, সেটিকে উপস্থিত সম্পত্তির আওতায় গণ্য করা হয়।[১৫০] শাফেয়ীদের অপর একটি মত হচ্ছে, বিক্রি বাতিল করা হবে না, পণ্য বিক্রি করা বহাল থাকবে এবং অন্য সকল ঋণের ন্যায় তার মূল্য পরিশোধ করা হবে।

মূল্য আদায় করতে না পারলে পণ্য ফেরত নেওয়ার শর্ত

ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে, হানাফী মাযহাবের মতে নির্দিষ্ট মেয়াদে মূল্য পরিশোধ না করলে যদি বিক্রয় ভঙ্গের শর্তারোপ করা হয়, তাহলে বিক্রেতার চুক্তি ভঙ্গ করার অধিকার থাকে। যাকে خِيَارُ النَّقْدِ বলে নামকরণ করা হয়েছে। মালেকী মাযহাবের অভিমতও অনুরূপ। যেমন বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে বলে, 'আমি তোমার কাছে এ সময়ের জন্য বিক্রয় করেছি' অথবা 'এ শর্তের ওপর যে, তুমি আমাকে এ সময়ের ভিতর মূল্য দিয়ে দেবে। এ সময়ের ভিতর তুমি মূল্য পরিশোধ না করলে আমাদের মাঝে বিক্রয় চুক্তি থাকবে না।'

আল-মুদাওয়ানা (الْمُدَوَّنَة) গ্রন্থে বলা হয়েছে, বিক্রয় শুদ্ধ হবে, শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। ইমাম মালেক রহ.-এর পক্ষ হতে আরও দু'টি অভিমত আছে; এক. বিক্রয় ও শর্ত দু'টিই জায়েয। দুই. বিক্রয় চুক্তি ভেঙ্গে যাবে।[১৫১] বিস্তারিত خِيَارُ النَّقْدِ। অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

এ সকল কথা আসে যখন বাকীতে বিক্রয় করা হয়। কারণ বিক্রেতার কর্তব্য হলো, পণ্য অর্পণ করা। কিন্তু ক্রেতার কাছে মূল্য চাওয়া যাবে না নির্ধারিত সময় না আসা পর্যন্ত।[১৫২] অনুরূপ বিধান হলো, যখন মূল্য কিস্তিতে আদায় করার শর্তে বিক্রয় করা হয়। শাফেয়ী মতাবলম্বীগণ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন যে, বাকীতে বিক্রয় করার ক্ষেত্রে পণ্য আটকানোর কোনো অধিকার নেই বিক্রেতার। কারণ, বিক্রেতার সম্মতিক্রমেই বাকীতে বিক্রয় করা হয়েছে। এতে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলেও পণ্য আটকানো যাবে না।[১৫৩]

---

১৫০. প্রাগুক্ত

১৫১. আশ-শারহুস সাগীর, খ. ২, পৃ. ৮৪; আদ-দুসুকী, খ. ৩, পৃ. ১৭৫; ফাতহুল আলী আল-মালিক, খ. ১, পৃ. ৩৫৩

১৫২. শারহুল মাজাল্লা, ধারা : ২৮৩

১৫৩. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৫

www.amarboi.org

কিছু মূল্য যদি নগদ হয় আর কিছু হয় বাকী- সেক্ষেত্রে আংশিক নগদ মূল্য প্রদানে পূর্ণমূল্য নগদ প্রদানের বিধান কার্যকর হবে। ফলে সে নগদ মূল্যটুকু পরিশোধ করার পূর্বে ক্রেতা পণ্য হস্তান্তরের জন্য বিক্রেতাকে বাধ্য করতে পারবে না। সর্বাবস্থায় মেয়াদ নির্দিষ্ট করা উচিত। এমনটি যদি হয় তাহলে মেয়াদ যতই দীর্ঘ হোক, এমনকি বিশ বছরের মেয়াদ হলেও বিক্রয় জায়েয হবে। বিস্তারিত দ্র. শিরোনাম أجل

মালেকী ফকীহগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন, তাকাযীর ভিত্তিতে বাজারের ব্যবসায়ীদের বিক্রি করায় কোনো সমস্যা নেই। যদি তাদের সে সময় সম্পর্কে জানা থাকে। তাকাযী অর্থ : চুক্তির উভয় পক্ষের মাঝে প্রচলিত একটি সময়সীমা পর্যন্ত পাওনা পরিশোধের তাগাদা বিলম্বিত করা।

পণ্য যদি ত্রুটিপূর্ণ হয় অথবা ধরা পড়ে যে, এর স্বত্তাধিকারী অন্য কেউ, তাহলে ক্রেতার অধিকার থাকে মূল্য পরিশোধ না করার। ত্রুটির কারণে বিক্রয় ভঙ্গ করারও অধিকার তার থাকে। ইচ্ছা করলে ক্ষতিপূরণও দাবি করতে পারবে। অন্যের স্বত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে বিষয়টি মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত মূল্য পরিশোধে বিলম্ব করার অধিকার থাকে ক্রেতার।

নগদ পাওনা আদায় বিলম্বিত করা অথবা কাছাকাছি মেয়াদের পাওনাকে দূরবর্তী মেয়াদে রূপান্তরিত করা এবং মূল্যের সমশ্রেণীর বস্তু সমপরিমাণে বা এর চেয়ে কম পরিমাণে নেওয়া জায়েয আছে। কেননা এমন করা হলে তা হবে পূর্ণ মূল্য বিলম্বে পরিশোধ করা অথবা আংশিক মূল্য নগদ পরিশোধ করার সাথে সাথে অবশিষ্ট মূল্য বিলম্বে পরিশোধ করা। আর এমন করার প্রচলন রয়েছে। তবে বায় সালাম-এর পুঁজিকে বিলম্বে পরিশোধ করা জায়েয নেই।[১৫৪]

মালেকী ফকীহদের মতে, সালাম বিক্রিতে মূল পুঁজি পরিশোধ করা তিন দিনের মেয়াদে বিলম্বিত করা জায়েয; যদি নগদ প্রদানের শর্তও করা হয়।[১৫৫]

তৃতীয় : পণ্য অর্পণ করা

ইবনে রুশদ আল-হাফীদ বলেন, সকল ফকীহ একমত পোষণ করেছেন, সোনা-রুপার বিক্রয় বাকীতে করা জায়েয নয়। তাই এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো, বিক্রয়চুক্তি অনুষ্ঠিত হওয়ার পরপর পণ্য ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করা।[১৫৬] আত-তাসাওউলী

---

১৫৪. আল-বাহজা শারহুত তুহফা, খ. ২, পৃ. ১০; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১২০

১৫৫. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ২৪, ৫৭ ও ৬৬; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ২, পৃ. ৩৩

১৫৬. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ১৭০

www.amarboi.org

(التَّسَوُّلِيْ) বলেন, নির্দিষ্ট পণ্য অর্পণ করা ওয়াজিব। কারণ, অর্পণে বাধকতা হলো আল্লাহর হক। বিলম্ব করলে বিক্রয় ফাসিদ হবে।[১৫৭]

পণ্য মাপার বা গণনার পারিশ্রমিক আসে বিক্রেতার ওপর। কারণ, পরিমাপ করা ব্যতিরেকে বিক্রয় পরিপূর্ণতা লাভ করে না। ইবনে কুদামার যুক্তি হলো, বিক্রেতার জন্য অপরিহার্য হচ্ছে, পণ্য ক্রেতার কাছে হস্তান্তর করা। আর পরিমাপ ছাড়া হস্তান্তর সম্ভব নয়। মূল্য গণনা বা তার পরিমাপ করার পারিশ্রমিক আসে ক্রেতার ওপর। এমনিভাবে পণ্য স্থানান্তর করার মাশুল বর্তায় ক্রেতার ওপর।[১৫৮]

বিক্রয়চুক্তিতে পণ্য হস্তান্তর করা বিক্রেতার ওপর অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব। নগদ মূল্যে বিক্রয় করার ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধের পর তা বিক্রেতার ওপর আবশ্যক হয়। বাকীতে বিক্রয় করার ক্ষেত্রে পণ্য হস্তান্তরের জন্য মূল্য পরিশোধ শর্ত নয়। 'পণ্য হস্তান্তর' কথাটি কেবল তখনই প্রযোজ্য হয়, যখন পণ্যটি ক্রেতার ব্যবহারের জন্য সকল প্রতিবন্ধকতা হতে মুক্ত করে দেওয়া হয়, যেন সে তার দ্বারা পুরোপুরি উপকৃত হতে পারে। পণ্য ব্যবহারে যদি কোনো ধরনের বাধা থাকে সেক্ষেত্রে পণ্য যথাযথভাবে হস্তান্তর হয়েছে বলে ধরা হবে না। এরূপ হলে বিক্রেতাকে বাধ্য করা হবে পণ্যটি বাধামুক্ত করে দিতে।[১৫৯]

পণ্য প্রদানে প্রতিবন্ধক কোনো কিছুতে ব্যস্ত রাখার একটি সূরত হলো : কোনো ইজারা চুক্তির অধীনে পণ্যটি অন্তর্ভুক্ত থাকা, যে ইজারা চুক্তির বিষয়টি বিক্রেতা চূড়ান্ত করেছে। ক্রেতা যদি ইজারার শেষ সময় পর্যন্ত পণ্য উসূল করার জন্যে অপেক্ষা করতে রাজী হয়, তাহলে পণ্য অর্পণ করার তাগাদা করার সুযোগ নেই। তবে ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়া এবং পণ্য অর্পণযোগ্য হওয়া পর্যন্ত ক্রেতার মূল্য পরিশোধ বিলম্বিত করার অধিকার আছে।[১৬০] পণ্য হস্তান্তর করা যেমনটি আবশ্যক, তার আনুষঙ্গিক জিনিস হস্তান্তর করাও তেমন ওয়াজিব।[১৬১]

সমজাতীয় দ্রব্য যেমন : ওজনযোগ্য কিংবা গণনাযোগ্য জিনিস এবং জমি ও প্রাণীজাতীয় জিনিসের হস্তগত করার বিধান ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। ভূমি হস্তগত

---

১৫৭. আল-বাহজা শারহুত তুহফা, খ. ২, পৃ. ১২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৪

১৫৮. আশ-শারহুস সাগীর, খ. ২, পৃ. ৭১, প্রকাশক : হালাবী; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭২; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১২৬

১৫৯. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ২৬২, ২৬৯ ও ২৭৬; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৫৬২

১৬০ জামিউল ফুসূলাইন, ৩২তম পরিচ্ছেদ।

১৬১. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ৪৮

www.amarboi.org

করার ক্ষেত্রে এতটুকু যথেষ্ট যে, তা খালি করা দেওয়া হবে এবং এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো বিক্রেতার যাবতীয় মালসামানা সরিয়ে নেওয়া হবে। এটি সর্ববাদী মত। বিক্রেতার সামানা যদি একটি কামরায় একত্রিত করা হয় তাহলে কামরাটি ছাড়া বাকী অংশ হস্তগত করা সহীহ হবে। এ কামরাটি খালি করে দেওয়ার ওপর তা হস্তগত করা মওকুফ থাকবে।[১৬২] বিক্রেতা যদি অনুমতি দেয় সামানাসহ ঘর হস্তগত করার, তাহলে হস্তান্তর করা সহীহ হবে। কারণ, তখন সামানা ক্রেতার কাছে আমানত হিসেবে বিবেচিত হবে।[১৬৩]

মালেকী মাযহাবের ভাষ্য হলো, পণ্য যদি খালি জমি হয় তাহলে তা ক্রেতার হাতে তুলে দিলেই হস্তগত হওয়া বুঝায়। আর যদি তা বসবাসের ঘর হয় তাহলে তা খালি করে দিলেই হস্তগত হয়ে যায়।[১৬৪]

ক্রেতা-বিক্রেতার কেউ যদি বিক্রিত জমির কাছে উপস্থিত না হয়, তাহলে হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে শাফেয়ী মাযহাবের বিশুদ্ধতম অভিমত হলো, এ পরিমাণকাল অতিক্রান্ত হওয়া বিবেচ্য যে সময়ের ভেতর জমি পর্যন্ত পৌছা সম্ভব। কারণ যেখানে কষ্টের কারণে জমি পর্যন্ত দু'চুক্তিকারীর উপস্থিত হওয়া চুক্তিকালে ধর্তব্য হয় না, সেখানে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়া বিবেচনা করায় কোনো কষ্ট নেই।[১৬৫] অনেক হানাফী মাযহাব অনুসারী দূরবর্তী ভূমি বিক্রির ক্ষেত্রে এরূপ অভিমত পোষণ করেন। এর দ্বারা একথাই প্রকাশিত হলো যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য উভয়কে ক্ষতি হতে নিরাপদ রাখা।

স্থানান্তরযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ইমামগণের অভিমত হলো, পরিমাপ, ওজন ও গণনার যোগ্য জিনিসে হস্তগত করা হলো, মেপে, নির্দিষ্ট পাত্র দ্বারা পরিমাপ করে ও গণনা করে তা বুঝে নেওয়া। তবে শাফেয়ীগণের মতে এর সাথে স্থানান্তরও করতে হবে। এ সকল ব্যাখ্যা প্রযোজ্য হয় যখন পণ্য অনুমান করে বিক্রয় করা না হয়। অনুমানের মাধ্যমে বিক্রয় করলে তা হস্তগত হয় কেবল স্থানান্তর করলে।[১৬৬] বিস্তারিত بَيْعُ الْجُزَافِ দ্রষ্টব্য

প্রাণী ও অস্থায়ী অন্যান্য পণ্যের ক্ষেত্রে হস্তগত হওয়া সাব্যস্ত হবে সমাজের প্রচলনের ভিত্তিতে। যেমন : কাপড় ও প্রাণীর লাগাম হস্তান্তর করা, প্রাণীকে চালনা করা এবং বিক্রেতার প্রাণী হতে তাকে পৃথক করা অথবা বিক্রেতা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া।

---

[১৬২]. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৮৮ ও ৫১২; আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ২১৬
[১৬৩]. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ১৭
[১৬৪]. আশ শারহুস সাগীর, খ. ২, পৃ. ৭১
[১৬৫]. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭২; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৫৬৩
[১৬৬]. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৩; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১২৫

www.amarboi.org

হানাফীগণ পরিমাপযোগ্য, ওজনযোগ্য ও গণনাযোগ্য পণ্যে এবং অন্যান্য পণ্যের মাঝে কোনো পার্থক্য করেন না। তাদের মতে ক্রেতার হাতে তুলে দেওয়াই সকল পণ্যের ক্ষেত্রে হস্তান্তরকরণ। এমনকি বিক্রেতার ঘর খালি করে দিলেই হস্তগত করা সহীহ হয়ে যায়। অতঃপর পণ্য নাশ হয়ে গেলে তা ক্রেতার দায়িত্বে নষ্ট হওয়া বুঝায়। কারণ তা বিক্রেতার হাতে তখন আমানত হিসাবে থাকে।[১৬৭] ইমাম আহমদ-এর পক্ষ হতে এর অনুকূলে একটি অভিমত পাওয়া যায়।

পূর্বেই পণ্য হস্তগত করে নিলে তা নতুন হস্তগত করার স্থলাভিষিক্ত হয়। যখন তা জামিন হওয়ার সুরতে হস্তগত করা হয়। এর উদাহরণ হলো, ক্রেতা বিক্রেতার হাত হতে পণ্য ছিনিয়ে নিয়ে গেল বিক্রয় চুক্তি কার্যকর হওয়ার পূর্বেই, এর পর বিক্রয়চুক্তি কার্যকর হলে তা পুনরায় হস্তগত করার প্রয়োজন নেই। যেহেতু তার এ কব্জা করা তার পূর্ববর্তী কব্জা থেকে অধিক শক্তিশালী নয়, যেহেতু এ উভয় ক্ষেত্রে পণ্য ধ্বংসের ক্ষতি কব্জাকারীর।

তবে আমানত হিসেবে বা ধার হিসাবে যা পূর্বেই হস্তগত করা হয় পরবর্তীকালে সেই জিনিসের বিক্রয়চুক্তি সম্পাদিত হলে পূর্বের কব্জা এর স্থলাভিষিক্ত হবে না। কারণ পূর্বের কব্জা হলো দুর্বল ধরনের কব্জা। ইচ্ছাকৃতভাবে তা নষ্ট না করলে তা নষ্ট হওয়ার দরুন কব্জাকারী দায়ী হয় না।[১৬৮]

বিক্রয় সমাপ্তি

পূর্বের আলোচনার আলোকে বলা যায়, পণ্য সম্পূর্ণরূপে নাশ বা ধ্বংস হওয়ার কোনো কোনো অবস্থায় বিক্রয়ের সমাপ্তি ঘটে। পণ্য হস্তান্তর ও গ্রহণের সকল লক্ষণের পরিসমাপ্তি ঘটলে বিক্রয়চুক্তিরও ইতি ঘটে। অনুরূপ ইকালার মাধ্যমেও বিক্রয়চুক্তির সমাপ্তি ঘটে।[১৬৯] বিস্তারিত শিরোনাম দ্র. إقالة

—ফয়সল আহমদ জালালী

১৬৭. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ১৬; আল-ফুরূক, খ. ৪, পৃ. ১৪২; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১২৪

১৬৮. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৫১২; আতাসী কৃত শারহুল মাজাল্লা, ধারা : ৮৪৬

১৬৯. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ১৫৩

www.amarboi.org

صَفْقَةٌ : লেনদেন : Deal / Transaction

পরিচিতি

সফ্‌কাহ (الصَّفْقَةُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

সফ্‌কাহ (الصَّفْقَةُ)-এর অর্থ একবার صفق করা। সফাক (صفق)-এর শাব্দিক অর্থ : সজোরে আঘাত করা, সশব্দে মারা। অতএব, যে সকল আঘাতে ও প্রহারে শব্দ হয় সে সবই الصَّفْقَةُ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন : হাততালি দেওয়া, তালি বাজানো, হাতের উপর হাত দিয়ে চাপড় দিয়ে শব্দ করা।[১] হাদীসে শেষোক্ত অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ "(নামাযে ইমাম কোনো ভুল করে ফেললে তাকে সতর্ক করার জন্যে) পুরুষ সুবহানাল্লাহ বলবে, মহিলারা হাতের উপর হাত দিয়ে আওয়াজ করবে।"[২]

শরীয়তের পরিভাষায় সফ্‌কাহ (الصَّفْقَةُ) শব্দটি বাণিজ্য, লেনদেন, ক্রয়বিক্রয়ের চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ক্রয়বিক্রয়ের চুক্তি আবশ্যক হওয়ার সময় একজনের হাত আরেকজনের হাতের ওপর মারা হলে বলা হবে : وَعَلَى يَدِهِ صَفْقًا صَفَقَ يَدَهُ بِالْبَيْعَةِ وَالْبَيْعِ এমনিভাবে যখন লোকেরা চুক্তি সম্পন্ন করে, বলা হয় : تَصَافَقَ الْقَوْمُ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন : الصَّفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا أَيْ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ "এক চুক্তিতে দুই চুক্তি অর্থাৎ এক ক্রয়বিক্রয়ে আরেক ক্রয়বিক্রয় সুদ হবে।"[৩] এ হাদীসে সফ্‌কাহ (الصَّفْقَةُ) বলে বায় (الْبَيْعُ) বোঝানো হয়েছে।[৪]

---

১. লিসানুল আরব, صفق-مادة

২. হাদীসটির বর্ণনাকারী সাহাবী হচ্ছেন আবু হুরায়রা রা.। তাঁর বর্ণনায় হাদীসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। বুখারীর বর্ণনা ফাতহুল বারীতে উদ্ধৃত হয়েছে, খ. ৩, পৃ. ৭৭, মুদ্রণ : সালাফিয়্যা। মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৩১৮, প্রকাশক : হালাবী

৩. হাদীসটি উকাইলী তার আয-যুআফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, খ. ৩, পৃ. ২৮৮ মুদ্রণ দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যা। হাদীসটি মারফু (নবীর বর্ণনা) এবং মাওকুফ (সাহাবীর বর্ণনা) উভয়ভাবে বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে মাওকুফ হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল।

৪. হাশিয়াতুল জুমাল, খ. ৩, পৃ. ৯৪; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৪৫; আত-তারীফাত, পৃ. ১৩৩

www.amarboi.org

www.amarboi.org

সফ্‌কাহ্‌-এর সাথে সম্পর্কিত বিধিবিধান

এক লেনদেনে দুটি বিষয় একত্র করার দুটো পন্থা রয়েছে :

এক. একই চুক্তিবন্ধনে দুটো বিষয় একত্র করা, এবং

দুই. ভিন্নধর্মী দুটো চুক্তিবন্ধনের মাধ্যমে দুটো বিষয় একত্র করা।

প্রথম প্রকার নিয়ে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে : যদি একই চুক্তিবন্ধনে, যাদের একত্র হওয়া নিষেধ তাদের একত্র করা হয়, তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। যেমন : একই সাথে দুবোনকে বিয়ে করা একবার বিয়ে পড়ানোর মাধ্যমে অথবা একবার বিয়ে পড়ানোর দ্বারা পাঁচজনকে বিয়ে করা হলে সকলের ক্ষেত্রেই বিয়ে পড়ানো বাতিল হয়ে যাবে। যেহেতু দুবোনকে একই সাথে বিবাহবন্ধনে আনা হারাম এবং পাঁচজনকে একত্রে বিয়ে করা হারাম, তাই বিবাহ পড়ানোটাই বাতিল হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে দুবোনের একজনের বেলায় বৈধ এবং অপরজনের বেলায় অবৈধ কিংবা পাঁচজনের ক্ষেত্রে একজনের বেলায় অবৈধ এবং অন্য চারজনের বেলায় বৈধ বলার কোনো অবকাশ এখানে নেই।

পূর্বে যেরূপ বলা হলো, যদি এরূপ না হয়, বরং একই বন্ধনে এমন দুব্যক্তি বা বস্তু একত্র করা হয় যে, দুজনেরই চুক্তিবদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা রয়েছে অর্থাৎ উভয়েই চুক্তিতে আসতে পারে, তাহলে একই সাথে চুক্তি করা হলে, কেনাবেচা হলে তা সঠিক ও কার্যকর হবে। সে দুটি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হতে পারে, যেমন বকরী ও কাপড়, অথবা এক জাতীয় বস্তু হলেও ভিন্ন ভিন্ন দামের যেমন : দুধরনের কাপড়, তাহলে কোন্‌টির মূল্য কত– তা নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। যদি এক জাতীয় এবং একই দামের হয় যেমন : দুটো বকরী একই দামের, তাহলে অংশ হিসাবে মূল্য নির্ধারণ করে নিতে হবে।

যদি একই বিক্রয়চুক্তিতে এমন দুটো বিষয় একত্র করা হয়, যে দুটোর দুটোই বিক্রয়চুক্তিতে আসার অনুপযুক্ত যেমন : মদ ও মৃতজন্তু, তাহলে এ চুক্তিই বাতিল বলে গণ্য হবে। এ মাসআলাতে কারো কোনো দ্বিমত নেই।[৫]

যদি একই বিক্রয়চুক্তিতে এমন দুটো বিষয় একত্র করা হয়, যে দুটোর একটি বিক্রয়চুক্তিতে আসার উপযোগী, তা বেচাকেনা করা জায়েয, কিন্তু অপরটি বিক্রয়চুক্তিতে আসার উপযোগী নয়, যেহেতু তা বেচাকেনা করা জায়েয নয়,

---

৫. রওযাতুত তালিবীন, খ. ৩, পৃ. ৪২০; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৪২; ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ১০৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৫৭; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৩, পৃ. ২২

www.amarboi.org

তাহলে দেখতে হবে যা বিক্রি করা জায়েয নয় তার শরীয়তের দৃষ্টিতে মূল্য রয়েছে কিনা। যদি দেখা যায় সেটিরও মূল্য আছে, যেমন : কেউ নিজের বাড়ির সাথে অন্যের বাড়িও বিক্রি করছে, এক্ষেত্রে অন্যের বাড়ি তার অনুমতি ব্যতীত বিক্রি করা জায়েয নয়, তবে সে বাড়িরও মূল্য রয়েছে। এ সময় কোনো বাড়ির মূল্য কত তা নির্দিষ্ট করে বলে দিলে নিজের বাড়ি তার নির্দিষ্ট দামে বিক্রি করা জায়েয ও সঠিক হবে, অন্যের বাড়ি বিক্রি করা হবে বাতিল। এভাবে প্রত্যেকটিতে তার উপযোগী ফয়সালা প্রদান করা হবে। যেহেতু এখানে সঠিক ও ভুল দুধরনের, বৈধ ও অবৈধ দুধরনের, জায়েয ও নাজায়েয দু'ধরনের বিষয় একত্র করা হয়েছে। তাই সঠিকে সঠিকের এবং ভুলে ভুলের ফয়সালা প্রদান করা হবে। এ মাসআলায় অধিকাংশ আলেম একমত। মালেকী মাযহাবের আলেমদের এটি একটি মত। তবে তাদের পছন্দ যে মতটিতে তা হচ্ছে, এক্ষেত্রেও বৈধ ও অবৈধ উভয়টিতে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে।[৬]

যদি একত্রে বলা দুইটির যেটি বিক্রি করা অবৈধ, সেটির ভিন্নভাবে কোনো মূল্যই না থাকে, শরীয়ত তার কোনো মূল্য ধার্য না করে, যেমন সিরকা ও মদ বা জবাই করা ও মৃত জন্তু একত্রে বিক্রি করে, দেখা যাচ্ছে মদ ও মরা জন্তু বিক্রি করা জায়েয নেই, শরীয়ত এগুলোর জন্যে কোন মূল্য সাব্যস্ত করে নাই, তাহলে ফয়সালা কী হবে, তা নিয়ে আলেমগণ মতানৈক্য করেছেন। হানাফী মাযহাবের আলেমগণ বলেছেন : কোন্‌টির মূল্য কত ভিন্নভাবে তা যদি বলে দেওয়া না হয় তাহলে কোনোটিতেই বিক্রি যথার্থ হবে না। এ কথায় হানাফী সকল আলেম একমত।

যদি কোন্‌টির মূল্য কত তা ভিন্নভাবে বলে দেওয়া হয় তাহলেও ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে উভয়টিতে বিক্রি বাতিল হবে। যেহেতু দুটোর একটি শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পদ ও পণ্য নয়, তা সত্ত্বেও সে অবৈধ বস্তুসহ বিক্রি করা হচ্ছে, বিক্রয়চুক্তি হচ্ছে একবারই, তাই হালালটির সাথে হারামটিও লেনদেনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছে, যা জায়েয নয়। এভাবে একত্র করার দরুন হারামটি যেন হালালটি বেচাকেনায় শর্ত হচ্ছে। যখন বিক্রয়চুক্তির চাহিদা মোতাবেক না হয় তখন শর্ত হয় ফাসেদ, তা বিক্রিকে করে দেয় ফাসেদ। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. বলেন : যদি প্রত্যেকটির মূল্য মোট মূল্যের কত অংশ এবং মোট মূল্য হতে কোন্‌টিতে কত ধরা হয়েছে তা বলে দেওয়া হয় তাহলে যেটি বৈধ সেটিতে বিক্রি জায়েয হবে। শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের

---

৬. আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৪২; ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ৮৯; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৪৫; আল-কাওয়ানীন আল-ফিকহিয়্যা, পৃ. ১৭২

www.amarboi.org

আলেমগণ বলেন, একসাথে বলা হলেও এক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তি ভিন্ন ভিন্ন হবে। ফলে যেটি হালাল তা বিক্রি করা বৈধ এবং যেটি হারাম তা বিক্রি করা অবৈধ হবে। বিস্তারিত জানার জন্যে দ্রষ্টব্য : بَيْعٌ ، تَفْرِيقٌ আলোচনা।

যদি একইসাথে ভিন্নধর্মী দুটো চুক্তি সম্পাদন করা হয় যেমন : বিক্রি ও ভাড়া, সাধারণ বিক্রি ও সালাম বিক্রয়, বিক্রয় ও বিবাহ্ তাহলে উভয় চুক্তি যথাযথ ও গৃহীত হবে। যেহেতু ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রতিটি চুক্তি সম্পাদন বৈধ– তাই একত্রকরণের পরও উভয় চুক্তি বৈধ বলে গণ্য হবে। দুটি বিষয় দুধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হলেও তার বিরূপ কোনো প্রভাব পড়বে না, যেরূপ কোনো বিক্রিতে শুফআহ্ (অগ্রে ক্রয়ের অধিকার) থাকা এবং কোনোটিতে না থাকা, এরূপ দুটো চুক্তি একত্র হওয়া কোনোটিতেই কোনো প্রভাব সৃষ্টি করে না।

ভাড়া ও বিক্রি একত্র করার উদাহরণ : কেউ অপর কাউকে বলল, আমি তোমার নিকট এ কাপড়টি বিক্রি করছি এবং এত টাকার বিনিময়ে আমার এ বাড়ি তোমার নিকট এক বছরের জন্যে ভাড়া দিচ্ছি। বিবাহ্ ও বিক্রি একসাথে হওয়ার উদাহরণ : কেউ অপর কাউকে বলল : 'আমি তোমার নিকট আমার এ মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছি এবং তার ঘরটা তোমার নিকট বিক্রি করে দিচ্ছি।' যদি মেয়ে তার পিতার লালনপালনে থাকে বা মেয়ে জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন অবস্থায় তার পিতাকে এ ঘর-বাড়ি বিক্রি করে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে থাকে, তাহলে একই চুক্তিতে বিবাহ্ ও বিক্রি করা জায়েয হবে। এক্ষেত্রে যে টাকার পরিমাণ উল্লেখ করা হবে তা বিবাহের মহর ও পণ্যের মূল্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে বিবাহের মহরে মিসালের প্রতি এবং পণ্যের বাজারদরের প্রতি লক্ষ রাখা হবে।[৭]
বিস্তারিত জানার জন্যে দ্রষ্টব্য : تَفْرِيقٌ ، نِكَاحٌ ، صَدَاقٌ আলোচনা।

–মুহাম্মদ যুবায়ের

৭. প্রাগুক্ত

www.amarboi.org

مَالٌ : সম্পদ : Property /Asset

পরিচিতি

মাল (اَلْمَالُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

মানুষ যে সকল বস্তুর মালিকানা লাভ করে[১] সে সবই مَالٌ (মাল)। 'মাল বা সম্পদ' শব্দের পারিভাষিক সংজ্ঞায় ফকীহগণ মতবিরোধ করেছেন :

হানাফী ফিক্হবিদগণ সম্পদকে বিভিন্ন সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত করেছেন। ইবনে আবিদীন রহ. বলেছেন : সম্পদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যার প্রতি মন আকৃষ্ট হয় এবং অভাবের ও প্রয়োজনের মুহূর্তের জন্য তা সংগ্রহে রাখা যায়। সকল মানুষ অথবা কিছু মানুষ কোনো বস্তুকে সম্পদরূপে গ্রহণের দ্বারা তা সম্পদ সাব্যস্ত হয়।[২]

মালেকী ফিক্হবিদগণ সম্পদের নানাবিধ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। ইমাম শাতেবী রহ. বলেন, সম্পদ হলো যার ওপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং মালিক যখন তা গ্রহণ করে তখন থেকে সে তাতে মালিকানা লাভ করে।[৩] ইবনুল আরাবী রহ. বলেন : সম্পদ হলো যার প্রতি আকুলতা জাগে এবং তা দ্বারা অভ্যাসগত ও শরীয়তগতভাবে উপকৃত হওয়া যায়।[৪] আব্দুল ওয়াহহাব বাগদাদী বলেন : সম্পদ হলো সচরাচর যা সম্পদরূপে গৃহীত হয় এবং তার বিনিময় গ্রহণ করা যায়।[৫]

শাফেয়ী মাযহাবভুক্ত ইমাম যারকাশী রহ. সম্পদের সংজ্ঞায় বলেন : যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় অর্থাৎ যা উপকারের জন্য প্রস্তুত।[৬] আল্লামা সুয়ূতী রহ. ইমাম শাফেয়ী রহ. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন : সম্পদ শব্দের প্রয়োগ কেবল এমন ক্ষেত্রে হবে যার বিক্রয়যোগ্য মূল্য আছে। এবং সম্পদ ধ্বংসকারী উক্ত মূল্য দ্বারা তার ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য, যদিও তা পরিমাণে সামান্যও হয়। উপরন্তু মানুষ যা উপেক্ষা করে না। যেমন : মুদ্রা এবং অনুরূপ বস্তু।[৭]

---

১. আল-মুগরিব, আল-মিসবাহ, আল-মুগনী ফিল ইম্বাই আন-গারীবিল মুহাযযাব; ইবনে বাতীশ, আল-আসমা, খ. ১, পৃ. ৪৪৭

২. রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৩

৩. আল-মুওয়াফাকাত, খ. ২, পৃ. ১০

৪. ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন, খ. ২, পৃ. ৬০৭

৫. কাজী আব্দুল ওয়াহহাব, আল-ইশরাফ আলা মাসায়িলিল খিলাফ, খ. ২, পৃ. ২৭১

৬. যারকাশী, আল-মানসূর ফিল কাওয়াইদ, খ. ৩, পৃ. ২২২

৭. সুয়ূতী, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩২৭

www.amarboi.org

হাম্বলী ফিক্‌হবিগণ বলেন : সম্পদ হলো যা দ্বারা সাধারণভাবে সর্বাবস্থায় উপকৃত হওয়া বৈধ অথবা যা প্রয়োজন না থাকলেও অর্জন করা বৈধ।[৮]

যা সম্পদ হওয়ায় মতভেদ রয়েছে

ফিক্‌হবিদগণ মুনাফা (الْمَنَافِع) ও উপকার সম্পদ হওয়া নিয়ে মতভেদ করেছেন। যেমনিভাবে ঋণ (الدُّيُون) সম্পদ হওয়া নিয়ে তাদের বিভিন্ন মত রয়েছে। যার বর্ণনা নিম্নরূপ :

ক. মুনাফা (الْمَنَافِع) মাল/সম্পদ হওয়া

الْمَنَافِع (মানাফি') শব্দটি مَنْفَعَةٌ (মানফা'আহ)-এর বহুবচন। ফিক্‌হবিদদের নিকট এর উদাহরণ হলো : বাড়িতে বসবাস করা, কাপড় পরিধান করা, বাহনে চড়া ইত্যাদি।[৯]

'মুনাফা' বা উপকার সম্পদ হওয়ার আলোচনায় ফিক্‌হবিদদের দুটি মত রয়েছে।

প্রথম : হানাফী ফকীহদের মত : মুনাফা স্বীয় প্রকৃতি হিসেবে মূল্যায়নযোগ্য সম্পদ নয়। যেহেতু, কোনো বস্তুকে সম্পদরূপে গ্রহণ করা হলে তা সম্পদ হওয়া সাব্যস্ত হয়। আর সম্পদরূপে গ্রহণের অর্থ বস্তুকে সংরক্ষণ করা এবং প্রয়োজন ও অভাবের মুহূর্তের জন্য সংগ্রহে রাখা। আর মুনাফা বিমূর্ত বা দেহহীন বস্তু হওয়ার কারণে দুই সময়ে বহাল থাকতে পারে না। যখনই তা অস্তিত্বহীনতার গণ্ডি থেকে বের হয়ে অস্তিত্বের গণ্ডিতে প্রবেশ করে তখনই তা ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং তা সম্পদ হওয়ার কল্পনা করা যায় না। তবে হানাফী ফিক্‌হবিদগণ মুনাফাকে সম্পদ বিবেচনা করেন যদি তাতে বিনিময়চুক্তি হয়। যেমনটি হয়ে থাকে ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে। মূলত এটি যুক্তি পরিপন্থী। আর যা যুক্তি পরিপন্থী তার সাথে অন্য বস্তুর তুলনা চলে না।[১০]

দ্বিতীয় : শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী সকল ফিক্‌হবিদের যুক্তি : সত্তাগত বিচারে মুনাফা সম্পদ। কেননা, কোন বস্তু তার সত্তার কারণে উদ্দিষ্ট হয় না। বরং তা মুনাফার কারণে উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে। আর এ হিসেবেই বিবেচনা করা হয় মানুষের প্রথা-প্রচলন ও লেনদেন, কায়কারবারের। যেহেতু শরীয়ত ভাড়া প্রদান চুক্তিতে মুনাফাকে সম্পদের বিনিময় ধার্য করেছে, সেহেতু মুনাফাকে তা সম্পদ সাব্যস্ত

---

৮. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৪২
৯. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩৭৭
১০. আল-মাবসূত, খ. ১১, পৃ. ৭৮; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৫, পৃ. ২৩৪; কাশফুল আসরার আন উসূলিল বাযদাবী, খ. ১, পৃ. ১৭২; ইবনে নুজাইম, ফাতহুল গিফার শারহুল মানার, খ. ১, পৃ. ৫২

www.amarboi.org

করেছে। ভাড়া প্রদান চুক্তি হলো আর্থিক বিনিময় চুক্তি। এমনিভাবে শরীয়ত যখন বিবাহচুক্তি অনুমোদন করে তখন যদি মুনাফাকে সম্পদ বিবেচনা না করা হয় তাহলে মানুষের অধিকার নষ্ট করা হবে। এবং অন্যের মালিকানাধীন বস্তুর মুনাফায় সীমালঙ্ঘন করতে প্ররোচিত করা হবে। আর এতে রয়েছে এমন দুর্নীতি ও অবিচার যা শরীয়তের উদ্দেশ্য ও ন্যায়বিচারের সাথে সাংঘর্ষিক। খতীব শারবিনী বলেন : প্রকৃত পক্ষে মুনাফা সম্পদ নয়। বরং এটি এক ধরনের অবকাশ এবং সুযোগ। তার প্রমাণ হলো মুনাফা অস্তিত্বহীন, এটি হস্তগত করা যায় না।[১১]

খ. ঋণ (الدُّيُون) সম্পদ হওয়া

ফিক্‌হের পরিভাষায় ঋণ (الدَّيْن) হলো নিজ দায়িত্বে যে কোনো অধিকার আবশ্যক হওয়া।[১২] ঋণের ক্ষেত্রটি কখনও সম্পদ হয়, যেমনিভাবে তা আমল বা ইবাদতও হতে পারে। যথা : রোযা, নামায, হজ ইত্যাদি। বিস্তারিত দেখুন : دَيْنٌ، دَيْنُ الله

ফিক্‌হবিদদের এ কথায় কোনো মতভেদ নেই যে, দায়িত্বে ওয়াজিব অধিকার যদি প্রকৃত সম্পদ না হয় তাহলে তাকে সম্পদ বিবেচনা করা হয় না। এবং তাতে সম্পদের কোনো বিধানও আরোপিত হয় না। কিন্তু যদি দায়িত্বে ওয়াজিব ঋণ সম্পদ হয় তাহলে ফিক্‌হবিদগণ এটিকে প্রকৃত সম্পদ বিবেচনার ক্ষেত্রে দুটি মত ব্যক্ত করেছেন।

একটি হলো হানাফী ফিক্‌হবিদদের মত : নিজ দায়িত্বে ওয়াজিব ঋণ প্রকৃত সম্পদ নয়। কারণ তা হলো এমন এক গুণ যা নিজ দায়িত্বে ওয়াজিব হয়। প্রকৃত অর্থে তা হস্তগত করার কল্পনাও করা যায় না। তবে ভবিষ্যতে সম্পদে পরিণত হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে রূপক অর্থে সম্পদ বলা হয়।[১৩]

দ্বিতীয় মত হলো শাফেয়ী ফিক্‌হবিদ ইমাম যারকাশী রহ.-এর। তিনি বলেন : ঋণ কি প্রকৃত অর্থে সম্পদ, না-কি দাবিযোগ্য অধিকার যা ভবিষ্যতে সম্পদ হবে? এখানে দু'টি পদ্ধতি রয়েছে, যা আল্লামা মুতাওয়াল্লী রহ. বর্ণনা করেছেন। প্রথমটি হলো : এর দ্বারা ঋণী ব্যক্তির ওপর সম্পদশালীর বিধান সাব্যস্ত হয়। সুতরাং অন্য

---

১১. রওজাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২; হাশিয়াতুদ দুসূকী আলাশ শারহিল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ৪৪২; যারকাশী, আল-মানসূর ফিল কাওয়াইদ, খ. ৩, পৃ. ১৯৭; যানজানী, তাখরিজুল ফুরু আলাল উসূল, পৃ. ২২৫; আশ-শারহুল কাবীরসহ আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৩

১২. ইবনে নুজাইমম ফাতহুল গিফার, খ. ৩, পৃ. ২০

১৩. ইবনে নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩৪৫, বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২৩৪

www.amarboi.org

সম্পদশালীদের ন্যায় খরচ তার দায়িত্বে আবশ্যক হবে। এবং তাদের ন্যায় কাফফারা প্রদান করতে হবে। এবং তার জন্য সদকা গ্রহণ জায়েয হবে না।

দ্বিতীয়টি হলো : সম্পদ হওয়া অস্তিত্বশীল বস্তুর গুণ। আর এখানে অস্তিত্বশীল কোনো বস্তু নেই। তিনি বলেন : এটি ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর কথা দ্বারা উদ্ভাবন করা যায়। তিনি বলেন, যে লোক মানুষের কাছে ঋণ হিসেবে কিছু পাবে তার ওপর কি যাকাত ফরয হবে? মাযহাব হলো, ঋণ ওয়াজিব হবে। তাদের প্রাচীন মতানুসারে যাকাত ফরয হবে না।

ঋণ সম্পদ-এ কথার ওপর ভিত্তি করে অনেক শাখা মাসয়ালা উদ্ভাবিত হয়।

এক. ঋণগ্রহীতা ছাড়া অন্য লোকের নিকট ঋণ বিক্রি করা যাবে কি? যদি বলি এটি সম্পদ, তাহলে তা বিক্রি করা বৈধ; আর যদি বলি সম্পদ না, তাহলে বিক্রি বৈধ হবে না। কারণ অধিকার অন্যত্র স্থানান্তর হয় না।

দুই. ঋণ মাফ করার অর্থ কি ঋণের বোঝা দূর করা, না-কি মালিক বানিয়ে দেওয়া?

তিন. কেউ শপথ করে বললো, তার সম্পদ নেই, অথচ সম্পদশালী ব্যক্তির নিকট তার ঋণ দেওয়া আছে। তাহলে শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী এ লোক শপথ ভঙ্গকারী হবে। নির্ধারিত মেয়াদের ঋণের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান কার্যকর হবে। এবং বিশুদ্ধতম মতানুসারে অসচ্ছল ব্যক্তির ক্ষেত্রেও উক্ত বিধান কার্যকর হবে।[১৪]

সম্পদের প্রকারভেদ

ফিক্হবিদগণ সম্পদকে ফিক্হী দৃষ্টিভঙ্গি অনুপাতে বিভিন্ন প্রকারে বিভক্ত করেছেন। তা নিম্নরূপ :

ক. মূল্যের অধিকারী হওয়ার বিবেচনায়

হানাফীগণ সম্পদের কোনো প্রকারকে শরীয়তের দিক থেকে ব্যবহারের বৈধতা প্রদান করেন নাই। তারা কেবল শর্ত করেছেন যে, তা বস্তু হতে হবে, তা দ্বারা স্বাভাবিক উপকার লাভ হতে হবে, মানুষ এটিকে সম্পদ বিবেচনা করে তা সম্পদরূপে ব্যবহার করতে পারবে। সম্পদের এই অর্থ গ্রহণের ফলে হানাফী ফকীহদের দৃষ্টিতে সম্পদে নিম্নের দুটি প্রকার হয়েছে :

১. মূল্যধারী এবং
২. মূল্যধারী নয়।

হানাফী ফকীহগণের মতে মূল্যধারী সম্পদ হলো : যা সচ্ছল অবস্থায় এবং সামর্থ্য থাকাকালে শরীয়তসম্মতভাবে ব্যবহার করা যায়।

---

[১৪]. যারকাশী, আল-মানসূর ফিল কাওয়াইদ, খ. ২, পৃ. ১৬০-১৬১

www.amarboi.org

মূল্যধারী নয় এমন সম্পদ হলো : যা সামর্থ্য থাকলেও ব্যবহার করা যায় না। যেমন মুসলমানের জন্য মদ এবং শূকর। পক্ষান্তরে জিম্মি (তথা মুসলিম দেশে কর প্রদান করে বসবাসকারী অমুসলিম নাগরিক) ব্যক্তির জন্য এটি সম্পদ। কারণ তারা এটিকে হারামরূপে বিশ্বাস করে না, তাই সম্পদরূপে ব্যবহার করে। অপরদিকে আমাদেরকে তাদের ধর্মীয় কার্যকলাপ বর্জন করতে আদেশ করা হয়েছে।[১৫]

এই বিভক্তির ওপর ভিত্তি করে তারা বলেছেন, যে লোক মূল্যধারী সম্পদের ক্ষতি করবে সে তার ভর্তুকি দিবে। পক্ষান্তরে মূল্যধারী নয় এমন সম্পদের ক্ষতি করা হলে তার কোন ভর্তুকি আসবে না। যেমনিভাবে শরীয়তসম্মতভাবে সম্পদকে ব্যবহার করার অনুমোদন তার মূল্যধারী হওয়ার ওপর নির্ভর করে। এ ধরনের সম্পদে ক্রয়, বিক্রয়, দান, অসিয়ত, বন্ধক ইত্যাদি লেনদেন শুদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে যেগুলো মূল্যধারী নয় সে সব সম্পদে শরীয়তসম্মতভাবে এ সকল লেনদেন এবং এই জাতীয় লেনদেন শুদ্ধ হবে না।

যেহেতু এই অর্থে হানাফী ফিক্হবিদগণের দৃষ্টিতে মূল্যধারী হলেই তা সম্পদ হওয়া অপরিহার্য নয়, সেহেতু বস্তু মূল্যধারী এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ হলেও হানাফীদের মতে সম্পদ হওয়ার উপাদানসমূহের কোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে তা সম্পদ হতে পারবে না। যেমন : গমের একটি দানা, রুটির একটি ছোট টুকরা এবং সামান্য মাটি ইত্যাদি।

আল-কাশফুল কাবীর নামক গ্রন্থের বরাত দিয়ে ইবনে নুজাইম রহ. বর্ণনা করেন, সকল মানুষ অথবা কিছুসংখ্যক মানুষ কোনো বস্তুকে সম্পদরূপে গ্রহণ করলে তা সম্পদরূপে পরিগণিত হয়। আর সম্পদ হওয়া এবং শরীয়ত কর্তৃক ব্যবহারের বৈধতা এ উভয় দ্বারা তা মূল্যধারী হয়। সুতরাং সম্পদ হওয়ার বৈশিষ্ট্য ছাড়া যা বৈধ হয় তা সম্পদ হতে পারে না। যেমন : গমের দানা। আর যা ব্যবহারের বৈধতা ছাড়া সম্পদ হওয়ার গুণ লাভ করে তা মূল্য ধারণ করতে পারে না। যেমন মদ। আর যখন উভয় বিষয় অনুপস্থিত থাকে (মানুষ তা সম্পদরূপেও গ্রহণ করেনি এবং শরীয়ত কর্তৃক ব্যবহারের বৈধতাও পায়নি) তখন দুইটার একটাও সাব্যস্ত হবে না; যেমন রক্ত।[১৬]

ইবনে আবেদীনের মোদ্দাকথা হলো, মূল্যধারী বস্তুর তুলনায় সম্পদ শব্দটি ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক। কারণ সম্পদ বলা হয় যা বৈধ না হলেও সংগ্রহে রাখা যায়। যেমন,

---

১৫. মিনহাতুল খালিক আলাল বাহরির রায়েক, খ. ৫, পৃ. ২৭৭; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৫, পৃ. ২৩৫; আল-মাবসূত, খ. ১৩, পৃ. ২৫

১৬. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৩; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৫, পৃ. ২৭৭

www.amarboi.org

মদ। আর মূল্যধারী বস্তু বলা হয় যা ব্যবহার বৈধ বলে সংগ্রহে রাখা যায়। সুতরাং মদ সম্পদ হতে পারবে, কিন্তু মূল্যধারী হবে না। অপর দিকে হানাফী ফিক্‌হবিদগণ মনে করেন : মূল্যধারী না হওয়া মালিকানা লাভের পরিপন্থী নয়। সুতরাং মূল্যধারী নয় এমন সম্পদে মুসলিমের মালিকানা সাব্যস্ত হতে পারে। যেমন কোনো মুসলিমের নিকট থাকা আঙ্গুরের রস মদ হয়ে যায় অথবা কারও মালিকানায় মদ এবং শূকর থাকা অবস্থায় সে ইসলাম গ্রহণ করে আর মদ-শূকর মালিকানা থেকে ছাড়ানোর পূর্বে মুসলিম উত্তরাধিকারী রেখে মারা যায় তাহলে উত্তরাধিকার সূত্রে তার উত্তরাধিকারী তা লাভ করবে। এবং শূকর হত্যা করবে। কারণ, মালিকানা সাব্যস্ত হয় সম্পদে আর মূল্যধারী নয় এমন বস্তুও সম্পদ হতে পারে। তবে মূল্যধারী না হওয়া মুসলিম কর্তৃক মূল্যধারী নয় এমন সম্পদে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।[১৭]

হানাফী ফিক্‌হবিদগণের ভাষায় কখনও মূল্যধারী বলতে সংরক্ষিত সম্পদ বোঝানো হয়। তারা সংরক্ষণের পূর্ব পর্যন্ত বৈধ সম্পদের ক্ষেত্রেও মূল্যধারী না হওয়ার পরিভাষাটি ব্যবহার করে থাকেন। যেমন সমুদ্রের মাছ, মুক্ত বিচরণশীল প্রাণী, বনের গাছপালা, আকাশে উড়ন্ত পাখি। কিন্তু যখন শিকার করা হয় বা সংগ্রহ করা হয় তখন তা সংরক্ষণের কারণে মূল্যধারী হয়।[১৮]

পক্ষান্তরে শাফেয়ী, মালেকী এবং হাম্বলী সকল ফিক্‌হবিদ ব্যবহারের বৈধতাকে সম্পদ হওয়ার উপাদানরূপে গণ্য করেন। সুতরাং বস্তু যদি শরীয়ত কর্তৃক ব্যবহারের বৈধতা না পায় তাহলে তা মোটেও সম্পদরূপে গণ্য হবে না। এ জন্য হানাফীগণ যে অর্থ গ্রহণ করেছেন সে অর্থে অধিকাংশ ফকীহের মতে সম্পদ মূল্যধারী এবং মূল্যধারী না হওয়ার ভাগ হতে পারে না। এ ফিক্‌হবিদগণ যখন اَلْمُتَقَوِّمْ (মূল্যধারী) শব্দ প্রয়োগ করেন তখন তারা এর দ্বারা এমন বস্তু বুঝিয়ে থাকেন মানুষের নিকট যার মূল্য আছে। আর غَيْرُ الْمُتَقَوِّمْ (মূল্যায়ন অযোগ্য) হলো তাদের সূত্র মতে যার মূল্য নেই। শারহুর রাস্‌সা' 'আলা হুদূদি ইবনে আরাফাহ (شَرْحِ الرَّصَّاعِ عَلَى حُدُودِ ابْنِ عَرَفَةَ) নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে : মূল্যধারী হওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচ্য হলো ঐ উপকার ও মুনাফার প্রতি গুরুত্ব প্রদান যার অনুমোদন শরীয়ত দিয়েছে। আর যে ক্ষেত্রে শরীয়তের অনুমোদন নেই সে ক্ষেত্রে মূল্যধারী হওয়ার হিসাব নেই। কারণ যা শরীয়তের বিবেচনায় অনুপস্থিত তা অনুভূতভাবেই অনুপস্থিত রূপে বিবেচিত।[১৯]

---

১৭. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১২০

১৮. দুরারুল হুককাম, খ. ১, পৃ. ১০১

১৯. রাস্‌সা' মালিকী, শরহু হুদুদী ইবনে আরাফা, খ. ২, পৃ. ৬৫১

www.amarboi.org

এর ওপর ভিত্তি করেই শাফেয়ী ও হাম্বলী সকল ফিক্‌হবিদ মদ ও শূকরকে মুসলিম এবং কর প্রদানকারী অমুসলিম নাগরিক– কারো জন্যেই সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করেননি। এবং মদ ও শূকর বিনষ্টকারীর ওপর কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ ধার্য করেননি। পক্ষান্তরে হানাফী ফিক্‌হবিদগণ কর প্রদানকারী অমুসলিমদের ক্ষেত্রে মদ ও শূকরকে মূল্যায়নযোগ্য সম্পদরূপে গণ্য করেছেন। আর তা বিনষ্টকারী মুসলিম হোক কিংবা কর প্রদানকারী অমুসলিম নাগরিক– তার ওপর ক্ষতিপূরণ আবশ্যকীয়রূপে ধার্য করেছেন।[২০]

কর প্রদানকারী অমুসলিম নাগরিকের মদ বিনষ্টকারী ব্যক্তির ওপর ক্ষতিপূরণ বাধ্যতামূলক করার ক্ষেত্রে মালেকী ফিক্‌হবিদগণ হানাফী ফিক্‌হবিদগণের সাথে একমত পোষণ করেছেন। কেননা কর প্রদানকারী অমুসলিম নাগরিকের ক্ষেত্রে এটি সম্পদরূপে বিবেচিত, আর মুসলিমের ক্ষেত্রে সম্পদ নয়। তবে হানাফী ফিক্‌হবিদগণ যেই অর্থে সম্পদকে মূল্যধারী এবং মূল্যধারী নয় এ প্রকারদ্বয়ে বণ্টন করেছেন, মালেকী ফিক্‌হবিদগণ সেই অর্থে তাদের সাথে একমত পোষণ করেননি।[২১]

খ. সম্পদ সমজাত অথবা মূল্যজাত হওয়ার বিবেচনায়

ফিক্‌হবিদগণ সম্পদকে দুই প্রকারে ভাগ করেছেন।

১. সমজাত পণ্য (مِثْلِيٌّ);

২. মূল্যজাত সম্পদ (قِيْمِيٌّ)।

সমজাত সম্পদ হলো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছাড়া বাজারে যার অনুরূপ পণ্য পাওয়া যায়।[২২] এটি হয়তো মাকীল (مَكِيْلٌ) (যা পাত্র দ্বারা মাপা হয়) হবে। যেমন : গম, আটা ইত্যাদি। অথবা মাওযূন (مَوْزُوْنٌ) (যা পাথর দ্বারা মাপা হয়) হবে। যেমন : স্বর্ণ, রৌপ্য, লোহা ইত্যাদি। কিংবা مَذْرُوْعٌ (যা গজ দ্বারা মাপা হয়) হবে। যেমন : বয়নজাত দ্রব্যসামগ্রী যেগুলোর মধ্যে কোনো তারতম্য নেই। অথবা مَعْدُوْدٌ (যা গণনা করা হয়) হবে। যেমন : একই মানের মুদ্রাসমূহ

---

[২০]. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ১৪৭; আল-মাবসূত, খ. ১৩, পৃ. ২৫; আদদুরারুল আলাল গুরার, খ. ২, পৃ. ২৬৮; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৩৭।

[২১]. দুসূকীর টীকা, খ. ৩, পৃ. ৪৪৭; আল-মুদাওয়ানা, খ. ৫, পৃ. ৩৬৮; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৩৮০

[২২]. ধারা : ১৪৫, ১১১৯, মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদলিয়্যা; ধারা : ৩৯৯, মুরশিদুল হায়রান, দুরারুল হুককাম, খ. ১, পৃ. ১০৫; রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৭১, ইবনে আবিদদাম, আদাবুল কাযা, পৃ. ৬০০

www.amarboi.org

এবং ঐ সকল বস্তু যা সংখ্যা হিসাবে পরিমাণ করা হয় এবং এর একক গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকে না- ডিম, বাদাম ইত্যাদি।

অপরদিকে মূল্যজাত সম্পদ হলো এমন সম্পদ, বাজারে যার সমজাত পণ্য পাওয়া যায় না। অথবা মূল্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যসহ সমজাত দ্রব্য পাওয়া যায়।[২৩] মূল্যের সাথে সম্বন্ধ করে এই শ্রেণীর সম্পদকে মূল্যজাত সম্পদ বলা হয়, যার প্রতিটি একক অন্যটি থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। মূল্যজাত সম্পদের উদাহরণ হলো সে সকল বস্তু যেগুলো জাতে বা মূল্যে বা উভয় দিক দিয়ে পরস্পর পার্থক্য ও ভিন্নতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন : ঘোড়া, উট, গরু, মেষ ইত্যাদি এককসমূহে পার্থক্যপূর্ণ প্রাণীসমূহ। এমনিভাবে বাড়িঘর, হস্তজাত শিল্প : অলংকারসামগ্রী, গৃহস্থালী আসবাবপত্র যেগুলোর গুণাগুণ এবং উপাদান ভিন্ন ভিন্ন এবং প্রতিটি একক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, যে বৈশিষ্ট্য অন্য এককের মধ্যে পাওয়া যায় না। ফলে তার নির্দিষ্ট একটি মূল্য বরাদ্দ হয়ে যায়।

আরেকটি প্রকার হলো এমন সমজাত বস্তু যা বাজার থেকে উঠে গেছে অথবা দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেছে। যেমন : প্রাচীন কোনো শিল্পজাতদ্রব্য যা বাজার থেকে উঠে গেছে। এবং তা বিশেষ মূল্যে মূল্যায়িত হয়ে মূল্যজাত বস্তুর শ্রেণীভুক্ত হয়েছে। এমনিভাবে যে সকল সমজাত বস্তুর এককগুলোকে পরে আর সমজাতরূপে বিবেচনা করা হয় না, অর্থাৎ ত্রুটির কারণে অথবা ব্যবহার করার কারণে তার মূল্য কমে যায়, তা মূল্যজাত বস্তুতে পরিণত হয়। যেমন : যন্ত্রপাতি, গাড়ি-ঘোড়া ব্যবহার করার পর গুণে ও মূল্যে পরিবর্তন আসার দরুন যা মূল্যজাত বস্তুতে পরিণত।[২৪]

সমজাত বস্তু ধ্বংসের ক্ষেত্রে সমজাত বস্তু দ্বারাই ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। কারণ এটি সমমানের বিনিময়। পক্ষান্তরে মূল্যজাত বস্তুর ক্ষতিপূরণ হবে মূল্য দ্বারা। ফিক্‌হবিদগণের সর্বসম্মত মতানুসারে সমজাতদ্রব্য দায়িত্বে ওয়াজিব ঋণ হতে পারে। আর মূল্যজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা আছে। এবং এটিকে দায়িত্বে ওয়াজিব ঋণ বানানোর বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে মতভেদ আছে।

গ. অন্যের অধিকার সংশ্লিষ্ট হওয়ার বিবেচনায়

অন্যের অধিকার সংশ্লিষ্ট হওয়ার দিক থেকে সম্পদ দু' প্রকার :

১. যার সাথে মালিক ছাড়া অন্য লোকের অধিকার সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

২. যার সাথে মালিক ছাড়া অন্য লোকের অধিকার সংশ্লিষ্ট নয়।

---

২৩. মাজাল্লাতুল আহকাম আল -আদলিয়্যা, ধারা : ১৪৬; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ৩৯৯

২৪. আল-মিসবাহুল মুনীর, খ.২, পৃ. ৬২৯; দুরারুল হুককাম, খ. ১, পৃ. ১০৫ এবং খ. ৩, পৃ. ১০৯; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৭১; মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদলিয়্যা, ধারা : ১১১৯

www.amarboi.org

মালিক ছাড়া অন্য লোকের অধিকার সংশ্লিষ্ট সম্পদ হলো যার মূল্যসত্তা কিংবা অর্থসত্তা মালিক ছাড়া অন্যদের নির্দিষ্ট অধিকারের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যেমন : বন্ধকী সম্পদ। মালিকের অধিকার নেই বন্ধকগ্রহীতার অধিকারে ব্যত্যয় সৃষ্টি করে এমন কোনো হস্তক্ষেপ করা।

পক্ষান্তরে যেই সম্পদের সাথে অন্যের অধিকার সংশ্লিষ্ট নয় সে সম্পদ একান্ত ভাবে মালিকের জন্য বরাদ্দ। অন্যের অধিকারের সংশ্লিষ্টতা এবং কারও অনুমতির ওপর নির্ভরশীলতা ছাড়াই বৈধ সকল উপায়ে পৃষ্ঠপোষকতা এবং উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে উক্ত সম্পদের সাথে মালিক যে কোনো আচরণ করতে পারবে। কারণ উক্ত সম্পদের সাথে অন্যের অধিকারের সংশ্লিষ্টতা নেই।

ঘ. স্থানান্তর ও পরিবর্তনের বিবেচনায়

স্থানান্তর ও পরিবর্তনের সম্ভাব্যতার দিক বিবেচনা করে ফিক্‌হবিদগণ সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন :

১. অস্থাবর (مَنْقُول);

২. স্থাবর (عَقَار)।

অস্থাবর সম্পদ হলো যা স্থানান্তর করা এবং অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া সম্ভব। সুতরাং এর অন্তর্ভুক্ত হবে মুদ্রা, পণ্যদ্রব্য, প্রাণী, পরিমাপ ও পরিমাণজাত দ্রব্য ইত্যাদি।[২৫] আর স্থাবর সম্পত্তি হলো যার একটি স্থিরভিত্তি আছে। যা স্থানান্তর ও সরানো সম্ভব না। যেমন জমি, ঘরবাড়ি ইত্যাদি।[২৬]

আবুল ফজল দামেশকী বলেন : স্থাবর সম্পত্তি দুই প্রকার।

১. ছাদযুক্ত আর তা হলো ঘরবাড়ি, হোটেল, দোকান, গোসলখানা, আটার কল, মাড়াইকল, মৃতশিল্পের কারখানা, রুটির কারখানা, ট্যানারি, আঙ্গিনা।

২. মাপযোগ্য স্থান। এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হলো বাগান, ফলের বাগান, চারণভূমি, বন, বাঁশঝাড় এবং এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত নদীর ও ঝরনার পানির অধিকার।[২৭]

ফিক্‌হবিদগণ ভবন এবং মজবুত বৃক্ষে মতবিরোধ করেছেন। এ দু'টি বস্তু কি স্থাবর সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হবে না অস্থাবর সম্পত্তিরূপে? শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী সকল ইমামের মত হলো, উক্ত দুই বস্তু স্থাবর সম্পত্তিভুক্ত। আর হানাফী

---

২৫. আল-মিসবাহুল মুনীর; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ৩; মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদলিয়্যা, ধারা : ১২৮

২৬. আল-মুগরিব, তাহরিরু আলফাজিত তামবীহ পৃ. ১৯৭, মুরশিদুল হায়রান, খ. ২, মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদলিয়্যা, ধারা : ২৯

২৭. আবুল ফজল জাফর বিন আলী দামেশকী, আল-ইশারা ইলা মাহাসিনিত তিজারাহ, পৃ. ২৫

www.amarboi.org

ফিক্‌হবিদগণ বলেন, উক্ত দুই বস্তু অস্থাবর সম্পত্তির শ্রেণীভুক্ত। তবে উক্ত বস্তুদ্বয় যদি ভূমির অধীনে থাকে তাহলে অনুগামী হিসাবে উক্ত দুই বস্তুতে স্থাবর সম্পত্তির বিধান জারি হবে।[২৮]

ঙ. মুদ্রা হওয়ার বিবেচনায়

ফিক্‌হবিদগণ মুদ্রা হওয়ার বিবেচনায় সম্পদকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

১. মুদ্রা (نُقُوْدٌ)

২. পণ্যদ্রব্য (عُرُوْضٌ)।

নুকূদ (نُقُوْدٌ) শব্দটি نَقْدٌ(নাক্‌দ)-এর বহুবচন, আর তা হলো স্বর্ণ ও রৌপ্য। এই ভিত্তিতে মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদলিয়্যা (ইসলামী আইন ও বিচার বিষয়ক ম্যাগাজিনের) ভাষ্য হলো স্বর্ণ এবং রৌপ্যের নাম মুদ্রা। তা মুদ্রার ছাঁচে ঢালা হোক বা না হোক। স্বর্ণ ও রৌপ্যকে দুই মুদ্রা বলা হয়।[২৯] বর্তমান যুগের প্রচলিত নোটকে স্বর্ণ-রৌপ্যের বিধানে যুক্ত করা হয়।

উরূয (عُرُوْضٌ) যা عَرْض (আরয)-এর বহুবচন; তা হলো ঐ বস্তু ও সামগ্রী যা মুদ্রা নয়।[৩০] আল-মুগনীর গ্রন্থকার বলেন, পণ্য দ্রব্য হলো উদ্ভিদ, প্রাণী, অস্থাবর সম্পদ এবং অন্য সকল সম্পদ।[৩১]

যদি ব্যবসা করার জন্য মুদ্রা গ্রহণ করা হয় তাহলে কোনো কোনো হাম্বলী ফিক্‌হবিদ মুদ্রাকে পণ্যের আওতাভুক্ত করেন এ কথার ওপর ভিত্তি করে, পণ্য বলা হয় যা ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে লাভের উদ্দেশ্যে গঠন করা হয়েছে, তা মুদ্রা হয় হোক। বাহূতী রহ. বলেন : পণ্যকে عَرْض (প্রদর্শনীয়) বলে নামকরণ করা হয়েছে। কারণ, তা ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শিত হয়। এটি হচ্ছে কর্মবাচ্যকে ক্রিয়ামূলের নামে নামকরণ। যেমনিভাবে জ্ঞানার্জন (ক্রিয়ামূল) বলার দ্বারা জ্ঞাত (কর্মবাচ্য) বিষয় বোঝানো হয়। অথবা এই কারণে যে, তা (অর্থাৎ দ্রব্য ও পণ্য) আবির্ভূত হয়ে বিলীন ও ধ্বংস হয়ে যায়।[৩২]

---

[২৮]. রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৩৬১; আল খিরাশী, খ. ৬, পৃ. ১৬৪; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭১; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৭৩; মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদলিয়্যা, ধারা : ১০১৯ ও ১০২০ দ্রষ্টব্য

[২৯]. মাজাল্লাতুল আহকাম আল-আদলিয়্যা, ধারা : ১৩০

[৩০]. রদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৩০; শরহু আবিল হাসান মালেকী আলার রিসালা, খ. ১, পৃ. ৪২৪

[৩১]. আল-মুগনী, খ. ৩, পৃ. ৪২৪

[৩২]. শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ১, পৃ. ৪০৭

www.amarboi.org

চ. সম্পদ মালিকের নিকট ফিরে আসার বিবেচনায়

ফিক্‌হবিদগণ মালিকের হাতছাড়া হওয়ার পর পুনরায় তার নিকট ফিরে আসার (অর্থাৎ হস্তগত হওয়ার) সম্ভাবনার দিক থেকে সম্পদকে দুই প্রকারে বিভক্ত করেছেন।

১. (ফিরে পাওয়ার) সম্ভাবনাহীন সম্পদ (ضِمَار/যিমার);

২. (ফিরে পাওয়ার) সম্ভাবনাময় সম্পদ (مَرْجُوّ/মারযু)।

সম্ভাবনাহীন সম্পদ হলো যার মালিক উক্ত সম্পদ হাতছাড়া হওয়ার কারণে এবং তা ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে আশাহত হওয়ার কারণে তাতে বৃদ্ধি ও উন্নয়ন করতে পারে না।[৩৩] ضِمَار (অর্থাৎ ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনাহীন) শব্দটির মূল হলো الإِضْمَار যার শাব্দিক অর্থ আড়াল করা, গোপন করা। এই ভিত্তিতে হানাফী ফিক্‌হবিদ মুহীত নামক গ্রন্থের লেখক সম্ভাবনাহীন সম্পদের সংজ্ঞা দেন : যা মূল মালিকানায় থাকে তবে তা এমনভাবে হাতছাড়া হয় যে, সাধারণত তা ফিরে পাওয়ার আশা করা যায় না।[৩৪]

ইমাম ইবনুল জাওযীর সহচরগণ বলেন, যিমার (ضِمَار/সম্ভাবনাহীন)-এর ব্যাখ্যা হলো এমন সম্পদ যার অস্তিত্ব আছে, তবে তা লাভ করার পথ রুদ্ধ।[৩৫] এর উদাহরণ, ছিনিয়ে নেওয়া সম্পদ; যদি মালিকের নিকট ছিনতাইকারীর বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ না থাকে, নিখোঁজ সম্পদ; যেমন : হারানো উট, পলাতক দাস। মালিকের তার ওপর কোনো সামর্থ্য না থাকার দরুন তা ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুতুল্য, এমনিভাবে সমুদ্রের ভিতর পড়ে যাওয়া সম্পদ। কারণ, তা না থাকার সমতুল্য এবং অরণ্য-মরুতে প্রোথিত সম্পদ– যদি মালিক পুঁতে রাখার স্থান ভুলে যায়, (ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক) অস্বীকার করা ঋণ– যদি ঋণী ব্যক্তি প্রকাশ্যে তা অস্বীকার করে আর ঋণদাতার নিকট তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ না থাকে।[৩৬]

আর সম্ভাবনাময় সম্পদ হলো এমন সম্পদ, মালিক যা ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। কেননা, যার হাতে তা রয়েছে সে মালিকের মালিকানা স্বীকার করে

---

৩৩. আয-যারকানী আলাল মুআত্তা, খ. ২, পৃ. ১০৬

৩৪. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ১৭৪

৩৫. ইছারুল ইনসাফ ফি আছারিল খিলাফ, পৃ. ৬০

৩৬. হিদায়াসহ ফাতহুল কাদীর, খ. ২, পৃ. ১২২; মাজমাউল আনহুর, খ. ১, পৃ. ১৯৪; রদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৯; আল-বিনায়া আলাল হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২৫; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ২, পৃ. ২২৩; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ১, পৃ. ১৭৪; খিরাশী, খ. ২, পৃ. ১৮০; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ২, পৃ. ২৯৭; ইবনে আব্দুল বার, আল-কাফী, পৃ. ৯৪; মুগনিল মুহতাজ, খ. ১, পৃ. ৪০৯; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৩২; আল-মুবদি, খ. ২, পৃ. ২৯৫

www.amarboi.org

এবং মালিক (সম্পদের) দাবি করলে অথবা ফেরত দেওয়ার নির্ধারিত সময় শেষ হলে ফেরত দিতে অস্বীকার করে না। সম্ভাবনাময় সম্পদের আরেক শ্রেণী হলো এমন ঋণ যা আওতার মধ্যে রয়েছে এবং ঋণ প্রদানকারী যা উসুল হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। কেননা ঋণের বস্তুটি বিদ্যমান, ঋণী ঋণ স্বীকারও করছে এবং সে তা ফেরত দিতে সক্ষম অথবা তা অস্বীকার করলেও মালিকের নিকট তার বিরুদ্ধে প্রমাণ আছে। আর এটিকে এভাবে الرَّجَاء (আশা করা) হতে مَرْجُوٌّ (মারযূ বা সম্ভাবনাময়) বলে নামকরণ করা হয়েছে, যার শাব্দিক অর্থ এমন ধারণা যার দ্বারা আনন্দ লাভ করা সম্ভব হয়।[৩৭]

যাকাতের অধ্যায়ে এই বিভাজনের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে, ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনাহীন সম্পদে যাকাত এবং তৎসংক্রান্ত বিধান নিয়ে ফিক্‌হবিদগণ মতভেদ করেছেন। (ضِمَارٌ অধ্যায় দেখুন)

ছ. বর্ধনশীল হওয়ার বিবেচনায়

বর্ধনশীল হওয়া বা না হওয়ার দিক থেকে ফিক্‌হবিদগণ সম্পদকে দুইভাগে বিভক্ত করেছেন।

১. বর্ধনশীল সম্পদ (نَامٍ);

২. স্থির সম্পদ (قِنْيَةٌ)।

বর্ধনশীল সম্পদ হলো যা বৃদ্ধি পায় এবং আধিক্য লাভ করে। نَامٍ (বর্ধনশীল) শব্দটি النَّمَاء থেকে নির্গত, যার আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া এবং আধিক্য লাভ করা। শরীয়তের দৃষ্টিতে বর্ধন দুই প্রকার :

১. প্রকৃত (حَقِيقِيٌّ);

২. অপ্রকৃত (تَقْدِيرِيٌّ)।

প্রকৃত বর্ধন হলো বংশ বিস্তার বা ব্যবসার মাধ্যমে বৃদ্ধি লাভ করা। আর অপ্রকৃত বর্ধন হলো সম্পদ মালিক অথবা মালিকের প্রতিনিধির হাতে থাকার দরুন তাতে বৃদ্ধির সক্ষমতা।[৩৮]

স্থির সম্পদ হলো এমন সম্পদ যা মানুষ নিজের (ব্যক্তিগত কাজের) জন্য গ্রহণ করে। ব্যবসার জন্য গ্রহণ করে না। আযহারী বলেন : স্থির সম্পদ হলো এমন সম্পদ যা মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় এবং ব্যবহার করার কারণে সে তা বিক্রি করতে পারে না।[৩৯]

---

৩৭. আল-কামূসুল মুহীত, আসাসুল বালাগা, পৃ. ২৯১; আবু ওবাইদ, আল-আমওয়াল, পৃ. ৪৬৬

৩৮. আল-মিসবাহ, আল-ফুরূক লিল আসকারী, খ. ১৭৩; আল-মুগরিব, রাদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৭

৩৯. আযহারী, আয-যাহির, পৃ. ১৫৮; আন-নাজমুল মুস্তা'যাব, খ. ১, পৃ. ২৬৯; আল-মিসবাহুল মুনীর, আল-মুগরিব

www.amarboi.org

যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে বিভাজনের প্রভাব প্রকাশিত হয়। কারণ বর্ধনশীল সম্পদে যাকাত ফরয হয়; স্থির সম্পদে ফরয হয় না। যার বিস্তারিত বিবরণ زَكَاةٌ যাকাত অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সম্পদের যাকাত

যাকাতের হকদারদের মাঝে যাকাত বিতরণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে যাকাত প্রদান করা ফরয, এ দিক থেকে সম্পদ দুই প্রকার :

১. অপ্রকাশ্য (بَاطِنَةٌ);

২. প্রকাশ্য (ظَاهِرَةٌ)।

সকল ফিক্‌হবিদের মত হলো, অপ্রকাশ্য সম্পদের যাকাত প্রদানের বিষয়টি মালিকের ওপর ন্যস্ত। অপর দিকে প্রকাশ্য সম্পদে রয়েছে বিস্তারিত বিবরণ যা زَكَاةٌ যাকাত অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

অবৈধ সম্পদ থেকে নিষ্কৃতি

মুসলিমের হাতে থাকা সম্পদ যদি অবৈধ হয়ে থাকে তাহলে তা রেখে দেওয়া বৈধ হবে না। উক্ত সম্পদ পরিহার করতে হবে। উক্ত সম্পদ হয়তো অবিমিশ্র অবৈধ সম্পদ হবে যার বিধান এবং তা থেকে মুক্তি লাভের পদ্ধতি كَسْبٌ (কাস্‌ব) বা উপার্জন পরিভাষাতে আলোচিত হয়েছে। অথবা উক্ত সম্পদ মিশ্র হবে অর্থাৎ কিছু বৈধ আর কিছু অবৈধ হবে। এবং একটি আরেকটি থেকে পৃথক করা সম্ভব হবে না। সকল ফিক্‌হবিদের মত হলো, যার হাতে এই (মিশ্র) সম্পদ আছে তার অন্য সম্পদ থেকে এ অবৈধ পরিমাণ সম্পদ আলাদা করা এবং তা প্রাপ্য ব্যক্তিকে প্রদান করা আবশ্যক। আর তাহলেই অবশিষ্টাংশ তার হাতে বৈধরূপে থাকবে।

বৈধ-অবৈধ সম্পদের ক্ষেত্রে ইমাম আহমদ রহ. বলেন : সম্পদ যদি অধিক পরিমাণ হয় তাহলে অবৈধটুকু পৃথক করে অবশিষ্টাংশ ব্যবহার করবে। আর যদি সম্পদ সামান্য পরিমাণ হয় তাহলে পুরোটা পরিহার করবে। কারণ, সামান্য সম্পদ থেকে যদি কিছু গ্রহণ করে তাহলে অবৈধ থেকে নিরাপদ থাকা কঠিন। পক্ষান্তরে অধিক পরিমাণ সম্পদের কথা ভিন্ন।

কতিপয় কট্টরপন্থী সুফীর মাযহাব হলো– যেমনটি ইবনুল আরাবি বলেন : বৈধ সম্পদের সাথে যদি অবৈধ সম্পদ এমনভাবে মিশে যায় যে, তা পৃথক করা যায় না। অতঃপর (অনুমানভিত্তিক কিছু) অবৈধ সম্পদকে পৃথক করা হয় তাহলে উক্ত সম্পদ বৈধ হবে না। কারণ, সম্ভাবনা আছে যে অংশ পৃথক করা হয়েছে সেই অংশটাই বৈধ আর যে অংশ রয়ে গেছে সেই অংশটাই অবৈধ।[৪০]

৪০. ইবনে আরাবী, আহকামুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৪৫; বাদায়েউল ফাওয়াইদ, খ. ৩, পৃ. ২৫৭; জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, খ. ১, পৃ. ২০০

www.amarboi.org

মুসলিম এবং কর প্রদানকারী অমুসলিম নাগরিকের সম্পদের মর্যাদা

মুসলিম এবং কর প্রদানকারী অমুসলিম নাগরিকের সম্পদের মর্যাদার ব্যাপারে ফিক্‌হবিদগণ একমত পোষণ করেছেন। তা ছিনতাই করা, জোরপূর্বক দখল করা, কোনোভাবে সামান্য পরিমাণও আত্মসাৎ করা নিম্নের আয়াত ও হাদীসের আলোকে অবৈধ হবে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"হে মুসলিমগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের সম্পদ আত্মসাৎ করো না, তবে যদি নিজেদের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে ব্যবসা হয়ে থাকে (তাহলে তার অনুমতি রয়েছে)।"[৪১]

রাসুলে কারীম সা. বলেছেন :

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا

"নিশ্চয় তোমাদের জীবন, তোমাদের সম্পদ, তোমাদের মর্যাদা এই মাসের এই নগরীর এবং এই দিনের সম্মানের ন্যায় সম্মানপূর্ণ।"[৪২]

রাসূলুল্লাহ্ স. আরো বলেন :

أَلاَ مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا أَوِ انْتَقَصَهُ حَقَّهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"জেনে রাখো, যে লোক চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির ওপর নির্যাতন করে অথবা তার অধিকারে ত্রুটি করে অথবা সামর্থ্যের বেশি দায়িত্ব চাপিয়ে দেয় অথবা তার সন্তুষ্টি ব্যতীত তার সম্পদ থেকে কিছু নেয়, কিয়ামতের দিন আমি তার প্রতিপক্ষ হবো।"[৪৩] বিস্তারিত বিবরণের জন্য أَهْل الذِّمَّة ও غَصْبٌ দেখুন।

শরীয়তে বারণকৃতদের নিকট সম্পদ সোপর্দকরণ

সকল ফিক্‌হবিদের মাযহাব হলো ছোট শিশু বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তার কাছে সম্পদ সোপর্দ করা যাবে না। এ সম্পর্কে দলিল ও প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ :

---

৪১. সূরা নিসা, আয়াত ২৯

৪২. বুখারী (ফাতহুল বারী, খ. ১, পৃ. ১৫৮); মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১৩০৫) যা আবু বাকরা রা. কর্তৃক বর্ণিত, হাদীসটি সহীহ মুসলিম থেকে নেওয়া হয়েছে।

৪৩. আবু দাউদ, খ. ৩, পৃ. ৪৩৭, ইরাকী বলেন : اسناده جيد (তানযিহুশ শরীয়াহ, খ. ২, পৃ. ১৮২, মাকতাবাতুল কাহেরা কর্তৃক প্রকাশিত)

www.amarboi.org

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

"তোমরা ইয়াতিমদেরকে পরীক্ষা করো– যে পর্যন্ত তারা বিবাহের বয়সে উপনীত না হয়। যদি তোমরা তাদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা দেখতে পাও তবে তাদের নিকট তাদের সম্পদ সোপর্দ করো।"[৪৪]

ইমাম আবু হানীফা রহ. বলেন : শিশু যদি সাবালক হওয়ার সাথে সাথে বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন হয় আর তার সম্পদ অসিয়তকৃত ব্যক্তি বা অভিভাবকের নিকট থাকে তাহলে তার সম্পদ তার নিকট সোপর্দ করা হবে। কিন্তু যদি শিশুটি বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন না হয়ে সাবালক হয়, তাহলে পঁচিশ বছর বয়সে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত সম্পদ তার নিকট সোপর্দ করা হবে না। যখন পঁচিশ বছরে উপনীত হবে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে তার নিকট সম্পদ সোপর্দ করা হবে এবং সে নিজ ইচ্ছামতো তা ব্যবহার করতে পারবে।[৪৫] বিস্তারিত বিবরণের জন্য رُشْدٌ ও صِغَرٌ অধ্যায় দেখুন।

সকল ফিক্‌হবিদ-যারা নির্বোধ লোকের নিকট সম্পদ সোপর্দ করার পক্ষপাতী নন-তদের মাযহাব হলো, নির্বোধের মাঝে বুদ্ধিমত্তা পরিলক্ষিত হওয়ার পর তার নিকট সম্পদ সোপর্দ করা যাবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য حَجْرٌ অধ্যায় দেখুন।

সম্পদ উপার্জন

ফিক্‌হবিদগণের মাযহাব হলো নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, ঋণ পরিশোধের জন্য এবং যাদের ভরণপোষণ ওয়াজিব তাদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ উপার্জন করা ফরজ। যদি ফরজ পরিমাণের পর আর উপার্জন না করে তাহলে তার তা করার অবকাশ আছে। যদি নিজের এবং পরিবারের জন্য সঞ্চয় করার লক্ষ্যে উপার্জন করে তাহলে তারও অবকাশ আছে। গরীবের প্রতি সমবেদনা অথবা আত্মীয়স্বজনকে প্রতিদান দেওয়ার উদ্দেশ্যে ফরজ পরিমাণের চেয়ে বেশি উপার্জন মুস্তাহাব। কারণ, নফল ইবাদতের জন্য নির্জনতা অবলম্বনের চেয়ে অতিরিক্ত উপার্জন উত্তম।[৪৬] উপার্জনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে যা كَسْبٌ পরিভাষায় দ্রষ্টব্য।

---

৪৪. সূরা নিসা, আয়াত ৬

৪৫. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৫, পৃ. ৫৬

৪৬. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৫, পৃ. ৩৪৮; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৬, পৃ. ৩৪২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৪৮

www.amarboi.org

যাদের তত্ত্বাবধান এবং অভিভাবকত্বের দায়িত্ব রয়েছে তাদের সম্পদ থেকে তত্ত্বাবধানকারী এবং অভিভাবক কর্তৃক ভক্ষণ

ফিক্‌হবিদগণের মাযহাব হলো যদি তত্ত্বাবধানকারী এবং অভিভাবক– যাদের তত্ত্বাবধান এবং অভিভাবকত্বের দায়িত্ব রয়েছে– তারা দায়িত্ব পালন করার দরুন স্বীয় জীবিকা অর্জন থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয় অথবা ভক্ষণ করার মতো কোনো সম্পদ তাদের হাতে না থাকে, তাহলে এতিমের সম্পদ থেকে গ্রহণযোগ্য পরিমাণ ভক্ষণ করা তাদের জন্য বৈধ হবে। আর যদি দুইজনের কেউ স্বীয় জীবিকা উপার্জন করা থেকে বিরত না থাকে অথবা তাদের হাতে ভক্ষণ করার মতো সম্পদ থাকে, তাহলে তাদের জন্য মুস্তাহাব হলো, যাদের তত্ত্বাবধান এবং অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করছে তাদের সম্পদ থেকে ভক্ষণ না করা।[৪৭] আল্লাহ্ তাআলার এই নির্দেশের কারণে :

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

"যে ধনী সে যেন পরিহার করে, আর যে গরীব সে যেন উত্তম পন্থায় ভক্ষণ করে।"[৪৮] বিস্তারিত বিবরণের জন্য وِلَايَةٌ وَيَتِيمٌ দেখুন।

সম্পদ বৃদ্ধি ও সম্পদের উন্নয়ন

মালিকের এবং জাতির কল্যাণার্থে সম্পদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ইসলাম সম্পদের উন্নয়নকে শরীয়তসম্মত করেছে। সম্পদ সংরক্ষণ শরীয়তের অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্যবসা, কৃষি, শিল্প বা অন্য কিছুর মাধ্যমে আল্লাহ্প্রদত্ত বিধানের গণ্ডির ভেতরে থেকে সম্পদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য إِنْمَاءٌ পরিভাষা দেখুন।

সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট অধিকার

সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট অধিকার হয়তো আল্লাহর অধিকার হবে অথবা মানুষের অধিকার হবে।

মহান আল্লাহ্‌র অধিকার হলো যা জনকল্যাণের সাথে সম্পর্কযুক্ত; কোনো ব্যক্তিবিশেষের জন্য নির্ধারিত নয়। বরং তা সকলের ওপর বর্তায়। এ ধরনের অধিকারের গুরুত্ব তুলে ধরতে আল্লাহর সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। এই প্রকার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত : সম্পদের যাকাত, ঈদুল ফিতরের সদকা, কাফফারা, কৃষি ভূমির খারাজ ইত্যাদি।

মানুষের অধিকার হলো কতিপয় লোকের অন্যের ওপর আর্থিক অধিকার, যেমন : পণ্যের মূল্য, ঋণ, ভরণপোষণ ইত্যাদি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য حَقٌّ পরিভাষা দেখুন।

---

[৪৭]. তাফসিরুল কুরতুবী, খ. ৫, পৃ. ৪১-৪৪

[৪৮]. সূরা নিসা, আয়াত ৬

www.amarboi.org

বিভিন্ন সম্পদ : সুদী এবং অন্যান্য

সম্পদ দুই প্রকারে বিভক্ত :

ক. সুদী সম্পদ : ফিক্‌হবিদগণ ঐ ছয় প্রকার সম্পদ সুদী হওয়ার কথায় ঐকমত্য পোষণ করেছেন, আবু সাঈদ খুদরী রা. কর্তৃক বর্ণিত রাসূল স.-এর হাদীসে যে ছয় প্রকারের উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلاً بِمِثْلٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى ، الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

"স্বর্ণ স্বর্ণের বিনিময়ে, রৌপ্য রৌপ্যের বিনিময়ে, গম গমের বিনিময়ে, খেজুর খেজুরের বিনিময়ে এবং লবণ লবণের বিনিময়ে সমান সমান করে বিক্রি হবে এবং নগদ বিক্রি হবে। সুতরাং যে লোক বাড়িয়ে দেয় অথবা বাড়িয়ে চায় সে সুদ লেনদেন করে। গ্রহীতা এবং দাতা এ ক্ষেত্রে সমান (পাপী)।"[৪৯]

ফিক্‌হবিদগণ এই ছয় প্রকার ছাড়া অন্য বস্তুর ক্ষেত্রে মতবিরোধ করেছেন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য رِبًا পরিভাষা দেখুন।

খ. সুদবিহীন সম্পদ : হাদীসে বর্ণিত ছয় প্রকার এবং হারামের কারণ থাকার ভিত্তিতে ফিক্‌হবিদগণ এই ছয় প্রকারের সাথে আরো যা যোগ করেন সেগুলো ছাড়া অন্য সম্পদ। বিস্তারিত বিবরণের জন্য رِبًا পরিভাষা দেখুন।

—মোঃ হাবীবুর রহমান

---

[৪৯]. মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ২১১, প্রকাশক : হালাবী

www.amarboi.org

مِثْلِيَّاتٌ : সমতুল্য বস্তু
Comparable and equal items

পরিচিতি

মিছলিয়্যাত (اَلْمِثْلِيَّاتُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

اَلْمِثْلِيَّاتُ শব্দটি اَلْمِثْلِيُّ-এর বহুবচন। اَلْمِثْلِيُّ শব্দটিকে اَلْمِثْلُ-এর সাথে সম্বন্ধ করে গঠন করা হয়েছে। اَلْمِثْلُ-এর অর্থ : সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য। ইবনে মানযুর বলেন : اَلْمِثْلُ সমতা প্রকাশক শব্দ। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বলা হয় : هَذَا مِثْلُهُ وَمَثَلُهُ যেমন বলা হয় : شِبْهُهُ وَشَبَهُهُ এ সকল বাক্যের অর্থ : এটি সেটির তুল্য।[১]

পারিভাষিক সংজ্ঞা : বাজারে যখন কোনো এক বস্তুর তুল্য অন্য বস্তু পাওয়া যায়, ঐ অন্য বস্তুর সাথে তার উল্লেখ করার মতো এমন পার্থক্য না থাকে– যার দরুন মূল্যে পার্থক্য হয়ে যায়– তাকে মিছলী (اَلْمِثْلِيُّ) বলে।[২]

ইমাম নববী রহ. মিছলী শব্দটির বিভিন্ন সংজ্ঞা বর্ণনা করে সর্বশেষ যেটি তিনি পছন্দ করেছেন তা হলো, যে বস্তু পরিমাপযোগ্য পাত্র দিয়ে বা ওজন করে মাপা যায় এবং যেটিতে সালাম বিক্রি করা জায়েয তা হচ্ছে মিছলী (اَلْمِثْلِيُّ) বস্তু।[৩]

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

اَلْقِيَمِيَّاتُ (আল-কীমিয়্যাত)

কীমিয়্যাত (اَلْقِيَمِيَّاتُ) শব্দটি কীমী (اَلْقِيَمِيُّ)-এর বহুবচন। কীমী শব্দটি اَلْقِيمَةُ (কীমাত)-এর সাথে সম্বন্ধ করে গঠন করা হয়েছে। কীমাত শব্দের অর্থ হচ্ছে : মূল্য যাচাই পূর্বক কোনো বস্তুর জন্যে নির্ধারিত যথার্থ মূল্য। ফাইয়ূমী বলেন, কীমাত হচ্ছে কোনো বস্তুর মূল্য যা তার স্থলবর্তী হয়।[৪] পরিভাষায় কীমী হচ্ছে, বাজারে যে বস্তুর তুল্য পাওয়া যায় না। যদিও বা পাওয়া যায় তাতে এমন পার্থক্য থাকে যার দরুন দুটিতে মূল্যের অনেক পার্থক্য হয়ে যায়।[৫]

এভাবে আলোচনার দ্বারা প্রতিভাত হলো, কীমী বস্তু হলো মিছলী বস্তুর পুরোপুরি বিপরীত।

---

১. লিসানুল আরব, আল-মিসবাহুল মুনীর, مادة–مثل

২. আদ-দুররুল মুখতার ও হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ১১৭; মাজাল্লাতুল আহকামুল আদলিয়্যা, ধারা : ১৪৫ ও ১১১৯; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ১৫০

৩. রওজাতুত তালিবীন, খ. ৫, পৃ. ১৮-১৯

৪. আল-মিসবাহুল মুনীর, مادة–قوم

৫. মাজাল্লাতুল আহকামুল আদলিয়্যা, ধারা : ১৪৬

www.amarboi.org

www.amarboi.org

মিছলিয়্যাত (المثليات)-এর সাথে সম্পর্কিত বিধিবিধান

মিছলিয়্যাত-এর সাথে সম্পর্কিত বিধিবিধান নানা প্রকার। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে :

প্রথমত : লেনদেন সম্পর্কিত বিধিবিধান

ফকীহগণ এ কথায় একমত, কতক লেনদেন কীমী বস্তুতে জায়েয, যেমন মিছলী বস্তুতে জায়েয। এগুলো হচ্ছে : কেনাবেচা, ভাড়া প্রদান, হেবা বা দান ইত্যাদি। লেনদেনের মূল চুক্তিবদ্ধ বস্তুটি মিছলী হওয়া শর্ত কি-না, তা নিয়ে কোনো কোনো লেনদেনে ফকীহগণ মতদ্বৈধতা করেছেন। এ ধরনের লেনদেন হচ্ছে : সালাম বিক্রি, ঋণপ্রদান, অংশীদারী ইত্যাদি। বিস্তারিত আলোচনা পর্যায়ক্রমে করা হচ্ছে :

সালাম বিক্রি (বায়'উস সালাম)

সালাম বিক্রির নিয়ম হচ্ছে, ক্রেতা প্রথমেই পণ্যের মূল্য প্রদান করবে, বিক্রেতা পরে তার পণ্য উৎপাদিত হলে বা নির্মিত হলে তা উপস্থাপন করবে। তাই ফকীহগণ এ ধরনের বেচাকেনা যথাযথ হওয়ার জন্যে শর্তারোপ করেছেন, এক্ষেত্রে পণ্য যথাসময়ে উপস্থাপনা এবং তা ক্রেতার হাতে অর্পণ করা বিক্রেতার দায়িত্বে ন্যস্ত থাকবে। এ শর্তের প্রতি লক্ষ করে আলেমগণ বলেন, এ ধরনের বিক্রিতে মিছলী বস্তু পণ্য হতে পারবে। যেমন পরিমাপ-পাত্র দিয়ে বা ওজন করে যা মাপা হয় সেসব বস্তুও বিক্রিত পণ্য হতে পারবে। এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন :

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"যে কেউ অগ্রিম মূল্যে খেজুর কিনবে তার কর্তব্য হবে নির্দিষ্ট সময়ের শর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ-পরিমাপ নির্ধারণ করে নেওয়া।"[৬]

অধিকাংশ ফকীহ যে সকল বস্তু হাত দিয়ে বা ফিতা দিয়ে মেপে বিক্রি করা হয় অথবা গুণে গুণে বিক্রি করা হয় সেগুলো যদি একই রূপ থাকে বা কাছাকাছি মানের ও মাপের হয়, তবে এগুলোকেও তারা মিছলী বলে গণ্য করেন। তাই তারা পরিমাপযোগ্য বস্তু বা ওজন করে যা বিক্রি করা হয় সে সব মিছলী বস্তুতে যেমন সালাম বিক্রি বৈধ ও জায়েয বলেন, তেমনি মেপে বা গুণে বিক্রি করা বস্তুগুলোও

---

৬. হাদীসটি সহীহ বুখারীতে সংকলিত হয়েছে। ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ৪২৯; মুদ্রণ সালাফিয়্যা; মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১২২৭, প্রকাশক : হালাবী। সহীহ মুসলিম থেকে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে।

www.amarboi.org

তারা মিছলী গণ্য করে সেগুলোতে সালাম-বিক্রি জায়েয হওয়ার মত প্রকাশ করেছেন।[৭] যেহেতু সেগুলোতে পরিমাণ বা সংখ্যা সম্পর্কে অজ্ঞতা থাকে না।

হানাফী মাযহাবের আলেমগণ মিছলী বস্তুর তালিকা থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্য পৃথক করে বলেন, এ দুটোতে সালাম জায়েয নয়। কাসানী সালাম বিক্রিতে বিভিন্ন শর্ত আলোচনাকালে বলেছেন, শর্তাবলির একটি হচ্ছে, নির্দিষ্ট করা হলে পণ্যটি নির্ধারিত হবে। কিন্তু দিরহাম (রৌপমুদ্রা) ও দীনার (স্বর্ণমুদ্রা)-এর ন্যায় কোনো বস্তু, নির্ধারণ করার পরও যা নির্দিষ্ট হয় না, তাতে সালাম জায়েয নয়। যেহেতু সালাম বিক্রিতে যা নির্ধারণ করা হবে তা হচ্ছে বিক্রয়ের পণ্য। পণ্য নির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। যদি তা নির্দিষ্ট না হয় তবে সাধারণ বিক্রি হবে ফাসেদ ও ত্রুটিপূর্ণ এবং সালামের ক্ষেত্রে হবে নাজায়েয। অথচ দিরহাম, দীনার এবং এ ধরনের সকল মুদ্রা, নির্দিষ্ট করার পরও এগুলো নির্দিষ্ট হয় না।[৮]

কীমী বস্তুতে লক্ষ করলে দেখা যায়, তাতে দুটো অবস্থা বিদ্যমান। এক. তার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে সুনির্ধারিত করা সম্ভব, দুই. তা সম্ভব নয়। যেসব কীমী বস্তুতে বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ ও বিন্যাস করা সম্ভব সেগুলোতে সালাম পদ্ধতি বৈধ হবে এবং যেগুলোতে তা সম্ভব নয় সেগুলোতে সালাম সঠিক ও বৈধ হবে না। যেহেতু এ ধরনের বস্তুতে সালাম করা হলে প্রায়শ এমন হবে, ক্রেতার চাহিদামত বিক্রেতা পণ্য উৎপাদন বা গঠন করতে পারবে না। ফলে এ ধরনের বেচাকেনা কেবল ঝগড়ার অবকাশই সৃষ্টি করবে। অথচ ঝগড়া না হওয়াই শরীয়তগত ও সামাজিকভাবে কাম্য। বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : السَّلَمُ।

ঋণ

সকল ফকীহ্ এ কথায় একমত, মিছলী বস্তুতে কর্জ প্রদান ও গ্রহণ বৈধ। যেহেতু ঋণগ্রহণের দাবি ও চাহিদা হচ্ছে, যা নেওয়া হবে তার সদৃশ ফেরত দিতে হবে। এটি মিছলী বস্তুতে সহজেই সম্ভব; তা পরিমাপ যোগ্য বস্তু হোক বা ওজন করার বস্তু হোক। এমনিভাবে তা গুণে গুণে বেচাকেনা করার দ্রব্য হোক বা মেপে লেনদেন করার বস্তু হোক। যদি সবগুলো প্রায় এক ধরনের হয় তাহলেই তা কর্জ দেওয়া জায়েয হবে।[৯]

---

৭. ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ২১৯; আল-কাওয়ানীন আল-ফিকহিয়্যা, পৃ. ৭৭৪; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৫৩৪; রওজাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ৬; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১০৮; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৭৬; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩২

৮. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২১২

৯. হাশিয়া রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৭১; হাশিয়া দুসূকী ও আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ২২২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১১৮; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৫০

www.amarboi.org

মিছ্লী বস্তু ভিন্ন অন্য বস্তু ধার দেওয়া যাবে কি-না তা নিয়ে ফকীহ্গণ মতপার্থক্য প্রকাশ করেছেন। মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ এ সম্পর্কে বলেন, যা সালাম পদ্ধতিতে বেচাকেনা করা জায়েয তা ঋণ দেওয়াও জায়েয, তা প্রাণীই হোক বা অন্য কোনো সামগ্রী অথবা মিছ্লী বস্তু। এটি শাফেয়ী মাযহাবের অধিক প্রকাশিত মত। তারা বলেন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোকের এক কমবয়সী উট ধার নিয়েছিলেন।[১০] এখানে ধার নেওয়া বস্তু কোনো মিছ্লী বস্তু-পরিমাপযোগ্য বা ওজনের বস্তু ছিল না। কিন্তু নবী তা ধার নেওয়ায় বোঝা গেল, এক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, দায়িত্বে যথাযথ রূপে ন্যস্ত থাকা এবং ঋণ পরিশোধের অনুভূতি জাগ্রত থাকা।

যদিও এ তিন মাযহাবের আলেমগণ ঋণ প্রদানের মাসআলায় যথেষ্ট উদার; যে সব বস্তুতে সালাম জায়েয সে সবই ধার দেওয়া জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন, কিন্তু একটি ক্ষেত্রে তারা বিপরীত রায় প্রদান করেন। যদি কেউ কারো নিকট বাঁদী ধার হিসাবে চায়, সে বাঁদীর সাথে ঋণগ্রহীতার মিলন ও সহবাস বৈধ থাকে, তাহলে এক্ষেত্রে বাঁদীকে ধার দেওয়া জায়েয নয়। যেহেতু এ পরিস্থিতিতে ধার দেওয়া হবে সহবাসের জন্যে, অথচ সহবাসের জন্য ধার দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

তারা বলেন, যে বস্তুতে সালাম জায়েয নয়, সে বস্তু কর্জ হিসাবে প্রদান করাও জায়েয নয়। যেহেতু যা খুবই দুর্লভ অথবা যার বৈশিষ্ট্যাদি লক্ষ রেখে তার সদৃশ বস্তু সংগ্রহ করা কষ্টকর, তার তুল্য বস্তু ফেরত দেওয়া হয়তো অসম্ভব অথবা খুব কষ্টকর। তাই এ ধরনের বস্তু কর্জ প্রদানই যথাযথ হবে না।[১১]

হানাফী মাযহাবের ফকীহ্দের এ সম্পর্কে মত হচ্ছে, মিছ্লী বস্তু ছাড়া অন্য কোনো বস্তু কর্জ দেওয়া জায়েয নয়। তা পশু হোক, কাঠ বা জমিন হোক। এমনিভাবে যে সকল বস্তুর সকল একক বরাবর নয়, বরং সেগুলোতে তারতম্য অনেক, সেগুলো কর্জ হিসাবে দেওয়া জায়েয হবে না; যেহেতু তার সদৃশ বস্তু ফেরত দেওয়া সম্ভব হবে না। অথচ ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে সদৃশ বস্তু ফিরিয়ে দেওয়াই বিধান।

ইবনে আবেদীন বলেন, যে বস্তু কর্জ নেওয়া হবে তা থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব তা ব্যবহার করে নিঃশেষ করা হলেই। তাই তার সদৃশ বস্তু পরে ফিরিয়ে দেওয়া

---

১০. মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১২২৪; মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী-এর তাহকীকসহ।

১১. হাশিয়া দুসূকী ও আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ২২২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১১৮; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৫০

www.amarboi.org

কর্তব্য হবে। তা মিছলী বস্তু ছাড়া কোনো কিছুতে সম্ভব নয়, আর তাই মিছলী বস্তুই কেবল ধার নেওয়া যথার্থ ও জায়েয।[১২]

আল-বাহরুর রায়েক গ্রন্থে বলা হয়েছে, যে বস্তু মিছলী না হওয়ায় ধার হিসাবে নেওয়া জায়েয নয়, তা যদি ঋণ নেওয়া হয়, তাহলে তা আরিয়ত বলে গণ্য হবে। আরিয়তে নেওয়া মূল বস্তুই ফেরত দেওয়া বিধান। তাই এখানেও যা ধার হিসাবে নেওয়া হবে তা-ই ফেরত দিতে হবে।[১৩] বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : قَرْضٌ

অংশীদারী

অধিকাংশ ফকীহ ও আলেমের মতে, অংশীদারী কারবারে পুঁজি হবে মিছলী বস্তুর মিশ্রণ, সকল অংশীদার মিছলী বস্তু পুঁজি হিসাবে বিনিয়োগ করবে। তারা বিষয়টিতে আরো সংকোচন এনে বলেন, যে কোনো মিছলী বস্তু নয়, বরং পুঁজি হবে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা।

আদ-দুররুল মুখতার -এর গ্রন্থকার লিখেছেন : স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা– যেগুলো প্রচলিত কেবল সেগুলো দ্বারা অংশীদারী ব্যবসা করা যথাযথ ও জায়েয হবে; অন্য কিছু দ্বারা নয়। স্বর্ণ ও রৌপ্যের পিণ্ড বা খণ্ড দিয়েও অংশীদারী ব্যবসা করা যেতে পারে– যদি এগুলোর প্রচলন থাকে।

এ আলোচনায় প্রমাণিত হলো, স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত অন্য কোনো জিনিস পুঁজি হবে না– তা মিছলী হোক, পরিমাপযোগ্য বস্তু বা ওজনের বস্তু হোক, অথবা গুণে গুণে বেচাকেনার বস্তু হোক। এ সকল মিছলী বস্তু সমজাতীয় বস্তুর সাথে মিলানোর পূর্বেও তা পুঁজি বলে গণ্য হবে না, মিলানোর পরও নয়। এটিই হানাফী মাযহাবের আলেমদের মত, তাদের প্রকাশ্য অভিমত যা তাদের ফতোয়া, যা প্রথমত ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর একক মত ছিল।[১৪]

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ এর কাছাকাছি মত ব্যক্ত করেছেন। শাফেয়ীদেরও এটি একটি মত। তা হচ্ছে, অংশীদারী কারবারে পুঁজি হবে কেবল ছাপ আঁকা মুদ্রা।[১৫] শাফেয়ীদের যে মতটি তাদের ফতোয়া তা হানাফী মাযহাবের ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর অভিমত। তা হচ্ছে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা ব্যতীত অন্য মিছলী বস্তুও অংশীদারী কারবারে পুঁজি হতে পারে। যেমন ধান, গম ইত্যাদি। এক্ষেত্রে একটি

---

১২. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৭১

১৩. প্রাগুক্ত

১৪. হাশিয়া রদ্দুল মুহতার ও আদ-দুররুল মুখতার, খ. ৩, পৃ. ৩৪০; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩৪৮

১৫. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৩; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৬

www.amarboi.org

শর্ত রয়েছে। তা হলো, এক জাতীয় বস্তুই একত্র করা হবে। শারবীনী তার কারণ বর্ণনা করে বলেন, যখন সকলে একজাতীয় জিনিস পুঁজি হিসাবে একত্র করবে তাতে কোনো তারতম্যও আর থাকবে না। ফলে এটি স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার সদৃশ বলে পরিগণিত হবে।[১৬] মালেকী আলেমদের এক্ষেত্রে বিস্তারিত বক্তব্য রয়েছে, যার জন্যে দ্রষ্টব্য : شَرِكَة

সম্পদ বণ্টন

হানাফী মাযহাবের আলেমগণ বলেন : সম্পদ ও সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টনের দুটি দিক রয়েছে :

এক. ইফরায (إفْرَاز) : সকল উত্তরাধিকারীর সম্পদ পৃথককরণ এবং

দুই. মুবাদালাহ (مُبَادَلَة) : একের অংশের সাথে অপরের অংশের বদলাবদলি।

তবে মিছলী বস্তু যখন উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যার যা অংশ তা বণ্টন করা হয়, তাতে বিনিময়ের চাইতে সম্পদ পৃথককরণই থাকে অধিক প্রকাশ্য। তাই কোনো মিছলী বস্তুতে দুজন অংশীদার থাকা অবস্থায় একজন অপরজনের অবর্তমানে তার অংশটুকু নিয়ে নিতে পারে। অপরজন শুধু অবর্তমান নয়, তার অনুমতিরও তখন প্রয়োজন হয় না, যদি সে মিছলী বস্তুটি তাদের দুই শরীকের হাতেই ন্যস্ত থাকে।

একজনের অবর্তমানে এমনকি তার অনুমতিরও অপেক্ষা না করে অপরজন মিছলী বস্তুতে থাকা তার অংশ নিয়ে নেওয়ার বৈধতার পক্ষে হানাফী মাযহাবের আলেমগণ যে কারণ দর্শান তা হলো, এটি হচ্ছে যার অংশ তার তা নিয়ে যাওয়া। যেহেতু সে তার নিজের অংশ নিয়ে যাচ্ছে, তাই এখানে অপর অংশীদারের উপস্থিতি বা অনুমতির কোনো প্রয়োজন নেই।

কীমী বস্তুতে অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত; তাতে বদলাবদলির দিকটিই অধিক প্রকাশ্য। তাই কে কোন্‌টি নিবে তা সকলের সম্মতি অথবা বিচারকের নির্দেশ মোতাবেক হতে হবে। তাই কোনো কীমী বস্তুতে দুজন অংশীদার থাকলে একজনের অনুপস্থিতিতে অপরজন তার অংশ নিয়ে যেতে পারবে না। সেক্ষেত্রে একজনের বিনা অনুমতিতে অপরজন তা ভাগ বণ্টনই করতে পারবে না।[১৭] অন্য সকল মাযহাবের আলেম ও ফকীহ এ বিষয়টিতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : قِسْمَة

---

১৬. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৩৪০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১৩

১৭. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১১১৬-১১১৭; আলী হায়দার, শারহুল মাজাল্লা, খ. ৩, পৃ. ১০৪-১০৬

www.amarboi.org

দ্বিতীয়ত : সম্পদ বিনষ্ট ও ধ্বংসকরণ

ফকীহগণ এ কথায় একমত, যদি কেউ কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে নষ্ট করে তাহলে অবশ্যই তাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যা বিনষ্ট করা হয়েছে তা যদি মিছ্লী বস্তু হয় তাহলে সে পরিমাণ মিছ্লী বস্তু প্রদান করে তার ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে। যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুটি কীমী হয় তাহলে তার মূল্য প্রদান করতে হবে।[১৮] সেক্ষেত্রে যে জায়গায় তা ধ্বংস করা হয়েছে সে স্থানে বস্তুটির যে মূল্য রয়েছে তা ধর্তব্য হবে।

যদি ওই মিছ্লী বস্তুটি এখন আর বাজারে পাওয়া না যায়, তাহলে এক্ষেত্রেও সকলেই একমত যে, সে বস্তুর মূল্য আদায় করতে হবে। কিন্তু মূল্য নির্ধারণের আলোচনায় ফকীহগণ নানা মত বর্ণনা করেছেন। জিনিসটি ধ্বংস করার সময় তার মূল্য যা ছিল তা ধর্তব্য হবে? যেদিন বাজারে সর্বশেষ পাওয়া গিয়েছিল সেদিনের দাম ধরা হবে? যেদিন ক্ষতিপূরণ চাওয়া হচ্ছে সেদিনের মূল্য সাব্যস্ত হবে? যেদিন ক্ষতিপূরণ আদায় করা হচ্ছে সেদিন জিনিসটির মূল্য যা তা ধর্তব্য হবে? ফকীহগণ এমনি নানা দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রদান করেছেন। বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : إتلاف

যদিও নিয়ম হচ্ছে, মিছ্লী বস্তুর বিনিময়ে মিছ্লী বস্তু প্রদান, কিন্তু কতক মিছ্লী বস্তুর বিনিময় প্রদান করতে হয় মূল্য দ্বারা। তাজুদ্দীন সুবকী ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী এমনই কতগুলো অবস্থা আলোচনা করেছেন। সে অবস্থাগুলোতে অপহরণ করা ব্যতীত সম্পদ ধ্বংস করা হয়, তার বিনিময় আদায় করতে হয় মূল্য দ্বারা। যথা :

এক. মরুপ্রান্তরে থাকা পানি ধ্বংস করা। এখানে যার পানি ধ্বংস করা হয়েছে সে এবং যে তা ধ্বংস করেছে উভয়ে যদি পরে কোনো শহর এলাকায় এসে উপস্থিত হয়, এমনকি কোনো নদীর পাড়ে এলেও এ ক্ষতির পূরণ করতে হবে সে তেপান্তরে থাকাকালে সে পানিটুকুর যা মূল্য ছিল তার দ্বারা।

দুই. গ্রীষ্মকালে কারো মালিকানায় থাকা বরফ নষ্ট ও ধ্বংস করার পর ধ্বংসকারী তার বদলা দিতে চাচ্ছে শীতকালে, তাহলে তাকে সে বরফের মূল্য আদায় করতে হবে যখন ধ্বংস করেছে তখনকার মূল্য হিসাব করে।

তিন. কারো অলঙ্কার ধ্বংস করা হলে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এ সময় তৈরির খরচও তাতে হিসাব করতে হবে।[১৯]

---

১৮. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ৪১৫

১৯. সুয়ূতী, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩৮৫; ইবনে সুবকী, আল-কাওয়ায়েদ, পৃ. ৮০

www.amarboi.org

ইবনে নুজাইম তাঁর আল-বাহরুর রায়েক গ্রন্থে এমন কতক অবস্থা উল্লেখ করেছেন, যেগুলোতে মূল বস্তু মিছলী হওয়া সত্ত্বেও তার ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হয় মূল্য পরিশোধ করার মাধ্যমে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে : যদি ক্রেতা ও বিক্রেতার কথার মাঝে মতান্তর হয়, উভয়ে শপথ করে এবং লেনদেন ভেঙ্গে দেয়; এদিকে পণ্যটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তার মূল্য দ্বারা বিনিময় আদায় করতে হবে, বস্তুটি মিছলী হলেও সেদিকে লক্ষ করা হবে না। এটি ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর অভিমত।

অপর একটি অবস্থা : যদি কোনো ত্রুটিপূর্ণ লেনদেনের মাধ্যমে কেউ কোনো বস্তু কব্জা করে, তা ধ্বংস হয়ে গেলে এখন তাকে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। যেহেতু এটি যে কব্জা করেছে তা তার দায়িত্বে এসে পড়েছে। কিন্তু লেনদেনটি ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার দরুন তা তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। এক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, যেদিন ধ্বংস করা হয়েছে সেদিনের মূল্য আদায় করতে হবে, অন্য সকলের মতে যেদিন কব্জা করা হয়েছে সেদিনের মূল্য।

অপর একটি অবস্থা : কোনো মিছলী বস্তু ছিনিয়ে নেওয়ার পর তা আর এখন বাজারে না পাওয়া গেলে তার মূল্য প্রদান করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর ছাত্রদের এ অভিমত হলেও মূল্য নির্ধারণ করা হবে কোন্ দিনের মূল্য বিবেচনা করে, তা নিয়ে তাদের প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন।[২০]

এ কথায় সকল আলেম ও ফকীহ একমত যে, কোনো কারণে মিছলী বস্তুর অনুরূপ বস্তু ফেরত দেওয়া সম্ভব না হলেই তার মূল্য ফেরত দেওয়া কর্তব্য ও আবশ্যক হবে।[২১]

তৃতীয়ত : হারাম শরীফে মিছলী প্রাণী মেরে ফেলা

সকল ফকীহ এ কথায় একমত, ইহরাম বাঁধা অবস্থায় হারাম শরীফে যদি কোনো ব্যক্তি শিকার প্রাণীকে মেরে ফেলে, তাহলে তার সদৃশ কোনো গৃহপালিত প্রাণী বদলা হিসাবে হারাম শরীফে কুরবানী হিসাবে পাঠাতে হবে, যেহেতু এ সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ

"হে ঈমানদারেরা! তোমরা ইহরাম বাঁধার পর কোনো শিকার প্রাণী মেরে ফেলো না। তোমাদের কেউ যদি ইচ্ছা করে কোনো প্রাণী মেরে ফেলে তাহলে সে প্রাণীর সদৃশ গৃহপালিত জন্তু বিনিময় হিসাবে পাঠাতে হবে, হারাম এলাকাতে (কুরবানী করার জন্যে)।"[২২]

---

২০. ইবনে নুজাইম, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩৬৩

২১. প্রাগুক্ত

২২. সূরা মায়েদা, আয়াত : ৯৫

www.amarboi.org

বিনিময়ে প্রদত্ত জন্তুর প্রকার, বৈশিষ্ট্য ও অবস্থা ইত্যাদি নিয়ে আলেমগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, যদি শিকারকৃত প্রাণীটি মিছলী হয় অর্থাৎ গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে তার সমগড়নের কোনো প্রাণী থাকে, তবে সে শিকার জন্তুর বিনিময় প্রদানকালে ইহরাম বাঁধা ব্যক্তি নিম্নোক্ত তিনটি পন্থার কোনো একটি গ্রহণ করতে পারে :

এক. গৃহপালিত সমগড়নের প্রাণী হারাম শরীফে জবাই করে তা হারাম শরীফের দরিদ্র লোকদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া।

দুই. শিকারকৃত প্রাণীটির মূল্য নির্ধারণ করে সে মূল্য দিয়ে খাদ্যদ্রব্য কিনে হারাম শরীফের দরিদ্র লোকদের মাঝে তা বন্টন করা।

তিন. মূল্য নির্ধারণ হলে তা দিয়ে কতটুকু খাদ্যদ্রব্য কেনা যাবে, তা হিসাব করে প্রতি মুদ খাদ্যদ্রব্যের বিপরীতে একটি করে রোযা রাখা।

যদি শিকার প্রাণীটি মিছলী না হয় অর্থাৎ গৃহপালিত প্রাণীতে তার সমগড়নের কোনো প্রাণী না থাকে, তাহলে অবশ্যই সে প্রাণীর মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। মূল্য নির্ধারণের পর তা দরিদ্র লোকদের মাঝে বিলিয়ে দিতে হবে অথবা সে হিসেবে রোযা রাখবে।[২৩]

হানাফী মাযহাবের আলেমগণ হারাম শরীফের শিকার প্রাণীতে কোনো পার্থক্য না করে, গৃহপালিত প্রাণীতে তার সমগড়নের কোন প্রাণী থাকুক বা না থাকুক, সব ধরনের প্রাণীকেই কীমী বলে গণ্য করেন। তাই যে কোনো প্রাণী শিকার করা হোক তারা তার মূল্য নির্ধারণ করার মত প্রদান করেন। তারা এ সম্পর্কে বলেন, যে জায়গায় জন্তুটিকে মেরে ফেলা হয়েছে সেখানে এটির মূল্য কত তা দুজন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি নির্ধারণ করবে। এরপর যে মেরেছে তার তিনটি কাজের যে কোনোটি করার এখতিয়ার থাকবে :

এক. সে মূল্য দিয়ে কুরবানীর জন্তু কিনে তা হারাম শরীফে জবাই করে হারাম এলাকার গরীব লোকদের মাঝে বিলিয়ে দেবে।

দুই. সে মূল্য দিয়ে খাদ্যদ্রব্য কিনে হারাম শরীফের গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দেবে।

তিন. মূল্য দিয়ে খাদ্যদ্রব্য কেনা হলে কতটা কেনা যাবে তা হিসাব করে তাতে কতজন দরিদ্রের অংশ হবে তা সদকায়ে ফিতর হিসেবে হিসাব করবে। এরপর সে কদিন সে রোযা রাখবে।[২৪]

---

২৩. আত-তাজ ওয়াল ইকলীলসহ আল-হাত্তাব, খ. ৩, পৃ. ১৭০; হাশিয়া কালয়ুবী, খ. ২, পৃ. ১৩৯; আল-মুগনী, খ. ৩, পৃ. ২৮১

২৪. আদ-দুররুল মুখতার টীকাসহ, খ. ২, পৃ. ২১৩-২১৫

www.amarboi.org

ছিনতাই ও অপহরণ এবং তার ক্ষতিপূরণ

সকল আলেম এ কথায় একমত, যদি কোনো লোক কারো কোনো বস্তু ছিনিয়ে নেয় তবে সে ব্যক্তিই ওই বস্তুর জিম্মাদার হবে। যদি বস্তুটি ছিনিয়ে নেওয়ার পূর্বে যেমন ছিল তেমন নিখুঁত থাকে, তাতে এমন কোনো ত্রুটি বা ক্ষতি সাধিত না হয়– যার দ্বারা বস্তুটির উপকার প্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটে– তবে হুবহু সে বস্তুটিই ফিরিয়ে দিতে হবে। এ সম্পর্কে সামুরা ইবনে জুনদুব রা. বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ "যে নেবে সে তা ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত এটি তার জিম্মায়ই থাকবে।"[২৫]

যদি ছিনিয়ে নেওয়া বস্তুটি নিখুঁত অবস্থায় না থাকে অথবা ধ্বংস করে ফেলা হয় অথবা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তা কেমন বস্তু তা লক্ষ করতে হবে। যদি তা মিছলী হয় তাহলে অপহরণকারীকে সে বস্তুর সদৃশ বস্তুই ফিরিয়ে দিতে হবে। এ সম্পর্কিত দলিল মহান আল্লাহ তাআলার নির্দেশ :

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

"তোমাদের ওপর কেউ যদি জুলুম ও নির্যাতন করে তবে তোমাদের ওপর সে যতটা নির্যাতন চালাবে তোমরা তার সাথে ঠিক তার বরাবর আচরণ করো।"[২৬]

তা ছাড়া সদৃশ বস্তু ফিরিয়ে দিলে তা একেবারে সে বস্তুটিই দেওয়ার তুল্য হয়; বস্তু হিসেবেও, মূল্য হিসেবেও। তাই তা দেওয়াই হবে মূল মালিকের জন্যে অধিক ক্ষতিরোধক। হেদায়া-এর গ্রন্থকার আল্লামা মারগীনানী সদৃশ বস্তু ফিরিয়ে দেওয়ার আলোচনায় কারণ হিসেবে এর উল্লেখ করেছেন।[২৭]

যদি মিছলী বস্তু যে কোনো কারণে সে ফিরিয়ে দিতে না পারে, তাহলে তাকে এর মূল্য পরিশোধ করতে হবে। এক্ষেত্রে কোন্ দিনের মূল্য ধার্য হবে তা নিয়ে– যেমনটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে– বিতর্ক রয়েছে। সে হিসেবেই ভিন্ন ভিন্ন ফয়সালা ব্যক্ত করা হবে। যদি ছিনিয়ে নেওয়া বস্তুটি কীমী বস্তু হয় তবে তো ছিনতাইকারীকে অবশ্যই মূল্য ফেরত দিতে হবে। এক্ষেত্রেও কোন্ দিনের মূল্য গৃহীত হবে তা নিয়ে ফকীহদের নানা মত রয়েছে, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।[২৮] বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : غَصْبٌ ؛ ضَمَانٌ

–মুহাম্মদ যুবায়ের

---

২৫. তিরমিযী, খ. ৩, পৃ. ৫৫৭; হাদীসের বর্ণনাকারী সামুরা ইবনে জুনদুব রা.। তাঁর নিকট শুনেছেন হাসান বসরী রহ.। ইবনে হাজার কৃত আত-তালখীসুল হাবীর, খ. ৩, পৃ. ৫৩।

২৬. সূরা বাকারা, আয়াত ১৯৪

২৭. আল-হিদায়া ও তাকমীলা ফাতহুল কাদীর, খ. ৮, পৃ. ২৪৬

২৮. প্রাগুক্ত; আল-কাওয়ানীন আল-ফিকহিয়্যা, পৃ. ২১৬; আল-কালয়ুবী, খ. ২, পৃ. ২৫৯; আল-মুগনী ও আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ৩৭৬

www.amarboi.org

قِيَمِيَّاتٌ : বিভিন্ন মূল্যের বস্তু

Unequal items (of different values)

পরিচিতি

কিয়ামিয়্যাত (القِيَمِيَّاتُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ :

কিয়ামিয়্যাত (القِيَمِيَّاتُ) শব্দটি কিয়ামিয়্যু (قِيَمِيٌّ)-এর বহুবচন। বলা হয় : شَيْءٌ قِيَمِيٌّ "মূল্যবান বস্তু" এভাবে সম্বন্ধ করে শব্দগঠন করার কারণ, এমন কোনো শব্দ যা বস্তুর বিভিন্ন মূল্যে মূল্যবান হওয়ার অর্থ প্রকাশ করে, এটি ছাড়া আর কোনোটি নেই। কীমাহ্-এর অর্থ : মূল্য যাচাই পূর্বক কোনো বস্তুর নির্ধারিত যথার্থ মূল্য।[১]

পরিভাষায় কীয়ামিয়্যু (قِيَمِيٌّ) হচ্ছে তা, বাজারে যার তুল্য বস্তু পাওয়া যায় না। অথবা তার তুল্য বস্তু পাওয়া গেলেও তাতে এমন পার্থক্য থাকে যার দরুন দুটিতে মূল্যের অনেক পার্থক্য হয়ে যায়। যেমন, জীবজন্তু ।[২]

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

المِثْلِيَّاتُ (আল-মিছ্লিয়্যাত)

মিছ্লিয়্যাত শব্দটি মিছ্লী (المِثْلِي)-এর বহুবচন। এটি مِثْل (মিছ্ল) থেকে গঠিত হয়েছে। মিছ্ল (المِثْل) শব্দটির অর্থ : সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বলা হয় : هَذَا مِثْلُهُ বা هَذَا مَثَلُهُ যেমন বলা হয় : هذا شِبْهُهُ বা شَبَهُهُ এ বাক্যগুলোর অর্থ : এটি সেটির সমতুল্য।[৩]

ফকীহ্গণ মিছ্লী (المِثْلِي) বলে সে সকল জিনিস বুঝিয়ে থাকেন, যেগুলোর প্রতিটি একক বা প্রতিটি অংশ অপরাপর একক বা অংশের এতটাই সদৃশ যে,

---

১. আল-মিসবাহুল মুনীর, লিসানুল আরব, مادة–قوم

২. দুরারুল হুককাম শরহু মাজাল্লা আল-আহকাম, খ. ১, পৃ. ১০৫, ধারা : ১৪৬ ও ১৪৮; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ১১৬-১১৮; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২১৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ১৫৯; মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ৪১৯; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ২৩৯

৩. লিসানুল আরব, আল-মিসবাহুল মুনীর, مادة– مثل

www.amarboi.org

এগুলোর যে কোনো একটির স্থলে অপরটি রেখে দেওয়া সম্ভব, তাতে উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্যই থাকে না। যেমন : গম, ধান, কাপড়, ডিম ইত্যাদি। ডিম একটির পরিবর্তে অপর একটি; গম এক কেজির স্থলে অপর এক কেজি রাখা হলে কোনো পার্থক্য হয় না।

মাজাল্লাতে বলা হয়েছে : মিছলী (الْمِثْلِيّ) হচ্ছে বাজারে যার সমতুল্য বস্তু পাওয়া যায়, তাতে উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য ধরা পড়ে না। যেমন : পরিমাপযোগ্য বা ওজনের বস্তু, গণনাযোগ্য বস্তু যার সবগুলো একক কাছাকাছি আকারের।[৪] আলোচনা করে প্রতিভাত হলো, الْقِيَمِيّ (কিয়ামী) ও الْمِثْلِيّ (মিছলী) একটি অপরটির বিপরীত।

কিয়ামিয়্যাত সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বিধিবিধান

এমন অনেক লেনদেন রয়েছে যেগুলোতে সকল ফকীহের ঐকমত্যে কীমী বস্তু হতে পারে মূল চুক্তিবদ্ধ বস্তু। নিম্নে নমুনা হিসাবে কতক লেনদেনের আলোচনা করা হচ্ছে :

এক. বিক্রয় : সকল ফকীহ এ কথায় একমত, বিক্রয়ের পণ্যটি কীমী বস্তু হতে পারে। যেমন : যে কোনো প্রাণী বা যে কোনো সামগ্রী। এগুলো বিক্রি করা কালে অবশ্যই বিক্রয় সম্পর্কিত শর্তাবলির প্রতি যথাযথ লক্ষ রাখা হবে। যেমন : বিক্রির জন্যে যে পণ্য উপস্থাপন করা হবে তা বিক্রেতার মালিকানায় থাকতে হবে, তার হাতে থাকতে হবে, ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভবপর হতে হবে, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের পণ্যটি সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি থাকতে হবে, তা থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব হতে হবে ইত্যাদি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : بَيْع

দুই : ভাড়া প্রদান : কীমী বস্তুর লাভটি লেনদেনের মূল বিষয় হতে পারে। এই লাভ অর্জন করার লক্ষ্যে ভাড়া নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। থাকার জন্যে ঘর এবং আরোহণ বা বোঝা বহনের জন্যে বাহন ভাড়া দেওয়া-নেওয়ার ব্যবস্থা শরীয়তে স্বীকৃত রয়েছে। এক্ষেত্রেও লক্ষ রেখে যাবতীয় শর্ত পূরণ করতে হবে। যেমন : যা ভাড়া নেওয়া হবে তা থেকে উপকারপ্রাপ্তি সম্ভব হওয়া, ঘর বা বাহন বুঝিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। এ আলোচনায়ও সকল ফকীহ ও আলেম একমত। বিস্তারিত জানার জন্যে দ্রষ্টব্য : إِجَارَة

---

৪. মাজাল্লা আল-আহকামুল আদলিয়্যা, ধারা : ১৪৫; ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ১৭১; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ১৫০; সুয়ূতী কৃত আল-আশবাহ, পৃ. ৩৮৯; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৮১

www.amarboi.org

কতক লেনদেন নিয়ে ফকীহদের নিজেদের মাঝে বিতর্ক ও মতবিরোধ রয়েছে, কীমী বস্তুতে সে সকল লেনদেন সঠিক হবে কি-না, নিম্নে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে :

সালাম বিক্রি (السَّلَمُ)

সালাম-এর নিয়মে বিক্রির ক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, যে পণ্য বিক্রেতা বুঝিয়ে দেবে, ক্রেতা তার বৈশিষ্ট্যাবলি এবং তার পরিমাণ ইত্যাদি এতটা বিস্তারিতভাবে বলবে, তার বলার পর বিষয়টিতে পার্থক্য দেখা গেলেও তা হবে অল্প, অধিক পার্থক্যের কোনো অবকাশ সেখানে থাকবে না। যেমন কোন্ প্রকার ধান, কী পরিমাণ তা বিস্তারিতভাবে বলার পর কৃষক বা চাষী পণ্য যখন ক্রেতার সামনে উপস্থিত করবে, বর্ণনার সাথে বাস্তবে হয়তো কোনো পার্থক্যই হবে না, হলেও তা হবে নিতান্তই সামান্য। তাই পরিমাপযোগ্য বস্তু, ওজন করার যোগ্য বস্তু, হাত দিয়ে মেপে দেওয়ার বস্তু ইত্যাদি মিছলী বস্তুতে সালাম নিয়মে বিক্রি করা যায়, এ কথায় সকল আলেম একমত।

হানাফী মাযহাবের আলেমগণ ব্যতীত অন্য মাযহাবের আলেমদের মত হচ্ছে, কীমী বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও পরিমাণ ইত্যাদি বলে দেওয়ার পর বস্তুটি উপস্থাপন করা হলে দেখা যাবে, যে রকমটি চাওয়া হয়েছে সেরকমই তৈরি করা হয়েছে। তাই এ সকল সামগ্রীতেও সালাম বিক্রি জায়েয। যেমন আলমারি তৈরি করা। হানাফী আলেমগণ বলেন, কতক ক্ষেত্রে জায়েয হওয়া ব্যতীত সাধারণভাবে কীমী বস্তুতে সালাম বিক্রি নাজায়েয।

কাসানী বলেন, হাত বা ফিতা দিয়ে মেপে যা বিক্রি করা হয়, যেমন : কাপড়, চাটাই, মাদুর ও পাটি ইত্যাদিতে স্বাভাবিক যুক্তি ও কিয়াস হচ্ছে এগুলোতে সালাম জায়েয হবে না। যেহেতু এগুলোতে পার্থক্য থাকে, এক কাপড় অন্য কাপড়ের সদৃশ হয় না, এক চাটাই অপর চাটাই থেকে গুণগত মানে ভিন্ন থাকার প্রেক্ষিতে দুটোর মূল্য বরাবর থাকে না। আর তাই এগুলো নষ্ট করা হলে একটির স্থলে অপর একটি দিয়ে জরিমানা আদায় করা যায় না, বরং জরিমানা হিসাবে মূল্য আদায় করতে হয়। মণি-মুক্তা কেনাবেচার ক্ষেত্রে সালাম এজন্যেই জায়েয নয়, যেহেতু একটি অপরটি থেকে ভিন্ন হয়, তাতে মূল্যেরও বেশ পার্থক্য থাকে।

কিন্তু তারপরও কাপড় ও চাটাই ইত্যাদিতে সালাম বিক্রি জায়েয বলে মতপ্রদান করা হয়েছে ইসতিহসান (সূক্ষ্ম কিয়াস ও যুক্তি) হিসাবে। ইসতিহসানের বিবরণ হচ্ছে : আল্লাহ্ তাআলা কুরআন শরীফে ঋণ সম্পর্কিত আয়াতে বলেছেন :

وَلَا تَسْأَمُوْا أَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيْرًا أَوْ كَبِيْرًا إِلَى أَجَلِهِ

"তোমরা তা ছোট হোক বা বড় হোক লিখে রাখতে বিরক্ত বোধ করো না।"[৫]

---

৫. সূরা বাকারা, আয়াত : ২৮২, ঋণ সংক্রান্ত আয়াত

www.amarboi.org

এ আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা ছোট ও বড় শব্দ এনেছেন যা পরিমাপযোগ্য বস্তু বা ওজনের বস্তুতে ব্যবহৃত হয় না, এ শব্দগুলো ব্যবহৃত হয় সে সব জিনিসে যেগুলো হাত বা ফিতা দিয়ে মেপে বেচাকেনা করা হয় অথবা গুণে গুণে লেনদেন করা হয়।

তা ছাড়া, কাপড়ে সালাম বিক্রি মানুষের মধ্যে বহুল প্রচলিত, যেহেতু এভাবে কাপড় কেনার চাহিদা সব সময়ই থেকেছে। ফলে ফকীহ্গণ এক্ষেত্রে যুক্তি বা কিয়াস বর্জন করে সকলেই এটি জায়েয হওয়ার মত প্রদান করেছেন। এভাবে বিষয়টিতে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সেই সাথে লক্ষণীয়, ক্রেতা যখন কাপড়ের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, রঙ, ডিজাইন, কী কাপড়, কেমন কাপড় ইত্যাদি বিষয় বলে দিবে, বিক্রেতা তার চাহিদা মাফিক কাপড় তৈরিতে হয়তো মোটেই তারতম্য ঘটাবে না বা ঘটালেও তা হবে নিতান্তই সামান্য। তাই সালাম বিক্রির আলোচনায় মিছলী বস্তুর সাথে কাপড়ও অন্তর্ভুক্ত হবে।[৬] বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : سَلَم

অধিকাংশ ফকীহ্ কীমী বস্তুতেও সালাম বিক্রি জায়েয হবে কি-না তা নিয়ে মতপার্থক্য করেছেন। কীমী বস্তুটিতে যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকা ক্রেতার পছন্দ, ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে সেসব বৈশিষ্ট্য বলে পরিষ্কারভাবে বোঝাতে সক্ষম হয়, তাহলে তাতে সালাম জায়েয হবে। যদি বিক্রেতাকে ক্রেতা তার পছন্দ বোঝাতে সক্ষম না হয়, বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করে দেওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে সে কীমী বস্তুতে সালাম জায়েয হবে না।

মালেকী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, যে কোনো কীমী বস্তুতেই সালাম পদ্ধতি বৈধ ও জায়েয, যেহেতু কীমী বস্তুর বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশ করে বোঝানো সম্ভব। তাই তাদের মত অনুসারে যাবতীয় প্রাণী, সব ধরনের কাপড়, বড় বড় মণি ও মুক্তা ইত্যাদিতে সালাম জায়েয। কেননা, তারা বলেন : এ সবকিছুতেই কাঙ্ক্ষিত বস্তুর যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা সম্ভব। তাই কেউ যদি মুক্তাও কিনতে চায়, সে বিক্রেতাকে বলবে, মুক্তাটি কতটুকু বড় হবে, তার ওজন কত ক্যারেট হবে, কী রঙের হবে ইত্যাদি। সুতরাং এ মুক্তাও তার সালাম পদ্ধতিতে কেনা সম্ভব।[৭]

শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণ এ বিষয়ে বলেন, সালাম পদ্ধতি কার্যকর হবে কেবল কতক বস্তুতে। সেগুলো হচ্ছে : কাপড়, পশম, কাঠ ও পাথর। তাদের দৃষ্টিতে এ বস্তুগুলোতে কেবল বস্তুর যাবতীয় বৈশিষ্ট্য বিক্রেতাকে বোঝানো

৬. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৫, পৃ. ২০৮

৭. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ৭২; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২১৫

www.amarboi.org

সম্ভব। বিক্রেতা ক্রেতার চাহিদা অনুধাবন করে ঠিক তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটিই উপস্থাপন করতে পারবে। তারা এ আলোচনার সূচনাতেই পশু ও জন্তুর বেলায় সালাম বৈধ বলে মতপ্রদান করেছেন, যেহেতু হাদীসে এর বর্ণনা রয়েছে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোকের নিকট থেকে একটি কমবয়েসী উট কর্জ হিসাবে নিলেন। এর কিছুদিন পর যাকাতের বেশ কিছু উট এলো। নবী স. আবু রাফে রা.-কে সে লোকের কর্জ পরিশোধ হিসাবে একটি কমবয়সী উট দিয়ে দিতে বললেন। আবু রাফে রা. ফিরে এসে জানালেন, সেখানে চার দাঁতবিশিষ্ট বয়সী উট ছাড়া কমবয়সী কোনো উট নেই। নবী বললেন, তা-ই একটি দাও। যে সুন্দরভাবে পাওনা আদায় করে সে-ই মানুষের মাঝে সর্বোত্তম।[৮]

শাফেয়ী আলেমগণ বলেন, যেহেতু ঋণ পরিশোধ করা দায়িত্বে ন্যস্ত ও অর্পিত বিষয়, তাই তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। তারা সালাম বিক্রিকে ঋণের সাথে তুলনা করে এটিকে কাপড় ও পশম ইত্যাদিতে জায়েয হওয়ার মত প্রদান করেন। কিন্তু দামী পাথর, মণিমুক্তা, এমনকি চামড়া কেনাবেচাতেও সালাম জায়েয হওয়ার মত দেন না। তারা বলেন, এগুলোতে কাঙ্ক্ষিত সকল বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। তাই এগুলোতে সালাম যথাযথ নয়।[৯]

হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের কীমী বস্তুতে সালাম বিক্রির বৈধতার বিষয়ে পরস্পর বিপরীত দুটি মত পাওয়া যায়। ইবনে কুদামা বলেন : জন্তু-জানোয়ার কেনাবেচায় সালাম পদ্ধতি বৈধ কি-না, এ বিষয়ে আলেমদের মত পরস্পর বিপরীত। একমত হচ্ছে তা সঠিক ও জায়েয নয়। এটি সুফিয়ান সাওরী রহ.-এরও মত। সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও হুযায়ফা, সাঈদ ইবনে জুবাইর, শা'বী ও জুরজানী রহ.-এরও মত ছিল এটিই। উমর রা. এ সম্পর্কে বলেছেন :

إِنَّ مِنَ الرِّبَا أَبْوَابًا لَا تَخْفَى وَإِنَّ مِنْهَا السَّلَمَ فِي السِّنِّ

"সুদের দরজা অনেক, সেগুলো গোপন নয়। সে সবেরই একটি হচ্ছে বয়সী প্রাণীতে সালাম।"

তাছাড়া, প্রাণীতে প্রাণীতে অনেক পার্থক্য থাকে যা অনুল্লেখ্যও নয় বা উপেক্ষণীয়ও নয়। যেহেতু প্রাণীর বৈশিষ্ট্যে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়, তাই তাতে সালাম জায়েয নয়।

---

৮. মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১২২৪

৯. আল-মুহায্যাব, খ. ১, পৃ. ৩০৪; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১০৭-১১০

www.amarboi.org

হাম্বলী মাযহাবের প্রকাশ্য মত যা তাদের মধ্যে অধিক প্রচলিত তা হচ্ছে, প্রাণীতে সালাম পদ্ধতি বৈধ। আছরামের বর্ণনায় তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনুল মুনযির বলেন, যাদের বর্ণনায় জানা যায়, প্রাণীতে সালাম পদ্ধতি গ্রহণে কোনো বাধা নেই তারা হচ্ছেন : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা., সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব, হাসান বসরী, শা'বী, মুজাহিদ, ইবনে শিহাব যুহরী ও আওযায়ী রহ.।

সেই সাথে লক্ষণীয়, আবু রাফে রা. তাঁর বর্ণনায় বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি কমবয়সী উট কর্জ হিসাবে নিয়েছিলেন। কর্জ ও সালাম সাদৃশ্যপূর্ণ লেনদেন, তাই ফকীহগণ একটিকে অপরটির সাথে তুলনা করে থাকেন। এ অবস্থায় নবী স. যদি একটি প্রাণীর বিপরীতে অপর একটি প্রাণী দ্বারা কর্জ পরিশোধ করতে পারেন ,তাহলে বিক্রেতাও সালাম পদ্ধতিতে পশু বিক্রয় এবং ক্রেতা সে পশু ক্রয় করতে পারে।

তারা আরো একটি কিয়াস উল্লেখ করেছেন। তা হলো, কেউ যদি বিবাহকালে মহর হিসাবে একটি জন্তু প্রদানের উল্লেখ করে তবে তা তার দায়িত্বে বহাল থাকবে। এমনিভাবে সালাম পদ্ধতিতেও দায়িত্বে বহাল থাকতে পারে। কাপড় কেনাবেচা করা হলে তা যেমন বিক্রেতার দায়িত্বে বহাল থাকে।

ইবনে কুদামা বলেন, জীবজন্তু ব্যতীত অন্য যে কোনো বস্তু যা পরিমাপযোগ্য নয়, ওজনে বিক্রি করার বস্তুও নয়, যা চাষ করা হয় না, তাতে সালাম বিক্রি জায়েয কি-না, তা নিয়ে আলেমগণ বিপরীতধর্মী দুটি বক্তব্য প্রদান করেছেন। ইসহাক ইবনে ইবরাহীম বলেন : ইমাম আহমদ রহ. এ সম্পর্কে বলেছেন, যা পরিমাপযোগ্য, যা ওজন করে বেচাকেনা করা হয় বা যার পরিমাণ জানা রয়েছে, কেবল সে সবে সালাম পদ্ধতি বৈধ ও জায়েয।

আবুল খাত্তাব বলেন, ইমাম আহমদ রহ.-এর কথার শেষ অংশ ছিল 'যার পরিমাণ জানা রয়েছে', এর অর্থ হচ্ছে, সালাম পদ্ধতিতে যা বেচাকেনা করা হচ্ছে তার এই পরিমাণ যা উভয়ের জানা রয়েছে, যেমন শস্যের স্তূপ। ডালিম বা ডিম ইত্যাদিতে তিনি বলেন, আমার মতে সালাম জায়েয নয়। ইবনুল মুনযির ইমাম আহমদ ও ইমাম ইসহাকের মত বর্ণনা করে বলেন, ডালিম, সাফারজাল (পেয়ারা জাতীয় ফল), তরমুজ, শসা, ক্ষিরা ইত্যাদিতে সালাম পদ্ধতি কল্যাণকর নয়। যেহেতু এগুলো পরিমাপযোগ্য বস্তু নয়, ওজন করে মাপার বস্তু নয়। সেই সাথে এগুলোর কোনোটা হয় ছোট, কোনোটা হয় বড়।

www.amarboi.org

এ বর্ণনা অনুসারে, যে সব বস্তু গুণে গুণে বিক্রি করা হয় সেগুলো সমআকৃতির না হলে সেগুলোতে সালাম বৈধ নয়। যেমন : শাকসবজি। একই সবজি একই গাছে নানা আকৃতির হয়ে থাকে। যেমন : কদু। সবজির আঁটি দিয়েও হিসাব করা সম্ভব নয়, যেহেতু আঁটির কোনোটি ছোট আর কোনোটি বড় হতে পারে। তাই এগুলোর কোনোটিতে সালাম জায়েয নয়, যেমন মণিমুক্তার ক্ষেত্রেও কোনোটি বড় এবং কোনোটি ছোট হওয়ার প্রেক্ষিতে তাতে সালাম জায়েয নয়।

এর বিপরীতে ইসমাইল ইবনে সাঈদ ও ইবনে মানসুর বলেন, সালাম পদ্ধতি জায়েয যাবতীয় ফলে, সাফারজালে, ডালিমে, কলায় এবং যাবতীয় সবজিতে। তারা বলেন, এগুলোর অধিকাংশই হয় কাছাকাছি আকারের; ছোটগুলোকে ভিন্ন এবং বড় গুলোকে ভিন্নভাবে বিন্যস্ত করা যায়। যেগুলো বিন্যস্ত করা সম্ভব না হবে সেগুলো ওজন করে লেনদেন করা হবে।[১০]

ঋণ

কীমী বস্তু ঋণ দেওয়া যাবে কি-না, তা নিয়ে ফকীহদের মাঝে যথেষ্ট মতপার্থক্য হয়েছে। হানাফী মাযহাবের আলেমদের অভিমত হচ্ছে, জীবজন্তু জমিজমা এবং আরো যে সকল বস্তুর একটির অপরটি থেকে ভিন্নতা ও ব্যবধান রয়েছে, এগুলোর কোনোটি কর্জ দেওয়া জায়েয নয়। কর্জ বা ঋণে দুটি দিক রয়েছে :

এক. সূচনায় ঋণ হচ্ছে ধারপ্রদান, তাই তা ধার দেওয়ার কথা বলেই প্রদান করা জায়েয।

দুই. শেষ পর্যায়ে ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে মূলত প্রদত্ত হচ্ছে বিনিময়।

কেউ কোনো বস্তু (যেমন টাকা) ধার নেওয়ার পর তার দ্বারা উপকৃত হওয়ার পন্থা কেবল এটিই যে, তা ব্যবহার করে শেষ করে ফেলা হবে। তাহলে তার ক্ষতিপূরণ আদায় করা থাকবে তার দায়িত্বে। বিনিময় হতে হবে মূল বস্তুর সমান ও সদৃশ। তা মিছলী বস্তুতেই কেবল সম্ভব। কীমী বস্তুতে, যেমন জন্তুতে সদৃশ ও সমান পর্যায়ের কোনো প্রাণী পাওয়া সম্ভব নয়। ফলে তার দায়িত্বে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধান থাকলেও সে তা আদায় করতে পারবে না। তাই এ জাতীয় বস্তু ঋণ হিসাবে দেওয়াই যথার্থ হবে না।

আল-বাহরুর রায়েক-এর গ্রন্থকার এ সম্পর্কে বলেন, মিছলী দ্রব্য ব্যতীত অন্য কোনো কিছু ঋণ দেওয়া জায়েয নয়, যেহেতু অন্য কিছু দায়িত্বে ন্যস্ত করা সম্ভব হয় না। (যেহেতু সে দায়িত্ব পালন করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না।)

---

১০. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩০৭-৩০৯

www.amarboi.org

যে ব্যক্তি কোনো কিছু কর্জ হিসাবে গ্রহণ করে সে তা যথানিয়মে কব্জা করলে তার মালিক হয়ে যায়। যদি কর্জগ্রহণ যথানিয়মে না হয়ে থাকে তাহলে তা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে নির্দিষ্ট হয়। যদি কর্জগ্রহণ যথানিয়মে হয়, তবে সেটিই ফিরিয়ে দেওয়া জরুরি নয়, বরং তা হাতে থাকলেও তার বিকল্প ফেরত দেওয়া জায়েয ও বৈধ।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা হয়, যদি কোনো কীমী বস্তু কর্জ হিসাবে প্রদান করা হয়, যা মূলত কর্জপ্রদান করা জায়েয নয়, তাহলে তা নিছক আরিয়াত বলে ধর্তব্য হবে এবং সেক্ষেত্রে হুবহু সে বস্তুটিই ফিরিয়ে দিতে হবে।[১১]

শাফেয়ী মাযহাবের আলেমদের এ সম্পর্কে সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত হচ্ছে, তা হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের এক মত, যেমনটা আবুল খাত্তাব বর্ণনা করেছেন, যে সকল কীমী বস্তুর বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ করা সম্ভব নয় অথবা যা খুবই দুর্লভ, সেগুলো কর্জ প্রদান জায়েয নয়। যেহেতু তার বিনিময় বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা যথেষ্ট কষ্টকর বা তা অসম্ভবই, অথচ বিনিময় প্রদান করা হচ্ছে জরুরি ও কর্তব্য; এটিই প্রকাশ্য মত।

মালেকী মাযহাবের গৃহীত মতটি শাফেয়ী মাযহাবের দ্বিতীয় মত, যা তাদের নিকট সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতের বিপরীত, এটিই হাম্বলী মাযহাবের দ্বিতীয় মত। তা হচ্ছে, কীমী বস্তুতে কর্জ প্রদান করা জায়েয। তারা বলেন, যেহেতু এটি হুবহু ফেরত না দেওয়া গেলেও মূল্য হিসাবে তার সদৃশ বস্তু ফেরত দেওয়া জায়েয। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধার নিয়েছিলেন কমবয়সী এক উট, ফেরত দিয়েছিলেন বেশি বয়সী উট।[১২] এর দ্বারা বোঝা গেল, কীমী বস্তুতে সে ধরনের মূল্যবান বস্তু হলেই তা ফেরত দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। তাই সূচনায় এ ধরনের বস্তু ধার নেওয়া জায়েয হবে। তা ছাড়া, যদি তার সদৃশ বস্তু ফেরত না দিয়ে তার মূল্য ফেরত দিতে হয় তাহলে অবশ্যই সে বস্তুটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে।[১৩] ইবনে আব্দুল বার বলেন, যে কোনো বস্তু কর্জ প্রদান এবং কর্জ চাওয়া উভয়ই জায়েয, তা যে কোনো সামগ্রী বা যে কোনো বস্তু বা যে কোনো প্রাণী হোক না কেন।[১৪]

---

১১. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ১৭১

১২. মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১২২৪

১৩. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১১৯; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৫০; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ৩১৪

১৪. ইবনে আব্দুল বার প্রণীত আল-কাফী, খ. ২, পৃ. ৭২৮

www.amarboi.org

অংশীদারী

অংশীদারী কারবারে কীমী সম্পদ পুঁজি হিসাবে বিনিয়োগ করা জায়েয নয়। যেহেতু অন্য মূল্যধারী বস্তুর সাথে একে মিলানো সম্ভব নয়। যেহেতু এ কীমী বস্তু হচ্ছে স্বতন্ত্র সম্পদ। মিলানো যখন সম্ভব হবে না, তাতে অংশীদারী কারবার কি করে সম্ভব হবে? এমন হওয়া খুবই সম্ভব, কীমী বস্তুর কিছু বিনষ্ট হবে। তাহলে এই বিনষ্টে কীমী বস্তুর মালিক একা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাহলে আর অংশীদারী রইল কোথায়?

তা ছাড়া যদি অংশীদারী কারবার ভেঙ্গে দেওয়া হয় তাহলে কীমী বস্তুর মালিককে তার বিনিয়োগকৃত বস্তু বা তার সমতুল্য বস্তু ফিরিয়ে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে কীমী বস্তুর অবর্তমানে যখন সমতুল্য বস্তু প্রদানের পালা, তখন সমতুল্য বস্তুও পাওয়া যাবে না, যেহেতু তা মিছ্‌লী নয়।

এ পর্যায়ে বলা যেতে পারে, সূচনাতেই কীমী বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করে তা বিনিয়োগ করা হবে। কিন্তু তা জায়েয নয় এজন্যে যে, বিনিয়োগকৃত এ কীমী বস্তুতে পরবর্তী সময়ে বিক্রির পূর্বেই মূল্য বৃদ্ধি পেলে তাতে অন্য জনও অংশীদার হবে। অথচ এটি বেচাকেনার সময় তার যে মূল্য হবে অংশীদারী চুক্তিকালে তার অস্তিত্ব ছিল না, তাই তাতে কারো মালিকানাও ছিল না।[১৫]

এ হচ্ছে সামগ্রিকভাবে আলেম ও ফকীহ্‌দের অভিমত। অবশ্য তাতে মালেকী মাযহাবের আলেমদের মতপার্থক্য রয়েছে। তারা বলেন, যে কোনো মূল্যযুক্ত বস্তুতে অংশীদারী জায়েয, তা কোনো প্রাণী হোক বা বস্তু সামগ্রী। এ সবই মূল্য নির্ধারণ করার পর পুঁজি বলে সাব্যস্ত হবে। বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : شَرِكَة

–মুহাম্মদ যুবায়ের

১৫. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৫৯; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১১৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৬; মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ৩২০

www.amarboi.org

نَقْدٌ : নগদ : Cash

পরিচিতি

নাক্দ (النَّقْد)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

নাক্দ (النَّقْد) শব্দের অনেক অর্থ রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু হলো :

ক. বাকির বিপরীত নগদ (خِلاَفُ النَّسِيئَةِ): অর্থাৎ ক্রেতা অথবা অনুরূপ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বিনিময় পরিশোধ করা। বলা হয় : فُلاَنٌ يَبِيعُ سِلْعَتَهُ نَقْدًا بِكَذَا ، وَنَسِيئَةً بِكَذَا 'অমুক ব্যক্তি স্বীয় পণ্য এত টাকার বিনিময়ে নগদে বিক্রি করে আর এত টাকার বিনিময়ে বাকিতে বিক্রি করে।'

খ. মুদ্রা বা পারিশ্রমিক প্রদান (إِعْطَاءُ الثَّمَنِ أَوِ الأُجْرَةِ): অর্থাৎ মুদ্রাজাত সম্পদ যেমন দীনার-দিরহাম দ্বারা মূল্য বা পারিশ্রমিক প্রদান করা যা বিনিময় হিসাবে কোনো বস্তু প্রদান করার বিপরীত। বলা হয় : نَقَدْتُهُ الدَّرَاهِمَ فَانْتَقَدَهَا ، أَيْ أَخَذَهَا "আমি তাকে মুদ্রা প্রদান করলে সে তা গ্রহণ করেছে।" এ অর্থে জাবের রা.-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হাদীস আছে :

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَمَلِ ، فَنَقَدَنِيثَمَنَهُ

"আমি উট নিয়ে রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট গমন করলাম। তিনি তার মূল্যরূপে আমাকে নগদ মুদ্রা প্রদান করলেন।"[১]

গ. জাল দীনার-দিরহাম থেকে সঠিক দীনার-দিরহাম পৃথক করা (تَمْيِيزُ الْجَيِّدِ مِنَ الدَّرَاهِمِ أَوِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الرَّدِيءِ مِنْهَا): আরবগণ জাল দীনার-দিরহাম পৃথক করলে বলে : نَقَدْتُ الدَّرَاهِمَ ، وَانْتَقَدْتُهَا : 'আমি দিরহাম পরখ করেছি এবং সঠিক ও জাল দিরহাম পৃথক করেছি।'

ঘ. স্বর্ণ ও রৌপ্য ইত্যাদির মুদ্রা, যা দ্বারা সাধারণভাবে লেনদেন করা হয় (الْعُمْلَةُ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّا يُتَعَامَلُ بِهِ)[২]

এর পারিভাষিক অর্থটি শাব্দিক অর্থ থেকে ভিন্ন নয়।[৩]

---

১. জাবের রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস : 'আমি উট নিয়ে রাসূল স.-এর নিকট আসলাম' ইমাম বুখারী (বরাত ফাতহুল বারী, খ. ৫, পৃ. ৩১৪ মুদ্রণ : সালাফিয়া) এবং ইমাম মুসলিম (খ. ৩, পৃ. ১২২১, প্রকাশক : হালাবী) কর্তৃক উদ্ধৃত

২. লিসানুল আরব, আল-কামূসুল মুহীত, আল-মিসবাহুল মুনীর, আল-মুজামুল ওয়াসীত

www.amarboi.org

www.amarboi.org

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

النَّسِيئَةُ (আন-নাসীআহ) : বাকি

নাসীআহ (النَّسِيئَةُ) শব্দের মূল অর্থ হলো বিলম্ব। যদি পরবর্তী সময়ে মূল্য পরিশোধের শর্তে পণ্য বিক্রি করা হয় তাহলে বলা হয় : بِعْتُ السِّلْعَةَ بِنَسِيئَة ، أَوْ نَسِيئَةً ، أَوْ نَسَاءً "আমি পণ্যটি বাকিতে বিক্রি করেছি অর্থাৎ মূল্যপ্রাপ্তি বিলম্বিত করেছি।" উক্ত শব্দের মূল نَسَأَ الشَّيْءَ "সে বস্তুটি বিলম্বে প্রদান করল।"[৪] এটির পারিভাষিক অর্থ শাব্দিক অর্থ থেকে ভিন্ন নয়।[৫]

যোগসূত্র হলো التَّأْجِيل (বিলম্ব) এবং الْحُلُول (নগদ) যেমন পরস্পর বিপরীত তেমনি النَّسِيئَةُ (বাকি) শব্দটি النَّقْد (নগদ)-এর বিপরীত।

নাক্‌দ (النَّقْد)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিধানসমূহ

প্রথমত : নাক্‌দ (النَّقْد) শব্দটি অবিলম্ব অর্থে ব্যবহৃত

হকদার ব্যক্তিকে অর্থ সম্পদ প্রদানের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, বাকিতে বা নগদে পরিশোধ করার চুক্তি করা বৈধ হবে। সুতরাং যা চুক্তি হবে তা মেনে চলা আবশ্যক হবে। কারণ মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود "হে মুমিনগণ তোমরা চুক্তি পূরণ করো।"[৬] বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য এবং ইজারার ক্ষেত্রে ভাড়াও চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। যদি চুক্তিটি এ ক্ষেত্রে শর্তহীন থাকে তাহলে মূলনীতি হলো, আবশ্যকীয়ভাবে সে প্রাপ্য পরিশোধ করা। অন্যথায় চুক্তি সম্পাদনকারী অন্য ব্যক্তি তার প্রাপ্য ও অধিকার না পাওয়া পর্যন্ত পণ্যটি আটকে রাখতে পারবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : ثَمَن ও تَسْلِيم

দুই প্রকার চুক্তি এরূপ চুক্তি থেকে ভিন্ন হবে

প্রথম প্রকার : যে ক্ষেত্রে নগদ পরিশোধ করা আবশ্যক :

ক. সোনা বা রুপার বিনিময়ে সোনা বা রুপা বিক্রি শুদ্ধ হবে, যদি উভয় পক্ষ থেকে নগদ সোপর্দ করা হয়। তা না করে কেউ যদি বাকিতে বিক্রি করে অথবা চুক্তির বৈঠকের পর পরিশোধ করে তাহলে শুদ্ধ হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّة ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلاً بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

---

৩. রওযাতুত তালিবীন, খ. ৫, পৃ. ১১৭; আল-মাবসুত, খ. ১২, পৃ. ১৩৭

৪. আল-কামুসুল মুহীত

৫. আল-মাতলাউ আলা আবওয়াবিল মুকান্না, পৃ. ২৩৯

৬. সূরা মায়েদা, আয়াত : ১

www.amarboi.org

"স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ, সমান সমান করে নগদ বিক্রি করতে হবে। যদি এ সব বস্তুর শ্রেণী পরিবর্তন হয় তাহলে তোমরা তোমাদের ইচ্ছামতো বিক্রি করতে পারবে, যদি তা নগদ বিক্রি করো।"[৭] এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : ربا ও صَرْف

কতিপয় ফকীহের মতে ফুলূস (الفلوس) (অর্থাৎ স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত অন্য সিলযুক্ত মুদ্রা) -কে এই বিধানে সোনা এবং রুপার সাথে যুক্ত করা হবে। অবশ্য কিছু ফকীহের মতে ফুলূস-এর মধ্যে সুদ নেই। বিস্তারিত জানতে দেখুন : صَرْف

খ. অধিকাংশ ফকীহের মতে সালাম (যে বিক্রিতে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করা হয়) বিক্রি শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, চুক্তির বৈঠকে মূল্য পরিশোধ করা। এর কারণ, যদি মূল্য প্রদানে কেউ বৈঠক থেকে বিলম্ব করে তাহলে তা বাকির বিনিময়ে বাকি বিক্রি সাব্যস্ত হবে। রাসূলুল্লাহ স. নিম্নোক্ত হাদীসটিতে তা থেকে নিষেধ করেছেন:

قَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

নবী স. বাকির বিনিময়ে বাকি বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।[৮]

মালেকী ফকীহগণ হস্তগত করার ক্ষেত্রে এক, দুই, তিন দিনের বিলম্ব বৈধ ঘোষণা করেছেন।[৯] এ সম্পর্কে মালেকীগণের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। দেখুন : سَلَم

গ. বিক্রীত পণ্যের মূল্য, পারিশ্রমিক, ধারে নেয়া বস্তু ইত্যাদির বিনিময়ে দায়িত্বে সাব্যস্ত হওয়া দেনা দেনাদার ব্যক্তি ছাড়া অন্য ব্যক্তির নিকট বিক্রি করা বৈধ হবে না। তবে দেনাদার ব্যক্তির নিকট বিক্রি করা বৈধ হবে। এ ক্ষেত্রে শর্ত হলো, চুক্তির বৈঠক থেকে তারা দুইজন পৃথক হওয়ার পূর্বে ক্রেতা কর্তৃক মূল্য পরিশোধ

---

৭. 'স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য.....' এটি উবাদা বিন সামিতের বর্ণিত হাদীস, ইমাম মুসলিম (খ. ৩, পৃ. ১২১১, প্রকাশক : ঈসা আল হালাবী) কর্তৃক উদ্ধৃত।

৮. হাদীসটি ইমাম বায়হাকী কর্তৃক সুনান (খ. ৫, পৃ. ২৯০, মুদ্রণ দারুল মায়ারিফিল উছমানিয়া) এবং ইমাম হাকেম কর্তৃক মুসতাদরাক (খ. ২, পৃ. ৫৭, দায়েরাতুল মাআরিফ) গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে। ইবনে হাজার বুলুগুল মারামে (পৃ. ১৯৩, মুদ্রণ আব্দুল সাত্তার মাফনী) এ হাদীসটি দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন।

৯. রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার, হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ২১৭; মুগনিল মুহতাজ শরহুল মিনহাজ, খ. ২, পৃ. ১০২; ইবনে কুদামা, আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ২৯৫, তৃতীয় মুদ্রণ; হাশিয়া দুসূকী আলাশ শারহিল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ১৯৫; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ৭২-৭৫

www.amarboi.org

করা– যদি তা এমন বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করা হয় যা বাকিতে বিক্রি করা যায় না। কারণ ইবনে উমর রা.-এর হাদীসে আছে, তিনি বলেন, আমি বললাম :

يَا رَسُول اللّه ، إِنِّي أَبِيعُ الإِبِل بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ ، آخُذُ هَذِه مِنْ هَذِه ، وَأُعْطِي هَذِه مِنْ هَذِه ، فَقَال رَسُول اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

"হে আল্লাহর রাসূল, আমি বাকী নামক বাজারে উট বিক্রি করি, আমি দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করে দিরহাম গ্রহণ করি। এবং দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করি এবং দীনার গ্রহণ করি। এভাবে আমি এটির বিনিময়ে ওটি গ্রহণ করি এবং এটির বিনিময়ে ওটি প্রদান করি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ স. বললেন, যদি তোমাদের দুই জনের মধ্যে কোনো কথা অবশিষ্ট রেখেই তোমরা পৃথক হয়ে যাবে, এমন না হয়, তাহলে ঐ দিনের দর অনুযায়ী গ্রহণ করলে কোনো সমস্যা নেই।"[১০]

সুতরাং এটি এ কথা প্রমাণ করে যে, দেনাদার ব্যক্তির নিকট যে মুদ্রা পাওনা আছে, পাওনাদার কর্তৃক সেই মুদ্রার বিনিময়ে অপর মুদ্রা বিক্রি করা (অর্থাৎ একটির পরিবর্তে অপরটি প্রদান করা) জায়েয হবে– যদি নগদ বিক্রি হয়। এমনিভাবে বিক্রির সাথে অন্য লেনদেনের তুলনা করা হবে। যদি চুক্তির বৈঠকে তা হস্তগত না করা হয় তাহলে শুদ্ধ হবে না।[১১]

এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এবং মতভেদের জন্য দ্রষ্টব্য : صَرْف ও دَيْن

দ্বিতীয় প্রকার : যেখানে নগদের বাধ্যবাধকতা অসম্ভব :

ক. ভুলক্রমে হত্যা এবং ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে তুলনীয় হত্যার রক্তমূল্য এ প্রকারের আওতাভুক্ত। কারণ তিন বছরের প্রতি বছরের শেষে এক-তৃতীয়াংশ রক্তমূল্য হত্যাকারী ব্যক্তির দায়িত্বশীলদের ওপর ওয়াজিব হবে। এর কারণ, বর্ণিত আছে, ইবনে উমর এবং আলী রা. অনুরূপ বিচার করেছেন। তাদের কোনো বিরোধিতাকারী ছিল বলে জানা নেই। সুতরাং তাতে ইজমার বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়।[১২]

---

[১০]. হাদীস : সেই দিনের মূল্য অনুযায়ী পণ্য গ্রহণ করায় কোন সমস্যা নেই। হাদীসটি আবু দাউদ (খ. ৩, ৬৫০-৬৫১, মুদ্রণঃ হিমস) কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে। ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, এটি ইবনে উমরের মাওকূফ হাদীস হওয়ার কারণে শু'বা হাদীসটিকে ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন, যা ইবনে হাজার রহ. তাঁর তালখীস (খ. ৩, খ. ২৬, মুদ্রণ শারিকাতুত তিবাআতিল ফানিয়া) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

[১১]. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৮৮; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭০; হাশিয়াতুল কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ২১৪, শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২২; আল-ফুরু, খ. ৪, পৃ. ২২, ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ২৪৪

[১২]. ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৪১১; দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ২৮৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ৩০১; আল-মুগনী মায়াশ শারহিল কাবীর, খ. ৯, পৃ. ৪৯২

www.amarboi.org

খ. খিয়ারুশ শরত (অর্থাৎ শর্তের ভিত্তিতে বিক্রয়চুক্তি চূড়ান্ত করা বা বাতিল করার ক্ষমতা) থাকাকালীন সময়ে নগদ মূল্য পরিশোধ করা। ফকীহগণ এ কথায় একমত, খিয়ারুশ শর্ত (خِيَارُ الشَّرْطِ) বিশিষ্ট বিক্রির ক্ষেত্রে নগদ মূল্য পরিশোধ করা ক্রেতার জন্য আবশ্যক নয়। বরং বিলম্বে পরিশোধ করাও তার জন্য বৈধ। কারণ বিক্রি বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ইচ্ছা করলে নগদ মূল্য পরিশোধ করাও তার জন্য বৈধ হবে। তবে এটি বিক্রয়চুক্তি চূড়ান্ত করা বা বাতিল করার ক্ষমতা রহিত করবে না।

গ. মালেকী ফকীহগণ মতপোষণ করেন, যদি খিয়ারবিশিষ্ট বিক্রির মধ্যে বিক্রেতা ক্রেতাকে নগদ মূল্য পরিশোধ করার শর্ত প্রদান করে, তাহলে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ ক্রেতা যা নগদ পরিশোধ করবে তা দোদুল্যমান থাকবে; যদি চুক্তি বাতিল হয়ে যায় তাহলে এটি ঋণ হবে; আর যদি বাতিল না হয় তাহলে এটি মূল্য হবে। পক্ষান্তরে যদি বিনা শর্তে স্বেচ্ছায় নগদে মূল্য পরিশোধ করে তাহলে চুক্তি বাতিল হবে না।

মালেকী ফকীহগণ এমন কিছু অবস্থা বর্ণনা করেছেন যেগুলো এটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং এতে নগদ মূল্য পরিশোধ করার শর্ত করা যায় না। যদি নগদ প্রদত্ত মূল্যটি বিনিময় অথবা ঋণ হওয়ায় দোদুল্যমান হয় তাহলে তা নিষিদ্ধ হবে। কারণ এটি হবে এমন ঋণ যা দ্বারা উপকার লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে। উক্ত অবস্থাসমূহ নিম্নরূপ :

যদি চাষ করার জন্য কেউ স্বীয় ভূমি ভাড়ায় প্রদান করে, আর উক্ত ভূমিতে পানির সরবরাহে সে নিশ্চিত না হয়, বরং এ ব্যাপারে সন্দেহ থেকে যায়, যেমন ঐ সমস্ত ভূমি যা বৃষ্টির পানিতে সিক্ত হয়। সে ভূমি চাষ করাকালে যদি সিক্ত হয় তাহলে নগদ প্রদত্ত অর্থ ভাড়া হবে। আর যদি উক্ত ভূমি সিক্ত না হয় তাহলে নগদ প্রদত্ত অর্থ হবে ঋণ।

যদি কেউ কোনো নির্দিষ্ট শ্রমিক ভাড়া করে, আর সে এক মাস পর কাজ আরম্ভ করে, তাহলে যদি পারিশ্রমিক নগদ প্রদান করার শর্ত করে, তাহলে ইজারা বাতিল হয়ে যাবে। কারণ এক্ষেত্রে শ্রমিক মারা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে প্রদত্ত অর্থ হবে ঋণ এবং শ্রমিক নিরাপদ থাকার সম্ভাবনাও রয়েছে, তাহলে উক্ত অর্থ হবে পারিশ্রমিক।

মালেকী ফকীহগণের মতে সে ক্ষেত্রেও নগদ পরিশোধ করা নিষিদ্ধ, যে ক্ষেত্রে খিয়ার-এর দিনসমূহ অতিবাহিত হওয়ার পর তা হস্তগত করা হয়, যদিও তাতে

www.amarboi.org

কোনো শর্ত না করা হয় এবং যদিও মূল্যটি এমন বস্তু হয় যা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না, অর্থাৎ মূল্যটি সমজাতীয় বস্তু হয়। এক্ষেত্রে নিষেধের কারণ হলো পরবর্তী সময়ে যা দায়িত্বে আবশ্যক হবে তা বাতিল করা। তারা এর অনেক উদাহরণ উল্লেখ করেছেন।

যেমন : খিয়ারের মেয়াদ শেষে আরোহণের জন্য যদি কেউ কোনো বাহন ভাড়া করে, তা নির্দিষ্ট হোক কিংবা অনির্দিষ্ট, তাহলে কোনোভাবেই উক্ত বাহনের ভাড়া নগদ পরিশোধ বৈধ হবে না। কারণ যদি খিয়ারের মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে ভাড়াকে শর্তযুক্ত করে, তাহলে ভাড়ায় গ্রহণকারী ব্যক্তি ভাড়া প্রদানকারী ব্যক্তির দায়িত্বে থাকা তার মূল্যকে এমন বস্তুর বিনিময়ে বাতিল করল যা সে এখনই নিয়ে নিতে পারছে না। বরং খিয়ারের মেয়াদ শেষান্তে নিতে পারবে। কারণ শুরুতে হস্তগতকরণ শেষে হস্তগতকরণের সমতুল্য নয়।[১৩]

ঘ. কমিশনের ক্ষেত্রে নগদ পরিশোধের শর্ত করা নিষিদ্ধ। তাই যদি নগদে পরিশোধ করার শর্ত করে, তাহলে মালেকী এবং শাফেয়ী ফকীহগণের মতে উক্ত শর্তের কারণে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।[১৪] আর যদি শর্ত করার কারণে নয়, বরং স্বেচ্ছামূলক নগদ পরিশোধ করে, তাহলে চুক্তি বাতিল হবে না। দ্রষ্টব্য : جعالة

দ্বিতীয়ত : নাকদ (النقد)-এর অর্থ সোপর্দ করা

পণ্য সোপর্দ করার পূর্বে মূল্য নগদ পরিশোধ :

বিভিন্ন ধরনের চুক্তিতে ভিন্নতার কারণে বিধান ভিন্ন ভিন্ন হয়।

সরফ (الصرف) (অর্থাৎ মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রি) এবং মুকায়াযাহ (المقايضة) (অর্থাৎ পণ্যের বিনিময়ে পণ্য বিক্রি)-এর ক্ষেত্রে কোনো একজনের প্রথমে মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক নয়। কারণ, এক্ষেত্রে একজন অপরজনের তুলনায় অধিক দায়বদ্ধ নয়। আর যদি তারা উভয়ে মতবিরোধ করে, তাহলে তাদের দুইজনের মাঝে অপর একজন ন্যায় বিচারককে সালিস রূপে নির্ধারিত করা হবে যিনি তাদের দুইজনের নিকট থেকে হস্তগত করে অপরজনের কাছে তা পরিশোধ করবে। তবে সালাম বিক্রি (অর্থাৎ যে বিক্রিতে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করা হয়)-এর ক্ষেত্রে প্রথমে মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক, যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে।

---

১৩. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৪৯৯; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ৪২; আল-মুগনী, খ. ৩, পৃ. ৫১৮; আদ-দুসূকী আলাশ শারহিল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ৯৪, ৯৬-৯৮

১৪. আশ-শারহুল কাবীর ওয়া হাশিয়াতুদ দুসূকী, খ. ৩; পৃ. ৯৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৪৬৩

www.amarboi.org

আর আল-বায়'উল মুতলাক (الْبَيْع الْمُطْلَق) অর্থাৎ মুদ্রার বিনিময়ে পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে প্রথমে কে পরিশোধ করবে তা নিয়ে ফকীহগণের ব্যাখ্যা ও মতবিরোধ রয়েছে।[১৫] বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : تَسْلِيم ও ثَمَن এবং مُقَايَضَة

খিয়ারুন নকদ (خِيَارُ النَّقْد)

খিয়ারুন নক্দ হলো চুক্তিসম্পন্নকারী দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন অপরজনের ওপর শর্ত বেঁধে দেওয়া যে, যদি সে নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে মূল্য পরিশোধ না করে তাহলে তাদের মাঝে চুক্তি থাকবে না। এ শর্তটি কোনো সময় বিক্রেতার স্বার্থে আরোপিত হয়, আবার কখনও ক্রেতার স্বার্থে আরোপিত হয়।

উক্ত শর্তের বৈধতার ব্যাপারে ফকীহগণ মতবিরোধ করেছেন। হানাফী ও হাম্বলী ফকীহগণ এটি বৈধ মনে করেন। এটি শাফেয়ী ফকীহগণের বিশুদ্ধ মতের পরিপন্থী একটি মত। এর কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, উমর রা. উক্ত মত গ্রহণ করেছেন এবং কাজী শুরাইহ্ উক্ত মতানুসারে বিচার করেছেন। দ্বিতীয়ত ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করার ব্যাপারে স্বীয় সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। বিক্রেতারও এ বিষয়টি জানা প্রয়োজন যে, ক্রেতা মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলেও অথবা মূল্য পরিশোধ করতে বাহানা করলেও তাকে পণ্য দিতে হবে কি-না।[১৬]

মালেকী ফকীহগণের মতে শায়েখ উলাইশ বলেন : আমার জানামতে উক্ত মাসআলায় সাতটি মত রয়েছে :

প্রথম : শুরুতেই এই বিক্রি মাকরূহ। তবে যদি এটি সংঘটিত হয় তাহলে বিক্রি শুদ্ধ হবে, আর শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। এটিই হল মুদাউওয়ানা গ্রন্থের অভিমত।

দ্বিতীয় : বিক্রি বাতিল।

তৃতীয় : বিক্রি বৈধ এবং শর্তও বৈধ। তামবিহাত নামক গ্রন্থে কাজী ইয়াজ (عِيَاض) উক্ত মতগুলো বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ : তার নিম্নোক্ত এ দু কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে : যদি তুমি আমার নিকট মূল্য নিয়ে আস এবং যদি তুমি আমার নিকট মূল্য নিয়ে না আস। সুতরাং যদি সে বলে : আমি তোমার নিকট এই শর্তে বিক্রি করব, যদি

---

১৫. আল-ইখতিয়ার লি তা'লিলিল মুখতার, খ. ২, পৃ. ৮; হাশিয়াতুদ দুসূকী আলাশ শারহিল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ১৪৭; আল-কালয়ুবী আলা শারহিল মিনহাজ, খ. ২, পৃ. ২১৮

১৬. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ৩৯; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৫০২; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৫, পৃ. ১৭৫; আল-মুগনী, খ. ৩,পৃ. ৫৩১; আল-মাজমু, খ. ৯, পৃ. ১৯৩

www.amarboi.org

তুমি মূল্য নিয়ে আস তাহলে আমার ও তোমার মাঝে বিক্রি হবে, তবে মূল্য নগদ পরিশোধ করতে হবে। এভাবে যেন সে এটিকে চূড়ান্ত বিক্রি মনে করছে এবং বিলম্বে মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে বিক্রয় বাতিল করার ইচ্ছা করছে। তাই শর্ত বাতিল হবে এবং নগদ মূল্য পরিশোধ করতে হবে। আর যদি বলে, যদি তুমি আমার নিকট মূল্য না নিয়ে আস তাহলে যেন তাদের উভয়ের মাঝে বিক্রয় চুক্তি সংঘটিত হয়নি, তবে যদি সে মূল্য নিয়ে আসে (তাহলে বিক্রি সংঘটিত হবে)। সুতরাং নগদ মূল্য পরিশোধে তাকে বাধ্য করা হবে না। তবে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বাধ্য করা যাবে।

পঞ্চম : ক্রেতাকে আটকে রাখবে। অতঃপর যদি সে নগদ মূল্য পরিশোধ করে তাহলে বিক্রয় কার্যকর হবে; অন্যথায় তা প্রত্যাখ্যান করা হবে।

ষষ্ঠ : যে সব পণ্যে ত্বরিৎ পরিবর্তন ঘটে না সে সব পণ্যে এরূপ বৈধ। আর যে সব পণ্যে ত্বরিৎ পরিবর্তন ঘটে সে সব পণ্যে এরূপ মাকরূহ।

সপ্তম : মেয়াদ হয়তো এক মাস উল্লেখ করা হলো, তাহলে এটির বিধান অশুদ্ধ বিক্রির বিধানের মতো হবে, যা ইবনুল কাসিমের বরাত দিয়ে ইবনে লুবাবা তামবিহাত নামক গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।[১৭]

শাফেয়ী ফকীহগণের নিকট বিশুদ্ধ মত হলো, উক্ত চুক্তি বাতিল। কারণ উক্ত শর্ত খিয়ারের শর্ত নয়। বরং তা বিক্রয় অশুদ্ধকারী শর্ত। কারণ সে বিক্রির মধ্যে সাধারণ শর্ত করেছে। তাই এটি নিম্নের বিষয়ের সাথে তুলনীয় হয়ে গেল। তা হলো এই শর্তে বিক্রি করা যে, যদি যায়েদ আগমন করে তাহলে তাদের দুইজনের মধ্যে কেনাবেচা হবে না। হানাফী ফকীহ ইমাম যুফার রহ. এরূপই বলেছেন।[১৮] বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : خِيَار النَّقْد

তৃতীয়ত : নাকদ (النَّقْد)-এর অর্থ জাল মুদ্রা থেকে সঠিক মুদ্রা পৃথক করা ব্যবসায়ী কর্তৃক মুদ্রা চেনা

ইমাম গাযালী রহ. ইহয়াউ উলুমিদ্দীন গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ব্যবসায়ীর মুদ্রা চেনা আবশ্যক। এটি শিক্ষা করা, জানা নিজের জন্য নয়। বরং সে যেন নিজের অজান্তে মুসলিমের নিকট জাল মুদ্রা অর্পণ করা থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

---

১৭. ফাতহুল আলী আল-মালেক, খ. ১, পৃ. ৩৫৩

১৮. আল-মাজমু, খ. ৯, পৃ. ১৯৩; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ৩৯; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৫০২; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৫, পৃ. ১৭৫

www.amarboi.org

সুতরাং এই বিদ্যা অর্জনে অবহেলার কারণে পাপী হবে। কারণ, যে কোনো আমল শিক্ষা করার দ্বারা মুসলিমদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়ে থাকে, তা অর্জন করা আবশ্যক। এ সব কারণে পূর্ববর্তী মনীষীগণ মুদ্রার চিহ্নসমূহ শিক্ষা করতেন ধর্মের স্বার্থে, পার্থিব স্বার্থে নয়।[১৯]

মুদ্রা পরখকারীর পারিশ্রমিক

মূল্য ও মুদ্রা পরখকারীর পারিশ্রমিক কার দায়িত্বে থাকবে তা নিয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন :

মালেকী ফকীহগণের মাযহাব, যা হানাফী ফকীহগণের বিশুদ্ধ মত, তা হলো, এটি ক্রেতার দায়িত্বে থাকবে। হানাফী ফকীহগণের এ মতের ওপরই ফতোয়া। এবং এটি জাহির রেওয়ায়াতের ভাষ্য। কারণ সঠিক মুদ্রা মূল্য হিসাবে হস্তান্তর করা তার জন্য আবশ্যক। আর পরীক্ষা ব্যতীত ভালো হওয়ার বিষয়টি জানা সম্ভব না। যেমন পরিমাপের দ্বারা পরিমাণ জানা যায়। যদি হস্তগত করার পূর্বে পরখ করা হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে উক্ত নিয়ম প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে পণ্য হস্তগত করার পর হলে মুদ্রা পরীক্ষা করার খরচ বিক্রেতার ওপর ধার্য করা হবে।

আর শাফেয়ী ফকীহগণের মাযহাব হলো মুদ্রা পরীক্ষার খরচ বিক্রেতার ওপর আরোপিত হবে। হাম্বলী ফকীহগণ বলেন, মুদ্রা পরীক্ষার পারিশ্রমিক যে তা খরচ করবে তার ওপর আরোপিত হবে। সে বিক্রেতা হোক কিংবা ক্রেতা হোক।[২০]
বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : بَيْع ও ثَمَن

–মোঃ হাবীবুর রহমান

১৯. ইহয়াউ উলুমিদদীন, খ. ৪, পৃ. ৭৭৮; মুদ্রণ: দারুশ শায়াব

২০. শরহু ফাতহিল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ১০৮; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫৬০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৩; শরহুল মুনতাহা, খ. ২, পৃ. ১৯১-১৯২; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২৮; আশ-শারহুল কাবীর মায়া হাশিয়া আদ-দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ১৪৪

www.amarboi.org

نَسَاءٌ : বাকি : Credit

পরিচিতি

নাসা (النَّسَاءُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

নাসা (النَّسَاءُ) অর্থ বিলম্ব করা। বলা হয় : نَسَأَ اللهُ أَجَلَهُ "আল্লাহ তার মৃত্যু বিলম্বিত করুন।" বাবে فَتَحَ থেকে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যখন আল্লাহ মৃত্যু বিলম্বিত করেন, বলা হয় : نَسَأَ اللهُ فِي أَجَلِهِ أَنْسَأَهُ وَأَنْسَأَ فِيهِ "আল্লাহ তার মৃত্যু বিলম্বিত করেছেন।"[১]

নাসা-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থে কোনো পার্থক্য নেই ।

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

النَّقْدُ (আন-নাক্‌দ) : নগদ[২]

নাক্‌দ (النَّقْدُ)-এর আভিধানিক অর্থ হলো দিরহামে বাছাই করে তা থেকে খাঁদ/ভেজাল মুদ্রা বের করে ফেলা, দিরহাম হস্তগত করা, গ্রহণ করা, দান করা। এ শব্দটি বাকির বিপরীত। বলা হয়ে থাকে : نَقَدْتُ لَهُ الدَّرَاهِمَ ثَمَنَ الْمَبِيعِ : أَعْطَيْتُهُ حالًا فَانْتَقَدَهَا "আমি তাকে পণ্যের মূল্যে নগদ দিরহাম প্রদান করেছি, অতঃপর সে তা হস্তগত করেছে।"[৩]

জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা.-এর উট সম্পর্কীয় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন : فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ অর্থাৎ তিনি আমাকে তার নগদ মূল্য প্রদান করেছেন।[৪]

পরিভাষায় নাক্‌দ হচ্ছে স্বর্ণ ও রৌপ্য। সেই সাথে এটি বাকির বিপরীত। নাসা শব্দটি বাকি অর্থে নাক্‌দ (নগদ)-এর সম্পূর্ণ বিপরীত।[৫]

বাকি (النَّسَاءُ)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিধান

চুক্তিসমূহে বাকি

ফকীহদের এ কথায় কোনো মতভেদ নেই, যেসব চুক্তিতে দুই বিনিময়ের পরিমাণে পার্থক্য করা হারাম, সেসব চুক্তির মধ্যে বাকি লেনদেনও হারাম এবং

---

১. আল-মিসবাহুল মুনীর, আল কামূস, ইবনে আরাবী রচিত আহকামুল কুরআন, খ. ২, পৃ. ৫০১, মুদ্রণ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা

২. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২১

৩. লিসানুল আরব, আল-মিসবাহুল মুনীর

৪. জাবের রা.-এর হাদীসটি ইমাম বুখারী (ফাতহুল বারী, খ. ৫, পৃ. ৩১৪ মুদ্রণ: সালাফিয়া) ও মুসলিমে (খ. ৩, পৃ. ১২২১, প্রকাশক : ইসা আল-হালাবী) উদ্ধৃত হয়েছে

৫. লিসানুল আরব; আমীমুল ইহসান বরকতী রচিত কাওয়াইদুল ফিকহ

www.amarboi.org

www.amarboi.org

হস্তগত করার পূর্বে ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক হওয়াও হারাম। কারণ রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : عَيْنًا بِعَيْنٍ [৬] এবং يَدًا بِيَدٍ [৭] অর্থাৎ নগদ বস্তুর নগদ বিক্রি হতে হবে। দ্বিতীয়ত বাকি হারাম হওয়ার বিষয়টি অতি জোড়ালো। যেহেতু কম-বেশি করে বিক্রি করাই হারাম, সেহেতু বাকিতে বিক্রি হারাম না হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। দুই শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে নগদ বিক্রিতে কম-বেশি করা জায়েয, তবে বাকিতে তা জায়েয নয়।

দুই শ্রেণির পণ্যের মধ্যে কম-বেশি করে বিক্রি জায়েয, এক্ষেত্রে মতভেদ করেছেন কেবল সাঈদ বিন জুবাইর রা.। তিনি বলেন, যে দুই বস্তুর উপকার কাছাকাছি সেই দুই বস্তুর মধ্যে নগদ বা বাকি কোনো ভাবেই কম-বেশি করে বিক্রি জায়েয নয়। সাঈদ বিন জুবাইরের উক্তিকে নিম্নের হাদীস প্রত্যাখ্যান করে। হাদীস হলো :

بِيعُوا الذهَبَ بِالْفِضَةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ ، وبِيعُوا الْبُرَّ بِالتمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ ، وبِيعُوا الشَّعِيرَ بِالتمْرِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ

"তোমরা রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ যেভাবে ইচ্ছা নগদ বিক্রি করো, খেজুরের বিনিময়ে গম যেভাবে ইচ্ছা নগদ বিক্রি করো এবং খেজুরের বিনিময়ে যব যেভাবে ইচ্ছা নগদ বিক্রি করো।"[৮]

আর বাকি লেনদেনের মাসআলায় যেই দুই শ্রেণির পণ্যের মধ্যে একটি ইল্লাত (কারণ) পাওয়া গেলেই সুদের বিধান কার্যকর হয়, যেমন পরিমাপযোগ্য পণ্যের বিনিময়ে পরিমাপযোগ্য পণ্য, আহারযোগ্য পণ্যের বিনিময়ে আহারযোগ্য পণ্য। যারা সুদের জন্যে একটি কারণই যথেষ্ট বলেন তাদের মতে এই দুই শ্রেণির একটিকে অপরটির বিনিময়ে বাকিতে বিক্রি করা কোনো মতভেদ ছাড়াই হারাম। কারণ রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন :

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"এসব শ্রেণির পণ্য ভিন্ন ভিন্ন হলে যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করো– যদি তা নগদ হয়।"[৯]

---

৬. হাদীসটি উবাদা বিন সামেত রা. বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসের অংশ। ইমাম মুসলিম (খ. ৩, পৃ. ১২১০ প্রকাশক : ইসা হালাবী) কর্তৃক উদ্ধৃত।

৭. হাদীসটি আবু বাকরা নুফাই বিন হারেস রা.-এর, ইমাম মুসলিম (খ. ৩, পৃ. ১২১৩; ঈসা আল-হালবী) কর্তৃক উদ্ধৃত।

৮. হাদীসটির বর্ণনাকারী উবাদা বিন সামেত রা.। তিরমিযী, খ. ৩, পৃ. ৫৩২, প্রকাশক : হালাবী; সহীহ মুসলিম (খ. ৩, পৃ. ১২১১)

www.amarboi.org

অন্য এক বর্ণনায় এরূপ আছে :

لا بَأسَ بِبَيْعِ الذهَبِ بالفِضّة والفِضّةُ أكثَرُهُمَا : يَدًا بِيَدٍ ، وأمّا نَسِيئةً فلاَ ، ولاَ بَأسَ بِبَيْعِ البُرِّ بالشَعيرِ والشَعيرُ أكثَرُهُمَا يَدًا بِيَدٍ ، وأمّا نَسيئةً فلاَ

"রৌপ্যের পরিমাণ তুলনামূলক বেশি হওয়া অবস্থায় রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ নগদ বিক্রিতে সমস্যা নেই। কিন্তু বাকি হলে তা বৈধ হবে না। আর যবের পরিমাণ তুলনামূলক বেশি হওয়া অবস্থায় যবের বিনিময়ে গম নগদ বিক্রিতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু বাকি হলে তা বৈধ হবে না।"[১০]

তবে যদি দুটি বিনিময়ের একটি মূল্য হয় আর অপরটি হয় পণ্য, তাহলে কোনোরূপ মতভেদ ছাড়াই পণ্য বাকিতে বিক্রি করা যাবে।[১১] কারণ শরীয়তপ্রণেতা সালাম-বিক্রি (অর্থাৎ অগ্রিম মূল্য পরিশোধযোগ্য বিক্রি)-এর ব্যাপারে সুযোগ প্রদান করেছেন। আর মূলধনের মধ্যে মূল হচ্ছে দিরহাম ও দীনার। সুতরাং যদি সালাম-বিক্রির ক্ষেত্রে বাকি পরিশোধ করা হারাম করা হয়, তাহলে পরিমাণযোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে সালাম বিক্রির পথ বন্ধ হয়ে যাবে।[১২] বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরিভাষা رِبًا এবং তৎপরবর্তী পরিভাষা দ্রষ্টব্য।

অংশীদার, উকীল ও মুদারিব কর্তৃক বাকিতে বিক্রি

শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহদের মাযহাব হচ্ছে, এমন ব্যক্তির বাকিতে বিক্রি করা বৈধ হবে না যার অন্যের সম্পদে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক; যেমন মুদারাবার মধ্যে পুঁজির মালিক, বিক্রির জন্য প্রতিনিধি নিয়োগকারী, ব্যবসার সম্পদের অংশীদার ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া যথাক্রমে মুদারিব–কর্মী, উকীল এবং ব্যবসার সম্পদের অপর অংশীদার ব্যক্তি বাকিতে বিক্রি করতে পারবে না। তাকে অনুমতি প্রদান করা হলে বৈধ হবে।

মেয়াদ নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি না করা আবশ্যক। যদি তাতে কোনো সময় নির্ধারণ করা হয় তাহলে তা অনুসরণ করা হবে। আর যদি নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ না করা হয়, তাহলে যদি প্রচলন ও সাধারণ রীতি থাকে, তাহলে সে অনুপাতে সময় ধর্তব্য হবে; অন্যথায় কল্যাণের দিক বিবেচনা করবে। আর যদি এধরনের ব্যক্তিকে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা হয়, তাহলে বাকিতে

---

৯. হাদীসটি উবাদা বিন সামেতের বর্ণিত, মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১২১১, প্রকাশক : ইসা হালাবী

১০. হাদীসটি উবাদা বিন সামেতের বর্ণনায় ইমাম আবু দাউদ (খ. ৩, পৃ. ৬৪৬ মুদ্রণ : হিমস) কর্তৃক উদ্ধৃত

১১. ইবনে কুদামা রচিত আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১১; মুগনিল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪১১; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ৮৭-৮৮; আল-কাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ১৬৬, মুদ্রণ দারুল কলম

১২. আল -মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১২; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪১০

www.amarboi.org

বিক্রয়কালে তার সাক্ষী রাখা আবশ্যক। যেমনিভাবে আস্থাভাজন ব্যক্তি হলেই কেবল তার সাথে বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় করা আবশ্যক।

যদি উল্লিখিত ব্যক্তির সাথে আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারটি শর্তহীন ও সাধারণ রাখা হয়, তাহলে তার জন্য বাকিতে বিক্রি জায়েয নেই। যদিও তা স্বাভাবিক মূল্য অপেক্ষা অধিক হয়। কারণ শর্তহীন হওয়ার চাহিদা হলো নগদ হওয়া। যেহেতু এটিই সাধারণত হয়ে থাকে।[১৩]

তবে হাম্বলী ফকীহগণ শর্তহীনভাবে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে উকীল (প্রতিনিধি) এবং মুদারিব কর্মী ও অংশীদারের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করে বলেন, যদি বাকি অথবা নগদের শর্ত ছাড়া সাধারণভাবে অনুমতি প্রদান করা হয়, তাহলে উকীল কর্তৃক বাকিতে বিক্রি করা বৈধ হবে না। আর মুদারাবা-কর্মী ও অংশীদার কর্তৃক বাকিতে বিক্রি করা বৈধ হওয়া প্রসঙ্গে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে।

একটি বর্ণনা হলো, তাদের জন্য এরূপ করা বৈধ হবে না। কারণ বিক্রির ক্ষেত্রে তারা দুইজনই প্রতিনিধি। তাই এ বিষয়ে স্পষ্ট অনুমতি ছাড়া তাদের দুই জনেরও উকীলের ন্যায় বাকিতে বিক্রি করা বৈধ হবে না। কারণ, প্রতিনিধির জন্য কেবল সাবধানতার ভিত্তিতে লেনদেন করা বৈধ। আর বাকিতে বিক্রির ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতারণার আশঙ্কা রয়েছে। আর অবস্থার প্রাসঙ্গিকতা শর্তহীন বক্তব্যকে শর্তযুক্ত করে দেয়। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যেন সে বলেছে, নগদ বিক্রি করো।

অপর বর্ণনাটি হলো, মুদারিব–কর্মী এবং ব্যবসার অংশীদারের জন্য বাকিতে বিক্রি করা বৈধ। কারণ মুদারাবা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে অনুমতি বলে সাধারণ ব্যবসার অনুমতি বুঝানোই ব্যবসায়ীদের অভ্যাস। সেই সাথে এর দ্বারা লাভ উদ্দেশ্য। আর বাকিতেই লাভ অধিক হয়ে থাকে। এবং সাধারণ ওকালত থেকে মুদারাবা কর্মী ও অংশীদারের বিক্রি ভিন্ন ও আলাদা হবে। কারণ ওকালত লাভের উদ্দেশ্যের সাথে নির্ধারিত নয়। বরং তাতে কেবল উদ্দেশ্য হল মূল্য লাভ করা। সুতরাং যদি (বাকির) ঝুঁকি ছাড়া মূল্য লাভ করা সম্ভব হয় তাহলে তা উত্তম হবে। তা ছাড়া বিক্রির ক্ষেত্রে শর্তহীন ওকালত (দায়িত্ব অর্পণ) এ কথা সাব্যস্ত করে যে, উকীল নিয়োগকারীর নগদ মূল্যের প্রয়োজন; অতএব তাতে বিলম্ব করা বৈধ হবে না। পক্ষান্তরে মুদারাবার বিষয়টি ভিন্ন (তাতে লাভই উদ্দেশ্য। তাই তাতে বাকি বিক্রি বৈধ।) তাই যদি সে তাকে বলে, তুমি তোমার বিবেচনা মতো কাজ করো, তাহলে সে বাকিতে বিক্রি করতে পারবে। কারণ ব্যাপকার্থক শব্দে অনুমতি এবং তার

---

১৩. তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৯৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২২৪, ২১৪, ৩১৫; আল-মুহাল্লা শারহুল মিনহাজ, খ. ২, পৃ. ৫৬, ৩৩৫, ৩৪১; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩৯

www.amarboi.org

অবস্থার প্রাসঙ্গিকতা সব ধরনের বিক্রয় এবং ব্যবসার মধ্যে তার বিবেচনার প্রতি অন্যপক্ষের সন্তুষ্ট হওয়া প্রমাণ করে। আর এটিও যাবতীয় বিক্রির একটি।[১৪]

সুতরাং যদি আমরা বলি, সে বাকিতে বিক্রি করতে পারবে তাহলে বিক্রি শুদ্ধ হবে। এরপর সে মূল্য হাতছাড়া হলে তার জরিমানা প্রদান করা আবশ্যক হবে না। তবে যদি আস্থাভাজন নয় বা অপরিচিত ব্যক্তির নিকট বিক্রির মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করে তাহলে ক্রেতা মূল্য থেকে যতটুকু কম দেবে ততটুকুর জরিমানা প্রদান করা তার আবশ্যক হবে। আর যদি বলি, তার বাকিতে বিক্রি করার অধিকার নেই, তাহলে বিক্রি অকার্যকর হবে। কারণ সে এমন কাজ করেছে যে কাজের তাকে অনুমতি প্রদান করা হয়নি। সুতরাং এটি অনুমতি ছাড়া কোনো ব্যক্তির বিক্রির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে।[১৫]

উকীল (অর্থাৎ দায়িত্বপ্রাপ্ত লোক)-কে যদি মুদ্রার বিনিময়ে অথবা নগদ বিক্রির জন্য মোতায়েন করা হয়, তাহলে তার বিপরীত করা তার জন্য বৈধ নয়। আর যদি শর্তহীনভাবে তাকে মোতায়েন করা হয় তাহলে তা নগদ বিক্রির জন্য সাব্যস্ত হবে। কারণ বিক্রির ক্ষেত্রে নগদই মূল।

উকীল-এর বিষয়টি মুদারাবা থেকে দুইভাবে ভিন্নতা রাখে :

প্রথমত : মুদারাবা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো লাভ ও মুনাফা। নগদ মূল্য পরিশোধ করার দ্বারা প্রয়োজন পূরণ করা উদ্দেশ্য নয়। পক্ষান্তরে ওকালত (দায়িত্বপ্রদান)-এর দ্বারা কখনও নগদ প্রয়োজন পূরণ করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যা বিলম্বে মূল্য পরিশোধ করার দ্বারা হাতছাড়া হতে পারে।

দ্বিতীয়ত : মুদারাবার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মূল্য আদায় করা কর্মীর দায়িত্ব। সুতরাং আদায়ের ক্ষেত্রে বিলম্বের ক্ষতি তার ঘাড়ে আসবে। পক্ষান্তরে ওকালত এর বিপরীত, উকীল নিয়োগকারী ক্ষতির দায় বহন করতে রাজি হয় না। তা ছাড়া মুদারাবাতে মূল্য ধ্বংসের দায় কর্মীর ওপর বর্তাবে। কারণ, লাভ ও মুনাফা থেকে মূল্যকে হিসাব করে কর্তন করা হয়। এভাবে মুনাফার মাধ্যমে মূলধন সংরক্ষিত রাখা হয়। আর ওকালতের ক্ষেত্রে (মূল্য ধ্বংসের) দায় উকীল নিয়োগকারীর উপর বর্তায়। সুতরাং একটিকে অপরটির সাথে যুক্ত করা যাবে না। আর যদি কোনো পণ্য বাকিতে বিক্রির জন্য তাকে উকীল বানায়, অতঃপর সে উক্ত পণ্যটি নগদে বিক্রি করে, তাহলে তার বিক্রি কার্যকর হবে না। কারণ সে নিয়োগদাতার নির্দেশ অমান্য করেছে। কেননা নিয়োগদাতা বাকি মূল্যেই সন্তুষ্ট, নগদ মূল্যে নয়।[১৬]

---

১৪. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩৯

১৫. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪০

১৬. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৩৪

www.amarboi.org

আর যদি বাকির সমান মূল্যে নগদে পণ্যটি বিক্রি করে অথবা উকীলকে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেয়, অতঃপর সে নগদে ঐ নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করে তাহলে কাযী ইয়ায বলেন, তার বিক্রি শুদ্ধ হবে। কারণ সে আরো ভালো করেছে। তাই প্রথা অনুযায়ী উকীল তার অনুমতিপ্রাপ্ত হবে। যেমন পণ্যের মালিক তাকে পণ্যটি দশের বিনিময়ে বিক্রির জন্য উকীল নিয়োগ করে, অতঃপর সে দশের অধিক মূল্যে তা বিক্রি করলে তার অনুমতিপ্রাপ্ত হবে।

তাই এ বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। সুতরাং যদি বাকিতে বিক্রির ক্ষেত্রে নিয়োগদাতার কোন স্বার্থ না থাকে তাহলে বিক্রি শুদ্ধ হবে। আর যদি বাকিতে বিক্রির ক্ষেত্রে তার স্বার্থ থাকে, যেমন বর্তমানে মূল্য সংরক্ষণে তার ক্ষতি হওয়া অথবা মূল্য ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা, ডাকাতের ভয় বা মেয়াদ আসা পর্যন্ত মূল্যের অবস্থায় পরিবর্তন হওয়া। তাহলে সে হবে অনুমোদনহীন ব্যক্তির মতো। কারণ নগদের বিধান ঐ বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে না যে বিষয়ে নীরবতা পালন করা হয়েছে। তবে যদি জানতে পারে যে, এটি স্বার্থ ও কল্যাণের দিক থেকে আলোচিত বিষয়ের মতো অথবা তার চেয়ে ভালো, তাহলে সতর্কতামূলক বা সাদৃশ্যের দিক থেকে এক্ষেত্রেও বিধানটি সাব্যস্ত হবে।[১৭] যদি আলোচিত বিষয়ে বিশেষ কোনো স্বার্থ থাকে তাহলে তা হাতছাড়া করা জায়েয হবে না। এবং তা বাদ দিয়ে অন্য ক্ষেত্রে বিধান সাব্যস্ত হবে না।[১৮]

আর হানাফী ফকীহগণ বলেন, শর্তহীনভাবে উল্লেখ করার ক্ষেত্রে মুদারাবার কর্মী, ব্যবসার অংশীদার ও বিক্রির উকীল (দায়িত্বপ্রাপ্ত)-এর বাকিতে বিক্রি করা জায়েয, যদি সর্বজনবিদিত মেয়াদে বাকি বিক্রি হয়। কারণ শর্তহীন ওকালত (দায়িত্বপ্রদান) প্রয়োজন পূরণ করার জন্য প্রথাজাত নিয়ম এবং লেনদেন দ্বারা শর্তযুক্ত হয়ে থাকে। অতএব শর্তহীন উকীল লেনদেনের বিভিন্ন অবস্থা দ্বারা শর্তযুক্ত হবে। আর প্রথাগত নিয়ম হলো নগদ বিক্রি অথবা সর্বজনবিদিত মেয়াদে বিক্রি।[১৯] আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, বিক্রির পর মূল্যকে বিলম্বিত করা উকীলের জন্য জায়েয নেই। আর মুদারাবার কর্মী কর্তৃক মূল্য বিলম্বিত করা জায়েয, যদিও তা বিক্রির পর হয়। কারণ সে ইকালা বা বিক্রি বাতিলকরণের অধিকার রাখে। পক্ষান্তরে বিক্রির উকীলের সে অধিকার নেই।[২০]

–মোঃ হাবীবুর রহমান

---

১৭. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৩৪-১৩৫

১৮. প্রাগুক্ত

১৯. তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ২৭০, খ. ৫, পৃ. ৬৮; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৩, পৃ. ৩৪৫

২০. তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৫, পৃ. ৬৮

www.amarboi.org

مِلْك : মালিকানা : Ownership

পরিচিতি

মিল্ক (مِلْك)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

শাব্দিক ভাবে মিল্ক (مِلْك) শব্দটি মীম অক্ষরে যবর, যের এবং পেশ সহকারে পড়া যায়। এর অর্থ হলো, কোন বস্তুর অধিকারী হওয়া এবং একক কর্তৃত্বে স্বতন্ত্রভাবে তা ব্যবহারে সক্ষম হওয়া।[১]

পরিভাষাগত ভাবে : আধুনিক ফিক্‌হবিদগণ মিলকিয়্যাহ (الْمِلْكِيَّة) শব্দ দ্বারা মালিকানা অর্থ প্রকাশ করেন, যা পূর্ববর্তী ফিক্‌হবিদগণ মিলক (الْمِلْك) শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছেন।

ইমাম কারাফী রহ. মালিকানা শরীয়তের একটি বিধান হওয়ার বিবেচনা করে এর সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলেন : মালিকানা হলো শরীয়তের একটি বিধান, যা বস্তু বা মুনাফার মধ্যে সীমিত। যার চাহিদা হলো তাকে যার সাথে সম্পৃক্ত করা হয় তার মালিকানাধীন বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার অথবা তার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করার সক্ষমতা অর্জিত হয়।[২]

আল্লামা ইবনুশ্ শাত বলেন : মালিকানা হলো শরীয়তসম্মত উপায়ে মানুষ নিজের অথবা কারও পক্ষ থেকে বস্তু বা মুনাফা দ্বারা উপকৃত হওয়া বা বিনিময় গ্রহণ করা অথবা বিশেষভাবে উপকৃত হতে সক্ষম হওয়া।[৩]

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

الْحَقّ (আল-হক) : সত্য, ন্যায়, অধিকার

এ শব্দটি بَاطِل (অন্যায়)-এর বিপরীত শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। আরো ব্যবহৃত হয় অংশ, হিস্যা, স্থির, বিদ্যমান এবং অনস্বীকার্য অর্থে।[৪] পরিভাষায় 'হক' শব্দটি এমন একটি সুদৃঢ় অধিকারের জন্য ব্যবহৃত হয় যা আল্লাহর অধিকার এবং মানুষের

---

১. লিসানুল আরব, আল-কামুসুল মুহীত, আল-মিসবাহুল মুনীর مادة–ملك

২. আল-ফুরূক, খ. ৩, পৃ. ২০৯

৩. আল-ফুরূকের টীকা : ইদরারুশ শুরূক আলা আনওয়াইল ফুরূক, খ. ৩, পৃ. ২০৯

৪. আল-কামুসুল মুহীত, লিসানুল আরব, আল-মিসবাহুল মুনীর

www.amarboi.org

অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করে।[৫] অধিকার ও মালিকানার মধ্যে সম্পর্ক হলো, মালিকানার তুলনায় অধিকার ব্যাপকার্থ জ্ঞাপক।

মালিকানার সাথে সম্পর্কিত বিধানসমূহ

ইসলামে মালিকানার মর্যাদা

ইসলাম মালিকানা রক্ষা করেছে, তাই মালিকানায় সীমালঙ্ঘন করা অবৈধ সাব্যস্ত করেছে। এর সপক্ষে অনেক প্রমাণ রয়েছে। প্রমাণ হলো আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী :

وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"তোমরা পরস্পর অন্যায়ভাবে সম্পদ আত্মসাৎ করো না।"[৬]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

"হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায় ভাবে আত্মসাৎ করো না।"[৭]

রাসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস :

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ

"তোমাদের একের জান, মাল ও সম্মান তোমাদের অপরের জন্য হারাম।"[৮]

তিনি আরো বলেন :

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

"আমাকে মানুষের সাথে যুদ্ধ করতে আদেশ করা হয়েছে, যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মদ সা. আল্লাহর রাসূল, নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত প্রদান করে। তারা যদি উক্ত কার্যসমূহ সম্পাদন করে তাহলে তারা আমার থেকে তাদের প্রাণের ও সম্পদের নিরাপত্তা

---

৫. বৈরুতের দারুল মারেফা কর্তৃক প্রকাশিত শাতেবী রচিত আল-মুওয়াফাকাত, খ. ২, পৃ. ২১৮-২১৯; আল-হালবী কর্তৃক প্রকাশিত তাইসিরুত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ১৭৫; দারুল কিতাবিল আরাবি কর্তৃক মুদ্রিত কাশফুল আসরার, খ. ৪, পৃ. ১৩৬; আল হালবী কর্তৃক মুদ্রিত শারহুত তালবীহ, খ. ২, পৃ. ১৪০; আল-কুল্লিয়্যাতুল আযহারিয়্যা কর্তৃক মুদ্রিত কাওয়াইদু ইবনে রজব, পৃ. ১৮৮-১৯৫

৬. সূরা বাকারা, আয়াত : ১৮৮

৭. সূরা নিসা, আয়াত : ২৯

৮. হাদীস : বুখারী, (বরাত ফাতহুল বারী, খ. ১০, পৃ. ৭-৮), মুসলিম (খ. ৩, পৃ. ১৩০৫-১৩০৬) যা আবি বকরা রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের একাংশ।

www.amarboi.org

লাভ করবে; তবে ইসলামের অধিকারের ব্যাপারটি ব্যতিক্রম; তাদের হিসাব আল্লাহর কাছে হবে।"[৯]

ইমামুল হারামাইন বলেন, গ্রহণযোগ্য সূত্র হলো, মালিকগণ স্বীয় মালিকানায় স্বতন্ত্র অধিকারী। তাই যথাযথ অধিকার ছাড়া মালিক হিসেবে অন্য কেউ তার সম্পদে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। প্রয়োজনের তাগিদে সম্পদের মালিকগণ তাতে বিনিময় করে থাকেন। সুতরাং অধিকার ছাড়া অন্যের সম্পদ দখল, আধিপত্য বিস্তার বা হস্তক্ষেপ হারাম, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।[১০] ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন : 'ব্যক্তি তার সন্তান, পিতা এবং সকল মানুষের তুলনায় স্বীয় সম্পদের বেশি অধিকার রাখে।'[১১]

ইসলাম সম্পদের মালিকানা লাভ করাকে (আল্লাহর) প্রতিনিধিত্ব এবং প্রতিপালকের দানরূপে সাব্যস্ত করেছে। কারণ, সম্পদের প্রকৃত মালিক হলেন মহান আল্লাহ তাআলা। তবে তিনি মানুষকে মালিকানার অধিকার লাভ করার সুযোগ দিয়েছেন এবং সম্পদে তাকে প্রতিনিধি সাব্যস্ত করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন : وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ "তিনি তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন তা থেকে খরচ করো।"[১২]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন : وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ "তিনি তোমাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন তোমরা তা থেকে প্রদান করো"।[১৩]

উপরিউক্ত অর্থের সমর্থনে অনেক আয়াত রয়েছে। আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তোমাদের সামনে বিদ্যমান সম্পদসমূহ সৃষ্টিগতভাবে আল্লাহর সম্পদ। তিনি তোমাদেরকে কেবল তা ব্যবহার করার ক্ষমতা প্রদান করেছেন। তিনি তোমাদেরকে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে প্রতিনিধি বানিয়েছেন। তাই এই সকল সম্পদ প্রকৃতপক্ষে তোমাদের সম্পদ নয়। সম্পদে তোমাদের রয়েছে প্রতিনিধির অবস্থান।[১৪] তাই মহান আল্লাহ সম্পদের মধ্যে ফকীর, মিসকিন, আত্মীয়স্বজন প্রমুখের জন্য অনেক অধিকার ফরয করেছেন।

---

৯. হাদীস : বুখারী, (বরাত ফাতহুল বারী, খ. ১, পৃ. ৭৫) যা ইবনে উমর রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের একাংশ।

১০. ইমামুল হরামাইন রচিত আল-গায়াছা, পৃ. ৪৯৪-৪৯৫, তাহকীক : আব্দুল আজিম আদদীব, কাতার

১১. মাজমূউল ফাতাওয়া, খ. ২৯, পৃ. ১৮৯; রিয়াদ

১২. সূরা হাদীদ, আয়াত ৭

১৩. সূরা নূর, আয়াত ৩৩

১৪. তাফসীরুল কাশশাফ, খ. ৪, পৃ. ৬১ আল্লামা যামখশারী কর্তৃক রচিত, প্রকাশক : মুস্তফা হালবী

www.amarboi.org

মালিকানার প্রকারসমূহ

বিভিন্ন দিক বিবেচনায় মালিকানা কয়েক প্রকার :

মালিকানার প্রকৃতিগত বিবেচনায় : হয়তো পূর্ণাঙ্গ মালিকানা অথবা অপূর্ণাঙ্গ মালিকানা। মালিকানা দ্বারা উপকৃত ব্যক্তির বিবেচনায় : হয়তো সাধারণ মালিকানা অথবা বিশেষ মালিকানা। মালিকানার কারণের বিবেচনায় : হয়তো ইচ্ছাকৃত মালিকানা অথবা বাধ্যগত মালিকানা। মালিকানা রহিত হওয়ার সম্ভাবনার বিবেচনায় : হয়তো স্থায়ী মালিকানা অথবা অস্থায়ী মালিকানা।

ক. প্রকৃতিগত বিবেচনায় মালিকানার প্রকারভেদ

প্রকৃতিগত বিবেচনায় মালিকানা পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ মালিকানারূপে বিভক্ত হয়। পূর্ণাঙ্গ মালিকানা হলো মূলবস্তু ও মুনাফা উভয়টির মালিকানা। আর অপূর্ণাঙ্গ মালিকানা হলো কেবল সত্তার মালিকানা অথবা কেবল মুনাফার মালিকানা অথবা শুধু উপকৃত হওয়ার মালিকানা।

ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, পূর্ণাঙ্গ মালিকানার ক্ষেত্রে মালিক তার বস্তু বিক্রি ও দান করা ইত্যাদি করতে পারে, বস্তুর উত্তরাধিকারী হতে পারে। তার মুনাফার মধ্যে ধার ও ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে কর্তৃত্ব প্রকাশ এবং অন্যান্য উপকার লাভ করতে পারে।[১৫]

কতক ফিক্হবিদ অপূর্ণাঙ্গ মালিকানাকে দুর্বল মালিকানারূপে ব্যক্ত করেছেন। যারকাশী রহ. বলেন, মালিকানা দুই প্রকার : পূর্ণাঙ্গ ও দুর্বল। আর পূর্ণাঙ্গ মালিকানা লাভের পর মালিকানাধীন বস্তুতে সর্বপ্রকার হস্তক্ষেপ করা যায়। আর দুর্বল মালিকানা উপরিউক্ত মালিকানার বিপরীত। এক্ষেত্রে 'অসম্পূর্ণ' পরিভাষাও ব্যবহার করা হয়েছে।[১৬]

মালিকানার ক্ষেত্রে মূল হলো পূর্ণাঙ্গ মালিকানা। অপূর্ণাঙ্গ মালিকানা হলো তার বিপরীত। যেমনিভাবে মালিকানা শরীয়তসম্মত করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মালিকানাধীন সকল বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া, তাই মুনাফা ছাড়া বস্তুর মালিকানা অপূর্ণাঙ্গ মালিকানারূপে গণ্য হবে। যেমন : এক লোকের জন্য শুধু বস্তুর মুনাফার অসিয়ত করা অথবা এক লোকের জন্য কোনো বস্তুর সত্তা আর অন্য লোকের জন্যে মুনাফার অসিয়ত করা।[১৭]

---

১৫. মাজমূউল ফাতাওয়া, খ. ২৯, পৃ. ১৭৮

১৬. আল-মানসুর, খ. ৩, পৃ. ২৩৮

১৭. ইবনে নুজাইম রচিত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩১৫, সুয়ূত্বী রচিত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩৭৯, ইবনে রজব রচিত আল-কাওয়াইদ, পৃ. ১৯৫-১৯৬

www.amarboi.org

মুনাফা বা উপকারের মালিকানা হলো একটি পরিব্যাপ্ত বিষয়। ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে ভাড়া গ্রহণকারীর জন্য উক্ত মালিকানা সাব্যস্ত হয়। ধারে প্রদানের ক্ষেত্রে ধার গ্রহণকারীর জন্য সাব্যস্ত হয়। শুধু মুনাফার অসিয়তের ক্ষেত্রেও সাব্যস্ত হয়। ওয়াক্ফের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয়– যা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বিষয়। এমন খারাজী ভূমির খারাজ দ্বারা মুনাফা সাব্যস্ত হয় যা তার দখলে আছে। ইবনে শুবরুমা এবং ইবনে আবী লায়লা ব্যতীত সকল ফকীহের মতে মুনাফার অসিয়ত করা জায়েয।[১৮] উপকার লাভের মালিকানার বিষয়টি মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী সকল ফিক্হবিদ উল্লেখ করেছেন। যদিও এর বিধানসমূহের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তারা মতভেদ করেছেন।

হাম্বলী ফিক্হবিদ ইবনে রজব রহ. মালিকানাকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন :

১. মূল সম্পদ ও মুনাফা উভয়টির মালিকানা,

২. মুনাফা ছাড়া মূল সম্পদের মালিকানা,

৩. মূল সম্পদ ছাড়া মুনাফার মালিকানা,

৪. মুনাফার মালিকানা ছাড়া শুধু উপকৃত হওয়ার অধিকার।

অতঃপর তিনি বলেন :

প্রথম প্রকার : সাধারণ মালিকানা- যা মালিকানাধীন মূল সম্পদে মালিকানা লাভের কারণ। যেমন : বিক্রয়, দান, উত্তরাধিকার ইত্যাদির মাধ্যমে অর্জন।

দ্বিতীয় প্রকার : মুনাফা ছাড়া কেবল বস্তুর মালিকানা।

তৃতীয় প্রকার : মূল বস্তুর মালিকানা ছাড়া মুনাফার মালিকানা লাভ করা। এটি সর্বসম্মত ভাবে প্রমাণিত। এ ধরনের মালিকানা দু প্রকার :

প্রথম : স্থায়ী মালিকানা। এর অধীনে কয়েকটি রূপ বিদ্যমান।

এক. মুনাফার অসিয়ত করা।

দুই. ওয়াক্ফ; যার নিকট ওয়াকফ করে দেওয়া হয়েছে মুনাফা ও ফলসমূহ তার মালিকানায় দেওয়া।

তিন. খারাজী ভূমি।

দ্বিতীয় : অস্থায়ী মালিকানা। যার একটি হলো ভাড়ায় প্রদান। দ্বিতীয়টি হলো বিক্রির ঐ মুনাফা যা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিক্রয়-চুক্তি হতে বাদ দেওয়া হয়েছে।

চতুর্থ প্রকার : কেবল উপকৃত হওয়ার সুযোগ ও অধিকার। এরও রয়েছে বিভিন্ন রূপ ও ধরন।

---

১৮. প্রাগুক্ত

www.amarboi.org

এক : ধারে গ্রহণকারীর মালিকানা, সে উপকৃত হওয়ার অধিকার রাখে, কিন্তু মুনাফার মালিক হতে পারে না। তবে ইমাম আহমদের মত, ইবনে মানসূরের বর্ণনা অনুযায়ী, ঐ ব্যক্তি মুনাফার মালিক হতে পারবে।

দুই : প্রতিবেশীর বাড়িতে কাঠ বা পথ ইত্যাদি রাখা। প্রতিবেশীর মালিকানা থেকে উপকারভোগী উক্ত কাজটি যদি সন্ধির মাধ্যমে করে তাহলে এটি ইজারা বা ভাড়া প্রদান বলে গণ্য হবে।

তিন. সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা। যেমন : বাজারে বসার স্থান ব্যবস্থা করা।

চার. দখল লাভের পূর্বে অমুসলিম দেশের খাবার। মুসলিম সেনাদল প্রয়োজন অনুসারে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। তার সাথে তুলনীয় কুরবানীর গোশত খাওয়া, ঝুলন্ত ফল খাওয়া ইত্যাদি।

পাঁচ. মেহমান কর্তৃক মেজবানের খাবার খাওয়া। এটি নিরেট বৈধ।[১৯]

মালেকী ফিক্হবিদ আল্লামা কারাফী রহ. উপকারভোগের মালিকানা (ملك الانتفاع) ও মুনাফার মালিকানার (ملك المنفعة) মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করে বলেন, উপকারভোগের মালিকানার অর্থ সে কেবল নিজে ভোগ্যবস্তু ব্যবহার করতে পারবে। আর মুনাফার মালিকানা ব্যাপক ও সাধারণ অর্থজ্ঞাপক। তাই সে নিজেও তা ব্যবহার করতে পারে এবং বিনিময় গ্রহণ করে যেমন, ভাড়ায় প্রদান অথবা বিনিময় গ্রহণ না করে যেমন, ধারে প্রদানের মাধ্যমে অন্যকেও ভোগ্যবস্তু থেকে উপকারভোগ করার জন্যে তা দিতে পারবে।

প্রথমটি অর্থাৎ স্বয়ং উপকারভোগের মালিকানার উদাহরণ : বিদ্যালয়ের ও অশ্বশালার, আবাসস্থান, মসজিদ ও বাজারের বৈঠক, হজের স্থানসমূহ যেমন, তাওয়াফের স্থান, সাঈ করার স্থান ইত্যাদি; এগুলোর শুধু সে নিজে উপকারভোগ করতে পারবে। পক্ষান্তরে মুনাফার মালিক যেমন, ভাড়ায় বাড়ি গ্রহণকারী অথবা ধারে বাড়ি গ্রহণকারী ব্যক্তি উক্ত বাড়ি অন্যের নিকট ভাড়া দিতে পারবে। অথবা বিনিময় ছাড়া অন্যকে বসবাসের সুযোগ দিতে পারবে। মালিকগণ যেরূপ আচরণ করে সেও এই মুনাফার মধ্যে সেরূপ আচরণ করতে পারবে।

উপকারভোগের অধিকারের সাথে সংশ্লিষ্ট চারটি মাসআলা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

প্রথম : বিবাহ, এটি উপভোগের মালিকানা ও সুযোগ প্রদান করে, তাতে মুনাফার মালিকানা প্রদান করা হয় না।

---

[১৯]. ইবনে রজব রচিত আল-কাওয়াইদ, পৃ. ২০৮-২১০

www.amarboi.org

দ্বিতীয় : বিনিময়হীন প্রতিনিধিত্ব : এটি উপকারভোগের সুযোগ প্রদানের অন্তর্ভুক্ত, মুনাফার মালিকানা প্রদানের আওতাভুক্ত নয়। পক্ষান্তরে বিনিময়সহ প্রতিনিধিত্ব ভাড়া প্রদানের আওতাভুক্ত।

তৃতীয় : মুদারাবা (একজনের অর্থ এবং অপরজনের শ্রম দেওয়ার মাধ্যমে অংশীদারী ব্যবসা), মুসাকাত (একজনের পরিচর্যা এবং অপরজনের ভূমি প্রদানের ভিত্তিতে বাগানে অংশীদারী), এবং মুগারাসা (একজনের বৃক্ষরোপণ এবং অপরজনের ভূমি দানের ভিত্তিতে অংশীদারিত্ব)। এক্ষেত্রে মালিক শ্রমিক থেকে কেবল ভোগ করার অধিকার রাখে, মুনাফার মালিকানা লাভ করতে পারে না। যার প্রমাণ হলো মালিক স্বীয় শ্রমিক থেকে যা লাভ করে তা অন্যকে কোন কিছুর বিনিময় হিসাবে প্রদান করার অধিকার রাখে না। এমনিভাবে যাকে ইচ্ছা ভাড়ায় প্রদানের অধিকারও তার নেই। বরং মুদারাবার শর্ত অনুযায়ী কেবল নিজে ভোগ করায় সীমাবদ্ধ থাকতে হয়।

চতুর্থ : যদি কোনো ব্যক্তি এই শর্তে ওয়াক্ফ করে যে, তাতে সে বাস করবে অথবা তাতে বসবাস করা হবে। এ ছাড়া বাড়তি কিছু না বলে, তাহলে বাহ্যত বোঝা যায়, ওয়াকফকারী ওয়াকফ করে যার হাতে দেবে সে লোককে আবাসন দ্বারা উপকৃত হওয়ার অধিকারী বানাবে। মুনাফার মালিক বানাবে না। তাই সে নিজে বসবাস না করে অন্যের কাছে ভাড়া দিতে পারবে না।[২০]

শাফেয়ী ফিক্হবিদগণ মুনাফার মালিকানা (مِلْك الْمَنْفَعَة) যেমন : ভাড়া গ্রহণকারী এবং উপভোগের সুযোগ (مِلْك الْاِنْتِفَاع) যেমন : ধারে গ্রহণকারীর মধ্যে পার্থক্য করতে গিয়ে বলেন, মুনাফার মালিক ইজারা ও আরিয়া (ভাড়ায় ও ধারে প্রদান করা) উভয়টির অধিকার লাভ করে। আর যার উপভোগের সুযোগ আছে তার কোনোভাবেই ভাড়া প্রদানের অধিকার নেই। এবং বিশুদ্ধ মতানুসারে ধারে প্রদানেরও অধিকার নেই।[২১]

এমন কিছু মাসআলায় ফিক্হবিদগণ মতবিরোধ করেছেন যেগুলো কোনো কোনো ফিক্হবিদের মতে উপভোগের মালিকানার সাথে সংশ্লিষ্ট, অন্য ফিক্হবিদগণের মতে উক্ত মালিকানার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; বরং মুনাফার মালিকানার সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন

---

২০. কারাফী রচিত আল-ফুরুক, খ. ১, পৃ. ১৮৭-১৮৮, বৈরুতের দারুল মারেফা কর্তৃক মুদ্রিত আল-ফুরুকের টীকা : তাহজীবুল ফুরুক, খ. ১, পৃ. ১৯৩-১৯৫

২১. মিসরের আল-মাকতাবা আত-তিজারিয়া কর্তৃক মুদ্রিত শরহুল মানহাজ-এর হাশিয়াতুল জুমাল, খ. ৩, পৃ. ৪৫২-৪৫৩; সুয়ূতী রচিত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩২৬

www.amarboi.org

ধারে প্রদান। এ ক্ষেত্রে ইমাম কারখী ছাড়া হানাফী সকল ফিক্‌হবিদ এবং মালেকী ফিক্‌হবিদগণের মাযহাব, যা হাম্বলীদের একটি মত, তা হলো ধারে প্রদান করার অর্থ হলো বিনিময় ছাড়া কাউকে মুনাফার মালিক বানিয়ে দেওয়া। আর এজন্য তারা ফিক্‌হবিদ কর্তৃক প্রণীত শর্ত সাপেক্ষে ধারে গ্রহণকারীর জন্য ধারকৃত বস্তুটি অন্যত্র ধার প্রদান অনুমোদন করেছেন।[২২] শাফেয়ী ফকীহদের মাযহাব, যা হাম্বলী ফিক্‌হবিদগণের বিশুদ্ধ মাযহাব এবং ইমাম কারখীর মতে ধারে প্রদান হলো ভোগের মালিক বানিয়ে দেওয়া।[২৩]

পূর্ণ মালিকানা ও অপূর্ণ মালিকানার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য

পূর্ণ মালিকানা এবং অপূর্ণ মালিকানার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ :

প্রথম : পূর্ণ মালিকানাধারী ব্যক্তির শরীয়তসম্মত সকল লেনদেন করার অধিকার আছে। তাই যে সকল চুক্তি পূর্ণ মালিকানা বা অপূর্ণ মালিকানা সৃষ্টি করে সে সবই তার করার অধিকার আছে। শরীয়তের সীমারেখা অতিক্রম না করে যাবতীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে সে স্বাধীন। পক্ষান্তরে অপূর্ণ মালিকানাধীন লোকের পক্ষে সব ধরনের লেনদেন করার অধিকার নেই। সে কেবল মুনাফা উপভোগের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ। কেননা সে একই সাথে সত্তার এবং মুনাফার মালিক নয়।

দ্বিতীয় : পূর্ণ মালিকানার স্থায়িত্ব। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পূর্ণ মালিকানা হলো স্থায়ী, যা নিঃশেষ হয় না। তবে শরীয়তসম্মত অকাট্য কারণে নিঃশেষ হতে পারে। এমনিভাবে তাতে সময় নির্ধারণ করা জায়েয নয়। আর এ জন্যই বিক্রি এবং এ ধরনের পূর্ণ মালিকানা সৃষ্টিকারী চুক্তিসমূহে সাময়িকীকরণ জায়েয নেই। তাই এমনটি বলা যাবে না যে, এক বছরের জন্য তোমার নিকট আমি এই বাড়িটি বিক্রি করলাম। তবে যদি উক্ত বাক্য দ্বারা ভাড়া প্রদান করা বোঝায় তাহলে উক্ত অর্থেই প্রযোজ্য হবে। কারণ চুক্তির ক্ষেত্রে লক্ষ্য ও অর্থই বিবেচ্য, শব্দ ও বর্ণ বিবেচ্য নয়।[২৪]

---

২২. ইবনে নুজাইম রচিত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩৫২; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৭, পৃ. ২৮০; কারাফী রচিত আল-ফুরুক, খ. ১, পৃ. ১৮৭; ইবনে আরাফা রচিত হুদুদের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, পৃ. ৩৪৫; কাশশাফুল কিনা, খ. ২, পৃ. ৩৩৬; আল-ইনসাফ, খ. ৬, পৃ. ১১৪; জুমালের টীকা, খ. ৩, পৃ. ৪৫২-৪৫৩

২৩. প্রাগুক্ত; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৪১৩

২৪. সুয়ূতী রচিত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৯; ইবনে নুজাইম রচিত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ২৭

www.amarboi.org

অপূর্ণ মালিকানা হলো ঐ সকল চুক্তি যেগুলো মুনাফা কেন্দ্রিক, তাতে সময় নির্ধারণ করা আবশ্যক। যেমন ভাড়া প্রদান, ধারে প্রদান ইত্যাদি। এগুলোতে সময় ও স্থান এবং উপভোগের ধরন ইত্যাদির শর্ত আরোপিত হওয়ার অবকাশ আছে।[২৫]

খ. উপকারভোগী ব্যক্তির বিবেচনায় মালিকানার প্রকারভেদ

উপকারভোগী ব্যক্তির বিবেচনায় মালিকানাকে বিশেষ মালিকানা ও সাধারণ মালিকানা রূপে ভাগ করা যায়। বিশেষ মালিকানা হলো যার নির্দিষ্ট মালিক আছে, তা ব্যক্তি হোক বা গোষ্ঠী। আর সাধারণ মালিকানা হলো যার কোনো নির্দিষ্ট মালিক নেই। তাতে অনির্দিষ্ট ভাবে বহু লোক অংশ নিয়ে থাকে। যেমন : পানি, ঘাস ও আগুনের মালিকানা। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেন :

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَأِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

"সকল মুসলমান তিন বস্তুতে অংশীদার : ঘাস, পানি এবং আগুনে।"[২৬]

গ. কারণের বিবেচনায় মালিকানার প্রকারভেদ

কারণের দিক বিবেচনা করলে ইচ্ছাকৃত ও বাধ্যগত মালিকানা- এ দুভাগে মালিকানা বিভক্ত হয়। আল্লামা যারকাশী বলেন : মালিকানা দু প্রকার, যার একটি বাধ্যগত ও অবশ্যম্ভাবী, যেমন : উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি ও ওয়াকফের মুনাফা। দ্বিতীয়টি ইচ্ছাকৃতভাবে অর্জিত হয়। এটি দুই প্রকার :

১. কথার দ্বারা সম্পাদিত। এটি যাবতীয় বিনিময়ে হয়ে থাকে। যেমন বিক্রয়। বিনিময় ছাড়া অন্য বিষয়ের মধ্যেও হয়। যেমন, দান, অসিয়ত এবং ওয়াকফ, যদি আমরা কবুল করাকে শর্ত করি।

২. কাজের দ্বারা সম্পাদিত। যেমন : বৈধ বস্তুসমূহ গ্রহণ করা, শিকার করা, শিকার লালন-পালন করা।

যারকাশী রহ. উক্ত দুই প্রকারের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করে বলেন,

প্রথম পার্থক্য হলো, ইচ্ছাকৃত ও বাধ্যগত মালিকানার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা হলো, ইচ্ছাকৃত মালিকানার মধ্যে নির্দিষ্ট বিনিময় দ্বারা মালিকানা লাভ করা যায়। অথবা দায়িত্বে ঋণ রেখে তার দ্বারা মালিকানা লাভ করা যায়। নগদ মূল্য পরিশোধের ওপর তা নির্ভরশীল হয় না। এ বিষয়ে কোনো মতভেদও নেই। আর বাধ্যগত মালিকানা, যেমন শুফাআহর মাধ্যমে গ্রহণ করা। তাতে ক্রেতা

---

২৫. ইবনে আবেদীনের টীকা, খ. ৫, পৃ. ১৯, ৩; হাশিয়া দুসূকীসহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ২১, পৃ. ২; বায়যাবী রচিত আল-গায়াতুল কাসওয়া, খ. ২, পৃ. ৬১৯; দারুল ইসলাহ কর্তৃক মুদ্রিত ইবনে কুদামা রচিত আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪৩৪

২৬. হাদীস : আবু দাউদ, (খ. ৩, পৃ. ৭৫১) যা জনৈক মুহাজির সাহাবীর হাদীসের একাংশ

www.amarboi.org

শফীর নিকট থেকে মূল্য কব্জা না করা পর্যন্ত অথবা দুই মতের একটির ভিত্তিতে বিলম্বে মূল্য পরিশোধ করার ব্যাপারে রাজি না হওয়া পর্যন্ত শফী মালিক হতে পারবে না। বিশুদ্ধ মত হলো, উক্ত প্রক্রিয়ায় ক্রেতা বিলম্বে সম্মত না হলেও শফীর পক্ষে বিচারক ফয়সালা প্রদান করলে সে মালিকানা লাভ করতে পারে।

দ্বিতীয় পার্থক্য হলো, অন্যের মালিকানাধীন সম্পদ দখলের মাধ্যমে বাধ্যগত মালিকানা অর্জিত হয়। যেমন কাফেরদের সম্পদ দখল করলে তাতে মালিকানা সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইচ্ছাকৃত মালিকানা এর বিপরীত।

তৃতীয় পার্থক্য হলো, বাধ্যগত মালিকানায় বস্তুটি দেখা বা এ জাতীয় শর্তসমূহ জানা থাকা শর্ত কি-না, তা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। যেমনিভাবে শুফ'আর ক্ষেত্রে মতবিরোধ বিদ্যমান। দুই মতের একটি অনুযায়ী সে জমির যে অংশ দেখেনি তা গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু ইচ্ছাকৃত মালিকানার ক্ষেত্রে শর্তসমূহ জানা থাকা আবশ্যকীয়ভাবে শর্ত।

চতুর্থ পার্থক্য হলো, ইচ্ছাকৃত মালিকানায় যা ক্ষমাযোগ্য নয় তা বাধ্যগত মালিকানায় ক্ষমাযোগ্য। যেমন : ত্রুটির কারণে ফেরত দেওয়া, মুহরিম ব্যক্তি শিকার করা। ইচ্ছাকৃত মালিকানায় মালিক এ সব করার অধিকার রাখে না।[২৭]

আল্লামা কারাফী রহ. বলেন : আলেমগণ মতভেদ করেছেন যে, মালিকানার কর্মগত কারণসমূহ শক্তিশালী, না-কি উক্তিগত কারণসমূহ। কেউ কেউ বলেছেন, কর্মগত কারণসমূহ অধিক শক্তিশালী। আবার কেউ কেউ বলেছেন, উক্তিগত কারণসমূহ অধিক শক্তিশালী।

কারাফী রহ. কারণদ্বয়ের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করে বলেন : অপ্রাপ্তবয়স্ক অবোধ শিশুর পক্ষ থেকে কর্মগত কারণসমূহ শুদ্ধ হবে, কিন্তু উক্তিগত কারণসমূহ শুদ্ধ হবে না। সুতরাং এ ধরনের বোধহীন লোক শিকার করার দ্বারা শিকারের মালিক হবে। আবাদ করার দ্বারা ভূমির মালিক হবে। অথচ সে বিক্রয়চুক্তি ও দানচুক্তি করার অধিকার রাখে না। এ পার্থক্যের কারণ, কর্মগত কারণসমূহ তার জন্য কল্যাণ ও উপকার বয়ে আনছে। পক্ষান্তরে উক্তিগত কারণসমূহ ধোঁকা ও প্রতারণার স্থান। যা তার জন্য অকল্যাণ ও ক্ষতি বয়ে আনে। এখানে আরেকটি দিক আছে যা প্রতারণা ও ধোঁকার প্রতি তাকে আকর্ষণ করে। কিন্তু সে জ্ঞান ও বুদ্ধিগতভাবে দুর্বল, তাই সে নিজের কল্যাণ ও উপকার সন্ধান করতে পারে না।[২৮]

---

২৭. আল-মানসূর ফিল কাওয়াইদ, খ. ৩, পৃ. ২৩১-২৩৩

২৮. আল-ফুরূক, খ. ১, পৃ. ২০৪

www.amarboi.org

ঘ. রহিত হওয়া না হওয়ার দিক থেকে মালিকানার প্রকারসমূহ

রহিত হওয়া বা না হওয়ার সম্ভাবনার দিক বিবেচনায় মালিকানা দুই ভাগে বিভক্ত : স্থায়ী ও স্থিতিশীল মালিকানা– যা চুক্তির ক্ষেত্র অথবা বিনিময় ধ্বংস হওয়ার দ্বারা রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না। যেমন : হস্তগত করার পর পণ্যের মূল্য এবং সহবাসের পর মহর ধ্বংস হলেও পণ্যে এবং স্ত্রীতে মালিকানা রহিত হবে না। আর অস্থায়ী মালিকানা– যা রহিত হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। যেমন মুনাফা পূর্ণ প্রাপ্তির পূর্বে ভাড়া, পণ্য হস্তগত করার পূর্বে মূল্য (ধ্বংস হলে মালিকানা রহিত হয়।)[২৯]

মালিকানা লাভের উপকরণসমূহ

মালিকানা লাভের অনেক উপকরণ ও মাধ্যম রয়েছে। ইবনে নুজাইম রহ. আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, মালিকানা লাভের উপকরণগুলো নিম্নরূপ :

আর্থিক বিনিময়সমূহ, দেনমোহর, খুলা (তালাকের বিনিময়ে অর্থ), উত্তরাধিকার, দান, সদকা, অসিয়ত, ওয়াক্ফ, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, বৈধ সম্পদে আধিপত্য লাভ, ভূমি আবাদ, শর্ত সাপেক্ষে রাস্তায় পাওয়া সম্পদের মালিকানা, নিহত ব্যক্তির রক্তমূল্য যার সে প্রথম মালিক হবে, অতঃপর তা উত্তরাধিকারীদের মালিকানায় স্থানান্তরিত হবে।

মালিকানার একটি মাধ্যম হলো গুররা (غُرَّة) অর্থাৎ গর্ভবতী মায়ের ভ্রূণের রক্তমূল্য। প্রথমে ভ্রূণ তার মালিক হয়, এরপর তাতে উত্তরাধিকার কার্যকর হবে। অপহরণকারী যখন অপহরণকৃত বস্তুর মধ্যে ব্যাপক হস্তক্ষেপ করে এর নাম ও মূল উপকার বিনষ্ট করে ফেলে, সে এর মালিক হয়ে যায়। তদ্রূপ সমজাতীয় বস্তুর একটিকে আরেকটির সঙ্গে মিলিয়ে ফেললে– যার ফলে পার্থক্য করা যায় না- তাহলেও সে এর মালিক বনে যাবে।

ইমাম হাসকাফী রহ. উল্লেখ করেছেন, মালিকানা লাভের কারণ তিনটি :

১. মালিকানা স্থানান্তরকারী, যেমন বিক্রয় ও দান;

২. প্রতিনিধিত্ব, যেমন উত্তরাধিকার;

৩. মৌলিকত্ব, তা বাস্তবে কোনো বস্তুতে কর্তৃত্ব লাভ করার দ্বারা অর্জিত হয়; কিংবা হুকমী বা অপ্রকৃতভাবে অর্জিত হয় প্রস্তুতি গ্রহণ করার দ্বারা; যেমন, শিকার করার জন্য জাল পাতা।[৩০]

---

[২৯]. আল-মানসূর, খ. ৩, পৃ. ২৪০

[৩০]. ইবনে নুজাইম রচিত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের; পৃ. ৩৪৬, ইবনে আবেদীন রচিত টীকা, খ. ৫, পৃ. ২৯৮

www.amarboi.org

কেফায়া গ্রন্থের বরাত দিয়ে আল্লামা সুয়ূতী রহ. উল্লেখ করেন, মালিকানা লাভের উপকরণ আটটি : উত্তরাধিকার, পারস্পরিক বিনিময়, দান, অসিয়ত, ওয়াকফ, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, ভূমি আবাদ, অনুদান।

ইবনুস সুবকী রহ. বলেন, আরো কিছু উপকরণ রয়েছে। যেমন : শর্ত সাপেক্ষে রাস্তায় পাওয়া বস্তুর মালিকানা। নিহত ব্যক্তির রক্তমূল্য যা প্রথমে নিহত ব্যক্তির মালিকানায় আসে। অতঃপর তা উত্তরসূরীদের কাছে স্থানান্তর হয়। এটি হলো বিশুদ্ধতম মত। এজন্য রক্তমূল্যের অর্থ থেকে নিহত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা হয়। বিশুদ্ধতম মত অনুযায়ী গর্ভবতী মায়ের ভ্রূণ রক্তমূল্যের মালিকানা লাভ করবে। অপহরণকারী অপহরণকৃত সম্পদকে নিজের সম্পদের সাথে মিশিয়ে ফেলা অথবা অন্যের সম্পদের সাথে এমনভাবে মিলিয়ে ফেলা যা পার্থক্য করা যায় না। এটিও তার মালিকানা লাভকে আবশ্যক করবে। বিশুদ্ধ মতানুসারে অতিথি যা ভক্ষণ করে সে তার মালিকানা লাভ করে। সে কি তার সামনে খাবার রাখার দ্বারা মালিকানা লাভ করে, না-কি মুখে রাখার দ্বারা, না-কি খাবার স্পর্শ করার দ্বারা, না-কি মলন করার দ্বারা মালিকানা লাভ হয়, খাওয়ার সামান্য পূর্বে মালিকানা লাভ হয়? এ সকল অভিমতই রয়েছে।[৩১]

মালিকানা লাভে প্রযোজ্য শর্তাবলি

মালিকানায় আরোপিত হয় এমন কিছু শর্ত– যা উপকরণ বা ব্যবহার অথবা স্থানান্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তদ্রূপ এমন কিছু শর্ত রয়েছে যা দায়িত্বশীল এবং চুক্তি সম্পাদনকারীর প্রতি আরোপিত হয়।

প্রথম : মালিকানার উপকরণের ওপর আরোপিত শর্তাবলি

শরীয়তে মালিকানা লাভের উপকরণসমূহে বৈধ হওয়ার শর্ত রয়েছে, প্রকাশ্যভাবে তা শরীয়তসম্মত হতে হবে, যেমন খুশি নয়। এ কারণেই নিষিদ্ধ উপকরণসমূহ যথা : চুরি, অপহরণ, আত্মসাৎ, জুয়া অথবা সুদ ইত্যাদি মালিকানা লাভের উপকরণ ও মাধ্যম নয়। তাই শরীয়ত হারাম উপকরণ ও মালিকানার মাঝে পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে; এবং কঠিনভাবে অবৈধ মাধ্যম গ্রহণ করতে বারণ করেছে। আর সকল মুমিনের প্রতি দাবি রেখেছে যেন তাদের সম্পদ বৈধ এবং উত্তম হয়। এ প্রসঙ্গে অসংখ্য আয়াত ও হাদীস অবতীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে একটি আয়াত :

---

৩১. সুয়ূতী রচিত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩১৭; ইবনে নুজাইম রচিত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩৪৬-৩৫০

www.amarboi.org

لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"তোমরা পরস্পর অন্যায়ভাবে নিজেদের সম্পদ ভোগ করো না। তবে তোমাদের পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে যদি ব্যবসা হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই।"[৩২]

উক্ত আয়াতের মধ্যে সন্তুষ্টি ও সম্মতি ছাড়া কারো সম্পদ ভোগ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ উত্তম আহার গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করে বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আমার দেওয়া উত্তম রিজিক ভক্ষণ করো এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো– যদি তোমরা শুধু তারই ইবাদাত করো।"[৩৩]

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ স. বলেন :

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا ، وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ : { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } وَقَالَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

"হে লোকসকল! আল্লাহ্ উত্তম, তিনি কেবল উত্তমটি পছন্দ করেন, তিনি মুমিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যা নবীগণকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'হে রাসূলগণ! তোমরা উত্তম আহার গ্রহণ করো এবং সৎকাজ করো, নিশ্চয় আমি তা জানি যা তোমরা করো'।[৩৪] তিনি আরো বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ভক্ষণ করো ঐ উত্তম রিজিক থেকে যা আমি তোমাদেরকে দান করেছি'।[৩৫] অতঃপর এমন এক ব্যক্তির আলোচনা করলেন, যে দীর্ঘ সফর করে, যার ধুলোমাখা এলোমেলো চুল, যে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে, হে প্রতিপালক! হে প্রতিপালক! অথচ তার খাবার হারাম, পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, সে হারামের দ্বারা পরিপুষ্ট। এ অবস্থায় এ ব্যক্তির দোয়া কিভাবে কবুল হবে?"[৩৬]

---

৩২. সূরা নিসা, আয়াত ২৯
৩৩. সূরা বাকারা, আয়াত ১৭২
৩৪. সূরা মুমিনূন, আয়াত ৫১
৩৫. সূরা বাকারা, আয়াত ১৭২
৩৬. হাদীসটি সহীহ্ মুসলিমে মবর্ণিত হয়েছে, খ. ২, পৃ. ৭০৩

www.amarboi.org

দ্বিতীয় : মালিকানা ব্যবহারে প্রযোজ্য শর্তাবলি

শরীয়ত ব্যবহারের দিক দিয়ে মালিকানার কিছু শর্ত প্রণয়ন করে তা মালিকের ওপর আরোপ করেছে :

ক. সে অপচয়কারী ও অপব্যয়ী হবে না এবং অতি কৃপণও হবে না। মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

"তুমি আত্মীয়স্বজনকে তার অধিকার দাও, গরীব ও মুসাফিরকে তাদের অধিকার প্রদান করো, অপব্যয় করো না। অপব্যয়কারীগণ শয়তানের ভাই। আর শয়তান হলো স্বীয় প্রভুর অকৃতজ্ঞতাকারী।"[৩৭]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন :

وَلاَ تَجْعَل يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا

"তুমি একেবারে ব্যয়কুণ্ঠ হয়ো না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে যাবে।"[৩৮]

এ বিষয়ে অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে যেগুলো অপচয়-অপব্যয় এবং অনর্থক অর্থ নষ্ট করা হারাম হওয়ার প্রমাণ বহন করে–এমনকি খাবারের ক্ষেত্রেও। মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী বলেন : মোটকথা হলো মানুষের হালাল উপার্জনে অপচয় ও কৃপণতা হারাম। অতঃপর খাবারের অপচয় বিভিন্ন ধরনের। তন্মধ্যে একটি হলো নানা ধরনের বৈধ খাবারে আতিশয্য করা।[৩৯]

খ. শরীয়ত যা অবৈধ করেছে মালিক তা ব্যবহার না করা। যেমন পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক ও স্বর্ণ ব্যবহার, নারী-পুরুষের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করা হারাম ও অবৈধ।

গ. যথাযথভাবে সম্পদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা এবং সম্পদ নষ্ট না করা, যেন তা লেনদেন এবং জীবিকায় অবদান রাখতে পারে। এ বিষয়ে এমন সব আয়াত ও হাদীস প্রমাণ বহন করে যেগুলো নির্দেশসূচক শব্দের মাধ্যমে কাজ, ব্যবসা, শিল্প ও কৃষি কাজের প্রতি আহ্বান করে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ

---

[৩৭]. সূরা ইসরা, আয়াত ২৬-২৭

[৩৮]. সূরা ইসরা, আয়াত ২৯

[৩৯]. শায়বানী রচিত আল-কাসব, পৃ. ৭৯-৮২; তাহকীক ড. সুহাইল যাকার দামেস্ক

www.amarboi.org

"তিনি ঐ সত্তা যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বশীভূত করেছেন। সুতরাং তোমরা এর বিভিন্ন অঙ্গনে বিচরণ করো এবং তাঁর রিজিক ভক্ষণ করো।"[৪০]

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"যখন নামায সমাপ্ত হয় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ করো।"[৪১]

হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. বলেন :

مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

"যে ব্যক্তি এমন এতিমের দায়িত্ব গ্রহণ করে যার সম্পদ আছে, সে যেন উক্ত সম্পদকে বাণিজ্যিক কাজে লাগায়। তা এভাবে না রাখে যে, যাকাত দিতে দিতে তা ফুরিয়ে যায়"।[৪২]

এমনিভাবে ফিক্হবিদগণ বলেছেন, যা ছাড়া উম্মাহর কল্যাণ ও স্বার্থ পূর্ণতা লাভ করে না, তা চর্চা করা ফরযে কেফায়া। তারা বলেছেন : যে কোনো পেশা, শিল্প, প্রয়োজনীয় ব্যবসা ফরযে কেফায়া। কারণ পৃথিবী এর মাধ্যমে টিকে থাকে। আর পৃথিবী টিকে থাকার ওপর ধর্ম টিকে থাকা নির্ভরশীল। তাই মানবজাতি যদি তা থেকে বিরত থাকে তাহলে তারা গুনাহগার হবে এবং ধ্বংসের পথে ধাবমান হবে। কারণ, মানুষ এমন কাজ করতে প্রকৃতগতভাবে অভ্যস্ত। সুতরাং এ কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।[৪৩]

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী রহ. বলেছেন : সকল ফিক্হবিদের সিদ্ধান্ত হলো, প্রয়োজন পরিমাণ উপার্জন ফরজ।[৪৪] এ পর্যায়ে إنفاء পরিভাষাটি দ্রষ্টব্য।

ঘ. ব্যক্তি ও সমাজের ক্ষতি না করা। ফিক্হবিদগণ একমত পোষণ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি স্বীয় মালিকানাধীন বস্তু ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্যের ক্ষতিসাধনের

---

৪০. সূরা মূলক, আয়াত ১৫

৪১. সূরা জুমুআ, আয়াত ১০

৪২. হাদীস : তিরমিযী, (খ. ৩, পৃ. ২৪) যা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা.-এর হাদীসের একাংশ

৪৩. মুগনিল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২১৩; ইহয়াউ উলূমিদদীন, খ. ১, পৃ. ১৭; তাইসীরুত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ২১৩

৪৪. আল-কাসব, পৃ. ৪৪-৬৩

www.amarboi.org

ইচ্ছা পোষণ করা বৈধ নয়। যেহেতু রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন : لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ "ক্ষতি সাধন ও ক্ষতির দ্বারা প্রতিশোধ বৈধ নয়।"[৪৫]

এ হাদীস মানুষের সম্পদ, জীবন ও সম্মানের ক্ষতিসাধন করা অবৈধ হওয়া প্রমাণ করে। এমনিভাবে ক্ষতির দ্বারা ক্ষতির মোকাবেলা, ধ্বংসের দ্বারা ধ্বংসের মোকাবেলা করা জায়েয হবে না। সুতরাং এমন সব কাজ- যদিও তা মালিকের মালিকানাধীন হয়ে থাকে- নিষিদ্ধ, যা অন্যের ক্ষতির কারণ হয়। এজন্য ফিক্‌হবিদগণ মালিককে ঝড়ের দিন আগুন প্রজ্বলিত করতে নিষেধ করেছে- যদিও তা তার মালিকানাধীন। যদি সে আগুন জ্বালায় আর তার আগুন দ্বারা প্রতিবেশীর সম্পদ বিনষ্ট হয়, তাহলে সে সীমালঙ্ঘনকারী বিবেচিত হবে। তাই তার ওপর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে।[৪৬]

তবে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড যেগুলোর দ্বারা প্রতিবেশীর ক্ষতি করা হয় তা থেকে প্রতিবেশীকে বারণ করার বিষয়ে ফকীহবৃন্দের তিনটি মত রয়েছে : কতক ফিক্‌হবিদ এমনটি করা থেকে বারণ করেননি। তারা হলেন হানাফী মাযহাবের পূর্ববর্তী ফকীহগণ, প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতানুসারে শাফেয়ী ফিক্‌হবিদগণ এবং এক বর্ণনা মতে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.।

আর কতক ফিক্‌হবিদ ক্ষতি করার ইচ্ছা থাকলে অথবা প্রচুর ক্ষতি হওয়ার ক্ষেত্রে বারণ করেছেন। তারা হলেন মালেকী ফিক্‌হবিদগণ, প্রসিদ্ধ মতানুসারে ইমাম আহমদ এবং কিছু শাফেয়ী ফিক্‌হবিদ।

আর কতক ফিক্‌হবিদ অধিক ক্ষতি ও অল্প ক্ষতির মধ্যে পার্থক্য করেন। তারা প্রথমটিতে বারণ করেন, আর দ্বিতীয়টিতে (অর্থাৎ অল্প ক্ষতির) ক্ষেত্রে বারণ করেন না। তারা হলেন এক বর্ণনা মতে ইমাম আবু ইউসুফ, হানাফীদের পরবর্তী ফিক্‌হবিদগণ এবং কিছু শাফেয়ী ফিক্‌হবিদ।[৪৭]

শরীয়ত যেমনিভাবে ব্যক্তির ক্ষতিসাধন থেকে বারণ করেছে তদ্রূপ সমাজের ক্ষতিসাধন থেকেও বারণ করেছে। এজন্য কুক্ষিগতকরণ, মজুদদারি, সুদ এবং এমন সব ব্যবসা অবৈধ করেছে যা ক্ষতির কারণ হয়।

---

৪৫. হাদীস : মুওয়াত্তা, (খ. ২, পৃ. ৭৪৫) যা ইয়াহইয়া আল-মুযানীর হাদীসের একাংশ; ইবনে রাজাব কৃত জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম, খ. ২, পৃ. ২০৮-২১১; ইবনে সালাহ এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, হাদীসটি সকল সনদে উত্তম

৪৬. সারাখসি রচিত আল-মাবসূত, খ. ১৫, পৃ. ১২; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৫০৬; ইবনে আবেদীন রচিত টীকা, খ. ৫, পৃ. ৪৪৩; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৩২৭; আল-কাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ৩৭০; ইবনে কুদামা রচিত আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৮৮

৪৭. প্রাগুক্ত

www.amarboi.org

তৃতীয় : মালিকানা স্থানান্তরের সময় প্রযোজ্য শর্তাবলি

ফিক্‌হবিদগণের মতামত হলো, মালিকানা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত ও নিয়মনীতি রয়েছে। শরীয়ত হস্তান্তরের উপকরণসমূহকে– জীবদ্দশায় সাধারণ নিয়মের মতো– সন্তুষ্টি ও ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত করেছে। এই সন্তুষ্টি ও সম্মতি প্রতারণা, আত্মসাৎ, জবর দখল, মিথ্যা ও ভুল বুঝাবুঝি ইত্যাদি দোষ হতে মুক্ত হতে হবে। কারণ, মহান আল্লাহর বাণী :

لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"তোমরা তোমাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না। তবে পারস্পরিক সন্তুষ্টিতে বাণিজ্যিকভাবে তা ভোগ করা যেতে পারে"।[৪৮]

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ স.-এর বাণী : انما البيع عن تراض "পরস্পর সম্মত থাকলেই তা হবে বিক্রি"।[৪৯] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

لاَ يَحِلُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ مَا أَعْطَاهُ عَنْ طِيبِ نَفْسِه

"মুসলমানের সম্পদের কেবল ঐ অংশ বৈধ যা সে সন্তুষ্টচিত্তে প্রদান করে।"[৫০] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য পরিভাষা رِضًا

এমনিভাবে ফিক্‌হবিদগণ মৃত্যুশয্যায় শায়িত মালিকের ইচ্ছাকে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের সাথে নির্ধারিত করে দিয়েছেন– যদি তার কাজটি হয় দান, অনুদান পুরস্কার, উপহার, আনুকূল্যপূর্ণ দান, অথবা অসিয়ত।[৫১] দ্রষ্টব্য : পরিভাষা مَرَضُ الْمَوْت

এমন ব্যক্তি যাকে শরীয়ত স্বাধীনভাবে ক্রয়বিক্রয় করতে অনুমতি দেয়নি, তার এমন চুক্তি ও লেনদেনে যাতে তার ক্ষতি হতে পারে বা যাতে ক্ষতি হওয়াই স্বাভাবিক তাতে তার সম্মতি প্রকাশে শর্ত আরোপ করেছে। বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য سَفَهٌ ، حَجْرٌ

মৃত্যু হলে মৃত ব্যক্তির যাবতীয় সম্পদ ফারায়েজের সূত্র অনুযায়ী উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তরিত হয়। যেমনিভাবে এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি থেকে তার অসিয়ত

---

৪৮. সূরা নিসা, আয়াত ২৯

৪৯. হাদীস : ইবনে মাজা, (খ. ২, পৃ. ৭৩৭), আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর হাদীসের একাংশ

৫০. হাদীস : বায়হাকী (খ. ৬, পৃ. ৯৭), ইবনে আব্বাস রা. এ হাদীসের বর্ণনাকারী

৫১. ইনায়াসহ ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ১৫৫; জামিউল ফুসুলাইন, খ. ২, পৃ. ১৮৩; শরহুত তালবীহ্ আলাত তাওযীহ্, খ. ২, পৃ. ৩৫০; তাইসিরুত তাহরীর, খ. ২, পৃ. ২৭৭; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৪, পৃ. ৫০; হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৩, পৃ. ৩৮৩; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ২০৭০, হাশিয়া দুসূকীসহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ৩০৬; বুলগাতুস সালেক লিআকরাবিল মাসালিক, খ. ২, পৃ. ৬৪২; ইবনে জুযাই রচিত আল-কাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৭৬; শরহুল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ৩০৪; ইমাম শাফেয়ী রচিত আল-উম্ম, খ. ৪, পৃ. ৩৫; আল-মুখতাসার, খ. ৩, পৃ. ২১৭; রওজাতুত তালিবীন, খ. ৭, পৃ. ৩৮৭ এবং খ. ৮, পৃ. ৭২; ইবনে কুদামা রচিত আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৮৪

www.amarboi.org

পূরণ করা হয়। এবং যাদের জন্য অসিয়ত করা হয়েছে সম্পদসমূহ তাদের মালিকানায় হস্তান্তর করা হয়। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : পরিভাষা إِرْثٌ وَصِيَّةٌ

চতুর্থ : দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্য প্রদত্ত শর্তাবলি

শরীয়ত দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে মালিকানার ওপর কতক শর্ত আরোপের অধিকার প্রদান করেছে। তন্মধ্যে একটি হলো :

প্রথম : জনকল্যাণার্থে বিশেষ মালিকানাকে সীমাবদ্ধকরণ

শরীয়ত ব্যক্তিমালিকানার স্বীকৃতি দেয়, তাকে রক্ষা ও সংরক্ষণ করে। তাতে শরীয়তের সীমাবদ্ধ করণের মানদণ্ড জনকল্যাণের ওপর নির্ভরশীল– যা ব্যক্তিবিশেষের বা জাতিবিশেষের সাথে নির্ধারিত নয়। এটি পুরো সমাজব্যাপী। ইমাম শাতেবী রহ. বলেন, জনস্বার্থ ব্যক্তিস্বার্থের তুলনায় অগ্রাধিকার পাওয়ার উপযোগী।[৫২]

সুতরাং স্বত্ব যদিও মালিকের জন্য নির্ধারিত এবং তার যথা ইচ্ছা নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার আছে, তথাপি শরীয়ত কর্তৃক অন্যের অধিকারও সংরক্ষিত। তাই নিজের যাবতীয় অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে অন্যের যাবতীয় স্বার্থ রক্ষা করা শর্ত। তন্মধ্যে একটি হলো মালিকানা। ইমাম শাতেবী রহ. বলেন, অনুমোদিত স্থানে মানুষ তার রিজিক অন্বেষণের ক্ষেত্রে আল্লাহর অধিকার এবং অন্য মানুষের অধিকারের প্রতি যত্নশীল হওয়া একান্ত কর্তব্য।[৫৩] আর আল্লাহর অধিকার হলো যা জনস্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট।

দ্বিতীয় : মালিকানা লাভের অধিকারের ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্য প্রদত্ত শর্তাবলি

নিম্নোক্ত বিষয়গুলো এর আওতাভুক্ত।

ক. অনাবাদ ভূমি আবাদকরণ

রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ছাড়া শুধু অনাবাদ ভূমি আবাদ করার মাধ্যমে ভূমির মালিকানা লাভ হবে কি? অথবা উক্ত ভূমির মালিক হওয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি শর্ত, ফিক্হবিদগণ এ বিষয় নিয়ে মতভেদ করেছেন। শাফেয়ী ফকীহগণ, হাম্বলী ফিক্হবিদগণ এবং হানাফী ফকীহদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মত হলো, ভূমি আবাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি শর্ত নয়। আবু হানিফা রহ. এবং মালেকী ফিক্হবিদগণ তাদের বিরোধিতা করেন। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : পরিভাষা إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ

---

৫২. আল-মুওয়াফাকাত, খ. ১, পৃ. ৩০

৫৩. আল-মুওয়াফাকাত, খ. ৩, পৃ. ২৪৭

www.amarboi.org

খ. খনির মালিকানা লাভ

মালেকী ফিক্‌হবিদগণের মাযহাব হলো, সকল খনির মালিকানা রাষ্ট্রের তথা সকল মুসলিমের, খনিজ দ্রব্য ঘন হোক কিংবা তরল, খনি প্রকাশিত হোক কিংবা ভূগর্ভের ভিতরে থাকুক, বিশেষ মালিকানাধীন ভূমিতে হোক কিংবা মালিকানাহীন ভূমিতে হোক। রাষ্ট্র তা নির্দিষ্ট মেয়াদে ভাড়া দেওয়া কিংবা মালিক বানিয়ে জায়গির হিসেবে বরাদ্দ দেওয়া ইত্যাদি জনকল্যাণ মূলক যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।[৫৪]

অনাবাদ ভূমিতে প্রকাশ্য খনি আবিষ্কৃত হলে হানাফী, শাফেয়ী এবং হাম্বলী ফিক্‌হবিদগণের নিকট বিষয়টি অনুরূপ, তাতে রাষ্ট্রের মালিকানা হবে। তাদের মতানুসারে অনাবাদ ভূমি আবাদ করার দ্বারাই মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। কারণ এর দ্বারা সাধারণ মুসলিমের ক্ষতি সাধিত হবে। অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য ভূগর্ভের ভিতরের খনির ক্ষেত্রেও। শাফেয়ী মাযহাবের প্রাধান্য পাওয়া মতানুসারে এবং হাম্বলী ফকীহগণের দুই বর্ণনার যেটি অধিক প্রকাশিত সেটি অনুসারে, অনাবাদ ভূমি আবাদ করার দ্বারাই মালিকানা লাভ হয় না। বিস্তারিত জানার জন্য পরিভাষা إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ দ্রষ্টব্য।

গ. সীমা/আইল

সীমানা নির্ধারণ করা অর্থাৎ আইল দেওয়া অনাবাদ ভূমি আবাদ করার জন্য শর্ত। সকল ফিক্‌হবিদ : হানাফী, মালেকী, হাম্বলী এবং শাফেয়ী ফকীহদের বিশুদ্ধ মাযহাব হলো, রাসূল সা. ছাড়া অন্য মুসলিম নেতৃবৃন্দের নিজেদের জন্য কোনো ভূমি সংরক্ষিত করার অধিকার নেই। তবে তারা এমন কিছু স্থান সংরক্ষিত রাখতে পারবে যেখানে মুসলিম যোদ্ধাদের ঘোড়া, কর হিসেবে প্রাপ্ত পশু, যাকাতের উট এবং মানুষের হারানো পশু বিচরণ করবে এভাবে, যেন তাতে অন্য মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এ চারণভূমি কল্যাণের সাথে শর্তযুক্ত। তাই তাতে সম্প্রসারণ জায়েয হবে না। বিস্তারিত জানার জন্য পরিভাষা إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ وَحِمًى দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় : মালিকানা নিয়ন্ত্রণের অধিকারে দায়িত্বশীল ব্যক্তির প্রতি প্রদত্ত শর্তাবলি

ক্ষতিসাধন এবং ক্ষতিসাধনের প্রতিশোধ ছাড়া জনস্বার্থের চাহিদা অনুসারে মালিকের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ব্যক্তির অধিকার রয়েছে। আগত বিষয়গুলোতে এটি প্রতীয়মান হবে।

---

৫৪. ইবনে রুশদ রচিত আল-মুকাদ্দামাতুল মুমাহহাদাত, খ. ১, পৃ. ২২৫; হাশিয়া দুসূকী আলাশ শারহিল কাবীর, খ. ১, পৃ. ৪৮৬; বুলগাতুস সালেক, খ. ১, পৃ. ২২৯

www.amarboi.org

ক. মূল্য নির্ধারণ (التسعير)

মূল্য নির্ধারণের অর্থ, বাদশাহ কিংবা তার প্রতিনিধি মানুষের জন্য মূল্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং তাদেরকে তার নির্দিষ্ট করা মূল্যে ক্রয়বিক্রয় করতে বাধ্য করা। ফিক্‌হবিদগণ এ কথায় একমত যে, মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিধান হলো, তা হারাম। তবে নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে তা জায়েয। বিস্তারিত জানার জন্য পরিভাষা تسعير দ্রষ্টব্য।

খ. কুক্ষিগতকরণ ও মজুতদারি (الاحتكار)

মজুতদারি হলো খাদ্যশস্য এবং এ জাতীয় দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি হওয়া পর্যন্ত আটকে রাখা।

ফিক্‌হবিদগণ একমত, তারা যে সব শর্ত বিবেচনা করেছেন সে সব শর্ত অনুযায়ী মজুতদারি নিষিদ্ধ। কারণ, এতে মানুষের ক্ষতি করা হয় এবং তাদেরকে কষ্টে ও সংকীর্ণতায় রাখা হয়। এবং তারা এ কথাতেও একমত হয়েছেন যে, শাসক মজুতদারকে মজুদকৃত পণ্য বাজারে উঠানোর এবং মানুষের কাছে বিক্রি করার জন্য আদেশ করবেন। বিস্তারিত জানার জন্য পরিভাষা احتكار দ্রষ্টব্য।

রাষ্ট্র কর্তৃক মালিকানা হরণের সীমা

জনস্বার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তির মালিকানা হরণের অধিকার আছে। ইবনে হাজার হাইছামী রহ. বলেন, আলেমগণ একমত পোষণ করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তির নিকট খাদ্যশস্য থাকে এবং মানুষের তা সংগ্রহ করা আবশ্যক হয় তাহলে অসুবিধা দূরকরণার্থে তাকে তা বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে।[৫৫] এর বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ :

প্রথম : জনস্বার্থে বিশেষ মালিকানায় ভূমির মালিকানা নিয়ে নেওয়া

ফিক্‌হবিদগণের মাযহাব হলো, যদি মসজিদে মানুষ সংকুলান না হয় তাহলে পার্শ্ববর্তী জমি বিশেষ মালিকানা হিসেবে নিয়ে তা সম্প্রসারণ করা জায়েয। এমনিভাবে যদি পাবলিক রাস্তা তৈরি করা অথবা তা সম্প্রসারণ করা ইত্যাদি প্রয়োজন হয়, তাহলে এমনটি করা জায়েয হবে। তবে অবশ্যই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক কর্তৃক নির্ধারিত ন্যায়সঙ্গত বিনিময় দিতে হবে।

মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা-এর ভাষ্য হলো, প্রয়োজনে মূল্যের বিনিময়ে বাদশার নির্দেশে যে কারো মালিকানা হরণ করে রাস্তার সাথে যুক্ত করা যেতে পারে। তবে মূল্য পরিশোধ করা পর্যন্ত তার দখল থেকে নিয়ে নিতে পারবে

---

৫৫. আয-যাওয়াজির, খ. ১, পৃ. ১৮৯

www.amarboi.org

না।[৫৬] কারণ সাহাবা রা. থেকে বর্ণিত আছে, যখন মসজিদে হারামের স্থান সংকট হলো তখন তারা মূল্যের বিনিময়ে ভূমির মালিকদের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তাদের ভূমি নিয়ে নেন এবং মসজিদে হারাম সম্প্রসারণ করেন। উসমান রা.-এর মাধ্যমেও মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ হয়েছে।[৫৭]

দ্বিতীয় : ব্যক্তিস্বার্থের জন্য মালিকানা হরণ

ফিক্‌হবিদগণের মাযহাব হলো, যদি একের ব্যক্তিস্বার্থ অন্যের ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তাহলে বিবেচনায় যে শক্তিশালী এবং যাকে দেওয়ার মাধ্যমে ফেতনা দূর করা যাবে সে অগ্রাধিকার পাবে। এই ভিত্তিতে শরীয়ত কারো মালিকানার স্বার্থে অপর কারো মালিকানা হরণ করা বা জোরপূর্বক মালিকানা লাভ করার অনুমতি প্রদান করেছে, যা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রগুলোতে প্রকাশিত হয়েছে :

ক. শুফআহ (বা অগ্রক্রয়ের অধিকার)

শুফআর শাব্দিক অর্থ মিলানো, যুক্ত করা।
শরীয়তের পরিভাষায় শুফআহ হলো,

تَمْلِيكُ الْبُقْعَةِ جَبْرًا عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَا قَامَ عَلَيْهِ بِمِثْلِهِ إِذَا كَانَ مِثْلِيًا ، وَإِلاَّ فَبِقِيمَتِهِ

"ক্রেতা যেরূপ বস্তুর বিনিময়ে অথবা যে মূল্যের বিনিময়ে ক্রয় করেছে সেরূপ বস্তু বা মূল্যের বিনিময়ে ক্রেতার বিপরীতে বল প্রয়োগে অপর কাউকে ভূমির মালিক বানানো।"[৫৮]

সর্বসম্মতভাবে ভূমির অংশীদারের জন্য এবং মতভেদসহ প্রতিবেশীর জন্য শুফআ সাব্যস্ত হবে। অধিকাংশ ফিক্‌হবিদ (মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের) ফকীহদের মত হলো, প্রতিবেশীর জন্য শুফআ সাব্যস্ত হবে না। অপরদিকে হানাফী ফিক্‌হবিদগণের মতে যে নিকট প্রতিবেশীর জমি বিক্রিত জমির সাথে সংযুক্ত তার জন্য শুফআ সাব্যস্ত হবে।[৫৯] বিস্তারিত জানার জন্য পরিভাষা شُفْعَة দ্রষ্টব্য।

---

৫৬. ধারা : ১২১৬, আল-বাহজা শরহুত তুহফা, খ. ২, পৃ. ৭৬; দ্রষ্টব্য আতাসী রচিত শরহু মাজাল্লাতিল আহকামিল আদলিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ১৫৮

৫৭. ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ৩৭৯; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ২৫৩; মুখতাসারুল মুযানী, খ. ২, পৃ. ৩০৯; আত-তুরুকুল হুকমিয়্যা, পৃ. ২৫৯, মাওয়ারদী রচিত আল-আহকামুস সুলতানিয়া, পৃ. ২৪৫

৫৮. হাশিয়া ইবনে আবেদীন আলাদ দুররিল মুখতার, খ. ৫, পৃ. ১৩৭

৫৯. তাকমিলাতু ফাতহিল কাদীরসহ শরহুল ইনায়া আলাল হিদায়া, খ. ৭, পৃ. ৪০৬-৪০৮; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৮, পৃ. ১৪৩; হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ১৩৭;

www.amarboi.org

খ. ঋণদাতার স্বার্থে জোরপূর্বক ঋণ গ্রহণকারীর সম্পদ বিক্রি করা

আবু হানিফা রহ. ছাড়া সকল ফিক্‌হবিদ পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণ গ্রহণকারীর সম্পদ বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন– যদি তার সম্পদ থাকে। যদি পাওনাদাররা দাবি করে তাহলে বিচারক তা বাজেয়াপ্ত করতে পারে। অতঃপর বিচারক তার সম্পদ বিক্রি করে পাওনাদারদের অংশ অনুযায়ী তাদের মাঝে তা বণ্টন করবে– যদি ঋণ গ্রহণকারী নিজে বিক্রি করতে রাজি না হয়। এই বিধান সকল ঋণে কার্যকর হবে। তা কর্জ বাবদ ঋণ হোক কিংবা কেনাবেচা বাবত ঋণ হোক, ভরণপোষণের ঋণ হোক বা মুক্তিপণের ঋণ কিংবা বিনিময়ের ঋণ হোক।[৬০]

গ. ঋণ পরিশোধের জন্য বন্ধকী বস্তু বিক্রি করা

ঋণ পরিশোধের জন্য অথবা বন্ধকী বস্তু বিক্রির জন্য শাসক বন্ধকদাতাকে বাধ্য করতে পারবে। যদি সে অস্বীকার করে তাহলে সকল ফিক্‌হবিদের মতে শাসক তা বিক্রি করে দিতে পারবে। বিস্তারিত জানার জন্য পরিভাষা رَهْن দ্রষ্টব্য।

ঘ. যে সকল বস্তু বণ্টন করা যায় না অথবা বণ্টনে ক্ষতি হয়

এমন বস্তু যা বণ্টন করা যায় না, অথবা বণ্টনে ক্ষতি হয়; তার দুই অংশীদারের একজন যদি বিক্রি দাবি করে এবং অপরজন বিক্রিতে অসম্মত থাকে, তাহলে অস্বীকারকারীকে শাসক বিক্রি করতে বাধ্য করার অধিকার রাখে। যদি সে বিক্রি না করে তাহলে আবেদনকারীর ক্ষতি দূর করার জন্য শাসক তার অংশীদারের পক্ষ থেকে বিক্রি করবে। কারণ যে বিক্রি করতে চাইছে সে এককভাবে তার অংশ বিক্রি করলে তার মূল্য কমে যাবে।[৬১] বিস্তারিত জানার জন্য পরিভাষা قِسْمَة দ্রষ্টব্য।

–মোঃ হাবীবুর রহমান

হাশিয়া দুসূকী আলাশ শারহিল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ৪৭৩; হাশিয়া আল-আদাভী, খ. ২, পৃ. ২২৯; আল-উম্ম, খ. ৩, পৃ. ২৩১; ফাতহুল আযীয, খ. ১১, পৃ. ৩৬৪-৩৮২; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ১৯৭; আল-গায়াতুল কাসওয়া, খ. ২, পৃ. ৫৯৭; ইবনে কুদামা রচিত আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩০৮

৬০. হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৬, পৃ. ১৪৭; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৯, পৃ. ৪৪৭২; আশ-শারহুল কাবীর, হাশিয়া দুসূকী সহ, খ. ৩, পৃ. ২৬৪; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৮৪; আর-রওযা, খ. ৪, পৃ. ১২৭; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ১১৯; ইবনে কুদামাকৃত আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৪৫৩; আর-রাওযুল মুরবি, খ. ৫, পৃ. ১৬২

৬১. ইবনে রাজাব কৃত আল-কাওয়ায়েদ, পৃ. ৩২-৩৩; তাবসিরাতুল হুককাম, খ. ২, পৃ. ২১৬

www.amarboi.org

تَمَلُّكٌ : মালিকানা লাভ : To acquire ownership

পরিচিতি

তামাল্লুক (اَلتَّمَلُّكُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

তামাল্লুক (اَلتَّمَلُّكُ) শব্দটি تَمَلَّكَ-এর ক্রিয়ামূল, যা مَلَّكَ-এর অনুগত হয়ে আসে। যার মূল শব্দ হলো مَلَكَ (মালাকা) বলা হয় : مَلَكَ الشَّيْءَ "সে বস্তুটির মালিক হয়েছে, যখন সে তা স্বাধীনভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়।" مَلَّكَهُ تَمْلِيكًا "সে তাকে মালিক বানিয়েছে।" تَمَلَّكَ الشَّيْءَ تَمَلُّكًا "সে জোরপূর্বক বস্তুর মালিক হয়েছে, সে তা দখল করেছে।"[১]

পরিভাষায় মালিকানা হলো, ইচ্ছামতো ব্যবহার করার ক্ষমতা যা শুরু থেকেই শরীয়ত কর্তৃক সাব্যস্ত।[২] শাফেয়ী ফিক্হবিদ ইবনে সুবকী মালিকানার সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন : এমন একটি শরয়ী বিধান যা বস্তু বা মুনাফার ওপর সক্ষমতা প্রদান করে, যার চাহিদা হলো মালিক তা দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। এবং তা এমন থাকা অবস্থায় তার বিনিময় নিতে পারবে।[৩]

আল্লামা জুরজানী রহ. এভাবে সংজ্ঞা প্রদান করেন : মালিকানা হলো মানুষ ও বস্তুর মাঝে এমন সম্পর্ক যা তার ইখতিয়ার মতো ব্যবহার করার স্বাধীনতা প্রদান করে, আর অন্যের ব্যবহারে সৃষ্টি করে অন্তরায়।[৪] সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই, পারিভাষিক সংজ্ঞাগুলো শাব্দিক সংজ্ঞা থেকে ভিন্ন ও পৃথক হয় না।

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

ক. اَلاِخْتِصَاصُ (আল-ইখতিসাস) : নির্দিষ্ট হওয়া

ইখতিসাস (اَلاِخْتِصَاصُ) হলো اِخْتَصَّ بِالشَّيْءِ (সে বস্তুর স্বাতন্ত্র্য লাভ করল)-এর মাসদার বা শব্দমূল। এটি তামাল্লুক (اَلتَّمَلُّكُ) (মালিকানা লাভ) থেকে ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক।

---

১. মুখতারুস সিহাহ, লিসানুল আরব, আল-কামুসুল মুহীত,মূলবর্ণ ملك

২. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৪৫৬

৩. সুয়ূতীর আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩১৬

৪. জুরজানী রচিত আত্-তারিফাত, মূলবর্ণ ملك

www.amarboi.org

খ. الْحِيَازَةُ (আল-হিয়াযাহ্) : যুক্তকরণ

হিয়াযাহ (الْحِيَازَةُ) হলো حَازَ-এর ক্রিয়ামূল, আর তা হলো الضَّمُّ (মিলানো)। যে নিজের সাথে কোনো বস্তু যুক্ত করল, সে মিলিয়ে নিল।[৫] ফিক্‌হবিদগণের মতে এটি মালিকানা লাভের একটি কারণ।

তামাল্লুক বা মালিকানা লাভ-এর শরয়ী বিধান

বিষয়বস্তুর ভিন্নতার দরুন মালিকানার বিধান ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। মালিকানা লাভের কারণসমূহের শরীয়ত সম্মত হওয়া এবং প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হওয়া ইত্যাদি হিসেবে যেমন বিশুদ্ধ, অশুদ্ধ ও ত্রুটিপূর্ণ মালিকানা ইত্যাদি আরোপিত বিধান কার্যকর হয়, তেমনি শরয়ী বিধান ফরয ও ওয়াজিব ইত্যাদির বিধানও জারি হয়।

মালিকানা লাভের শর্ত ও কারণসমূহ

মালিকানা লাভ হলো মানুষের বৈশিষ্ট্য। মানুষ ছাড়া অন্য কিছুতে মালিকানা লাভের যোগ্যতা নেই।

মালিকানা শুদ্ধ হওয়ার জন্য মৌলিক দুটি শর্ত রয়েছে।

ক. মালিকানার যোগ্য হওয়া।

খ. মালিকানা লাভে প্রতিবন্ধকতা না থাকা।

মালিকানা লাভের বিভিন্ন কারণ বা উপকরণ রয়েছে। যথা : বিনিময় ও লেনদেন জাতীয় চুক্তি (যেমন ক্রয়-বিক্রয়), উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পদ প্রাপ্তি, দান, অনুদান, অসিয়তকৃত সম্পদ বা ওয়াকফকৃত সম্পদ হাতে আসা, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ প্রাপ্তি, বৈধ বস্তু আয়ত্তকরণ, অনাবাদ ভূমি আবাদকরণ, শর্ত সাপেক্ষে রাস্তায় পাওয়া বস্তুর মালিক হওয়া, মৃত ব্যক্তির রক্তপণ বা গর্ভস্থ ভ্রূণের রক্তপণ গ্রহণ, অপহৃত সম্পদের ক্ষতিপূরণ প্রদান- যদি অপহরণকারীর সম্পদের সাথে তা মিশিয়ে ফেলার পর তা পৃথক করা অসম্ভব হয়, যার ফলে অপহরণকারী উক্ত সম্পদের মালিক হয় এবং তার দায়িত্বে তার ক্ষতিপূরণ প্রদান ওয়াজিব হয়।[৬]

---

৫. মুখতারুস সিহাহ, মূল বর্ণ- حوز

৬. সুয়ূতী রচিত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩১৭; ইবনে নুজাইম রচিত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৪১১

www.amarboi.org

মালিকানা লাভের ধরনসমূহ

মালিকানা লাভের মূল হলো ইচ্ছা ও এখতিয়ার। সুতরাং নিজ ইচ্ছা ছাড়া কোনো ব্যক্তির মালিকানায় কোনো কিছু আসবে না।

কিন্তু ফিক্‌হবিদগণ এমন কিছু অবস্থা উল্লেখ করেছেন যেগুলোতে মানুষ অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছুর মালিকানা লাভ করে। সেক্ষেত্রে কারণ, উপকরণের স্বাভাবিক চাহিদাই হলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে মালিকানা সংঘটিত হওয়া। যেমন, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ। উত্তরাধিকার রেখে কেউ মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকারী ব্যক্তি বাধ্যতামূলক ভাবে সে সম্পদের মালিকানা লাভ করে।[৭] বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য إِرْث

অপর একটি হলো অসিয়তকৃত সম্পদ। যদি আমরা বলি যে, যাকে অসিয়ত করা হয়েছে সে অসিয়তকারী ব্যক্তির মৃত্যুর সাথে সাথে সম্পদের মালিকানা লাভ করবে। এটি হলো শাফেয়ী ফিক্‌হবিদগণের একটি মত। অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর যদি অসিয়তকৃত বস্তু গ্রহণের পূর্বেই যাকে অসিয়ত করা হয়েছে সে মারা যায়, তাহলে হানাফী ফিক্‌হবিদগণের মতে সে বাধ্যতামূলকভাবে সম্পদের মালিকানা লাভ করবে।

অপর একটি হলো, যদি সহবাসের পূর্বে স্বামী তালাক প্রদান করে তাহলে বাধ্যতামূলকভাবে স্ত্রী অর্ধেক মহরের মালিকানা লাভ করবে। আরো একটি হলো, বিক্রেতা চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর পণ্যে ক্রটির কারণে ফেরত পণ্যের বাধ্যতামূলক মালিকানা লাভ করে। এমনি আরো হচ্ছে, অপরাধের ক্ষতিপূরণ এবং শুফার অংশের মূল্য।[৮] আরেকটি হলো, এক বছর পর্যন্ত প্রচার করার পর, হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী, রাস্তায় পাওয়া বস্তু বাধ্যতামূলকভাবে রাস্তা থেকে সংগ্রহকারী ব্যক্তির মালিকানায় চলে যাবে।[৯] দ্রষ্টব্য لُقَطَة

কারণের ভিন্নতার দরুন ইচ্ছাকৃত মালিকানা বিভিন্ন হয়ে থাকে। আর্থিক বিনিময়ে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পরই মালিকানা লাভ হয়– যদি তাতে (গ্রহণ করা, না করার) স্বাধীনতা না থাকে। এ বিষয়ে ফিক্‌হবিদগণের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে।[১০] বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : عَقْد

---

৭. রওজাতুত তালিবীন, খ. ৬, পৃ. ১৪৩; সুয়ূতী রচিত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৪১২।

৮. ইবনে নুজাইম রচিত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৪১১-১২; সুয়ূতী রচিত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩১৪-৩১৫-৩১৮

৯. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৭০০

১০. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪৪৩; সুয়ূতী রচিত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩২

www.amarboi.org

ভাড়ার মালিকানা লাভ

কোন্ ক্ষেত্রে ভাড়ার মালিকানা লাভ হবে– এ বিষয়ে ফকীহ্সমাজ মতানৈক্য করেছেন। শাফেয়ী ফিক্হবিদগণ এবং ইমাম আহমদ রহ.-এর মাযহাব হলো, চুক্তি হওয়া মাত্র ভাড়ার মালিকানা লাভ হবে। যেমনটি বিক্রিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে– যদি ভাড়ায় গ্রহণকারী বিলম্বে পরিশোধ করার শর্ত না করে। হানাফী ফিক্হবিদগণ বলেন : ভাড়া পরিশোধের মাধ্যমে বা নগদ পরিশোধের শর্ত দ্বারা মালিকানা লাভ হয়।[১১]

কর্জ বা ঋণের মালিকানা লাভ

কর্জের মধ্যে মলিকানা লাভের উপায় নিয়ে দুটি মত রয়েছে। হানাফী ও শাফেয়ী প্রতিটি মাযহাবের ফিক্হবিদগণের এ দুটি মত।

এক : এটি হাম্বলী ফিক্হবিদগণেরও মত, হস্তগত করার দ্বারা মালিকানা লাভ হয়।

দুই : ক্ষমতা প্রয়োগ/কর্তৃত্ব দ্বারা মালিকানা লাভ হয়।

মালেকী ফিক্হবিদগণ বলেন : চুক্তির দ্বারা মালিকানা অর্জিত হয়ে তা ঋণগ্রহীতার সম্পদে পরিণত হয় এবং তা কর্জদাতাকে পরিশোধ করার ফয়সালা প্রদান করা হয়।[১২]

মুদারাবা ব্যবসার লাভে মালিকানা

ফিক্হবিদগণের মতপার্থক্যের ভিত্তিতে ব্যবসায়ে লাভ প্রকাশিত হওয়ার দ্বারা অথবা লাভ বন্টনের দ্বারা মুদারাবা-কর্মী লভ্যাংশের মালিক হবে। বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : مُضَارَبَةٌ

ফল চাষের লভ্যাংশে মালিকানা

ফলের মুকুল অঙ্কুরিত হওয়ার দ্বারা বাগান-কর্মী স্বীয় ভাগের ফলের মালিকানা লাভ করবে। বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : مُسَاقَاةٌ

শুফআর মাধ্যমে জমির অংশের মালিকানা লাভ

শাফেয়ী ও হাম্বলী ফিক্হবিদগণ বলেন, মালিকানা লাভের অর্থ প্রকাশকারী কোনো শব্দের দ্বারা শফী শুফাদাবিকৃত অংশের মালিকানা লাভ করবে। হানাফী ফিক্হবিদগণের মতে পারস্পরিক সন্তুষ্টি অথবা বিচারকের ফয়সালা দ্বারা সে

---

১১. ইবনে নুজাইম রচিত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৪১৩

১২. সুয়ূতী রচিত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩২০; ইবনে নুজাইম রচিত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৪১৩; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৪৮; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ৭৮

www.amarboi.org

মালিকানা লাভ করবে। মালেকী ফিক্‌হবিদগণের মতানুসারে বিচারকের নির্দেশ অথবা কাউকে দিয়ে সাক্ষ্যপ্রদান বা মূল্য পরিশোধ করার দ্বারা শফী এ মালিকানা লাভ করবে।[১৩] বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য شُفْعَة

দেনমোহরের মালিকানা লাভ

বিবাহবন্ধনের দ্বারাই স্ত্রী দেনমোহরের মালিকানা লাভ করবে। বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য صَدَاق

গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মালিকানা লাভ

হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের ফিক্‌হবিদগণের মতে করায়ত্ত করার দ্বারাই যুদ্ধলব্ধ সম্পদে মালিকানা লাভ হয়। শাফেয়ী ফিক্‌হবিদগণের মতে তা বন্টন করার অথবা দখল করার পর তাতে বাছাই করার দ্বারা মালিকানা লাভ হয়।[১৪] বিস্তারিত জানতে غَنِيْمَة আলোচনা দ্রষ্টব্য।

দানকৃত বস্তুর মালিকানা লাভ

হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহদের মত হচ্ছে, হস্তগত করার দ্বারা দানকৃত বস্তুতে গ্রহীতার মালিকানা লাভ হয়। হাম্বলী ফিক্‌হবিদগণ এ ধরনের বস্তুতে দুটো প্রকার করেছেন। **এক.** যা পরিমাপ অথবা পরিমাণ করা যায় এবং **দুই.** যা পরিমাপ অথবা পরিমাণ করা যায় না। তারা বলেন, যা পরিমাপ অথবা পরিমাণ করা যায় তাতে হস্তগত করার দ্বারা মালিকানা লাভ হয়। আর অন্য বস্তু কেবল চুক্তি সম্পন্ন হলেই মালিকানা লাভ হয়।[১৫] বিস্তারিত জানতে هِبَة দ্রষ্টব্য।

অনাবাদ ভূমির মালিকানা লাভ

অনাবাদ ভূমি আবাদ করার দ্বারা মালিকানা লাভ হয়, এ বিষয়ে সকল ফিক্‌হবিদ একমত। তবে আবাদ করা কিসের দ্বারা সাব্যস্ত হয়, তা জানতে إِحْيَاءُ الْمَوَات আলোচনা দ্রষ্টব্য।

---

১৩. ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ১৩৯; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১৬১; হাশিয়াতুল জুমাল, খ. ৩, পৃ. ৫০৩; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩২০

১৪. ইবনে নুজাইম রচিত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৪১৪; আসনাল মাতালিব, খ. ৪, পৃ. ১৯৮; আল-ওয়াজীয, খ. ২, পৃ. ১৯৩; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ৮২

১৫. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ১২৪; দুসূকির টীকা, খ. ৪, পৃ. ১০১; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৪০৬; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৬৪৯

www.amarboi.org

সকলের ব্যবহার উপযোগী বস্তুর মালিকানা লাভ

সাধারণের ব্যবহার উপযোগী প্রতিটি বস্তুতে দখলের দ্বারা মালিকানা লাভ হয়। যেমন : ঘাস, লাকড়ি, পাহাড় থেকে সংগৃহীত ফল, মানুষের নিক্ষিপ্ত অথবা নষ্ট করা বস্তু যার প্রতি মনের আকর্ষণ নেই।[১৬] বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য حِيَازَة

—মোঃ হাবীবুর রহমান

১৬. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৫৯৭; আল-কালয়ুবী, খ. ৩, পৃ. ২৯৯; ইবনে আবিদীনের টীকা, খ. ৩, পৃ. ৩২৪

www.amarboi.org

تَمْلِيْكٌ : মালিকানা প্রদান : Transfer of ownership

পরিচিতি

তামলীক (التَّمْلِيْكُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

তামলীক (التَّمْلِيْكُ) শব্দটি مَلَّكَهُ الشَّيْءَ (সে তাকে বস্তুর মালিকানা প্রদান করল) ক্রিয়ার মূলধাতু। যার মূল ক্রিয়া হলো : مَلَكَ الشَّيْءَ "সে বস্তুটি স্বাধীনভাবে ব্যবহারের ক্ষমতাসহ তা আয়ত্ত করল।"[১] ফিক্‌হবিদগণ এই শব্দটির ব্যবহার শাব্দিক অর্থেই করেন।[২] বিস্তারিত দেখার জন্যে পূর্ববর্তী تَمَلُّكٌ এবং الإِمْلاكُ، التَّمْلِيْكُ ও التَّزْوِيْجُ দ্রষ্টব্য।

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

ক. الإِبْرَاءُ (আল-ইবরাউ)

এ শব্দের শাব্দিক অর্থ : মুক্ত করা, ত্রুটিমুক্ত করা, দোষমুক্ত সাব্যস্ত করা, পবিত্রকরণ, বস্তু থেকে দূরে রাখা।

পরিভাষায় ইবরাউ (الإِبْرَاءُ) বলতে বুঝায়, إِسْقَاطُ الشَّخْصِ حَقًّا لَهُ فِي ذِمَّةِ آخَرَ أَوْ قِبَلَهُ "কারো অন্যের দায়িত্বে বা অন্যের পক্ষে নিজ অধিকার প্রত্যাহার করা।" এ সংজ্ঞাটি ঐ সকল লোকের দৃষ্টিতে, যারা ঋণের দাবি প্রত্যাহার করাকেই দায়মুক্ত করা বিবেচনা করেন। কতিপয় ফিক্‌হবিদ দায়মুক্তকরণকে মালিকানা প্রদানরূপে বিবেচনা করেন। সাধারণভাবে সকল ফিক্‌হবিদের কথা দ্বারা বোঝা যায়, দায়মুক্তকরণ কথাটি একই সাথে রহিতকরণ এবং মালিকানা প্রদান এ উভয় অর্থ বোঝায়। তবে কোনো মাসআলায় প্রথমটি, কোনোটিতে অপরটি প্রাধান্য পায়।[৩] ইবরাউ (ابراء) শব্দটি তামলীক (تمليك) থেকে ব্যাপক।

খ. الإِسْقَاطُ (আল-ইসকাত) : রহিতকরণ, নিক্ষেপণ

ইসকাত (الإِسْقَاطُ)-এর শাব্দিক অর্থ : পতিত করা, নিক্ষেপ করা, ফেলে দেওয়া। পরিভাষায় ইসকাত হলো, অপর কাউকে মালিক অথবা অধিকারী না বানিয়ে নিজের মালিকানা বা অধিকার রহিত করা। এই রহিতকরণের মাধ্যমে তার কাছে দাবি করার অধিকার রহিত হয়ে যায়। কারণ, পতিত বস্তু নিঃশেষ হয়ে বিলীন হয়ে যায়, কোথাও স্থানান্তরিত হয় না। যেমন- তালাক, আজাদকরণ, মৃত্যুদণ্ডের ক্ষমা।

---

১. লিসানুল আরব, আল-মু'জামুল ওয়াসিত, মূলবর্ণ- ملك

২. দুসতূরুল উলামা, খ. ১, পৃ. ৩৪৯; আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ২২৭

৩. আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা, খ. ১, পৃ. ১৪২, ১৪৮, ১৪৯, খ. ৪, পৃ. ২২৬-২২৭

www.amarboi.org

মালিকানা প্রদান ও রহিতকরণে পার্থক্য হলো, মালিকানা প্রদান করার অর্থ (কারোর কোনো বস্তুতে মালিকানা) বিলীন করে (অন্য) মালিকের নিকট তা স্থানান্তর করা। অথচ রহিতকরণ অর্থ (কারোর মালিকানা) বিলীন করা হলেও তা অন্যত্র স্থানান্তর না করা, অন্যকে মালিক না বানানো।[৪] সুতরাং ইসকাত (الْإِسْقَاطُ) শব্দটি তামলীক (التَّمْلِيكُ)-এর তুলনায় ব্যাপক অর্থজ্ঞাপক।

মালিকানা প্রদানের ক্ষেত্র

কখনও মালিকানা প্রদান বাস্তব ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। যেমন : বস্তুর মালিকানা প্রদান। আবার কখনও সাব্যস্তকৃত ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। যেমন : লজ্জাস্থানের মালিকানা প্রদান অথবা কোনো বস্তু ভাড়াপ্রদান বা ধার হিসেবে প্রদানের মাধ্যমে বস্তুর মুনাফার মালিকানা প্রদান। এগুলোর মুনাফা সাব্যস্তকৃত, যেহেতু তার সাথে সংশ্লিষ্ট মালিকানা সাব্যস্তকৃত।[৫]

বস্তুত মালিকানা প্রদান কখনও বিনিময় নিয়ে হয়, যেমন ক্রয়বিক্রয়; আবার কখনও বিনিময় ছাড়া হয়। যেমন : দান, অনুদান। যেমনিভাবে মুনাফার মালিকানা কখনও বিনিময় দ্বারা প্রদান করা হয়। যেমন : ভাড়া প্রদান। কখনও বিনিময় ছাড়া প্রদান করা হয়। যেমন : কোন বস্তু ধার প্রদান।[৬] প্রত্যেকটির ব্যাখ্যার জন্য স্ব-স্ব স্থান দ্রষ্টব্য।

দেনার মালিকানা প্রদানের ক্ষেত্রে আল মুগনীর গ্রন্থকার বলেন : যদি দেনা এমন ব্যক্তিকে দান করা হয়– যে দেনাদার নয় অথবা যদি এমন ব্যক্তির নিকট তা বিক্রি করা হয়, তাহলে তা শুদ্ধ হবে না।

ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান ছাওরী, ইসহাক রহ. দেনা বিক্রির ক্ষেত্রে অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন : যদি তুমি কোনো ব্যক্তির নিকট কর্জ হিসেবে খাদ্যশস্যের পাওনাদার হয়ে থাক, তাহলে কর্জ গ্রহণকারীর নিকট অন্য কোনো বস্তু নগদ পরিশোধের বিনিময়ে তা বিক্রি করো। অন্যের নিকট নগদ বা বাকিতে বিক্রি করো না। যদি তুমি কাউকে দিনার বা দিরহাম কর্জ দিয়ে থাক, তাহলে বিনিময়রূপে অন্য কারো নিকট থেকে তোমার প্রাপ্য পাওনা নিয়ে নিয়ো না। আর ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন : যদি গরীব,

৪. আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ২২৬-২২৭

৫. যারকাশী রচিত আল-মানছূর ফিল কাওয়াইদ, খ. ৩, পৃ. ২২৮

৬. দুসতূরুল উলামা, খ. ১, পৃ. ৩৪৯; কারাফী রচিত আয-যাখিরা, পৃ. ১৫১; আল-ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ৩

www.amarboi.org

কালক্ষেপণকারী বা ঋণ অস্বীকারকারীর নিকট পাওনা থাকে তাহলে তার নিকট বিক্রি করা শুদ্ধ হবে না। কারণ সে তা পরিশোধ করতে সম্মত নয়। আর যদি প্রচুর ব্যয়কারী ধনী ব্যক্তির নিকট হয়ে থাকে তাহলে তাতে দুটি মত রয়েছে।[৭]

মালেকী ফিক্‌হবিদদের মতে নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে দেনাদার ছাড়া অন্যের কাছে দেনা বিক্রি করা জায়েয আছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও মতপার্থক্য জানতে পরিভাষা دَيْنٌ দ্রষ্টব্য।

হস্তগত করার পূর্বে ক্রয়কৃত বস্তুতে মালিকানা প্রদান

হস্তগত করার পর মালিকানাধীন বস্তুতে অপর কাউকে মালিকানা প্রদানের মাধ্যমে ইখতিয়ার চর্চা বৈধ, এ বিষয়ে ফিক্‌হবিদদের কোনো মতভেদ নেই। অবশ্য কব্জা করার পূর্বে কাউকে মালিকানা প্রদানের মাধ্যমে ইখতিয়ার চর্চা নিয়ে তারা মতভেদ করেছেন। তার বর্ণনা নিম্নরূপ:

ক্রয়কৃত বস্তু হস্তগত করার পূর্বে বিক্রির মাধ্যমে তার মালিকানা প্রদান

হানাফী ও শাফেয়ী ফিক্‌হবিদদের মাযহাব, এটি ইমাম আহমদ রহ.-এর একটি বর্ণনা এবং মালেকী ফিক্‌হবিদগণের একটি উক্তি : কব্জা করার পূর্বে বিক্রির মাধ্যমে কাউকে মালিকানা প্রদান জায়েয নেই– তা খাবার জাতীয় বস্তু হোক কিংবা অন্য কিছু হোক।

তারা হস্তগত করার পূর্বে খাবার বিক্রি করা হতে রাসূলুল্লাহ স. যে নিষেধ করেছেন তা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন।[৮] তারা আরো প্রমাণ পেশ করেন এই হাদীস দ্বারা :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيْدٍ إِلَى مَكَّةَ قَال : انْهَهُمْ عَنْ بَيْعٍ مَا لَمْ يَقْبِضُوْهُ ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوْهُ

"রাসূলুল্লাহ স. আত্তাব ইবনে উসাইদকে মক্কায় প্রেরণকালে বললেন, তুমি তাদেরকে পণ্য হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করা থেকে নিষেধ করবে। এবং ঐ বস্তুর লাভগ্রহণ থেকে নিষেধ করবে যার ক্ষতিপূরণ তারা প্রদান করে না।"[৯]

দ্বিতীয়ত (হস্তগত না করার কারণে) তার মালিকানা পূর্ণতা লাভ করে নি। সুতরাং অনির্দিষ্ট বস্তুর ন্যায় তা বিক্রি করা জায়েয হবে না।[১০]

---

৭. ইবনে কুদামা রচিত আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৬৫৯

৮. হাদীস : نهى عن بيع الطعام قبل قبضه বুখারী (ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ৩৪৯) ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় আছে : اما الذى نهى عنه النبى فهو الطعام أن يباع حتى يقبض

৯. হাদীস : بعث عتاب بن اسيد الى مكة أخرجه البيهقى (খ. ৫, পৃ. ৩১৩ দায়িরাতুল মায়ারিফিল উসমানী কর্তৃক মুদ্রিত) যা ইয়ালা বিন উমাইয়ার হাদীসে নিম্নের শব্দে বর্ণিত।

استعمل النبى صلى الله عليه وسلم عتاب بن اسيد على مكة فقال : انى قد أمتك على أهل الله عزوجل بتقوى الله عزوجل ولايأكل أحر منهم من ربح مالم يضمن ..... وأن يبيع أحرهم ما ليس عنره وفى اسناده انقطاع.

www.amarboi.org

হানাফী ফিক্‌হবিদগণ বিক্রিকৃত স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে ভিন্ন বিধান বর্ণনা করেন এবং বিক্রি বাতিলের প্রতারণা না থাকার কারণে হস্তগত করার পূর্বে মালিকানা প্রদানকে বৈধতা দিয়ে থাকেন।[১১]

মালেকী ফিক্‌হবিদগণ মনে করেন : যদি (পণ্য) খাদ্যশস্য না হয়, তাহলে হস্তগত করার পূর্বে বিক্রির মাধ্যমে পণ্যের মালিকানা প্রদান বৈধ। এবং দলিল প্রদান করেন আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা : مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ "রাসূলুল্লাহ স. বলেন, যে ব্যক্তি খাবার ক্রয় করে সে তা না মাপা পর্যন্ত যেন বিক্রি না করে"।[১২]

তাদের মতে বিশুদ্ধ কথা হলো, এই নিষেধটি কিয়াস-উর্ধ্ব একটি বিষয়। তাই তার সাথে খাবার ছাড়া অন্য বিষয়কে তুলনা করা যাবে না। কেউ কেউ বলেন : বিষয়টি (যুক্তি বহির্ভূত নয়, বরং) বোধগম্য। কারণ এটি প্রকাশে শরীয়তপ্রণেতার একটি উদ্দেশ্য রয়েছে। তা হলো, যদি হস্তগত করার পূর্বেই তা বিক্রি করার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয়, তাহলে কতক সম্পদের মালিক তা প্রকাশের পূর্বেই বিক্রি করবে। পক্ষান্তরে যদি তা থেকে বারণ করা হয় তাহলে পরিমাপকারী ও বোঝা বহনকারী লোকেরা উপকৃত হবে এবং এভাবে গরীবদেরকে সাহায্য করা হবে। ফলে এর দ্বারা মানুষ আভ্যন্তরিক দৃঢ়তা লাভ করবে, বিশেষত অভাব ও দুর্ভিক্ষের সময়।[১৩] বিস্তারিত জানতে بيع ما لم يقبض শিরোনাম দ্রষ্টব্য।

বিক্রি ছাড়া অন্য কোনোভাবে ক্রয়কৃত বস্তুর মালিকানা প্রদান

হানাফী ও মালেকী ফিক্‌হবিদগণের মত, এটি শাফেয়ী ফিক্‌হবিদগণেরও একটি উক্তি, হস্তগত করার পূর্বে ক্রয়কৃত বস্তুর মালিকানা কারো নিকট বিক্রি ছাড়া অন্যভাবে প্রদান করা বৈধ। হানাফী ফিক্‌হবিদগণ হস্তগত করার পূর্বে ভাড়া দেওয়ার মাধ্যমে বিক্রিকৃত পণ্যের মুনাফার মালিকানা প্রদানকে এই বিধান থেকে

---

১০. ইবনে কুদামা রচিত আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১২৭, রিয়াদ থেকে মুদ্রিত; রওজাতুত তালিবীন, খ. ৩, পৃ. ৫০৬; দুরারুল হুককাম, খ. ১, পৃ. ২০১

১১. দুরারুল হুককাম, খ. ১, পৃ. ২০১, হাদীস من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله أخرجه مسلم (খ. ৩, পৃ. ১১৬০, প্রকাশক : হালাবী)। হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে আব্বাস রা.

১২. আল-কাওয়ানিন আল-ফিকহিয়্যা, পৃ. ১৭১, দারুল কলম হতে মুদ্রিত, দুসূকীর টীকা, খ. ৩, পৃ. ১৫১ হালবী মুদ্রিত

১৩. আতাসী রচিত শরহুল মাজাল্লা, খ. ২, পৃ. ১৭২, ১৭৪; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৫, পৃ. ১৮০; আল-জামালিয়্যা থেকে মুদ্রিত; কারাফী রচিত আল-ফুরূক, খ. ৩, পৃ. ২৭৯; আল-কাওয়ানিন আল-ফিকহিয়্যা, পৃ. ১৭০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৬৯

www.amarboi.org

ব্যতিক্রম ও ভিন্ন বিবেচনা করেন। কারণ, মুনাফা অস্থাবর সম্পত্তির পর্যায়ে। তাই মূলনীতি হিসাবে হস্তগত করার পূর্বে তার মালিকানা প্রদান নিষিদ্ধ হবে।[১৪]

শাফেয়ী ফিক্হবিদদের বিশুদ্ধ উক্তি এবং হাম্বলী ফিক্হবিদগণের মাযহাব হলো, হস্তগত করার পূর্বে দান করা এবং ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে পণ্যের মালিকানা প্রদান জায়েয নেই।[১৫] যে সকল পণ্যে হস্তগত করার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ সেগুলো নিয়ে ফিক্হবিদগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিস্তারিত জানতে ফিক্হের কিতাব এবং قَبْض আলোচনা দ্রষ্টব্য।

উপকৃত হওয়ার অধিকার প্রদান

উপকৃত হওয়ার অধিকার প্রদান-এর অর্থ হলো, কোনো ব্যক্তিকে শুধু তার নিজেকে উপকৃত করার অনুমতি প্রদান করা। যেমন : কাউকে শিক্ষালয়ের হোস্টেল, অশ্বশালা, বৈঠকখানা, মসজিদ, বাজার ইত্যাদি স্থান ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হলে। কেবল নিজেই সে এগুলোর দ্বারা উপকৃত হতে পারবে, তার জন্য নিষেধ হলো, ভাড়ায় প্রদান করা বা কোনো ধরনের বিনিময় পদ্ধতিতে মালিকানা প্রদান বা ওয়াকফকৃত গৃহে অন্য কাউকে অবস্থান করার সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি। তাই এসব কোনো কিছু সে করতে পারবে না।[১৬] বিস্তারিত জানতে إِنْتِفَاع আলোচনা দ্রষ্টব্য

মুনাফার মালিকানা প্রদান

মুনাফার মালিকানা প্রদানের অর্থ হলো, কোনো ব্যক্তিকে স্বয়ং পূর্ণ মুনাফা ভোগের অনুমতি দেওয়ার সাথে সাথে অন্যকে উপকৃত করার সুযোগ প্রদানের অনুমতি দেওয়া। যেমন : ভাড়া প্রদান করা। সুতরাং যে ব্যক্তি বাড়ি ভাড়া নেবে তার জন্য সুযোগ আছে অন্যকে তা ভাড়ায় প্রদান করা অথবা বিনিময় ছাড়া বাস করতে দেওয়ার। রীতি ও প্রচলন অনুসারে মালিকগণ যেভাবে ব্যবহার করেন তদ্রূপ সেও এই মুনাফাকে ব্যবহার করতে পারবে। এভাবে এটি হলো ভাড়া চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সার্বিক মালিকানা প্রদান। যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদে ভাড়া গ্রহণ করবে সে উক্ত মেয়াদের আওতায় সার্বিক ভাবে মুনাফার মালিকানা লাভ করবে। উক্ত মেয়াদের মধ্যে মুনাফার আওতায় বৈধ সব ধরনের

---

১৪. আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৪৫৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া থেকে মুদ্রিত; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৬৯; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৪১; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৮৭; আলামুল কুতুব থেকে মুদ্রিত

১৫. তাহজিবুল ফুরূক বিহামিশিল ফুরূক, খ. ১, পৃ. ১৯৩; কারাফী রচিত আল-ফুরূক, খ. ১, পৃ. ১৮৭

১৬. কারাফী রচিত আল-ফুরূক, খ. ১, পৃ. ১৮৭; তাহজিবুল ফুরূক বিহামিশিল ফুরূক, খ. ১, পৃ. ১৯৩; আল-মাওসুয়াতুল ফিকহিয়্যা, খ. ৬, পৃ. ২৯৯

www.amarboi.org

কাজ সে করতে পারবে যে পর্যন্ত ব্যবহারকারীর ভিন্নতার দরুন মূল পণ্য (অর্থাৎ বাড়ি) প্রভাবিত বা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।
এভাবে সাব্যস্ত হয়, মুনাফার মালিকানা প্রদান মূল বস্তুতে মালিকানা প্রদানের সমতুল্য।[১৭] বিস্তারিত জানতে نفقة দ্রষ্টব্য।

তামলীক বা মালিকানা প্রদানের শব্দ দ্বারা বিবাহ

হানাফী ও মালেকী ফিক্‌হবিদ, মুজাহিদ, সুফিয়ান ছাওরী, আবু ছাওর ও আবু উবাইদের মত হলো, মালিকানা প্রদানের শব্দ এবং এমন যে কোনো শব্দ যা তৎক্ষণাৎ সত্তার মালিকানা প্রদানের জন্য তৈরি করা হয়েছে, তা দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হতে পারে। তাদের দলিল রাসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস : مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ "তোমার সাথে যে পরিমাণ কুরআন আছে আমি তোমাকে তার দরুন তার মালিকানা প্রদান করলাম"। উক্ত হাদীসটি বিবাহ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত মালিকানা প্রদান করা হলে উপভোগের মালিকানা অর্জিত হয়। তাই বিবাহে তা ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে সাব্যস্ত হলো, তামলীক হচ্ছে বিবাহের সাবাব বা কারণ, আর কারণ উল্লেখ করে মূল বিষয় অর্থ গ্রহণ করা রূপকের একটি ব্যবহার।[১৮]
শাফেয়ী ফিক্‌হবিদগণ এবং সকল হাম্বলী ফিক্‌হবিদ মনে করেন, মুসলিমের হাদীস, ... "তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। কারণ তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানতের বিনিময়ে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমা দ্বারা তাদের লজ্জাস্থানকে বৈধরূপে পেয়েছ"-এর কারণে মালিকানা প্রদান শব্দের দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না।[১৯] তারা বলেন : আল্লাহর বলা শব্দ হলো التَّزْوِيجُ (তাযভীজ) এবং الْإِنْكَاحُ (ইনকাহ) (অর্থাৎ বিবাহ সংঘটিত করা)। এ দু শব্দ ছাড়া বিবাহ সংঘটনের অর্থে কুরআনে অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। তাই কিয়াস না করে সতর্কতামূলক এ শব্দগুলোতেই ক্ষান্ত হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত বিবাহের মধ্যে মুস্তাহাব বিষয় থাকার কারণে তা ইবাদতের প্রতি আকর্ষণ করে। আর ইবাদতের জিকিরসমূহ শরীয়ত থেকে নির্ধারিত। এক্ষেত্রে শরীয়তের বর্ণিত শব্দদ্বয় হলো তাযভীজ (التَّزْوِيجُ) এবং ইনকাহ (الْإِنْكَاحُ) (অর্থাৎ বিবাহ সংঘটিত করা), অন্য কিছু নয়।[২০]

–মোঃ হাবীবুর রহমান

---

১৭. হাদীস : বুখারী (বরাত ফাতহুল বারী, খ. ৯, পৃ. ১৭৫; আস-সালাফিয়া থেকে মুদ্রিত); মুসলিম (খ. ২, পৃ. ১০৪১, আল-হাবী থেকে মুদ্রিত)

১৮. হিদায়ার ব্যাখ্যা গ্রন্থ আল বিনায়া, খ. ৪, পৃ. ১৯-২১, যায়লায়ী, খ. ২, পৃ. ৯৬, ফাতহুল কাদীর, খ. ২, পৃ. ৩৪৬, আল-আমিরিয়া থেকে মুদ্রিত; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ২৭৭

১৯. হাদীস : মুসলিম (খ. ২, পৃ. ৮৮৯, প্রকাশক : হালাবী) যা জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা.-এর হাদীসের একাংশ

২০. মুগনিল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ১৪০, প্রকাশক : হালবী; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ২০৭; আল-ইনসাফ, খ. ৮, পৃ. ৪৫; দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরাবী থেকে মুদ্রিত

www.amarboi.org

سعر : দর : Price, Rate, Qoutation

পরিচিতি

সি'র (السِّعْرُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

সি'র (السِّعْرُ) শব্দের অর্থ হলো : মূল্য, দাম, দর, হার। এর বহুবচন أَسْعَارٌ এ শব্দ থেকে ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয় : قَدْ أَسْعَرُوا وَسَعَّرُوا "তারা সকলে একটি মূল্যে একমত হলো।"[১] মূল্য বৃদ্ধি পেলে বলা হয় : شَيْءٌ لَهُ سِعْرٌ "উচ্চমূল্য ও দামি বস্তু।" আবার মূল্য অনেক কমে গেলে বলা হয় : لَيْسَ لَهُ سِعْرٌ "এটির তেমন মূল্যই নেই, একেবারে মূল্যহীন বস্তু।" سِعْرُ السُّوقِ "বাজার মূল্য, যে মূল্যে পণ্যের যে কোনো একটি যে কোনো সময়ে কেনা যায়।"[২] التَّسْعِيرُ "মূল্য নির্ধারণ" অর্থাৎ শাসক বা তার পক্ষ থেকে প্রশাসক কর্তৃক কোনো এক বা একাধিক পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া, যে নির্ধারিত মূল্যে জনগণ বেচাকেনা করতে বাধ্য থাকবে। দ্রষ্টব্য : পরিভাষা التَّسْعِيرُ।

সি'র (السِّعْرُ) শব্দের পারিভাষিক অর্থ শব্দটির শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থের অনুরূপ; তাতে কোনো পার্থক্য নেই।[৩]

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

ক. الثَّمَنُ (আছ-ছামান)

এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ, যা দ্বারা কোনো বস্তুর দাবিদার হওয়া যায়। পরিভাষায় ছামান (الثَّمَنُ) হচ্ছে পণ্যের বিনিময় ও মূল্য– যা পণ্যক্রয়ের মাধ্যমে ক্রেতার দায়িত্বে আসে। দ্রষ্টব্য : পরিভাষা : ثَمَن

ছামান (الثَّمَنُ)-এর পরিভাষাকেন্দ্রিক আলোচনায় উক্ত হয়েছে : ছামান (الثَّمَنُ) ও সি'র (السِّعْرُ) এ দুটোতে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। তা হচ্ছে, বিক্রেতা যে মূল্য হাঁকে তা হচ্ছে সি'র (السِّعْرُ) আর ছামান (الثَّمَنُ) হচ্ছে পণ্যের যে মূল্যে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে একমত হয়।

---

১. লিসানুল আরব, আল-মিসবাহুল মুনীর

২. আমীমুল ইহসান কৃত কাওয়ায়িদুল ফিকহ, পৃ. ৩২১; মাওসূআহ, খ. ১৫, পৃ. ২৫

৩. মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৬২; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৩৮; মাওসূআহ, খ. ১১, পৃ. ৩১

www.amarboi.org

খ. القيمة (আল-কীমাহ):

শব্দটির আভিধানিক অর্থ, যার মাধ্যমে পণ্যের মূল্য ও মান নির্ধারণ করা হয়, যা পণ্যের স্থলাভিষিক্ত হয়। এর বহুবচন القيم [৪] পরিভাষায় : কোনো বস্তুর প্রকৃত মূল্য ও সঠিক মাননির্দেশক দাম।[৫]

কীমাহ্ (القيمة) ও সি'র (السعر) এ দুটোর মাঝে পার্থক্য হলো : সি'র হচ্ছে বিক্রেতা পণ্যের যে মূল্য হাঁকে, তা বস্তুটির প্রকৃত মূল্যের বরাবর হতে পারে, আবার তা থেকে অধিকও হতে পারে, কমও হতে পারে।

সি'র (السعر)-এর সাথে সম্পর্কিত শরয়ী বিধান

মূল্য নির্ধারণ করা ব্যতীত বিক্রয়

আল্লামা মারদাভীর ভাষ্যমতে অধিকাংশ ফকীহের মত হলো– এবং এটি হাম্বলী মাযহাব : মূল্য নির্ধারণ না করে বা বাজারদর হিসাবে বিক্রি করা জায়েয নয়, যেহেতু তাতে মূল্য অনির্দিষ্ট ও অজানা থাকে। যেমন : বলা হলো আজ বাজারে যে দর রয়েছে সে দরে বিক্রি করলাম। এভাবে বিক্রি করা জায়েয নয়।

মারদাভী বলেছেন : ইমাম আহমদ রহ. -এর পক্ষ থেকে সঠিকভাবে বর্ণিত হয়েছে, ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িম তা পছন্দ করেছেন– তা হলো, কোনো কিছুর মূল্য নির্ধারণ না করে বেচাকেনা করা জায়েয হবে কি-না, তা নিয়ে ফকীহদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। এভাবে বেচাকেনার রূপ হচ্ছে এমন : কোনো লোক কোনো দোকানদার থেকে নির্দিষ্ট কোনো পণ্য নেয়। যেমন : ঘিওয়ালার নিকট থেকে ঘি নেয়, বেকারী থেকে পাউরুটি বা বিস্কুট নেয়, কসাইয়ের নিকট থেকে গোশত নেয়– সে সময় মূল্য পরিশোধ না করে কেবল হিসাবটুকু লেখা থাকে। মাস শেষে বা বছর শেষে হিসাব করা হয়– কতটুকু জিনিস বেচাকেনা হয়েছে, তখন মূল্য হিসাব করা হয়, ক্রেতা সে মূল্য পরিশোধ করে।

অধিকাংশ ফকীহ এটাকে নাজায়েয ও অবৈধ বলেছেন। তারা বলেন : এখানে মূল্য নির্ধারণ না করায় বিক্রয় সম্পন্ন হয়নি। তাই ক্রেতার বিক্রীত পণ্য গ্রহণ সঠিক হয়নি। এভাবে ক্রেতার জন্যে জিনিসটি নেওয়া ছিনিয়ে নেওয়ার সমতুল্য। এভাবে সে বস্তুতে ক্রেতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়নি এবং বিক্রেতার মালিকানা বিলুপ্তও হয়নি। অতএব, মূল্য নির্ধারণ করে লেনদেন সঠিক করে নিতে হবে।

---

৪. আল-মিসবাহুল মুনীর, قوم-৮১০; আমীমুল ইহসান কৃত কাওয়ায়িদুল ফিকহ, পৃ. ৪৩৮ তাতে তিনি লিখেছেন, কীমাহ হচ্ছে ঐ মূল্য যা পণ্যের স্থলবর্তী হয় এবং সমতুল্য হয়।

৫. আল-মাজাল্লা, ধারা : ১৫২

www.amarboi.org

এ সম্পর্কে দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে, এভাবে বেচাকেনা করা জায়েয। ইমাম আহমদ রহ. সুস্পষ্টভাবে তা জায়েয হওয়ার মত ব্যক্ত করেছেন এবং এটিই তার পছন্দ। তিনি বলেন, দামাদামি করার চাইতে এভাবে বেচাকেনা করা ক্রেতার মনে অধিক ভালো লাগবে। সে বলবে, অন্য লোককে আমি অনুসরণ করব, তারা যে দামে নেবে আমিও সে দামে নেব।

মারদাভী এ সম্পর্কে আরো বলেছেন, সকল আলেম ও ফকীহ এ কথায় একমত, মহরে মিসাল-এর মাধ্যমে বিয়ে করা সহীহ। অথচ মহরে মিসাল সাব্যস্ত হয় বিবাহের পর, বিয়েতে মহর সাব্যস্ত না করার দরুন। এমনিভাবে যদি কোনো ভাড়াটিয়া ভাড়া সাব্যস্ত না করে ভাড়াবাসায় উঠে, তাহলে অধিকাংশ আলেমের মতে, বাজারে যে ভাড়ার হার প্রচলিত রয়েছে তা প্রযোজ্য হবে। ভাড়া দেওয়া ও ভাড়া নেওয়া বাতিল হবে না। কোনো মজদুরকে যদি কাজে লাগানো হয় পারিশ্রমিক স্থির না করেই– সেক্ষেত্রে বাজারে যে পারিশ্রমিক প্রচলিত রয়েছে তা কার্যকর হবে। যেমন : রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রী, বাবুর্চি, ড্রাইভার ইত্যাদি পদে যদি নিয়োগ দেওয়া হয় বেতন সাব্যস্ত না করেই, তাহলে এ ধরনের পরিশ্রমে যে পরিমাণ বেতন প্রচলিত রয়েছে তা দিতে হবে।

আলোচনার পরিসমাপ্তি যে কথায় তা হলো, মূল্য নির্ধারণ না করে বাজারদরের ভিত্তিতে বেচাকেনা করা জায়েয। প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক বাজারে এভাবে বেচাকেনা হচ্ছে, তাতে কোনো বিঘ্ন বা সমস্যা হচ্ছে না, তাই জায়েয হওয়ার মতটিই অকাট্য ও গ্রহণযোগ্য।[৬] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : بَيْع الاِسْتِجْرَار

আগত ব্যবসায়ীদল সঠিক বাজারদর জানার পর মূল্যবৃদ্ধি

যদি কোনো ব্যবসায়ীদল কোনো শহরে ও বাজারে আসার পূর্বে, এ শহরে ও এ বাজারে তাদের পণ্যের বর্তমানে কী মূল্য তা জানার পূর্বে, শহরের কোনো লোক শহর থেকে বের হয়ে ব্যবসায়ীদলের নিকটে এসে তাদের পণ্য কিনে– শহরে ও বাজারে যে মূল্য রয়েছে তা থেকে কমদামে– তাহলে এ ব্যবসায়ীদল যখন শহরে এসে সঠিক বাজারদর জানতে পারবে এবং তাদের ঠকানোর বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবে তখন তাদের এখতিয়ার থাকবে, তারা বিক্রি বহাল রাখতে পারে, বহাল নাও রাখতে পারে। এ সম্পর্কে দলিল হচ্ছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস :

لاَ تَلَقَّوُا الْجَلَبَ ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ – أَيْ صَاحِبُهُ – السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

৬. ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ২১; দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ১৫; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৬; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৪০; ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন, খ. ৪, পৃ. ৫-৬

www.amarboi.org

"আমদানিকারক ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে আগে বেড়ে সাক্ষাৎ করে তাদের আমদানি করা বস্তু সংগ্রহ করবে না। যদি কেউ (নিষেধ অমান্য করে) তাদের কারো নিকট থেকে কোনো বস্তু কিনে নেয়, এরপর যখন সে কাফেলার দলপতি বাজারে এসে (সঠিক মূল্য সম্পর্কে অবহিত হবে), তার এখতিয়ার থাকবে- পূর্বে সম্পাদিত যে বেচাকেনা তা সে বহাল রাখতে পারে, বাতিলও করে দিতে পারে।[৭] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ "নিষিদ্ধ বিক্রয়াদি ও অন্যান্য।"

সঠিক বাজারদর সম্পর্কে অপরকে জানানো

মাতালিবু উলিন নুহা-এর গ্রন্থকার বলেন : যে লোকের সঠিক বাজারদর সম্পর্কে বিশদভাবে জানা আছে তার কর্তব্য হচ্ছে, যে লোক এ সম্পর্কে কিছু জানে না- কিন্তু জানতে চায়, তাকে জানানো। কেননা, উপদেশ কামনকারীকে নসীহত বা উপদেশ দেওয়া আবশ্যক।[৮] যেহেতু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : الدِّيْنُ النَّصِيحَةُ অর্থাৎ "দীনদারী হচ্ছে অপরের মঙ্গল কামনা।"[৯]

লুণ্ঠিত সম্পদের মূল্যহ্রাস

অধিকাংশ ফকীহের মত, লুট করার পর সে সম্পদের মূল্য যে কোনো কারণে হ্রাস হলে লুণ্ঠনকারী-ছিনতাইকারীর জরিমানা আদায়ের দায়-দায়িত্ব নেই। অর্থাৎ কমে যাওয়ার পরও তাকে পূর্বমূল্য ফেরত দিতে হবে, এমন নয়। কিন্তু আবু ছাওর সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তিনি মূল্যহ্রাসের ক্ষেত্রে জরিমানা আদায়ের ব্যবস্থা নিতেন। লুণ্ঠিতদ্রব্য ধ্বংস হলে লুণ্ঠনকারী জরিমানা দিবে, তাহলে লুণ্ঠনের পর বস্তুর মূল্য হ্রাস পেলে তার জরিমানা সে দিবে না কেন? এই ছিল আবু ছাওর-এর যুক্তি।[১০]

স্ত্রীর খোরপোশে মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব

হানাফী মাযহাবের আলেমগণ সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন : যদি স্বামী ও স্ত্রীর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে স্ত্রীর খোরপোশের ফয়সালা করা হয়, এরপর জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে স্ত্রী তার খোরপোশ বাবৎ আরো অধিক দাবি করতে পারবে। তেমনি জিনিসপত্রের দাম ফয়সালা করার পর কমে গেলে স্বামী সে ফয়সালা থেকে কম টাকা প্রদান করতে পারবে। মূলত এখানে

---

৭. মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১১৫৭, হাদীসটির বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা রা.।

৮. মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫৭

৯. মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৭৪ হাদীসটির বর্ণনাকারী তামীম দারী রা.।

১০. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ১৫৫; দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৪৫২; আল-কাওয়ানীন আল-ফিকহিয়্যা, পৃ. ৩২৪; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৮৭; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ২৬০

www.amarboi.org

কত টাকা প্রদান করা হচ্ছে তা বিচার্য বিষয় নয়, বরং স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে স্ত্রীর চলা সম্ভব কি-না তা লক্ষ রাখাই মূল বিবেচ্য বিষয়।[১১]

চোরাই মালের মূল্যহ্রাস

অধিকাংশ ফকীহ, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের সকল আলেম ও ফকীহ-এর মত হচ্ছে, চোর যখন মালিকের হেফাজত থেকে চোরাই মাল সরিয়ে নেয় তখন তার মূল্য নেসাব পরিমাণ কি-না তা দেখা হবে। যদি সেই পরিমাণ মূল্যের বস্তু হয় তবে তার হাত টাকা হবে। চুরি করার পর বাজারদর কমে যাওয়ার দরুন এখন সে চোরাই দ্রব্যের মূল্য নেসাব থেকে কমে গেলেও হাত কাটার বিধান বাতিল হবে না। এখানে নেসাব পরিমাণ দ্বারা দশ দিরহাম বা তার সমমূল্য উদ্দেশ্য। ইমাম তাহাভী রহ. বলেছেন, ইমাম আবু হানিফা রহ.-এরও একটি মত এরূপই ছিল।

তবে হানাফী মাযহাবের মূল ফতোয়া ও পছন্দসই মত যেটি তা হলো, হাসকাফী বলেছেন, চোর চুরি করার সময় এবং চোরের হাত কাটার সময়, এ উভয় সময়ে চোরাই মালের মূল্য কত তা লক্ষ রাখা হবে। মূল্য সম্পর্কে পারদর্শী দুজন ব্যক্তিকে মূল্য নির্ধারণের আহ্বান জানানো হবে। যদি মূল্য নির্ধারণে এ দুজন একমত না হয় তাহলে চোরের হাত কাটা হবে না। যদি তারা একমত হয় কিন্তু চুরি করার সময় এবং হাত টাকার সময় উভয় সময়ে চোরাই বস্তুটি নেসাব পরিমাণ না হয় তাহলেও হাত কাটা হবে না।

আল্লামা কাসানী বলেন : হাত কাটার সময় চোরাই বস্তুটির মূল্যহ্রাস হওয়া তা চুরি করার সময়েই মূল্যহ্রাস হওয়ার সন্দেহ সৃষ্টি করে। আর নিয়ম হচ্ছে, সন্দেহ দেখা দিলে শরীয়তের শাস্তি কার্যকর হয় না। চোরাই বস্তুটিতে মূল্যহ্রাসের দরুন সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে, এর কারণ হচ্ছে চুরি করার পরও বস্তুটি আগের অবস্থাতেই রয়েছে, তাতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। অন্যদিকে মূল্যহ্রাস হওয়ায় চোরকে কোনো জরিমানাও আদায় করতে হচ্ছে না। ফলে চোরাই বস্তুটিতে যে মূল্যহ্রাস ঘটল তা ধরে নেওয়া হবে যেন চুরি করার সময়ই ঘটেছে। এভাবে তাতে সন্দেহের ক্ষীণ একটি দিক প্রকাশিত হয়।[১২]

---

১১. ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ৩৩১

১২. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৭৯; হাশিয়া ইবনে আবিদীন দুররে মুখতার সহ, খ. ৩, পৃ. ১৯৩; আল-মুনতাকা শরহে মুওয়াত্তা, খ. ৭, পৃ. ১৫৮; আল-কাওয়ানীন আল-ফিকহিয়্যা, পৃ. ৩৫২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১৫৮; কাশশাফুল কিনা', খ. ৬, পৃ. ১৩২

www.amarboi.org

পণ্যের গায়ে লেখা দামে বিক্রয় করা

পণ্যের গায়ে লেখা দাম সম্পর্কে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে অথবা কোনো একপক্ষ অনবহিত থাকা অবস্থায় সে লিখিত দামের ওপর ভিত্তি করে বেচাকেনা করা অধিকাংশ ফকীহ্ অনুমোদন দেননি, যেহেতু তা নিয়ে মতান্তরের সম্ভাবনা রয়েছে। বিপরীতে অন্য ফকীহ্গণ তা জায়েয বলে অভিহিত করেছেন। এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য : رَقْم

–মুহাম্মদ যুবায়ের

www.amarboi.org

سَوْم : দরদাম করা : Bargaining

পরিচিতি

সাওম (السَّوْمُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

সাওম (السَّوْمُ)-এর অর্থ : বিক্রেতা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রেতাকে পণ্য দেখানো, দাম বলা। এ অর্থগুলো হয় যখন سَامَ এর কর্তা হয় বিক্রেতা। যখন এটি ক্রেতার ক্রিয়া হয় তার অর্থ দাঁড়ায় : দর করা, দাম জানতে চাওয়া। উভয় ক্ষেত্রেই ب আসতে পারে, নাও আসতে পারে। বলা হয় : سُمْتُ بِالسِّلْعَةِ أَسُومُ بِهَا سَوْمًا ، وَسَاوَمْتُ وَاسْتَمْتُ بِهَا وَعَلَيْهَا এভাবে প্রকাশিত হলো সাওম শব্দটি বিভিন্ন باب থেকে আসে। কেউ কাউকে বলে, এত মূল্যে তুমি পণ্য গ্রহণ করবে? জবাবে সে বলবে, سُمْتُ فُلَانًا سِلْعَتِي سَوْمًا "আমি এত মূল্যে পণ্য গ্রহণ করেছি।"

মুসাওয়ামাহ্ (الْمُسَاوَمَةُ) হচ্ছে : ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে পণ্য ও পণ্যের মূল্য নিয়ে দর কষাকষি করা, দরদাম করা। আল্লামা ফাইউমী বলেন : سَامَ الْبَائِعُ السِّلْعَةَ سَوْمًا এর অর্থ হলো, বিক্রেতা বিক্রয়ের জন্যে পণ্য পেশ করেছে। سَامَهَا الْمُشْتَرِي وَاسْتَامَهَا এর অর্থ : ক্রেতা পণ্য খরিদ করতে চেয়েছে। سَامَتِ الرَّاعِيَةُ وَالْمَاشِيَةُ وَالْغَنَمُ تَسُومُ سَوْمًا এর অর্থ : জন্তু নিজে নিজে যেখানে ইচ্ছা চড়তে লাগল; তাই একে সায়েমা (سَائِمَةٌ) বলে। আস-সাওওয়াম ওয়াস সায়িমাহ (السَّوَامُ وَالسَّائِمَةُ) হলো, বিচরণশীল জন্তু। أَسَامَهَا هُوَ وَسَامَهَا এর অর্থ হচ্ছে, জন্তু চরালো।[১]

ফকীহদের ব্যবহারে শব্দটি দু স্থানে দু অর্থে আসে।

এক. যাকাতের আলোচনায় গবাদি পশু মাঠে চরে বেড়ানো এবং এ অর্থে গবাদি পশুর নামকরণ হয় সায়িমাহ্ (سَائِمَةٌ) এবং

দুই. বেচাকেনার আলোচনায় : বিক্রেতা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রেতাকে পণ্য দেখানো, দাম বলা এবং ক্রেতার দাম জানতে চাওয়া এবং দরদাম করা।[২]

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

ক. النَّجْشُ (আন-নাজ্শ) : ধোঁকা, প্রতারণা

নাজ্শ (النَّجْشُ) শব্দটির জীম অক্ষরে সাকিন হলে তা হবে মাসদার, অর্থ হবে দালালি করা। শব্দটি নাজাশ–যীম অক্ষরে যবরসহ হলে তা হবে ইসমে মাসদার, অর্থ হবে : দালালি। অর্থাৎ কেনার কোনো ইচ্ছা না থাকলেও দামাদামি করে পণ্যের মূল্য বাড়ানো, পণ্যে অনুপস্থিত গুণাবলির আলোচনা করে ক্রেতাকে পণ্য

---

১. লিসানুল আরব, আল-মিসবাহ্ আল মুনীর, আল-মুজামুল ওয়াসীত مادہ–سوم

২. ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ১৫-১৬ এবং খ. ৪, পৃ. ১৩২; কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ১৪ ও ১৮৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ২, পৃ. ১৮৩; এবং খ. ৩, পৃ. ১৮৩; আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ১, পৃ. ৩৯৬; আয-যাহের, পৃ. ১৯৬

www.amarboi.org

কিনতে প্ররোচিত করা এবং পণ্য চালু করা– এটাই হচ্ছে দালালি। এ ধরনের আচরণ ও কর্ম বিবাহ এবং আরো নানা ক্ষেত্রে প্রদর্শিত হয়ে থাকে।[৩]

النَّجْشُ (নাজশ) ও السَّوْمُ (সাওম)-এ দুটোতে পার্থক্য হচ্ছে, দালাল দামাদামি করলেও মূলত সে জিনিসটি কিনতে আগ্রহী নয়, অপরদিকে ক্রেতা দামাদামি করে কেনার আগ্রহে।

খ. الْمُزَايَدَةُ (আল-মুযাইয়াদাহ্) : নিলামে বিক্রি

এর অপর নাম বায়'উদ দালালাহ্ (بَيْعُ الدَّلَالَةِ) দালালা বিক্রি। এ বিক্রিতে নিয়ম হচ্ছে, একাধিক ব্যক্তি একই বস্তু কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করে। সেক্ষেত্রে ক্রেতাদের একজন দাম বলার পর অপরজন তার অধিক বলে। এভাবে যে সর্বাধিক মূল্য দিতে রাজি হয় তার নিকট বস্তুটি বিক্রয় করা হয়। একে বাংলা ভাষায় নিলামে বিক্রি বলে। এভাবে বিক্রি করা জায়েয।[৪]

সাওম (السَّوْمُ)-এর সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধান

সাওম শব্দটি যেহেতু ক্রেতা-বিক্রেতা ও জন্তুর সাথে সম্পর্কিত তাই সাওম সংক্রান্ত বিধি-বিধান দুভাগে বিভক্ত :

এক. জন্তুর সাথে সম্পর্কিত; মূলত এর সম্পর্ক গবাদি পশুতে যাকাত ফরজ হওয়ার সাথে এবং **দুই.** ক্রেতা-বিক্রেতার সাথে সম্পর্কিত। এখানে ক্রেতা-বিক্রেতার সাথে সম্পর্কিত বিধানাবলি কেবল আলোচনা করা হচ্ছে।

ক্রয়বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত সাওম সংক্রান্ত বিধান.

কোনো এক দামে ক্রেতা ও বিক্রেতা একমত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দাম চড়ানো জায়েয, তা হারামও নয়, মাকরূহও নয়। এ অবস্থায় এটি নিলামতুল্য। যেহেতু নিলাম জায়েয, তাই এভাবে দাম চড়ানোও জায়েয। কিন্তু ক্রেতা-বিক্রেতা কোনো এক দামে একমত হওয়ার পর এর দাম চড়ানো হানাফী মাযহাবের আলেমদের মতে মাকরূহ। মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী অন্য তিন মাযহাবে এটি হারাম। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : بُيُوعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا ، وَمُزَايَدَةٌ

অধিকাংশ আলেম অবশ্য বলেছেন, বিক্রয়চুক্তির যাবতীয় শর্ত ও রুকন সম্পন্ন হওয়ায় এ অবস্থাতে বিক্রয় সম্পন্ন হবে, বিক্রেতা মূল্য চড়ালেও বিক্রয় বাতিল হবে না। হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেছেন, খিয়ারুশ শর্ত ও খিয়ারুল মজলিস থাকা অবস্থায় এমন দাম চড়ালে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। যেহেতু এভাবে দাম চড়ানো নিষেধ, নিষেধ করার পরও তা করা হলে তা ফাসেদ ও বাতিল বলে গণ্য হয়। এ হচ্ছে এ সম্পর্কে মোটামুটি কথা।[৫]

–মুহাম্মদ যুবায়ের

---

৩. লিসানুল আরব, আল-মিসবাহ আল-মুনীর, আদ-দুররুল মুখতার, খ. ৪, পৃ. ১৩২

৪. আল-মুজামুল ওয়াসীত, مادة– زيد ; ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ১৩৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৮৩

৫. ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ১৩২; আল-ফাওয়াকিহ আদ-দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১৫৬; কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ১৮৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৮৩

www.amarboi.org

ثَمَنٌ : মূল্য : Price, Cost, Rate, Value, Worth

পরিচিতি

ছামান (الثَّمَنُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

ছামান (الثَّمَنُ) শব্দের শাব্দিক অর্থ : যা দ্বারা কোনো বস্তুর অধিকারী হওয়া যায়, মূল্য, দাম। এর বহুবচন أَثْمَانٌ (আছমান)। সিহাহ্ গ্রন্থে বলা হয়েছে ছামান হচ্ছে বিক্রীত পণ্যের মূল্য। তাহ্জীব গ্রন্থে বলা হয়েছে, যে কোনো বস্তুর ছামান হচ্ছে তার মূল্য ও দাম।

তাজুল আরূস-এর গ্রন্থকার বলেন, আমাদের উস্তাদ, লিসানুল আরব'-এর গ্রন্থকার বলেন, এ কথাই ব্যাপ্তি লাভ করেছে, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিতে যে মূল্য নির্ধারিত হয় তা হচ্ছে ছামান– তা বাস্তব ও প্রকৃত মূল্য থেকে কম হোক বা বেশি। এর বিপরীতে কীমাত (القِيمَةُ) হচ্ছে যা কোনো বস্তুর সমতুল্য হয়। অর্থাৎ যা কোনো বস্তুর সমপরিমাণ বা তার বরাবর হবে তা হবে কীমাত বা মূল্য।

মুফরাদাতুল কুরআন -এর গ্রন্থকার রাগেব ইস্পাহানী বলেন, বিক্রেতা তার বিক্রীত বস্তুর বিপরীতে ক্রেতার নিকট থেকে যা গ্রহণ করে– নগদ অর্থ বা কোনো সামগ্রী; এমনিভাবে পণ্যের বিনিময়ে যা নেওয়া হবে তা হবে তার ছামান। এভাবে বিভিন্ন অভিধান দ্বারা এ কথাই সাব্যস্ত হলো, বিক্রীত পণ্যের মূল্য হচ্ছে ছামান।[১]

শরীয়তের পরিভাষায় ছামান (الثَّمَنُ) : হচ্ছে যা বিক্রীত পণ্যের বিনিময়, যা ক্রেতার দায়িত্বে আপতিত হয়। দিরহাম, দীনার এবং নগদ অর্থকড়িতেও ছামান শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেহেতু নগদ অর্থ দ্বারা বস্তুর মূল্য পরিশোধ করা হয়।[২]

---

১. লিসানুল আরব, তাজুল আরূস, আল-মিসবাহ এবং রাগেব ইস্পাহানী কৃত আল-মুফরাদাত, ص-٨١٥

২. ইবনে নুজাইম কৃত আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৫, পৃ. ২৭৭; ইবনে কুদামা কৃত আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ২; দারুল কিতাব আল-আরাবী বৈরূত; কাশশাফুল কিনা', শায়খ হেলাল মুসায়লিহী-এর তাহকীকপূর্ণ আলোচনা, বৈরূত, খ. ৩, পৃ. ১৪৬; শারবীনী কৃত মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২, শারহে যুরকানী, খ. ৫, পৃ. ৩, দারুল ফিকার, বৈরূত

www.amarboi.org

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

ক. القيمة (আল-কীমাহ্) : যথার্থ মূল্য

কোনো বস্তুর কীমাত হচ্ছে তার যথার্থ মূল্য, যা তার সঠিক মান নির্ধারক, সঠিক মূল্য থেকে অধিকও নয়, কমও নয়।[৩] এর বিপরীতে ছামান হচ্ছে বস্তুর যে দামে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে একমত হয়– তা কীমাত থেকে বেশিও হতে পারে, কম হওয়ার সম্ভাবনা ও তাতে বিদ্যমান।

এভাবে এ দুটির পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। কীমাত হচ্ছে কোনো বস্তুর যথার্থ সমান মূল্য; আর ছামান হচ্ছে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিতে স্থিরীকৃত মূল্য, যা কীমাত বরাবর হতে পারে, তা থেকে বেশিও হতে পারে, কমও হতে পারে।[৪] যথার্থ সমতুল মূল্য (ثَمَنُ الْمِثْلِ) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : القيمة0

খ. السِّعْرُ (আস-সি'র) : পণ্যের নির্ধারিত মূল্য

তাই সির ও ছামান এ দুটোতে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তা হচ্ছে, সির হলো বিক্রেতা কর্তৃক পণ্যের নির্ধারিত মূল্য এবং ছামান হচ্ছে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে যে দামে একমত হয়েছে, তা বিক্রেতার নির্ধারিত মূল্য হতে কম হতে পারে, নাও হতে পারে।

ছামান (স্থিরীকৃত মূল্য) বিক্রয়চুক্তির অন্যতম মৌলিক অংশ

মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ এ কথায় একমত, বিক্রীত পণ্য এবং তার মূল্য (الثَّمَنُ وَالْمَبِيعُ)-চুক্তিতে আলোচিত এ উভয়টি বিক্রয়চুক্তির মৌলিক দু অংশ।[৫] হানাফী মাযহাবের আলেমগণ শুধু প্রস্তাব (ইজাব) ও কবুল– এ দুটি বাক্যকে বিক্রয়ের মৌলিক অঙ্গ বলে অভিহিত করেন।[৬] তাদের দৃষ্টিতে ছামান বা মূল্য হচ্ছে বিক্রয়চুক্তির ক্ষেত্র-এর একটি অংশ। বিক্রয়চুক্তির ক্ষেত্রে দুটি অংশ রয়েছে : **এক.** বিক্রীত পণ্য ও **দুই.** মূল্য। তারা বলেন, বিক্রয়চুক্তির ক্ষেত্র চুক্তির মৌলিক অংশের অন্তর্ভুক্ত নয়।

হানাফী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, যদি ক্রেতা তার পণ্য এবং বিক্রেতা সে পণ্যের মূল্য বুঝে পাওয়ার পর তারা বিক্রিটি বাতিল করে দেয়, তাহলে ক্রেতা

---

৩. আল-মুগরিব, قوم-ثمن; আল-মাজাল্লা, ধারা : ১৫৩; রাদ্দুল মুহতার, ২য় মুদ্রণ, মিসর, ১৯৬৬ ঈ, খ. ৪, পৃ. ৫৭৫

৪. সুয়ূতীকৃত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩৪০

৫. আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ২; আয-যুরকানী, খ. ৫, পৃ. ৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৪৬; রুহায়বানী কৃত মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৪

৬. আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৫, পৃ. ২৭৮; রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫০৪

www.amarboi.org

সে পর্যন্ত পণ্যটি নিজ আওতায় ধরে রাখতে পারবে, যে পর্যন্ত বিক্রেতা তার বিনিময়ে নেওয়া মূল্য ফেরত না দিবে। মূল্য নগদ টাকা পয়সা হোক বা কোনো সম্পদ-সামগ্রী হোক, উভয়ে সাব্যস্তকৃত মূল্য হোক বা বাজারের স্বাভাবিক মূল্য হোক। ক্রেতা পণ্যটি আটকে রাখতে পারবে এ কারণে যে, সে মূল্য বাবদ যা প্রদান করেছিল পণ্যটি তার বিনিময়ে তার হাতে এসেছে। বন্ধক গ্রহণ করার ক্ষেত্রে যেমন, ঋণের টাকা প্রদান করার বিনিময়ে কোনো বস্তু তার হাতে এসেছে। ঋণের টাকা ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত সে বন্ধকের জিনিসটি আটকে রাখতে পারবে, তেমনি মূল্য বাবদ প্রদত্ত টাকা ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত সে পণ্যটি আটকে রাখতে পারবে।

যদি ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর সম্মতিতে বিক্রয় বাতিল করার পর টাকা ফেরত দেওয়ার পূর্বে বিক্রেতা মারা যায়, তাহলে ক্রেতা সে অবস্থায় পণ্যটি অবশ্যই আটকে রাখবে। কেননা, বিক্রেতা বেঁচে থাকাকালেই সে মূল্য ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত পণ্য ধরে রাখার অধিকারী ছিল, তখনই বিক্রেতার ক্রেতাকে টাকা ফেরত দেওয়া ছিল প্রাধান্য পাওয়ার উপযোগী। এখন মারা যাওয়ার পর এ ঋণতুল্য মূল্য ফেরত হতে হবে সব কিছুর আগে। সে লক্ষ্যে ক্রেতা তার পণ্য ধরে রাখবে।[৭]

ছামানের সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলি

সকল ফকীহ এ কথায় একমত, বিক্রয়চুক্তিতে মূল্য উল্লেখ করা জরুরি এবং তা অবশ্যই সম্পদ শ্রেণীভুক্ত হতে হবে। তা ক্রেতার মালিকানাধীন হবে, বিক্রেতাকে বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভবপর হতে হবে, এবং তার পরিমাণ ও অপর কোনো বৈশিষ্ট্য থাকলে সেসব উভয়পক্ষের জানা থাকতে হবে।

পরবর্তী আলোচনায় এ কথাগুলো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হচ্ছে :

প্রথম শর্ত : ছামান উল্লেখ করা

বেচাকেনার সময় ছামান উল্লেখ করা অত্যাবশ্যক। যদি মূল্য আলোচনা না করে বিক্রেতা কোনো কিছু বিক্রয় করে তবে তা হবে ফাসেদ–ক্রটিপূর্ণ। কেননা, মূল্য প্রদান না করার শর্ত করে বিক্রি করলে তা হয় বাতিল। যেহেতু সেক্ষেত্রে কোনো বিনিময় প্রদান করা হয় না, আর মূল্য আলোচনা না করে বিক্রি করলে তা হবে ফাসেদ-ক্রটিপূর্ণ। এটিই হানাফী মাযহাবের আলেমদের অভিমত।[৮]

---

৭. যায়লায়ী কৃত তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ৬৫; হিদায়া-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ আল-ইনায়া ও ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২৩৪, প্রকাশক : মুস্তাফা মুহাম্মদ, মিসর, ১৩৫৬ হি.

৮. মাজাল্লা তুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ২৩৭; এবং তার মুনীর কাজী কর্তৃক বিশ্লেষণ, খ. ১, পৃ. ২৭৬; মিনহাতুল খালেক, আল-বাহরুর রায়েক-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ, খ. ৫, পৃ. ২৯৬

www.amarboi.org

অতএব, যদি কোনো মাল বিক্রি হয়, তাতে মূল্য সত্যিকারভাবেই উল্লেখ না করা হয় যেমন, বিক্রিকালে বিক্রেতা ক্রেতাকে বলল, আমি এটি তোমার নিকট বিক্রি করছি বিনামূল্যে, কোনো বিনিময় ব্যতীত, ক্রেতা তার জবাবে যদিও বলে, আমি তা কবুল করলাম, তবুও বিক্রি বাতিল বলে গণ্য হবে।

যদি মাল বিক্রয়কালে মূল্য বাহ্যিকভাবে বলা হলেও কার্যত তা অনুল্লেখ থাকে, যেমন বিক্রেতা বিক্রয়কালে বলল, এ জিনিসটি আমি তোমার নিকট ঐ এক হাজার টাকার বিনিময়ে বিক্রি করছি, যে হাজার টাকা তুমি আমার কাছে পাবে। ক্রেতাও তার এ কথায় সম্মতি প্রকাশ করল। অথচ তারা দুজনেই জানে যে, বিক্রেতার নিকট ক্রেতার ঋণ বা অন্য কোনো বাবদে কোনো পাওনা নেই। তাহলে এভাবে সম্পাদিত বিক্রয়ও বাতিল বলে গণ্য হবে। এটি এবং এর পূর্ববর্তীটি এ উভয় অবস্থায় বিক্রি বাতিল হয়ে বস্তুটি ক্রেতাকে দান ও অনুদান করা হবে।

যদি বেচাকেনার সময় দামের কোনো আলোচনা না করা হয়, তাহলে এ বেচাকেনাটা হবে ফাসেদ, বাতিল হয়ে যাবে না। ফাসেদ বা ক্রটিযুক্ত হওয়ার কারণ, কোনো কিছু বিক্রয় করাই হয় তার বিনিময়ে মূল্য হস্তগত করার জন্যে। তাই বিক্রেতা তার জিনিসটি বিক্রি করার সময় তার মূল্য কত তা নিয়ে কোনো আলোচনা না করলেও বিক্রি করার দ্বারা সে একথাই বুঝিয়েছে, আমি এটি তার যে দাম রয়েছে সে দামে বিক্রি করছি। এভাবে মূল্য মোটামুটিভাবে বলা হলেও তা অনির্দিষ্ট রয়েছে, তাই বিক্রিটা হবে ফাসেদ বা ক্রটিযুক্ত।[১]

যে সকল জিনিসে পরিমাণ ও মূল্য লেখা থাকে সেসব কেনাবেচায় মূল্য আলোচনা করা হয় না। তথাপি তা যথাযথ ও সঠিক বলে গণ্য হয়, যেহেতু বস্তুর পরিমাণ ও মূল্য উভয়ই ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জানা রয়েছে, তাতে তাদের সম্মতিও বিদ্যমান, যদিও তাতে বৈশিষ্ট্য না পাওয়া যায় তথাপি এই মূল্যে এই পরিমাণ ক্রয়বিক্রয় সঠিক হবে।

মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের আলেমদের মতে, ছামান বা মূল্যের উল্লেখ না করা হলে বিক্রয় যথার্থ হবে না। ইবনে রুশদ তার মুকাদ্দামাত নামক গ্রন্থে বিবাহের মহর প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, মহর হচ্ছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এক অনুদান ও উপহার– যা তিনি স্ত্রীদের দেওয়ার জন্যে স্বামীদের প্রতি ফরজ করেছেন। এটি কোনো কিছুর বিনিময় হিসাবে প্রদান করা হয় না। তাই বিবাহবন্ধন-কালে এর উল্লেখ জরুরি নয়। যদি তা না হয়ে মহর হতো স্ত্রী-অঙ্গের বাস্তবিক মূল্য, তাহলে তা উল্লেখ না করা হলে বিবাহ শুদ্ধ হতো না, যেমন মূল্য উল্লেখ না করা হলে বিক্রয়চুক্তি বিশুদ্ধ হয় না।

---

১. দুরারুল হুককাম, শরহে মাজাল্লা তিল আহকাম, আলী হায়দার, খ. ১, পৃ. ১৮৫

www.amarboi.org

নবভী রহ. তার 'আল-মাজমু' গ্রন্থে বলেন : বিক্রয় যথাযথ ও সঠিক হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে, বিক্রয়কালে পণ্যের মূল্য উল্লেখ করা। বিক্রেতা ক্রেতাকে বলবে, আমি তোমার নিকট এ জিনিসটি এই মূল্যে বিক্রয় করছি, তাহলে বিক্রি সঠিক হবে। তা না বলে যদি শুধু বলে, আমি তোমার নিকট এটি বিক্রি করছি, এর অধিক কিছু না বলে, আর তার এটুকু কথার জবাবেই ক্রেতা বলে, আমি তা কিনলাম বা তোমার কথা কবুল করে নিলাম, তাহলে এটি বিক্রয় বলে গণ্য হবে না। এ কথায় সকলে একমত, কারো বিরোধ নেই। এভাবে যে কবুল করবে সে বস্তুটির মালিক হবে না– এটি ফকীহদের নির্ভরযোগ্য মত এবং অধিকাংশ ফকীহ এই মতই ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য অন্য এক মত হচ্ছে, এ ধরনের চুক্তি নিয়ে দুটি মত রয়েছে। একটি তো তা, যা মাত্রই উল্লেখ করা হলো। অপর মতে বিক্রয় যথাযথ না হওয়ায় এটি দান ও অনুদান বলে গণ্য হবে।

আল্লামা সুয়ূতী বলেন, বিক্রেতা যদি বলে : আমি তোমার নিকট এটি বিক্রি করছি মূল্য ছাড়া, কিংবা বলল : আমার তোমার নিকট এজন্যে কোনো ছামানের দাবি নেই। ক্রেতা জবাবে বলল, আমি কিনলাম, তা বলে সে জিনিসটি কব্জা করল, তাহলে এটি বিক্রয় বলে গণ্য হবে না। এটি দান বা উপহার বলে গণ্য হবে কি-না? তা নিয়ে দুটো মত বর্ণিত হয়েছে। শব্দের দিকে লক্ষ্য করে এক মত, অর্থের দিকে লক্ষ্য করে অপর মত ব্যক্ত করা হয়েছে। ফলে এ দুটো মত পরস্পর বিপরীত হয়ে গেছে। বিক্রেতা যখন বলবে, আমি এ জিনিসটি তোমার নিকট বিক্রি করছি, যদি সে এ সময় মূল্য না বলে তাহলে অর্থের দিকে লক্ষ্য করে আমরা বলব, এভাবে দান ও বখশিশ সম্পন্ন হয়েছে। যদি শব্দের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে তা হবে ফাসেদ বিক্রয় যার সংশোধন করা কর্তব্য।

হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের এ সম্পর্কিত মত 'আল-ইনসাফ' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে : বিশুদ্ধ মতে বিক্রয় সম্পন্নকালে মূল্য জানা থাকা শর্ত, আলেমগণ এ মতটিকেই সমর্থন জানিয়েছেন। অবশ্য শায়খ ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, মূল্য উল্লেখ না করা হলেও বিক্রয় যথাযথ হবে। সেক্ষেত্রে বাজারে যে মূল্য প্রচলিত (ثَمَنُ الْمِثْلِ) রয়েছে তার ভিত্তিতে পণ্যের মূল্য সাব্যস্ত হবে। যেমন : বিবাহে মহর উল্লেখ না করলেও বিবাহ সম্পন্ন হবে এবং যে পরিমাণ মহর কনের বংশে প্রচলিত রয়েছে তার ভিত্তিতে এ বিয়েতে মহর সাব্যস্ত হবে।[১০]

---

১০. আল-মুকাদ্দামাত আল-মুমাহহাদাত, খ. ২, পৃ. ৩০; আল-মাজমু', খ. ৯, পৃ. ১৫৮; তাহকীকুল মুতীঈ ও আল-আশবাহ লিস সুয়ূতী, পৃ. ১৮৪; আল-ইনসাফ, খ. ৪, পৃ. ৩০৯; আল-ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ১২২

www.amarboi.org

দ্বিতীয় শর্ত : ছামান যে কোনো মাল হওয়া

হানাফী মাযহাবের আলেমদের মতে, বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে, ছামান বা পণ্যের মূল্য বাবদ যা প্রদান করা হবে তা মূল্যহীন কোনো বস্তু হতে পারবে না; মূল্য রয়েছে এমন বস্তু হতে হবে। যেহেতু বিক্রির সংজ্ঞাই হচ্ছে, মূল্যমানসম্পন্ন এক বস্তুর বিপরীতে অপর বস্তু উভয়পক্ষের সম্মতিতে অদলবদল করা। তাই বিক্রীত পণ্যের যেমন মূল্য থাকবে, ছামান হিসাবে যা দেওয়া হবে তারও মূল্য থাকবে।[১১]

আরবী ভাষায় বায় (البَيْع) (বিক্রয়)–এর সংজ্ঞা প্রদানকালে বলা হয়েছে, মালের পরিবর্তে মালের আদানপ্রদান। মাল হচ্ছে এমন বস্তু যার প্রতি স্বাভাবিকভাবে সকলের ঝোঁক ও আসক্তি রয়েছে এবং মানুষ যা প্রয়োজনের ও অভাবের সময় বিবেচনা করে সঞ্চয় করে রাখে। সেই সাথে কোনো বস্তু মাল হওয়া তখনই প্রতিষ্ঠিত হয় যখন তাতে সকল বা কতক লোক মূল্য ধার্য করে এবং তা মূল্যবান মনে করে।

কোনো বস্তু মূল্যধারী হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয় দু'ভাবে : **এক.** তাতে মূল্য ধার্য করা এবং **দুই.** তাছাড়া শরীয়তসম্মত পন্থায় লাভবান ও উপকৃত হওয়ার বৈধতা। এ দুটো বিষয় একই সাথে পাওয়া যাওয়া শর্ত। তাই যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় সত্য, কিন্তু তার মূল্য ধার্য হয় না, তা প্রকৃতপক্ষে মাল নয়। যেমন গমের একটি দুটি দানা। যা মানুষের দৃষ্টিতে মূল্যধারী হলেও তা দ্বারা উপকৃত হওয়া বৈধ নয়, তাও মূল্যধারী মাল বলে বিবেচিত হবে না। যেমন : মদ। যদি দুটি বিষয়ই অনুপস্থিত থাকে তাহলে তাতে মালের দুটি বৈশিষ্ট্যের কোনটিই প্রতিষ্ঠিত হবে না। যেমন রক্ত। এটি মানুষের মাঝে মাল বলে গণ্য নয়, মানুষ এর দ্বারা লাভবান হবে বলে সঞ্চয়ও করে রাখে না।

উপরিউক্ত আলোচনায় সাব্যস্ত হলো, মূল্যধারী বস্তুর তুলনায় মাল বা সম্পদ হচ্ছে ব্যাপক। কেননা, মূল্যধারী বস্তু ও সম্পদ উভয়টি সঞ্চিত করার উপযোগী হলেও তন্মধ্যে যা মূল্যধারী তা বৈধ হওয়া আবশ্যক, কিন্তু যা সম্পদ তা বৈধ না হয়ে অবৈধও হতে পারে। যেমন মদ। এটি কতক লোকের নিকট মাল হলেও তা মূল্যধারী নয়, যেহেতু এটি অবৈধ। তাই এটিকে ছামান বা মূল্য নির্ধারণ করা হলে বিক্রি ফাসেদ বলে গণ্য হবে। আর যদি এটিকে পণ্য নির্ধারণ করা হয় তাহলে বিক্রি হবে বাতিল।

যা মাল হলেও মূল্যধারী নয় তা ছামান বা মূল্য হিসাবে প্রদান করা হলে বিক্রি ফাসেদ, অথচ এ জিনিসটি পণ্য হলে বিক্রি বাতিল, এ পার্থক্য এজন্যে যে,

---

১১. আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৫, পৃ. ২৭৭

www.amarboi.org

বিক্রয়চুক্তিতে পণ্যটা হয় মূল উদ্দিষ্ট বস্তু, মূল্যটা মূল উদ্দিষ্ট না হয়ে হয় তার মাধ্যম। পণ্য দ্বারা উপকৃত হওয়ার আলোচনা করা হয়, মূল্য দ্বারা নয়। তাই পণ্য অস্তিত্বে থাকা বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার জন্যে শর্ত, কিন্তু ছামান বা মূল্য বিক্রয়কালে মজুদ থাকা শর্ত নয়। এভাবে আলোচনা করে যা সাব্যস্ত হয় তা হলো, পণ্য হচ্ছে মূল উদ্দিষ্ট বস্তু এবং মূল্য হচ্ছে তাতে অন্যতম শর্ত যা উপকরণতুল্য।

এদিকে লক্ষ্য করেই আল-বাহরুর রায়েক-এর গ্রন্থকার বলেছেন, যদিও বিক্রয়চুক্তির মূল ভিত্তি হচ্ছে বিনিময়; কিন্তু এ দুটোর মাঝে পণ্যই হচ্ছে মূল; মূল্য নয়। তাই পণ্যটি বিক্রেতার মালিকানায় ও কব্জায় থাকা শর্ত, কিন্তু ছামান ক্রেতার মালিকানায় থাকা বা কব্জায় থাকা শর্ত নয়। এমনিভাবে আরো একটি ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়েছে। তা হলো, পণ্যটি ক্রেতা বুঝে পাওয়ার আগে ধ্বংস হলে বিক্রিচুক্তি বাতিল হয়ে যায়, বিক্রি ভেঙ্গে যায়। কিন্তু ছামান ধ্বংস হলে তাতে বিক্রির কোনো ক্ষতি হয় না।[১২]

মূল্যধারী হওয়া ছামান বা মূল্যের সঠিকতার শর্ত, আর পণ্যের বেলায় তা বিক্রি সম্পন্ন হওয়ার শর্ত। মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণ একমত হয়ে বলেন, ছামান যথাযথ হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে : মূল পণ্যটি হতে হবে পবিত্র বস্তু। অতএব, যা মৌলিকভাবে নাপাক তার বিনিময়ে ছামান গ্রহণ যথাযথ হবে না। যেমন : মৃত জন্তুর চামড়া বা মদ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে দলিল হচ্ছে :

এক. বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীস :

أَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য গ্রহণে নিষেধ করেছেন।"[১৩]

দুই. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ

"আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলুল্লাহ স. মদ, মৃতজন্তু, শূকর ও প্রতিমা বিক্রি হারাম করেছেন।"[১৪]

---

১২. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫০১; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৫, পৃ. ২৭৮।

১৩. আবু দাউদ, খ. ৩, পৃ. ৭৫৪; ইযযাত উবাইদ-এর তাহকীক। হাদীসটির বর্ণনাকারী সাহাবী জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা.। মূল হাদীসটি মূলত মুসলিম বর্ণিত হয়েছে, খ. ৩, পৃ. ১১৯৯, প্রকাশক : হালাবী

১৪. বুখারীর বর্ণনা, ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ৪২৪ মুদ্রণ : সালাফিয়্যা। এ হাদীসটির বর্ণনাকারীও জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা.।

www.amarboi.org

মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণ উপরিউক্ত হাদীসগুলোতে কিয়াস করে তাতে কতক দিক চিহ্নিত করেছেন। তারা বলেন, এ চিহ্নিত বিষয়গুলো অন্য যে সকল স্থানে পাওয়া যাবে সেখানেও নাজায়েয ও হারাম হওয়াই সাব্যস্ত হবে। তারা বলেন : এ হাদীসগুলোর আলোকে বোঝা যায়, যদি কোনো কিছু নাপাক হওয়ার পর তা আর পাক করা সম্ভবপর না হয়, যেমন : নাপাক হয়ে যাওয়া দুধ বা তরল ঘি, তাহলে এটি মদের ন্যায় বিক্রি করা হারাম হবে। এমনিভাবে যদি কোনো বস্তু দ্বারা শরীয়তসম্মত পন্থায় লাভবান হওয়া না যায়, তা বর্তমানে না হয়ে ভবিষ্যতেই হোক, তা বিক্রি করে ছামান বা মূল্য নেওয়া যথাযথ হবে না। যেমন : ছোট হিংস্র প্রাণী, এটি কুকুর বিক্রির ন্যায় নিষিদ্ধ হবে। সুতরাং যার দ্বারা কারো কোনো উপকার হয় না তাও বিক্রি করা জায়েয হবে না। কীটপতঙ্গ বিক্রি করার ন্যায় যা উপকারী নয় তা কোনো মাল বলে গণ্য হবে না, আর তাই কীটপতঙ্গ বিক্রি করা জায়েয হবে না।

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন : বিক্রয়চুক্তিতে অন্যতম শর্ত হচ্ছে, ছামান বা মূল্যটি শরীয়ত স্বীকৃত মাল হতে হবে। তারা বলেন, শরীয়তসম্মত মাল হচ্ছে, যার উপকারপ্রাপ্তি শর্তহীনভাবে জায়েয এবং প্রয়োজন ছাড়াও যা সঞ্চয় করে রাখা বৈধ । তাদের এই সংজ্ঞা বর্ণনার দরুন যে সবের কোন উপকার পাওয়া যায় না সেগুলো মাল বলে গণ্য হবে না। যেমন : ক্ষুদ্র কতক কীটপতঙ্গ। যেগুলোর উপকারপ্রাপ্তি জায়েয নয় সেগুলোও মাল বলে ধর্তব্য হবে না। যেমন : মদ। চাহিদার প্রেক্ষিতে যার উপকারগ্রহণ জায়েয করা হয়েছে তাও মালের অন্তর্ভুক্ত হবে না। যেমন, কুকুর। অপারক অবস্থায় যার উপকার গ্রহণে অনুমতি দেওয়া হয়েছে তাও মালের আওতায় আসবে না। যেমন : চরম অভাবে ও প্রচণ্ড ক্ষুধায় কাতর হয়ে মৃতজন্তু খাওয়া, গলায় আটকে যাওয়া খাবার গলা থেকে নামাতে মদপান করা।[১৫]

ছামান হওয়া হিসেবে মাল বা সম্পদের শ্রেণিবিভাগ

হানাফী মাযহাবের আলেমগণ সম্পদের চারটি প্রকার করেছেন :

এক. সর্বাবস্থায় তা ছামান বা মূল্য থাকে। এটি হচ্ছে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা। ছামানের পূর্বে ب আসা স্বাভাবিক নিয়ম হলেও এক্ষেত্রে আনা হোক বা না আনা হোক, এগুলো মূল্যই বুঝাবে। সমজাতীয় মুদ্রা পণ্য হতে পারে, অন্য কোনো কিছুও পণ্য হতে পারে; সব ধরনের পণ্যেই এগুলো হবে ছামান বা মূল্য।

১৫. দারদীর কৃত আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ১০; শারহুয যুরকানী, খ. ৫, পৃ. ১৬; আল-মিনহাজ ও মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১১; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৫২; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ১২

www.amarboi.org

যেহেতু আরববাসীর দৃষ্টিতে এগুলো নির্দিষ্ট না হয়ে হয় দায়িত্বে পাওনা।[১৬] এ কথাগুলো বলেছেন বিশিষ্ট আরবী বৈয়াকরণ ফাররা।[১৭] ফাররার কথা যথার্থ। এ সব মুদ্রা বিক্রয়চুক্তিতে দায়িত্বে পাওনা হিসাবেই আলোচিত হয়ে থাকে, তাই এগুলো সর্বাবস্থায় ছামানই হবে।

দুই. সর্বাবস্থায় ব্যবসায়িক পণ্য হয়। যেমন : জীবজন্তু এবং এ ধরনের আরো সে সব বস্তু যেগুলো মিছলী নয়। যেগুলোর প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন মূল্য হয়ে থাকে। যেহেতু এগুলো নানা ধরনের বস্তু বা প্রাণী, তাই এগুলো সর্বদা পণ্য হয়ে থাকে, কখনো ছামান বা মূল্য বলে বিবেচিত হয় না।

তিন. এক হিসেবে ছামান অপর বিবেচনায় পণ্য। স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা ব্যতীত কোনো মিছলী বস্তুর বিপরীতে অপর মিছলী বস্তু বিনিময় করা হলে এ উভয় দিক বিবেচনা করার সুযোগ তৈরি হয়। যেমন : ধানের বদলে ডিম। যেহেতু অন্য সকল ব্যবসায়িক পণ্যের ন্যায় এগুলোও বস্তু এবং এগুলোর দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, তাই এগুলোকে যেমন পণ্য বিবেচনা করা যথার্থ, তেমনি মিছলী হওয়ার দরুন এগুলো নির্ধারণ করলেও নির্ধারিত হয় না, একটি দেখিয়ে অন্যটি আদায় করা যায়, তাই এগুলো ছামান-এর সাথে তুল্য। তাই বাক্যে ব্যবহারকালে কোনো একটিকে নির্দিষ্ট করা হলে তা হবে পণ্য। নির্দিষ্ট না করা হলে, পণ্যের বিপরীতে ধার হলে এবং তার পূর্বে ب অব্যয় আনা হলে তা হবে ছামান বা মূল্য। তাই ب ব্যতীত শব্দটি হবে পণ্য, ب যুক্তটি হবে ছামান।

---

১৬. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫৬১; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ১৩৫-এ উল্লেখ করা হয়েছে, এখানে ছামান বলে দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) ও দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) বোঝানো হয়েছে। যেহেতু স্বর্ণ ও রৌপ্য সৃষ্টি করা হয়েছে ছামান হিসাবে। তাই এগুলো নির্দিষ্ট করলেও নির্দিষ্ট হয় না।

১৭. সূরা বাকারার ৪১ নং আয়াত : وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا নিয়ে আলোচনা কালে বিখ্যাত আরবী ব্যাকরণবিদ ফাররা বলেছেন, কখনো বস্তুর বিপরীতে বস্তু ক্রয়-বিক্রয় হয়। যেমন : اشتريت ثوبا بكساء এ ধরনের বাক্যে যেহেতু বিনিময়ের উভয় বস্তুই বস্তুসামগ্রী, সৃষ্টিগতভাবে কোনোটিই ছামান নয়, তাই যে কোনো একটিকে পণ্য এবং অপরটিকে তার মূল্য বিবেচনা করা যাবে। সে হিসাবে ب অব্যয়টি كساء-এর পূর্বে যেমন আনা যাবে, ثوب-এর পূর্বেও আনা যাবে। যদি এর বিপরীত হয়, বিনিময়ের উভয় দিক হয় মুদ্রা, তাহলেও উভয়টি যেহেতু সৃষ্টিগত ভাবে ছামান, কোনটি পণ্য নয় তাই যে কোনোটিকে পণ্য এবং অপরটিকে তার ছামান ধরা যাবে। তাই বলা যাবে, بعت الدنانير بالدراهم বা بعت الدراهم بالدنانير কিন্তু যদি একপক্ষ সামগ্রী এবং অপর পক্ষ হয় মুদ্রা তাহলে মুদ্রাই ছামান হবে, তাই তার পূর্বেই ب আনা হবে। যেমন সূরা ইউসুফের ২০ নং আয়াত, وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ফাররা কৃত মাআনিল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৩০

www.amarboi.org

যেহেতু মিছলী বস্তু কখনো বিক্রয়চুক্তিতে মূল বস্তু হয়, কখনো তা নিছক দায়িত্বে অর্পিত হয়। তাই কখনো তার পূর্বে ب আনা হবে না পণ্য বিবেচনা করে, কখনো ب আনা হবে ছামান বা মূল্য বিবেচনা করে।

চার. প্রচলিত মুদ্রা, টাকা-পয়সা ইত্যাদি। যদি মুদ্রা প্রচলিত থাকে তাহলে তা অবশ্যই ছামান ও মূল্য বলে গণ্য হবে। কিন্তু যদি সে মুদ্রা প্রচলিত না হয় তা হলে তা ছামান না হয়ে হবে পণ্য।

হাসকাফী ও ইবনে আবিদীন উপরিউক্ত আলোচনা থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে যে মন্তব্য সংকলন করেছেন, তা হচ্ছে : মিছলী বস্তু ছামান বলে ধার্য হবে– যদি তার পূর্বে ب আসে, তার বিপরীতে দিরহাম-দীনার ইত্যাদি ছামান হিসাবে উল্লেখ না করা হয়, সে মিছলী বস্তুটি নির্দিষ্ট করা হোক বা না হোক। এমনিভাবে যদি মিছলী বস্তুর পূর্বে ب না আসে, তা নির্ধারিতও হয়, কিন্তু তার বিপরীতে কোনো ছামানের উল্লেখ না করা হয় তাহলেও এটি ছামান বলে গণ্য হবে। মিছলী বস্তুটি পণ্য বলে সাব্যস্ত হবে যদি তার বিপরীতে ছামানের উল্লেখ থাকে সে ছামানের পূর্বে ب আসুক বা না আসুক এবং মিছলী বস্তুটি নির্দিষ্ট হোক বা না হোক। এমনিভাবে যদি নির্দিষ্ট না হয়, তার পূর্বে ب না আসে, তার বিপরীতে ছামানের উল্লেখ না করা হলেও তা পণ্য বলে গণ্য হবে। যেমন, بِعْتُكَ كُرَّ حِنْطَةٍ بِهٰذَا الْعَبْدِ "আমি তোমার নিকট এই ক্রীতদাসের বিপরীতে এক কুর (আরবীয় মাপ) গম বিক্রি করেছি।"

আল্লামা কাসানী বলেন : মুদ্রা যদি প্রচলিত হয় এবং মুদ্রা ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুর বিপরীতে উল্লেখ করা হয় তাহলে মুদ্রা নিশ্চিতই ছামান হবে; কিন্তু যদি সমগোত্রীয় মুদ্রার বিপরীতে উল্লেখ করা হয় তাহলে দেখা হবে সমগোত্রীয় মুদ্রা সংখ্যায় বরাবর না অধিক। যদি বরাবর সংখ্যক হয় তাহলেও প্রচলিত মুদ্রা হবে ছামান। কিন্তু যদি সমগোত্রীয় মুদ্রা হয় অধিক সংখ্যক, তাহলে প্রচলিত মুদ্রাগুলো হয়ে যাবে পণ্য। এটি ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ রহ.-এর মত। ইমাম মুহাম্মদ রহ. অধিক বা বরাবরের বিশেষণ ব্যতীত সর্বাবস্থায় প্রচলিত মুদ্রাকে ছামান বলে মতপ্রকাশ করেছেন।[১৮]

উপরিউক্ত আলোচনার নিকটবর্তী কথাই শাফেয়ী মাযহাবের সর্বাধিক সঠিক মত বলে গৃহীত হয়েছে। তারা বলেন, যদি কোনো কিছুর বিপরীতে দিরহাম দীনার ইত্যাদি উল্লেখ করা হয় তাহলে দিরহাম দীনারই হবে ছামান, যেহেতু

---

১৮. তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ১৪৫; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৬, পৃ. ২২১; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫৩১ এবং খ. ৫, পৃ. ২৭২; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৮৩ ও ৩৬৮; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩২২৫

www.amarboi.org

ব্যাপকভাবে এরই প্রচলন রয়েছে। যদি বিনিময়ের উভয় দিক হয় মুদ্রা অথবা উভয় দিক হয় দ্রব্যসামগ্রী, তবে যে শব্দের পূর্বে ب আনা হবে তা হবে ছামান এবং অপরটি হবে বিক্রীত পণ্য।

মালেকী মাযহাবের আলেমগণ এ সম্পর্কে বলেন : যখন মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা আদান-প্রদান হয়, তখন যে কোনোটিকে অপরটির ছামান ও পণ্য– উভয়টি ধরা যেতে পারে। মুদ্রার ছামান হওয়া তো প্রকাশ্য। পণ্য হওয়াতেও আপত্তির কিছু নেই। যেহেতু উভয়দিকে মুদ্রা থাকাকালে উভয়দিকে পণ্য হওয়ার মত প্রদান করা যায়, অতএব একদিকে ছামান হয়ে অপর এক দিক শুধু পণ্য সাব্যস্ত করা তো যথার্থই হবে। তবে স্বাভাবিকভাবে যে নিয়ম প্রচলিত রয়েছে তা হলো, বিনিময়ের একদিকে যদি থাকে দিরহাম-দীনার, অপর দিকে থাকে কোনো পণ্যসামগ্রী, তাহলে দিরহাম-দীনার হবে ছামান এবং অন্য সামগ্রী হবে পণ্য, এটিই স্বাভাবিক নিয়ম।[১৯]

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ এ সম্পর্কে সহজবোধ্য এক নিয়ম বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন, কোন্‌টি পণ্য এবং কোন্‌টি তার মূল্য তা নির্ধারিত হবে ب অক্ষর দ্বারা। যার পূর্বে ب আনা হবে তা হবে ছামান, অপরটি হবে পণ্য। এক্ষেত্রে বিনিময়ের একদিকে মুদ্রা এবং অপরদিকে সামগ্রী যাই থাকুক তা বিবেচনা করা হবে না। তাই যদি বলা হয় : دِينَارٌ بِثَوْبٍ তাহলে الثَّوْبُ (কাপড়) হবে ছামান এবং دِينَارٌ (দীনার) হবে তার পণ্য।[২০]

নির্ধারণ করার দরুন ছামান নির্দিষ্ট হওয়া

নির্ধারণ করা হলে ছামান নির্দিষ্ট হবে কি-না, তা নিয়ে ফকীহগণ ভিন্ন ভিন্ন দুটো মত বর্ণনা করেছেন :

প্রথম মত : নির্ধারণ করলে ছামান নির্দিষ্ট হয় না

আলিমগণের প্রথম মত হচ্ছে, মুদ্রা নির্দিষ্ট করা হলেও নির্দিষ্ট হয় না। তাই কেউ যদি একটি দিরহামের বিপরীতে কোনো কিছু কিনে অন্য একটি দিরহাম প্রদান করে, তবে তা জায়েয হবে। এটি যুফার রহ. ব্যতীত হানাফী মাযহাবের অন্য সকল আলেমের মত, এটি ইমাম আহমদ রহ.-এর একটি মত। মালেকী মাযহাবেও এ মতটিই অধিক প্রসিদ্ধ। তবে তারা বলেন, যদি বিক্রেতা সন্দেহপ্রবণ লোক হয় তবে ক্রেতা তাকে যে দিরহাম দেখিয়েছে তা-ই প্রদান করবে; অন্যটি নয়।

---

১৯. আল-বাহজা শারহুত তুহফা, খ. ২, পৃ. ৮৬; আল-খাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ৪৭৯; আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব, খ. ৯, পৃ. ২৬২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭২

২০. মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ১৮৫

www.amarboi.org

হানাফী মাযহাবের আলেমগণ এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যদি মুদ্রা প্রচলিত থাকে, তাহলে বিক্রি, ভাড়া প্রদান ইত্যাদি চুক্তিতে নির্ধারণ করলেও মুদ্রা নির্দিষ্ট হবে না। যদি বিক্রি বা ভাড়ার ন্যায় বিনিময় চুক্তি না হয়ে তা হয় আমানত, অংশীদারি, মুদারাবা ইত্যাদি,তাহলে মুদ্রা নির্ধারণ করলে তা নির্দিষ্ট হবে। এক্ষেত্রে অপহরণ ও ছিনতাই এবং কাউকে উকীল হিসাবে দায়িত্ব প্রদানও এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলোতে নির্ধারণ করলে মুদ্রা নির্দিষ্ট হওয়ার কারণ হচ্ছে, এসকল ক্ষেত্রে মুদ্রা কোনো কিছু পাওয়ার মাধ্যম নয়, বরং মুদ্রাগুলোই খোদ উদ্দেশ্য ও কাঙ্ক্ষিত। তাই দেখা যায়, অংশীদারি কারবারে কোনো এক অংশীদারের টাকা অন্যদের টাকার সাথে মিলানো এবং তা দিয়ে কিছু কেনার পূর্বেই যদি তার পুঁজির টাকা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তার সাথে অংশীদারি কারবারই ভেঙ্গে যায়।

যদি বিক্রি বা ভাড়া জাতীয় বিনিময় চুক্তিতে মুদ্রা ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু ছামান বা মূল্য হয় তবে নির্ধারণ করার দ্বারা তা নির্দিষ্ট হবে। যেহেতু তা মুদ্রা নয়, তাই বিনিময়ে তা যেমন ছামান বলে ধার্য হতে পারে, পণ্য হিসাবেও গণ্য হতে পারে। পণ্যের ক্ষেত্রে নিয়ম হচ্ছে তা নির্ধারণ করলে নির্দিষ্ট হয়।

দিরহাম ও দীনার ইত্যাদির মুদ্রাতে যদি স্বর্ণ ও রৌপ্যের তুলনায় খাদই থাকে অধিক, তারপরেও তা মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত থাকে, তবে যেহেতু তা পারিভাষিক অর্থে মুদ্রা, তাই তা নির্দিষ্ট করলেও নির্দিষ্ট হবে না। যে পর্যন্ত এগুলো মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত থাকবে, সে পর্যন্তই এগুলোতে ছামান হওয়ার বৈশিষ্ট্য বহাল থাকবে, নির্দিষ্ট করলেও তা নির্দিষ্ট হবে না। তবে যদি এ মুদ্রাগুলো এখন আর প্রচলিত না থাকে, তাহলে নির্দিষ্ট করলে সেগুলো নির্দিষ্ট হবে। যেহেতু মুদ্রা হিসেবে প্রচলিত হওয়া এগুলোতে ছামান হওয়ার বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, ফলে তখন তা নির্দিষ্ট করলেও নির্দিষ্ট হয়নি। কিন্তু এখন যখন তা আর মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত নয়, অতএব তাতে ছামান-এর বৈশিষ্ট্যও বহাল নেই। মুদ্রাগুলোতে খাদের পরিমাণ অধিক থাকায় এগুলো মূলত ছিল পণ্য ও সামগ্রী শ্রেণিভুক্ত। প্রচলন থাকার প্রেক্ষিতে এগুলো হয়ে ছিল মুদ্রা, হয়েছিল ছামান। এখন যখন এগুলোর প্রচলন বাতিল হয়ে গেছে, তাই এগুলো এখন আর মুদ্রা নয়। এ অবস্থায় এগুলোতে মৌলিক অবস্থার ভিত্তিতে বিধান সাব্যস্ত ও কার্যকর হবে। তা হচ্ছে, এগুলো নির্দিষ্ট করা হলে নির্দিষ্ট হবে।

মালেকী মাযহাবের আলেমগণ 'সরফ' বিক্রি ও ভাড়া প্রদান এ দুটো ক্ষেত্র ব্যতিক্রম হিসাবে গণ্য করেন। তারা বলেন, এ দুটো লেনদেনে মুদ্রা নির্ধারণ করলে নির্ধারিত হয়। তাদের কথার বিস্তারিত বিশ্লেষণ হচ্ছে, নগদ মুদ্রা-স্বর্ণমুদ্রা

www.amarboi.org

ও রৌপ্যমুদ্রা-বিনিময় জাতীয় লেনদেনে (যেমন বিক্রি ও ভাড়া ইত্যাদি) নির্ধারণ করলেও নির্দিষ্ট হয় না। তারা বলেন, পণ্য ও ছামান, এ দুটোর সংজ্ঞা আলোচনা করলে দেখা যায়, পণ্য ও ছামান একটি অপরটির বিপরীত। ফলে এগুলোর বৈশিষ্ট্য একটির অপরটির বিপরীত। পণ্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা নির্দিষ্ট করলে নির্দিষ্ট হয়। এর বিপরীতে ছামান নির্দিষ্ট করলেও তার মুদ্রা নির্দিষ্ট হয় না। দিরহাম ও দীনার যেহেতু মুদ্রা, বিনিময় চুক্তিগুলোতে এ সকল মুদ্রা হয় ছামান, তাই এগুলো নির্দিষ্ট করলেও নির্দিষ্ট হয় না। সে হিসাবে কেউ যদি বলে, আমি তোমার এ কাপড়টি এ দিরহামগুলোর বা দীনারগুলোর বদলে বিক্রি করছি তাহলে বিক্রি সম্পন্ন হবে। এ সময় ক্রেতা সে দিরহাম দীনারগুলো দিতে পারে, সেগুলো না দিয়ে সে পরিমাণ অন্য দিরহাম ও দীনারও দিতে পারে।

যদি কোনো কারণে কারো ওপর জরিমানার বিধান প্রযোজ্য হয়, তবে জরিমানার বস্তু, তার প্রকার-বৈশিষ্ট্য ও পরিমাণ যা নির্ধারণ করা হবে তা নির্ধারিত হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো কিছু ইশারা করে নির্ধারণ করা হলে তা নির্দিষ্ট হবে না। বরং তার সমতুল্য অন্য কোনো বস্তু দিয়ে জরিমানা আদায় করা যাবে। তাই যে জিনিসের প্রতি ইশারা করা হয়েছে, তা ধ্বংস হয়ে গেলেই চুক্তি বাতিল হবে না, তেমনি জরিমানা প্রদানও বাতিল না হয়ে বহাল থাকবে। জিনিস ধ্বংস হলে তার প্রকার পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিতে কোনো পরিবর্তন না করে জরিমানা প্রদান করতে হবে।[২১]

ছামান শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, যা দায়িত্বে ন্যস্ত হয়। ফাররা, যিনি আরবী ভাষার অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব ও ব্যাকরণবিদ, তার পক্ষ থেকে ছামান শব্দের এ অর্থই বর্ণিত হয়েছে। যদিও বিক্রয়চুক্তিতে বিপরীত দুটি বস্তুর একটির নাম ছামান বা মূল্য এবং অপরটির নাম পণ্য, ভাষার প্রচলনে এবং শরীয়তের পরিভাষায় উভয়ভাবে এ নাম স্বীকৃত ও প্রচলিত, তাই নামের বিভিন্নতা এ কথাই প্রকাশ করে যে, এগুলোর মূল পরিচিতিতেও ভিন্নতা ও পার্থক্য বিদ্যমান। তবে ভাষার ব্যাপকতার দরুন একটিকে অপরটির স্থানে ব্যবহার করারও অনুমতি ও নমুনা রয়েছে প্রচুর। যেহেতু পণ্য ও মূল্য শব্দ দুটোর একটি অপরটির বিপরীত, তাই এক শব্দ অপর শব্দের স্থানে ব্যবহৃত হওয়া সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত। যেমন

---

২১. রদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ১৫৩; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ১৪১; মাজাল্লা তুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ২৪৩ ও ২৪৪; আলী হায়দার কৃত দুরারুল হুককাম, খ. ১, পৃ. ১৯১; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৫, পৃ. ২৯৯; এবং খ. ৬, পৃ. ২১৮; আল-ইনায়া, খ. ৫, পৃ. ৮৩; আল-মুনতাকা শারহু মুওয়াত্তা, খ. ৪, পৃ. ২৬৮; হাশিয়া দুসুকী, খ. ৩, পৃ. ১৫৫; আল-মুগনী ও আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ১৬৯ ও ১৭৫

www.amarboi.org

পবিত্র কুরআনে السَّيِّئَةُ-এর বিপরীত স্থানেও سَيِّئَةٌ (মন্দ) এবং الاِعْتِدَاءُ-এর বিপরীত স্থানেও اِعْتِدَاءُ (বাড়াবাড়ি) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

ছামান শব্দটি যেহেতু যা দায়িত্বে ন্যস্ত তা বুঝায়, তাই ইশারার দ্বারা তাতে নির্দিষ্ট হওয়ার উপযোগিতা তৈরি হয় না। এ কারণে সুনির্দিষ্ট কিছু মুদ্রার দাবিদার হওয়ার ক্ষেত্রে তা নির্ধারণ করা অত্যাবশ্যক হলেও সত্যিকার অর্থে তা সম্ভব হয় না। তাই যে মুদ্রাগুলোর প্রতি ইশারা করার ইচ্ছা সেগুলোর নাম, প্রকার, পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বর্ণনা করতে হবে, একজন জ্ঞান-বোধসম্পন্ন মানুষের দাবি যথাসম্ভব বহাল রাখার লক্ষ্যে।

যেহেতু ছামানে নির্ধারণ করার কোনো উপকারিতা নেই, নির্ধারণ করার পরও লেনদেনের ক্ষেত্রে যা নির্ধারণ করা হয়েছে তা না দিয়ে তার সমতুল্য টাকা পয়সা প্রদান করা জায়েয, তাই কিছু মুদ্রার মালিকানা দাবি করার ক্ষেত্রেও তা নির্দিষ্ট করার কোনোই লাভ নেই। তার এক্ষেত্রে যা করণীয় তা হচ্ছে দিরহাম নাকি দীনার, মুদ্রার নাম, প্রকার, বৈশিষ্ট্য ও পরিমাণ ইত্যাদি নির্ধারণ করে দেওয়া। কারণ, এ বিষয়গুলোর নির্ধারণ যথাযথ ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত।

যেহেতু লেনদেনে শুধু দিরহাম বা দীনার শব্দ উল্লেখ করা হয়, তাই তা নির্দিষ্ট করলেও নির্দিষ্ট হয় না। যেমন পাত্র দিয়ে মেপে দেওয়ার ক্ষেত্রে পাত্র নির্দিষ্ট হয় না।

হানাফী ও মালেকী মাযহাবের আলেমগণ ছামান সম্পর্কিত এই বিধান থেকে সরফ বিক্রিকে ব্যতিক্রম গণ্য করেন। যেহেতু সরফ বিক্রিতে যে বৈঠকে বেচাকেনার আলোচনা হয়, সে বৈঠকেই স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা কব্জা করে নেওয়া শর্ত, তাই এখানে যে স্বর্ণ-রৌপ্য নির্দিষ্ট করা হয় তা-ই নির্দিষ্ট হয়। কেউ কেউ ভাড়া প্রদানও ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করেছেন।[২২]

দ্বিতীয় মত : নির্ধারণ করলে ছামান নির্ধারিত হয়

আলেমদের দ্বিতীয় মত হচ্ছে, নির্ধারণ করলে ছামান নির্দিষ্ট হয়। তাই যে মুদ্রার প্রতি ইশারা করা হবে তা নির্দিষ্ট হবে। তাই বিক্রেতা ক্রেতার নিকট ঐ দিরহামগুলোর দাবি করতে পারবে, যে দিরহামগুলো ক্রেতা বিক্রেতাকে বিক্রয়কালে দেখিয়েছে। যেমন মুদ্রা ব্যতীত অন্য কোনো বস্তুকে ছামান হিসাবে নির্ধারণ করা হলে তা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এবং তা না দেওয়া হলে বিক্রেতা তা দাবি করতে পারে।

---

২২. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩২২৩-৩২২৫; আল-মুনতাকা শারহুল মুওয়াত্তা, খ. ৪, পৃ. ২৬৮; ইবনে কুদামা কৃত আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১৬৯; আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ১৭৫

www.amarboi.org

যদি ছামান হিসাবে নির্ধারিত মুদ্রা কব্জা করার পূর্বে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে সে বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাওয়া মুদ্রার বদলে অন্য মুদ্রা প্রদান করা জায়েয ও সঠিক হবে না। যেমন মুদ্রা ব্যতীত অন্য কোনো সামগ্রীকে ছামান নির্ধারণ করার পর তা কব্জা করার পূর্বে ধ্বংস হয়ে গেলে বিক্রি বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং সেখানে ঐ বস্তুর পরিবর্তে অপর বস্তু দেওয়া সঠিক ও জায়েয হয় না।

উপরিউক্ত মতটি শাফেয়ীদের। হাম্বলী মাযহাবেরও এটি সর্বাধিক প্রকাশ্য মত, হানাফী মাযহাবের যুফারও তাদের সাথে রয়েছেন।[২৩] এ মতের প্রবক্তারা বলেন, আরবী ভাষায় বায় (بَيْعٌ) ও শিরা (شِرَاءٌ) উভয়টি কেনা ও বেচা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে সময় বস্তুর বদলে বস্তু বেচাকেনা হতো তখন প্রতিটি বস্তু বেচাও হতো আবার কেনাও হতো। আর যে ক্রেতা হতো এক বস্তুর, সে অন্য বস্তুর বিক্রেতা হতো। তাই, যে বস্তু হতো একের হাতে পণ্য, তা অন্যের হাতে মূল্য। এভাবে উভয় বস্তুই পণ্যও হতো, মূল্যও হতো। কারণ, উভয়পক্ষ থেকে কেনাও হতো, বেচাও হতো। যে হিসাবে পণ্য ও মূল্য একই বস্তুতে একই সাথে প্রয়োগ করা হতো; সে দিকে লক্ষ্য করলে এ উভয় শব্দ অর্থাৎ ছামান বা মূল্য (الثَّمَن) মাবী বা পণ্য (الْمَبِيع) সমার্থক তুল্য হয়ে যায়।

তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এতোটুকু পার্থক্য করা হয়েছে, যেটিকে মূল্য ধরা হয়েছে তার পূর্বে ب অক্ষর আনা হবে, যেটিকে পণ্য বিবেচনা করা হয়েছে তার পূর্বে ب বা অন্য কোনো হরফ আনা হবে না। এ মতের ধারকগণ এ পর্যায়ে দলীল দেন পবিত্র কুরআনের আয়াত, لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا "তোমরা আমার আয়াতগুলোকে তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করো না।"[২৪] এ আয়াতের মর্ম : তোমরা আয়াতের বিপরীতে তুচ্ছ সামগ্রী গ্রহণ করো না। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ছামানকে করেছেন পণ্য, যা গ্রহণ করা হয় এবং آيَاتِي (আমার আয়াত)কে করেছেন ছামান, যেহেতু তার পূর্বে ب আনা হয়েছে, অথচ এটিই মূল পণ্য, তুচ্ছ সামগ্রী হচ্ছে তার ছামান। এভাবে বিপরীত ব্যবহার করেছেন, যেহেতু যেটি পণ্য সেটিই মূল্য এবং যেটি মূল্য সেটিই পণ্য হয়। এমন বিপরীতার্থক হওয়ার দরুন বায় (بَيْعٌ) ও শিরা (شِرَاءٌ) পরস্পর বিপরীত অর্থে

---

২৩. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩২২৪; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৩৬৮; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৬৬; আল-মাজমূ, খ. ৯, পৃ. ৩৩২ মুদ্রণ : মুনীরিয়্যা; ইবনে কুদামা কৃত আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১৬৯; আশ-শারহুল কাবীর, পৃ. ১৭৫; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৭০; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ১৮৭

২৪. সূরা বাকারা, আয়াত ৪১

www.amarboi.org

ব্যবহৃত হয়। বায় যেমন বিক্রয় বোঝায়, ক্রয়ও বোঝায়। শিরাও তেমনি ক্রয়ের পাশাপাশি বিক্রয়ও বোঝায়।" বলা হয় : شَرَيْتُ الشَّيْءَ অর্থ হয় بِعْتُهُ "আমি জিনিসটি বিক্রি করলাম। আল্লাহ তাআলা ইউসুফ আ.-এর আলোচনায় বলেছেন : وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ "তারা অল্প মূল্যে কতক দিরহামের বিনিময়ে ইউসুফকে বিক্রি করে দিল।"[২৫] এ আয়াতে شَرَوْهُ এর অর্থ بَاعُوْهُ

যেহেতু ছামান হচ্ছে বস্তুর মূল্য বা কীমাত। কীমাত বস্তুর স্থলবর্তী হয়ে থাকে। (যেমন বস্তু না দিয়ে তার মূল্য প্রদান করা সহীহ্ হয়।) বস্তুর কায়েম মাকাম বা স্থলবর্তী হওয়ার প্রেক্ষিতেই তার নাম হয়েছে কীমাত। এভাবে বস্তু ও তার মূল্য একটি অপরটির বরাবর ও স্থলবর্তী হয়েছে। তন্মধ্যে একটিকে মূল্য এবং অপরটিকে পণ্য বিবেচনা করা হয়েছে। যেহেতু এ দুটো শব্দ বরাবর এবং মূল্য ও পণ্য একটি অপরটির স্থলবর্তী তাই যেটি পণ্য সেটিই মূল্য, যেটি মূল্য সেটিই পণ্য। এভাবে সাব্যস্ত হলো, ভাষাগতভাবে মূল্য ও পণ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাই বিধানেও কোনো পার্থক্য থাকবে না। পণ্যে নির্ধারণ করা হলে তা নির্দিষ্ট হয়ে যায়, সে হিসেবে ছামানেও নির্ধারণ করা হলে তা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। যেহেতু তা ছামান হওয়ার সাথে সাথে পণ্যও বটে। তারা আরো বলেন, ছামান হচ্ছে বিক্রয়চুক্তিতে বদল ও বিনিময়। সাধারণত বদল ও বিনিময়টি নির্ধারণ করলে নির্দিষ্ট হয়ে যায়, তাই ছামানও নির্দিষ্ট হবে।[২৬]

ছামান নির্ধারিত হবে কিভাবে ?

ছামান নির্ধারিত হয় ইশারার দ্বারা। তার সাথে নাম যুক্ত হতে পারে, নাও হতে পারে। যেমন, বিক্রেতা বলল : بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ "আমি তোমার নিকট এ কাপড় বিক্রি করছি এ দিরহামগুলোর বিনিময়ে।" এক্ষেত্রে الدَّرَاهِمِ বাদ দিয়ে শুধু بِهَذِهِ বলাও শুদ্ধ হবে।

এ বাক্যটি আরো সংক্ষিপ্ত আকারে বলা যেতে পারে بِعْتُكَ هَذَا بِهَذَا পণ্য ও মূল্য কোনোটিই উল্লেখ না করে শুধু ইশারা করাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে।

তেমনিভাবে ইশারা না করে শুধু নাম উল্লেখও যথেষ্ট হবে– যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সে সম্পর্কে জানা থাকে।[২৭]

---

২৫. সূরা ইউসুফ, আয়াত ২০

২৬. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩২২৪; ইবনে কুদামা কৃত আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১৬৯; আশ-শারহুল কাবীর, পৃ. ১৭৫; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৬৬

২৭. মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ১৮৮; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৭১

www.amarboi.org

তৃতীয় শর্ত : নির্দিষ্ট ছামানটি ক্রেতার মালিকানায় থাকতে হবে

ছামান যথাযথ হওয়ার জন্যে তৃতীয় শর্ত হচ্ছে, নির্ধারিত ছামানটি ক্রেতার মালিকানায় থাকতে হবে। এ কথায় সকল ফকীহ্ একমত। ক্রেতা যখন পণ্য কিনবে তখন ছামানটিতে তার পূর্ণ মালিকানা থাকবে। তাতে তখন আর কারো কোনো অধিকার থাকবে না।[২৮] তারা এ সম্পর্কে দলীল প্রদান করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাকীম ইবনে হিযামকে বলেছেন : لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ "তোমার কাছে যা নেই তা তুমি বিক্রি করো না।"[২৯] এ হাদীসে এ কথা স্পষ্ট হলো, বিক্রয়ের পণ্যটা বিক্রেতার পূর্ণ মালিকানায় থাকতে হবে। তারা বলেন, নির্ধারিত ছামান হচ্ছে পণ্যের সদৃশ, তাই এতেও পণ্যের এই বিধান কার্যকর হবে।[৩০]

চতুর্থ শর্ত : নির্ধারিত ছামানটি হস্তান্তর করা সম্ভব হতে হবে

সকল মাযহাবের সকল ফকীহ্ এ কথায় একমত, নির্ধারিত ছামানটি এমন হতে হবে যা হস্তান্তর করা সম্ভব। কেননা, যা হস্তান্তর করা সম্ভব হবে না তা অস্তিত্বহীন তুল্য। যা অস্তিত্বহীন তা ছামান হওয়া যথার্থ নয়। তাই শূন্যে থাকা পাখি যেমন ছামান হবে না, তেমনি পালিয়ে যাওয়া উট–যা এখনো মালিকের নিয়ন্ত্রণে আসেনি– তাও ছামান হবে না।[৩১]

তাদের দলিল, আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা :

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"রাসূলুল্লাহ স. কঙ্কর নিক্ষেপে বিক্রি এবং ধোঁকাপূর্ণ বিক্রি করা থেকে নিষেধ করেছেন।"[৩২]

---

২৮. রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫০৫; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৫, পৃ. ২৭৯; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৫৭; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ১৮; যুরকানী, খ. ৫, পৃ. ১৬; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৫; কালয়ুবী, খ. ২, পৃ. ১৬০

২৯. তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করার পর হাদীসটি হাসান পর্যায়ের বলে মত প্রকাশ করেছেন। দ্র. তুহফাতুল আহওয়াযী, খ. ৪, পৃ. ৪৩০ আল-মাকতাবা আস-সালাফিয়্যা, মদীনা

৩০. কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ১৫৭; মাতালিবু উলিন নুহা, ক. ৩, পৃ. ১৮

৩১. আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৫, পৃ. ২৭৯; রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫০৫; দারদীর কৃত আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ১০; যুরকানী, খ. ৫,প্,. ১৬; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১২; কালয়ুবী, খ. ২, পৃ. ১৫৮; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৬২; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ২৫

৩২. মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১১৫৩, প্রকাশক : হালাবী

www.amarboi.org

মাওয়ারদী এ হাদীসের ব্যাখ্যা করে বলেন, ধোঁকা হচ্ছে পরস্পর বিপরীত দুটি বিষয়ের মধ্যে যেটি অধিক আশঙ্কাজনক সেটি হওয়ার অধিক সম্ভাবনা হওয়া। (অর্থাৎ কোনো বস্তুতে যথাযথ হওয়া এবং যথাযথ না হওয়া এ দুটো অবস্থাই যখন হতে পারে এবং যথার্থ না হওয়ার আশঙ্কাই থাকে প্রবল।) কেউ বলেছেন, যার পরিণতি আমাদের থেকে গোপন ও লুকায়িত তাই হচ্ছে ধোঁকা। পণ্য ও নির্ধারিত মূল্য যদি হস্তান্তর করা সম্ভব না হয় তবে তা ধোঁকাপূর্ণ বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হবে, হাদীসে যার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে।[৩৩]

পঞ্চম শর্ত : ছামানের পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য জানা থাকা

হানাফী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, ছামান বা মূল্য হয়তো ইশারা করে দেখানো হবে অথবা তাতে ইশারা করা হবে না। যদি ইশারা করে তা দেখানো হয় তবে বিক্রয় জায়েয ও যথার্থ হওয়ার জন্যে তার পরিমাণ বা বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি কিছুই জানার প্রয়োজন নেই। পরিমাণ : যেমন পাঁচ দশ দিরহাম, পাঁচ দশ কুর গম।[৩৪] বৈশিষ্ট্য : যেমন কুয়েতী দীনার, জর্দানী দীনার, ইরি ধান, বোরো ধান ইত্যাদি।

কেউ যদি বলে, তোমার হাতে থাকা দিরহামগুলোর বিপরীতে আমি গমের এ স্তূপ বিক্রি করছি, বলার সময় হাতের দিরহামগুলো দেখা যাচ্ছে, তাহলে বিক্রয় সহীহ ও যথাযথ বলে গণ্য হবে। যেহেতু ইশারা করা পরিচয়ের সর্বাধিক বলিষ্ঠ পন্থা। তাই এরপর কত দিরহাম, কোন্ দেশি দিরহাম কতটুকু গম ইত্যাদির উল্লেখ না করা হলেও এ বিক্রয়ে পণ্য ও মূল্য হস্তান্তরে এমন কোনো ঝগড়ার উদ্ভব হবে না– যে ঝগড়া হলে বিক্রয় আর বৈধ ও জায়েযই হয় না। যেহেতু ইশারা করার ক্ষেত্রে পণ্য ও মূল্য উভয়ই উভয়ের সামনে উপস্থিত, এ অবস্থায় ইশারা করে স্পষ্টভাবে কোন্‌টির বিনিময়ে কোন্‌টি তা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যে সকল বস্তুতে সুদের সম্ভাবনা থাকে, সেগুলোর একজাতীয় বস্তুতে বিক্রয় ও বিনিময় সম্পাদনকালে এভাবে ইশারা করা যথেষ্ট নয়। যেহেতু বিনিময়ের উভয় পক্ষ বরাবর হওয়া জরুরী, কমবেশি হলে তাতে সুদ হয়ে যাবে, তাই এ অবস্থায় অনুমান করে বিক্রি করা জায়েয হবে না। বরং এক স্তূপের বিপরীতে অপর স্তূপ বিক্রি করা হলে উভয়টি পরিপূর্ণ ভাবে মেপে নিতে হবে, মেপে সমান হলেই বিক্রি করা জায়েয হবে।

---

৩৩. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১২; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১১

৩৪. কুর (كر–ماده) হচ্ছে আরব দেশীয় পরিমাপ, গম যব ইত্যাদি এই পরিমাপে মেপে কেনাবেচা করা হতো। এর বহুবচন كرار আল-মিসবাহ আল -মুনীর নামক অভিধানগ্রন্থে লেখা হয়েছে, এক কুর (كر) হচ্ছে ষাট কফীয (قفيز) প্রতি কফীয হচ্ছে আট مكوك প্রতি مكوك হচ্ছে ½ صاع সে হিসাবে এক كر হচ্ছে ৪৮০ مكوك বা ৭২০ صاع

www.amarboi.org

সালাম বিক্রির বিষয়টিও সুদের সম্ভাবনাপূর্ণ বস্তুর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এখানেও যদি অগ্রিম মূল্যটি অর্থসম্পদ না হয়ে কোনো পরিমাপযোগ্য বস্তু হয় তবে শুধু ইশারা করে স্তূপ দেখিয়ে দেওয়া যথেষ্ট হবে না। বরং মেপে তার সঠিক পরিমাণ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জেনে নিতে হবে। অবশ্য ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেছেন, যদি স্তূপে কী পরিমাণ শস্য রয়েছে তা পূর্বেই জানা থাকে তাহলে এখন ইশারা করাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।[৩৫]

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ এ আলোচনায় হানাফী আলেমদের মত সমর্থন করেন। ইবনে কুদামা বলেন, ছামান ও পণ্য– উভয়টি অনুমানে বিক্রি করা জায়েয, তাতে কোনোই পার্থক্য নেই।

সে হিসাবেই তারা বলেন, যদি কেউ মূল্য হিসাবে কোনো পাত্রভরে দিরহাম দেয় যা দেখার দরুন তাদের নিকট পরিচিত, তাহলে বিক্রি জায়েয ও সম্পন্ন হবে। এমনিভাবে যদি কোনো পাথরের ওজন পরিমাণ রূপা বা সোনার বিনিময়ে কোনো কিছু বেচাকেনার কথা হয়, পাথরটির ওজন কত তা সবার জানা না থাকলেও ক্রেতা ও বিক্রেতার তা জানা থাকে, তাহলে বিক্রি জায়েয ও সম্পন্ন হবে। মূলত এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে ঝগড়া লাগার কোনো সূত্র যেন না থাকে বা না তৈরি হয়।

সে হিসাবেই তারা বলেন, গম বা যবের স্তূপ বা দিরহামের ঢিপি প্রত্যক্ষ করার ভিত্তিতে যদি ক্রেতা বিক্রেতা তা বেচাকেনা করে, তা ওজনও না করে, পাত্র দিয়ে পরিমাপ না করে বা দিরহাম না গুণে, তবুও বিক্রি বৈধ হবে। যেহেতু তারা সঠিক পরিমাণ বা সংখ্যা না জানলেও দেখে একমত হওয়ায় তাতে ঝগড়ার আর সম্ভাবনা নেই।[৩৬]

শাফেয়ী মাযহাবের আলেমদের মতও প্রায় এরূপ। শিরাজী বলেন, যদি নির্ধারিত ছামান প্রত্যক্ষ করে সে সম্পর্কে অনুমান করে তার বিপরীতে কেউ পণ্য বিক্রি করে তবে তা সহীহ ও জায়েয হবে, যেহেতু তা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। অবশ্য এ ধরনের বেচাকেনা মাকরূহ হবে, যেহেতু ছামানের মূল পরিমাণটা তো বাস্তবে জানা হয়নি।[৩৭]

---

৩৫. তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ৫; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৫, পৃ. ২৯৪; আদ-দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫৩০; মাজাল্লা তুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ২৩৮ ও ২৩৯; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৮২

৩৬. ইবনে কুদামা কৃত আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ২২৭; আশ-শারহুল কাবীর, পৃ. ৩৫; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৭৩; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৩৮

৩৭. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৬৫; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৮

www.amarboi.org

মালেকী মাযহাবের আলেমদের মত হচ্ছে, সোনা ও রূপা যদি অনুমান করে বেচাকেনা করা হয় তাহলে তা জায়েয হবে না, যদি সেগুলো মুদ্রা হয় এবং মানুষের মধ্যে সেগুলোর গণনার বা ওজনসহ গণনার নিয়ম প্রচলিত থাকে। যেহেতু মুদ্রার ছাপ দেওয়াই হয়েছে হিসাব করার জন্যে, তাই সেক্ষেত্রে অনুমান করা যথাযথ হবে না।[৩৮] কিন্তু যদি সোনা রূপায় কোন ছাপ না থাকে, মানুষ সে ছাপহীন সোনরূপা গুণে ব্যবহার করুক বা ওজন করে ব্যবহার করুক, সেগুলো দিয়ে অনুমান করে ছামান প্রদান করা যাবে, তাতে যেহেতু হিসাব করার লক্ষ্যে ছাপই দেওয়া হয়নি।[৩৯]

যদি ছামান হিসাবে ইশারা করা হবে এমন কোনো বস্তু সামনে না থাকে, তাহলে সকল আলেম ও ফকীহ এ কথায় একমত, ছামান হিসাবে যা উল্লেখ করা হবে তার পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জানা থাকতে হবে, তাহলে বেচাকেনা সহীহ ও জায়েয হবে। পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য জানা না থাকলে তাতে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে ঝগড়া লাগার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। সে ঝগড়ার দরুন পণ্য ও মূল্য পরস্পরে হস্তান্তর করা নিয়েও আপত্তি উত্থাপিত হবে। এরূপ হলে সে বেচাকেনায় কোনই উপকার হবে না। তাই পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য জানা না থাকলে বিক্রয়ই সম্পন্ন হবে না। ছামান সম্পর্কে অজানা থাকাই শুধু নয়, অন্য যে কোনো বিষয়ে অজ্ঞতাও যেহেতু ঝগড়ার সূত্রপাত ঘটায়, তাই তা বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, তাই এ সকল ক্ষেত্রেই বিক্রয় অবৈধ।

পরিমাণ জানা থাকা যেমন জরুরি, বৈশিষ্ট্যও জানা থাকা তেমনি অত্যাবশ্যক। নতুবা বিক্রেতা দিতে চাইবে নিকৃষ্ট মানের বস্তু, অপর পক্ষে ক্রেতা চাইবে উৎকৃষ্ট বস্তু। ফলে নিশ্চিতই ঝগড়ার সূত্রপাত হবে। ইসলামী শরীয়ত চায় কোনো ঝগড়াঝাটি না করে প্রত্যেকে নিজের চাহিদা পূরণে সক্ষম হোক। বৈশিষ্ট্য আলোচনা না করে তা গোপন রাখলে সে উদ্দেশ্য পূরণ হবে না, ঝগড়া লেগে যাবে। তাই সকল মাযহাবের সকল আলেমের মত, ঝগড়া থেকে মুক্ত থেকে বিক্রয় যথাযথ ও সহীহ করার জন্যে প্রয়োজনীয় নানা বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক শর্ত।[৪০]

---

৩৮. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ৮

৩৯. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ৮; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২২

৪০. আল-হিদায়া ও আল-ইনায়া, খ. ৫, পৃ. ৮৩; আদ-দুররুল মুখতার, খ. ৪, পৃ. ৫২৯ এবং খ. ৫, পৃ. ৫০৫; কানযুদ দাকায়েক ও তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ৪। সেই সাথে দ্রষ্টব্য : বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৩০৫৩ (ان معرفة وصف ....مالم يره); আল-মিনহাজ ও মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩৬; কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ১৫৭; ইবনে রুশদ কৃত

www.amarboi.org

উপরিউক্ত কথার ওপর ভিত্তি করে হানাফী আলেমগণ বলেন :

এক. কোনো জিনিস তার বাজারমূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করা জায়েয নয়। যদি কেউ এভাবে বিক্রি করে তবে তা ফাসেদ হবে, যেহেতু সে মূল্য নির্ধারণ করেছে বাজারদর। অথচ বাজারদর অনেক উঠানামা করে, একই সময়ে একজন বাজারদর যা বিবেচনা করে অন্যজন অন্যরূপ ধারণা করে। ফলে বাজারদর শব্দটি হয়ে গেল অজানা। মূল্য অজানা হলে বিক্রয় অবশ্যই ফাসেদ হবে।

দুই. যদি কেউ তার পণ্য বিক্রয়কালে বলে, সে যে মূল্যে তা খরিদ করেছে সে মূল্যে বা তাতে যত টাকা খরচ হয়েছে তা মূল্য ধরে বা তার যা পুঁজি ছিল বা আপনি যত টাকা মূল্য হওয়া পছন্দ করেন/ আপনার যা পছন্দ, বা অমুক যত দিয়ে কিনেছে তত টাকা মূল্যে বিক্রয় করছে তাহলে তা জায়েয হবে না। যেহেতু এভাবে মূল্য জানা ও স্থির করা হয় না। তবে যদি ক্রেতার জানা থাকে বিক্রেতা কত টাকা দিয়ে তা কিনেছে বা অমুক কত দিয়ে কিনেছে বা বিক্রেতার কত খরচ পড়েছে, এমনিভাবে ক্রেতার কত টাকা পছন্দ তা যদি বিক্রেতার জানা থাকে, তাহলে যেহেতু মূল্য জানা ও স্থির হবে, তাই এভাবে বলা হলেও বিক্রয় সহীহ ও জায়েয হবে। পূর্বে জানা না থাকলেও এখন যদি তাদের জানা হয় এবং তাতে তারা সম্মতি প্রকাশ করে তাহলেও বিক্রি জায়েয হবে, যেহেতু ঝগড়ার আর কোনো সম্ভাবনা থাকবে না।

তিন. যদি কেউ বলে বস্তুটির মূল্য এক হাজার দিরহাম থেকে এক দীনার কম বা এক দিরহাম বাদে একশ দীনার তাহলে বিক্রি জায়েয হবে না। যেহেতু যা বাদ দেওয়া হচ্ছে তা এক জাতীয় মুদ্রা না হওয়ায় প্রকৃত মূল্য সুস্পষ্ট হয়নি।

চার. যদি বিক্রেতা বলে, সবাই যে দামে বিক্রি করছে সে দামে বিক্রি করছি তাহলে বিক্রি জায়েয হবে না। তবে যদি বস্তুটি এমন হয় যা সকলে একই দামে বিক্রি করে তাহলে তাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের দাম জানা থাকে বিধায় তা সহীহ হবে। যেমন : গরুর গোশত, পরোটা ইত্যাদি।[৪১]

আল মুকাদ্দামাত আল-মুমাহহাদাত, পৃ. ৫৫০; ইবনে রুশদ কৃত বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ১৪৭; (পূর্ববর্তী ইবনে রুশদ ও এই ইবনে রুশদ এক ব্যক্তি নয়। বরং প্রথমোক্ত জন দাদা এবং পরবর্তী জন তার নাতি।) দারদীর কৃত আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৩,পৃ. ১৫; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ৬; ইবনে জুযাই কর্তৃক লিখিত আল-কাওয়ানীন, পৃ. ২৭২; ইবনে কুদামা কৃত আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩,পৃ. ১৭৩; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৩৮

৪১. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৮৩; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৩০৪১; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৫, পৃ. ২৯৬

www.amarboi.org

পাঁচ. যদি বিক্রেতা ক্রেতাকে বলে, আপনি বা অমুক যে মূল্য সাব্যস্ত করে দিবেন তা মূল্য ধরে বিক্রি করছি, তাহলে বিক্রি সঠিক হবে না। যেহেতু কত ফয়সালা করবে তা জানা নেই, ফলে ছামান এখনো অজানা রয়েছে।

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন :

এক. যদি বিক্রেতা বলে, বাজারে সর্বোচ্চ যে দাম উঠেছে তা মূল্য ধরে বা অমুক যে দামে বিক্রি করেছে সে দামে বিক্রি করছি, যদি তারা দুজন বা দুজনের কোনো একজন সে দাম সম্পর্কে না জানে তাহলে বিক্রি যথাযথ ও জায়েয হবে না। যেহেতু মূল্য তাদের দুজন বা একজনের নিকট অজানা, তাই তাতে ঝগড়া লাগার খুবই আশঙ্কা থাকবে।

দুই. যদি বিক্রেতা বলে, সোনা ও রূপা মিলিয়ে বস্তুটির দাম এক হাজার দিরহাম, তাহলে তার কথা হলো যেমন, মূল্য একশ দিরহাম তবে তার কিছু অংশ রূপা না হয়ে সোনা হতে হবে। এ কথায় যেমন কতটুকু স্বর্ণ এবং কতটুকু রৌপ্য তা সুস্পষ্ট হয়নি, প্রথম কথাতেও স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিমাণ রয়েছে অনির্দিষ্ট তাই উভয় কথাতে পরিমাণ অজানা হেতু এগুলো ধোঁকা পূর্ণ বিক্রির আওতায় পড়বে। নবী ধোঁকাপূর্ণ বিক্রিতে নিষেধ করেছেন, এ আলোচিত রূপগুলো তাই নিষিদ্ধ হবে।[৪২]

তিন. যদি বিক্রেতা বলে, জিনিসটির গায়ে যে নম্বর লেখা আছে বা যে দাম লেখা আছে তা-ই এর মূল্য, তাহলে যদি তা তাদের উভয়ের জানা থাকে তাহলে সে বিক্রি জায়েয হবে, নতুবা জায়েয হবে না। যদি তাদের উভয়ের বা কোনো একজনের দাম জানা হয় বিক্রি হওয়ার পর তাহলে সে বিক্রি সঠিক হবে না, ভেঙ্গে দিতে হবে। এটি হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেম ও ফকীহদের সম্মিলিত মত।

চার. বিক্রেতা অনেক সময় পণ্যের গায়ে মূল্য নির্দেশক নম্বর বা চিহ্ন দিয়ে রাখে যা ক্রেতার জানা ও বোঝার বাইরে থাকে। নম্বরের ওপর ভিত্তি করে বেচাকেনা করা হলে তা ফাসেদ হবে। কেননা তাতে মূল বিক্রিতে অজ্ঞতা থেকে যায়, বস্তুটির মূল্য ক্রেতার অজানা থাকে। নম্বর বিক্রেতার জানা অথবা তার পক্ষ থেকে প্রদত্ত, কিন্তু ক্রেতার সে সম্পর্কে কিছুই না জানা থাকার কারণে তা জুয়ার তুল্য হয়ে যায়। জুয়াতে যেমন নানা বিপর্যয় ঘটতে পারে এক্ষেত্রেও তেমনি

---

৪২. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৩০৪১; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৫, পৃ. ২৯৬; ইবনে কুদামা রচিত শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৭৪; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৪০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৬; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৬৬; দারদীর কৃত আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ১৫

www.amarboi.org

বিপর্যয়ের ও ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে যথেষ্ট। যদি ক্রেতা কেনার সময় নম্বর দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে তা পরিষ্কারভাবে জানতে পারে এবং তাতে রাজি থাকে, তাহলে বিক্রি যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হবে। যদি জানার আগে তারা ভিন্ন হয়ে যায় তাহলে সে বিক্রি ভেঙ্গে ফেলতে হবে।

ইমাম শামসুল আইম্মা হুলওয়ানি বলেন, যদি ক্রেতা সে বৈঠকে নম্বরের মর্ম বুঝতে পারে তবুও বিক্রি করা জায়েয হবে না। তবে যদি নম্বরের মর্ম বোঝার পর বিক্রেতা তাতে তার সার্বক্ষণিক সম্মতি এবং সে বৈঠকে ক্রেতা তার সম্মতি প্রকাশ করে, তাহলে মূল্য স্পষ্টভাবে নির্ধারিত হওয়ার পর তাতে উভয়পক্ষের সম্মতি ও সন্তোষ প্রকাশিত হওয়ায় নতুনভাবে বিক্রি সম্পন্ন হবে।[৪৩]

ইবনে কুদামা তার আল-মুগনীতে লিখেছেন, ইমাম আহমদ বলেন, নম্বরের ওপর ভিত্তি করে বেচাকেনায় কোনো সমস্যা নেই। তাঁর এ কথার অর্থ : বিক্রেতা বলবে : بِعْتُكَ এ কাপড়ের গায়ে যে দাম লেখা রয়েছে সে দামে আমি তোমার কাছে বিক্রি করছি। কাপড়ের গায়ে লিখে রাখা দাম উভয়েরই বিক্রি সম্পাদনকালে জানা থাকলে এ কথায় বিক্রি জায়েয হবে। সাধারণভাবে সকল ফকীহ একে আপত্তিহীন ভাবে অনুমোদন দিয়েছেন। কেবল তাউস এভাবে বিক্রি করা মাকরূহ বলে মতপ্রকাশ করেছেন।

তার আপত্তির জবাবে অন্য আলেমগণ বলেন, যেহেতু কাপড়ের গায়ে (এমনি ভাবে অন্য কোন বস্তুর গায়ে) দাম লেখা থাকে, তা ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েই বিক্রয় সম্পাদনের পূর্বে দেখে তার নির্ধারিত মূল্য জানতে পারে। তাই এক্ষেত্রে বিক্রি জায়েয হবে, যেমন মুখে স্পষ্টভাবে মূল্য উচ্চারণ করলে সে বিক্রি সঠিক হয়। যদি বিক্রেতা বলে, আমি যত দিয়ে কিনেছি তত দিয়ে বিক্রি করছি, বিক্রেতা কত দিয়ে কিনেছে তা যদি ক্রেতার জানা থাকে তাহলে এ বিক্রয় সহীহ হয়। কেননা, বিক্রেতা সুস্পষ্টভাবে মূল্য না বললেও তা ক্রেতার জানা রয়েছে বিধায় এটি নিয়ে তাদের মাঝে ঝগড়ার কোনো আশঙ্কা থাকে না। তেমনিভাবে পণ্যের গায়ে যে দাম লেখা রয়েছে তা বিক্রেতার সাথে সাথে ক্রেতারও জানা রয়েছে বা বিক্রয় সম্পাদনকালে জানা হয়েছে। ফলে তা সুস্পষ্টভাবে দাম বলার তুল্য হবে এবং তাতে ঝগড়ার কোনো অবকাশ থাকবে না।

---

৪৩. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৩০৪২; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৫, পৃ. ২৯৬; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৫১৪ ও ৫৪১; মিনহাতুল খালেক আলাল বাহরুর রায়েক, খ. ৫, পৃ. ২৯৬; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৬৬; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৭; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৭; ইবনে কুদামা কৃত আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ২৬৬; আশ-শারহুল কাবীর, পৃ. ৩৩; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৪০; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৭৪

www.amarboi.org

এ আলোচনায় একথা সুস্পষ্ট হলো, পণ্যের গায়ে দাম লেখা থাকলে সেখানে যে নম্বর লেখা থাকে, তা দেখে ক্রেতা কিছুই অনুধাবন করতে পারে না। সেক্ষেত্রে সে নম্বরের শুধু উল্লেখ করলে বিক্রি সঠিক হবে না। যেহেতু তাতে ক্রেতার মূল্য সুস্পষ্টভাবে জানা হয় না, ফলে ঝগড়ার অবকাশ থাকে।[৪৪] এভাবে একথাই সাব্যস্ত হলো, মূল্য জানা থাকা বা না থাকার ভিত্তিতে বিক্রি সহীহ হওয়া বা না হওয়া নির্ণীত হয়।

খাদ্যশস্যের স্তূপ এক কফীয এক দিরহাম দরে বিক্রি করা

এক কফীয (বা এমনি কোনো পরিমাপ-পরিমাণ) এক দিরহাম এভাবে মূল্য ধার্য করে শস্যের স্তূপ বিক্রি করার মাসআলায় ফকীহগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হচ্ছে :

প্রথম মত : এক কফীয বিক্রি করাও জায়েয হবে না। এটি আব্দুল আযীয ইবনে আবি সালামা এবং কতক শাফেয়ী আলেমের অভিমত। তাদের দলিল : ঢিপি বা স্তূপে কী পরিমাণ শস্য রয়েছে, তার দাম কত হয়– কিছুই বেচাকেনা করার সময় ক্রেতা-বিক্রেতা কারোরই জানা নেই; জানা হবে সবগুলো মাপা শেষ হলে, তখন দামও ফয়সালা হবে। এভাবে বিক্রি সঠিক নয়।[৪৫]

দ্বিতীয় মত : এক কাফীয শস্য বিক্রি করা জায়েয হবে; এর অধিক নয়। তবে শুরুতেই যদি বিক্রেতা বলে দিতে পারে, এ স্তূপে কত কাফীয রয়েছে, তাহলে ঢিপির সব শস্য বিক্রি করা সহীহ ও জায়েয হবে। এটি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মত। তাঁর দলিল : এ স্তূপে কত কাফীয শস্য আছে এবং সে হিসাবে পুরো স্তূপের মূল্য কত হয় তা কারো জানা নেই। অর্থাৎ পণ্য ও মূল্য উভয়টি অজানা, এ অবস্থায় উভয়ের মাঝে ঝগড়া হওয়ার আশঙ্কা কম নয়। ক্রেতা হয়তো বিক্রয়ের শুরুতেই পূর্ণ মূল্য হস্তগত করতে চাইবে, অথচ এখনো দুজনের কেউই জানে না, এ স্তূপের মোট মূল্য কত? তাই পুরো স্তূপের পরিমাণ যদি বিক্রেতা বলতে পারে সেক্ষেত্রে পুরো স্তূপের দাম কত হয় তা নির্ধারণ করা যাবে, তাতে কোনো বিতর্কের সূত্রপাত হবে না, তাই তা জায়েয হবে। যদি বিক্রেতা এখানে কত কাফীয রয়েছে তা বলতে না পারে, তাহলে সবটুকু বিক্রয়ের কথা বলে অজানা পণ্য ও অজানা মূল্য হওয়ার পর্যায়ে যাওয়া ঠিক হবে না। সেক্ষেত্রে কেবল এক কাফীয এক দিরহামে বিক্রি করা যাবে; যা এ স্তূপের সর্বনিম্ন স্তর, যেহেতু এটুকু উভয়ের জানা আছে। তবে যদি ঐ বৈঠকেই মোট কত কাফীয

---

৪৪. ইবনে কুদামা কৃত আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ২৯৪

৪৫. আল-মুকাদ্দামাত আল-মুমাহহাদাত, পৃ. ৫৪১; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৭; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৭

www.amarboi.org

শস্য রয়েছে তা হিসাব করে বা পূর্বের হিসাব স্মরণ করে যেভাবেই হোক বলে দেয় তবে স্তূপের পুরোটা বিক্রি করা সহীহ হবে। এক্ষেত্রে বৈঠক অনেক দীর্ঘ হলেও ক্ষতি নেই, যেহেতু যত দীর্ঘই হোক তা এক বৈঠক বলেই গণ্য হবে এবং এক বৈঠকেই অজ্ঞতা দূর হয়ে গেলে তা ছিল বলে আর ধরা হবে না।[৪৬]

তৃতীয় মত : বিক্রির শুরুতে কত কাফীয শস্য রয়েছে তা জানা না থাকলেও স্তূপের পুরোটাই বিক্রি করা জায়েয হবে। হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এবং মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ এবং শাফেয়ী মাযহাবের অধিকাংশ আলেম এই মত ব্যক্ত করেছেন।[৪৭]

তাদের দলিল : পণ্য সামনে উপস্থিত তা প্রত্যক্ষ করার দরুন তা আর আজানা নয়। মূল্যও জানা হয়ে যাবে এমন এক কাজের দ্বারা যা স্তূপের সবটুকুর পরিমাণই জানিয়ে দিবে, অথচ তাতে ক্রেতা বা বিক্রেতার কোনো ভূমিকা থাকবে না। তা হচ্ছে, স্তূপের পরিমাপ বা ওজন করা। এভাবে পণ্য ও মূল্য অবগতির মাঝে চলে আসায় সবটাই বিক্রি করা জায়েয হবে।

যদি বাহাত্তরজন লোক তাদের সম্মিলিত পুঁজি বিক্রি করে প্রত্যেকে তেরো দিরহাম করে, তাহলে এ মুহূর্তেই কত দিরহাম হলো তা বলা যাবে না। কিন্তু হিসাব করলেই তা বলা যাবে, তাতে খুব বিলম্ব হবে না। তেমনিভাবে স্তূপে কী পরিমাণ ফসল এবং তাতে মূল্য কত দিরহাম হয় তা হিসাব করলেই জানা যাবে, তাতে খুব বিলম্ব হবে না।

তারা এ সম্পর্কে অন্যভাবেও আলোচনা করে থাকেন। তা হলো, পণ্য তো প্রত্যক্ষ করার দ্বারাই জানা যাবে। মূল্যও জানা যাবে এভাবে, যতটুকু পণ্য মাপা হবে, ততটুকুতে মূল্যও সাব্যস্ত হতে থাকবে। যতটুকু মাপা হবে, ততটুকুতে ধোঁকার কোনো অবকাশ আর থাকবে না। ফলে স্তূপে কী পরিমাণ শস্য রয়েছে তা বিস্তারিতভাবে না জানার দ্বারা ধোঁকায় পড়ার সম্ভাবনা যা ছিল তা দূর হয়ে

---

৪৬. আল-হিদায়া ও আল-ইনায়া, খ. ৫, পৃ. ৮৮; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ৫; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৫, পৃ. ৩০৭; আল-ইখতিয়ার, খ. ১, পৃ. ১৭৮; বাদায়েউস সানায়ে'. খ. ৬, পৃ. ৩০৪৩; ইবনে কুদামা কৃত আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩৪; যুরকানী, খ. ৫, পৃ. ২৩; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ১৫৮

৪৭. হানাফী মাযহাবের পূর্বোক্ত গ্রন্থাবলি : আল-হিদায়া ও আল-ইনায়া, তাবয়ীনুল হাকায়েক, আল বাহরুর রায়েক, বাদায়েউস সানায়ে,' আল-ইখতিয়ার, যুরকানী, খ. ৫, পৃ. ২৩; দারদীর প্রণীত আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৩, পৃ.১৫; ইবনে কুদামা প্রণীত আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩৪; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ১৫৮; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৪২; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৭৪; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৬৬; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৭; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৭

www.amarboi.org

যাবে। এ সম্পর্কে মোটামুটি জানা থাকলেই বিক্রি সঠিক হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে বিস্তারিত জানা থাকলে তো সহীহ হবেই। এভাবে সাব্যস্ত হলো, শুরুতে স্তূপের মোট মূল্য কত তা জানা না থাকলেও তা ক্ষতির কারণ হবে না, যেহেতু পরবর্তী সময়ে তা বিস্তারিতভাবেই জানা যাচ্ছে, ধোঁকার সম্ভাবনাও আর থাকছে না। ফলে অনুমান করে নির্দিষ্ট কোনো মূল্য বলা হলে যেমন জায়েয হতো, এখনও তেমনি জায়েয হবে। শুরুতে যার অনুমান করা হলেও শেষে হবে নির্দিষ্ট মূল্য।

তারা এ সম্পর্কে আরো বলেন, স্তূপের মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞানতা দূর করার বিষয়টি ক্রেতা ও বিক্রেতার হাতেই। তারা মেপে মেপে সে অজ্ঞতা দূর করে দিতে পারে। অতএব, এ অজ্ঞানতা এখানে বিক্রি জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধাই সৃষ্টি করবে না।[৪৮] এক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য : بَيْعُ الْجُزَافِ

মূল্যের বৈশিষ্ট্য জানা না থাকলে বিক্রয় সঠিক ও জায়েযই হবে না

হানাফী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, যদি কেউ মুদ্রার পরিমাণ বা সংখ্যা বললেও তার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ না করে, যেমন বলল, আমি এটি দশ দিরহাম দিয়ে কিনেছি, সে দশ সংখ্যা বললেও বলেনি, সে দিরহামগুলো কি বুখারী এলাকার, না সমরকন্দ এলাকার, তাহলে সে এলাকায় যে মুদ্রা অধিক প্রচলিত তা ধর্তব্য হবে। শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণও এ মতই প্রদান করেছেন।

তাদের দলিল : কুরআন হাদীসের মাধ্যমে কোনো বিষয় জানা গেলে তা যেমন কার্যকর হবে, সমাজের প্রচলন ও পরিভাষার মাধ্যমে কোনো বিষয় জানা হলে তা-ও তেমনই কার্যকর হবে; বিশেষত আর্থিক লেনদেন সঠিক করে নেওয়ার ক্ষেত্রে সমাজে প্রচলিত অর্থ ও মর্ম অবশ্যই গ্রহণ করা হবে।[৪৯]

হানাফী মাযহাবের আলেমগণ এই মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে বলেন, যদি কোথাও বিভিন্ন মূল্যের মুদ্রা প্রচলিত থাকে, যেমন মিসরী দীনার ও মাগরেবী দীনার, এ দুটোর মাঝে মাগরেবীর তুলনায় মিসরীটি অধিক মূল্যের। অথচ সে এলাকায় হয়তো এ দু ধরনের দীনারই সমান প্রচলিত। সে অবস্থায় বিক্রেতা চাইবে মিসরী দীনার যা উচ্চমূল্যের সেটি দেওয়া হোক। আর ক্রেতা চাইবে মাগরেবী দীনার যা কমমূল্যের তা দিয়ে দাম পরিশোধ করবে। ফলে তাদের

---

৪৮. পূর্ববর্তী সকল গ্রন্থ।

৪৯. আল-হিদায়া ও আল-ইনায়া, খ. ৫, পৃ. ৮৪; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ৫; আল-ইখতিয়ার, খ. ১, পৃ. ১৭৮; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৩০৪২; যুরকানী, খ. ৫, পৃ. ২৪; আল-মিনহাজ ও মুগনিল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ১৭; ইবনে কুদামা কৃত আ- শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩৩; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৪০; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৭৪

www.amarboi.org

মধ্যে ঝগড়া লাগার প্রবল আশঙ্কা থাকবে। কোন্ দেশী মুদ্রা দেওয়া হবে তা সুস্পষ্ট না করায় যে অজ্ঞতা এখানে রয়েছে তা উভয়কে ঝগড়ায় লিপ্ত করবে। তাই এভাবে বিক্রি করা ফাসেদ হবে, বিক্রি ভেঙ্গে দিতে হবে। কিন্তু যদি বেচাকেনার আলাপচারিতার সময় কোনো একজন এটি পরিষ্কার করে বলে, এ লেনদেনে কোন্ দেশি দীনার দেওয়া হবে এবং অন্যজন তাতে সম্মতি প্রকাশ করে তাহলে আর বিষয়টিতে অজ্ঞতা থাকবে না, ফলে ঝগড়া লাগার আশঙ্কাও আর থাকবে না; যার ফলে বিক্রয় যথাযথ ও সঠিকভাবে সম্পন্ন হবে। এক্ষেত্রে যা বিক্রিকে ফাসেদ করত তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বিদায় করে দেওয়া হবে।

যদি বিভিন্ন মুদ্রা বিভিন্ন মূল্যের হয়, কিন্তু সবগুলো সমানভাবে প্রচলিত না হয় তাহলে যেটি অধিক প্রচলিত সেটি ধর্তব্য হবে। এভাবে একটি মুদ্রা নির্দিষ্ট হওয়ার প্রেক্ষিতে বিক্রয় সহীহ হবে, ফাসেদ বা বিনষ্ট হবে না।

যদি বিভিন্ন মুদ্রা সমমূল্যের হয়, কিন্তু সবগুলো সমানভাবে প্রচলিত না হয় সেক্ষেত্রেও যেটি অধিক প্রচলিত সেটি ধার্য হবে, পূর্ববর্তী অবস্থায় যেরূপ অধিক প্রচলিতটি ধর্তব্য হয়েছে। যেহেতু কোন্ মুদ্রা ধর্তব্য হবে তা সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়েছে, সুতরাং বিক্রি সহীহ ও জায়েয হবে।

যদি বিভিন্ন মুদ্রা সমমূল্যের এবং এলাকায় সমান প্রচলিত হয়, তাহলে ক্রেতা তার পছন্দের মুদ্রা দিয়ে মূল্য পরিশোধ করতে পারবে। যেহেতু প্রচলনও সমান, মূল্যও সমান, যেমন মিসরী ও দামেশকী, তার যেটিই ক্রেতা দিতে চায় দিতে পারবে, যেহেতু তা নিয়ে তাদের মাঝে ঝগড়া হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।[৫০]

উপরিউক্ত মাসআলাগুলো নিয়ে বিশ্লেষণ করলে মোট চারটি রূপ প্রতিভাত হয়। কেননা, বিভিন্ন মুদ্রা হয়তো মুদ্রামান ও প্রচলন উভয়টিতে সমপর্যায়ের অথবা উভয়টিতে তারতম্য বিদ্যমান অথবা মুদ্রামানে সমান হলেও প্রচলনে তারতম্য রয়েছে অথবা তার বিপরীত প্রচলনে সমান হলেও মুদ্রামানে সমান নয়।

এ চারটি রূপের মাঝে একটিতে বিক্রি হবে ফাসেদ। তা হচ্ছে, বিভিন্ন মুদ্রা প্রচলনে সমান কিন্তু মুদ্রার মূল্যমানে সমান নয়। এ একটি ব্যতীত অপর তিনটি রূপে বিক্রয় সঠিক হয়ে যাবে। এই ফাসেদ রূপটি মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণও উল্লেখ করেছেন।[৫১]

---

৫০. আল-হিদায়া ও আল-ইনায়া, খ. ৫, পৃ. ৮৫; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ৫। মাগরেবী মুদ্রার তুলনায় মিসরী মুদ্রার উচ্চ মূল্য হওয়ার এ উদাহরণ প্রদান করেছেন ইনায়া-এর গ্রন্থকার বাবরতী (মৃ. ৭৮৬ হি:) তার যুগের ভিত্তিতে। ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৮৫; রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫৩৬ ও ৫৩৮; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৩০৪৩

৫১. আল-ইনায়া (আল-হিদায়া গ্রন্থের শরাহ) খ. ৫, পৃ. ৮৫; যুরকানী, খ. ৫, পৃ. ২৪; আল-মুকাদ্দামাত আল-মুমাহহাদাত, পৃ. ৫৫০; আল-মিনহাজ ও মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ.

www.amarboi.org

মালেকী আলেমগণ এ সম্পর্কে বলেন, যদি কোনো এলাকায় বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা প্রচলিত থাকে, ক্রেতা কোন মুদ্রা দ্বারা মূল্য পরিশোধ করবে তা সুস্পষ্ট করে বলেনি, এ অবস্থায় যদি সকল মুদ্রা সমান প্রচলিত হয়, তাহলে ক্রেতা তার ইচ্ছামাফিক যে কোনো মুদ্রা দিয়ে মূল্য পরিশোধ করতে পারবে। যদি মুদ্রাগুলো সমভাবে প্রচলিত না হয়, তবে কোনোটি অধিক প্রচলিত থাকলে সেটি দিয়ে তাকে মূল্য প্রদান করতে হবে। যদি কোনোটিই অধিক প্রচলিত না হয় তাহলে বিক্রি ফাসেদ হিসাবে ভেঙ্গে যাবে।

শাফেয়ী মাযহাবের আলেম শারবীনী লিখেন : যদি কোনো শহরে দু ধরনের মুদ্রা প্রচলিত থাকে তন্মধ্যে একটি অপরটি থেকে অধিক প্রচলিত নয় অথবা একটি অপরটি থেকে অধিক প্রচলিত, মুদ্রাগুলোর মূল্যমানে তারতম্য রয়েছে, তাহলে সুস্পষ্ট শব্দ উচ্চারণ করে কোন্ মুদ্রা প্রদান করবে, ক্রেতাকে তা উল্লেখ করতে হবে : এটি বিক্রয় যথাযথ হওয়ার জন্যে শর্ত। যেহেতু মূল্যমান একরূপ নয় তাই বিষয়টি সুস্পষ্ট করা জরুরি।

হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের মতে, যদি বেচাকেনার সময় কেবল দীনার শব্দটি উচ্চারণ করা হয়, কোন্ দেশি দীনার তা না বলা হয়– অথচ সে শহরে বিভিন্ন দেশের দীনার প্রচলিত থাকে, সবগুলো সমান প্রচলিত কিন্তু মূল্য সমান নয়, তাহলে সে বিক্রয় সহীহ্ ও সঠিক হবে না।[৫২]

নগদ বা বাকীতে মূল্যপ্রদান

বিক্রি নগদ মূল্যে যেমন জায়েয, বাকীতেও জায়েয যদি সময় নির্ধারণ করে নেওয়া হয় এবং তা উভয়ের জানা থাকে।

এ সম্পর্কিত দলিল : আল্লাহ তাআলা বলেন : وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ "আল্লাহ তাআলা বিক্রি হালাল করেছেন।"[৫৩] এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বিক্রি শব্দটিকে কোনো শর্তযুক্ত না করে সাধারণভাবে বলেছেন। অতএব, নগদে বিক্রির ন্যায় বাকীতে বিক্রিও এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

সেই সাথে এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আয়েশা রা. বলেন :

اشْتَرَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

১৭; ইবনে কুদামা রচিত আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৭৪; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৪০

৫২. আল-বাহজা শারহুত তুহফা, খ. ২, পৃ. ১১; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৭; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ১৭৪

৫৩. সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৫

www.amarboi.org

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার এক ইয়াহুদী ব্যক্তির নিকট থেকে বাকীতে কিছু খাদ্যদ্রব্য কেনেন। তিনি তখন ঐ ইয়াহুদীর নিকট লোহার তৈরি এক যুদ্ধের পোশাক বন্ধক রেখেছিলেন।"[৫৪]

আস-সিরাজুল ওহ্হাজ গ্রন্থকার লিখেন : নগদ মূল্য প্রদান হচ্ছে বিক্রয় চুক্তির স্বাভাবিক চাহিদা ও ফল, বাকীতে বিক্রয় হবে শর্তসাপেক্ষে। (এখানে শর্ত হচ্ছে, মেয়াদ নির্ধারণ করা।) কেউ যদি নগদ হিসাবে বিক্রি করে, ক্রেতা এরপর বিলম্বের সময় নির্ধারণ করে, তবে বিক্রয় সহীহ ও জায়েয হবে। যেহেতু মূল্যগ্রহণ করা বিক্রেতার অধিকার– সে তা নগদ না নিয়ে পরে নিতে পারে।[৫৫]

উপরিউক্ত আলোচনা হানাফী মাযহাবের আলেমদের, মালেকী মাযহাবের আলেমগণও এরূপই বলেন : যদি নগদ মূল্য প্রদানের শর্তে বিক্রি করা হয়, এরপর ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে বাকীতে বিক্রয়ে এবং পরবর্তী সময়ে মূল্য পরিশোধে সম্মত হয় তাহলে মুরাবাহা (লাভজনক) বিক্রিতে সময়ের উল্লেখ করা জরুরি। এভাবে তারা দুজনে যে সময়ে একমত হবে সে সময়েই তা আদায় করা জরুরি– এ বিষয়টি বুঝে আসে। তারা বলেন, চুক্তির পর যা যুক্ত হয় তা চুক্তিকালে সম্পাদিত শর্তের ন্যায়ই পালনীয় বলে ধর্তব্য হবে।

শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, যদি খিয়ারে মজলিস বা খিয়ারে শর্তের মেয়াদের মাঝেই মূল্য পরে পরিশোধের আলোচনাও করা হয়, তাহলে তা মূল বিক্রয়চুক্তিতেই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কিন্তু যদি বিক্রি সম্পন্ন হওয়ার পর মূল্য পরে পরিশোধের কথা বলা হয়, তবে তা মূল বিক্রিতে সংযুক্ত হবে না। তবে তার আবদার পূরণ করা মুস্তাহাব, যেমন ঋণ আদায়ের সময় হয়ে যাওয়ার পর তাতে সময়ের আবদার পূরণ করা মুস্তাহাব।[৫৬]

মূল্য পরিশোধে সময় নেওয়া হলে তা পরবর্তী কোন সময়, উভয়ের তা জানা থাকা কর্তব্য। দলীল : এক. না জানা ঝগড়ার সূত্রপাত ঘটাবে। ক্রেতার দায়িত্ব পণ্য বুঝে পাওয়ার প্রেক্ষিতে মূল্য হস্তান্তর করা এবং বিক্রেতার কর্তব্য তা বুঝে নেওয়া। সময় নির্ধারিত না করা হলে বিক্রেতা হয়তো তাড়াতাড়িই তার মূল্য

---

৫৪. বুখারীতে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ৪৩৩ মুদ্রণ সালাফিয়্যা; মুসলিম, খ. ৩,পৃ. ১২২৬; প্রকাশক : হালাবী। এখানে মুসলিম থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে।

৫৫. আল-হিদায়া ও ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৮৩-৮৪; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ৫; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩২২৭; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৫, পৃ. ৩০১; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫৩১; আল-ইখতিয়ার, খ. ১, পৃ. ১৮১

৫৬. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ৫৭; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১২০; ইবনে কুদামা রচিত আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৪৯, মুদ্রণ : রিয়াদ; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৩৪, আলমুল কুতুব

www.amarboi.org

চাইবে আর ক্রেতা অনেক দেরি করবে। ফলে ঝগড়া লেগে যাবে সহসাই, যা শরীয়তে মোটেই কাম্য নয়।

দুই. নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সালাম' বিক্রির ক্ষেত্রে বলেছেন,

مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"কেউ যদি খেজুর কিনে সালাম বিক্রির পদ্ধতিতে, তাহলে ওজন বা পরিমাপ নির্ধারণ করে নিবে নির্ধারিত সময় আলোচনা করে।"[৫৭]

এ হাদীসে নবী স. যে বিক্রিতে সময় নির্ধারণ করা বৈশিষ্ট্য, তাতেই সময় নির্ধারণ করতে বলেছেন। এর ওপর ভিত্তি করে ছামানেও সময় নির্ধারণের ফয়সালা করা হয়েছে।

তিন. এ সব কথাতেই ফকীহদের ইজমা (ঐকমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৫৮]
হানাফী মাযহাবের আলেমগণ সুস্পষ্ট ভাষায় এ কথা উল্লেখ করেছেন, যে বিক্রিতে মূল্য পরে পরিশোধের কথা আলোচিত হবে সে বিক্রি সহীহ ও সঠিক হওয়ার জন্যে পরবর্তী সময়টি নির্ধারিত হতে হবে এবং তা ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের জানা থাকতে হবে। যদি বিষয়টি অজানা থাকে তাহলে বিক্রি ফাসেদ হয়ে যাবে।

সময় অজানা থাকার আরো কিছু পন্থা ও পদ্ধতি

এক. যদি কেউ কারো নিকট পণ্য বিক্রিকালে শর্ত করে, তার নিকট মূল্য পরিশোধ করতে হবে অন্য এক শহরে, তার এ শর্ত বাতিল হবে। তেমনিভাবে যদি বলে, তুমি এক মাস পরে মূল্য অমুক শহরে প্রদান করবে। তাহলে এক মাসের শর্তটুকু বহাল থাকবে, অন্য শহরের শর্ত বাতিল হয়ে যাবে, যেহেতু মূল্যটি এমন বস্তু নয় যা অন্য শহরে নেওয়ার এবং এজন্যে ঝামেলা পোহানোর প্রয়োজন আছে। তথাপি শর্ত করে তা অন্য শহরে নেওয়ার কথা তাই প্রত্যাখ্যাত হবে; তবে যদি মূল্যটি এমন বস্তু হয়ে থাকে যা অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার যোগ্য তবে এ শর্ত প্রয়োগ সঠিক হবে।

দুই. ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন : যদি এ শর্ত করা হয়, মূল্য বুঝিয়ে দেওয়ার পূর্বে পণ্য বুঝিয়ে দিতে হবে, তাহলে বিক্রি ফাসেদ হয়ে যাবে। মুহাম্মদ রহ.

---

৫৭. হাদীসটি বুখারীতে সংকলিত হয়েছে। ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ৪২৯ প্রকাশক : সালাফিয়্যা; মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১২২৭ প্রকাশক : হালাবী। এখানে বর্ণনাটি মুসলিম এর বর্ণনাকারী সাহাবী হচ্ছেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.।

৫৮. আল-হিদায়া, ফাতহুল কাদীর ও আল-ইনায়া, খ. ৫, পৃ. ৮৪; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ৫ (علة الانفصاء الى المنازعة অধ্যায়); আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৫, পৃ. ৩০১; রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫৩১

www.amarboi.org

এর কারণ হিসাবে বলেন, এভাবে মূল্য পরিশোধের সময় অনির্দিষ্ট ও অজানা হয়ে যায়। তাই তিনি বলেন, যদি পণ্য কবে হস্তান্তর করা হবে তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়, তাহলে আর বিক্রি ফাসেদ হবে না, পূর্ববর্তী শর্তটি করা সত্ত্বেও। কেননা, পণ্য আগে বুঝিয়ে দেওয়াই স্বাভাবিক নিয়ম। তার সময় নির্ধারিত হওয়ায় প্রকারান্তরে মূল্য পরিশোধের দিনও নির্ধারিত হয়ে গেছে। যেহেতু পণ্য হস্তান্তরের পর তা আর বেশি বিলম্বিত হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. অবশ্য এটিকে [মূল্য পরিশোধের পূর্বে পণ্য হস্তান্তর] অনাবশ্যক শর্ত বলে আখ্যায়িত করেছেন। যার কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই, তাই তা বাতিল হবে এবং এ শর্ত করা হলেও বিক্রি সহীহ হবে।[৫৯]

মালেকী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, সময় অনির্ধারিত বা অজানা থাকা মূল্যে ধোঁকার অন্তর্ভুক্ত। তারা উদাহরণ দিয়ে বলেন, যেমন কেউ বলল : সে পণ্যটি বিক্রি করছে যায়দের এখানে আসা বা তার মৃত্যু হওয়ার পূর্বে মূল্য পরিশোধ করার শর্তে, তাহলে বিক্রি ফাসেদ হবে। ইবনে রুশদ এ সম্পর্কে বলেন : যদি কেউ কিছু বিক্রি করে যার মূল্য অজানা বা তা প্রদানের সময় অজানা, তাহলে ক্রেতা-বিক্রেতা দুজনে রাজী হোক বা অমত করুক, বিক্রি ভেঙ্গে দেওয়া কর্তব্য হবে।

শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, যদি কেউ বাকীতে বিক্রি করে তাহলে অনির্ধারিত সময় পর্যন্ত তা দীর্ঘায়িত করা যাবে না। 'সালাম' বিক্রিতে যেমন পণ্য হস্তান্তরের সময় অজানা থাকা জায়েয নয়, এমনিভাবে বাকীতে মূল্য প্রদানের সময় অজানা থাকাও জায়েয নয়। তারা এ প্রসঙ্গে নাজায়েয অপর এক প্রকার বিক্রি নিয়ে আলোচনা করেন। তা হচ্ছে, কেউ গরু বিক্রি করে তার দুধ এক মাসের জন্যে নিজে নেওয়ার শর্ত করা বা উপহার প্রদানের শর্ত করা বা এরূপ কোনো বিক্রি। এভাবে দুধ উপহার নেওয়া বিক্রিতে বদল বলে গণ্য হয়, যা জায়েয নয়। এরূপ শর্ত করা হলে বিক্রি বাতিল হবে।

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, অনির্ধারিত সময় পর্যন্ত মূল্য আদায় বিলম্বিত করার শর্ত করা জায়েয নয়। এরূপ করা হলে শর্তটি বাতিল হয়ে যাবে, বিক্রি সঠিক বলে গৃহীত হবে। তবে শর্ত ফাসেদ হওয়ার দরুন বিক্রয়ে ক্রেতার উদ্দেশ্য হাতছাড়া হওয়ার দরুন সে বিক্রিটা ভেঙ্গে দিতে পারবে।[৬০]

---

৫৯. আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৫, পৃ. ২৮১ ও ৩০১-৩০২; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫০৫ ও ৫৩১; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৮৪

৬০. আল-মুকাদ্দামাত আল-মুমাহহাদাত, পৃ. ৫৪২-৫৫০; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ১৪৭; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৬৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৯৪; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৮৪

www.amarboi.org

সময় নির্ধারণ নিয়ে বিতর্ক ও মতবিরোধ

মূল্য আদায়ে সময় নির্ধারণ করা নিয়ে যদি মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে যে তা অস্বীকার করবে, সে হচ্ছে বিক্রেতা, তার কথা গ্রহণ করা হবে। যেহেতু বিক্রিতে নগদ মূল্য প্রদান হচ্ছে স্বাভাবিক নিয়ম। যদি সময় নির্ধারণের সীমা নিয়ে বিতর্ক হয়, যে অল্পদিনের কথা বলবে তার কথা গৃহীত হবে, এক্ষেত্রেও সে সাধারণভাবে বিক্রেতাই হবে। তার কথা গ্রহণ করার কারণ, সে অধিক হওয়া অস্বীকার করেছে। মেয়াদ এক্ষেত্রে কম হওয়াই হচ্ছে স্বাভাবিক রীতি।

উপরিউক্ত দুটো মাসআলাতেই ক্রেতাকে নিজের মতের পক্ষে দলিল উপস্থাপন করতে হবে, যেহেতু সে বাহ্যিক ও স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীতে বক্তব্য প্রদান করছে। নিয়ম হচ্ছে, যে কোন কিছু নতুন ভাবে প্রতিষ্ঠিত করবে বা স্বাভাবিকের বিপরীত কিছু বলবে তাকে তা প্রমাণ করতে হবে।[৬১]

ক্রেতা ও বিক্রেতা কতদিন সময় ধার্য হয়েছিল সে কথায় একমত হলেও নির্ধারিত সে সময় চলে গেছে, না এখনো বাকী আছে তা নিয়ে যদি তাদের মতান্তর হয় তাহলে নিশ্চয় ক্রেতা বলবে, সময় এখনো শেষ হয়নি। এক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণ করা হবে। উভয়ে দলিল প্রদান করলে ক্রেতার দলিল গ্রহণ করা হবে। যেহেতু তারা এ কথায় একমত, সময় নির্ধারণ করা হয়েছে, তাই তাতে সময় বাকী থাকাই হচ্ছে মৌলিক অবস্থা, তাই ক্রেতার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে। সময় শেষ হওয়ার দাবি করে বিক্রেতা মূলত তার নিকট মূল্যপ্রদান দাবি করছে, যা প্রকাশ্য। ক্রেতা তা অস্বীকার করছে, তাই তার অস্বীকৃতিটাই এখানে গৃহীত হবে।

ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই যখন নিজ নিজ মতের পক্ষে দলিল প্রদান করবে তখন ক্রেতার দলিলটি এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হবে। এর কারণ জাওহারা গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে আল বাহরুর রায়েক-এর গ্রন্থকার লিখেন : ক্রেতার দলিলটি এখানে বিক্রেতার দলিলের তুলনায় অগ্রগণ্য হওয়ার কারণ সম্ভবত, বিক্রেতা যা দাবি করেছে তা হচ্ছে স্বাভাবিক; তার বিপরীতে ক্রেতা দলিল প্রদান করায় তারটি অগ্রগণ্য বিবেচিত হয়েছে। ইবনে আবেদীন এক্ষেত্রে বলেন : এভাবে ফয়সালা প্রদান বড়ই মুশকিল, কারণ দলিলের কাজ হচ্ছে, যা প্রকাশ্য তার বিপরীতটি প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে ক্রেতা দাবি করছে সময় শেষ হয়ে যায়নি, এটিই প্রকাশ্য। এর বিপরীত হিসাবে বিক্রেতার দলিলটি এখানে অগ্রগণ্য হয়। ইবনে আবেদীনের এ কথার জবাবে বলা হয়, এখানে ক্রেতা দাবি করেছে সময় এখনো রয়েছে; তা এই বিতর্কের অন্তর্নিহিত চাহিদা। যেহেতু ক্রেতার দলিলটি সে চাহিদা পূরণ করেছে তাই তার দলিল গ্রহণ করা হবে।

---

৬১. আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৫, পৃ. ৩০১; আদ-দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫৩২

www.amarboi.org

এ সময় বলা হবে, ক্রেতার দলিলটি এখানে অগ্রগণ্য হয়েছে, যেহেতু তা অধিকতর বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেছে। এ মাসআলার সমর্থন পাওয়া যায় অপর একটি মাসআলায়। তা হচ্ছে, সালাম বিক্রির নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হয়েছে না এখনো বাকী রয়েছে, একথায় যদি ক্রেতা বিক্রেতায় মতান্তর ঘটে তাহলে সেক্ষেত্রে বিক্রেতার কথাই কসমের সাথে গৃহীত হয়ে থাকে, যেহেতু সে অধিক (সময়ের) দাবি করে।

যদি উভয়েই দলিল উপস্থাপন করে তবে ক্রেতার দলিলটি গৃহীত হবে। আল-বাহরুর রায়েক গ্রন্থে এর কারণ বলা হয়েছে, ক্রেতা বিক্রেতার তুলনায় অধিক মেয়াদ দাবি করে তা প্রতিষ্ঠা করছে। তাই তার কথাই গ্রহণ করা হবে, দলিল তারটাই গৃহীত হবে।[৬২] দ্রষ্টব্য : أجل

বাকীতে মূল্য প্রদানের ক্ষেত্রে বিক্রয়স্থল ও বিক্রয়কাল লক্ষণীয়

যখন কোনো বিক্রিতে ছামান পরে দেওয়ার আলোচনা করা হবে তখন যে জায়গায় বিক্রি সম্পন্ন হয়েছে মূল্য প্রদানকালে সে জায়গাই ধর্তব্য হবে। ক্রেতা বা বিক্রেতা কোন্ এলাকায় রয়েছে তা লক্ষ করা হবে না। যেমন কোনো লোক কারো কাছে পণ্য বিক্রি করল ইস্পাহান নগরীতে। ক্রেতা তখন মূল্য পরিশোধ করে নাই। পরে বিক্রেতা বুখারাতে তার সাক্ষাৎ পেলে সেখানে সে বুখারার মুদ্রায় নয়, বরং ইস্পাহান এলাকার মুদ্রার হিসাবেই তার নিকট মূল্য চাইবে। এভাবে সাব্যস্ত হলো, যে এলাকায় বিক্রয় হবে সেই এলাকার মুদ্রা ধর্তব্য হবে, কোন্ এলাকায় লেনদেন হচ্ছে তা দেখা হবে না।

ইবনে আবিদীন এ সম্পর্কে বলেন : যদি দু শহরের দীনারের মূল্যমান দু ধরনের হয়, যে শহরে বিক্রয় সংঘটিত হয়েছে যে কোনো কারণে সে শহরের দীনার দেওয়া-নেওয়া এখন সম্ভব না হওয়ার প্রেক্ষিতে অন্য শহরের দীনার লেনদেনে তারা উভয়ে সম্মত হয়, তাহলে যে এলাকায় বিক্রয় হয়েছে সে এলাকার দীনারের মূল্যমান হিসাব করে এ এলাকার দীনার নিতে হবে। বুখারার মুদ্রার মান যদি অধিক হয়, তবে ইস্পাহানের যত দীনার মূল্য সাব্যস্ত হয়েছে বুখারার তত দীনার নেওয়া সঙ্গত হবে না। এ হচ্ছে হানাফী আলেমদের অভিমত। মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের আলেমদের সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে, বিক্রয়স্থলের প্রতি লক্ষ রাখা বাঞ্ছনীয়ও কর্তব্য।

মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে যেমন বিক্রয়স্থল বিবেচনা করা হয়েছে, তেমনি বিক্রয়ের সময়ের প্রতিও লক্ষ রাখা হবে। যে সময়ে মূল্য পরিশোধ করা হচ্ছে

---

৬২. আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৫, পৃ. ৩০১; আদ-দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫৩২

www.amarboi.org

তা বিবেচনা করা হবে না, যেহেতু যখন বিক্রয় সম্পন্ন হয় তখন মূল্য পরিশোধকালে পণ্যটির মূল্য কত হবে তা জানা থাকে না।

'মাজমা' নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যা করে আল-বাহরুর রায়েক গ্রন্থে লেখা হয়েছে, যদি বিক্রেতা এক নির্ধারিত সময়ে মূল্য পরিশোধের ভিত্তিতে বিক্রি করে, তাতে সে শর্ত করে, মূল্য পরিশোধকালে যে মুদ্রা প্রচলিত থাকবে ক্রেতা তা দিয়েই মূল্য পরিশোধ করবে তাহলে বিক্রি ফাসেদ হয়ে যাবে।[৬৩] এভাবে সাব্যস্ত হলো, বিক্রয়কালে যে মুদ্রা প্রচলিত তা দিয়েই বিক্রির লেনদেন হতে হবে।

মূল্যে বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটানো

বিক্রয় নিষ্পন্ন হওয়ার পর ক্রেতা বা বিক্রেতা হয়তো দেখল, সে ক্ষতির শিকার হয়েছে অথবা অন্য কোনো কারণে পূর্বের লেনদেন থেকে সরে যাওয়া মঙ্গল বিবেচনা করল, এ অবস্থায় পণ্যে বা মূল্যে হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটানো সকল আলেম ও ফকীহের মতে জায়েয। তবে এই হ্রাসবৃদ্ধি মূল চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা তা নিয়ে ফকীহগণ মতান্তর করেছেন নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। অনুসন্ধানে তাদের তিনটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি : মালেকী মাযহাবের আলেমগণ এবং যুফার রহ. ব্যতীত হানাফী মাযহাবের আলেমগণ এ সম্পর্কে বলেন : মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস বা পণ্যে বৃদ্ধি মূল বিক্রয়চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং নতুনভাবে হিসাবটি গৃহীত হবে। যেমন কেউ কোনো পণ্য কিনেছে একশ দিরহামে, পরে সে বিক্রেতাকে আরো দশ দিরহাম দিয়েছে, এক্ষেত্রে পণ্যের মূল্য এখন আর একশ দিরহাম বলা হবে না; বলা হবে একশ দশ দিরহাম। যদি কেউ কোনো পণ্য বিক্রি করেছে একশ দিরহামে, পরে সে পণ্য কিছু বাড়িয়ে দিয়েছে, তাহলে সে সাকল্যে যতটুকু পণ্য দিয়েছে তার মূল্য ধরবে একশ দিরহাম। কোনো পণ্য একশ দিরহামে বিক্রি করার পর বিক্রেতা পণ্যের মূল্য কিছু কমিয়ে দিলে এখন সেটাই ধর্তব্য হবে। এভাবে কমানো বাড়ানো জায়েয এবং তা মূল্য হিসাবে যুক্ত। অতএব নতুন হিসাবই হবে মূল হিসাব।[৬৪]

যেহেতু নতুন হিসাবই মূল হিসাব বলে গণ্য হবে তাই এ হিসাবে যতটুকু যার পাওনা হবে সে ততটুকুর অধিকারী হবে, দাবি করতে পারবে। তাই পণ্যের মূল্য

---

৬৩. আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৫, পৃ. ৩০৩; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫৩৬; শারবীনী কৃত মুগনিল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ১৭; আল-মুদাউওয়ানা, খ. ৪, পৃ. ২২২

৬৪. আল-হিদায়া ও ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২৭০; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ৮৩; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৬, পৃ. ১২৯; রদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ১৫৪; আল-ইখতিয়ার, খ. ১, পৃ. ১৮১; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩২৮১; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩৫ ও ১১৬৫; কুরূক পার্শ্ব টীকা, খ. ৩, পৃ. ২৯০

www.amarboi.org

বৃদ্ধি করা হলে সে পরিবৃদ্ধিটুকু না পাওয়া পর্যন্ত বিক্রেতা পণ্য হস্তান্তর না করে নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে যদি নগদে বিক্রি হয়ে থাকে। ক্রেতা ঐ পরিবৃদ্ধিটুকু প্রদান না করা পর্যন্ত বিক্রেতার নিকট পণ্য হস্তান্তরের দাবিও করতে পারবে না। যদি বিক্রেতা ক্রেতার নিকট পণ্য হস্তান্তর করার পর সে পণ্যটিতে কেউ মালিকানা দাবি করে, তার দাবি যথাযথ বলে প্রমাণিত হওয়ার প্রেক্ষিতে ক্রেতার নিকট থেকে সে সেই পণ্য নিয়ে যায়, তাহলে ক্রেতা এখন বিক্রেতার নিকট থেকে মূল মূল্য তার পরিবৃদ্ধিসহ ফেরত নিবে।

মূল্য হ্রাস করার ক্ষেত্রে : মূল্য কমানোর পর এখন যা সাব্যস্ত হয়েছে ক্রেতা তা প্রদান করার পর বিক্রেতাকে পণ্য বুঝিয়ে দেওয়ার দাবি/আহ্বান করতে পারবে। এভাবে একথা সাব্যস্ত এবং হানাফী আলেমদের নিকট স্বীকৃত, মূল্য হ্রাস বা বৃদ্ধি মূল বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে; এখন এটিই মূল মূল্য বলে গণ্য হবে।[৬৫] তারা এর ওপর ভিত্তি করে বলেন :

এক. ক্রেতা ও বিক্রেতা পণ্যে বা মূল্যে হ্রাসবৃদ্ধি করে পারস্পরিক সম্মতিতেই বিক্রয়চুক্তিটিকে শরীয়ওসম্মত এক অবস্থা থেকে শরীয়তসম্মত অপর এক অবস্থায় বদলে দিয়েছে। পূর্বের বিক্রিতে হয়তো বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, অথবা লাভবান অথবা লাভ-লোকসানের মাঝামাঝি অবস্থায় ছিল। এখন ক্রেতা মূল্য বাড়িয়ে দেওয়ায় ক্ষতি কেটে মাঝামাঝি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, অথবা পূর্বে মাঝামাঝি অবস্থা থেকে বদলে এখন বিক্রেতার লাভ হয়েছে। এর বিপরীতে প্রথমে নির্ধারিত মূল্য থেকে কমানো হলে পূর্বে যা লাভজনক ছিল তা এখন হবে মাঝামাঝি অবস্থা, পূর্বে মাঝামাঝি অবস্থায় থাকলে এখন বিক্রেতা হবে ক্ষতিগ্রস্ত। এমনিভাবে পণ্যের বৃদ্ধি ঘটালেও ক্রেতার অবস্থাতে নানা পরিবর্তন সংঘটিত হবে।

দুই. ক্রেতা ও বিক্রেতা বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন করার পর ইকালাহ (الإقالة) বা বাতিল করার মাধ্যমে মূল চুক্তিটিই যেহেতু উপরে ফেলতে পারে, বিক্রয় সম্পন্ন করার পর তা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় তারা নিতেই পারবে। মূল চুক্তিতে রদবদল ঘটানোর চেয়ে তার বৈশিষ্ট্যে রদবদল ঘটানো তো সহজ কাজ। তাদের এই রদবদল অপর একটি অবস্থার সাথে তুলনীয়। তা হলো, ক্রেতা বা বিক্রেতার অথবা উভয়ের হয়তো খিয়ারুশ শর্ত ছিল, তারা তাদের শর্ত প্রত্যাহার করে নিল অথবা বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর শর্ত করল। যা-ই তারা করুক, বিক্রির বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন সূচিত হবে। এমনিভাবে মূল্যে বা পণ্যে পরিবর্তন মূল বিক্রিতে পরিবর্তন করবে। তাই এ পরিবর্তন বিক্রি নিষ্পন্ন হওয়ার পরও যথার্থ

---

৬৫. আল-হিদায়া ও ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২৭০

www.amarboi.org

বলে গণ্য হবে। যেহেতু তা যথার্থ তাই এ পরিবর্তন মূল চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত হবে। যেহেতু মূল্যে বা পণ্যে বৃদ্ধি তার বৈশিষ্ট্যতুল্য, কোনো বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব থাকে না, বরং যার বৈশিষ্ট্য তাতে তার প্রকাশ ঘটে। তেমনি এ হ্রাসবৃদ্ধিও মূল চুক্তির সাথে বৈশিষ্ট্যের ন্যায় সম্পৃক্ত হবে, স্বতন্ত্রভাবে তার কোনো অস্তিত্ব ধর্তব্য হবে না।

তিন. বিয়ের মহর স্থির করার পর বিয়ে সংঘটিত হয়েছে। এরপরও স্বামী বা স্ত্রী মহরে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাতে পারে। অর্থাৎ ঘোষিত মহরে স্বামী বাড়াতে এবং স্ত্রী কমাতে পারে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ

"মহর নির্ধারণের পর (হ্রাসবৃদ্ধি) কোনো বিষয়ে পরস্পর রাজি হলে তাতে তোমাদের কোনো দোষ ও গোনাহ নেই।"[৬৬]

এ আয়াত সুস্পষ্ট করে দিয়েছে, মোহর সাব্যস্ত হওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী পরস্পর সম্মতিতে সে ঘোষিত মোহরে বাড়াতে পারে, কমাতে পারে। এ অবস্থায় পরিবর্তিত মোহরই ধার্য হবে, পূর্বের ঘোষিত মোহর আর ধর্তব্য হবে না। বিক্রির বিষয়টিও তেমনি।

চার. হাদীসে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে লোক ছামান হিসাবে বস্তু মাপছিল তাকে বলেছেন : زِنْ وَأَرْجِحْ "পাল্লা ঝুঁকিয়ে মাপো।"[৬৭] আর পাল্লা ঝুঁকানো মূল্যবৃদ্ধির ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কথা ও কাজে মানুষকে এমন উত্তম আচরণ প্রদর্শন করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি যে কাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন তা অন্তুতপক্ষে জায়েয তো হবেই।[৬৮]

হানাফী মাযহাবের আলেমগণ মূল্যে বা পণ্যে বৃদ্ধি ঘটানোর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্তাবলি আলোচনা করেছেন :

এক. এক পক্ষ যা বৃদ্ধি করবে অপর পক্ষ তা কবুল করা। যদি ক্রেতা বা বিক্রেতা মূল্যে বা পণ্যে বৃদ্ধি ঘটালে অপর পক্ষ তা কবুল না করে, তাহলে এ

---

৬৬. সূরা নিসা, আয়াত ২৪

৬৭. নাসায়ী, খ. ৭, পৃ. ২৮৪, মাকতাবা তিজারিয়্যা; মুসতাদরাকে হাকেম, খ. ৪, পৃ. ১৯২, দায়েরাতুল মাআরিফ আল-উছমানিয়্যা। হাদীসটির বর্ণনাকারী সাহাবী হচ্ছেন সুওয়াইদ ইবনে কায়িস রা.। হাকেম হাদীসটিকে সহীহ মানের বলেছেন, আল্লামা যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

৬৮. আল-ইনায়া (হিদায়া গ্রন্থের শরাহ), খ. ৫, পৃ. ২৭১; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩২৮৩; শিরোনাম الوازن هو الذى يزن الثمن ليدفعه للبائع দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

বৃদ্ধি বৃদ্ধি বলে পরিগণিত হবে না। যা বৃদ্ধি করা হবে অপরকে তার মালিক বানানো হবে। অতএব দ্বিতীয় পক্ষ তা কবুল করলেই তা বৃদ্ধি হিসাবে মূল হিসাবে যুক্ত হবে।

দুই. বৃদ্ধি ও কবুল একই বৈঠকে হতে হবে। যদি কবুল করার আগেই তারা বৈঠক শেষ করে উঠে পড়ে তাহলে বৃদ্ধিটা বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, পণ্যে বা মূল্যে বৃদ্ধির কথা হচ্ছে ঈজাব বা প্রস্তাব, তা ঐ বৈঠকেই গ্রহণ করতে হবে, যেমন মূল বেচাকেনার বেলায় প্রস্তাব ও তা কবুল করা একই বৈঠকে হতে হয়।

বিক্রেতা তার পণ্যের মূল্য কমানোর ক্ষেত্রে অপর পক্ষের তা কবুল করা শর্ত নয়। যেহেতু এটি বিক্রেতার নিজস্ব প্রাপ্তিতে ক্ষমতা প্রয়োগ, তাই সে তার আংশিক ছাড় দিতে পারে। অপরপক্ষ কবুল না করলেও তা কার্যকর হবে। তবে ক্রেতা তা প্রত্যাখ্যান করলে ছাড় না হয়ে হিসাবে বহাল থাকবে, যেমন পুরোটা বাদ দিলে তা বাদ পড়বে না, হিসাবে বহাল থাকবে।

ক্রেতা মূল্যে বৃদ্ধি ঘটানোর ক্ষেত্রে জরুরি হলো পণ্য বহাল থাকা। বিক্রয়চুক্তির সূচনাকাল থেকেই তাতে কর্তৃত্ব প্রদর্শনের সুযোগ থাকা। তাই পণ্য ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর মূল্যে বৃদ্ধি ঘটানো কার্যকর হবে না। কিন্তু পণ্য ধ্বংস হওয়ার পর বিক্রেতা তার মূল্য কমিয়ে দেওয়া সহীহ ও কার্যকর হবে, যেহেতু তা হবে ছেড়ে দেওয়া এবং ছাড় দেওয়া। এর বিপরীতে বাড়ানো হচ্ছে মূল্য বহাল রাখা; অথচ পণ্যই নেই।[৬৯]

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি : শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের মত হচ্ছে, যদি মূল্যে বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটানো হয় খিয়ারে মজলিস বা খিয়ারে শর্ত চলাকালে, তাহলে তা মূল লেনদেনে অন্তর্ভুক্ত হবে। এ আধিক্য বা হ্রাস ছামানের (মূল্যের) জন্যে প্রযোজ্য বিধান গ্রহণ করে ছামানে অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু যদি এ বৃদ্ধি বা হ্রাস বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর, উল্লিখিত খিয়ারগুলো না থাকা অবস্থায় সংঘটিত হয়, তবে তা মূল বিক্রির সাথে যুক্ত হবে না।[৭০]

তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি : এটি হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ যুফার রহ.-এর একক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি বলেন, মূল্যে বৃদ্ধি বা হ্রাস-কে মূল বিক্রয়চুক্তির সাথে সম্পর্কিত করা যথাযথ নয়। বরং মূল্যে বৃদ্ধি ক্রেতার পক্ষ থেকে এবং পণ্যে বৃদ্ধি

---

৬৯. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩২৮৪; আল-ইখতিয়ার, খ. ১, পৃ. ১৮১

৭০. আল-মাজমু, খ. ৯, পৃ. ৩৭০; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৯৬; আল-জুমাল, খ. ৩, পৃ. ৮৫; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৫১-১৮৩ ও ৪৪৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৩৪

www.amarboi.org

বিক্রেতার পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র সদাচরণ এবং মূল্য হ্রাস করা বিক্রেতার পক্ষ থেকে আংশিক মূল্য প্রত্যাহার করা; যখনই সে তা ফিরিয়ে নিতে চাইবে তা ফিরে যাবে।

তার দলিল হলো, প্রথমে যে মূল্য ধার্য করা হয়েছে, পণ্য সে পরিমাণ অর্থের বিপরীতেই ক্রেতার মালিকানায় চলে এসেছে। যদি এরপর ক্রেতা মূল্যে বৃদ্ধি ঘটায়, সে বৃদ্ধিটুকু মূল লেনদেনে যদি অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে অবস্থাটা এ পর্যায়ে উপনীত হবে, ক্রেতা ঐ পণ্যের বিপরীতেই এ বৃদ্ধিটুকু দিচ্ছে, অথচ এ পণ্য তার আগেই তার নিজের মালিকানায় চলে এসেছে। তারই মালিকানাধীন বস্তুর বিপরীতে এ অধিক দেওয়া তাই মূল্য হিসাবে গৃহীত হতে পারে না।

এমনিভাবে প্রথমে যে পরিমাণ পণ্যের বিপরীতে মূল্য ধার্য করা হয়েছে, সে মূল্য বিক্রেতার মালিকানায় চলে এসেছে। এরপর বিক্রেতা যদি পণ্যে বৃদ্ধি ঘটায় সে বৃদ্ধিটুকু যদি মূল লেনদেনে অন্তর্ভুক্ত হয় তবে অবস্থা এই দাঁড়াবে বিক্রেতা ঐ মূল্যের বিপরীতেই এ বৃদ্ধিটুকু দিচ্ছে, অথচ এর পূর্বেই মূল্য তার মালিকানায় এসে গেছে। তাই তারই মালিকানাধীন মূল্যের বিপরীতে এ অধিক বস্তু পণ্য হিসাবে ধর্তব্য হবে না।[৭১]

বৃদ্ধি ও হ্রাস মূল্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন মাসআলা

যারা মূল্যে বা পণ্যে বৃদ্ধি বা হ্রাস-কে মূল লেনদেনে অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেন, তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে যে সকল মাসআলার উদ্ভব হয় সেগুলো নিম্নরূপ,

এক. তাওলিয়া (التَّوْلِيَة) (কেনা দামে বেচা) এবং মুরাবাহা (الْمُرَابَحَة) (লাভ করে বেচা) এ উভয় ধরনের বিক্রিতে মূল্য বৃদ্ধি ও হ্রাস উভয়টি প্রযোজ্য হবে। যেমন কোনো বস্তুর মূল্য একশ টাকা। ক্রেতা একশ দশ টাকা দিয়ে পণ্যটি নিলে সে একশ'র সাথে দশ টাকা যুক্ত করে তার ওপর ভিত্তি করেই তাওলিয়া বা মুরাবাহা করবে। যদি একশ টাকার বস্তুতে বিক্রেতা নব্বই টাকা রাখে তাহলে ক্রেতা এখন তার মূল্য নব্বই ধরে তাওলিয়া বা মুরাবাহা করতে পারে।

দুই. শুফআ (পার্শ্ববর্তী জমিওয়ালার অগ্রক্রয়ের অধিকারে) মূল্যবৃদ্ধি প্রযোজ্য না হলেও মূল্যহ্রাস কার্যকর হয়। তাই ক্রেতাকে প্রথমে যে দাম বলা হয়েছে তা থেকে কম দিতে বিক্রেতা সম্মত হলে পাশের জমিওয়ালা ঐ কম দামেই শুফআ দাবি করতে পারবে। যদি এর বিপরীতে বিক্রেতার বলা দাম থেকে ক্রেতা আরো বেশি দিতে চায়, পাশের জমিওয়ালা ঐ অধিক দামে শুফআ দাবি করবে না, বিক্রেতা যে দাম বলেছে তার ভিত্তিতেই শুফআ দাবি করবে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে যে বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে তার ভিত্তিতেই পাশের

---

৭১. আল-হিদায়া ও ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২৭০-২৭১

www.amarboi.org

জমিওয়ালার শুফআ দাবি করার অধিকার জন্মেছে। এখন ক্রেতা মূল্যে বৃদ্ধি ঘটিয়ে তা বিনষ্ট করতে চাইছে, অথচ পাশের জমিওয়ালার এ অধিকার ক্রেতা ও বিক্রেতা কারোরই বিনষ্ট করার অধিকার নেই। তাই শুফআ দাবি করায় এ মূল্যবৃদ্ধি কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে না, তা গণ্য করা হবে না। এখানে লক্ষণীয়, ক্রেতা পাশের জমিওয়ালার ওপর কোনো ক্ষমতা বা জোর খাটাতে পারবে না। এর বিপরীতে পাশের জমিওয়ালা তার ওপর ক্ষমতা দেখাতে পারবে, ক্রেতার সকল কাজ বাতিল করে বিক্রিচুক্তি পর্যন্ত বাতিল করে দিতে পারবে। মূল জমিওয়ালা যখন মূল্য হ্রাস করবে তখন পাশের জমিওয়ালা সে হ্রাসকৃত মূল্যে শুফআ দাবি করতে পারবে, যেহেতু তাতে বিক্রেতার সে কোনো ক্ষতি করছে না।

তিন. দাবিদারের দাবি সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে : যদি বিক্রীত পণ্যের কোনো দাবিদার বের হয়, তার দাবি প্রমাণিত হওয়ার প্রেক্ষিতে কার্যকর হয়, পণ্য দাবিদারের হাতে চলে যায়, তাহলে ক্রেতা তার মূল্য যখন বিক্রেতার নিকট থেকে ফিরিয়ে নিবে তখন অতিরিক্ত দিয়ে থাকলে তা-ও ফেরত নিবে। যদি দাবিদার সে বিক্রি বহাল রাখে তাহলে বিক্রয়মূল্য সে বিক্রেতার নিকট থেকে নিয়ে নিবে, তখন অতিরিক্তটুকুও নিবে।

চার. পণ্য আটকে রাখা : মূল্য অধিক দেওয়ার কথা জানালে সে অধিকটুকু না পাওয়া পর্যন্ত বিক্রেতা তার পণ্য হাতে রাখতে পারবে, ক্রেতার নিকট হস্তান্তরে বাধ্য হবে না।

পাঁচ. যদি বিক্রেতা পণ্য বাড়িয়ে দেয়, সে বাড়তিটুক ক্রেতা কব্জা করার পূর্বেই যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে মূল্য থেকে সে পরিমাণ বাদ পড়বে। কিন্তু পণ্য থেকে সৃষ্ট বা উৎপন্ন (যেমন গাভীর বাছুর বা গাছের ফল ইত্যাদি) যদি ক্রেতা কব্জা করার পূর্বে ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে তার বিপরীতে মূল্য থেকে কিছুই কম করা যাবে না।[৭২] বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : بَيْعٌ

মূল্যে বিক্রেতার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ

হানাফী মাযহাবের আলেমদের মতে, কব্জা করার পূর্বেই মূল্যে বিক্রেতার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রকাশ করা বৈধ। যার দেনা তার পক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদান করা হলে, দেনা কোনো কিছুর এওয়াজে (বিনিময়ে) হতে পারে (যেমন পণ্যের মূল্য) বা এওয়াজবিহীন হতে পারে (যেমন সাধারণ ঋণ), তাহলে যে পাওনাদার

৭২ আল-ইনায়া, খ. ৫, পৃ. ২৭১; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ৮৩-৮৪; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৬, পৃ. ১৩০; রদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ১৫৫

www.amarboi.org

তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জিত হবে। যেহেতু ছামান নির্ধারণ করলেও নির্ধারিত হয় না, তাই তাতে ছামান ধ্বংস হয়ে বিক্রি ভেঙ্গে যাওয়ার প্রবঞ্চনাপূর্ণ পরিস্থিতি কখনো সৃষ্টি হয় না। ছামান যেহেতু দায়িত্বে অর্পিত হয়, তাই তাতেই কব্জা করা বাস্তবিক পক্ষে সংঘটিত হয় না। বরং যেটি ছামান হিসাবে নির্ধারণ করা হয় তা ভিন্ন অন্যটি গ্রহণ করলে সেটিই কার্যত নির্ধারিত হয়। তাই এটি নির্ধারিত না হয়ে দায়িত্বে ন্যস্ত থাকাই হলো স্বাভাবিক অবস্থা।

উল্লিখিত অংশের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রকাশিত হয়েছে ইবনে আবিদীন-এর আলোচনায়। তিনি বলেন : ছামান (মূল্য) দু প্রকার : **এক.** ছামান কখনো বিক্রয়কালে উপস্থিত থাকে। ক্রেতা বলল : এই এক ইরদাব (চব্বিশ সা' বরাবর এক পরিমাপ) গমের বদলে আমি এ ঘোড়াটি কিনেছি অথবা দিরহাম উপস্থিত রেখে বলল, কিনলাম এ দিরহামগুলোর দ্বারা। তাহলে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট থেকে তা বুঝে নেওয়ার এবং কব্জা করার পূর্বেই তা দান করা বা কারো ঋণ পরিশোধ ইত্যাদি করতে পারে।

দুই. কখনো মূল্য উপস্থিত থাকে না, থাকে কেবল ক্রেতার দায়িত্বে। ক্রেতা বলে, এক ইরদাব গমের বিপরীতে বা দশ দিরহাম মূল্যে এ ঘোড়াটি কিনলাম। এক্ষেত্রে এক ইরদাব গম বা দশ দিরহাম উপস্থিত করে বিক্রেতাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি, কেবল ক্রেতার দায়িত্বে তা রয়ে গেছে। এ অবস্থায় শুধুই ক্রেতার পক্ষ থেকে সেই মূল্যের মালিক করে দেওয়ার প্রেক্ষিতে তাতে বিক্রেতার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হবে। অর্থাৎ বিক্রেতার নিকট কেউ দশ দিরহাম পাবে, বিক্রেতা এই ক্রেতার নিকট থেকে তা তাকে নিয়ে নিতে বলবে। এভাবে সে তা কাউকে দান করতে পারবে। সে এমনটা করতে পারবে এ কারণে যে, এটি হচ্ছে ঋণের মালিক বানানো, বিক্রেতার নিকট ক্রেতা এখন ঋণী। ঋণের মালিক তার পাওনায় এধরনের কর্তৃত্ব প্রকাশ করতে পারে, যদি ঋণগ্রস্ত নিজে তাকে এ কর্তৃত্ব প্রকাশের ক্ষমতা প্রদান করে। শাফেয়ীদের নির্ভরযোগ্য মতের বিপরীত এরূপ একটি মত রয়েছে।

ইবনে নুজাইম বলেন : যে ঋণদাতা তার পক্ষ থেকে কাউকে ঋণে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদান করা যথাযথ নয়। মূল্য পরিশোধ করা বাকী থাকলে তাও এ ঋণের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। তবে তিনটি ক্ষেত্র এর ব্যতিক্রম : **এক.** ঋণদাতা কাউকে সে ঋণ আদায়ের দায়িত্ব প্রদান করেছে। **দুই.** হাওয়ালা অর্থাৎ কাউকে ঋণের দাবিদার বানানো এবং **তিন.** অসিয়ত।[৭৩] এ তিন অবস্থায় একজনের ঋণে অপরজনের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

---

[৭৩] **তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ৮২-৮৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৬৯; আল-হিদায়া, আল-ইনায়া ও ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২৬৯; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৬, পৃ. ১২৯;**

www.amarboi.org

শাফেয়ী মাযহাবের আলেমদের মতে, মূল্য হিসাবে যা উপস্থিত বা নির্ধারিত, তাতে বিক্রেতা কব্জা করার পূর্বে নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রদর্শন করতে পারবে না। তবে যা নির্ধারিত হয়নি, কেবল ক্রেতার দায়িত্বে রয়েছে, তাতে শাফেয়ী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত হচ্ছে, কব্জা করার পূর্বেই বিক্রেতা তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।[৭৪]

মালেকী মাযহাবের আলেমদের মত, বিক্রেতা তার পণ্যের মূল্য কব্জা করার পূর্বেই তাতে কর্তৃত্ব প্রদর্শন করতে পারবে। কেবল খাদ্যদ্রব্য এর ব্যতিক্রম। তারা বলেন, যদি পণ্যের মূল্য হিসাবে খাদ্যদ্রব্য প্রদান করার ফয়সালা হয় তবে তা কব্জা করা ব্যতীত বিক্রেতা তাতে কোনো ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রকাশ করতে পারবে না।[৭৫]

হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের মতে, ছামান বা মূল্য হিসাবে যদি কোনো বস্তু নির্ধারিত হয়, সে বস্তুটি পরিমাপ পাত্র দিয়ে মাপার বস্তু বা ওজন করে লেনদেনের যোগ্য বা হাত দিয়ে মাপার বস্তু বা গণনা করার বস্তু হবে, যদি এ মর্মে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে পারস্পরিক চুক্তি হয়ে থাকে, তাহলে পরিমাপ পাত্র দিয়ে মেপে বা ওজন করে বা হাত দিয়ে মেপে বা গুণে গুণে মূল্য বুঝে না নেওয়া পর্যন্ত বিক্রেতা তাতে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। যদি তাদের মধ্যে চুক্তি হয়, মূল্য হিসাবে প্রদত্ত বস্তুটি পরিমাপ পাত্র দিয়ে মাপার যোগ্য কোনো বস্তু হবে না অথবা যোগ্য হলেও না মেপে অনুমান করে দেওয়া হবে, তাহলে বিক্রেতা তা বুঝে পাওয়ার আগেই তাতে মালিকানা প্রকাশ করতে পারবে।

যদি মূল্য উপস্থিত না থেকে কেবল দায়িত্বে থেকে যায়, তাহলে কব্জা করার পূর্বে যার ঋণ সে সেটি বিক্রি করা বা দান করা ইত্যাদি যে কোনো কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রকাশ করতে পারবে, যার ঋণ নয় সে তাতে কোনো ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারবে না।[৭৬]

ছামান (মূল্য) বিক্রেতাকে বুঝিয়ে দেওয়া

হানাফী আলেমদের মত : যদি বস্তুর বদলে বস্তু, এমনিভাবে মুদ্রার বদলে মুদ্রা, স্বর্ণরৌপ্যের বিপরীতে স্বর্ণরোপ্য বিক্রি করা হয়, তাহলে উভয়টি একই সময়ে হস্তান্তর করে বুঝিয়ে দিতে হবে, যেহেতু বস্তুর বদলে বস্তু হওয়ার বেলায় উভয়টি নির্ধারিত হওয়ার ক্ষেত্রে এক বরাবর। তেমনি মুদ্রার বদলে মুদ্রার বেলায়

আদ-দুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ১৫২; আল-ইখতিয়ার, পৃ. ১৮১; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩২২৬

৭৪. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৬৯; আল-মাজমু, খ. ৯, পৃ. ২৬৩

৭৫. আল-হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ৪৮২; দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩২৯; আল-ফুরূক, খ. ৩, পৃ. ২৭৯-২৮০

৭৬. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৮৯

www.amarboi.org

নির্ধারিত না হওয়ার ক্ষেত্রে উভয়টি এক বরাবর। তা ছাড়া যে সকল লেনদেনে পারস্পরিক বিনিময় হয়, সে সবে উভয় পক্ষে একই প্রকার আচরণ স্বাভাবিক ভাবে কাম্য হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে একই সময়ে উভয়টি হস্তান্তর হলেই সমতা ও সমআচরণ প্রকাশিত হবে।[৭৭]

মালেকী মাযহাবের আলেমগণও অনেকটা এমন কথাই বলেছেন। তারা বলেন, যে বিষয় নিয়ে চুক্তি হয় তা হয়তো ছামান (মূল্য জাতীয়) বা মুছমান (পণ্য জাতীয়) বস্তু। দিরহাম ও দীনার হচ্ছে ছামান শ্রেণীভুক্ত, অন্য যা কিছু তা মুছমান শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বিক্রি যদি দীনারের বিপরীতে দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) বা দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) হয়, অথবা দিরহামের বিপরীতে দিরহাম বা দীনার, উভয় পক্ষই নিজ নিজ প্রাপ্য বুঝে নিতে অগ্রসর হয়, সেক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার একের পূর্বে অপরের হস্তান্তর করে বুঝিয়ে দেওয়া জরুরি নয়। এমনিভাবে যদি কোন বস্তুর বদলে বস্তু বিক্রি করা হয়, উভয়ে নিজ নিজ সম্পদ বুঝে নিতে তৎপর হয় তাহলে একের অপরের পূর্বে তা বুঝিয়ে দেওয়া জরুরি নয়। তবে দীনার ও দিরহামে সংঘটিত বিক্রি হচ্ছে সরফ বিক্রি, তাই তাতে বৈঠকেই কব্জা করা জরুরি, অন্য বিক্রিতে তা জরুরি নয়। তাই তৎক্ষণাৎ বুঝিয়ে না দিলেও অন্য বিক্রি বহাল থাকবে, কিন্তু 'সরফ' বিক্রিতে তখনই বুঝিয়ে না দিলে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে।

শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, ছামান (মূল্য) যদি নির্ধারিত থাকে– তা অর্থ সম্পদ হোক বা কোনো বস্তু– তাহলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কে বাধ্য করা হবে অপরকে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে; এটিই তাদের প্রকাশ্য মাযহাব ও মত। তারা বলেন, এক্ষেত্রে পণ্য ও মূল্য উভয়টি সমমানের, যেহেতু উভয়টি নির্ধারিত। উভয়টি দ্বারা ঋণ আদায় করা সম্ভব। এবং উভয়েরই অপরের নিকট প্রাপ্য হস্তান্তর করা আবশ্যিক। তাই প্রয়োজনে বিচারক তাদের উভয়কে পণ্য ও মূল্য তার নিকট উপস্থিত করতে বা অন্য কোনো ন্যায়নিষ্ঠ লোকের নিকট উপস্থিত করতে বাধ্য করবেন। এরপর তিনি বা ন্যায়নিষ্ঠ লোক যার যা প্রাপ্য তাকে বুঝিয়ে দিবেন। কাকে দিয়ে দেওয়া শুরু করবেন তা তার ইচ্ছা। তাদের প্রকাশ্য মতের বিপরীত মত হচ্ছে, বিচারক তাদেরকে এ জন্যে কোনো কিছুতে বাধ্য করবেন না।

---

৭৭. আল-ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ৮; ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৪৪; যায়লায়ী, খ. ৪, পৃ. ১৪; আল-বিনায়া, খ. ৬, পৃ. ২৫৫; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩২৩৪

www.amarboi.org

যদি ছামান নির্ধারিত না থেকে দায়িত্বে ন্যস্ত থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে চারটি মত রয়েছে, তন্মধ্যে যেটি অগ্রগণ্য তা হচ্ছে বিচারক বিক্রেতাকে তার পণ্য বুঝিয়ে দিতে বাধ্য করবে, মূল্যের জন্যে তাকে পণ্য বুঝিয়ে দিতে বিলম্ব করতে দিবে না। হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের মতও প্রায় অনুরূপ। তারা বলেন : ছামান যদি অর্থ সম্পদ বা কোনো বস্তু হয়, পণ্যটাও হয় ছামানের সমগোত্রীয়, তাহলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে একজন ন্যায়নিষ্ঠ লোককে দায়িত্ব দেওয়া হবে, তিনি উভয়ের নিকট থেকে পণ্য ও মূল্য নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে অপরকে তা বুঝিয়ে দিবেন। যেহেতু এক্ষেত্রে ক্রেতার যেমন পণ্যটি বুঝে পাওয়ার অধিকার রয়েছে, বিক্রেতারও তেমনি মূল্যটা বুঝে পাওয়ার অধিকার রয়েছে। এভাবে দুজনেরই সমান অধিকার, তাই ফয়সালা একইরূপ হবে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. এ সম্পর্কে যা বলেছেন তার মর্ম হচ্ছে, বিক্রেতাকে তার পণ্য বুঝিয়ে দিতে প্রথমে চাপ দেওয়া হবে।[৭৮] পণ্য যদি উপস্থিত ও বর্তমান থাকে এবং মূল্য থাকে দায়িত্বে, সেক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে কে প্রথমে তার হাতে থাকা বস্তু অপরকে বুঝিয়ে দিবে, তা নিয়ে ফকীহগণ মতানৈক্য করেছেন ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে।

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি : ক্রেতা প্রথমে তার মূল্য পরিশোধ করবে। এটি অধিকাংশ ফকীহের মত। হানাফী ও মালেকী মাযহাবের সকলের মত এবং শাফেয়ী আলেমদের অন্যতম মত এটি।[৭৯] তারা বলেন : মূল্য যদি নগদ প্রদেয় হয় তাহলে বিক্রেতা যে পর্যন্ত পণ্যের মূল্য বুঝে না পায় সে তার পণ্য হস্তান্তর না করে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে দিতে পারে, এটি তার অধিকার। এর বিপরীতে পণ্য বুঝে না পাওয়া পর্যন্ত ক্রেতার মূল্য আটকে রাখার অধিকার নেই। ছামান অর্থসম্পদ এবং তা নির্ধারিত হলেও হানাফী আলেমগণ এ কথাই বলেন, যেহেতু তা নির্ধারণ করলেও নির্ধারিত হয় না, তাই ছামান নির্ধারিত অর্থ হলেই তা পণ্যের বরাবর হবে না।

এ দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে দলিল : এক. রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ "ঋণ আদায় করতে হবে।"[৮০] এ হাদীসে নবী স. ঋণ

---

৭৮. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১০; আল-হাততাব, খ. ৪, পৃ. ৩০৫; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৪; কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ২১৮; আশ-শারহুল কাবীর ও আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১১৩।

৭৯. আল-হিদায়া,খ. ৫, পৃ. ১০৮; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩২৩৩; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৩০৫; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৮৪; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪২০; ইবনে কুদামা কৃত আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ১১৩

৮০. তিরমিযী, খ. ৩, পৃ. ৫৫৬, প্রকাশক : হালাবী। ইমাম তিরমিযী হাদীসটি হাসান বলে মত প্রকাশ করেছেন। হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী হচ্ছেন আবু উমামা রা.।

www.amarboi.org

আদায়ে তাগিদ প্রদান করেছেন, তা যে কোনো ধরনের ঋণ হোক। দায়িত্বে থাকা ছামানও ঋণের অন্তর্ভুক্ত। তাই হাদীসের নির্দেশ এখানেও বলবৎ হবে। যদি পণ্য বুঝিয়ে দেওয়ার পর মূল্য প্রদান করে তাহলে এ হাদীস অনুযায়ী আমল করা হবে না। তাই ঋণ পরিশোধ করতে হবে আগে।

দুই. তারা যুক্তিভিত্তিক দলিলও প্রদান করেছেন। তা হলো, বিক্রয়চুক্তির স্বাভাবিক চাহিদা হচ্ছে, বিক্রেতা ও ক্রেতার প্রাপ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বরাবর হবে। এ পর্যায়ে দেখা যায়, ক্রেতার প্রাপ্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে, কিন্তু বিক্রেতার প্রাপ্য নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাই ক্রেতা প্রথমে মূল্য পরিশোধ করবে তাতে বিক্রেতার প্রাপ্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে। ক্রেতার পণ্য নির্দিষ্ট করার জন্যে কব্জা করা জরুরি নয়, কিন্তু বিক্রেতার মূল্য নির্দিষ্ট করে নিতে কব্জা করা আবশ্যক। তাই বিক্রেতা প্রথমে তার প্রাপ্য কব্জা করবে।[৮১]

সমাধানের রূপটি হবে : প্রথমে বিক্রেতাকে বলা হবে, তুমি পণ্য উপস্থিত করো, যেন পণ্য মজুদ থাকা নিশ্চিত ভাবে জানা যায়। বিক্রেতা পণ্য উপস্থিত করার পর ক্রেতাকে বলা হবে, এখন তুমি প্রথমে মূল্য বুঝিয়ে দাও।

প্রথমে ক্রেতা তার মূল্য পরিশোধ করবে, এ মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে হানাফী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, যদি কেউ এ শর্ত করে বিক্রি করে যে, মূল্য পরিশোধের পূর্বে সে পণ্য বুঝিয়ে দিবে, তাহলে বিক্রি ফাসেদ হয়ে যাবে। কারণ এটি এমন শর্ত বিক্রয়চুক্তি যার চাহিদা প্রকাশ করে না। এ ধরনের শর্ত করা হলে বিক্রি ফাসেদ হয়ে যায়। মুহাম্মদ রহ. বলেন : এভাবে বিক্রি করা সঠিক ও বৈধ হবে না, যেহেতু সে শর্ত করেছে মূল্য পরিশোধের পূর্বে সে পণ্য বুঝিয়ে দিবে, কিন্তু কবে সে তা করবে তা কিছুই জানায়নি। এভাবে সময় অনির্দিষ্ট থাকায় বিক্রি যথাযথ হবে না। অতএব, বিক্রেতা যদি এ কথা বলার পর পণ্য উপস্থিতির নির্দিষ্ট সময় বলে দেয় তাহলে এ বিক্রি বৈধ হবে।

যদি বিক্রেতা তার পণ্য উপস্থিত না করে তবে বিক্রেতা যে পর্যন্ত তা উপস্থিত না করবে ক্রেতা সে পর্যন্তই মূল্য পরিশোধ করা থেকে বিরত থাকতে পারবে।[৮২] ক্রেতাকে প্রথমে মূল্য পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল পণ্যের ও মূল্যের উপস্থিতিতে বরাবর হওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু এখন যেহেতু পণ্য উপস্থিত নেই,

---

৮১. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩২৬০

৮২. তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ১৪; আল-ইখতিয়ার, খ. ১, পৃ. ১৮০; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩২৩৩ ও ৩২৬০; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৫, পৃ. ৩৩১; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৪; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪২০

www.amarboi.org

তাই মূল্য আগে পরিশোধ করলে সমতা সৃষ্টি হবে না, বরং বিক্রেতার অধিকার হবে অগ্রবর্তী, ক্রেতার অধিকার হবে পশ্চাৎবর্তী। এ অবস্থায় মূল্য আগে দিয়ে দিলে তা বিক্রেতার হাতে আসার পর হবে ইশারার দ্বারা নির্দিষ্ট বস্তু, অথচ তখনো পণ্য উপস্থিত না করায় তা ইশারায় নির্দিষ্ট হয়নি। এভাবেও সমতা লঙ্ঘিত হয়। সে সাথে এমনও তো হতে পারে, পণ্যটি ধ্বংস হয়ে গেছে। ফলে ক্রেতার জন্যে মূল্য প্রদানের বাধকতাও আর থাকেনি। তাই পণ্য বুঝিয়ে দেওয়ার পর ব্যতীত মূল্য বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হবে না। পণ্য সে এলাকায় সে নগরীতে থাকুক বা অন্য নগরীতে সেখান থেকে আনা ব্যয়সাধ্য হোক তবুও প্রথমে পণ্য উপস্থিত করতে হবে।

যদি বিক্রেতার সাথে ক্রেতার সাক্ষাৎ হয় এমন জায়গায়, পণ্যটি যেখানে নেই। তাহলে ক্রেতা পণ্যটি উপস্থিত করে বুঝিয়ে দেওয়ার দাবি করবে। হয়তো বিক্রেতা পণ্যটি এখানে আনতে সক্ষম নয়, এ অবস্থায় ক্রেতা, বিক্রেতার পক্ষ থেকে কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির জিম্মাদারী গ্রহণ অথবা কাউকে প্রতিনিধি করে সে পণ্য আনতে সে এলাকায় পাঠানোর দাবি করবে। পণ্য এলে সে তা গ্রহণ করবে।

যেহেতু পণ্য উপস্থিতির জন্যে বিক্রেতার ওপর এতটাই চাপ দেওয়া যাবে, তাই বিক্রেতাও তার পণ্যের মূল্য না পাওয়া পর্যন্ত তা আটকে রাখতে পারবে। এক দিরহাম বাকী থাকা পর্যন্তই সে তা আটকাতে পারবে। অবশ্য ছামান যদি নগদ না হয়ে বাকী হয় তবে তো তা পরেই দিবে, তার বিপরীতে পণ্য আটকানো যাবে না। যেহেতু পণ্য আটকানোর অধিকার কোনো খণ্ডিত অধিকার নয়, তাই আংশিক মূল্য অনাদায়ী হলেও আটকানো হবে পূর্ণরূপেই। কিন্তু যদি মূল্য বিলম্বে পরিশোধযোগ্য হিসাবে তার সময় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়, তাহলে বিক্রেতা আর তার পণ্য আটকে রাখতে পারেনা। যেহেতু এভাবে সময় নির্ধারণ পণ্য আটকানোর অধিকার বাতিল করে দেয়।

যদি মূল্যের এক অংশ নগদ এবং এক অংশ বাকী থাকার ফয়সালাতে বিক্রয় সম্পন্ন হয়, তাহলে নগদ পরিমাণটুকু পুরোপুরি আদায় না হওয়া পর্যন্ত বিক্রেতা পণ্য আটকে রাখতে পারবে, এরপর আর আটকাতে পারবে না।[৮৩] যদি বিক্রেতা মূল্যের এক অংশ ছেড়ে দেয় তাহলে সে অংশটুকু যেন সে পেয়ে গেছে। সে হিসাবে অবশিষ্ট মূল্য না পাওয়া পর্যন্ত সে পণ্য আটকাতে পারবে।

যদি ক্রেতার নিকট থেকে মূল্য আদায়ের জন্যে বিক্রেতা কোন ব্যক্তিকে জিম্মাদার হিসাবে গ্রহণ করে অথবা ক্রেতা বিক্রেতার নিকট মূল্য পূর্ণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত

---

৮৩. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩২৩৩-৩২৩৪ ও ৩২৬১-৩২৬২; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ১০৮; তাবয়ীনুল হাকায়িক-এ শালাবী কৃত টীকা, খ. ৪, পৃ. ১৪

www.amarboi.org

কোন কিছু বন্ধক রাখে তারপরও বিক্রেতা তার পণ্য আটকে রাখতে পারে। যেহেতু জিম্মাদার থাকা বা বন্ধক রাখা মূল্য পরিশোধে প্রমাণপত্র তুল্য, এগুলো নির্ভরতা প্রদান করে। কিন্তু মূল্য পূর্ণরূপে না পাওয়া পর্যন্ত পণ্য আটকে রাখার যে অধিকার, জিম্মাদারী বা বন্ধক রাখা তা বাতিল করতে পারে না।[৮৪]

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি : বিক্রেতা প্রথমে ক্রেতাকে পণ্য বুঝিয়ে দিবে। এটি হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের গৃহীত মত এবং শাফেয়ী মাযহাবের আলেমদের একটি মত। তারা তাদের এ মতের পক্ষে বলেন, ক্রেতার অধিকার বস্তুর সাথে সম্পর্কিত যা বিদ্যমান এবং বিক্রেতার অধিকার যার সাথে সম্পর্কিত তা দায়িত্বে ন্যস্ত। এ অবস্থায় যা দায়িত্বে ন্যস্ত তার তুলনায় যা বস্তুর সাথে সম্পর্কিত তা হবে অগ্রগণ্য। যেমন কারো যদি নানা ঋণ থাকার পাশাপশি কোনো বস্তুর জরিমানা আদায় করার ঘটনা ঘটে, তাহলে জরিমানার বিষয়টি হয় অগ্রগণ্য, যেহেতু এটি বস্তুর সাথে সম্পর্কিত এবং যাবতীয় ঋণ দায়িত্বে নিপতিত থাকে।

তা ছাড়া বিক্রেতার অধিকার এবং ছামানে তার মালিকানা স্থিতিশীল ও স্থায়ী, তা ধ্বংস হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। তাই তা হাতে আসা ছাড়াই বিক্রেতা কারো সাথে তা এওয়াজ-বদল করতে পারে, কাউকে হাওয়ালা করতে পারে। অপর দিকে ক্রেতার পণ্যে মালিকানা এখনো স্থায়ী ও স্থিতিশীল নয়। তাই বিক্রেতার কর্তব্য সে পণ্যটি ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করবে, যেন সেটিও স্থিতিশীল ও বিদ্যমান হয়।[৮৫]

তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি : ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে মূল্য ও পণ্য একইসাথে হস্তান্তর করবে। এটি শাফেয়ী আলেমদের এক অভিমত। ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে যদি বিচারকের নিকট মামলা নিয়ে যায়, বিচারক তাদের উভয়কে মূল্য ও পণ্য হস্তান্তরে বাধ্য করবেন। যেহেতু হস্তান্তর করা উভয়েরই কর্তব্য। এ পর্যায়ে বিচারক পণ্য ও মূল্য তার নিকট অথবা কোনো ন্যায়নিষ্ঠ লোকের নিকট উপস্থিত করতে নির্দেশ দিবেন। উপস্থিত করার পর তিনি বিক্রেতাকে মূল্য এবং ক্রেতাকে পণ্য বুঝিয়ে দিবেন, এক্ষেত্রে যাকে ইচ্ছা প্রথমে দিবেন তা ধর্তব্য হবে না।[৮৬]

---

৮৪. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ১০৮-১০৯; শালাবী কৃত টীকা, খ. ৪, পৃ. ১৪

৮৫. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৪; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪২০; আর-রাওয ও আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৮৯; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩২৬০; ইবনে কুদামা কৃত আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ১৩ ও ১১৩

৮৬. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৪; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪২০; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩২৬০; ইবেন কুদামা কৃত আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ১১৩

www.amarboi.org

চতুর্থ দৃষ্টিভঙ্গি : ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে যদি মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়, তারা বিচারকের দ্বারস্থ হয়, তবে বিচারক সূচনাতেই তাদের ওপর বল প্রয়োগ করবেন না। বরং বিচারক তাদেরকে ঝগড়া না করে নিজেরাই আপস নিষ্পত্তি করার পরামর্শ দিবেন। উভয়ে মেনে নিলে তো হলোই। যদি একজন বিচারকের কথা শুনে তার হাতে থাকা বস্তু অপরকে বুঝিয়ে দিলেও অপরজন তাতে অগ্রসর না হয়, তখন বিচারক তাকে বাধ্য করবেন তার হাতে থাকা বস্তু অপরজনকে বুঝিয়ে দিতে। এটিও শাফেয়ীদের একটি অভিমত।

এ সম্পর্কে তাদের বক্তব্য ও দলীল হচ্ছে : বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের কর্তব্য হচ্ছে বুঝিয়ে দেওয়া এবং বুঝে নেওয়া। এক্ষেত্রে প্রত্যেকে যার যার দায়িত্ব পালন করলে বিচারকের চাপ প্রয়োগের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। প্রয়োজন পড়ে কেউ অপরের প্রাপ্য যথাযথ বুঝিয়ে না দিলে।[৮৭]

এ চারটি দৃষ্টিভঙ্গিতেই শাফেয়ী আলেমদের মত হচ্ছে, এগুলো বিক্রয় সম্পন্ন হওয়ার পর নগদে বিক্রি হিসাবে মূল্য আদায় দায়িত্বে ন্যস্ত থাকার সাথে সম্পর্কিত।

বিনিময় যথাসময়ে হাতে না আসার আশঙ্কা থাকলে শাফেয়ী আলেমগণ মূল্য বা পণ্য হস্তান্তর না করে ধরে রাখার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন, যদি বিক্রেতা আশঙ্কা বোধ করে যে, নগদ প্রদেয় মূল্য প্রাপ্তিতে ক্রেতা ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে, যথাযথভাবে মূল্য পরিশোধ করবে না, তাহলে সে মূল্য পূর্ণরূপে না পাওয়া পর্যন্ত পণ্য হস্তান্তর করবে না, আটকে রাখবে। এমনিভাবে ক্রেতা যদি আশঙ্কা করে, বিক্রেতা তাকে পণ্য যথাসময়ে বুঝিয়ে দিবে না, তাহলে পণ্য পুরোপুরিভাবে বুঝে না পাওয়া পর্যন্ত সে মূল্য আদায় বিলম্বিত করতে পারবে। উল্লিখিত এ উভয় মাসআলায় সকল আলেম ও ফকীহ্ একমত। যেহেতু নিজের প্রাপ্য বুঝে না পেয়ে অপরের প্রাপ্য প্রদান করা হবে খোলাখুলি ক্ষতির শিকার হওয়া, তাই এক্ষেত্রে কোনো আলেম বিরোধ করেন নাই।

শাফেয়ী আলেমগণ বলেন, পূর্ববর্তী মতগুলোতে যা আলোচনা করা হয়েছে তা হচ্ছে তখন, যখন বিক্রেতা মূল্য প্রাপ্তিতে এবং ক্রেতা পণ্য প্রাপ্তিতে কোন হাতছাড়া হওয়ার বা ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা করেনি। তখন তারা ঝগড়া করেছিল কেবল এ নিয়ে যে, কে প্রথম হস্তান্তর করবে। কিন্তু এখন যা আলোচনা করা হচ্ছে তা হলো পণ্য বা মূল্য প্রাপ্তিতেই আশঙ্কা। হয়তো হস্তান্তর না করে পালিয়ে যাবে বা অন্য কাউকে তার মালিক বানিয়ে দিবে ইত্যাকার নানাভাবে একে অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার যেহেতু সমূহ আশঙ্কা রয়েছে, তাই উল্লিখিত মাসআলায় সকল আলেম একমত হয়ে মত প্রকাশ করেছেন। ছামান পরে দেওয়া হবে

---

৮৭. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৪; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪২০

www.amarboi.org

বিক্রিকালে এরূপ কথা থাকলে বিক্রেতা মূল্য না পাওয়া পর্যন্ত পণ্য আটকে রাখতে পারবে না, যেহেতু সে মূল্য পরে নিতে সম্মতি প্রকাশ করেছে।

শাফেয়ীগণ ব্যতিক্রমী কতক অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন, যদি বিক্রেতা বস্তুর মূল মালিকের পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও কার্যনির্বাহী হয় বা বিক্রেতার অভিভাবক বা ওয়াকফ সম্পত্তির প্রধান কর্মকর্তা হয়, দেউলিয়া ব্যক্তির সম্পত্তি বিক্রির দায়িত্বগ্রহণকারী বিচারক হয়, তাহলে বিক্রেতা এখনই তার পণ্য বুঝিয়ে দিতে বাধ্য হবে না। বরং ছামান বুঝে না পাওয়া পর্যন্ত সে তার পণ্য আটকে রাখবে। তখন বিচারক উভয়কে অথবা ক্রেতাকে মূল্য উপস্থিত করতে বাধ্য করবে। যদি কেনাবেচার উভয়পক্ষে থাকে অভিভাবক বা কার্যনির্বাহী উকিল তাহলে উভয়কেই বাধ্য করা হবে নগদ হস্তান্তর করে লেনদেন সমাপ্ত করতে।

মূল্য পরিশোধের দায়িত্ব অন্য কারো উপর অর্পিত হলে পণ্য আটকে রাখার অধিকার কি বাতিল হয়?

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, মূল্যপ্রদান বা মূল্য আদায়ের দায়িত্ব অপর কাউকে দিলে পণ্য আটকে রাখার অধিকার বাতিল হবে। ক্রেতা বিক্রেতাকে জানাল, পণ্যের মূল্য আমার পরিবর্তে অমুক ব্যক্তি আদায় করবে, সে ব্যক্তিও এ দায়িত্বের কথা স্বীকার করে নিলে বিক্রেতা এখন আর পণ্য আটকে রাখবে না। বিক্রেতা হয়তো ক্রেতাকে জানাল, আমার পক্ষ থেকে আমার অমুক পাওনাদার এ মূল্যটা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রেও বিক্রেতা পণ্য ধরে রাখতে পারবে না; ক্রেতাকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, যদি ক্রেতার পক্ষ থেকে মূল্য আদায়ের দায়িত্ব কাউকে প্রদান করা হয় তাহরে বিক্রেতার পণ্য আটকে রাখার অধিকার বাতিল হবে না। বরং এখন যাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সে সে দায়িত্ব কবুল করেছে তার পক্ষ থেকে মূল্য আদায় না হওয়া পর্যন্ত বিক্রেতা তার পণ্য ধরে রাখতে পারবে। যদি বিক্রেতার পক্ষ থেকে কাউকে মূল্য গ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হয়, যদি সে লোকের বিক্রেতার নিকট কোনো পাওনা না থাকে বা পাওনা থাকার প্রতি কোনো লক্ষ না করে দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলেও বিক্রেতার পণ্য আটকে রাখার অধিকার বিনষ্ট হবে না। কিন্তু যদি বিক্রেতার কাছে সে লোকের পাওনা থাকে, সে হিসাবেই তাকে মূল্য আদায় করার দায়িত্ব দেওয়া হয়, সে লোকও এ দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহলে বিক্রেতার এখন আর পণ্য আটকে রাখার অধিকার থাকবে না।

উপরিউক্ত আলোচনায় বোঝা গেল, আবু ইউসুফ রহ. যে পর্যন্ত মূল্য ঋণ হিসাবে ক্রেতার দায়িত্বে থাকবে সে পর্যন্ত বিক্রেতার পণ্য আটকে রাখার মত দিয়েছেন।

www.amarboi.org

কিন্তু যখন ক্রেতা মূল্য আদায় করার দায়িত্ব অন্য কাউকে প্রদান করবে তখন বিক্রেতার পণ্য আটকে রাখার সে অধিকার আর থাকবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, যে পর্যন্ত বিক্রেতার মূল্য দাবি করার পরিস্থিতি থাকবে তার পণ্য আটকে রাখার অধিকারও বহাল থাকবে। ক্রেতা মূল্য পরিশোধের দায়িত্ব অপর কাউকে দিলেও বিক্রেতার মূল্য চাওয়া তো বন্ধ হয়ে যায়নি। সে পূর্বে ক্রেতার নিকট মূল্য দাবি করেছে, এখন ক্রেতার পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব নিয়েছে তার কাছে মূল্য দাবি করবে। সুতরাং তার পণ্য আটকে রাখার অধিকার যথাপূর্ব বহাল থাকবে। তবে যদি বিক্রেতার নিকট কারো পাওনা থাকার ভিত্তিতে বিক্রেতা তাকে পণ্যের মূল্য গ্রহণের দায়িত্ব প্রদান করে এবং সে লোক দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন ক্রেতার সাথে বিক্রেতার আর কোনো দাবি না থাকার দরুন এখন আর সে পণ্য আটকে রাখতে পারবে না, তার সে অধিকার শেষ হয়ে যাবে।

আল্লামা কাসানী বলেন : ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর কথাই এক্ষেত্রে সঠিক ও যথার্থ। কারণ, পণ্য আটকে রাখা বা না রাখার অধিকার মূল্য আদায়ের দাবির সাথে সম্পর্কিত। যদি মূল্য আদায় না করে তাহলে পণ্য আটকে রাখা হবে, যদি মূল্য আদায় করে তবে পণ্য আটকে রাখবে না। কেবল ছামান বা মূল্য বিক্রয়ে বহাল থাকলেই পণ্য আটকে রাখা হবে না। যেমন : বিক্রি যখন নগদ না হয়, পরে মূল্য আদায় করার শর্তেই যখন বিক্রি সম্পন্ন হয় তখন মূল্য তো ক্রেতার দায়িত্বে বহালই থাকে, কিন্তু সে সময় পণ্য আটকে রাখা যায় না। এ সময় পণ্য হস্তান্তর করতে হয়, যেহেতু এ সময় মূল্য আদায়ের দাবি করা যায় না।

এ দলিল দ্বারা এ কথাই প্রতিষ্ঠিত হলো, মূল্য বহাল থাকার সাথে পণ্য আটকে রাখার কোন সম্পর্কে নেই; পণ্য আটকে রাখার সম্পর্ক মূল্য আদায়ের দাবির সাথে সম্পর্কিত। তাই যখন ক্রেতা মূল্য আদায়ের দায়িত্ব অপর কাউকে প্রদান করে, সে ব্যক্তি এ দায়িত্ব কবুল করে তখনও মূল্য দাবি করার অবকাশ থাকার প্রেক্ষিতে বিক্রেতার পণ্য আটকে রাখার অধিকার বহাল থাকে। বিক্রেতা যদি তার কোন পাওনার দাবি ব্যতীত সাধারণভাবে কাউকে সে মূল্য গ্রহণের দায়িত্ব প্রদান করে তাহলেও বিক্রেতার সে পণ্য আটকে রাখার অধিকার থাকবে। কিন্তু যদি কোনো পাওনার বিপরীতে বিক্রেতা কাউকে মূল্য গ্রহণের অধিকার প্রদান করে তবে সেক্ষেত্রে বিক্রেতা পণ্য আটকে রাখতে পারবে না, যেহেতু তার পক্ষ থেকে আর দাবি থাকবে না।[৮৮]

৮৮. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩২৬৪; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ১০৯; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫৬১

www.amarboi.org

হস্তান্তরের খরচ

পণ্য যদি পরিমাপযোগ্য বস্তু হয় এবং তা পরিমাপ করে বিক্রি করাই শর্ত করা হয়, যদি পণ্য ওজনযোগ্য বস্তু হয় এবং তা ওজন করে বিক্রি করাই শর্ত করা হয়, যদি পণ্য হাত দিয়ে বা গজকাঠি দিয়ে মেপে বিক্রি করার যোগ্য বস্তু হয় এবং তা মেপে বিক্রি করার শর্ত করা হয়, যদি পণ্য গণনীয় হয় এবং তা গুণে গুণে বিক্রি করার শর্ত করা হয়, তাহলে যে লোক পরিমাপ করবে, ওজন করবে, কাঠি বা ফিতা দিয়ে মেপে দিবে বা গুণে দিবে তার খরচ বহন করবে বিক্রেতা।

আল্লামা দারদীর বলেন : যদি বিপরীত শর্ত করা হয় অথবা বিপরীত রীতি কোথাও প্রচলিত থাকে তাহলে এ খরচ বহন করবে ক্রেতা : নতুবা স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবে এ খরচ বিক্রেতার। যেহেতু পণ্য বুঝিয়ে দেওয়া বিক্রেতার দায়িত্ব। পরিমাপ, ওজন, গণনা করা ইত্যাদি ব্যতীত তা সম্ভব নয়। অতএব, এ কাজগুলো সে করবে বা করাবে। যেহেতু পরিমাপ ও ওজন ইত্যাদির মাধ্যমে তার মালিকানাধীন বস্তু থেকে যা এখন আর তার মালিকানায় নেই তা পৃথক হবে, এ পৃথক করে দেখানোর দায়িত্বও তার এবং যেহেতু সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ফলবাগানে সেচের দায়িত্বে থাকার পর ফল বিক্রয় করছে, তাই এসব হিসাবেই বিক্রেতার দায়িত্ব মেপে বা গনে পণ্য ক্রেতার হাতে তুলে দেওয়া।

যদি ছামান বা মূল্য হিসাবে যা দেওয়া হচ্ছে তা পরিমাপযোগ্য বস্তু হয়, ওজন করে বিক্রি করার উপযোগী হয়, দৈর্ঘ্য হিসাব করে বিক্রি উপযোগী বস্তু হয় বা গণনীয় বস্তু হয় তবে তা পরিমাপের, ওজনের, মেপে দেওয়ার বা গুণে বিক্রেতার হাতে তুলে দেওয়ার দায়িত্ব ক্রেতার। তাই ক্রেতা নিজে এ কাজটি করবে বা অপরকে দিয়ে করাবে, তার পারিশ্রমিক প্রদান ক্রেতার দায়িত্বে ন্যস্ত থাকবে। এভাবে পণ্য সংক্রান্ত খরচ বিক্রেতার এবং মূল্য সংক্রান্ত খরচ ক্রেতার, এ কথায় হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী সকল মাযহাবের সকল আলেম ও ফকীহ্ একমত।[৮৯]

যেহেতু ক্রেতার কর্তব্য ছামান বা মূল্য বিক্রেতার হাতে সমর্পণ করা এবং তার পরিমাপ বা পরিমাণ ইত্যাদি তার পূর্বে নির্ধারণ করা। তাই এ সংক্রান্ত ব্যয় তার কাঁধে ন্যস্ত হবে। এ কথার ওপর ভিত্তি করে মালেকী মাযহাবের আলেম সাভী এক ভিন্ন আলোচনার অবতারণা করেছেন। তিনি বলেন : যদি ক্রেতা নিজেই পণ্যের ওজন ও পরিমাপ ইত্যাদির কাজ সম্পন্ন করে তবে সে কি এর জন্যে বিক্রেতার নিকট পারিশ্রমিক দাবি করতে পারবে? এর জবাবে দুসূকী যা বলেছেন তা-ই

---

৮৯. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৫; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪২৩; আল-জুমাল, খ. ৩, পৃ. ১৭৭

www.amarboi.org

প্রকাশ্য। তিনি বলেন, যদি ক্রেতার এটি পেশা হয়ে থাকে তবে সে তার পেশাগত দায়িত্ব হিসাবে পারিশ্রমিক নিতে পারে। এমনিভাবে যদি কেউ তার নিকট এ কাজের চাহিদা এবং সে হিসাবে পারিশ্রমিক দাবি করে তাহলে ক্রেতা অন্য কাউকে কাজটি না দিয়ে নিজেই সে কাজটি সম্পন্ন করতে পারে এবং সে লোক যত দাবি করেছিল ক্রেতাও এখন সে পরিমাণ দাবি করতে পারে।

ক্রেতা ও বিক্রেতা যে বৈঠকে বিক্রয় সম্পন্ন করছে সে বৈঠকে পণ্যটি উপস্থিত নেই, তা এখানে নিয়ে আসার খরচ বিক্রেতার। এমনিভাবে ছামান (মূল্য) হিসাবে যা দেওয়া হবে তা এখানে নেই, তা নিয়ে আসার খরচ ক্রেতার; শাফেয়ী আলেমগণ এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।[৯০]

স্থানান্তরযোগ্য পণ্য ক্রেতাকে বুঝিয়ে দিতে স্থানান্তর করা প্রয়োজন, তার খরচ কার দায়িত্বে, তা নিয়ে দুধরনের মত পাওয়া গেছে :

এক. এটি ক্রেতার দায়িত্বে। এটি শাফেয়ী আলেমদের অভিমত। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, বিক্রেতা পণ্যটি পুরোপুরি বুঝিয়ে দেওয়ার সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই, বরং পুরোপুরিভাবে বুঝে পাওয়া ক্রেতার কর্তব্য। তাই সে এই খরচ বহন করবে। তারা বলেন, এই একই হিসাবে ছামানে এ জাতীয় খরচ হলে তা বহন করবে ক্রেতা।

দুই. এ সম্পর্কে দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে : যে এলাকায় বেচাকেনা হচ্ছে সে এলাকার প্রচলন ও নিয়মরীতি। এটি হানাফী মাযহাবের আলেমদের মত; সুস্পষ্টভাবে তা আলোচনা করা হয়েছে মাজাল্লা তুল আহকামিল আদলিয়্যা গ্রন্থের ২৯১ ধারায়।

যদি পরিমাপযোগ্য বা ওজন করার বস্তু পরিমাপ, ওজন বা মাপা ইত্যাদি না করে অনুমানের ভিত্তিতে বিক্রি করা হয়, তাহলে এর জন্যে যা খরচ করতে হয় তা করবে ক্রেতা। যেমন, আঙ্গুর ফল বিক্রি করা হলো অনুমান করে, তাহলে গাছ থেকে আঙ্গুর পাড়া এবং তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা সবই ক্রেতার দায়িত্বে, তার খরচেই এ কাজগুলো সম্পন্ন হবে। এমনিভাবে গমের স্তূপ থেকে বিক্রি করা হলো অনুমান করে, তাহলে যেটুকু বিক্রি করা হলো তা পৃথক করা এবং স্থানান্তর করা ইত্যাদি ক্রেতা নিজ খরচে করবে। এসবই মাজাল্লা তুল আহকামিল আদলিয়্যা-এর ২৯০ ধারায় আলোচিত হয়েছে।[৯১] এক্ষেত্রে কিয়াস ও যুক্তির দাবি হচ্ছে, ছামান যদি

---

৯০. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ১০৮; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা ২৮৮ ও ২৮৯; মুনীর কাজী কৃত শারহুল মাজাল্লা, খ. ১, পৃ. ২৫৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৩; ইবনে কুদামা কৃত আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ২২০; দারদীর কৃত আশ-শারহুস সাগীর ও সাভী, খ. ৩, পৃ. ১৯৭; আশ-শারহুল কাবীর ও দুসুকী, খ. ৩, পৃ. ১৩০ মুদ্রণ : তিজারিয়্যাহ

৯১. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ১০৮; সাভী, খ. ৩, পৃ. ১৯৭; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৩

www.amarboi.org

এমনিভাবে অনুমান করে দেওয়া হয় তাহলে তার সাথে সংশিষ্ট ব্যয় বহন করবে বিক্রেতা, যেমন পণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যয় বহন করবে ক্রেতা।

স্বর্ণমুদ্রা বা রৌপ্যমুদ্রা দ্বারা মূল্য পরিশোধ করার ক্ষেত্রে সে সব মুদ্রা পরোখ ও পরীক্ষা করার কথা উঠে। এজন্যে মুদ্রা পরোখকারীকে তলব করা হয় অথবা তার নিকট মুদ্রা নিয়ে যাওয়া হয়। পরোখকারীর ব্যয়ভাতা কে বহন করবে তা নিয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে :

এক. তার ব্যয়ভার বহন করবে বিক্রেতা। এটি শাফেয়ী আলেমদের মত। হানাফী মাযহাবের ইমাম মুহাম্মদ-এর পক্ষ থেকে ইবনে রুস্তম তা বর্ণনা করেছেন। কুদূরী গ্রন্থের গ্রন্থকারও তার লেখায় এটি উল্লেখ করেছেন। তাদের এ সম্পর্কে বক্তব্য হচ্ছে : মুদ্রা পরোখ করার প্রয়োজন হয় ক্রেতা বিক্রেতার নিকট বুঝিয়ে দেওয়ার পর, তখন এ মুদ্রা থাকে বিক্রেতার হাতে। মুদ্রাগুলো ভালো না মন্দ তা জানা, মন্দ হলে তা ফেরত দেওয়া ইত্যাকার কারণে মুদ্রাগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করা বিক্রেতার জন্যে জরুরি, তাই সে নিজ খরচে এ কাজটি করাবে।[৯২]

দুই. মুদ্রা পরোখ করার খরচ বহন করবে ক্রেতা। ইবনে সামাআ বলেছেন, এটিই ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মত। সদরুশ শহীদও এ ফতোয়াই দিয়েছেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে, ভালো মুদ্রা- যেগুলো নিয়ে কারো আপত্তি থাকবে না- এমন মুদ্রা হস্তান্তর করা ক্রেতার দায়িত্ব। যেহেতু ভালোমন্দ যাচাই হয় পরোখ করার দ্বারা, অতএব এ খরচ বহন করবে ক্রেতা। ক্রেতা নিজ দায়িত্বে এ কাজটি সম্পন্ন করবে। যেমন ছামান ওজনযোগ্য বস্তু হলে তা ওজন করানোর দায়িত্ব ও খরচ ক্রেতার দায়িত্বেই থাকে।

তিন. মুদ্রা পরোখ করার ব্যয়ভার ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির, যদি ঋণ পরিশোধের পূর্বে পরোখ করা হয়। যদি ঋণ পরিশোধ করার পর যাচাই করার কথা উঠে তবে এখন তার ব্যয়ভার বহন করবে ঋণদাতা। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দায়িত্ব ঋণ পরিশোধ করা, তাই পরিশোধের পূর্বে মুদ্রাগুলো যাচাই ও পরোখ করে নেওয়া তার দায়িত্ব। তাই তখন পরোখ করা হলে সে খরচ ঋণী ব্যক্তির। যদি সে ঋণ পরিশোধ করে, এরপর তা যাচাই করার দায় ঋণদাতার, তাকে যথাযথ মুদ্রা দেওয়া হয়েছে কিনা তা সে এখন যাচাই করলে নিজ খরচে তা করাবে।[৯৩]

---

৯২. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৩; ইবনে কুদামা কৃত আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ২২০; মুনীর কাজী কৃত শারহুল মাজাল্লা, খ. ১, পৃ. ২৫৪; এখানে الانبار শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যার একবচন نبر এর অর্থ : ভাণ্ডার, গুদাম, স্তূপ। দ্রষ্টব্য : আরবী অভিধান نبر–ماده

৯৩. নক্‌দ (نقد) শব্দটির অর্থ যাচাই করা, পরোখ করা, সমীক্ষা, সমালোচনা। তাই ناقد الثمن- এর অর্থ : মুদ্রা যাচাইকারী। দ্রষ্টব্য : তাজুল আরূস نقد–ماده

www.amarboi.org

ছামান (মূল্য) সম্পর্কিত আরো কতক আলোচিত বিষয় রয়েছে, যেগুলো এ গ্রন্থের বিভিন্ন আলোচনায় বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। তাই এখানে পুনরায় সেগুলো উল্লেখ না করে সেগুলোর কোন্‌টি কোথায় বিস্তারিত বিধৃত হয়েছে, তার তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো :

اخْتِلَافُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ	মূল্য নিয়ে ক্রেতা বিক্রেতায় মতান্তর দ্রষ্টব্য : دَعْوَى 'দাবি'
وَبَيْعُ جِنْسِ الْأَثْمَانِ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ	ছামান বা মুদ্রা জাতীয় বস্তুর একটির সাথে অপরটির বিক্রি দ্রষ্টব্য : صَرْفٌ 'সরফ বিক্রি'
وَكُل مَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ فِي عَادَةِ التُّجَّارِ فَهُوَ عَيْبٌ	ছামানে যা ত্রুটি ও ক্ষতিসাধন করে ব্যবসায়ীদের দৃষ্টিতে তা দোষ। দ্রষ্টব্য : خِيَارُ الْعَيْبِ 'দোষত্রুটির দরুন পছন্দের স্বাধীনতা'
اَلْبَيْعُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّل	প্রথম মূল্যের সমমূল্যে বিক্রয় দ্রষ্টব্য : تَوْلِيَةٌ 'তাওলিয়া বা কেনা দামে বেচা'
اَلْبَيْعُ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّل مَعَ زِيَادَةٍ	প্রথম মূল্যের সমমূল্যের সাথে কিছু বৃদ্ধি করে বিক্রি দ্রষ্টব্য : مُرَابَحَةٌ 'মুরাবাহা বা কেনা দাম থেকে লাভে বিক্রি'
اَلْبَيْعُ بِأَنْقَصَ مِنَ الثَّمَنِ	কেনা দামের কমে বিক্রি দ্রষ্টব্য : وَضِيعَةٌ 'হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রি'
إِشْرَاكُ الْغَيْرِ فِيمَا اشْتَرَاهُ بِأَنْ يَبِيعَهُ نِصْفَهُ مَثَلاً	কোনো কিছু কেনার পর তার আংশিক বিক্রি দ্রষ্টব্য : شَرِكَةٌ 'শারিকা বা অংশীদারি'
اَلثَّمَنِيَّةُ فِي عِلَّةِ الرِّبَا	সুদের কারণ হিসাবে মুদ্রার আলোচনা দ্রষ্টব্য : رِبًا 'সুদ' [১৪]

—মুহাম্মদ যুবায়ের

১৪. আল-হিদায়া ও ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ১০৮; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৩; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ১৪; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৫, পৃ. ৩৩০; আদ-দুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫৬০; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩২৪৭-৩২৪৮

www.amarboi.org

قِيمَةٌ : মূল্য : Value

পরিচিতি

কীমাত (اَلْقِيمَةُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

কীমাত অর্থ হলো, মূল্য, দাম, কোনো বস্তুর যথার্থ মূল্য। এর বহুবচন اَلْقِيَمُ (কিয়াম)। এর অর্থ : নির্ধারণ করার[১] মাধ্যমে নিরূপিত মূল্য। শরীয়তের পরিভাষায় কীমাত হলো, কোনো বস্তুর যথার্থ মূল্য যা তার যথাযথ মান নির্ধারক; তা থেকে বেশিও নয়, কমও নয়।[২]

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

ক. اَلثَّمَنُ (আছ্-ছামান): মূল্য

ছামান-এর শাব্দিক অর্থ বিনিময়, বদল। এর বহুবচন أَثْمَانٌ (আছমান)। বলা হয় : ثَمَّنْتُهُ تَثْمِينًا "আমি বস্তুটিকে বিনিময় ও বদল নির্ধারণ করেছি।" বিক্রিত পণ্যের বিনিময় ও বদল হিসাবে ক্রেতার নিকট থেকে বিক্রেতা যেহেতু মূল্য হস্তগত করে, তাই তাকে ছামান বলে। তা নগদ টাকা পয়সা হতে পারে, কোনো জিনিসও হতে পারে। এভাবে এ কথাই সাব্যস্ত, পণ্যের বিনিময়ে যা-ই পাওয়া যাবে তা-ই হবে তার সামান।[৩]

ফকীহদের পরিভাষায় কীমাত হলো, বিক্রীত পণ্য লাভের জন্যে ক্রেতা বদল হিসাবে বিক্রেতাকে যা প্রদান করে। দিরহাম, দীনার ও নগদ অর্থ সম্পদেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।[৪] যেহেতু ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর আলোচনা করে বদল সাব্যস্ত করে, তাই ছামান নির্ধারিত হয় পরস্পরের সম্মতিতে। তা কীমাত বা যথার্থ মূল্যের বরাবর হতে পারে, তা থেকে বেশিও হতে পারে, কমও হতে পারে।

খ. اَلسِّعْرُ (আছ্-সি'র) : দর

সি'র-এর শাব্দিক অর্থ : মূল্য, দাম, দাম হিসাবে যা ধার্য হয়। এর বহুবচন أَسْعَارٌ (আস'আর) বলা হয় : قَدْ سَعَّرُوا "তারা একটি মূল্যে একমত হয়েছে।" الشَّيْءَ سَعَّرْتُ تَسْعِيرًا "আমি বস্তুটির চূড়ান্ত মূল্য নির্ধারণ করেছি।" আরো বলা হয় : لَهُ سِعْرٌ "বস্তুটি উচ্চমূল্য হয়ে গেছে।" এর বিপরীতে বলা হয় : لَيْسَ لَهُ سِعْرٌ "বস্তুটির মূল্য নেমে গেছে।" سِعْرُ السُّوقِ "বাজারমূল্য অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে মূল্য

---

১. আল-মিসবাহুল মুনীর, লিসানুল আরব, তাজুল আরূস, مادة-قوم

২. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ২১; হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ৫১ ও ১৬৬

৩. লিসানুল আরব, আল-মিসবাহুল মুনীর, তাজুল আরূস مادة-ثمن

৪. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ১৩৪; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৫, পৃ. ২৭৭

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রচলিত রয়েছে।" التَّسْعِيرُ "মূল্য নির্ধারণ অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক কোনো বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া।"[৫]

ফকীহ ও আলেমগণ সি'র (سعر) শব্দটি তার শাব্দিক অর্থেই ব্যবহার করে থাকেন।[৬] অতএব, তাদের দৃষ্টিতে সি'র হচ্ছে বিক্রেতা পণ্যের যে মূল্য নির্ধারণ করে অথবা রাষ্ট্র কর্তৃক যা নির্ধারিত হয়। এর বিপরীতে কীমাত হচ্ছে মূল্য নির্ধারণে পারদর্শী ব্যক্তি কর্তৃক কোনো বস্তুর নির্ধারিত যথার্থ মূল্য।

গ. المِثْل (আল-মিছল) : সদৃশ

মিছল শব্দটির শাব্দিক অর্থ : সমতুল্য, সদৃশ। বলা হয় : هَذَا مِثْلُهُ "এটি সেটির সমতুল্য।" এ অর্থে هَذَا مَثَلُهُ ও বলা যায়। যেমন বলা হয় : هَذَا شِبْهُهُ বা هَذَا شَبِيهُهُ[৭] ফকীহগণ মিছলী (المِثْلِيّ) শব্দটি ব্যবহার করেন এমন বস্তু বোঝাতে যে বস্তুর সমুদয় একক একটি অপরটির সদৃশ, যার দরুন তার কোনো একটির স্থলে অপরটি রাখা যায়; তাতে উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য হয় না।

মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাতে বলা হয়েছে : মিছলী (المِثْلِيّ) বলা হয় এমন বস্তুকে, উল্লেখযোগ্য তারতম্য ব্যতীত যার সদৃশ বস্তু বাজারে পাওয়া যায়। তাই যে সকল বস্তু কোনো পাত্র দিয়ে পরিমাপ করে বেচাকেনা করা হয়, যে সকল বস্তু ওজন করে বা গুণে গুণে বেচাকেনা করা হয়– এ সবই মিছলী-এর অন্তর্ভুক্ত। যে সব বস্তু মিছলী নয় সেগুলোকে বলা হয় القِيَمِيّ (কীয়ামী)।[৮] এভাবে যাবতীয় পণ্য দুভাবে বিভক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে القِيَمِيّ (কীয়ামী) বস্তুতে ধর্তব্য হবে القِيمَة (কীমাত) এবং المِثْل (মিছলী) বস্তুতে ধর্তব্য হবে সাদৃশ্য ও তুল্যতা।

কীমাতের সাথে সম্পর্কিত বিধিবিধান

যেসব ক্ষেত্রে কীমাত ধার্য করা অপরিহার্য

নিম্নলিখিত তিনটি স্থানে বস্তুর কীমাত ধার্য করা আবশ্যক :

এক. কীমী বস্তুতে, যখন তাতে জামানত বা জরিমানা প্রদান করা আবশ্যক হয়।

দুই. যখন মিছলী জিনিসের সদৃশ ফেরত দেওয়া সম্ভব না হয় এবং

তিন. যখন বিক্রিত পণ্যের মূল্য নিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে মতানৈক্য হয়।

---

৫. লিসানুল আরব, আল-মিসবাহুল মুনীর, তাজুল আরূস سعر–৩১৮

৬. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৫৬; কাওয়াইদুল ফিক্হ লিল বারকাতী, পৃ. ৩২১; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৩৮

৭. লিসানুল আরব, আল-মিসবাহুল মুনীর

৮. মাজাল্লা তুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১৪৫-১৪৬; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ১৫৮ এবং খ. ৭, পৃ. ১৫০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৮১

www.amarboi.org

নিম্নে প্রতিটি প্রকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে :

এক. কীমী বস্তুতে যখন জামানত বা জরিমানা প্রদান করা আবশ্যক

নমুনাস্বরূপ এখানে এ ধরনের কতক অবস্থা উল্লেখ করা হচ্ছে :

০১. ফাসেদ বিক্রির পণ্য ফেরত দেওয়ার সময় :

যে কোনো কারণে বিক্রি ফাসেদ হলে তা ভেঙ্গে দেওয়া কর্তব্য, এটি মহান আল্লাহর নির্দেশ পালন এবং তাঁর অধিকার। এ অবস্থায় ক্রেতার কর্তব্য পণ্যটি বিক্রেতার হাতে ফিরিয়ে দেওয়া এবং বিক্রেতার কর্তব্য তার মূল্য বাবদ যা নেওয়া হয়েছিল তা ক্রেতাকে ফেরত দেওয়া। যদি বিক্রিত পণ্যটি ক্রেতার নিকট থাকা অবস্থায় ধ্বংস হয়ে যায়, আর পণ্যটি যদি হয় কীয়ামী (القيمي) যেমন : কোনো প্রাণী, কোনো আসবাব বা স্থায়ী সম্পত্তি–জমি, তাহলে ক্রেতা এ অবস্থায় পণ্যের কীমাত–মূল্য পরিশোধ করবে। এটি হানাফী মাযহাবের আলেমদের অভিমত ও ফতোয়া। ইবনে মানসুর ও আবু তালেব ইমাম আহমদের পক্ষ থেকে এ কথাই বর্ণনা করেছেন।

কাজী তার মুজাররাদ নামক গ্রন্থে এবং ইবনে আকীল তার ফুসূল নামক গ্রন্থে আবু বকর আব্দুল আযীয-এর বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন : বিক্রয় যখন কোনো কারণে ফাসেদ হবে, তাতে যা কব্জা করা হয়েছিল সে নামের সে ধরনের কোনো বস্তু বিক্রেতাকে ফেরত দিতে হবে। শায়খ তাকীউদ্দীনও এটি পছন্দ করে মন্তব্য করেছেন, এটিই তাদের মাযহাবের কিয়াস।[১]

মালেকী মাযহাবের আলেমগণ এ সম্পর্কে আলোচনা করার প্রেক্ষিতে ফাসেদ বিক্রয়ে দুটো প্রকারের উল্লেখ করেছেন। তারা বলেন : ফাসেদ বিক্রয়ের একটি প্রকার হচ্ছে যা ফাসেদ হওয়ার বিষয়ে সকল আলেম একমত এবং অপর প্রকার হচ্ছে তার বিপরীত; যা কারো দৃষ্টিতে ফাসেদ কারো দৃষ্টিতে নয়। পরবর্তী প্রকারটিতে, ফাসেদ হওয়ার বিষয়ে যেখানে সকলে একমত নন, তাতে- যদিও এটি অধিকাংশের মত নয়- যদি বিক্রিত পণ্যটি ক্রেতার হাতে বিনাশ হয়ে থাকে, তাহলে মূল্য হিসাবে সে যা প্রদান করেছিল তা এখন জরিমানা বলে ধর্তব্য হবে, অর্থাৎ সে মূল্য ও ছামান তাকে ফেরত দেওয়া হবে না। অবশ্য তা থেকে যদি কিছু পরিমাণ ব্যতিক্রম হিসেবে বাদ রাখা হয় তবে তা জরিমানাতে গণ্য হবে না।

যদি বিক্রি ফাসেদ হওয়ার বিষয়ে সকল আলেম একমত থাকেন, এ অবস্থায় পণ্যটি ক্রেতার হাতে বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হয়, তাহলে পণ্যটি মিছলী হলে সে ধরনের সে পরিমাণ

---

১. হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ১২৫; আল-ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ২৩; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, . ৪১৯; ইবনে রাজাব কৃত আল-কাওয়ায়েদ, পৃ. ৬৭; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ২৫৩

www.amarboi.org

বস্তু বিক্রেতাকে সে বুঝিয়ে দেবে। যদি মিছলী না হয়ে তা কীমী হয়, তাহলে তার কীমাত ফেরত দেবে, মূলত মূল্য যা-ই থাকুক। খলীল এ মতটি পোষণ করেছেন, এটিই তাদের মাঝে প্রসিদ্ধ। ইবনে শাস ও ইবনে হাজিবও এ পন্থা ও পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। এর মূলে রয়েছেন ইবনে ইউনুস এবং তিনি তা ইবনে কাসিম-এর মত বলে উল্লেখ করেছেন– যা তার মুদাওয়ানা গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি।

এক্ষেত্রে দ্বিতীয় মতটি যা ইবনে কাসিম-এর প্রসিদ্ধ মত, এটি বর্ণনা করেছেন ইবনে রুশদ, ইবনে বাশীর, লাখামী ও মাযীরী। তা হলো, পণ্যটি বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হলে তার কীমাত ফেরত দিতে হবে, মূল জিনিসটি কীয়ামী হোক বা মিছলী তাতে কোনো পার্থক্য নেই।[১০]

শাফেয়ী আলেমগণ বলেন, ফাসেদ বিক্রির ক্ষেত্রে যদি পণ্যটি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে বস্তুটি মিছলী হলে সদৃশ অপর একটি ফেরত দেবে, যদি কীমী হয় তাহলে বস্তুটির চূড়ান্ত মূল্য ফেরত দেবে। এটি মুগনিল মুহতাজ ও আসনাল মাতালিব-এর ন্যায় শাফেয়ী মাযহাবের কতক ফিকহী গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে আর-রাউযুল মুরবি গ্রন্থের টীকায় শিহাব রামালী লিখেছেন, মিসলী বস্তু ধ্বংস হলে তার পরিবর্তে সদৃশ মিছলী বস্তু প্রদান করতে হবে, এটি ইমাম শাফেয়ী রহ. সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য মাওয়ারদী বলেছেন, মিছলী বস্তুর বদলে তার মূল্য পরিশোধ করাও সহীহ ও সঠিক। আল-বাহরুল মুহীত গ্রন্থে দাবি করা হয়েছে, মাওয়ারদীর এই কথাটিতে কারোরই দ্বিমত নেই।

যারকাশী আলোচনা করেছেন : আল্লামা রাফেয়ী পণ্যের মূল্য আদায় করা আবশ্যক হওয়ার মত ব্যক্ত করেছেন। পণ্যটি মিছলী না কীমী, তিনি তাতে যেমন কোনো পার্থক্য করেননি, এ দুধরনের বস্তু নিয়ে বিস্তারিত কোনো আলোচনাও করেননি। মাওয়ারদী এ কথাগুলো সুস্পষ্ট ভাষায় আলোচনা করলেও যারকাশী বলেছেন, এ মতটি দুর্বল।[১১]

হানাফী মাযহাবের আলেমগণ ফাসেদ বিক্রি ও বাতিল বিক্রিতে পার্থক্য করেন। এখানে সে পার্থক্যের আলোকে ফাসেদ বিক্রির সুরতে পণ্য ধ্বংস হওয়ার দরুন হুবহু তা ফেরত দেওয়া সম্ভব না হলে কী করণীয় তা আলোচনা করা হলো। অন্য কোনো মাযহাবে ফাসেদ ও বাতিল বিক্রিতে কোনো পার্থক্য নেই। অতএব, বিক্রি বাতিল হলে অন্যান্য মাযহাবের আলেমদের মতে কী করণীয় তা উপরিউক্ত আলোচনায়ই বিবৃত হয়ে গেছে।

---

১০. মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৫৮০-৫৮১; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ২৭; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৭১-৭২

১১. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৪০; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৩৬; আল-মানুছুর ফিল কাওয়াইদ, খ. ২, পৃ. ৩৩৯

www.amarboi.org

হানাফী মাযহাবের আলেমদের মতে, যদি বিক্রি বাতিল হয় তাহলে পণ্যটি বিক্রেতার নিকট ফেরত দিতে হবে। যদি তা ক্রেতার হাতে বিনষ্ট হয়ে যায় তবে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে ক্রেতাকে কোনো জরিমানা আদায় করতে হবে না। তার দৃষ্টিতে পণ্যটি ক্রেতার হাতে ছিল আমানত হিসাবে, আমানত নষ্ট হয়ে গেলে তার কোনো ভর্তুকি দিতে হয় না। কিন্তু আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. বলেন, ক্রেতা সে বস্তুর মূল্য পরিশোধ করবে। যেহেতু মূল্য ফেরত না দিলে ক্রেতার সে বস্তুটি কব্জা করা হবে বিনামূল্যে, যদিও সে বস্তুটির মালিক হয়নি। অথচ বিক্রেতা তার বিনামূল্যে কব্জা করায় রাজী নয়, তাই তাকে বস্তুটির মূল্য ফেরত দিতে হবে।[১২]

কোন্ দিনের মূল্য প্রদান জরুরি?

বিক্রয় ফাসিদ হয়ে বস্তুটি ফেরত দেওয়ার বিধান হলে, যদি বস্তুটি বিনষ্ট হয়ে যায় তবে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে। সেক্ষেত্রে বস্তুটির কোন্ দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে– তা নিয়ে ফকীহগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ভিন্ন ভিন্ন মত দিয়েছেন।

হানাফী মাযহাবের আলেমদের মতে, এটি মালেকী আলেমদেরও প্রসিদ্ধ মত, শাফেয়ী আলেমদেরও এটি একটি মত : ক্রেতা যেদিন পণ্যটি নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিল সেদিন বাজারে সেটির যে যথার্থ মূল্য ছিল তা প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে হানাফী আলেমগণ আরো বলেন, যদি ক্রেতার হাতে থাকাকালে তার মূল্য বাড়ে ক্রেতাকে সে বর্ধিত মূল্য পরিশোধ করতে হবে না। এ মাসআলাটি অপর একটি মাসআলার তুল্য। তা হলো, যদি কেউ কোন বস্তু অপহরণ করার পর তা তার হাতে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে যেদিন সে অপহরণ করেছিল সেদিন তার যে মূল্য ও কীমাত ছিল তা আদায় করতে হবে; ইতোমধ্যে তার দাম বাড়লেও তাকে সে বর্ধিত মূল্য পরিশোধ করতে হবে না।

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ এ সম্পর্কে যা বলেন, কাজী তা তাঁর লেখাগ্রন্থে আলোচনা করেছেন, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. সুস্পষ্টভাবে এই মত ব্যক্ত করেছেন, এটি হানাফী মাযহাবের ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মত এবং শাফেয়ীদের একটি মত। তা হলো, পণ্যটা যেদিন বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হয়েছে সেদিন সেটির যে মূল্য ছিল তা পরিশোধ করতে হবে। তারা বলেন : ক্রেতার জিনিসটি নিজের কাছে রাখার অনুমতি ছিল; সে অবৈধভাবে জিনিসটি তার কাছে রাখে নাই। ফলে তা কোনো জিনিস ধার নেওয়ার তুল্য হলো। ধার নেওয়া বস্তু বিনষ্ট হলে যেদিন বিনষ্ট হয়েছে সেদিনের মূল্য পরিশোধ করতে হয়; এ কথায় সকল

১২. আল-ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ২৩

www.amarboi.org

আলেম ও ফকীহ্ একমত। তেমনি পণ্যটি যেদিন বিনষ্ট হয়েছে সেদিনের বাজার মূল্য প্রদান করতে হবে।

শাফেয়ী আলেমদের এক্ষেত্রে মূল মাযহাব যেটি তা হচ্ছে, জিনিসটি ক্রেতার হাতে যাওয়ার পর যেদিন তা বিনষ্ট বা বিলুপ্ত হয়েছে, এ ক'দিনের মধ্যে বাজারে জিনিসটির সর্বোচ্চ যে দাম উঠেছে তা প্রদান করতে হবে। এর কারণ, বিক্রি বাতিল হওয়ার দরুন, ক্রেতাকে বিক্রি বাতিল ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই তা ফেরত দিতে বলা হচ্ছে। মৌখিকভাবে না বলা হলেও কার্যত শরীয়ত তাকে প্রতি মুহূর্তেই এ নির্দেশ দিচ্ছে। যেহেতু সে নির্দেশ পালন করে সে তা ফেরত দেয়নি তাই সে এখন তার সর্বোচ্চ মূল্য ফেরত দিবে।

এটি হাম্বলী মাযহাবেরও একটি মত, অপহরণের আলোচনায় খারকী তা উল্লেখ করেছেন। ইবনে কুদামা এ সম্পর্কে বলেন, বিক্রি ফাসেদ হওয়ার ক্ষেত্রে সে বিধান কার্যকর হবে, বরং এখানে তা অধিকতর প্রযোজ্য হবে। ফাসেদ বিক্রির পর যখন তার মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে তখনও তা ছিল মূল মালিক অর্থাৎ বিক্রেতার মালিকানায়। এ অবস্থায় তাতে ক্ষতি সাধিত হলে ক্রেতাকে ঐ বর্ধিত মূল্য হিসাবে জরিমানা আদায় করতে হবে। তাই যদি জিনিসটি বিনষ্ট বা বিলীন হয় তবে তো তাকে অবশ্যই বর্ধিত মূল্য হিসাবে জরিমানা আদায় করতে হবে। মালেকীদের অপর একটি মত হচ্ছে, যেদিন বিক্রি সম্পন্ন হয়েছিল সেদিন বাজারে তার যা মূল্য ছিল তা আদায় করতে হবে।[১৩]

০২. অপহরণের পর লুণ্ঠিত মাল ফেরত দেওয়ার সময়

কেউ কোনো বস্তু লুট বা অপহরণ করলে, ছিনিয়ে নিলে তা যে পর্যন্ত টিকে থাকবে তা ফেরত দেওয়াই হবে অবশ্য কর্তব্য। এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ "আদায় না করা পর্যন্ত হাত যা নিয়েছে তা ফেরত দেওয়া তার অবশ্য কর্তব্য।"[১৪] যদি তার হাতে থাকা অবস্থায় তা ধ্বংস হয়ে যায় বা বিনষ্ট হয়ে যায় তবে তার বদল ও বিনিময় প্রদান করা কর্তব্য। যেহেতু মূল বস্তু ফেরত দেওয়া কর্তব্য ছিল, তা আর এখন সম্ভব নয়, তাই যা তার সমমূল্যের তা ফেরত দেওয়া অপরিহার্য হবে।

---

১৩. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ১২৫; আল-ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ২৩; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৭১; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ২৭; আল-মাজমু, খ. ৯, পৃ. ৩৬৪; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৩৬; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ২৫৩; মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২,. ৪১৯।

১৪. হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে জামে তিরমিযী গ্রন্থে, খ. ৩, পৃ. ৫৫৭। হাদীসটি সামুরা ইবনে জুনদুব রা.-এর সূত্রে হাসান বসরী রহ. বর্ণনা করেছেন। ইবনে হাজার আসকালানী তার আত-তালখীসুল হাবীর গ্রন্থে খ. ৩, পৃ. ৫৩ বলেন, সামুরা রা.-এর নিকট হাসানের শোনার ক্ষেত্রে বিতর্ক থাকার দরুন হাদীসটি হাসান পর্যায়ের বলে সাব্যস্ত হয়েছে।

www.amarboi.org

যে জিনিসটি লুট করার পর বিনষ্ট হয়েছে তা যদি মিছলী বস্তু হয়, যেমন তা ছিল পাত্র দিয়ে মেপে দেওয়ার জিনিস বা ওজন করে বিক্রি করার জিনিস বা গুণে গুণে বিক্রি করা হয় এমন বস্তু, তাহলে লুণ্ঠনকারী সে জাতীয় বস্তুই ফেরত দিবে। যেহেতু ছিনিয়ে নেওয়ার জরিমানা হচ্ছে সীমালঙ্ঘনজনিত জরিমানা। এক্ষেত্রে শরীয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে, বরাবর ও পূর্ণ সদৃশ হবে এ জরিমানা। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন :

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ

"তোমাদের প্রতি যে কেউ অত্যাচার বা বাড়াবাড়ি করবে তোমরাও তাদের সাথে তেমন আচরণ করবে যেমনটা তারা তোমাদের সাথে করেছে।"[১৫]

সাধারণভাবে সদৃশ হবে সে বস্তু যা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয়ভাবে মূলবস্তুর সদৃশ। যেমন : ডিমের বদলে ডিম প্রদান। যদি বস্তুর পরিবর্তে তার মূল্য প্রদান করা হয় তবে তা বাহ্যিকভাবে সদৃশ না হলেও অভ্যন্তরীণ সদৃশ বলে গণ্য হবে, যেমন ডিমের বদলে তার মূল্য। এটিও সদৃশ বলে গণ্য হবে, যেহেতু এ মূল্য দ্বারা পুনরায় ডিম সংগ্রহ করা যাবে। যেহেতু লুণ্ঠন ও অপহরণের পর প্রদত্ত জরিমানা হচ্ছে হাতছাড়া হয়ে যাওয়া বস্তুর ক্ষতিপূরণ। তাই এক্ষেত্রে যা সর্বাংশে সদৃশ ও বরাবর তা প্রদান করাই হবে যথার্থ। তাই বস্তুর পরিবর্তে বস্তু প্রদান হবে পূর্ণ বদল। যদি বস্তুর পরিবর্তে বস্তু প্রদান করা একান্তই সম্ভবপর না হয় তবে তার মূল্য প্রদান এবং তা গ্রহণ করা হবে।

যদি অপহৃত বস্তুটি মিছলী না হয়ে কীমী হয়, তাহলে যেহেতু এ অবস্থায় বস্তুর পূর্ণ সদৃশ বস্তু পাওয়া সম্ভব নয়, তাই এক্ষেত্রে মূল্য প্রদান করতে হবে, যেহেতু এটিই তার সম্ভাব্য সদৃশ।

জরিমানা হিসাবে মূল্য প্রদান সম্পর্কে দলিল হচ্ছে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর বর্ণিত হাদীস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ

"যদি কেউ কোনো ক্রীতদাসে থাকা তার আংশিক মালিকানা থেকে ক্রীতদাসকে মুক্তি প্রদান করে, (তবে যেহেতু অপর অংশীদারের ক্ষতি করা হয়, তাই) তার যদি সে দাসের মূল্য পরিমাণ সম্পদ থাকে, তাহলে সে অপর অংশীদারকে তার অংশের মূল্য হিসাব করে (ক্ষতিপূরণ বাবদ) প্রদান করবে।"[১৬]

---

১৫. সূরা বাকারা, আয়াত ১৯৪

১৬. সহীহ বুখারীর বর্ণনা যা ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করা হয়েছে, খ. ৫, পৃ. ১৩৭; সহীহ মুসলিম, খ. ২, পৃ. ১১৩৯ এখানে হাদীসটি সহীহ মুসলিম থেকে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.amarboi.org

এক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অংশীদারের অংশ নির্ণয় করতে ক্রীতদাসের মূল্য নির্ধারণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। যেহেতু একজন তার অংশ মুক্ত করে দেওয়ায় অপর জনের অংশ বিনষ্ট করা হয়েছে,তাই যে মুক্ত করেছে তাকে অপরজনের অংশের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ অবস্থায় নবী স. ক্রীতদাসের সদৃশ ক্রীতদাস প্রদানের নির্দেশ দেননি, যেহেতু এ জাতীয় জিনিসগুলো সার্বিকভাবে সমপর্যায়ের হয় না, বরং নানা বৈশিষ্ট্যের দরুন এগুলোর একটি অপরটি থেকে ভিন্ন বলে পরিগণিত হয়, কখনোই একটিকে অপরটির সমতুল্য বিবেচনা করা হয় না। তাই এক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণ করাই হচ্ছে ন্যায়ানুগ ও অধিক সঙ্গত। তাই এটিই এখানে অনুসৃত হবে। হাদীসটিতে যদিও ক্রীতদাসের আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু তা এমনি সকল বস্তুতেই পরিব্যাপ্ত হবে যেগুলোর সমতুল্য বস্তু সচরাচর পাওয়া যায় না।

আম্বরী থেকে বর্ণিত হয়েছে, যে কোন বস্তুর সদৃশ বস্তু ফেরত দিতে হবে। মূল বস্তুটি মিছলী হোক বা কীমী, তাতে বিধানে পরিবর্তন ঘটবে না।[১৭] তিনি একটি হাদীসের ভিত্তিতে এ কথা বলেন। হাদীসটি বর্ণনা করেছেন উম্মুল মুমেনীন আয়েশা রা.। তিনি বলেন,

أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَاءً فِيه طَعَامٌ ، فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ كَسَرْتُهُ ،
فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَفَّارَتِهِ ؟ فَقَال : إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ

"সাফিয়্যা রা.-এর ন্যায় আর কাউকে আমি দেখি নাই, বিশেষ কোনো খাবার তৈরি করলেই তিনি তা কোনো পাত্রে করে নবীর কাছে পাঠাতেন। (এ ভাবে আমার ঘরে পাঠানো হলে) আমি নিজেকে সংবরণ করতে পারিনি, খাবারের পাত্রটা ভেঙ্গে ফেলি। (ফলে খাবারটাও বিনষ্ট হয়।) পরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এর কাফফারা ও প্রতিবিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, পাত্রের বদলে পাত্র, খাবারের বদলে খাবার।"[১৮]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আনাস রা. বর্ণনা করেছেন।

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِه ، فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ خَادِمٍ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ ، فَضَرَبَتْ بِيَدِهَا فَكَسَرَتِ الْقَصْعَةَ فَضَمَّهَا وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ ، وَقَال : كُلُوا ، وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْقَصْعَةَ حَتَّى فَرَغُوا ، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ ، وَحَبَسَ الْمَكْسُورَةَ

---

[১৭] বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ১৫০; আল-হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ১১; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১৪৯; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৮২; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৭৪; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ২৩৮; মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ৪১৮

[১৮] সুনানে নাসায়ী, খ. ৭, পৃ. ৭১ ইবনে হাজার আসকালানী তার ফাতহুল বারীতে এ হাদীসটির সনদ হাসান পর্যায়ের বলে মন্তব্য করেছেন, খ. ৫, পৃ. ১২৫

www.amarboi.org

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কোনো এক স্ত্রীর ঘরে ছিলেন। অপর এক উম্মুল মুমিনীন নবীজীর নিকট একটি পেয়ালায় খাবার দিয়ে তার খাদেমকে পাঠান। যার ঘরে নবী স. ছিলেন তিনি সে পাত্রে আঘাত করে তা ভেঙ্গে ফেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সে স্ত্রীর নিকট হতে অপর একটি পাত্র নিয়ে তাতে সে খাবারটি রাখেন। এরপর ঘরের সকলকে বলেন, তোমরা খাও। সবাই খাওয়া শেষ না করা পর্যন্ত তিনি সে পেয়ালা ধরে রাখলেন। এরপর ভাঙ্গা পেয়ালা রেখে ভালো পেয়ালাটি ফেরত পাঠালেন।"[১৯]

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি উট কর্জ হিসাবে নেওয়ার পর অপর একটি উট বদল হিসাবে ফেরত পাঠিয়েছিলেন।[২০] এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : غَصْب

লুণ্ঠিত দ্রব্যে কোন দিনের মূল্য প্রদান জরুরি?

হানাফী ও মালেকী মাযহাবের আলেমদের মত, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর এটি একটি মত, যেদিন অপহরণকারী অপহরণ করেছে, (এরপর তা ধ্বংস হয়েছে,) সেদিন এটির যে মূল্য ছিল তা প্রদান করতে হবে।

শাফেয়ী মাযহাবের আলেমদের এ সম্পর্কে মত হচ্ছে, লুট বা ছিনতাই করার পর তা ধ্বংস হওয়ার সময়ের মাঝে এটির সর্বোচ্চ যে মূল্য উঠেছে তা প্রদান করতে হবে। যেহেতু যখন এর সর্বোচ্চ মূল্য উঠেছে তখনও কব্জা করে রেখেছিল অপহরণকারী বা লুণ্ঠনকারীই। তাই তাকে এ সর্বোচ্চ মূল্যই প্রদান করতে হবে।

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ এক্ষেত্রে যেদিন লুণ্ঠিত বস্তুটি বিনষ্ট বা ধ্বংস হয়েছে সেদিনের মূল্য ফেরত দেওয়ার মত ব্যক্ত করেছেন।[২১] এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : غَصْب

দুই. যখন মিছলী জিনিসের সদৃশ ফেরত দেওয়া সম্ভব না হয়

যে সকল স্থানে বস্তুর কীমাত ধার্য করা আবশ্যক এটি হচ্ছে তার দ্বিতীয় স্থান। যখন মিছলী জিনিসের মিছল বা সদৃশ ফেরত দেওয়া সম্ভব না হয় তখন বাধ্য হয়ে বস্তুটির কীমাত ফেরত দেওয়া আবশ্যক হয়। যেমন বিক্রি ফাসেদ হওয়ার দরুন পণ্যটি ফেরত দিতে হবে। কিন্তু তা ধ্বংস হয়ে গেছে এবং সে জিনিসটি

---

১৯. বুখারীর বর্ণনা; ফাতহুল বারী, খ. ৫, পৃ. ১২৪

২০. মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১২২৪; আবু রাফে রা.-এর বর্ণনা

২১. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ১৫১; আল-হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ১১; দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৪৪৩; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১৪৯; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৮৪; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ২৭৯; মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ৪১৯

www.amarboi.org

এখন আর পাওয়া যাচ্ছে না। যেমন লিচু, তার মৌসুম শেষ হওয়ায় এখন আর তা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না, পাওয়া সম্ভবও নয়। এমনিভাবে লুট করে নেওয়ার পর সে লুট করা সম্পদ বিনষ্ট হয়ে গেছে, বাজারে তার আমদানি হচ্ছে না বা তার উৎপাদন হচ্ছে না। এ অবস্থাগুলোতে মূলবস্তুটি মিছলী হলেও এখন তার মূল্যই পরিশোধ করতে হবে।

শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ মিছলী বস্তুর সদৃশ না পাওয়ার অবস্থাগুলো আলোচনা করেছেন। হয়তো বর্তমানে তার উৎপাদন হয় না, অথবা উৎপাদন হলেও তা নিকটে কোথাও পাওয়া যায় না, তা এমন দূরে পাওয়া যায় যেখানে সহজে যাওয়া যায় না অথবা নিকটে পাওয়া গেলেও স্বাভাবিক দাম থেকে তা অনেক বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। এ সকল অবস্থাতেও জিনিসটি পাওয়া যাচ্ছে না বলে ধর্তব্য হবে এবং তার মূল্য প্রদান করাই সাব্যস্ত হবে।

এক্ষেত্রে শাফেয়ী আলেমগণ বলেন, বিক্রি ফাসেদ হওয়ার ক্ষেত্রে পণ্যটি এবং লুট করার বেলায় লুট করা বস্তুটি ধ্বংস হয়ে গেলে, বস্তুটি ক্রেতা বা লুটেরা ব্যক্তি তার কব্জায় নেওয়ার পর থেকে, তার সদৃশ বস্তু ফেরত দেওয়া যেদিন অসম্ভব হয়ে যায় সেদিন পর্যন্ত সময়ের মাঝে মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চ যা হবে তা জরিমানা হিসাবে আদায় করতে হবে।

হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের এ সম্পর্কে মত হচ্ছে, যেদিন এর সদৃশ বস্তু ফেরত দেওয়া অসম্ভব হয়ে গেছে জিনিসটি এখন আর না পাওয়া যাওয়ার দরুন, সেদিন বস্তুটির যে দাম উঠেছে সে দাম হিসাব করে আদায় করতে হবে। যেহেতু জিনিসটি পাওয়া যাওয়া পর্যন্ত তার সদৃশ বস্তু দেওয়ার সুযোগ ছিল, কিন্তু যেদিন থেকে তা আর পাওয়া যাচ্ছে না সেদিন তার দায়িত্বে মূল্যপ্রদান নিপতিত হয়েছে। সুতরাং সেদিনকার মূল্য হিসাব করা হবে।[২২]

হানাফী মাযহাবের তিন ইমাম এ বিষয়ে তিন মত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন, যেদিন মামলার রায় হবে সেদিন বস্তুটির যে দাম রয়েছে তা দিতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেন, যেদিন এ মালটি লুট বা ছিনতাই করা হয়েছিল সেদিনের মূল্য এবং ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, যেদিন থেকে জিনিসটির সদৃশ বস্তু আর পাওয়া যাচ্ছে না, সেদিনের মূল্য প্রদান করতে হবে।[২৩]

---

২২. আল-মানছুর ফিল কাওয়ায়েদ, খ. ২, পৃ. ৩২৮ ও ৩৩৬; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৮২; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ৪১৯

২৩. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ১২৫ ও ৪২৫ এবং খ. ৫, পৃ. ১১৬; আল-ইখতিয়ার, খ. ৩, পৃ. ৫৯

www.amarboi.org

মালেকী মাযহাবের আলেমগণ ফাসেদ বিক্রির পণ্য মিছ্লী হওয়া সত্ত্বেও সদৃশ বস্তু না পাওয়ার অবস্থা এবং লুট করার পর তার সদৃশ বস্তু না পাওয়ার অবস্থা-এ দুটোতে বিধানের ক্ষেত্রে পার্থক্য করেন। তারা বলেন, ফাসেদ বিক্রির ক্ষেত্রে যদি মিছ্লী পণ্যটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তার মূল্য প্রদান করে জরিমানা আদায় করতে হবে নিম্নবর্ণিত অবস্থাদিতে :

১. যদি তা এখন আর পাওয়া যায় না, তার উৎপাদন বন্ধ। ২. জিনিসটি বিক্রি করা হয়েছিল অনুমান করে, বিক্রি করার পরও তার সঠিক ওজন বা পরিমাপ জানা যায়নি। ৩. পরিমাপ-পাত্র দিয়ে মেপে বা ওজন করে বা গুণে গুণে জিনিসটি বিক্রয় করা হয়েছিল, কিন্তু এখন ফেরত দেওয়ার ফয়সালাকালে সে হিসাব মনে নেই। ৪. সঠিক পরিমাপ, ওজন বা সংখ্যা মনে আছে, কিন্তু আজ ফয়সালার দিনে তা পাওয়া যাচ্ছে না বা পাওয়া দুঃসাধ্য বা অসাধ্য। এ সকল অবস্থায় যেদিন ফিরিয়ে দেওয়ার ফয়সালা হবে সেদিনের মূল্য হিসাব করে ফেরত দেওয়া হবে।

তারা বলেন, কিন্তু যদি দ্রব্যটি লুণ্ঠিত বা ছিনতাইকৃত হয়ে থাকে, তা যদি মিছ্লী হয়, তাহলে তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যার জিনিস সে ধৈর্যধারণ করবে তার পরবর্তী উৎপাদনের সময় পর্যন্ত। যখন উৎপাদন শুরু হবে সে লুণ্ঠনকারীর নিকট থেকে সদৃশ বস্তু গ্রহণ করবে।[২৪]

তিন : যখন বিক্রীত পণ্যের মূল্য নিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে মতান্তর হয়

যে সকল ক্ষেত্রে বস্তুর কীমাত ধার্য করা আবশ্যক, এটি তার তৃতীয় স্থান। যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে পণ্যের মূল্য নিয়ে মতান্তর হয়, বিক্রেতা বলে, আমি এতো টাকায় বিক্রি করেছি, ক্রেতা বলে, আমি এতো টাকা করে কিনেছি, তাদের কারো পক্ষে দলিল প্রমাণ থাকলে বা সাক্ষী থাকলে তার পক্ষে ফয়সালা হবে। কিন্তু যদি তাদের কারোরই কোনো দলিল প্রমাণ না থাকে, বিক্রি বহাল রাখতে তারা উভয়ে সম্মত না থাকলে প্রত্যেকে নিজ নিজ দাবির পক্ষে এবং অন্যের দাবির বিপক্ষে শপথ করবে। ফলে সে বিক্রি ভেঙ্গে যাবে।

বিক্রি ভেঙ্গে যাওয়ার প্রেক্ষিতে বিক্রেতা মূল্য ফেরত দেবে, ক্রেতা বিক্রীত পণ্যটি ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু যদি তা ইতিমধ্যে ধ্বংস বা বিনষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার জরিমানা বা বদল কিভাবে প্রদান করা হবে তা নিয়ে ফকীহগণ মতান্তর করেছেন।

হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের মত, এটি শাফেয়ী মাযহাবের নববী রহ.-এর মত, তিনি হাভী নামক গ্রন্থে এ মতটির সত্যায়ন করেছেন। এটি মুহাযযাব গ্রন্থের গ্রন্থকারেরও মত, তাওযীহ এবং আরো কতক গ্রন্থ অনুসারে এটি মালেকী

---

[২৪] হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৭১-৭২; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১৪৮

www.amarboi.org

মাযহাবের আলেমদের একটি মত, ক্রেতা এ অবস্থায় ধ্বংস হয়ে যাওয়া পণ্যের কীমাত প্রদান করবে, মূল বস্তুটি মিছলী হোক বা কীমী, বিধান এরূপই থাকবে।

শাফেয়ী মাযহাবের আলেমদের যেটি প্রসিদ্ধ মত, খতীব শারবীনী যা উল্লেখ করেছেন। মালেকী মাযহাবের এটিও একটি মত, বিক্রীত পণ্যটি মিছলী হলে ক্রেতা তার মিছল বা সদৃশ বস্তু প্রদান করবে, যদি কীমী হয় তাহলে কীমাত প্রদান করবে।[২৫]

যে সব ক্ষেত্রে কীমাত ও সদৃশ বস্তু উভয়টি আদায় করতে হয়

জরিমানা আদায়ের ক্ষেত্রে কতক স্থান এমনও রয়েছে, যেখানে একই সাথে সদৃশ বস্তু প্রদান করা এবং তার মূল্য পরিশোধ করা উভয় ধরনের বিধান কার্যকর হয়।

এমনটা হয়, যদি যে সকল প্রাণী মানুষ সচরাচর শিকার করে সে সবের কোনটি কারো মালিকানাধীন হয়, কোনো ইহরামবাঁধা লোক তা হত্যা করে অথবা ইহরামবিহীন ব্যক্তি তা হারাম শরীফের ভিতরে গিয়ে মেরে ফেলে, তাহলে তার একই সাথে মালিকের ক্ষতিসাধন এবং আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করার যৌথ অপরাধ করা হবে। ফলে তার শাস্তির বিধানও হবে দুদিক থেকে। সে মালিককে সে জন্তুটির কীমাত পরিশোধ করবে এবং সদৃশ বস্তুও প্রদান করবে আল্লাহর বিধান অমান্য করার প্রেক্ষিতে।

এ মাসআলাটি অপর এক মাসআলার সদৃশ। তা হলো, শিকারজাতীয় প্রাণী কারো মালিকানাধীন, এর মালিক ইহরামে না থাকা অবস্থায় তার নিকট থেকে অপর একজন ধার নিল। এরপর সে প্রাণীটি এ লোকের নিকট মারা গেল। এ অবস্থায় যে ধার নিয়েছে তার মূল্য ও সদৃশ প্রাণী প্রদান এ উভয় ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হবে। এ সম্পর্কে দলিল হচ্ছে মহান আল্লাহর নির্দেশ : فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ "তার বদলা হচ্ছে সে যা হত্যা করেছে তার অনুরূপ গৃহপালিত জন্তু।"[২৬]

এতো হচ্ছে, যদি গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে শিকার প্রাণীর অনুরূপ প্রাণী পাওয়া যায় তার বিধান। কিন্তু যদি গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে তার অনুরূপ কোনো প্রাণী না পাওয়া যায়, যেমন কারো মালিকানাধীন চড়ুই পাখি, তা শিকার বা হত্যা করলে দুটি কীমাত প্রদান আবশ্যক হবে। এক. মালিকের ক্ষতিপূরণ এবং দুই. আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন।[২৭]

–মুহাম্মদ যুবায়ের

---

২৫. মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৭৪৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৯৭; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০১; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৮৫

২৬. সূরা মায়েদা, আয়াত ৯৫

২৭. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ২, পৃ. ২০৩; আল-মানছুর, খ. ২, পৃ. ৩৩৩; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ৪১ ও ৪৩; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ১৯৯

www.amarboi.org

تَسْعِيرٌ : মূল্য নির্ধারণ : Pricing

পরিচিতি

তাসয়ীর (التَّسْعِيرُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

আভিধানিকভাবে তাসযীর শব্দের অর্থ হচ্ছে, মূল্য নির্ধারণ করা। যেমন : বলা হয়, سَعَّرْتُ الشَّيْءَ تَسْعِيرًا "বস্তুটির চূড়ান্ত মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছি।" سَعَّرُوا تَسْعِيرًا "তারা সকলে একটি মূল্য নির্ধারণে একমত হয়েছে।" সির (السِّعْرُ) শব্দটি চয়ন করা হয়েছে : سَعَّرَ النَّارَ থেকে। যার অর্থ : সে আগুন উসকে দিয়েছে। কারণ, আগুন উসকে দিলে যেমন উপরে উঠে, তেমনি পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ না করলে তা কেবল উপরে উঠে। এ বক্তব্য আল্লামা যামাখশারীর।[১]

পরিভাষায় মূল্য নির্ধারণ বলতে বুঝায়, সরকার বা সরকারের প্রতিনিধির পক্ষ হতে ভোক্তা বা জনসাধারণের জন্য পণ্যের মূল্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া এবং উক্ত নির্দিষ্ট মূল্যে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেনে জনসাধারণকে বাধ্য করা।[২]

ইবনে আরাফা বলেন, মূল্য নির্ধারণের সংজ্ঞা হলো- বাজার তদারককারী শাসক বাজারের পণ্যদ্রব্য এবং খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বিক্রেতাদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া যেন উক্ত পণ্য ঐ নির্দিষ্ট পরিমাণ দিরহামের (অর্থ) বিনিময়েই সে বিক্রি করে।[৩] আল্লামা শাওকানী বলেন, মূল্য নির্ধারণ বলতে বোঝায়, সরকার বা তার প্রতিনিধি অথবা যিনি মুসলিমদের যাবতীয় বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন তার পক্ষ হতে ব্যবসায়ীদেরকে আদেশ দেওয়া, তারা যেন তাদের পণ্যসমূহ তার পক্ষ হতে নির্দিষ্ট করা মূল্যেই বিক্রি করে। এর চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করবে না অথবা এর চেয়ে কম দামেও বিক্রি করবে না। তবে কোনো বিশেষ কল্যাণার্থে কম দামে বিক্রি করতে পারবে।[৪]

---

১. আল-মিসবাহুল মুনীর, মুখতারুস সিহাহ, আল-কামূসুল মুহীত, লিসানুল আরব, আসাসুল বালাগাহ; سعر-مادة আন-নাযমুল মুসতা'যাব ফী শারহি গারীবিল মুহায্যাব, খ. ১, পৃ. ২৯২; প্রকাশক : মুস্তফা আল-বাবিল হালাবি

২. মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৬২; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৩৮, প্রকাশক : আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়া

৩. আত-তায়সীর ফী আহকামিত তাসয়ীর, সংকলক : কাযী আহমদ ইবনে সাঈদ আল-মুজাহিলিদী, পৃ. ৪১, প্রকাশক : আশ-শিরকাতুল ওয়াতানিয়া লিন নাশরি ওয়াত তাওযী, আল-জাযাইর

৪. নায়লুল আওতার, খ. ৫, পৃ. ২২০; প্রকাশক : আল-মাতবা'আতুল উসমানিয়া আল-মিসরিয়া; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩৮, প্রকাশক : মুস্তফা আল-বাবি আল-হালাবি

www.amarboi.org

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

ক. الاحتكار (আল-ইহতিকার) : মজুতকরণ

আভিধানিকভাবে ইহতিকার (الاحتكار) মজুতকরণ শব্দটি নির্গত হয়েছে الحكر থেকে। যার অর্থ : জুলুম, অন্যায়, বক্রতা, কঠোরতা এবং অন্যায় আচরণ। আর খাদ্য মজুতকরণ বলতে বোঝায় মূল্যবৃদ্ধির লক্ষ্যে খাদ্যদ্রব্য আটকে রাখা ও গুদামজাত করা। الحُكْرَة শব্দটি বিশেষ্য, যা الاحتكار-এর মূল। এর অর্থ : পণ্য মজুত করা, মজুতদারি।[৫]

পরিভাষায় মজুতকরণ : বিভিন্ন মাযহাবের ফকীহগণের নানা শর্তারোপের ফলে মজুতকরণের পারিভাষিক সংজ্ঞা বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত রয়েছে। তবে সব অভিমত ও সংজ্ঞার সারকথা হলো, মজুতকরণ বলতে বোঝায় মূল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে পণ্য আটকে রাখা, গুদামজাত করা। মজুতকরণ বিষয়টি পরিভাষা ও প্রথা-প্রচলনের ওপর নির্ভর করে। মজুতকরণ মূলত মূল্য নিয়ন্ত্রণের পরিপন্থী। তবে মজুতকরণ উচ্চমূল্য প্রতিরোধকল্পে পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

খ. التثمين (আত-তাছমীন) : মূল্য নির্ধারণ

তাছমীন (التثمين) শব্দটি মাসদার (মূলধাতু)। বলা হয় : ثَمَّنْتُ الشَّيْءَ "আমি আন্দাজ অনুমানের মাধ্যমে এর মূল্য নির্ধারণ করেছি।"

গ. التقويم (আত-তাকভীম) : মূল্য নির্দিষ্টকরণ

تقويم الشئ-এর অর্থ : কোনো বস্তুর মূল্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া যা সকলের নিকট সুবিদিত থাকবে।[৬]

মূল্য নির্ধারণে শরীয়তের বিধান

চার মাযহাবের ফকীহগণ একমত যে, মূল্য নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ মূলত নিষিদ্ধ।[৭] তবে ফিকহবিদগণের মতে নির্দিষ্ট কিছু শর্ত সাপেক্ষে তা বৈধ রয়েছে। যার বিবরণ সামনে আসছে।

---

৫. আসাসুল বালাগাহ, আল-কামূসুল মুহীত, আল-মিসবাহুল মুনীর। حكر-মাদ্দা ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ২৫৫, প্রকাশ দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবি; আল-ইখতিয়ারু লিতা'লীলিল মুখতার, খ. ৪, পৃ. ১৬০, প্রকাশক : দারুল মা'রিফা।

৬. আল-মিসবাহুল মুনীর।

৭. আল-হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ৯৩, প্রকাশক : মুস্তফা আল-বাবি আল-হালাবি; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৫, পৃ. ১২৯, প্রকাশক : দারুল কিতাবিল আরাবি; আল-জাওহারাতুন নাইয়িরা, খ. ২, পৃ. ৩৮৭, প্রকাশক : মাকতাবাতু এমদাদিয়া; আয-যায়লাই, খ. ৬, পৃ.

www.amarboi.org

মূল্য নির্ধারণ মূলত নিষিদ্ধ, এর সপক্ষে বাদায়েউস সানায়ে-এর গ্রন্থকার পবিত্র কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাজি হয়ে ব্যবসা করা বৈধ।"[৮]

এ আয়াত পারস্পরিক সম্মতি ও সন্তুষ্টির শর্তারোপ করেছে। অথচ মূল্য নির্ধারণে পারস্পরিক সম্মতি ও সন্তুষ্টি থাকে না।

রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ

"কোনো মুসলিমের মাল হালাল হবে না, যদি না সে সন্তুষ্টচিত্তে তা প্রদান করে।"[৯]

আল-মুগনী গ্রন্থকার আনাস রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একবার মদীনায় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গিয়েছিল। তখন লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে। আপনি এসবের মূল্য নির্ধারণ করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

২৮; প্রকাশক : দারুল মা'রিফা; কাশফুল হাকায়েক, খ. ২, পৃ. ২৩৭, প্রকাশক : মাতবা'আতুল মাওসূআত; আল-ইখতিয়ার, খ. ৪, পৃ. ১৬০; ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ২৫৬; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ১, পৃ. ৬৩৯; আল-মাওয়াকু আলা হামিশি মাওয়াহিবিল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৩৮০, প্রকাশক : আদ-দারুল আরাবিয়া লিল কিতাব; আল-মুনতাকা, খ. ৫, পৃ. ১৭; দারুল কিতাবিল আরাবি; আত-তুহফা, খ. ২, পৃ. ১০৯; প্রকাশক : আল-মাতবা'আতুল আমীরিয়্যা, মক্কা; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৫৬; আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ১৮৬; প্রকাশক : দারু ইহইয়াউল কুতুব আল-আরাবী; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৩৮; হাশিয়াতুল জুমাল, প্রকাশক : দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী; রওযাতুত তালিবীন, খ. ৩, পৃ. ৪১১; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩৮; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৬২; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ৪৪; আল-ইনসাফ, খ. ৪, পৃ. ৩৩৮, প্রকাশক : মাতবা'আতুস সুন্না আল মুহাম্মদিয়া; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ২৪০,২৪৪

৮. সূরা নিসা, আয়াত ২৯

৯. হাদীসটি ইমাম আহমদ র. বর্ণনা করেছেন (খ. ৫, পৃ. ৭২; প্রকাশক : আল-মায়মানিয়া), আবু হাররা আর রিকাশির হাদীস। তার সকল সূত্রে হাদীসটি সহীহ। (আত তালখীস লি ইবনে হাজার, খ. ৩, পৃ. ৪৬-৪৭; প্রকাশক : শিরকাতুত তিবা'য়া আল-ফান্নিয়া); বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৫, পৃ. ১২৯; প্রকাশক : দারুল কিতাবিল আরাবি

www.amarboi.org

إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ ، إِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ

"আল্লাহ তাআলা পণ্যের মূল্য নির্ধারণকারী, রিজিক সংকোচনকারী ও সম্প্রসারণকারী। আমি আশাবাদী, আল্লাহ তাআলার সাথে আমি সাক্ষাৎ করব এ অবস্থায় যে, কারো জীবন বা সম্পদে অবিচার, অন্যায় আচরণ করার প্রেক্ষিতে তোমাদের কেউই আমার বিরুদ্ধে কোনো নালিশ করবে না।"[১০]

ইবনে কুদামা বলেন, এখানে দু ভাবে প্রমাণ গ্রহণ করা হয়েছে :

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূল্য নির্ধারণ করেননি, অথচ জনগণ সেটাই কামনা করেছিল। মূল্য নির্ধারণ করা যদি বৈধ হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ স. তাদের আহ্বানে সাড়া দিতেন।
২. রাসূলুল্লাহ স. বিষয়টিকে জুলুম ও অবিচার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর জুলুম হারাম।

তিনি উমর রা.-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারাও দলিল দিয়েছেন। একদিন তিনি হাতিব ইবনে আবি বালতাআ রা.-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বাজারে কিশমিশ বিক্রি করছিলেন। উমর রা. তাকে বললেন, হয়তো তুমি পণ্যের হার বাড়িয়ে দাও অথবা আমাদের বাজার থেকে এ কিশমিশ উঠিয়ে নাও। এরপর উমর রা. যখন চলে গেলেন তিনি নিজে বিষয়টি নিয়ে হিসাবনিকাশ করলেন। অতঃপর হাতিবের বাড়ীতে গিয়ে তাকে বললেন, তোমাকে আমি যা বলেছিলাম এটা আমার পক্ষ হতে কোনো আবশ্যিক বিধান নয় এবং কোনো ফয়সালা নয়। বরং এটা আমি শহরবাসীর কল্যাণ কামনা করে বলেছিলাম। সুতরাং তুমি যেখানে ইচ্ছা বিক্রি করো এবং যেভাবে ইচ্ছা বিক্রি করো।[১১]

---

১০. আনাস রা. বর্ণিত হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন (খ. ৩, পৃ. ৭৩১, তাহকীক : ইযযত উবাইদ দা'আস)। ইব্ন হাজার বলেন, এর সনদ ইমাম মুসলিমের শর্তানুযায়ী যথাযথ রয়েছে। (আত-তালখীস, খ. ৩, পৃ. ১৪, প্রকাশক : শিরকাতুত তিবা'য়া আল-ফান্নিয়া।)

১১. ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ২৫৬; আল-ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার, খ. ৪, পৃ. ১৬০; আল হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ৯৩; প্রকাশক : মুস্তফা আল-বাবিল হালাবি; মাওয়াহিবুল জলীল, খ. ৪, পৃ. ৩৮০; প্রকাশক : দারুল ফিক্র; আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়া, পৃ. ২৬০; আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা, খ. ৫, পৃ. ১৮, প্রকাশ দারুল কিতাবিল আরাবি; আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ১৮৬, প্রকাশক : মাতবা'আতু দারু ইয়াহইয়া আল-কুতুবিল আরাবি; হাশিয়াতুল জুমাল, খ. ৩, পৃ. ৯৩, প্রকাশক : দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবি; রওজাতুত তালিবীন, খ. ৩, পৃ. ৪১১, আল-মাকতাবুল ইসলামী; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৬২, প্রকাশক : আল-মাকতাবুল ইসলামী, দামেশক; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ২৪১; সুবুলুস সালাম, খ. ৩, পৃ. ৩৬, প্রকাশক : মাতবা'আতু মুস্তফা মুহাম্মদ

www.amarboi.org

যৌক্তিক প্রমাণ

তারা আকলী বা যৌক্তিকভাবেও প্রমাণ গ্রহণ করেছেন। তা হলো, সমাজের প্রতিটি মানুষেরই তার নিজস্ব সম্পদ স্বাধীনভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা রয়েছে। মূল্য নির্ধারণ হচ্ছে জনগণের উক্ত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বা প্রতিবন্ধকতা। অথচ রাষ্ট্রের শাসক মুসলিমদের কল্যাণের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে আদেশপ্রাপ্ত। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের শাসক কর্তৃক বিক্রেতার কল্যাণার্থে দাম বাড়িয়ে দেওয়ার বিবেচনার চেয়ে ক্রেতার কল্যাণার্থে পণ্যের মূল্য কমিয়ে দেওয়ার বিবেচনা কোনভাবেই উত্তম নয়।[১২] তা ছাড়া মূল্য হলো চুক্তি সম্পাদনকারীর অধিকার। সুতরাং মূল্য সাব্যস্ত করার অধিকারও তারই থাকবে।[১৩]

সেই সাথে লক্ষণীয়, মূল্য নির্ধারণ করা সাধারণ মানুষের জন্যে সম্পদে উচ্চমূল্য ও সংকট সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ পণ্য সরবরাহকারী বা আমদানিকারকদের নিকট যখন এ সংবাদ পৌছবে, তারা তাদের পণ্য সে শহরে আমদানি করবে না বা পৌছাবে না যে শহরে তারা তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য হবে। আর যার নিকট পণ্য মজুত রয়েছে সেও তা বিক্রি করতে চাইবে না, বরং গোপন করে ফেলবে। এ অবস্থায় ভোক্তারা পণ্য খুঁজবে, কিন্তু পাবে না। বড়জোর যৎসামান্য পণ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে। তখন তারা উক্ত পণ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে এর মূল্য বাড়িয়ে দেবে। এতে পণ্যের মূল্য বেড়ে যাবে। এবং উভয় পক্ষ (ক্রেতা-বিক্রেতা) ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার উদ্দেশ্য পূরণ ও প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতার কারণে; আর মালিকপক্ষ তাদের সম্পদ বা পণ্য বিক্রি করা হতে বিরত থাকার ফলে। এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটানোর প্রেক্ষিতে মূল্য নির্ধারণ করা হারাম ও অবৈধ হয়ে যায়।[১৪]

মূল্য নির্ধারণ বৈধ হওয়ার শর্তসমূহ

পূর্বেই আলোচনা হয়েছে, নীতিগত কথা হলো মূল্য নির্ধারণ বৈধ নয় এবং পণ্যের মূল্য নির্ধারণের জগতে হুকুমদাতার অনুপ্রবেশ বা অন্যায় হস্তক্ষেপও বৈধ

---

১২. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ২৪০; নায়লুল আওতার, খ. ৫, পৃ. ২২০, প্রকাশক : আল-মাতবা'আতুল উসমানিয়া আল-মিসরিয়া

১৩. আল-হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ৯৩; আয-যায়লাই, খ. ৬, পৃ. ২৮, প্রকাশক : দারুল মা'রিফা, আল-জাওহারাতুন নাইয়িরা, খ. ২, পৃ. ৩৮৭; কাশফুল হাকায়েক, খ. ২, পৃ. ২৩৭; মাজমাউল আনহুর শারহু মুলতাকাল আবহুর ও আদ-দুররুল মুনতাকা ফী শারহিল মুলতাক্বা, খ. ২, পৃ. ৫৪৮, প্রকাশক আল-মাতবা'আ আল-উসমানিয়া; আল-ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার, খ. ৪, পৃ. ১৬১; নায়লুল আওতার, খ. ৫, পৃ. ২২০

১৪. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ২৪০; শারহুল ইকনা, খ. ৩, পৃ. ১৫০, প্রকাশক : মাতবা'আতুস সুন্না আল-মুহাম্মাদিয়া

www.amarboi.org

নয়। তবে সেখানে এমন কিছু অবস্থা রয়েছে যেগুলোর প্রেক্ষিতে মূল্য নির্ধারণে হুকুমদাতা ও শাসকের অনুপ্রবেশ এবং হস্তক্ষেপ বৈধ। অথবা বিভিন্ন বক্তব্য অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য বলে গণ্য হয়।

বিভিন্ন অবস্থা

ক. মালিকদের পক্ষ থেকে মূল্য অনেক বাড়িয়ে দেওয়া

খাদ্যদ্রব্য ও পণ্যের মালিকরা যদি বাজারমূল্য বা ন্যায্যমূল্য থেকে পণ্যের মূল্য অনেক বাড়িয়ে দেয়। এ অবস্থায় হানাফী ফকীহগণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, প্রশাসনের পক্ষ হতে সাধারণ জনগণ তথা ভোক্তাদের জন্য ভোগ্যপণ্যের মূল্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া বৈধ হবে-যদি খাদ্যদ্রব্যের মালিকরা এর মূল্য বাজারদরের চেয়ে অস্বাভাবিক বাড়িয়ে দেয় এবং পণ্যমূল্য নির্ধারণ করা ব্যতীত মুসলিমদের ক্রয়ক্ষমতার অধিকার রক্ষা করা সম্ভব না হয়। তবে এ সিদ্ধান্ত পর্যবেক্ষক বুদ্ধিজীবীগণের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কার্যকর হবে। এটাই গ্রহণযোগ্য বক্তব্য এবং এ অনুযায়ীই ফতোয়া দেওয়া হয়। যেহেতু এর দ্বারা মুসলিমদের অধিকার ধ্বংস হতে রক্ষা পায় এবং জনসাধারণের ক্ষতি প্রতিহত করা সম্ভব হয়।[১৫] ইমাম যায়লায়ী এবং আরো অনেকের মতে বাজারমূল্য অতিক্রম করে অতি মুনাফার বিষয়টি তখনই বিবেচিত হবে যখন পণ্য দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রি করা হবে।[১৬]

খ. ভোক্তাদের পণ্যচাহিদা

এ প্রসঙ্গে হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, ভোক্তাদের যখন পণ্যের চাহিদা থাকবে তখন প্রশাসনের লোকজনের পক্ষ হতে সাধারণের জন্য পণ্যমূল্য নির্ধারণ করা উচিত হবে না। তবে এর দ্বারা যদি জনগণের ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার আশংকা থাকে, তাহলে তা প্রতিরোধকল্পে প্রশাসন হস্তক্ষেপ করতে পারবে। যেমন মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ বিষয়টিকে জনকল্যাণের সাথে শর্তারোপ করেছেন। একই শর্তারোপের বিষয়টি শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহগণও ব্যক্ত করেছেন।

---

১৫. ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ২৫৬; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২১৪, প্রকাশক : আল-মাতবা'আতুল কুবরা আল-আমীরিয়া; আল-ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার, খ. ৪, পৃ. ১৬১; আল-হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ৯৩; কাশফুল হাকায়েক, খ. ২, পৃ. ২৩৭; আয-যায়লাই, খ. ৬, পৃ. ২৮

১৬. আয-যায়লাই, খ. ২, পৃ. ২৮; আল-ইনায়া, আল-কিফায়া আলা হামিশি ফাতহিল কাদীর, খ. ৮, পৃ. ১৯২, প্রকাশক : দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবি; কাশফুল হাকায়েক, খ. ২, পৃ. ২৩৭; ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ২৫৬; আয-যায়লাই সূত্রে

www.amarboi.org

অনুরূপভাবে জনগণ যদি জিহাদের জন্য যুদ্ধাস্ত্র ও হাতিয়ারের প্রয়োজন বোধ করে তাহলে অস্ত্রমালিকদের কর্তব্য হবে ন্যায্যমূল্যে অস্ত্র বিক্রি করা। অস্ত্রব্যবসায়ীদেরকে অস্ত্র আটকে রাখার বা গোপন করার সুযোগ দেওয়া যাবে না, যার ফলে দুশমনরা তাদের ওপর জয়ী হয়ে যাবে অথবা অস্ত্রব্যবসায়ীরা তাদের ইচ্ছামাফিক পণ্য বিক্রি করবে এবং বাজার নিয়ন্ত্রণ করবে, এ সুযোগও দেওয়া যাবে না।[১৭]

ইবনে তাইমিয়া বলেন, প্রশাসনের লোকজন সাধারণ মানুষের পণ্যের চাহিদার সময় পণ্যমালিকদেরকে ন্যায্য মূল্যে তাদের পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করবে। যেমন কারো নিকট এমন খাদ্যদ্রব্য রয়েছে যা তার প্রয়োজন অতিরিক্ত, অপরদিকে সাধারণ জনগণ উক্ত পণ্যের বিরাট চাহিদা ও তীব্র অভাব বোধ করছে। তখন সাধারণের নিকট উক্ত পণ্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করতে তাদের বাধ্য করবে সরকার। এ কারণেই ফকীহগণ বলেন, কেউ যদি অপরের নিকট থেকে তার সঞ্চিত মজুতকৃত খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, তাহলে তা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও তার নিকট হতে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে গ্রহণ করবে। যদি পণ্যের মালিক উপযুক্ত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্য ব্যতীত বিক্রি করতে রাজি না হয়, তবুও সে উপযুক্ত মূল্যই পাবে, এর চেয়ে বেশি পাবে না।[১৮] এ বক্তব্যের মূলে রয়েছে গোলাম আজাদ করার হাদীসটি। তা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ

"কেউ যদি শরিকানা গোলামে তার অংশ মুক্ত করে দেয় তাহলে সে গোলামের মূল্য পরিমাণ সম্পদ প্রদান করবে। গোলামের একটি ন্যায়সংগত মূল্য সাব্যস্ত করা হবে, অতঃপর গোলামের শরিকদের প্রত্যেককে নিজ নিজ অংশের মূল্য প্রদান করবে। আর এর বিনিময়ে গোলাম আজাদ হয়ে যাবে। অন্যথায় গোলামের যতটুকু অংশ সে আজাদ করেছে ততটুকুই মুক্ত হবে।"[১৯]

---

১৭. আল-হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ৯৩; আল-হিসবা ফিল ইসলাম লি ইবনে তাইমিয়া, পৃ. ২৭-২৮ ও ৪১, প্রকাশক : আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়া; আত-তুরুকুল হুকমিয়্যা, পৃ. ২৫৩-২৬২-২৬৩, আল-মাতবা'আতুস সুন্না আল-মুহাম্মাদিয়া; আল-মাওয়াক ও আল-হাততাব, খ. ৪, পৃ. ৩৮০

১৮. আল-হিসবা ফিল ইসলাম লি ইবনে তাইমিয়া, পৃ. ১৭, ৪১, প্রকাশক : আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়া; আত তুরুকুল হুকমিয়্যা ফিস সিয়াসাতিশ শারইয়্যা লি ইবনিল কাইয়্যিম, পৃ. ২৬২, প্রকাশক : মাতবা'আতুস সুন্না আল মুহাম্মাদিয়া

১৯. হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন (খ. ২, পৃ. ১১৩৯; প্রকাশক : আল-হালাবি), ইবনে ওমর রা.-এর বর্ণিত হাদীস। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে ভিন্ন ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে।

www.amarboi.org

ইবনুল কাইয়িম বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে যে আদেশ দিয়েছেন তা হলো পূর্ণ গোলামের বাজার মূল্য নির্ণয় করা। প্রকৃত অর্থে মূল্য নির্ধারণ এটাকেই বলে। সুতরাং শরীয়ত যখন গোলামকে পূর্ণাঙ্গভাবে আজাদ করার লক্ষ্যে বাজারমূল্য দিয়ে তার মালিকের নিয়ন্ত্রণ থেকে বের করে আনা আবশ্যক করেছে এবং তার মালিককে অতিরিক্ত মূল্য না দিতে চেয়েছে; তাহলে সাধারণকে যখন অতীব গুরুত্বপূর্ণ কোনো বস্তুর মালিকানার সুযোগ করে দিতে হবে যেমন, খাদ্যদ্রব্য, পানীয়, পোশাক ইত্যাদি দ্রব্য তখন কী হবে? অর্থাৎ তখনও অতিরিক্ত মূল্য দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।[২০]

গ. উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীদের পণ্য মজুতকরণ

খাদ্যদ্রব্য মজুত করা বা গুদামজাত করা হারাম, এ বিষয়ে ফকীহদের কোনো দ্বিমত নেই। যেমনভাবে ফকীহদের মধ্যে একথাতেও দ্বিমত নেই যে, মজুতকরণের শাস্তি হলো মজুতকৃত পণ্য জোরপূর্বক গ্রহণ করে ভোক্তাদের নিকট ন্যায্য মূল্যে বিক্রি করে দেওয়া এবং সাথে মজুতকারীকে তিরস্কার ও শাস্তিও দেওয়া;[২১] মজুদদারির আলোচনায় এ সম্পর্কিত বিবরণ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে। আর প্রশাসনের পক্ষ হতে ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ করাই হচ্ছে প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ। এ বিশ্লেষণ ইবনে তাইমিয়া স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন[২২] এমন সময়ে যখন কোনো কোনো ফকীহ এমন লোককে মজুতকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন যার জন্য মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না। যে বিশ্লেষণ অচিরেই আসবে।

ঘ. নির্দিষ্ট মানুষের জন্য বেচাকেনা সীমাবদ্ধকরণ

ইবনে তাইমিয়া বলেন, আলেমদের কারো এ কথায় দ্বিমত নেই, মূল্য নির্ধারণ করা আবশ্যক হবে তখন, যখন খাদ্য অথবা অন্য কোনো পণ্য নির্দিষ্টসংখ্যক পরিচিত মানুষ ব্যতীত অন্য কেউ বিক্রি করবে না বলে সিদ্ধান্ত নেয়। তখন মূল্যনির্ধারণ করা আবশ্যক হবে, যেন বিক্রেতারা ন্যায্যমূল্য ব্যতীত বিক্রি করতে না পারে এবং ক্রেতাদের বাজারমূল্য ব্যতীত ক্রয় করতে না হয়। যেহেতু উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত পরোক্ষভাবে অন্যদেরকে উক্ত পণ্য অন্যদের নিকট বিক্রি করতে বা অন্যদের থেকে ক্রয় করতে নিষেধ করেছে। সুতরাং যদি তাদের ইচ্ছামত মূল্যে বিক্রি করার বা ক্রয় করার সুযোগ দেওয়া হয় তবে এটা জুলুম হবে অন্যান্য বিক্রেতার ওপর যারা উক্ত পণ্য বিক্রি করতে ইচ্ছুক এবং ক্রেতা,

---

২০. আত-তুরুকুল হুকমিয়্যা, পৃ. ২৫৯; প্রকাশক : মাতবা'আতু সুন্না আল-মুহাম্মদিয়া

২১. আল-ইখতিয়ার, খ. ৪, পৃ. ১৬১; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২১৪; শারহুয যুরকানী, খ. ৫, পৃ. ৪, আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা, খ. ৫, পৃ. ১৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৫৬, প্রকাশক : মুস্তাফা আল বাবি আল হালাবি; কাশশাফুল কিনা, খ. ২, পৃ. ৩৬

২২. আল-হিসবা ফিল ইসলাম, পৃ. ১৭-১৮

www.amarboi.org

যারা তাদের নিকট হতে ক্রয় করতে ইচ্ছুক, তাদের ওপরও জুলুম হবে। সুতরাং এ অবস্থায় মূল্য নির্ধারণ করা ওয়াজিব কোনো রকম দ্বিমত ছাড়াই। তাদেরকে বাধ্যকরণের প্রকৃত অর্থ হলো তারা যেন ন্যায্য মূল্য ব্যতীত বিক্রি না করে, ক্রয়ও না করে।[২৩]

ঙ. ক্রেতাদের বিপক্ষে বিক্রেতাদের অথবা বিক্রেতাদের বিপক্ষে ক্রেতাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া

ব্যবসায়ীরা বা পণ্যের মালিকরা যদি সিন্ডিকেট করে এবং ঐক্যবদ্ধ হয় অস্বাভাবিক বেশি মূল্য নির্ধারণে যা তাদের জন্য অতিরিক্ত মুনাফার কারণ হবে অথবা ক্রেতারা সিন্ডিকেট করে, তাদের কেউ কোনো পণ্য কিনলে সকলে তাতে অংশগ্রহণ করবে, ফলে সাধারণ মানুষের পণ্যে ক্ষতি করে, তাহলে সরকারের পক্ষ হতে মূল্য নির্ধারণ করা ওয়াজিব। এ অভিমত ইবনে তাইমিয়ার এবং আরো অনেকে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

যারা অর্থের বিনিময়ে ভোগ্যপণ্য সরবরাহ করেন বা রেশনিং ব্যবস্থা চালু রাখেন তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়াকে একাধিক আলেম যেমন- ইমাম আবু হানিফা রহ. ও তার সহচরগণ নিষেধ করেছেন। কারণ, তারা যখন ঐক্যবদ্ধ হবে আর সাধারণ মানুষ তাদের পণ্যের প্রতি মুখাপেক্ষী হবে তখন তারা এর মূল্য বাড়িয়ে দেবে। সুতরাং বিক্রেতারা যারা তাদের পক্ষ হতে নির্দিষ্ট মূল্য ছাড়া পণ্য বিক্রি করবে না বলে সিন্ডিকেট করেছে, তদের প্রতিহত করাই শ্রেয়। অনুরূপ ক্রেতারা যারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে তাদের কেউ কোনো কিছু ক্রয় করলে তাতে তারা সকলে অংশগ্রহণ করবে, যার ফলে সাধারণ মানুষের পণ্য ক্ষতির সম্মুখীন হবে; তাদের প্রতিহত করাও উত্তম বলে বিবেচিত হবে।[২৪] কারণ, তাদের এ ধরনের ঘোষণা জুলুম ও সীমালঙ্ঘনে সহায়ক।[২৫] অথচ আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"সৎকর্ম ও তাকওয়ায় তোমরা পরস্পরকে সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অন্যের সাহায্য করবে না।"[২৬]

চ. একদল মানুষের নির্দিষ্ট কোন পেশা গ্রহণ এবং তাতে দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা

এটা মূলত কর্ম, পেশা ও শিল্পের জন্য একদল লোককে নির্দিষ্টকরণ। একদল মানুষকে শিল্প, কারিগরি, পণ্যউৎপাদন, নির্দিষ্ট পেশা বা কাজ গ্রহণে বাধ্য করা।

---

২৩. আল-হিসবা ফিল ইসলাম, পৃ.১৭-১৯; আত-তুরুকুল হুকমিয়্যা, পৃ. ২৪৫
২৪. প্রাগুক্ত
২৫. আত-তুরুকুল হুকমিয়্যা, পৃ. ২৪৭
২৬. সূরা মায়িদা, আয়াত ২

www.amarboi.org

যেমন- কৃষিকাজ, কাপড় বুনন তথা তাঁতশিল্প, ইমারত নির্মাণ ইত্যাদি। প্রশাসনের পক্ষ হতে একদল মানুষকে উপযুক্ত মজুরি ও পারিশ্রমিক দিয়ে এ পেশা ও কাজে বাধ্য করা হবে যদি তারা এ পেশা গ্রহণ করতে না চায়। তারা যদি উপযুক্ত মজুরি, পারিশ্রমিকের চেয়ে বেশি দাবি করে তাহলে সে সুযোগ দেওয়া যাবে না, আবার সাধারণ মানুষকে তাদের ওপর অবিচার করারও সুযোগ দেওয়া হবে না। অর্থাৎ তাদের উপযুক্ত মজুরি ও প্রাপ্য থেকে কম দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না।[২৭]

ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িমের সিদ্ধান্তের সারকথা হলো, যদি মূল্য নির্ধারণ করা ব্যতীত জাতীয় স্বার্থরক্ষা করা সম্ভব না হয়, তাহলে সরকার তাদের ওপর ন্যায়সঙ্গত মূল্য নির্ধারণ করে দেবে। তাতে উপযুক্ত মূল্যের চেয়ে কমাবে না, বাড়াবেও না। আর যদি জনসাধারণের চাহিদা ও প্রয়োজন মূল্য নির্ধারণ ব্যতীতই স্বাভাবিক গতিতে চলতে থাকে এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষা পায় তাহলে এমনটি করবে না।[২৮]

এ আলোচনা এ কথা সাব্যস্ত করে যে, উপরিউক্ত অবস্থাসমূহই শুধু নির্দিষ্ট অবস্থা ও প্রেক্ষিত নয় যেখানে মূল্য নির্ধারণ করা আবশ্যক, বরং যখনই এমন অবস্থা হবে যে, মূল্য নির্ধারণ করা ব্যতীত ভোক্তার চাহিদা ও জনস্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব হবে না, তখনই জনস্বার্থ রক্ষার্থে মূল্য নির্ধারণ করা সরকারের আশু কর্তব্য বলে গণ্য হবে। ফলে যে বছর পণ্যমূল্য অস্বাভাবিক বেড়ে যাবে সরকারের কর্তব্য হবে পণ্যমূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া। এ বক্তব্য ইমাম মালেকের এবং এ দৃষ্টিভঙ্গি শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহগণেরও।[২৯]

মূল্যনির্ধারণে যে শর্তটি পূরণ করা আবশ্যিক

ফিকহী সূত্র ও রচনাসমূহে এবং ফকীহগণের বিভিন্ন অভিমতে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিলে যা পাওয়া যায় তা হচ্ছে, মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যিক বিষয় হলো, ইনসাফের প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা। কারণ, মূল্যনির্ধারণ একমাত্র তখনই জনস্বার্থ রক্ষা করতে পারবে যখন এর মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতার স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হবে। বিক্রেতাকে লাভ করতে বাধা দেওয়া যাবে না, আবার তাকে মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি করারও অবকাশ দেওয়া হবে না।[৩০]

---

২৭. আত-তুরুকুল হুকমিয়্যা, পৃ.২৪৭

২৮. আল-হিসবা ফিল ইসলাম, পৃ. ৪৪-৪৫; আত-তুরুকুল হিকামিয়া, পৃ. ২৬৪

২৯. ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ২৫৬; আয-যায়লাই, খ. ৬, পৃ. ২৮; আল-আহকামুস সুলতানিয়া লিল মাওয়ারদী, পৃ. ২৫৬; প্রকাশক : মুস্তফা আল-বাবি আল-হালাবি; নায়লুল আওতার, খ. ৫, পৃ. ২২০

৩০. আল-মুনতাকা শারহুল মুওয়াত্তা, খ. ৫, পৃ. ১৯; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৩৮০

www.amarboi.org

এ কারণেই ইমাম মালেক রহ. যখন গোশত বিক্রেতাদের জন্য মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি দেখলেন, তিনি শর্তারোপ করলেন, তাদের জন্য মূল্য নির্ধারণ করতে পশুর ক্রয়মূল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ তাতে জবাইকারীদের পশুক্রয়ের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, কসাইবৃত্তির খরচ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবে। অন্যথায় তাদের এ ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার এবং বাজার থেকে ওঠে যাওয়ার আশংকা থাকবে। এ বক্তব্য কাজী আবুল ওয়ালিদ আল-বাজীর বক্তব্যের কাছাকাছি যে, মূল্য নির্ধারণে যদি ব্যবসায়ীদের কোনো মুনাফা না থাকে তাহলে বিষয়টি মূল্য বিপর্যয়ে চলে যাবে এবং খাদ্যপণ্য গোপন করা এবং মানুষের সম্পদ বিনষ্ট ইত্যাদি পর্যায়ে নেমে যাবে।[৩১]

মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি

অধিকাংশ ফকীহ যারা মূল্য নির্ধারণ করা বৈধ বলেছেন তারা মূল্য নির্ধারণের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তারা বলেছেন, ইমাম তথা সরকারি কর্মকর্তার কর্তব্য হবে উক্ত (নির্দিষ্ট) পণ্যের ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে একত্রিত করা, আর অন্যদের উপস্থিত করা তাদের সততার স্বীকৃতির জন্য। এভাবে অভিজ্ঞ, জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করে তিনি মূল্য নির্ধারণ করবেন। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, তারা কিভাবে পণ্য ক্রয় করে এবং কিভাবে বিক্রি করতে চায়? এভাবে তাদের দাবির বিষয়টি নিয়ে তাদের সাথে আলোচনা করবেন আর দ্রব্যমূল্য জনগণের উপযোগী করার চেষ্টা করবেন যেন তারাও তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।[৩২]

আবুল ওয়ালিদ আল-বাজী বলেন, এর কারণ, এ পদ্ধতিতেই ক্রেতা-বিক্রেতার উপকৃত হওয়ার বিষয়টি পুরোপুরি উদঘাটন করা সম্ভব হবে। তাতে বিক্রেতার জন্য এ পরিমাণ লাভের সুযোগ দিতে হবে যেটুকু হলে তারা তাদের অবস্থান বা পেশার অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারে। আবার জনগণের ক্ষতিসাধনের অভিযোগও আসবে না।[৩৩] আলেমদের কারো মতেই বৈধ হবে না, ব্যবসায়ীরা পণ্যটি কত মূল্যে ক্রয় করেছে সে দিকে না তাকিয়েই এমন আদেশ দেওয়া যে, তোমরা পণ্যটি এত টাকা মূল্যে বিক্রি করবে, তাতে তোমরা লাভবান হও বা ক্ষতিগ্রস্ত হও। অনুরূপভাবে তাদেরকে এমন কথা বলাও বৈধ হবে না যে, তোমরা যে মূল্যে ক্রয় করেছ সে মূল্যেই বিক্রি করতে হবে।[৩৪]

---

৩১. আল-মুনতাকা শারহুল মুওয়াত্তা, খ. ৫, পৃ. ১৯

৩২. ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ২৫৬; আল-ইখতিয়ার, খ. ৪, পৃ. ১৬১; আল-হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ৯৩; কাশফুল হাকায়েক, খ. ২, পৃ. ২৩৭; আল ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২১৪; আল-মুনতাক্বা লিলবাজি, খ. ৫, পৃ. ১৮, আল-মাওয়াকু বিহামিশিল হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ৩৮০

৩৩. আল-মুনতাক্বা, খ. ৫, পৃ. ১৯

৩৪. আত-তুরুকুল হুকমিয়্যা, পৃ. ২৫৫

www.amarboi.org

কোন্ ধরনের পণ্য মূল্য নির্ধারণের অন্তর্ভুক্ত হবে?

উল্লিখিত মূলনীতির আলোকে আরোপিত বিধান প্রয়োগে যেসব পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হবে সেগুলো নির্দিষ্টকরণে ফকীহগণ দ্বিমত করেছেন। শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহগণ তাদের সর্বাধিক প্রকাশ্য মত হিসাবে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যা কাহাস্তানি আল-হানাফীর বক্তব্যও বটে যে, মানুষ ও পশু এ দুই জাতির খাদ্য এবং অন্য সকল বস্তু মূল্য নির্ধারণের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। শুধু মানুষের খোরাকি এবং গবাদি পশুর শুকনো খাবারে তা নির্দিষ্ট থাকবে না।[৩৫]

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর বক্তব্য, ক্ষতির আশংকা থাকলে বিধিনিষেধ বৈধ। আর ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর মতে একচেটিয়া ব্যবসা ও মজুতদারি রোধে মূল্য নির্ধারণ বৈধ। এ উভয়ের ওপর ভিত্তি করে ইবনে আবিদীন মত প্রকাশ করেছেন, উপরিউক্ত দুই শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্যান্য দ্রব্যেও মূল্য নির্ধারণ বৈধ। যেমন- গোশত, ঘি ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে অপর একটি বক্তব্য হানাফীদের রয়েছে বলে আতাবি, হাসসাস প্রমুখ উল্লেখ করেছেন। তা হলো, শুধু মানুষ ও পশুর খাদ্যদ্রব্যে মূল্য নির্ধারণ বৈধ।[৩৬]

এক্ষেত্রে ইবনে তাইমিয়ার নিজস্ব অভিমত রয়েছে। তিনি মূল্য নির্ধারণ শুধু খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং এটাকে সর্বক্ষেত্রে বৈধ বলেছেন। এ বিষয়ে ইবনুল কাইয়িম ইবনে তাইমিয়ার পথ অবলম্বন করেছেন এবং যে কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে মূল্য নির্ধারণ বৈধ বলেছেন। যে পর্যন্ত যথাযথ পন্থায় ন্যায্যমূল্যে পণ্যের লেনদেন না হবে।

শায়খ তাকীউদ্দীন ব্যবসায়ীদেরকে ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিনিময় করতে বাধ্য করার বিষয়টিকে আবশ্যিক বলেন। তিনি বলেছেন, এতে কোনো দ্বিমত নেই। কারণ এর মধ্যে আল্লাহ তাআলার হক সংক্রান্ত সাধারণ কল্যাণের বিষয়টি নিহিত। আর জনকল্যাণের বিষয়টি ন্যায্যমূল্যে পণ্য বিনিময় ব্যতীত পরিপূর্ণ হয় না। যেমন জিহাদের বিষয়টি, যার মধ্যে ব্যাপক জনস্বার্থ নিহিত। মাতালিবু উলিন নুহা গ্রন্থকার বলেন, এ বাধ্যকরণ বিষয়টি উত্তম বলে বিবেচিত হবে এমন সব পণ্যের ক্ষেত্রে যেগুলোর মূল্য সাধারণের জানা আছে এবং যেসব পণ্যে সাধারণত পার্থক্য হয় না। যেমন- ওজনকৃত পণ্য ইত্যাদি।[৩৭]

---

[৩৫]. ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ২৫৬-২৫৭; রওজাতুত তালিবীন, খ. ৩, পৃ. ৪১১; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৩৮

[৩৬]. ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ২৫৭; আদ-দুরারুল মুনতাকা, খ. ২, পৃ. ৫৪৮

[৩৭]. আল-হিসবা ফিল ইসলাম, পৃ. ১৭; আত-তুরুকুল হুকমিয়্যা, পৃ. ২৪৫; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ১৬২

www.amarboi.org

মালেকী মাযহাবের ফকীহগণের নিকটও অনুরূপ দুটি অভিমত রয়েছে :

প্রথম মত : মূল্যনির্ধারণ শুধুমাত্র পরিমাপযোগ্য ও ওজনযোগ্য পণ্যে কার্যকর হবে–তা খাদ্যদ্রব্য হোক বা অন্য কিছু। যা কিছু পরিমাপযোগ্য বা ওজনযোগ্য নয় সেগুলো সমজাত না হওয়ার কারণে মূল্যনির্ধারণ সম্ভব নয়। এ বক্তব্য ইবনে হাবীবের। আবুল ওয়ালিদ আল-বাজী বলেন, পরিমাপযোগ্য ও ওজনযোগ্য পণ্য যদি এক বরাবর হয় তবে এ বিধান কার্যকর হবে। পণ্য যদি সাদৃশ্যপূর্ণ না হয়ে ভিন্ন মানের হয়, তাহলে উন্নত পণ্যের মালিককে নিম্নমানের পণ্যের মূল্যে বিক্রি করার আদেশ দেওয়া যাবে না। কারণ, উন্নত পণ্যের একটি বাড়তি মূল্য রয়েছে। যেমন পণ্যের পরিমাণ বেশি হলে দাম বেশি হয়, পরিমাণ কম হলে দাম কম হয়।

দ্বিতীয় মত : শুধু খাদ্যদ্রব্যে মূল্য নির্ধারণ করা যাবে। এ বক্তব্য ইবনে আরাফার।[৩৮]

কাদের জন্য পণ্যমূল্য নির্ধারণ করা হবে এবং কাদের জন্য করা হবে না?

বাজারের ব্যবসায়ীদের জন্য পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া হবে। আর যাদের জন্য পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা যাবে না তারা হলো :

প্রথম : আমদানিকারক

হানাফী ও হাম্বলী সকল ফকীহ এবং মালেকী অধিকাংশ ফকীহ-এর অভিমত, যা শাফেয়ী ফকীহগণেরও এক বক্তব্য যে, আমদানিকারকের জন্যে পণ্যমূল্য নির্ধারণ করা যাবে না। তবে জনগণের সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে নির্ধারণ করা যাবে। তখন আমদানিকারককে তার ইচ্ছামাফিক মূল্যে বিক্রি করতে নিষেধ করা হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা., কাসিম ইবনে মুহাম্মদ এবং সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ হতেও বর্ণিত আছে, আমদানিকারকের পণ্যে মূল্য নির্ধারণ করা বৈধ নয়। মালেকী ফকীহ ইবনে হাবীব বলেন, গম ও যব ব্যতীত অন্যান্য পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করা হবে। এ দুটি পণ্যের আমদানিকারক তার সুবিধামতো মূল্যে বিক্রি করতে পারবে।[৩৯] অনুরূপ মূল্য নির্ধারণ করা হবে না তেল, ঘি, গোশত, সবজি, তরকারি, ফল ইত্যাদি পণ্যে, যেগুলো ব্যবসায়ীরা আমদানিকারদের নিকট হতে ক্রয় করে থাকে। এখানেও আমদানিকারকের পণ্যে মূল্য নির্ধারণ করবে না, মূল্য নির্ধারণের চেষ্টাও করবে না। তবে ব্যবসায়ীরা যদি কোনো বিক্রিমূল্য স্থির করে নেয় তাহলে তাদেরকে বলা হবে, হয়তো নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রি করো, নয়তো বাজার থেকে বের হয়ে যাও।[৪০]

---

৩৮. আল-মুনতাকা লিলবাজি, খ. ৫, পৃ. ১৮-১৯; আত-তুরুকুল হুকমিয়্যা, পৃ. ২৫৭।

৩৯. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২১৪; আল-মুনতাক্বা, খ. ৫, পৃ. ১৭; আত-তুরুকুল হুকমিয়্যা, পৃ. ২৫৪; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৩৮০; আল-মি'য়ারুল মুগরিব, খ. ৫, পৃ. ৮৪, প্রকাশক : দারুল গারবিল ইসলামি

৪০. আল-মুনতাক্বা, খ. ৫, পৃ. ১৯

www.amarboi.org

দ্বিতীয় : মজুতদার

হানাফী মাযহাবের অভিমত হলো, মজুতদারের জন্য মূল্য নির্ধারণ করা হবে না, বরং তাকে খাদ্যদ্রব্য বাজারে উন্মুক্তভাবে বিক্রি করার আদেশ দেওয়া হবে। সে তার পরিবারের জন্য স্বাচ্ছন্দে ব্যয়যোগ্য বার্ষিক খোরাকির অতিরিক্ত খাদ্য বিক্রি করে দেবে। কিন্তু তার পণ্যে মূল্য নির্ধারণ করা হবে না, সে ব্যবসায়ী হোক অথবা নিজের জন্য উৎপাদনকারী হোক।[৪১] মুহাম্মদ ইবনুল হাসান বলেন, মজুতদারকে তার মজুতকৃত পণ্য বিক্রি করতে বাধ্য করা হবে, তবে তার পণ্যে মূল্য নির্ধারণ করা হবে না। বরং তাকে বলা হবে, অন্য সকলে যেভাবে বিক্রি করে তুমিও সেভাবে বিক্রি করো। এবং এতটুকু বর্ধিত মূল্যে বিক্রি করতে পারবে যা সাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য। এর চেয়ে বেশি মূল্যে বিক্রি করার সুযোগ তাকে দেওয়া যাবে না।[৪২]

তৃতীয় : যারা দোকান বা আরতের বাইরে পণ্য বিক্রি করে

আত-তায়সীর গ্রন্থকার বলেন : যারা দোকানঘর, বিপণিবিতানের বাইরে পণ্য বিক্রি করতে বিশিষ্টজন এবং সাধারণের নিকট প্রদর্শন করে, তাদের পণ্যে মূল্য নির্ধারণ করা হবে না। ফলবিক্রেতা, কসাই, সব ধরনের কারিগরি ও শিল্পের মালিক এবং যারা পণ্যবহনকারী, দালাল বা এজেন্ট প্রমুখের নিকট হতে পণ্য সংগ্রহ করে তাদের বেলায় পণ্যমূল্য নির্ধারণ করা হবে না। তবে প্রশাসকের জন্যে কর্তব্য হবে প্রতিটি পেশার মানুষের নিকট হতে একটি নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য জামানত গ্রহণ করা, তার শিল্প ও কারিগরি এবং দক্ষতা সম্পর্কে পূর্ণ অবগত থাকা এবং শিল্পের মধ্যে কোন্টা উন্নত আর কোন্টা অনুন্নত– সে সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া এবং ঐ শিল্পের কারিগর ও মানুষদের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ সংরক্ষণ করা এবং যাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে তাদের ওপর তা প্রয়োগ করা। তবে তাদের মধ্যে প্রচলিত শিল্পে ও কারিগরিতে অভ্যাস আচরণ ও রীতি-নীতি ইত্যাদি থেকে তাদেরকে বের করা যাবে না।[৪৩]

অধিকাংশ ব্যবসায়ীর সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে এবং তাদের সাথে সাথে লাভবান হতে শাসক মূল্যহ্রাস বা বৃদ্ধির আদেশ দেবেন

আল্লামা বাজী রহ. বলেন : যে মূল্য হ্রাস করে বাজারে সম্পৃক্ত থাকার জন্য শাসক ব্যবসায়ীদেরকে আদেশ দেবেন সে মূল্য হলো জনস্বার্থে সমর্থিত মূল্য বা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সমর্থিত মূল্য। সুতরাং ব্যবসায়ীদের মধ্য হতে কেউ বা

---

৪১. আয-যায়লাই, খ. ৬, পৃ. ২৮; আল-মুনতাক্বা লিলবাজি, খ. ৫, পৃ. ১৭

৪২. আল-ইখতিয়ার, খ. ৪, পৃ. ১৬১; আল-হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ৯৩

৪৩. কিতাবুত তাইসীর ফি আহকামিত তাসয়ীর, পৃ. ৫৫-৫৬

www.amarboi.org

গুটিকয়েক ব্যবসায়ী যদি মূল্য হ্রাসের বিষয়ে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাহলে তিনি তাদেরকে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত মূল্যের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে অথবা ব্যবসা ছেড়ে দিতে আদেশ দেবেন। পক্ষান্তরে যদি কেউ বা মুষ্টিমেয় কিছু লোক মূল্য বাড়িয়ে দেয়, তাহলে তাদের বর্ধিত মূল্যের সাথে সবাইকে সম্পৃক্ত থাকতে আদেশ দেওয়া হবে না, অন্যথায় বেচা-বিক্রি থেকে নিবৃত্ত থাকতেও বলা হবে না। এর কারণ, কেউ যদি বিচ্ছিন্নভাবে বর্ধিত মূল্যে কোনো পণ্য বিক্রি করে সেটাকে ঐক্যবদ্ধ বা সম্মিলিত সিদ্ধান্তের মূল্য বলা যাবে না। আর এ মূল্যে বাজার বা পণ্য স্থিতি লাভ করবে এমনও নয়। বরং এ ক্ষেত্রে জনসাধারণ এবং অধিকাংশ মানুষের অবস্থা বিবেচনা করতে হবে।[৪৪]

মূল্য নির্ধারণের বিরোধিতা

নির্ধারিত মূল্য অমান্য করে বেচা-বিক্রির বিধান :

হানাফী ও হাম্বলী ফকীহদের মত এবং শাফেয়ী মাযহাবের সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত হলো, কেউ যদি নির্ধারিত মূল্য অমান্য করে পণ্য বিক্রি করে তবে তা শুদ্ধ হবে। যেহেতু এ বিধি-নিষেধ কোনো ব্যক্তিকে তার মালিকানাধীন পণ্য নির্দিষ্ট মূল্যেই বিক্রি করতে আরোপিত হয়নি। আর যদি শাসক মূল্য নির্ধারণ করেন এবং বিক্রেতা আশঙ্কা করে যে, প্রশাসন কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের কম মূল্যে বিক্রি করলে তাকে শাস্তি দেবে, তাহলে এ ক্ষেত্রে হানাফী ফকীহগণ স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, শাসক কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে পণ্য ক্রয় করা ক্রেতার জন্য বৈধ হবে না। কারণ, এটা এক ধরনের জবরদস্তি বলে গণ্য হবে। বরং বেচা-বিক্রি শুদ্ধ হতে এভাবে বলতে হবে, "তোমার পছন্দমতো মূল্যে আমার নিকট বিক্রি করো।"[৪৫]

নির্ধারিত মূল্য অমান্য করে সংঘটিত বেচা-বিক্রি শুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি মালেকী মাযহাবের ফকীহদের পক্ষ হতেও পরোক্ষভাবে বিধৃত। যেহেতু তারা বলেন, কেউ যদি মূল্য বাড়িয়ে দেয় অথবা কমিয়ে দেয় তাহলে বাজারমূল্যের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য তাকে আদেশ করা হবে। যদি সে অস্বীকার করে তাহলে তাকে বাজার থেকে বের করে দেওয়া হবে।[৪৬] শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহগণের বিশুদ্ধ মতের বিপরীত

---

৪৪. আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা, খ. ৫, পৃ. ১৭

৪৫. ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ২৬৫; আল-ইখতিয়ার, খ. ৪, পৃ. ১৬১; আল-ফাতওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২১৪; আল-হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ৯৩; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৩৮; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৬২; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৭৩, প্রকাশক : মুস্তফা আল-বাবি; রওযাতুত তালিবীন, খ. ৩, পৃ. ৪১১; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩৭, প্রকাশক : মুস্তফা আল বাবি আল হালাবি

৪৬. আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৬০

www.amarboi.org

মত হচ্ছে, বেচা-বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। তবে হাম্বলী ফকীহগণের মতে ক্রেতা যদি ঘোষিত মূল্য অমান্যকারী বিক্রেতাকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে তাহলে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ, এক ধরনের স্বার্থ রক্ষা করতে সে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন। দ্বিতীয়ত ভয়-ভীতি প্রদর্শন জবরদস্তি হিসেবে গণ্য।[৪৭]

অমান্যকারীর শাস্তি

হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহগণ স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন, প্রশাসন মূল্য নির্দেশনা দেওয়ার পর যে তা অমান্য করবে তাকে শাস্তি দেবে। কারণ, প্রশাসনের আদেশ অমান্য করার মাধ্যমে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করা হলো। ইমাম আবু হানিফাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, হিসাব রক্ষণে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি পণ্যমূল্য নির্ধারণ করে দেয়, আর কোনো কোনো ব্যবসায়ী সীমাতিক্রম করে বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে, তবে কি এ জন্য তাকে শাস্তি দেওয়া হবে? তিনি উত্তর দিলেন, যদি কোনো ব্যবসায়ী স্বেচ্ছাচারিতা করে বাজারমূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে তবে এ অপরাধে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে।[৪৮]

শাস্তির পরিমাণ, শাস্তির ধরন কী হবে, তা বিচারক বা তার প্রতিনিধি সাব্যস্ত করবেন। হয়তো আটক করা হবে বা বেত্রাঘাত করা হবে অথবা আর্থিক শাস্তি অথবা বাজার থেকে বহিষ্কার করা (ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করা) ইত্যাদি শাস্তি দেওয়া হবে।[৪৯] এসব শাস্তি প্রয়োগ করা হবে তখন, যখন মূল্য নির্ধারণ বৈধ হবে বা মূল্য নির্দিষ্ট থাকবে। আর যার মতে মূল্য নির্ধারণ বৈধ নয় বা যেসব পণ্যে মূল্য নির্ধারণ বৈধ নয় সেখানে নির্ধারিত মূল্যের বিরোধিতা করলে শাস্তি প্রয়োগ করা হবে না।[৫০]

—জসীম উদ্দীন খান পাঠান

---

৪৭. আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৩৮; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৬২; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ১৮৭; প্রকাশ আলামুল কুতুব

৪৮. আল-ফাতাওয়া আল-আনকারাবিয়া, খ. ১, পৃ. ১৪৭, প্রকাশক আস্তানা; আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৬০, আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৩৮; রওযাতুত তালিবীন, খ. ৩, পৃ. ৪১১; আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ১৮৬; হাশিয়াতুল জুমাল, খ. ৩, পৃ. ৯৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩৮

৪৯. আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৬০

৫০. মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৬২, কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ১৮৭

www.amarboi.org

قَبُولٌ : প্রস্তাব গ্রহণ
Acceptance (of a proposal)

পরিচয়

কবুল (الْقَبُول)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

কবুল (الْقَبُول) অর্থ সন্তোষমনে কোনো কিছু নেওয়া। তা قَبِلَ الشَّيْءَ قَبُولاً وَقُبُولاً থেকে গৃহীত। বলা হয় : قَبِلَ الْهَدِيَّةَ "সে উপঢৌকন গ্রহণ করল।" قَبِلْتُ الْخَبَرَ "আমি সংবাদ সত্যায়ন করলাম।" قَبِلْتُ الشَّيْءَ قَبُولاً "আমি বস্তুটি পছন্দ করলাম।" قَبِلَ الْعَمَلَ "সে কাজটি অনুমোদন করল।" ঈজাব অর্থ কোনো বিষয় অনুমোদন করা এবং তার দিকে মন ঝোঁকা। قَبِلَ اللهُ الدُّعَاءَ "আল্লাহ্ দুআ কবুল করলেন।"[১]

কবুল শব্দের আভিধানিক অর্থের বাইরে অন্য কিছু নয়। তবে ফকীহগণ কবুলকে বিক্রি, ইজারা ইত্যাদি চুক্তির ক্ষেত্রে অনুমোদন করা অর্থে, সাক্ষ্য জাতীয় ক্ষেত্রে বক্তব্য সত্যায়ন করা অর্থে এবং দেওয়া-নেওয়ার মাধ্যমে সম্পদ বিক্রি, হেবা ও হাদিয়া গ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নেওয়ার অর্থে গ্রহণ করেছেন।[২]

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

الْإِيجَابُ (ঈজাব) : প্রস্তাব, আবশ্যকীকরণ

ঈজাব (الْإِيجَابُ)-এর আভিধানিক অর্থ : আবশ্যক করা। বলা হয়, أَوْجَبَ الْأَمْرَ عَلَى النَّاسِ إِيجَابًا "তিনি সকল লোকের জন্য বিষয়টি আবশ্যক করলেন।" আরো বলা হয়, أَوْجَبَ الْبَيْعَ "বিক্রি আবশ্যিক হয়েছে।"

পারিভাষিক অর্থসমূহের একটি হলো, ঈজাব ঐ শব্দ, এক চুক্তিকারী থেকে যা প্রকাশ পায়, যার মাধ্যমে ঐ চুক্তিকারী নিজের জন্য কোনো বিষয় আবশ্যক করে নেয়। এ অর্থে ঈজাব চুক্তির অর্ধাংশ আর প্রস্তাব গ্রহণ চুক্তি পূর্ণকারক অপর অংশ। হানাফী ফকীহদের মতে এর পরিচয় হলো, উভয় চুক্তিকারীর মধ্য থেকে প্রথম যে কথা প্রকাশিত হয় তা হলো ঈজাব। আর কবুল (গ্রহণ) হলো অপরের পক্ষ

---

১. লিসানুল আরব; আল-মিসবাহুল মুনীর; আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন; আল-মুজামুল ওয়াসীত; মূল শব্দ قبل-مادة

২. আদ-দুররুল মুখতার ও হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৬-৭-১১-৩৭৬-৫০৮-৫০৯; আল-হাত্তাব, খ. ৬, পৃ. ১৫১; হাশিয়াতুল জুমাল, খ. ৩, পৃ. ৮; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২. পৃ. ২; আল-মুগনী, খ. ৩, পৃ. ৫৬১

www.amarboi.org

থেকে এরপর যা উল্লেখ করা হয়। সে শব্দ 'বিক্রি করলাম বা কিনলাম', যাই হোক না কেন।[৩]

যা দ্বারা কবুল হয়ে থাকে

কবুল কখনো হয় কথা দ্বারা, যেমন বিক্রেতার প্রস্তাব দানের পর ক্রেতা বলল, গ্রহণ করলাম বা অনুমোদন/পছন্দ করলাম। কখনো হয় কাজ দ্বারা, যেমন বায়'উত তা'আতী (الْبَيْعُ بِالتَّعَاطِي)-এর ক্ষেত্রে, যেখানে ক্রেতা বিক্রেতার কথা ব্যতীত মূল্য ও পণ্য আদান-প্রদানে বিক্রি সম্পাদিত হয়।[৪]

কখনো নীরবতাকে কবুল বিবেচনা করা হয়। আদ-দুররুল মুখতার গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে, কারো কাছে সম্পদ গচ্ছিত রাখার সময় তার স্পষ্টভাষ্যে কবুল করা; যেমন বলল, 'আমি কবুল করলাম', এটি যেমন ধর্তব্য হবে, তেমনি কবুল নির্দেশক কোনো কিছুর মাধ্যমে; যেমন : সম্পদ রাখার সময় সে নীরব থাকল। তাহলে এটিকেও কবুল বলে বিবেচনা করা হবে।[৫]

কখনো ইশারার মাধ্যমে কবুল হয়ে থাকে। যেমন বোবার বোধগম্য ইশারা ব্যক্তির কথার স্থলবর্তী।[৬] লেখার মাধ্যমেও কবুল হয়ে থাকে। তাই কবুল লেখার মাধ্যমে পণ্যে নিয়ন্ত্রণ সম্পাদিত হয়; যেহেতু এটি কবুল।[৭]

শরীয়তের বিধান

কখনো কবুল করা ওয়াজিব হয়। যেমন অন্য কেউ যোগ্য না থাকার দরুন একজনের বিচারকার্যের জন্য নির্ধারিত হওয়া। তখন এই ব্যক্তির বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করা আবশ্যক। যদি সে গ্রহণে বিরত থাকে তাহলে সে অবাধ্যচারী হবে। শাসক তাকে এ পদ গ্রহণের জন্য বাধ্য করতে পারবেন।[৮]

কখনো কবুল করা মুস্তাহাব হয়। যেমন : হাদিয়া, হেবা ইত্যাদি কবুল করা।[৯] কেননা রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لأَجَبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

---

৩. লিসানুল আরব; আল-মিসবাহুল মুনীর; ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৬-৭-১১
৪. দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ৩, পৃ. ১৪০-১৪১; ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৫০২; আল-মানছুর, খ. ২, পৃ. ৪০৫
৫. ইবনু আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৪৯৪; আল-ইখতিয়ার, খ. ৩ পৃ. ৯২
৬. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭; আল-মুগনী, খ. ৩, পৃ. ৫৬৬; দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩
৭. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৫, পৃ. ১৩৮; দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৫
৮. মুগনিল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৩৭৩; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ২২১
৯. আল-ইখতিয়ার, খ. ৩, পৃ. ৪৮; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩৯৬

www.amarboi.org

"যদি আমাকে পা অথবা খুরের দাওয়াত দেওয়া হয় আমি তাতে সাড়া দেব। যদি আমাকে পা অথবা খুর হাদিয়া দেওয়া হয় আমি তা গ্রহণ করব।"[১০]

অন্য হাদীসে আছে :

قَبِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةَ النَّجَاشِيِّ وَتَصَرَّفَ فِيهَا وَهَادَاهُ أَيْضًا

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজাশীর হাদিয়া গ্রহণ করেছেন। তা ব্যবহার করেছেন। এবং তাকেও হাদিয়া দিয়েছেন।"[১১]

কখনো কখনো কবুল করা হারাম। যেমন ঘুষ, বিশেষত অন্যায় রায় দেওয়ার জন্য বিচারককে যা দেওয়া হয় তা গ্রহণ করা।[১২] এর কারণ আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. বলেছেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়কে অভিশাপ দিয়েছেন।"[১৩]

কখনো কবুল করা হয় মুবাহ। যেমন চুক্তির ক্ষেত্রে কবুল করা। শায়খ উলাইশ রহ. ওদীআত বা গচ্ছিত রাখার ক্ষেত্রে বলেছেন, কখনো তা কবুল করা ওয়াজিব, হারাম, মাকরূহ ও মুবাহ। হাশিয়া ইবনে আবেদীন তথা ফাতাওয়া শামীতেও অনুরূপ আলোচনা বিদ্যমান।[১৪]

প্রস্তাব করার আগে প্রস্তাব গ্রহণ করা

অধিকাংশ ফকীহের মতে কবুল করা ঐ কাজ যা এমন ব্যক্তির পক্ষ হতে প্রকাশিত হয় যে বিক্রীত পণ্য বা ঋণের মালিকানা লাভ করে বা এমন ব্যক্তি যে পণ্য দ্বারা উপকৃত হয়। যেমন, ভাড়াটিয়া বা ঋণ গ্রহণকারী, অথবা যে নিজের জন্য কাজ আবশ্যক করে, যেমন মুদারাবার শ্রমিক বা যার নিকট গচ্ছিত রাখা হয় অথবা যে যৌনাঙ্গ ভোগ করার অধিকার রাখে যেমন স্বামী– এদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়। উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলোতে কবুল প্রথমে হোক বা শেষে, কোনো পার্থক্য নেই। আর প্রস্তাব হলো বিক্রেতা, ভাড়াদাতা, স্ত্রীর অভিভাবক

---

১০. আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে বুখারী রহ. হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ফাতহুল বারী, খ. ৫, পৃ. ১৯৯

১১. বায়হাকী রহ. হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আল-জাওহারুন নাকী গ্রন্থে ইবনুত তুরকুমানী হাদীসটিকে যয়ীফ বলেছেন।

১২. আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ৭৮; মুগনিল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৩৯২

১৩. আবদুল্লাহ ইবনু আমর রা.-এর বর্ণিত হাদীস, তিরমিযী রহ. উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ, খ. ৩, পৃ. ৬১৪

১৪. মিনাহুল জালীল, খ. ৩, পৃ. ৪৫২-৪৫৩; ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৪৯৪

www.amarboi.org

ইত্যাদি ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কাজ। প্রস্তাব প্রদান শুরুতে হোক বা শেষে, বিধান অভিন্ন। সুতরাং উল্লিখিত সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রস্তাব গ্রহণ বা কবুল প্রস্তাব প্রদানের আগেও হতে পারে, পরেও হতে পারে। উল্লিখিত সংজ্ঞা হলো গ্রহণকারী ও প্রস্তাবদাতা নির্দিষ্ট করার জন্য।

তবে বিয়ের ক্ষেত্রে হাম্বলীগণ মালেকী ও শাফেয়ীদের সাথে ভিন্নমত করেন। তাদের মতে, বিয়ের ক্ষেত্রে প্রস্তাব প্রদানের আগে প্রস্তাব গ্রহণ হতে পারে না। তারা বলেন, প্রস্তাব গ্রহণ তো হয়ে থাকে প্রস্তাব পেশের ভিত্তিতে। সুতরাং যদি প্রস্তাব গ্রহণ প্রস্তাব প্রদানের পূর্বে হয়, তাহলে প্রস্তাব গ্রহণ অর্থশূন্য হওয়ার কারণে তা ধর্তব্য হবে না। তবে বিক্রির বিষয় ভিন্ন। কেননা কোনো কথা না বলে একে অপরকে দেওয়ার মাধ্যমেও বিক্রি সম্পাদিত হয়। তা ছাড়া বিক্রির ক্ষেত্রে কোনো শব্দ/কথা নির্ধারিতও নয়। বরং বিক্রির অর্থবোধক যে কোনো শব্দ দ্বারা বিক্রি সম্পাদিত হয়।[১৫]

হানাফী ফকীহদের মতে, প্রথম পক্ষ চুক্তিতে যে বিষয়ের প্রস্তাব করে তাতে দ্বিতীয় পক্ষ অনুমোদনমূলক যা উল্লেখ করে তা হলো কবুল। তারা প্রথম প্রকাশিত বক্তব্যকে ঈজাব বা প্রস্তাবদান আর দ্বিতীয় প্রকাশিত বক্তব্যকে প্রস্তাব গ্রহণ হিসেবে বিবেচনা করেন। প্রস্তাব গ্রহণকারী বিক্রেতা হোক বা ক্রেতা, ভাড়া নেওয়া ব্যক্তি হোক বা ভাড়াদাতা, স্বামী হোক বা স্ত্রী অথবা স্ত্রীর অভিভাবক, উল্লিখিত সংজ্ঞা অভিন্ন।

ইবনুল হুমাম রহ. বলেন, ঈজাব হলো প্রথমে সংঘটিত সম্মতি প্রকাশক কাজকে সাব্যস্ত করা। এটি বিক্রেতার পক্ষ থেকে হতে পারে, যেমন সে বলল, আমি বিক্রি করছি। অথবা ক্রেতার পক্ষ থেকে। যেমন ক্রেতা প্রথম বলল : আমি তোমার নিকট থেকে এই বস্তু এক হাজার দীনার দ্বারা কিনলাম। আর কবুল হলো দ্বিতীয় কাজ। অন্যথায় উভয়ের পক্ষ থেকে প্রকাশিত আচরণই হবে ঈজাব অর্থাৎ সাব্যস্ত করা। দ্বিতীয় সাব্যস্তকরণকে কবুল নাম দেওয়া হয়েছে প্রথম সাব্যস্তকরণ থেকে পৃথক করার জন্যে। তা ছাড়া দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রথম কাজের অনুমোদন ও গ্রহণ।[১৬]

---

১৫. আল-হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ২২৯; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ২; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ১১; মুগনিল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ১৪০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৬৬-৩৫-৬৭ ও খ. ৬, পৃ. ২০৭; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৪০, খ. ৩, পৃ. ১২; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৫৩৪-৫৩৫

১৬. ইবনে আবিদীন, খ. ৪,পৃ. ৭; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৪৫৬; প্রকাশনা, দারু ইহয়াইত তুরাছ

www.amarboi.org

কবুল সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি

কবুল কখনো আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়, কখনো বান্দার পক্ষ থেকে। এর বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো :

প্রথম : মহান আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে কবুল করা :
আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে কবুল দুটি অর্থে প্রয়োগ হয়।
প্রথম : ক্ষমা করা, গোপন করা ও মার্জনা করা। বান্দার তওবা কবুল করার ক্ষেত্রে শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সামনের আয়াতে কবুল শব্দ দ্বারা এই অর্থই উদ্দিষ্ট : وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ "তিনি তার বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং পাপ মোচন করেন।"[১৭] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : التوبة।

দ্বিতীয় : আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে কবুল করার অর্থ আমলের সওয়াব ও প্রতিদান দেওয়া। তবে এই অর্থের ক্ষেত্রে আমলটি সহীহ্ হওয়া ও জিম্মাদারী আদায়ের জন্য যথেষ্ট হওয়া এবং আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে কবুল করার মাঝে কি পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে, না নেই; তা নিয়ে আলেমদের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে।

কারাফী বলেন, এক্ষেত্রে একটি মূলনীতি রয়েছে। তা হলো, কবুল হওয়া, জিম্মা আদায়ে যথেষ্ট হওয়া এবং আমল সহীহ হওয়া ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। সুতরাং জিম্মা আদায়ে যথেষ্ট আমল, আর সেটিই সহীহ আমল, যার শর্তাদি ও রুকনসমূহ (সকল মৌলিক অংশ) পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। সহীহ্ হওয়ার ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রতিবন্ধক অনুপস্থিত। সকলের ঐকমত্যে এমন আমল করলে ব্যক্তি আমল আদায়ের জিম্মা বা দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়। এ আমলের আদায়কারী হয় অনুগত ও জিম্মামুক্ত। এটি আবশ্যকীয় ও ঐকমত্যপূর্ণ বিষয়।

আর আমলের বিনিময়ে সওয়াব লাভ করার বিষয়ে মুহাক্কিক আলেমদের মত, সওয়াব লাভ আবশ্যক নয়। কতক ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তাআলা আমলের জিম্মামুক্ত করেন; তবে সওয়াব দেন না। এটি আমল কবুল করার অর্থ।

কয়েকটি বিষয় এই অর্থ নির্দেশ করে।

প্রথম বিষয় : দুই আদমপুত্রের ঘটনা সম্পর্কে আয়াত : إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ "অবশ্যই আল্লাহ্ মুত্তাকীদের কুরবানী কবুল করেন।"[১৮]

দুভাই যখন কুরবানী করল, একজনের পক্ষ থেকে কুরবানী কবুল করা হলো, অপরজনের কুরবানী কবুল করা হয়নি। অথচ দ্বিতীয়জনের কুরবানী ছিল আদেশ

---

১৭. সূরা শুরা, আয়াত ২৫; দেখুন : মুখতাসারু তাফসীরি ইবনি কাছীর, খ. ৩, পৃ. ২৭৭
১৮. সূরা মায়িদা, আয়াত ২৭

www.amarboi.org

অনুযায়ী। এর দ্বারা অনুমেয়, অপর ভাইয়ের তাকওয়া না থাকাকে কবুল না হওয়ার কারণ গণ্য করা হয়েছে। যদি তার আমল সত্তাগতভাবে ত্রুটিযুক্ত হতো তাহলে অপর ভাই তাকে বলত, আল্লাহ শুধু সঠিক আমল কবুল করেন। কেননা আমল কবুল না হওয়ার এটি ছিল নিকটবর্তী কারণ। সুতরাং ভাই যখন এই কারণ দর্শানো বাদ দিয়ে অন্য কারণ বলল, তখন প্রমাণিত হলো তার আমলটি সহীহ ও জিম্মা আদায়ে যথেষ্ট ছিল। তবে তাকওয়া না থাকার কারণে আমলটি কবুল হয়নি। সুতরাং বোঝা গেল, জিম্মা আদায়ে যথেষ্ট আমল কখনো কখনো কবুল হয় না, যদিও তা দ্বারা দায়মুক্ত হওয়া যায় এবং সত্তাগতভাবে তা সহীহ হয়।

দ্বিতীয় বিষয় : ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ. সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনা :

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

"স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কাবাঘরের দেয়াল তুলছিলেন, তারা বলছিলেন, হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদের এই কাজ কবুল ও গ্রহণ করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।"[১৯]

এভাবে তাদের উভয়ের আমল কবুল হওয়ার আবেদন প্রমাণ করে, সহীহ আমল হলেই তা কবুল হওয়া আবশ্যক নয়। অথচ তারা উভয়ে সহীহ আমলই করেছেন। আর তাই তারা উভয়ে নিজেদের আমলের জন্য কবুল হওয়ার দোয়া করেছেন।

তৃতীয় বিষয় : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদীস। তিনি বলেছেন:

مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الْإِسْلَامِ أُوخِذَ بِالْأَوَّلِ وَالْآخِرِ

"যে ইসলামে (মুসলিম অবস্থায়) উত্তম আমল করবে, জাহিলিয়্যাতে (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) কৃত আমলের কারণে তাকে পাকড়াও করা হবে না। আর যে মুসলিম হয়ে অন্যায় আমল করবে তাকে পূর্বাপর সমস্ত আমলের কারণে পাকড়াও করা হবে।"[২০]

উল্লিখিত হাদীসে প্রতিদান অর্থাৎ সওয়াব প্রদানের জন্য মুসলিম অবস্থায় উত্তমভাবে আমলের শর্ত করা হয়েছে। আর ইসলামে ইহসান (অর্থাৎ উত্তমভাবে আমল করা) হলো তাকওয়া।

চতুর্থ বিষয় : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর পশু যখন যবেহ করলেন, বললেন : اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ "হে আল্লাহ! আপনি এটি

---

১৯. সূরা বাকারা, আয়াত ১২৭

২০. ইবনে মাসউদ রা.-এর সূত্রে বুখারী (ফাতহুল বারী, খ. ১২, পৃ. ২৬৫) এবং মুসলিম (খ. ১, পৃ. ১১) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

www.amarboi.org

মুহাম্মদ ও মুহাম্মদের পরিবারের পক্ষ থেকে কবুল করুন।"[২১] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবুল করার দোয়া করেছেন। অথচ কুরবানী সংশ্লিষ্ট তাঁর আমল ছিল শরীয়া অনুযায়ী। তাহলে এই দোয়া প্রমাণ করে, জিম্মামুক্ত হওয়া এবং জিম্মা আদায়ে যথেষ্ট হওয়া থেকে কবুল হওয়া ভিন্ন আরেকটি বিষয়। অন্যথায় নবী স. কবুল হওয়ার দোয়া করতেন না। যেহেতু অর্জিত বিষয়ের অর্জন করার দোয়া জায়েয নেই।

পঞ্চম বিষয় : নেককার ও উত্তম ব্যক্তিগণ সর্বদা আল্লাহর কাছে আমল কবুল হওয়ার দোয়া করতে থাকেন। যদি এই দোয়া আমল সহীহ ও জিম্মা আদায় হওয়ার জন্য করা হতো, তাহলে আমল শুরু করার পূর্বে এই দোয়া করা উত্তম হতো। তখন আল্লাহ তাআলার কাছে সকল শর্ত ও আরকান সহজ করে দেওয়া এবং আমল সহীহ হওয়ার যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার দোয়া করতেন। আমল সম্পাদিত হওয়ার বিষয়টি দৃঢ় হওয়ার পর এই দোয়া করা উত্তম হতে পারে না।

উল্লিখিত কারণগুলো প্রমাণ করে, কবুল হওয়া হচ্ছে, কোনো জিম্মা আদায়ে যথেষ্ট হওয়া এবং আমল সহীহ হওয়া ভিন্ন অন্য একটি বিষয়। আর সেটি হলো সওয়াব লাভ করা। উল্লিখিত দলিল ছাড়াও কারাফী রহ. আরো দলিল পেশ করেছেন। এরপর বলেছেন, এই পার্থক্য যখন সুস্পষ্ট হলো তখন জিম্মা আদায়ে যথেষ্ট হওয়ার পর আমল কবুল হওয়ার জন্য তাকওয়ার গুণ থাকা শর্ত। এক্ষেত্রে আভিধানিক তাকওয়া প্রযোজ্য হবে না। তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ হলো সামগ্রিকভাবে অপছন্দনীয় বিষয় থেকে বেঁচে থাকা। বরং এখানে তাকওয়া হলো হারাম বিষয়াদি পরিহার করা এবং আবশ্যক বিষয়াদি করা, যেন এটা ব্যক্তির সাধারণ অবস্থা হয়।[২২]

দ্বিতীয় : এক ব্যক্তির কাজ অপর ব্যক্তির কবুল করা

এক বান্দার কাজ অপর বান্দার কবুল করা ঐ কার্যক্রমে ঘটে যেগুলো তাদের মাঝেই পূর্ণ হয়। এই কার্যক্রমের কিছু এমন যেগুলো সম্পাদনের জন্য কবুল করা শর্ত। এগুলো এমন চুক্তি যেগুলো উভয় পক্ষের ইচ্ছায় পূর্ণ হয়। যেমন বিক্রি, ইজারা, আরিয়া, ওদীআত, ঋণ, সন্ধি, বিবাহ ইত্যাদি। এই সকল চুক্তি সম্পাদন হওয়া কবুল করার ওপর নির্ভরশীল। যেহেতু কবুল করা ঈজাব বা প্রস্তাবদানের পরিপূরক কাজ। আর প্রস্তাবদান ও প্রস্তাব গ্রহণ ছাড়া চুক্তি পূর্ণ ও সম্পাদিত হয় না। এর কারণ, এ দুটি বিষয় চুক্তির মূল কাঠামোকে রূপ দান করে।

---

২১. আয়েশা রা.-এর সূত্রে ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (খ. ৩, পৃ. ১৫৫৭)

২২. আল-ফুরূক, কারাফী কৃত, খ. ২, পৃ. ৫১-৫৩

www.amarboi.org

কার্যক্রমের কিছু এমন রয়েছে, যেগুলোতে কবুল করা শর্ত হয় না। সেগুলো একজনের ইচ্ছায়ই সম্পাদিত হয়। এ জাতীয় একটি হচ্ছে : অনির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য ওয়াকফ করা। যেমন মসজিদের জন্য ওয়াক্ফ, দরিদ্র ও মিসকীনদের জন্য ওয়াকফ। অসীয়ত করার বিধানও অনুরূপ। এ জাতীয় কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে স্রেফ বিয়োজন জাতীয় কার্যক্রম : যেমন তালাক দেওয়া, গোলামকে মুক্ত করা, যদি উভয়টি বিনিময়শূন্য হয়ে থাকে। উল্লিখিত কার্যগুলোতে কবুল করা শর্ত নয়। এগুলো পূর্ণ হওয়ার জন্য শুধু ঈজাব বা প্রস্তাব পেশ যথেষ্ট।

এ কার্যক্রমে কিছু এমন রয়েছে, যেগুলোতে কবুল শর্ত হওয়ার বিষয়ে মত ভিন্নতা রয়েছে। যেমন দায়মুক্ত করা। এটি নিয়ে মতভিন্নতার ভিত্তি হলো, এতে কি হক বিয়োজন করা হয়, না মালিক বানানো হয়, তা নিয়ে মতভিন্নতা।[২৩] এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ জানতে দ্রষ্টব্য, পরিভাষা : عقد

কবুল করা সংক্রান্ত একটি আলোচনা রয়েছে যা চুক্তির ক্ষেত্র বহির্ভূত। যেমন সাক্ষীর সাক্ষ্য কবুল করা, অলীমার দাওয়াত কবুল করা ইত্যাদি। এগুলোর আলোচনা সামনে আসছে।

চুক্তিতে কবুল করার শর্তাবলি

চুক্তিতে কবুল করার বিভিন্ন শর্ত রয়েছে। যেমন :

ক. কবুল হবে ঈজাব অনুযায়ী

এটি সকল চুক্তিতে শর্ত। উদাহরণত : বিক্রির ক্ষেত্রে বিক্রেতা যেভাবে প্রস্তাব করবে ক্রেতার সেভাবে কবুল করা শর্ত। যদি ক্রেতা এর অন্যথা করে, যেমন সে বিক্রেতার প্রস্তাবকৃত বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয় কবুল করল, বা তার আংশিক বস্তু কবুল করল, তাহলে চুক্তি সম্পন্ন হবে না। সুতরাং বিক্রেতা যদি বলে, আমি তোমার কাছে দশ দিরহামে বিক্রি করলাম আর ক্রেতা বলল, আমি তা আট দিরহামে কবুল করলাম, তাহলে বিক্রি সম্পন্ন হবে না।[২৪] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : بيع

খ. ঈজাবের মজলিসে কবুল হওয়া

হানাফী ফকীহরা এ শর্তকে ইত্তিহাদুল মাজলিস (اتّحادُ المَجلس) বা 'মজলিস এক হওয়া শব্দে' ব্যক্ত করেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য, কবুল করার পূর্বে দুই চুক্তিকারীর

---

২৩. আল-মানছুর, খ. ২, পৃ. ৩৯৭-৩৯৮; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ২, পৃ. ২৯৯, খ. ৪, পৃ. ১৭৪, খ. ৫, পৃ. ৩৩, খ. ৬, পৃ. ২০ ও ৭৯; আল-হাত্তাব, খ. ৬, পৃ. ২২ ও ৫৪; ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৫; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৭৯; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, সুয়ূতীকৃত, ৩০৩; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ৩, পৃ. ৫৪৩

২৪. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৫; আল-হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ২৩০; হাশিয়াতুল জুমাল, খ. ৩, পৃ. ১৪; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ১৪৬-১৪৮; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৬

www.amarboi.org

আলাদা না হওয়া এবং যে কাজে মজলিস সংঘটিত হয়েছে সে কাজ ছাড়া অন্য কাজে প্রস্তাব দানকারী বা গ্রহণকারীর ব্যস্ত না হওয়া। এর কারণ, মজলিসের অবস্থা চুক্তির অবস্থার ন্যায়। সুতরাং উভয় পক্ষ যদি কবুল প্রকাশ করার পূর্বে আলাদা হয়ে যায়, অথবা সামাজিক প্রচলনে মজলিস শেষ বোঝায় এমন কোনো কাজে ব্যস্ত হয়, তাহলে চুক্তি সম্পন্ন হবে না। যেহেতু চুক্তি ভিন্ন অন্য কাজে ব্যস্ত হওয়া বা মজলিস ভেঙ্গে দেওয়া চুক্তিতে অনীহা প্রকাশ করে। এটি সকল আলেমের ঐকমত্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত।

ঈজাবের পর কবুলকে বিলম্বিত করায় কোনো সমস্যা নেই, যতক্ষণ পর্যন্ত উভয়ে মজলিসে থাকে এবং প্রচলনে মজলিস ভেঙ্গে দেওয়া বোঝায় এমন কাজে ব্যস্ত না হয়। এটি হানাফীদের, মালেকীদের ও হাম্বলীদের মত। শাফেয়ীগণ বলেন, যে সকল চুক্তিতে কবুল করা শর্ত, সেগুলোতে প্রস্তাবদানের পরপর কবুল করবে। তবে সামান্য পরে হওয়া তাদের মতে সমস্যা নয়।[২৫]

গ. কবুল বাধ্যতামূলক না হওয়া

এক চুক্তিসম্পাদনকারীর তরফ থেকে ঈজাব করার পর চুক্তি সম্পাদনকারী অপর ব্যক্তির ইচ্ছাধিকার রয়েছে। ইচ্ছা হলে মজলিসে সে কবুল করবে। ইচ্ছা হলে ঈজাব প্রত্যাখ্যান করবে। এটিকে হানাফীগণ খিয়ারুল কবুল (خِيَارُ الْقَبُول)বা (গ্রহণের ইচ্ছাধিকার) শব্দে ব্যক্ত করেন। তারা বলেন, যদি অপর পক্ষের জন্য খিয়ারুল কবুল সাব্যস্ত না হয় তাহলে তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিক্রির বিধান তার জন্য আবশ্যক হয়ে যাবে। খিয়ারুল কবুল মজলিস শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে। সুতরাং যতক্ষণ মজলিস বহাল থাকবে ততক্ষণ দ্বিতীয় পক্ষের অধিকার থাকবে গ্রহণ করা বা প্রত্যাখ্যান করার, যদি না প্রস্তাবদাতা মজলিস শেষ হওয়ার পূর্বে তার প্রস্তাব ফিরিয়ে নেয়।

হানাফীদের সাথে এক্ষেত্রে শাফেয়ীগণ ও হাম্বলীগণ অভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা তারা মজলিসের খিয়ার (خِيَارُ الْمَجْلِس) ও ইচ্ছাধিকার গ্রহণ করেন সে হাদীস অনুযায়ী আমলের ভিত্তিতে যা ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

---

২৫. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৫, পৃ. ১৩৭; আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২১; ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ১৯-২০, খ. ২, পৃ. ২৬৬; দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৫; আল-হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ২৪০; আল-জুমাল, খ. ৩, পৃ. ১২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৬; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৪১

www.amarboi.org

"যখন দুজন লোক কেনাবেচা করে তখন তাদের উভয়ের ইচ্ছাধিকার থাকে, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়।"[২৬]

মালেকীদের মতে যে প্রথম কথা বলবে তার বক্তব্য ফিরিয়ে নেওয়া জায়েয নেই, যদিও ফিরিয়ে নেওয়া অপর পক্ষের অনুমোদনের পূর্বে হয়। তবে একটি অবস্থা ভিন্ন। তা হচ্ছে, যদি প্রথম কথা বলা ব্যক্তি বর্তমান বা ভবিষ্যৎবাচক শব্দ (فعل مُضَارِعٌ) দিয়ে কথা বলে, তারপর দাবি করে যে, এটা বলে সে বিক্রি করার উদ্দেশ্য করেনি; বরং এটা দ্বারা সে ওয়াদা বা দুষ্টুমি করেছে। তাহলে সে কসম করবে এবং তাকে (দাবিতে) সত্যায়ন করা হবে।[২৭]

প্রস্তাবদানের পর যদি প্রস্তাবের মিলমত কবুল হয়ে থাকে, তাহলে এই কার্য আবশ্যক হবে। এই কার্য বাতিল করা জায়েয হবে না, যদি এটি আবশ্যক জাতীয় কার্যক্রম হয়। যেমন, বিক্রি ও ইজারা। এটি হানাফীদের ও মালেকীদের মত। শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে, মজলিস শেষ হওয়া অথবা বিক্রি আবশ্যক করা ছাড়া পণ্যে অন্য কোনো কর্তৃত্ব আবশ্যক হয় না।[২৮]

ইবনে কুদামা রহ. দলিল হিসেবে পেশ করেন ইবনে উমর রা.-এর বর্ণিত হাদীস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ .

"যখন দুজন লোক বেচাকেনা করে তখন তারা উভয়ে ইচ্ছাধিকার পাবে, যতক্ষণ তারা আলাদা না হয় এবং উভয়ে একসাথে থাকে। অথবা একজন অপরজনকে ইচ্ছাধিকার দেয়। যদি একজন অপরজনকে ইচ্ছাধিকার দেয়, এর ভিত্তিতে বেচাকেনা করে, তাহলে বিক্রি আবশ্যক হবে। আর যদি বিক্রির পর তারা আলাদা হয়, একজনও বিক্রি না ছেড়ে দেয়, তাহলে বিক্রি আবশ্যক হবে।"[২৯]
এ বিষয়ের বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য : خِيَارُ الْمَجْلِسِ

---

২৬. হাদীসটি বুখারী রহ. উদ্ধৃত করেছেন, ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ৩৩৩; মুসলিম রহ. উদ্ধৃত করেছেন, খ. ৩, পৃ. ১১৬৩

২৭. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ১৩৪; আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ২১; ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ২৯; আল-হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ২৪০; দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৫; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৪৩-৪৪; আল-মুগনী, খ. ৩, পৃ. ৫৬৩

২৮. ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ২০; আল-হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ২২৮; হাশিয়াতুল জুমাল, খ. ৩, পৃ. ১০; আল-মুগনী, খ. ৩, পৃ. ৫৬৩

২৯. এ হাদীসটির মূল বিবৃত হয়েছে টীকা ২৬-এ।

www.amarboi.org

ঘ. কবুলকারী হস্তক্ষেপ করার যোগ্য হওয়া

এর অর্থ হলো কবুলকারী প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়া। অর্থনৈতিক সকল লেনদেনে এটি শর্ত। সুতরাং শিশু বা পাগলের কবুল করা সহীহ হবে না। এক্ষেত্রে তাদের স্থলাভিষিক্ত হবে পিতা, অভিভাবক বা বিচারক। স্বেচ্ছাসেবা জাতীয় চুক্তি যেমন অসিয়ত ও হেবা ইত্যাদির ক্ষেত্রে শিশু ও পাগলের কবুল করা সহীহ হবে, যেহেতু এতে তাদের খুশি ও আনন্দ রয়েছে। এই কবুল করা অভিভাবক বা তত্ত্বাবধায়কের অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল হবে না। এটা সামগ্রিক বিধান। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য : أَهْلِيَّة

তৃতীয় : সাক্ষ্য গ্রহণ করা

সাক্ষীর সাক্ষ্য কবুল করার অর্থ হলো : সাক্ষী যা সাক্ষ্য দেবে বিচারক তা সত্য বলে মেনে নেওয়া, যেন তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে রায়প্রদান সম্ভব হয়। কেননা সাক্ষ্য একটি শরয়ী দলিল যা সত্য বিষয় প্রকাশ করে এবং বিচারে সাক্ষ্য অনুযায়ী ফয়সালা করা আবশ্যক করে। কেননা সাক্ষ্যদানের শর্ত যখন পূর্ণ হয় তখন তা সত্য বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করে। আর বিচারক সত্য অনুযায়ী ফয়সালা দেওয়ার জন্য আদিষ্ট।

সাক্ষ্য অনুযায়ী বিধান প্রয়োগের দিক বিবেচনা করে সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য ফকীহগণ বেশ কিছু শর্ত প্রণয়ন করেছেন। সেগুলো হয়তো সাক্ষ্যদাতার বিবেচনায়, যেমন তার প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্ক, ন্যায়নিষ্ঠ ও অপবাদমুক্ত হওয়া ইত্যাদি। আর কিছু শর্ত সাক্ষ্যদানের বিষয় সংক্রান্ত, যেমন বিষয়টি জানা থাকা। আর কিছু শর্ত সাক্ষ্যদাতার সংখ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য : شَهَادَة

চতুর্থ : দাওয়াত কবুল করা

দাওয়াত দ্বারা এখানে দুটি বিষয় উদ্দেশ্য :

প্রথম বিষয় : আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনা, তাঁর কিতাবসমূহ ও রাসূলদের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত। আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত কবুল করা অত্যাবশ্যক। যেহেতু এ আহ্বানকারী যেদিকে ডাকছেন সেদিক অভিমুখী হওয়া এবং তার ডাকা বিষয়ে তার অনুগমন করা মহাকল্যাণ, যা আল্লাহ তাআলা এই দাওয়াত গ্রহণকারীর জন্য তৈরি রেখেছেন।

জাবের রা. এর সূত্রে ইমাম বুখারীর বর্ণিত হাদীসে রয়েছে :

جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ نَائِمٌ . . . ، إِلَى أَنْ قَال : فَقَالُوا : مَثَلُهُ كَمَثَل رَجُلٍ بَنَى دَارًا جَعَل فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا ، فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَل الدَّارَ وَأَكَل مِنَ الْمَأْدُبَةِ ،

www.amarboi.org

وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَةِ ، فَأَوَّلُوا الرُّؤْيَا فَقَالُوا : الدَّارُ : الْجَنَّةُ ، وَالدَّاعِي : مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ عَصَى اللهَ

একদল ফেরেশতা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলো। তিনি তখন ঘুমন্ত। ... তিনি বলেন, তারা বললেন, তার উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তি, যে বাড়ি নির্মাণ করে বাড়িতে খাবারের আয়োজন করল। আর একজন আহ্বানকারী পাঠিয়ে দিল। সুতরাং যে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিল সে বাড়িতে প্রবেশ করল এবং খাবার থেকে খেল। আর যে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিল না সে বাড়িতে প্রবেশও করল না এবং খাবারও খেল না। এরপর তারা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, বাড়ি হলো জান্নাত। আর আহ্বানকারী হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করবে সে আল্লাহর অনুগত হবে। আর যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্য হবে সে আল্লাহর অবাধ্য হবে।[৩০] বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য : دعوة

দ্বিতীয় বিষয় : খাবারের দাওয়াত দেওয়া। এখানে কবুল দ্বারা উদ্দেশ্য দাওয়াত গ্রহণ করা এবং যে অনুষ্ঠানের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে সেখানে যাওয়া। যদি অনুষ্ঠানটি বিয়ের অলীমা হয়ে থাকে তাহলে অলীমার দাওয়াত কবুল করা ওয়াজিব। এ ছাড়া অন্য অনুষ্ঠান হলে, যেমন আকীকা, বাড়ি নির্মাণ উপলক্ষে খাওয়া ইত্যাদিতে ফকীহগণের মতভিন্নতা রয়েছে এ দাওয়াত কবুল করার বিষয়ে। এই দাওয়াত কবুল করা কি ওয়াজিব না মুস্তাহাব? এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য : دعوة

—নাজিদ সালমান

---

৩০. জাবের রা. বর্ণিত এ হাদীস ইমাম বুখারী উল্লেখ করেছেন। ফাতহুল বারী, খ. ১৭, পৃ. ২৪৯

www.amarboi.org

قَبْضٌ : কব্জা করা : Taking Possession

পরিচিতি

কব্‌য (القَبْض)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

কব্‌য (القَبْض) শব্দটি بَاب ضَرَبَ-এর মাসদার বা শব্দমূল। এর এক অর্থ : পুরো হাতের তালু দিয়ে কোনো কিছু ধরা। এ অর্থে বলা হয় : قَبَضَ السَّيْفَ وَغَيْرَهُ "তরবারি বা অন্য কিছু ধরা।" এ কথাটি এভাবেও বলা হয় : قَبَضَ الْيَدَ عَلَى الشَّيْءِ। আরো যে সকল অর্থে কব্‌য-এর ব্যবহার রয়েছে সেগুলো হচ্ছে : গ্রহণ করা, কব্জা করা, দখল করা। যেমন বলা হয় : قَبَضَ الْمَالَ "সে সম্পদ গ্রহণ করেছে, কব্জা বা দখল করেছে।" কব্‌য শব্দের অপর একটি অর্থ হচ্ছে : الإِمْسَاكُ عَنِ الشَّيْءِ "বিরত থাকা, নিবৃত্ত থাকা।" বলা হয় : قَبَضَ يَدَهُ عَنِ الشَّيْءِ "সে দান থেকে বিরত থেকেছে। তাই দান ও ব্যয় ইত্যাদি থেকে হাত গুটিয়ে রাখাকেও কব্‌য বলা হয়।

কোনো কিছু কব্জা করা বা দখল করার ক্ষেত্রে কব্‌য শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যদিও সেখানে হাতের তালু দিয়ে তা ধরা হয় না। যেমন : قَبَضْتُ الدَّارَ وَالأَرْضَ مِنْ فُلَانٍ "আমি জমিটি বা বাড়িটি অমুকের নিকট থেকে আমার কব্জায় এনেছি।" বলা হয় : هٰذَا الشَّيْءُ فِي قَبْضَةِ فُلَانٍ "এই জিনিসটি তার দখলে রয়েছে, তার মালিকানায় ও অধিকারে রয়েছে।" কখনো কব্‌য শব্দটা মৃত্যু বোঝায়। বলা হয় : قُبِضَ فُلَانٌ "অমুকের মৃত্যু হয়েছে।" সে অর্থেই মৃত ব্যক্তিকে মাকবূয (مَقْبُوضٌ) বলা হয়।[১]

ইয ইবনে আব্দুস সালাম বলেন, মহান আল্লাহ বলেছেন : وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ "আল্লাহ তাআলাই (জীবিকা) সংকুচিত ও সম্প্রসারিত করেন।"[২] অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন : ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا "এরপর আমি তাকে (সূর্যকে) আমার দিকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনি।"[৩] এ সকল ক্ষেত্রে কব্‌য বোঝাচ্ছে অস্তিত্বহীন ও বিলোপ করা। কেননা, কোনো জায়গা থেকে যখন

---

১. জাওহারী কৃত আস-সিহাহ; রাগেব ইস্পাহানী কৃত আল-মুফরাদাত; ফিরোযাবাদী কৃত বাসায়েরু যাবিত তামীয, খ. ৪, পৃ. ২৮৮; আল-মিসবাহুল মুনীর, মুজামু মাকাঈসিল লুগাহ, মাতরুযী কৃত আল-মুগরিব। قبض-مادة

২. সূরা বাকারা, আয়াত ২৪৫

৩. সূরা ফুরকান, আয়াত ৪৬

www.amarboi.org

কোনো জিনিস কব্জা করা হয়, সে জায়গাটি তা থেকে খালি ও মুক্ত হয়, যেমন বস্তুটি অস্তিত্বহীন হলেও জায়গাটি খালি হয়ে যায়।[৪]

পারিভাষিক অর্থ : কোনো বস্তু দখল ও অধিকার করা, তাতে নিজ নিয়ন্ত্রণ স্থাপনে সক্ষম হওয়া। তা হাত দিয়ে ধরা সম্ভব হোক বা না হোক।[৫] কাসানী বলেন, কব্য হচ্ছে কোনো বস্তু হতে যাবতীয় বাধা সরে গিয়ে তাতে নিয়ন্ত্রণের সুযোগ করে দেওয়া। বাধা বাস্তবিক, স্বভাবগত ও প্রচলিত যে ধরনেরই হোক না কেন।[৬] ইয ইবনে আব্দুস সালাম বলেন, লোকেরা বলে : قَبَضْتُ الدَّارَ وَالأَرْضَ وَالعَبْدَ وَالبَعِيرَ "আমি বাড়ি, জমি, দাস ও উট কব্জা করেছি।" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের দখলে নিয়ে আসা এবং তাতে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লাভ করা।[৭]

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

ক. النَّقْدُ (আন-নকদ) : নগদ গ্রহণ, হস্তগত করা

ফকীহগণ নকদ শব্দটি ব্যবহার করেন যে অর্থে তা হচ্ছে, কোনো প্রদেয় বস্তু নগদ টাকা-পয়সা হলে তা কব্জা ও হস্তগত করতে দেওয়া, হস্তান্তর করা। আল-মিসবাহুল মুনীর গ্রন্থে বলা হয়েছে : نَقَدْتُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ "আমি লোকটিকে দিরহাম দিলে সে তা কব্জা করল" (মূল শাব্দিক অর্থ : আমি দিরহাম গ্রহণের সুযোগ দিলাম।) বলা হয় : انْتَقَدَهَا "সে তা কব্জা করল, নিয়ন্ত্রণে নিল"।[৮] কাজী ইয়ায বলেন : নকদ (النَّقْدُ) শব্দটি দায়ন (الدَّيْنِ) (ঋণ) ও কর্য القَرْض (কর্জ)-এর বিপরীত নগদ মুদ্রা বোঝায়।[৯] মূলত নকদ হচ্ছে মুদ্রা যাচাই করা, উত্তম মুদ্রা বাছাই করে পৃথক করা এবং অর্থদাতা ও তা গ্রহণকারীর পক্ষ থেকে জাল মুদ্রা পৃথক করে তা সরিয়ে ফেলা।[১০] যেহেতু এ যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে একের নিকট থেকে অপরকে মুদ্রা হস্তগত করার সুযোগ দেওয়া হয়, তাই এ অর্থে নকদ শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার হয়ে থাকে।[১১]

---

৪. ইয ইবনে আব্দুস সালাম কৃত আল-ইশারা ইলাল ঈজায ফী বাযি আনওয়াইল মাজায, পৃ. ১০৬

৫. ইবনে জুযাই কৃত আল-কাওয়ানীন আল-ফিকহিয়্যা, পৃ. ৩২৮; মুদ্রণ : আদ-দারুল আরাবিয়্যা, লিল কিতাব; আল-বাহজাহ, খ. ১, পৃ. ১৬৮; মিয়ারা আলাল আসিমিয়্যা, খ. ২, পৃ. ১৪৪; হুদূদু ইবনে আরাফা এবং রাসসা কর্তৃক রচিত তার শরাহ, পৃ. ৪১৫

৬. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ১৪৮

৭. ইয ইবনে আব্দুস সালাম কৃত আল-ইশারা ইলাহ ঈজায, পৃ. ১০৬

৮. আল-মিসবাহুল মুনীর, আস-সিহাহ, বালী রচিত আল-মাতলা, পৃ.২৩৪

৯. কাজী ইয়ায রচিত মাশারেকুল আনওয়ার, খ. ২, পৃ. ২৩

১০. আল-কামুসুল মুহীত, লিসানুল আরব, আল-মাতলা, পৃ. ২৬৫

১১. মুজামু মাকাঈসিল লুগাহ, লিসানুল আরব

www.amarboi.org

ইবনে জুযাইয়ের বর্ণনামতে বায়উন নাক্‌দ (بَيْعُ النَّقْد) হচ্ছে যে বিক্রিতে পণ্য ও তার মূল্য নগদ হস্তান্তর হয়।[১২] তাই যেখানে নক্‌দ হবে সেখানে কব্‌য (কব্জা) হবে, কিন্তু যেখানে কব্‌য হবে সেখানেই নক্‌দ হবে না।

খ. الحِيَازَة (আল-হিয়াযাহ): সংরক্ষণ/হেফাজত করা

ভাষাবিদগণ বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের জন্যে যা-কিছু সংরক্ষণ করে তার এ সংরক্ষণ হচ্ছে হিয়াযাহ্। তাই বলা হয় : حَازَهُ حَوْزًا وَحِيَازَةً "সে সংরক্ষণ/হেফাজত করল/অধিকারে নিল।"[১৩]

হিয়াযাহ্-এর পারিভাষিক অর্থ : এ শব্দটি মালেকী মাযহাবেই অধিক ব্যবহৃত হয়। মালেকী মাযহাবের আলেমগণ শব্দটি তাদের লেখা গ্রন্থাদিতে দুটো অর্থে ব্যবহার করেছেন; তন্মধ্যে একটি অপরটির তুলনায় ব্যাপক।

এক. যে অর্থটি ব্যাপক তা হচ্ছে, কোনো বস্তুতে অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা। সকল ফকীহের দৃষ্টিতে এটিই কব্‌য-এর অর্থ। সে হিসাবে উভয় শব্দ সমার্থক। কায়রাওয়ানী বলেন, হেবা (দান) সাদকা বা দখলদারিত্ব কোনো কিছুই হিয়াযাহ (সংরক্ষণ) ব্যতীত পূর্ণ হয় না। এর অর্থ, সম্পদ কব্জা করা ও হস্তগত করা ব্যতীত হেবা ও সাদকা ইত্যাদি পূর্ণ হয় না।[১৪] তাসাউওলী [التَّسَوُّلِي] বলেন : হাওয [ও হিয়াযাহ হচ্ছে দখলযোগ্য বস্তুতে হাত রাখা, নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা।[১৫] হাসান ইবনে রাহ্হাল বলেন, হাওয ও কব্‌য হচ্ছে সমার্থক।[১৬]

দুই. হিয়াযাহ শব্দের যে অর্থটি সীমিত আবুল হাসান মালেকী তার সংজ্ঞা বর্ণনা করে বলেন, হিয়াযাহ হচ্ছে অধিকারভুক্ত বস্তুতে হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ, যেমন কোনো বস্তুর মালিক তার মালিকানাধীন বস্তুতে হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন-ভবন নির্মাণ, গাছ লাগানো, নির্মাণ ভেঙ্গে ফেলা ইত্যাদি।[১৭] হাত্তাব বলেন, হিয়াযাহ তিন ধাপে বিন্যস্ত : প্রথম : যা সর্বাপেক্ষা ক্ষীণ তা হচ্ছে, কোথাও বসবাস করা, ক্ষেতে ফসল উৎপাদন করা ইত্যাদি। দ্বিতীয় : যা মধ্যম মানের তা হচ্ছে, ভবন নির্মাণ বা ভেঙ্গে ফেলা, গাছ লাগানো, বাড়ি ভাড়া দেওয়া

---

১২. আল-কাওয়ানীন আল-ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৫৪

১৩. জাওহারী কৃত আস-সিহাহ, কাফাভী কৃত আল-কুলিয়্যাত, খ. ২, পৃ. ১৮৭, মুদ্রণ দামেশক

১৪. রিসালা, তাহকীক মুহাম্মদ আবুল আজফান, পৃ. ২২৮; তাওয়াদা আলা তুহফা ইবনে আসেম, খ. ১, পৃ. ১৬৮

১৫. শারহুত তাসাউওলী আলাত তুহফা, খ. ১, পৃ. ১৬৮

১৬. হাশিয়া হাসান ইবনে রিহাল, আলা শারহি তুহফা ইবনে আসেম, খ. ১, পৃ. ১০৯; আল-কাওয়ানীন আল-ফিকহিয়্যা, পৃ. ৩২৮

১৭. কিফায়াতুত তালিব আর রাব্বানী শারহু রিসালা ইবনে আবি যায়দ কিরওয়ানী, খ. ২, পৃ. ৩৪০

www.amarboi.org

ইত্যাদি। তৃতীয় : বিক্রি বা দান কিংবা হেবা বা উপহার ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পদ হাতছাড়া করা, ক্রীতদাস-দাসী মুক্ত করা বা চুক্তির বিনিময়ে মুক্তি বা মৃত্যু পরবর্তী মুক্তিদান ইত্যাদির মাধ্যমে মালিকানা থেকে বিদায় করা, এমনি আরো যে সকল কাজ মানুষ মালিকানাধীন বস্তুতে করে থাকে।[১৮]

আলোচনায় দেখা গেল, ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করা হলে হিয়াযাহ্ ও কব্‌য হবে সমার্থক।

গ. اَلْيَدُ (আল-ইয়াদ) : হস্তগত করা, দখলে নেওয়া, আয়ত্ত করা

শব্দটির মূল অর্থ : হাত। কিন্তু ফকীহগণ শব্দটি ব্যবহার করেন এ সকল অর্থে : অধিকার ও দখল এবং সেই প্রেক্ষিতে কোনো বস্তু ব্যবহার করা, উপকৃত হওয়া। যেমন, ফকীহগণ বলেন : بَيِّنَةُ ذِي الْيَدِ فِي النِّتَاجِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى بَيِّنَةِ الْخَارِجِ "উৎপন্ন দ্রব্যে যার দখল রয়েছে তার দলিল-প্রমাণ যার দখলে নেই তার তুলনায় অগ্রগণ্য।"[১৯] তারা এ মূলনীতি বর্ণনায় শব্দ এনেছেন যুল ইয়াদ (ذُو الْيَدِ) যার দ্বারা উদ্দেশ্য : যার দখলে রয়েছে, যে উপকার লাভে সক্ষম। মুদাউওয়ানা গ্রন্থে বলা হয়েছে, আমি ইমাম মালেককে বললাম, আচ্ছা বলুন তো, যদি কোনো পণ্য আমার হাতে থাকে, তখন অন্য কোনো লোক দাবি করে, বস্তুটি তার। সে তার দাবির পক্ষে দলিলও উপস্থাপন করে। এটিকে আমিও দাবি করি এবং তা আমার হাতে রয়েছে। এ অবস্থায় আমি কি দলিলও প্রদান করব? ইমাম মালেক বললেন, যদি দুপক্ষের দলিল বরাবর হয় তাহলে জিনিসটি যার হাতে রয়েছে তার।[২০]

ইয়াদ ও কব্‌য এ দু শব্দে সম্পর্ক হচ্ছে, ইয়াদ (অধিকার) কব্‌য (নিয়ন্ত্রণে) থাকা বোঝায়।

কব্‌য-এর সাথে সম্পর্কিত বিধান

কব্‌য করার নানা ধরন

বস্তু নানা ধরনের হওয়ার প্রেক্ষিতে তার কব্জা করাও হয় নানা ধরনের; এদিকে লক্ষ্য করলে কব্জাকৃত বস্তু হচ্ছে দু প্রকার : এক. স্থাবর সম্পদ [ইকার/عَقَار] এবং দুই. অস্থাবর সম্পদ [মানকূল/مَنْقُول]।

ক. স্থাবর সম্পদ কব্জা করার ধরন

সকল ফকীহ একমত যে, স্থাবর সম্পদে কব্জা করা হচ্ছে, বিক্রেতা তা হতে দখল সরিয়ে নিয়ে মালিকের জন্যে খালি করে দেবে এবং তাতে অধিকার ও

---

১৮. মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৬, পৃ. ২২২

১৯. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১৭৫৯; জামেউল ফুসূলাইন, খ. ১, পৃ. ১০৭

২০. আল-মুদাউওয়ানা, খ. ১৩, পৃ. ৩৭

www.amarboi.org

নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে দেবে। যদি ক্রেতার নিয়ন্ত্রণ আরোপে কেউ বাধা দেয়, তাকে অধিকার স্থাপন করতে না দেয়, তাহলে বিক্রেতা তার হাত সরিয়ে দিলেও তা কজা বলে গণ্য হবে না।[২১]

শাফেয়ী আলেমগণ এক্ষেত্রে শর্তারোপ করে বলেন, যদি জমিতে কোনো পরিমাপের বিবেচনা না করা হয় তাহলে কেবল একপক্ষ অপর পক্ষের জন্যে জমি অধিকারমুক্ত করে দেওয়াই কজা করার জন্যে যথেষ্ট হবে।[২২] কিন্তু যদি জমিতে পরিমাপ বিবেচ্য হয়, গজ হিসাবে মেপে যদি ক্রেতা তা কেনে, তাহলে তা মেপেই দিতে হবে, কেবল খালি করে দেওয়া যথেষ্ট হবে না।

হানাফী আলেমগণ এক্ষেত্রে শর্ত করেন, জমিটি নিকটে থাকতে হবে, তাহলে না মেপে কেবল খালি করে দেওয়াই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। যদি জমিটি দূরে থাকে, তাহলে তাতে শুধু অধিকারমুক্ত করে দেওয়াই কজা বলে বিবেচিত হবে না। এটি ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের মত। এটিই হানাফী মাযহাবে নির্ভরযোগ্য অভিমত। ইমাম আবু হানিফা এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন। তাঁর নিকট জমিটি নিকটে বা দূরে থাকায় কোনো পার্থক্য হবে না। ইবনে আবেদীন বলেন, এ মাসআলায় নিকটে বলার দ্বারা উদ্দেশ্য ক্রেতা যে শহরে বাস করে জমিটি সে শহরেই থাকা। হানাফী ফকীহগণ এ আলোচনাকালে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, যদি জমিটিতে প্রাচীর বা বেষ্টনী থাকে এবং তাতে তালা মারার ব্যবস্থা থাকে, সে জমিতে নিজের অধিকার ছেড়ে দেওয়ার সাথে সাথে তালার চাবি ক্রেতার হাতে তুলে দিতে হবে, যা দিয়ে সে অনায়াসে তালা খুলে জমিতে ঢুকতে পারবে, তখন তা কজা বলে গণ্য হবে।[২৩]

হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ জমি কজা করার সাথে সাথে সে জমিতে থাকা গাছের ফল সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে বিক্রেতা সুযোগ করে দেওয়া

---

২১. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫৬১; আলমাজাল্লা আল আদলিয়্যা, ধারা : ২৬৩; মুরাশিদুল হায়রান, ধারা : ৪৩৫; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৩, পৃ. ৫১৫; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭১; আল-মাজমূউ শারহুল মুহাযযাব, খ. ৯, পৃ. ২৭৬; মিনাহুল জলীল, খ. ২, পৃ. ৬৯৮; মাওয়াহিবুল জলীল, খ. ৪, পৃ. ৪৭৭; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২০২; মুদ্রণ : আনসারুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়্যা; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩৩; এবং খ. ৫, পৃ. ৩৯৬, মুদ্রণ : আল-মানার, ১৩৬৭ হিজরী

২২. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৩; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৩,পৃ. ৫১৭

২৩. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫৬১, প্রকাশক : হালাবী; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ১৬; আল-হামাভী আলাল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, খ. ১, পৃ. ৩২৭; আল-মাজাল্লা আল আদলিয়্যা, ধারা : ২৭০, ২৭১; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ৪৩৫ ও ৪৩৬।

www.amarboi.org

এবং কোনো বাধা না দেওয়াকেও যুক্ত করেছেন। যেহেতু তার প্রয়োজন রয়েছে এবং সকলের মাঝে তার প্রচলন ও পরিচিতিও রয়েছে।[২৪]

খ. অস্থাবর সম্পদ কব্জা করার প্রকৃতি

অস্থাবর সম্পদ কিভাবে কব্জা করা হবে, তা নিয়ে ফকীহদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ ফকীহ অস্থাবর সম্পদে কব্জা করার ধরনে ভিন্ন ভিন্ন ভাগ করেছেন। কোনোটিতে প্রচলন রয়েছে হাত দিয়ে ধরা হবে, কোনোটিতে এ প্রচলন নেই। যেগুলোতে হাত দিয়ে ধরার প্রচলন নেই সেগুলো আবার দুই প্রকার : **এক.** কোনো বস্তুতে পরিমাপ ও পরিমাণ নির্ধারণ করা কব্জা করার ক্ষেত্রে ধর্তব্য হয় না, **দুই.** পরিমাণ নির্ধারণ ধর্তব্য হয়। এভাবে অস্থাবর সম্পদে কব্জা করার তিনটি অবস্থা হয়ে থাকে :

প্রথম অবস্থা : হাত দিয়ে ধরা

হাত দিয়ে ধরার মাধ্যমে কব্জা করার প্রচলন যে সকল জিনিসে সেগুলো হচ্ছে : টাকা-পয়সা, কাপড়চোপড়, অলঙ্কার ও মণিমুক্তা ইত্যাদি। শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহের দৃষ্টিতে এসব বস্তু হাতে তুলে নেওয়ার দ্বারাই কব্জা করা সম্পন্ন হবে।[২৫ ২৬]

দ্বিতীয় অবস্থা : পরিমাণ নির্ধারণ ধর্তব্য নয়

এক্ষেত্রে ওজন করা, মেপে দেওয়া, গুনে দেওয়া বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে বিক্রীত পণ্য পরিমাণ করা কব্জার জন্য আবশ্যক নয়, ধর্তব্যও নয়। এসবে পরিমাপ নির্ধারণ অসম্ভব হতে পারে, অথবা সম্ভব হলেও সেটি বিবেচনা করা হয় না- এমনটি হতে পারে। যেমন, তৈজসপত্র, জীবজন্তু, আসবাবপত্র, অনুমান করে ফসলের স্তূপ বিক্রি করার ক্ষেত্রে এমনটা হয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে শাফেয়ী ও হাম্বলী আলেমদের সাথে মালেকীগণ কব্জার ধরন নিয়ে ভিন্নতা প্রকাশ করেছেন :

---

২৪. শারহু মাআনিল আছার, খ. ৪, পৃ. ৩৬; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩৩; মুদ্রণ : মানার; কাওয়ায়েদুল আহকাম, ইয ইবনে আব্দুস সালাম প্রণীত, খ. ২, পৃ. ৮১ ও ১৭২

২৫. নববী কৃত আল-মাজমূ, খ. ৯, পৃ. ২৭৬; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭২; কারাফী রচিত আয-যাখীরা, খ. ১, পৃ. ১৫২; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩২; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২০২

২৬. শারহুল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ১৫৮; দারদীর রচিত আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ১৪৫; প্রকাশক : মুসতাফা মুহাম্মদ

www.amarboi.org

মালেকী আলেমদের মত হচ্ছে, যে বস্তু কজা করার সমাজে যে নিয়ম প্রচলিত রয়েছে সে নিয়মই ধর্তব্য ও গৃহীত হবে। শাফেয়ী ও হাম্বলী আলেমদের মত হচ্ছে, বস্তুটিকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করার দ্বারা তার কজা করা প্রকাশিত হবে।[২৭] তারা এর পক্ষে দলিল প্রদান করেন হাদীস দিয়ে এবং প্রচলনের উল্লেখ করে। হাদীসটি হচ্ছে : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেছেন, আমরা শহরের বাইরে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সাথে দেখা করতাম। তখন তাদের কাছ থেকে পণ্য (খাদ্যদ্রব্য) সংগ্রহ করতাম অনুমানের উপর ভিত্তি করে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এমন বেচাকেনা করতে নিষেধ করলেন; তবে পণ্য স্থানান্তর করা হলে তা হবে বৈধ।[২৮] খাদ্যদ্রব্য কেনাবেচার সাথে অন্য বস্তু কেনাবেচার কিয়াস করা হবে।[২৯] সামাজিক প্রচলনের আলোচনায় বলা হয়, এ জিনিসগুলো স্থানান্তর না করে কেবল হাতে ধারণ করাকে সমাজ কজা বলে মনে করে না। যেহেতু হাতের ছোট ছোট হাড় তা ধারণও করতে পারে না।[৩০]

তৃতীয় অবস্থা : পরিমাপ নির্ধারণ ধর্তব্য

এক্ষেত্রে ওজন করা, মেপে দেওয়া, গুণে দেওয়া বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে বিক্রীত পণ্য পরিমাণ করা কজা করার জন্যে আবশ্যক হয়। যেমন গমের স্তূপ কেনা হলে তা মেপে নেওয়া, কোনো বস্তু (যেমন লবণ, চিনি ইত্যাদি) ওজন করে বুঝে নেওয়া, কাপড় গজ হিসাবে মেপে নেওয়া বা (শাড়ি লুঙ্গি-জাতীয় হলে) সংখ্যা গুণে নেওয়া। শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী ফকীহগণ এ অবস্থায় এ কথায় একমত যে, মেপে বা গুণে ইত্যাদি পন্থায় পণ্যের পরিমাণ নির্ধারিত করে পুরোপুরি বুঝে পাওয়াই এক্ষেত্রে কজা বলে ধর্তব্য হবে।[৩১]

---

২৭. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭২; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৩, পৃ. ৫১৫; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১১২ ও ৩৩২, মুদ্রণ : দারুল মানার; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২০২

২৮. শারহু মাআনিল আছার, ইমাম তাহাভী কর্তৃক সংকলিত, খ. ৪, পৃ. ৮; বুখারীতে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ৩৪৭; মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১১৬১

২৯. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭২; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩২

৩০. আল-মাজমূ শারহুল মুহাযযাব, খ. ৯, পৃ. ২৮২; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১১২

৩১. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৩; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৩,পৃ. ৫১৭; ফাতহুল আযীয, খ. ৮, পৃ. ৪৪৮; কাওয়ায়েদুল আহকাম, ইয ইবনে আব্দুস সালাম কর্তৃক লিখিত, খ. ২, পৃ. ৮২ ও ১৭১, মুদ্রণ : আত-তিজারিয়্যা, মিসর : দারদীর কর্তৃক লিখিত আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ১৪৪; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২০১ ও ২৭২

www.amarboi.org

শাফেয়ী আলেমগণ পরিমাপ ও পরিমাণ নির্ধারণের সাথে সাথে পণ্য স্থানান্তরও শর্ত হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অধিকাংশ ফকীহ-পরিমাপযোগ্য অস্থাবর বস্তুতে পরিমাণ বা সংখ্যা নির্ধারণই তার পরিপূর্ণ কব্জা– এ কথার জন্যে যে দলিল প্রদান করেছেন তা হচ্ছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত হাদীস :

أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ ، صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي

"তিনি নিষেধ করেছেন খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করা থেকে যে পর্যন্ত না তাতে দুইটি সা' (আরব-দেশীয় মাপ) হয়। একটি সা' বিক্রেতার, একটি সা' ক্রেতার" (অর্থাৎ বিক্রেতার মেপে দেওয়া এবং ক্রেতার তা মেপে নেওয়া কর্তব্য।)[৩২]

অপর এক হাদীসে নবী স. বলেন :

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ

"যে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করবে সে না মেপে তা বেচতে পারবে না।"[৩৩]

এ দুটো হাদীসই এ কথা বোঝাচ্ছে, মেপে নেওয়া ছাড়া কব্জা প্রতিষ্ঠিত হবে না। যে সকল বস্তুতে পরিমাপ ও ওজনের মাধ্যমে পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় সেগুলোতে এ হাদীসগুলোই সরাসরি তা নির্ধারণ করছে। এ হাদীসের উপর কিয়াস করে গণনা করা ও গজ হিসাবে মেপে দেওয়া ইত্যাদিও নির্ধারণ করা হয়।[৩৪]

হানাফী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, অস্থাবর বস্তুতে কব্জা করা বাস্তবায়িত হবে হয়তো হাতে তুলে নেওয়ার মাধ্যমে, অথবা ক্রেতাকে তা ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করার মাধ্যমে।[৩৫] মাজাল্লা আল-আহকামুল আদলিয়্যাতে উল্লেখ করা হয়েছে, পণ্য বুঝিয়ে দেওয়া হয়তো ক্রেতার হাতে তা প্রদান করার মাধ্যমে অথবা ক্রেতার নিকটে তা রেখে দেওয়ার দ্বারা অথবা ক্রেতাকে তা দেখিয়ে তা কব্জা করার অনুমতি প্রদান করার মাধ্যমে হয়ে থাকে।[৩৬]

---

৩২. ইবনে মাজাহ, খ. ২, পৃ. ৭৫০; হাদীসের বর্ণনাকারী জাবের রা.। ইবনে হাজার আসকালানী তাঁর আ- তালখীস, খ. ৩, পৃ. ২৭-এ হাদীসটির সনদে থাকা দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। তিনি হাদীসটি অন্য কজন সাহাবীর বর্ণনার উল্লেখ করে উদ্ধৃত করেছেন, বায়হাকী হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করে তার দুর্বলতা দূর করে দিয়েছেন।

৩৩. মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১১৬০; হাদীসটির বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.।

৩৪. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৩; ইবনে কুদামা কৃত আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১১১, মুদ্রণ : দারুল মানার; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২০১

৩৫. লিসানুল হুক্কাম, ইবনে শাহনা কৃত, খ. ৩১১; আতাসী কৃত শারহুল মাজাল্লা, খ. ২, পৃ. ২০০; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ২৭২, ২৭৪ ও ২৭৫

৩৬. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ২৭৪

www.amarboi.org

ফাতাওয়া হিন্দিয়া (ফাতাওয়া আলমগীরীতে) বলা হয়েছে, কোনো লোক যদি কোনো ঘরে রাখা পরিমাপযোগ্য বস্তু পরিমাপ করে বিক্রি করে বা ওজনযোগ্য জিনিস ওজন করে বিক্রি করে, সে ক্রেতাকে যদি বলে, তোমাকে এ জিনিসটি পাওয়ার সুযোগ করে দিলাম এবং এ কথা বলার পর তার হাতে সে ঘরের চাবি তুলে দেয়, তাহলে ক্রেতার তা কব্জা করা হয়ে যাবে, ক্রেতা সে পণ্য পরিমাণ বা ওজন না করলেও। পণ্য ক্রেতার হাতে তুলে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে, ক্রেতার তা পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া, ক্রেতা তা ইচ্ছা করলেই বাধাহীনভাবে কব্জা করতে পারে এমন ব্যবস্থা করা। মূল্য হস্তান্তরের বিষয়টিও এমনই।[৩৭]

হানাফী আলেমগণ, অস্থায়ী সম্পদে ক্রেতাকে নিয়ন্ত্রণের সুযোগ প্রদান করাই কব্জা করা, বলার পক্ষে দলিল প্রদান করে বলেন, ভাষায় অভিধানে কোনো বস্তু অর্পণ করার অর্থ হচ্ছে : কোনো বস্তু কারো একক অধিকারভুক্ত করা, তাতে কাউকে অংশীদার না রাখা। কারো নিয়ন্ত্রণে প্রদানের জন্যে হাত থেকে ছেড়ে দিলেই তা সম্ভব হয়। এভাবেও প্রমাণিত হয়, যার দায়িত্ব কিছু বুঝিয়ে দেওয়া তাকে তা বুঝিয়ে দিতেই হবে। তার কাছে যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা থেকে বের হওয়ার যখন একটাই পথ, তাকে সে পথেই যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব তা হলো, ক্রেতাকে তা দখলে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া, সকল প্রতিবন্ধক তা দূর করা।

কিন্তু কারো হাতে তুলে দিয়ে কব্জা করানো অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব নয়। যেহেতু হাতে ছোট ছোট হাড়, তা দিয়ে কোনো কিছু কব্জা করা যে কব্জা করবে তার এখতিয়ারাধীন বিষয়। তাই কোনো কিছু কব্জা করার জন্যে যদি হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরা শর্ত ও জরুরি বিবেচনা করা হয়, তাহলে কব্জা করা, যা ওয়াজিব, তা কঠিন ও জটিল, বরং অসম্ভব হয়ে যাবে। অসম্ভব বা কঠিন কাজ শর্ত করা জায়েযও নয়।[৩৮]

ইমাম আহমদ তাঁর এক মতে হানাফী আলেমদের মতের অনুরূপ বলেছেন, অস্থাবর সম্পদে কব্জা করার সুযোগ করে দেওয়াই কব্জা বলে গণ্য হবে। যেহেতু সুযোগ করে দিলেই তা ক্রেতা নিজ দখলে নিতে সক্ষম হয়। কব্জা করার দ্বারা উদ্দেশ্য এটিই থাকে। যেহেতু সুযোগ করে দিলেই সে উদ্দেশ্য পূরণ হয়, তাই এটিই কব্জা বলে ধর্তব্য হবে।[৩৯]

---

৩৭. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া, খ. ৩, পৃ. ১৬

৩৮. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২৪৪

৩৯. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১১১; মুদ্রণ : আল-মানার, ইবনে হুবায়রা প্রণীত আল-ইফসাহ, পৃ. ২২৪, প্রকাশক : হালাব

www.amarboi.org

শরীয়তসম্মত হওয়া হিসাবে কব্জা করার প্রকারভেদ

ইয ইবনে আব্দুস সালাম ও কারাফী কব্জা করাকে শরীয়তসম্মত ও অনুমতিপ্রাপ্ত হওয়া বা না হওয়ার বিবেচনায় মানুষের অন্য সকল কাজের তুল্য গণ্য করে তাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন :[৪০]

প্রথম প্রকার : শরীয়তের পক্ষ থেকে কব্জা করার অনুমতি থাকলেও যার জিনিস তার পক্ষ থেকে অনুমতি মিলেনি। এটি আবার কতকভাগে বিভক্ত :

এক. শাসক ও প্রশাসকের লুণ্ঠনকারীর নিকট থেকে লুট করে নেওয়া সম্পদ কব্জা করে নেওয়া। এমনিভাবে জনকল্যাণ খাতের সম্পদ, যাকাত এবং বায়তুল মালের (সরকারি কোষাগারের) বিভিন্ন অধিকার কব্জা করা। নিরুদ্দেশ এবং বন্দি লোকজনের সম্পদ, যারা নিজেদের সম্পদ সংরক্ষণে সক্ষম নয়। এমনিভাবে উন্মাদ বা অপ্রকৃতিস্থ অথবা হাবা হওয়ার দরুন যাদের সম্পদ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নেই তাদের পক্ষ থেকে প্রশাসকের কব্জা করা এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত।

দুই. ঝড়ো বাতাস কারো কাপড় উড়িয়ে নিয়ে কারো বাড়িতে ফেললে সে বাড়িওয়ালার সেই কাপড় কব্জা করা এবং তুলে নেওয়া।

তিন. পথসম্বলহীন নিরুপায় মুসাফির পথপার্শ্বে থাকা খাদ্যশস্য বা গাছের ফল ইত্যাদি মালিকের অনুমতি ছাড়াই গ্রহণ করা, যা প্রয়োজন পরিমাণ; তা থেকে অধিক নয়।

চার. কোনো লোক কারো কাছে তার পাওনা কোনো বস্তু কব্জা করা, যখন সে পাওনাদারের কোনো সমজাতীয় বস্তু তার হাতে আসে।

দ্বিতীয় প্রকার : যে ব্যক্তি অনুমতি দেওয়ার অধিকার রাখে তার অনুমতির উপর যে কব্জা সহীহ্ হওয়া নির্ভরশীল : যেমন, বিক্রেতার অনুমতি সাপেক্ষে ক্রেতার পণ্য কব্জা করা। যে পণ্যের দাম করা হচ্ছে তা হাতে নেওয়া। ফাসেদ বিক্রি বলে পণ্য কব্জায় নেওয়া। বন্ধক রাখা বস্তু কব্জা করা। হেবা ও দানের বস্তু গ্রহণ করা। আমানতের বস্তু গ্রহণ করা। ধার কর্জ করা বস্তু বুঝে নেওয়া ইত্যাদি।

তৃতীয় প্রকার : এমন কব্জা যা শরীয়তের পক্ষ থেকেও অনুমোদিত নয়, অনুমতি প্রদান করার অধিকারীও যার অনুমতি দেয় না : এ ধরনের কব্জা অবৈধ হওয়া কব্জাকারীর হয় তো জানা থাকে। যেমন, লুণ্ঠনকারীর লুণ্ঠন করা বা

---

৪০. কাওয়ায়েদুল আহকাম ফী মাসালিহিল আনাম, খ. ২, পৃ. ৭১, মুদ্রণ : আল-মাকতাবা আত-তিজারিয়্যা, মিসর; কারাফী প্রণীত শারহু তানকীহিল ফুসূল, পৃ. ৪৫৫; তাহা আব্দুর রউফ সাদ-এর তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত।

www.amarboi.org

ছিনতাইকারীর ছিনিয়ে নেওয়া। এক্ষেত্রে লুণ্ঠনকারী ও ছিনতাইকারী গোনাহগার হয়, যা সে নিয়েছে তাতে তার কোনো অধিকার নেই, মূল মালিকের পক্ষ থেকে অনুমতিও নেই। তাই তার সে বস্তু ফিরিয়ে দেওয়া কর্তব্য। নয়তো তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করা অপরিহার্য।

কখনো অবৈধ কব্জা সম্পর্কে কব্জাকারীর জানা থাকে না। যেমন, কেউ তার সম্পদ ভেবে কোনো কিছু কব্জা করলেও পরে জানতে পেরেছে, এটি আসলে তার সম্পদ নয়। কারাফী বলেন, এক্ষেত্রে এ কথা বলা হবে না যে, শরীয়ত তাকে কব্জা করার অনুমতি দিয়েছে। বরং বলা হবে, তার গোনাহ ঝেড়ে ফেলে তাকে মাফ করে দিয়েছে।[৪১] এ আলোচনায় এ কথাই প্রকাশ্য, তার গোনাহ হবে না, কিন্তু তা তার জন্যে বৈধও হবে না। তাকে মূল বস্তু বা তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

বিধানগত কব্জা করা (القبض الحكمي)

বিধানগত কব্জা ফকীহদের নিকট বাস্তব কব্জা করার তুল্য ও স্থলবর্তী, যদিও তাতে বাস্তবিক কব্জা ও গ্রহণ হয় না। নানাবিধ প্রয়োজন ও আবশ্যকতাই বিধানগত কব্জার অস্তিত্ব এবং তা নির্ধারণের চাহিদা প্রকাশ করে, তাতে বাস্তবিক কব্জাকরণের যাবতীয় বিধান কার্যকর হওয়া দাবি করে। এ ধরনের কব্জা সংঘটিত হয় মোট তিন অবস্থায় :

এক. অস্থাবর সম্পদ ক্রেতার দখলে নিতে সুযোগ করে দেওয়ার মাধ্যমে কব্জা করতে সহায়তা করা। এটি হানাফী মাযহাবের বক্তব্য। এ সময় যদি অপরপক্ষ-ক্রেতা- পণ্যটি সত্যিকারভাবে গ্রহণ না করে, তাহলে তা হবে বিধানগত কব্জা ও দখল। যেমন : কোনো বস্তু গুণে নেওয়াকে হানাফী ফকীহগণ বাস্তবিক কব্জা বলে অভিহিত করেন। সেক্ষেত্রে গোনাহর সুযোগ করে দেওয়াই বিধানগত কব্জা বলে গণ্য হবে। ফলে সত্যিকার কব্জা করা হলে যে সকল বিধান কার্যকর হয় এক্ষেত্রেও সে বিধানগুলো কার্যকর হবে।[৪২]

দুই. যেখানে কব্জা করায় সহায়তা কার্যকর হয় এবং কব্জাকারী ও কব্জায় সহায়তাকারী উভয়ের অধিকার সে বস্তুতে বরাবর হয়, সেখানে কব্জাকারীর কব্জা ধর্তব্য হয় তার নিয়ত ও অভিপ্রায় হিসাবে।[৪৩] বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করে

---

৪১. শারহু তানকীহিল ফুসূল, পৃ. ৪৫৬

৪২. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২৪৪; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ২৬৩ ও ৪৬২; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪,পৃ. ৫৬১; দুরারুল হুককাম শারহু মাজাল্লা আল-আহকাম আলী হায়দার কৃত, খ. ২, পৃ. ২১৭

৪৩. তানকীহুল ফুসূল এবং কারাফী কৃত তার শরাহ, পৃ. ৪৫৬; ইয ইবনে আব্দুস সালাম কৃত কাওয়ায়েদুল আহকাম, খ. ২, পৃ. ৭২; মুদ্রণ : আল-মাকতাবা আত তিজারিয়্যা আল-কুবরা, মিসর।

www.amarboi.org

কারাফী বলেন, কব্জা করায় সহায়তার এটিও একটি রূপ : ঋণদাতার হাতে ঋণগ্রহীতার কিছু সম্পদ রয়েছে। এ অবস্থায় ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে তার হাতে থাকা সে সম্পদ নিজের সম্পদ হিসাবে নিয়ে নিতে বলল। তাহলে এটি কেবল অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে কব্জা করানো হলো। ফলে নিয়ত হিসাবে এটি হলো কব্জা করা, বাস্তবক্ষেত্রে যদিও কব্জা বা স্থানান্তর কিছুই হয়নি। যেমন পিতার কাছে থাকা সন্তানের কোনো বস্তু পিতা তার কাছ থেকে কিনে নেওয়ার পর তা কব্জা করলে তা কেবল নিয়ত হিসাবেই হবে, বাস্তবে কোনো কিছুই ঘটবে না।[৪৪]

তিন. ঋণদাতাকে বিধানগতভাবে কব্জাকারী বিবেচনা করা হবে– যদি ঋণদাতার দায়িত্বে ঋণী ব্যক্তির সে পরিমাণ সম্পদ অনাদায়ী থাকে।[৪৫] যেহেতু ঋণদাতার হাতে যে সম্পদ রয়েছে তার মধ্য থেকে ঋণ পরিমাণ সম্পদের হকদার ঋণগ্রহীতা, তাই সে ঋণদাতার নিকট থেকে তা কব্জা করবে নতুন কোনো চুক্তির মাধ্যমে অথবা ঋণ আদায়ের অন্য কোনো পন্থায়। তখন সে সম্পদটুকু ঋণীব্যক্তির পক্ষ থেকে বিধানগতভাবে কব্জাকৃত বলে ধরা হবে, যদিও তা নিজের কাছে রাখবে ঋণদাতা স্বয়ং।

এ ধরনের মাসআলা ফকীহদের নিকট রয়েছে প্রচুর। তন্মধ্যে কিছু এখানে আলোচনা করা হলো :

ক. সোনা-রুপার একটির বদলে অপরটি চাওয়া

ইবনে কুদামা বলেন, সোনা-রুপার একটির বদলে অপরটি চাওয়া জায়েয। এটি তাহলে অধিকাংশ আলেমের মতে সরফ বিক্রি [মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রি] হবে যার একদিকে হবে নগদ সোনা বা রুপা, অপরদিকে দায়।[৪৬] আল-আবি মালেকী বলেন, সরফ বিক্রিতে লেনদেন নগদ হওয়া কাম্য। দায়িত্বে সরফ হলে তা বাস্তবিক সরফ থেকে আরো আগে সম্পন্ন হবে। কেননা যা দায়িত্বে সম্পন্ন সরফ তাতে থাকে কেবল ঈজাব (প্রস্তাব), কবুল এবং একপক্ষ থেকে কব্জা করা। অথচ বাস্তব সরফ যা তা তো সম্পন্ন হয় উভয়পক্ষের কব্জা করার মাধ্যমে। সেটিই যখন শরীয়তসম্মত তাহলে যা আরো শীঘ্র সম্পন্ন হবে তা তো জায়েয হবেই।[৪৭]

তারা তাদের এ বক্তব্যের দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর বর্ণিত একটি হাদীস। তিনি বলেন, আমি বাকী এলাকায় উট বেচাকেনা করতাম। আমি দীনারের বিপরীতে উট বিক্রি করে, দীনারের পরিবর্তে দিরহাম

৪৪. শারহু তানকীহিল ফুসূল কারাফী কৃত, পৃ. ৪৫৬
৪৫. অর্থাৎ বস্তু, তার বৈশিষ্ট্য এবং আদায়ের সময় সবকিছু একই ধরনের।
৪৬. ইবনে কুদামা কৃত আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫৪; মুদ্রণ : মাকতাবা রিয়াদ আল-হাদীসা
৪৭. শারহু আল-আবী আলা সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২৬৪

www.amarboi.org

নিতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন :

لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ

"কোনো সমস্যা নেই সেদিনের মূল্য হিসাব করে দিরহাম দীনারে বদল করা হলে। তোমরা কোনো ফয়সালা করে যে পর্যন্ত না উঠে যাবে সে পর্যন্ত তা করতে পার।"[৪৮]

শাওকানী বলেন, এ হাদীস এ কথার দলিল যে, মূল্যে বদল করা জায়েয যা এখনো দায়িত্বে রয়েছে। আর আলোচনার ভঙ্গিতে এ কথাও প্রকাশ্য, দিরহাম দীনার কোনোটিই সামনে উপস্থিত রাখা হয় না। বরং উপস্থিত থাকে একটি যেটি আবশ্যক করা হয়নি। (যেমন উপস্থিত থাকে দিরহাম, অথচ চুক্তিতে তা আবশ্যক করা হয়নি।) ফলে বোঝা গেল, যা দায়িত্বে থাকে তা সামনে না থাকলেও উপস্থিত ধরে নেওয়া হয়।[৪৯]

খ. সমান্তরাল হওয়া (الْمُقَاصَّةُ)

যদি ঋণদাতার কাছে ঋণগ্রহীতার কোনো সম্পদ থাকে যা ঋণদাতার প্রদত্ত ঋণের সাথে শ্রেণী-বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সকল দিক দিয়ে একই ধরনের, সেক্ষেত্রে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার সে অর্থ নিজের কব্জায় নিয়ে নিলে ঋণগ্রহীতার সে ঋণ আদায়ের দায় আর থাকে না; ফলে একের অপরের নিকট থেকে পাওনা সংগ্রহ এবং তা কব্জা করার ঝামেলাও আর পোহাতে হয় না। যদি দুজনের ঋণ সমপরিমাণ হয়, তাহলে তো উভয়ের চাহিদা পুরোপুরি পূর্ণ হবে এবং উভয় ঋণ হিসাব থেকে বাদ পড়ে যাবে। যদি একটি কম অপরটি অধিক হয়, তাহলে অধিক থেকে অল্প পরিমাণটুকু কর্তন করা হবে। অবশিষ্টটুকু হিসাবে বাকি থাকবে। এভাবে যেটুকু কর্তন হবে ততটুকু উভয়ের সম্পদ হিসাবে পরিগণিত হবে, অবশিষ্টটুকু একজন অপরজনের নিকট ঋণ হিসাবে পাবে।[৫০]

গ. উভয় পক্ষের ঋণকে সরফ বিক্রিতে স্থানান্তর

হানাফী ও মালেকী ফকীহবৃন্দ, শাফেয়ী মাযহাবের সুবকী এবং হাম্বলী মাযহাবের ইবনে তাইমিয়া বলেন, যদি একজন অপরজনের কাছে দীনার পাবে, দ্বিতীয়জন প্রথমজনের কাছে পাবে দিরহাম, এ অবস্থায় তারা যদি তাদের দায় অদল-বদল করে তবে তা সহীহ হবে। তাহলে বাস্তব কব্জা করা ব্যতীত বিধানগতভাবে

৪৮. আবু দাউদ, খ. ৩, পৃ. ৬৫১; আত-তালখীসুল হাবীর, খ. ৩, পৃ. ২৫-এ ইবনে হাজার একদল আলেমের উদ্ধৃতিতে হাদীসটি মাওকুফ হওয়ার বিষয় বর্ণনা করেছেন।

৪৯. নায়লুল আওতার, খ. ৫, পৃ. ১৫৭

৫০. মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ২২৪-২২৬, ২৩০-২৩১

www.amarboi.org

তাদের উভয়ের কব্জা সম্পন্ন হবে। যদিও একই মজলিসে উভয় পণ্য কব্জা করা সরফ বিক্রিতে শর্ত, এ কথায় সকল আলেম একমত, তারপরও এটা সহীহ ও সঠিক হবে। কেননা বিধানগত কব্জা করাকে এখানে বাস্তব কব্জা গণ্য করা হয়েছে। এখানে বাস্তবে কোনো পক্ষই যদিও কব্জা করেনি, কিন্তু বিধানগত কব্জা করেছে উভয় পক্ষই। তাই তা সহীহ হবে। তারা বলেন, দায়িত্বে উপস্থিত থাকা উভয় পণ্য বাস্তব উপস্থিত থাকার তুল্য। তবে এক্ষেত্রে মালেকী ফকীহগণ শর্ত করেছেন, উভয় ঋণ মেয়াদ হিসাবে সমসাময়িক হতে হবে। তাহলে সমমেয়াদের দুটো ঋণকে তারা নগদের বিপরীতে নগদ-এর স্থলবর্তী গণ্য করবেন, হাদীসে যাকে আল-ইয়াদ বিল ইয়াদ (اليد باليد) 'হাতে হাতে' বলা হয়েছে।[৫১]

ইবনে তাইমিয়া বলেন, এখানে প্রত্যেকেই অপরের যা দায় রয়েছে তা কিনে নিচ্ছে নিজের দায়ের পরিবর্তে। যেন নিজের যা দায় তা হচ্ছে মূল্য, অপরের দায় হচ্ছে পণ্য। যেমন উভয়ের কাছে উভয়ের আমানত রাখা আছে, একজন অপরজনের আমানত কিনে নিলে বাস্তবে কিছুই না ঘটলেও অভ্যন্তরীণ অনেক রদবদল ঘটে। আমানতগুলো নিজস্ব সম্পদে পরিগণিত হয়।

শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণ তাতে বিরোধিতা করেছেন। তারা বলেন, সরফ বিক্রিতে উভয় পক্ষের পণ্য মজলিসে উপস্থিত করা শর্ত। সেক্ষেত্রে একপক্ষের পণ্যও হাজির করা হবে না, উভয় দিকেই পণ্য হবে কেবল দায়িত্বে থাকা অর্থ, তা জায়েয হবে কী করে? এটি হবে বাকিতে বাকি মাল বিক্রি, যা জায়েয নয়।[৫২]

ঘ. সালাম বিক্রির বিক্রেতার থাকা ঋণকে সালাম বিক্রির পুঁজি বানানো

হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের সকল ফকীহের অভিমত হচ্ছে, সালাম বিক্রিতে যে চাষী ফসল উৎপন্ন হলে ফসল প্রদান করবে, তার কাঁধে থাকা বকেয়া ঋণটাকেই সালাম বিক্রির পুঁজি নির্ধারণ করা যথাযথ ও বৈধ নয়। তাতে বাকিতে বাকি মাল বিক্রি হবে, যা হাদীসে নিষিদ্ধ হয়েছে।[৫৩]

---

৫১. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২৩৯, বুলাক ১২৭২ হিজরী; যুরকানী আলা খলীল, খ. ৫, পৃ. ২৩১; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৩১০; আল-ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যা মিন ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়্যা, পৃ. ১২৮; তবাকাতুশ শাফেঈয়্যা লিবনিস সুবকী, খ. ১০, পৃ. ২৩১; শরহু আল-আবী আলা মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২৬৪

৫২. আল-উম, খ. ৩, পৃ. ৩৩; তাকমিলা আল-মাজমূউ লিস সুবকী, খ. ১০, পৃ. ১০৭; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২০০; আল-মুবদি, খ. ৪, পৃ. ১৫৬; আ- মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫৩; মুদ্রণ : মাকতাবা রিয়াদ আল-হাদীসিয়া; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৫৭, মুদ্রণ ; মক্কা মুকাররামা প্রশাসন, ইবনে তাইমিয়্যা রচিত নাজারিয়্যাতুল আকদ, পৃ. ২৩৫

৫৩. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২০৯; বুলাক, ১২৭২ হি:; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ১৪০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১৮০; ফাতহুল আযীয, খ. ৯, পৃ. ২১২; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩১৫৫ মুদ্রণ : আল-ইমাম; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২১; আল-মুগনী, খ. ৪,প্‌. ৩২৯; মুদ্রণ : মাকতাবা রিয়াদ আল-হাদীসা।

www.amarboi.org

ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িম বলেন, যদি কোনো একজন অপরজনের কাছে কিছু দীনার পায়, সে যদি তা সালাম বিক্রির পুঁজি নির্ধারণ করে সে দীনারগুলো চাষীকে দিতে বলে, তাহলে সকল ফকীহের দৃষ্টিতে তা সহীহ হয়। অথচ এখানে দীনারগুলো বাস্তবিক কব্জা করা হয়নি, চাষীও তা এখনও কব্জা করেনি, তথাপি বিধানগত কব্জা পাওয়ার প্রেক্ষিতে সহীহ বলা হচ্ছে। এখানেও তা-ই হচ্ছে। সালাম বিক্রির পুঁজিদাতার চাষীর কাছে যে ঋণ রয়েছে তা-ই সে মূল্য হিসাবে ধার্য করছে। যেন চাষীর কাছ থেকে সে তা ঋণ পরিশোধ হিসাবে গ্রহণ করে তা আবার চাষীকে ফসলের মূল্য হিসাবে দিচ্ছে। ফলে বাস্তবের তুলনায় বিধানগত কব্জা হচ্ছে আরো আগে। তাই এখানে শরীয়তের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা আর থাকেনি।

ইবনুল কাইয়িম বলেছেন, যদি সালাম বিক্রি হিসাবে চাষী কাউকে এক কুর (আরব দেশীয় পরিমাণ) গম দেয় দশ দিরহাম মূল্য ধার্য করে, যা এখনও ক্রেতার দায়িত্বে রয়েছে। তাহলে চাষী ঐ লোকের কাছে ঋণ পাবে, অপরদিকে তার কাছে ক্রেতার পাওনা রয়েছে। তাহলে এভাবে তার এখানে যত পাওনা হবে ক্রেতার কাছে তার ঋণ তত হ্রাস পাবে। তিনি এরপর বলেন, এভাবে লেনদেন অবৈধ ও নাজায়েয, এ মর্মে ইজমা ও ঐকমত্য হওয়ার দাবি করা হয়েছে, অথচ তা ঠিক নয়। আমাদের উস্তাদ (ইবনে তাইমিয়া) বলেছেন, এ ধরনের কোনো মাসআলার ইজমা হয়নি। তার এ কথাই সঠিক।[৫৪]

কব্জা যথাযথ হওয়ার শর্তাবলি

কব্জা যথাযথ ও শরীয়তসম্মত হওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত রয়েছে।

প্রথম শর্তটি : কব্জাকারী কব্জা করার উপযুক্ত হওয়া।

সকল ফকীহ এ কথায় একমত, কব্জা যথাযথ হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে, তা কব্জা করার উপযুক্ত ব্যক্তির হাতে সংঘটিত হতে হবে। তবে কাকে উপযুক্ত বিবেচনা করা হবে, তা নিয়ে ফকীহদের মতপার্থক্যে তিনটি বক্তব্য উঠে এসেছে :

এক. শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহদের মত হচ্ছে, কব্জা করবে এমন লোক যার যে কোনো চুক্তি করার যোগ্যতা রয়েছে। তারা একথা বলে বুঝিয়েছেন প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, যার কোনো কাজে শরীয়তের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি।[৫৫]

---

৫৪. ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন আন রাব্বিল আলামীন, তাহা আব্দুর রউফ সাদ-এর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত, খ. ২, পৃ. ৯

৫৫. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১২৮; নববী রচিত আল-মাজমূউ, খ. ৯, পৃ. ১৫৭; কাশশাফুল কিনা', খ. ৪, পৃ. ২৫৪, মুদ্রণ : আনসারুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়্যা; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩২৯, মুদ্রণ : দারুল মানার

www.amarboi.org

দুই. হানাফী মাযহাবের ফকীহদের এ সম্পর্কে বক্তব্য হচ্ছে, কব্জা করার জন্যে মৌখিক লেনদেন ও চুক্তি করতে সক্ষমতা থাকাই যথেষ্ট। পূর্ণ উপযুক্ততা আবশ্যক নয়। তাই কব্জাকারী স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া কব্জা সঠিক হওয়ার জন্যে শর্ত ও আবশ্যক হবে। তাই উন্মাদ যেমন কব্জা করলে তা যথার্থ হবে না, যে ছোট শিশু এখনও কিছু বুঝে না তার কব্জা করাও হবে তেমনই অযথার্থ।[৫৬] প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার বিষয়টিতে যা লক্ষণীয় তা হচ্ছে, কোনো কোনো লেনদেনে তা শর্ত হলেও কোনো কোনোটিতে তা শর্ত নয়। অপ্রাপ্তবয়স্ক হলেও যে ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি বুঝতে পারে তার লেনদেন গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে তা তিন প্রকার :

প্রথম প্রকার : কিছু কাজ রয়েছে যেগুলো শুধুই লাভজনক। যেমন শিশুকে কিছু হেবা ও উপহার দেওয়া হলো, কেউ তাকে কিছু দান করল, তাকে কিছু দেওয়ার অসিয়ত করল। এ ধরনের কাজে গ্রহীতা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া জরুরি নয়। কেবল লেনদেনটি বুঝতে সক্ষম এমন বয়সী হলেই তার কব্জা করা ইসতিহসান বা সূক্ষ্ম যুক্তির আলোকে সঠিক ও যথাযথ হবে।[৫৭]

দ্বিতীয় প্রকার : কিছু কাজ রয়েছে যেগুলো কব্জাকারীর জন্যে শুধুই ক্ষতিকর। যেমন তার পক্ষ থেকে দান করা, কারো জানের বা মালের জিম্মাদারি নেওয়া। এ সকল ক্ষেত্রে প্রাপ্তবয়সী হলেই কেবল তার এ ধরনের চুক্তিতে সম্মতি জ্ঞাপনের বৈধতা রয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক না হয়ে এ ধরনের চুক্তিতে সম্মতি জানালে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।[৫৮]

তৃতীয় প্রকার : এমন কাজ যা লাভ বয়ে আনতে পারে, ক্ষতির কারণও হতে পারে। যেমন কোনো কিছু কেনা বা বেচা, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া, বিয়ে করা ইত্যাদি। এ ধরনের কাজ অপ্রাপ্তবয়স্ক কেউ করলে তা তার অভিভাবকের অনুমতি-নির্ভর হবে। যদি সে অনুমতি ও অনুমোদন করে তবে তা বাস্তবায়িত ও কার্যকর হবে; অনুমতি না দিলে বাতিল হয়ে যাবে।[৫৯]

---

৫৬. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ১২৬

৫৭. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১২৬ ও ১৪১; জামেউ আহকামিস সিগার, জামেউল ফুসুলাইন-এর টীকা, খ. ১, পৃ. ১৮১; কাশফুল আসরার আলা উসুলিল বাযদাভী, খ. ৪, পৃ. ১৩৭২; আতাসী কৃত শারহুল মাজাল্লা, খ. ৩, পৃ. ৩৬৪ ও ৫৩০

৫৮. উসূলুল বাযদাবী কাশফুল আসরার সহ, খ. ৪, পৃ. ১৩৭৫; আতাসী কৃত শারহুল মাজাল্লা, খ. ৩, পৃ. ৫৩০; মাজাল্লা আল-আহকামুল আদলিয়্যা, ধারা : ৯৬৭

৫৯. প্রাগুক্ত

www.amarboi.org

তিন. মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ এ সম্পর্কে বলেন, কজা যথার্থ হওয়ার জন্যে লেনদেন করতে সক্ষমতা বা তা বুঝতে পারা কোনো শর্ত নয়। বরং মানবীয় গুণাবলি থাকাই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। তাই ছোট শিশু বা যার লেনদেনে বারণ রয়েছে তার কজা করাও যথাযথ হবে এবং তা পূর্ণ কজা বলে গণ্য হবে।[৬০]

দ্বিতীয় শর্ত : কজা হতে হবে এমন লোকের পক্ষ হতে যার কর্তৃত্ব করার যোগ্যতা রয়েছে

কজা দু ধরনের : এক. মূল ব্যক্তি হিসেবে কজা করা এবং দুই. কারো পক্ষ থেকে কজা করা। মূল ব্যক্তি যখন কজা করে, ফকীহদের সকলে এ কথায় একমত সে নিজেই নিজের জন্যে কজা করে। তাই কজা করার যোগ্যতা রয়েছে এমন যে কেউ এ কজা করার অধিকারী হতে পারে।[৬১] যখন অপরের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে কজা করে তার এ অধিকার ও যোগ্যতা অর্জিত হয় দুভাবে : এক. মূল ব্যক্তি তাকে এ ক্ষমতা প্রদান করে এবং দুই. শরীয়তের পক্ষ থেকে এ অধিকার প্রদত্ত হয়।

প্রথম অবস্থা : মূল ব্যক্তি বা মালিকের পক্ষ থেকে কজা করার অধিকার প্রদান

সকল ফকীহ এ কথায় একমত, মালিকের পক্ষ থেকে কাউকে প্রতিনিধি নির্ধারণ করলে তার কজা করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। কেননা, মালিক হিসাবে কোনো কিছুতে যে ব্যক্তি যে কোনো কর্তৃত্ব প্রকাশ করতে পারে, সে তাতে কাউকে প্রতিনিধিও নির্ধারণ করতে পারে। কজা করা এমন কাজ যা প্রতিনিধি দ্বারাও বাস্তবায়িত হতে পারে। তাই প্রতিনিধির কজা করা এবং মূল ব্যক্তির কজা করার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই, উভয়টি একই পর্যায়ের। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় মূল ব্যক্তি এবং তার প্রতিনিধি উভয়ে কজা করার উপযুক্ত হতে হবে।[৬২]

হানাফী আলেমগণ বলেন, কজা করার জন্যে যাকে প্রতিনিধি নির্ধারণ করা হয়েছে সে আবার অন্য কাউকে প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে, যদি মূল ব্যক্তির

---

৬০. আল-বাহজা শারহুত তুহফা, খ. ১, পৃ. ২০১

৬১. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১২৬; আল-উম, খ. ৩,পৃ. ১২৪ ও ৪৮২; আল কাওয়ানীন আল-ফিকহিয়্যা, পৃ. ৩৯৯; মুদ্রণ : দারুল ইলম; শারহু মিয়ারা আলাত তুহফা, খ. ২, পৃ. ১৪৩; কাওয়ায়েদুল আহকাম, খ. ২, পৃ. ১৫৯, মুদ্রণ : আল-মাকতাবা আত-তিজারিয়্যা

৬২. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ১৫২ এবং খ. ৬, পৃ. ১২৬ ও ১৪১; আতাসী কৃত শারহুল মাজাল্লা, খ. ৩, পৃ. ১৩৫ এবং খ. ৪, পৃ. ৪১৩; দারদীর প্রণীত আশ শারহুল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ৩৭৭ ও ২৪৪; আল-বাহজা শারহুত তুহফা, খ. ২, পৃ. ২৩৩; শারহু তানকীহিল ফুসুল, কারাফী প্রণীত, পৃ. ৪৫৫; ইবনে জুযাই প্রণীত আত-তাসহীল, খ. ১, পৃ. ৯৭; আল-হাইয়ান কৃত তাফসীরুল বাহরিল মুহীত, খ. ২, পৃ. ৩৫৫

www.amarboi.org

প্রতিনিধি নির্ধারণটি হয় ব্যাপকতার ভিত্তিতে। মূল ব্যক্তি তাকে প্রতিনিধি নিয়োগের সময় বলে, যা ইচ্ছা করো বা তুমি আমার পক্ষ থেকে যা-ই করতে চাও করতে পার ইত্যাদি। কিন্তু প্রতিনিধি নির্ধারণটি যদি হয় সীমিত আকারে, তাই উকিল নির্ধারণকালে উপরিউক্ত ধরনের কোনো কথা না বলা হয়, তাহলে এ প্রতিনিধি অপর কাউকে কব্জা করার প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবে না। যদি এ অবস্থায় সে তা করে, কাউকে প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব দেয়, তবে ঐ তৃতীয় লোকটির কব্জা করার অধিকার অর্জিত হবে না। যেহেতু কাউকে যখন প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়, তাকে যে ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রদান করা হয় সে ক্ষেত্রেই শুধু সে কাজ করতে পারে; তার অধিক ক্ষমতা সে প্রয়োগ করতে পারে না।[৬৩]

শাফেয়ী ফকীহগণ বলেন, মূল ব্যক্তির পক্ষ থেকে কোনো পণ্য কেনা এবং তা কব্জা করা যথাযথ, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে তা কব্জা করা যথার্থ নয়। যেহেতু নিজের প্রাপ্য কব্জা করার ক্ষেত্রে তার অন্য কারো পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হওয়া যথাযথ নয়।[৬৪]

উপরিউক্ত বক্তব্য হাম্বলী ফকীহগণ আরো স্পষ্ট করে বলেছেন। তারা বলেন, কোনো লোক কারোর কাছ থেকে খাদ্যদ্রব্য ঋণ করার পর সে ঋণদাতাকে কিছু টাকা দিয়ে বলল, এই টাকায় তুমি আমার জন্যে সে পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য কিনো যে পরিমাণ তুমি আমার কাছে পাও, তা আমার পক্ষ থেকে তুমি কব্জা করো, এরপর তোমার সম্পদ হিসাবে তা কব্জা করো। যদি সে তার কথা অনুযায়ী কাজ করে তবে উভয়ের পক্ষ থেকে এ কব্জা করা সহীহ ও সঠিক হবে। কেননা ঋণগ্রহীতা তাকে তার পক্ষ থেকে কেনার এবং তা কব্জা করার প্রতিনিধি নিয়োগ করেছে। এরপর তার নিকট থেকে তা পুরোপুরি বুঝে নিতে বলেছে। ফলে বিষয়টি হয়েছে এমন, ঋণদাতার নিকট ঋণীব্যক্তির কিছু সম্পদ আমানত হিসাবে গচ্ছিত রয়েছে-যা ঋণ হিসাবে প্রদত্ত বস্তুর সমগোত্রীয়;-এ অবস্থায় ঋণীব্যক্তি ঋণদাতাকে সে গচ্ছিত সম্পদটি ঋণের বিনিময় হিসাবে নিয়ে নেওয়ার অনুমতি প্রদান করলে তা ঋণদাতার নিয়ে নেওয়া জায়েয হবে।[৬৫]

আলোচনার এ পর্যায়ে ফকীহগণ তিনটি মাসআলার বিধান পর্যালোচনা করেছেন :

---

৬৩. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ২৫
৬৪. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০৯
৬৫. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৯৫-২৯৬,মুদ্রণ : মক্কা মুকাররামা

www.amarboi.org

প্রথম মাসআলা : যাকে পণ্য বিক্রিতে প্রতিনিধি নির্ধারণ করা হবে সে মূল্য কব্জা করার এবং পণ্য কব্জা করানোর অধিকার লাভ করবে :

যাকে পণ্য বিক্রিতে প্রতিনিধি নির্ধারণ করা হবে সে ক্রেতার নিকট থেকে মূল্য কব্জা করা এবং ক্রেতাকে পণ্য বুঝিয়ে দেওয়ার অধিকার লাভ করার বিষয়টিতে ফকীহগণ চারটি মত বর্ণনা করেছেন। সেগুলো হচ্ছে :

এক. হানাফী ফকীহদের মত : যাকে বিক্রির জন্যে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে তার ক্রেতার নিকট থেকে মূল্য বুঝে নেওয়া এবং ক্রেতাকে পণ্য বুঝিয়ে দেওয়ার অধিকার থাকবে। এর কারণ, তাকে প্রতিনিধি নিয়োগ করাই তাকে প্রকারান্তরে এ সকল দায়িত্ব প্রদান করা বোঝায়।[৬৬]

দুই. মালেকী ফকীহদের মত : যাকে বিক্রির দায়িত্ব দিয়ে প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে সে ক্রেতার নিকট থেকে মূল্য বুঝে নেওয়া এবং ক্রেতাকে পণ্য বুঝিয়ে দেওয়ার অধিকার লাভ করবে, যদি বিক্রয়-প্রতিনিধি এ কাজগুলো না করার প্রচলন কোথাও না থেকে থাকে।[৬৭]

তিন. শাফেয়ী ফকীহদের মত : তাদের নিকট সর্বাধিক সঠিক মতটি হচ্ছে, যদি পণ্য কব্জা করা লেনদেন সঠিক হওয়ার জন্যে শর্ত হয়, যেমন সালাম বা সরফ বিক্রি, তাহলে বিক্রয় প্রতিনিধি মূল্য কব্জা করা এবং পণ্য কব্জা করানো উভয়টির অধিকার পাবে। কিন্তু যদি পণ্য কব্জা করা বিক্রি সহীহ হওয়ার জন্যে শর্ত না হয়, যেমন সাধারণ বিক্রি, তাহলে সেখানে ক্রেতা নগদমূল্য প্রদান করলে বিক্রয় প্রতিনিধি তা কব্জা করবে এবং তারপর পণ্য বুঝিয়ে দিবে, যদি মূল ব্যক্তি তাতে আপত্তি না করে। প্রতিনিধি এ সব করতে পারবে, যেহেতু এসবই হচ্ছে বেচাকেনার চাহিদা ও দাবি। তাই মূল ব্যক্তি বিক্রির অনুমতি দেওয়াতেই প্রকারান্তরে এ সব কিছুরই অনুমতি দেওয়া সাব্যস্ত হবে। যদি মূল ব্যক্তি প্রতিনিধিকে নগদ মূল্য গ্রহণে বা ক্রেতাকে পণ্য বুঝিয়ে দিতে নিষেধ করে অথবা মূল্য পরে প্রদানের কথা হয়, তাহলে প্রতিনিধি এসব কাজ থেকে নিবৃত্ত থাকবে।[৬৮]

চার. হাম্বলী ফকীহদের মত : বিক্রয় প্রতিনিধি ক্রেতাকে পণ্য বুঝিয়ে দেওয়ার অধিকার লাভ করবে, যেহেতু বিক্রয়ের জন্যে প্রতিনিধি নির্ধারিত হলে তার

---

৬৬. মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ৯৪৯ ও ৯৫০; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১৫০৩

৬৭. দারদীর প্রণীত আশ-শারহুল কাবীর, হাশিয়া দুসূকীসহ, খ. ৩, পৃ. ৩৮১; শারহু মিয়ারা আলা তুহফা ইবনে আসেম, খ. ১, পৃ. ১৩৮; আল-বাহজা শারহুত তুহফা, খ. ১, পৃ. ২১৩

৬৮. রওজাতুত তালেবীন, খ. ৪, পৃ. ৩০৭ ও ৩০৯; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২২৫; রাফেয়ী প্রণীত ফাতহুল আযীয, খ. ১১, পৃ. ৩২-৩৫

www.amarboi.org

চাহিদাই হচ্ছে ক্রেতাকে সে পণ্য বুঝিয়ে দিবে, তাহলেই তার দ্বারা বিক্রয় পূর্ণ হবে। কিন্তু প্রতিনিধি মূল্য কব্জা করার অধিকারী হবে না। যেহেতু কখনো এমন লোককে বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয় আর্থিক লেনদেনে যে বিশ্বস্ত নয়।[৬৯]

ইবনুল কাইয়িম এ বিধানের ব্যতিক্রম-রূপ আলোচনা করেছেন। তা হলো, বিক্রয়-প্রতিনিধি পণ্যের মূল্য কব্জা করতে পারবে যখন কোথাও বিক্রয়-প্রতিনিধির মূল্যগ্রহণের নিয়ম প্রচলিত থাকে। তিনি তার গ্রন্থে এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে বলেছেন, যদি কেউ কোনো অনুপস্থিত বা উপস্থিত ব্যক্তিকে কোনো পণ্য বিক্রি করার দায়িত্ব প্রদান করে এবং সেখানে প্রতিনিধিরই মূল্য হাতে নেওয়ার নিয়ম প্রচলিত থাকে তাহলে সে এ অধিকার লাভ করবে।[৭০]

দ্বিতীয় মাসআলা : কারো পক্ষ থেকে বিতর্কের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাপ্য কব্জা করার অধিকার লাভ করে

ফকীহগণ এ মাসআলায় মতপার্থক্য করেছেন, বিতর্কের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাপ্য বস্তু কব্জা করার অধিকার লাভ করবে কি-না, তাতে তারা পরস্পর বিপরীত দুটি মত ব্যক্ত করেছেন।

এক. শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহবৃন্দ, হানাফী মাযহাবের ফকীহ যুফার-এর এটি মত, যা হানাফী মাযহাবের ফতোয়া হিসাবে গৃহীত হয়েছে এবং মাজাল্লা আল-আহকামুল আদলিয়্যাতেও তা উদ্ধৃত হয়েছে : বিতর্কের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রাপ্য বস্তু কব্জা করার প্রতিনিধি হবে না। তার এই অধিকারই প্রতিষ্ঠিত হবে না। যেহেতু তাকে বিতর্কের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে কেবল প্রাপ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্যে, তার নিকট এটুকুই কাম্য। প্রাপ্য অধিকার আদায় করে দেওয়ার জন্যে যাকে পছন্দ করা হয়, হতে পারে কব্জা করার জন্যে সে ততটা বিশ্বাসভাজন নাও হতে পারে। তাই বিতর্কের জন্যে তার প্রতি নির্ভরতা থাকলেও সম্পদের ক্ষেত্রে তার প্রতি নির্ভরতা থাকবে না।

তা ছাড়া প্রাপ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে প্রয়োজনীয় বিতর্কের অনুমতি প্রদান তা কব্জা করার অনুমতি বোঝায় না, না ভাষা ও বক্তব্যে তার অনুমতি বোঝায়, না সামাজিক প্রচলনে। যেহেতু অধিকার প্রতিষ্ঠা তা কব্জা করাকে অন্তর্ভুক্ত করে না। কব্জা করা এ বিতর্কের আনুষঙ্গিক বিষয়ও নয়, বিতর্কের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়ও নয়। কিন্তু বিক্রির দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির বিষয়টি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা পণ্য ক্রেতার হাতে তুলে দেওয়া এবং ক্রেতার নিকট থেকে মূল্য বুঝে

---

৬৯. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৪০০; মুদ্রণ : আনসারুস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়্যা; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৯২, মুদ্রণ : দারুল মানার

৭০. ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন, খ. ২, পৃ. ৩৯৩; তাহকীক : মুহাম্মদ আব্দুল হামীদ

www.amarboi.org

নেওয়া প্রতিনিধিত্বের দাবি ও চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে মূল ব্যক্তি প্রতিনিধিকে তার যাবতীয় ক্রিয়া ও কর্মেরই প্রতিনিধিত্ব প্রদান করে।[৭১]

দুই. আবু হানিফা এবং তাঁর দুই অনুসারী আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ-এর মত। বিতর্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিতর্কের মাধ্যমে অধিকার ও প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা করার পর তা কব্জা করে বুঝে নেওয়ার অধিকার লাভ করবে। যেহেতু তাকে সম্পদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিতর্কের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাকে তাই কব্জা করার ক্ষেত্রে বিশ্বাসও করা হয়েছে। যেহেতু কব্জা করা ব্যতীত সম্পদে অধিকার নিয়ে বিতর্ক শেষ হয় না। তাই এক্ষেত্রে তাকে বিতর্কের অনুমতি প্রকারান্তরে তা কব্জা করারই অনুমতি বোঝায়।[৭২]

তৃতীয় মাসআলা : ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি বন্ধক রাখা বস্তু কব্জা করতে পারবে

যখন বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতা একমত হবে, বন্ধক রাখা বস্তুটি কোনো ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির হাতে থাকবে,[৭৩] তখন সে ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিটি তা কব্জা করতে পারবে কি-না, এ কথায় ফকীহদের বিপরীত দুটো মত রয়েছে :

এক. হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহদের এক বিশাল দলের অভিমত হচ্ছে, ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি সে বস্তুটি কব্জা করতে পারবে। তার কব্জা করা বন্ধকগ্রহীতার কব্জা-তুল্য বিবেচিত হবে। তাতে কোনোই পার্থক্য করা হবে না। এর কারণ, বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতার কারো প্রতি কারো আস্থা না থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির প্রয়োজন দেখা দিবে। ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি তা কব্জা করার অধিকারী হবে বলেই সে তা সংরক্ষণেরও দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। হাসান

---

৭১. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৫৮; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৪০২; মুদ্রণ : আনসারুস সুন্নাহ; ইবনে কুদামা প্রণীত আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৯১, মুদ্রণ : দারুল মানার; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ২৫; রদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ৫২৯, প্রকাশক : মুসতাফা হালাবী; আতাসী কৃত শারহুল মাজাল্লা, খ. ৪, প. ৫১৫

৭২. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ২৫; রদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ৫২৯, প্রকাশক : মুসতাফা বাবী হালাবী

৭৩. আল-আদল (العدل) শব্দ দ্বারা এখানে সে ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে বন্ধক রাখা বস্তু যার হাতে থাকার ক্ষেত্রে বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতার কোনো আপত্তি নেই। তাদের উভয়ের প্রতি তার ন্যায়নিষ্ঠ দৃষ্টি থাকার প্রেক্ষিতে তাকে আদল (عدل) বলা হয়েছে। দ্রষ্টব্য : আদ-দুররুল মুখতার, খ., ৬, পৃ. ৫০২, রদ্দুল মুহতার টীকা সহ; মাজাল্লা আল-আহকামুল আদলিয়্যাতে ধারা : ৭০৫-এ আদল এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে : যার কাছে বন্ধকদাতা এবং বন্ধকগ্রহীতা তাদের বন্ধকী বস্তুটি আমানত হিসাবে রাখে এবং তার হাতে তা বুঝিয়ে দেয়।

www.amarboi.org

বসরী, শা'বী, আমর ইবনে দিনার, সুফিয়ান ছাওরী, ইসহাক, আবু ছাওর ও আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক এ কথাই বলেছেন। তা ছাড়া ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি মূল প্রাপ্যের অধিকারী ব্যক্তির প্রতিনিধি ও স্থলবর্তী, তাই তার কব্জা করা সকল লেনদেনে প্রতিনিধির কব্জা করার তুল্য; তাই তা যথাযথ ও সঠিক হবে।

ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির কব্জা করা যে মূল ব্যক্তির কব্জা তুল্য, এবং সে-ই কব্জা করার দায়িত্বপ্রাপ্ত তা নিচের এ আলোচনায় আরো সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। তা হলো, বন্ধকগ্রহীতার অধিকার রয়েছে সে যখনই ইচ্ছা করবে বন্ধকের চুক্তি ভেঙ্গে ফেলতে পারবে। ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির হাত থেকে তা বন্ধকদাতার হাতে ফিরিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু বন্ধকদাতা ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির অধিকার বাতিল করতে পারবে না। এভাবে একথাই সাব্যস্ত হয়, ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি বন্ধকদাতার নয়, বন্ধকগ্রহীতার প্রতিনিধি ও স্থলবর্তী।[৭৪]

দুই. ইবনে শুবরুমা, আওযায়ী, ইবনে আবী লায়লা, কাতাদা, হাকাম ও হারেছ উকালী বলেন, ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি বন্ধকের বস্তুটি কব্জা করতে পারবে না। যদি কব্জা করেও তবু তা গৃহীত হবে না। কুরতুবী বলেন, তথাপি তারা তা নিছক আল্লাহর বিধান হিসাবে পালনীয় বলে গণ্য করেন।[৭৫]

দ্বিতীয় অবস্থা : শরীয়তপ্রবর্তকের পক্ষ থেকে স্থলবর্তীকে কব্জা করার ক্ষমতা প্রদান

শরীয়তপ্রবর্তকের পক্ষ থেকে একের স্থলবর্তী হিসাবে অপরকে কব্জা করার অধিকার প্রদান করার ক্ষেত্র নিম্নরূপ : শরীয়তের পক্ষ থেকে যাদের কোনো লেনদেন করার অধিকার নেই, তারা বারণকৃত অবস্থায় রয়েছে, তারা যদি কোনো কিছুর অধিকারী ও উপযুক্ত হয়, তারা যেহেতু লেনদেন করতে পারে না, তাই কোনো বস্তু কব্জা করতেও পারে না। এমন পরিস্থিতিতে শরীয়তপ্রবর্তকই তার প্রাপ্য কব্জা করার জন্যে বিকল্প ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, অন্যকে তার পক্ষ থেকে কব্জা করার অধিকার

---

৭৪. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ১৩৭ ও ১৪১; রদ্দুল মুহতার, খ. ৬, পৃ. ৫০৩, মুদ্রণ : হালাবী; আতাসী কৃত শারহুল মাজাল্লা, খ. ৩, পৃ. ১৯৮; আল-উম, খ. ৩, পৃ. ১৬৯; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৩৩; হাশিয়া আদাভী আলা কেফায়াতুত তালেবির রাব্বানী, খ. ২, পৃ. ২১৬; আত-তাসহীল, ইবনে জুযাইকৃত, খ. ১, পৃ. ৯৭; তাফসীরুল কুরতুবী, পৃ. ১২১৮; মুদ্রণ আশ-শাবু; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৫১, মুদ্রণ : দারুল মানার; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৮৩, মুদ্রণ : আনসারুস সুন্নাহ

৭৫. তাফসীরুল কুরতুবী, পৃ. ১২১৮, মুদ্রণ : দারুশ শাব; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ১৩৭; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৫১; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৩০; আল-ইশরাফ আলা মাসায়িলিল খিলাফ, কাজী আব্দুল ওহহাব প্রণীত, খ. ২, পৃ. ৫

www.amarboi.org

প্রদান করেছেন। এ সময় একের পক্ষ থেকে অন্যের কজা করা আল্লাহরই পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রদান, এ কথায় সকল ফকীহ্ একমত।[৭৬]

ইমাম শাফেয়ী ও বায়হাকী উসমান রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, উসমান রা.-এর মত ছিল, যদি শিশু নাবালেগ হয়, তবে তার পক্ষ থেকে শিশুর পিতা লেনদেন ও কজা করতে পারবে।[৭৭]

হানাফী ফিকহের আলেমগণ বলেন, এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত সে ব্যক্তির অধিকার যে নাবালেগ শিশুর অভিভাবক, যে তার লালনপালন করে। শিশুকে কোনো কিছু দান বা উপহার দেওয়া হলে তার পক্ষ থেকে সে তা কজা করতে পারবে, দাতা সে নিজে হোক বা অপর কেউ। উপহারদাতা নিকটাত্মীয় হোক বা না হোক।[৭৮]

ইবনে জুযাই বলেন, শরীয়তের পক্ষ থেকে যার লেনদেন করার অনুমতি নেই তার পক্ষ থেকে অসী তার প্রাপ্য বস্তু কজা করতে পারবে। ছেলে স্বাধীন হলেও সে যদি ছোট ও অপ্রাপ্তবয়স্ক হয়, তাহলে তাকে পিতা ব্যতীত অন্য কেউ দিরহাম দীনার দিলে তা ছেলের পক্ষ থেকে পিতা কজা করবে। মূলত অন্য যে কেউ যা-ই দিক তা পিতা অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে।[৭৯]

উপরিউক্ত অবস্থায় সাথে যুক্ত হবে আরো যে সকল মাসআলা সেগুলো হচ্ছে : যে কেউ কুড়ানো সম্পদ কজা করতে পারে। কুড়িয়ে কোনো শিশু পেলে, তার জন্যে কেউ কিছু প্রদান করলে শিশুটিকে যে দেখাশোনা করছে সে তা কজা করবে। ঝড়ো বাতাস কারো কোনো কাপড় উড়িয়ে কারো বাড়িতে ফেললে সে বাড়ির লোক তা হাতে তুলে নিতে পারবে। যেসব অপরাধী অনুপস্থিত বা বন্দি হয়ে আছে, তাদের পক্ষ থেকে বিচারক তাদের প্রাপ্যবস্তু কজা করতে পারবে। যেহেতু অপরাধী বা বন্দি তার সম্পদ সংরক্ষণে সক্ষম নয়, এর বিপরীতে তাদের সম্পদ বিচারকের সংরক্ষণ করা সম্ভব।

যদি কেউ কারো কাছে কোনো বস্তু আমানত রাখার পর, যার কাছে আমানত রেখেছে সে মারা যায়, যে আমানত রেখেছিল সেও মারা যায়, তার

---

৭৬. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ১৫২ এবং খ. ৬, পৃ. ১২৬; আল-উম, খ. ৩, পৃ. ১২৪ ও ২৮৪, মুদ্রণ : বুলাক; কাওয়ায়িদুল আহকাম, ইয ইবনে আব্দুস সালাম প্রণীত, খ. ২, পৃ. ৮০, মুদ্রণ : আল-হুসাইনিয়্যা; দারদীর প্রণীত আশ শারহুল কাবীর হাশিয়া দাসূকীসহ, খ. ৪, পৃ. ১০৭; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৬০১, মুদ্রণ : দারুল মানার

৭৭. আল-উম, খ. ৩, পৃ. ২৮৪; সুনানু বায়হাকী, খ. ৬, পৃ. ১৭০

৭৮. মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ৮৪

৭৯. আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ৩৭৪, মুদ্রণ : আদ-দারুল আরাবিয়্যা লিল কিতাব

www.amarboi.org

উত্তরাধিকারীরা কেউ এখানে উপস্থিত না থাকে, তাহলে বিচারক তাদের পক্ষ থেকে গচ্ছিত সে বস্তুটি বুঝে নেবে, তার এই অধিকার রয়েছে। জনকল্যাণ খাতের সমুদয় অর্থ এবং যাকাত; কুরবানী ইত্যাদির অধিকারী গরীব দুস্থ জনগণের পক্ষ থেকে প্রশাসক সে সব কব্জা করার অধিকার রাখে। কেউ পথ চলতে খাদ্যের অভাবে মরণদশার উপক্রম হলে, পথপার্শ্বে থাকা গাছপালা ইত্যাদি থেকে চাহিদা পরিমাণ খাদ্য সংগ্রহ করার অধিকার রাখে, যদিও এর মালিক কে, তা তার জানা না থাকে, আর তাই তার মালিকের নিকট অনুমতি চাওয়া ও পাওয়ারও কোনো সুযোগ না থাকে।[৮০]

অপরের পক্ষ থেকে কব্জা করার অধিকার প্রদত্ত হওয়ার বিভিন্ন রূপ আলোচনা করা হচ্ছে :

মহর কব্জা করার অধিকার

চার মাযহাবের ফকীহগণ এ কথায় একমত, কনে যদি অপ্রাপ্তবয়স্ক হয়, তাহলে তার পক্ষ থেকে মহর কব্জা করার অধিকার লাভ করবে সে যে তার সম্পদে হিতাকাঙ্ক্ষী। এক্ষেত্রে কনের ইতোপূর্বে বিবাহ হোক বা এটি তার প্রথম বিয়ে হোক, বিধানে কোনো তারতম্য হবে না। যখনই কনের অভিভাবক সে মহর কব্জা করবে তা থেকে বর দায়মুক্ত হয়ে যাবে। কনে তার স্বামীর কাছে দ্বিতীয় বার আর মহর দাবি করতে পারবে না, বালেগ হওয়ার পরও। বরং তখন সে তার পক্ষ থেকে যে মহর কব্জা করেছিল, তার নিকট থেকে সে মহর হস্তগত করবে। যেহেতু শরীয়ত যাকে মহর কব্জা করার অধিকার দিয়েছে স্বামী তার হাতেই মহরের পূর্ণ অর্থ সমর্পণ করেছে। অতএব, তার মহর প্রদান যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে, তার দ্বারা সে দায়মুক্ত হয়েছে। যখনই কোনো লোক তার দায় থেকে মুক্ত হয়, তাকে আবার সে দায়ে আবদ্ধ হতে হয় না, যেহেতু যা দায় থেকে চলে যায় তা আবার ঘুরে আসে না।

যদি বর বিবাহকালে কনে হয় পূর্ণবয়সী, তাহলে হয়তো এটিই তার প্রথম বিবাহ, সে ছিল এর পূর্বে কুমারী, অথবা এটি তার প্রথম বিবাহ নয়, বরং পূর্বে তার বিবাহ হয়েছিল। যদি প্রাপ্তবয়স্ক কনের এটি প্রথম বিবাহ না হয়ে থাকে, তাহলে সকল ফকীহ একমত, কনে নিজেই মহর হস্তগত করতে পারবে, সে দায়িত্ব তাকে অন্যের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে না। এর কারণ, এ অবস্থায়

---

৮০. কাওয়ায়েদুল আহকাম, ইয ইবনে আব্দুস সালাম প্রণীত, খ. ২, পৃ. ৭১,মুদ্রণ : আল-মাকতাবা আত-তিজারিয়্যা আল-কুবরা; শারহু তানকীহিল ফুসুল, পৃ. ৪৫৫; কারাফী প্রণীত আয-যাখীরা, খ. ১, পৃ. ১৫২

www.amarboi.org

শরীয়ত কনেকেই তার সম্পদ হস্তগত করার অধিকার প্রদান করেছে। তাই সে ইচ্ছা করলে নিজেই সে অধিকার বাস্তবায়ন করতে পারে, ইচ্ছা করলে যাকে খুশি মহর হস্তগত করার দায়িত্বও সে প্রদান করতে পারে। তবে তার পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট দায়িত্ব প্রদান ব্যতীত কেউ মহর কজা করতে পারবে না।[৮১]

কনে বিবাহকালে প্রাপ্তবয়স্কা হলেও ইতোপূর্বে যদি তার আর বিয়ে না হয়ে থাকে, সে এ যাবৎ থাকে কুমারী, তবে তার বৈবাহিক জীবনের অভিজ্ঞতা না থাকায় তার বিধান নিয়ে ফকীহগণ মতপার্থক্য করেছেন। তারা এক্ষেত্রে দুটো মত বর্ণনা করেছেন :

এক. শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী ফকীহদের মত : কনের পক্ষ থেকে অন্য কেউ মহর কজা করবে না, বরং সে নিজেই তা কজা করবে। অথবা সে যাকে দায়িত্ব দিবে সে-ই কেবল তা কজা করতে পারবে। এর কারণ, সে এখন বয়সী হওয়ায় স্বাভাবিক পরিপূর্ণ জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারিণী। তাই তার সম্পদে সে-ই কর্তৃত্বের অধিকারিণী হবে। আর তাই সে ছাড়া অন্য কারো হস্তগত করার অধিকার নেই, না তার মহর, না অন্য কিছু। যেমন- তার কোনো পণ্য বিক্রির মূল্য বা বাড়ি ভাড়ার অর্থ, সে নিজেই হস্তগত করবে বা সে কাউকে অনুমতি দিলে সে হস্তগত করতে পারবে।[৮২]

দুই. হানাফী ফকীহদের মত : কনের পক্ষ থেকে তার অভিভাবক মহর কজা করতে পারবে, যদি কনের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিষেধ বা আপত্তি প্রকাশিত না হয়। কনে সুস্পষ্ট নিষেধ করলে অভিভাবকের কজা করার অধিকার থাকবে না। এ অবস্থায় বর অভিভাবকের হাতে মহর প্রদান করলে সে দায়মুক্ত হবে না। পূর্বে কুমারী থাকার ও না থাকার প্রেক্ষিতে মহর কজা করার বিধানে এই পার্থক্যের কারণ হচ্ছে, পূর্বে অবিবাহিত কনে মহর কজা করার ক্ষেত্রে লজ্জাবোধ করতে পারে, তাই এক্ষেত্রে অভিভাবক তার স্থলবর্তী হবে। কিন্তু পূর্বে বিবাহিতা নারী এর ব্যতিক্রম। সে মহর হস্তগত করতে কোনো সংকোচ বোধ করবে না। তা ছাড়া, সামাজিক প্রচলন অভিভাবককে বিবাহের মহর গ্রহণের অনুমতি প্রদান করেছে। পূর্বে

---

৮১. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ২, পৃ. ২৪০; রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ১৬১, প্রকাশক : হালাবী; আল-মুহাযযাব, খ. ২, পৃ. ৫৮; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৭, পৃ. ৩৩০; দারদীর রচিত আশ-শারহুল কাবীর, হাশিয়া দুসূকীসহ, খ. ২, পৃ. ৩২৮; কাশশাফুল কিনা, খ. ৫, পৃ. ১০৯ ও ১১৬, মুদ্রণ : আনসারুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়্যা; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৭৩৫, মুদ্রণ : দারুল মানার

৮২. আল-উম, খ. ৫, পৃ. ৬৫; নববী কৃত রওজাতুত তালেবীন, খ. ৭, পৃ. ৩৩০; দারদীর-এর আশ-শারহুল কাবীর হাশিয়া দুসূকীসহ, খ. ২, পৃ. ৩২৮; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৭৩৫

www.amarboi.org

বিবাহিতা নারী তার ব্যতিক্রম, তার ক্ষেত্রে অভিভাবক মহর হস্তগত করার প্রচলন নেই। সামাজিক প্রচলনে অনুমতি মৌখিক অনুমতির তুল্য কার্যকর হয়।[৮৩]

ধারের বস্তু ফিরিয়ে দেওয়ার সময় যে ধার দিয়েছে তার পরিবারের লোকদের কব্জা করার অধিকার

এ কথায় ফকীহদের মাঝে কোনো বিরোধ নেই, যে লোক ধার নিয়েছে সে যা ধার নিয়েছে তা ফেরত দেওয়ার মাধ্যমে তার দায়িত্ব শেষ হবে। সে তা মালিককে বা তার প্রতিনিধিকে বুঝিয়ে দেয় এবং সে তা কব্জা করে তাহলে তার সমতুল্য বস্তু ক্ষতিপূরণ হিসাবে ফেরত দেওয়া থেকে সে দায়মুক্ত হবে।

যে ধার নিয়েছে সে যদি যে ধার দিয়েছে তার হাতে জিনিসটি না দিয়ে তার পরিবারের কারো কাছে তা ফেরত দেয়; যেমন স্ত্রী বা সন্তান, তাহলে যে ধার নিয়েছে সে দায়মুক্ত হবে কি-না, তা নিয়ে বিরোধ রয়েছে। এক্ষেত্রে ফকীহদের দুটো মত হয়েছে :

এক. শাফেয়ী ফকীহদের মত : যে ধার দিয়েছে তার স্ত্রী বা সন্তানের কাছে ধার নেওয়া বস্তু ফেরত দিলে যে ধার নিয়েছিল সে দায়মুক্ত হবে না। তাই স্ত্রী বা সন্তানের কাছে বস্তুটি ধ্বংস হয়ে গেলে তারা তা কব্জা করার পর, যে ধার দিয়েছে তার এখতিয়ার : হয়তো যে ধার নিয়েছে তার কাছ থেকে সে বদলা ও ক্ষতিপূরণ নিবে অথবা স্ত্রী-সন্তানের নিকট থেকে জরিমানা আদায় করবে। যদি যে ধার নিয়েছে তার কাছ থেকে সে ক্ষতিপূরণ নেয় তবে ক্ষতিপূরণদাতা স্ত্রী-সন্তানের নিকট তা ফেরত দাবি করবে। কিন্তু যদি যে ধার দিয়েছে সে তার স্ত্রী-সন্তানের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে, তবে যে ধার নিয়েছিল তার নিকট তারা এ ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারবে না।[৮৪]

দুই. হাম্বলী ফকীহদের মত : যে ধার নিয়েছে সে যদি যে ধার দিয়েছে তার পরিবারের এমন কোনো সদস্যের কাছে ধারের বস্তুটি ফেরত দেয় যার কব্জা করা সে এলাকায় মূল ব্যক্তির কব্জা বলে গণ্য হয় না, তাহলে যে ধার নিয়েছিল সে দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবে না। এর কারণ সে তা মূল মালিকের নিকট ফেরত দেয়নি বা যার কব্জা মূল মালিকের কব্জা বলে গণ্য এমন কোনো স্থলবর্তী ব্যক্তির কাছেও সে তা ফেরত দেয়নি। তাই তার এ ফেরত দেওয়াটা হবে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়ার তুল্য। তাই সে এ দায় থেকে মুক্ত হবে না। কিন্তু যদি যে

---

৮৩. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ১৬১; প্রকাশক : হালাবী; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ২, পৃ. ২৪০; আল-হামাভী আলাল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, খ. ২, পৃ. ৩১৯; বাগদাদী প্রণীত মাজমাউয যামানাত, পৃ. ৩৪০

৮৪. রওজাতুত তালেবীন, নববী কৃত, খ. ৪, পৃ. ৪৪৬; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৩২৯

www.amarboi.org

ধার দিয়েছে তার পরিবারের এমন সদস্যের হাতে সে তা তুলে দেয় যার কব্জা করা সামাজিক প্রচলনে মূল ব্যক্তির কব্জা বলে গণ্য হয়, তাহলে তার হাতে ধারের বস্তু তুলে দেওয়া তার ফেরত দেওয়া বলে গণ্য হবে। যেমন যে ধার দিয়েছে তার স্ত্রী, যে স্বামীর সম্পদে কর্তৃত্ব প্রদর্শনের ক্ষমতা রাখে, এমনিভাবে ম্যানেজার বা মূল কর্মচারী, তাদের হাতে দিলে তা মূল ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দেওয়া বলেই গণ্য হবে। ফলে যে ধার নিয়েছিল তার দায়মুক্তি ঘটবে এবং ক্ষতিপূরণের প্রশ্ন উঠবে না। এর কারণ সামাজিকভাবে যা প্রচলিত তাতে অনুমতি মৌখিক অনুমতি তুল্য, যেন স্ত্রী ও ম্যানেজারকে মৌখিক অনুমতি দেওয়া হয়েছে ধার নেওয়া জিনিস ফেরত নেওয়ার, তাই তারা ফেরত নিয়েছে।[৮৫]

তৃতীয় শর্ত : অনুমতি প্রদান

কব্জা যথার্থ ও সঠিক হওয়ার জন্যে অনুমতি থাকা শর্ত, এক্ষেত্রে ফকীহদের তিনটি মত হয়েছে :

প্রথম মত : হানাফী ও শাফেয়ী ফকীহদের মত : হানাফী ও শাফেয়ী ফকীহগণ কব্জা করার ক্ষেত্রটিতে দুটো ভাগ প্রত্যক্ষ করেন। ফলে দুভাগের বিধান দুধরনের হওয়ার বিবেচনা করেন।

এক. যার পণ্য কব্জা করা হবে তার সে পণ্য আটকে রাখার অধিকার রয়েছে। যেমন বন্ধক রাখা বস্তু এখনও বন্ধকদাতার হাতে রয়েছে, হেবা বা অনুদানের বস্তু এখনও অনুদানদাতার হাতে রয়েছে। বিক্রীত পণ্য নগদমূল্যে বিক্রি করার পর এখনও মূল্য পরিশোধ করা হয়নি, তাই পণ্যটি এখনও বিক্রেতার হাতেই রয়েছে।
দুই. যার পণ্য তার আটকে রাখার অধিকার নেই। যেমন, ক্রেতা নগদ মূল্য পরিশোধ করার পর এখনও পণ্য বিক্রেতার হাতে রয়েছে অথবা ক্রেতা এখনও মূল্য পরিশোধ করে নাই, তবে বিক্রি সম্পন্ন হয়েছে বাকি মূল্যে।

ফকীহগণ বলেন, প্রথম অবস্থায় যেখানে একজন কব্জা করাতে অপরজন বাধা দিতে পারে, সেখানে যার আটকে রাখার অধিকার রয়েছে তার অনুমতি পাওয়া গেলে কব্জা করা যথার্থ হবে। তাই এক্ষেত্রে অনুমতি শর্ত বলে বিবেচিত হবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শর্ত বলে গণ্য হবে না। তাই ফকীহগণ অপরপক্ষের অনুমতি ছাড়াই কব্জা করা যথাযথ ও সঠিক হওয়ার মত ব্যক্ত করেছেন।[৮৬]

---

৮৫. কাশশাফুল কিনা', খ. ৪, পৃ. ৮০-৮১, প্রকাশক : মক্কা মুকাররামা প্রশাসন; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ২২৪, মুদ্রণ : মাকতাবা রিয়াদ আল-হাদীসা

৮৬. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ১২৩ এবং খ. ৬, পৃ. ১৩৮; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫৬২, প্রকাশক : হালাবী; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৩, পৃ. ৫১৭ ও খ. ৫, পৃ. ৩৭৬; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭৩ ও ৪০০

www.amarboi.org

প্রথম অবস্থায় অপর পক্ষের অনুমতি পাওয়াকে শর্ত নির্ধারণের কারণ বর্ণনা করে তারা বলেন, যার বস্তুটিতে আটকে রাখার অধিকার রয়েছে, তার অনুমতি ছাড়া তার এ অধিকার বিনষ্ট করা জায়েয ও বৈধ নয়। এর বিপরীতে যার তা আটকে রাখার অধিকার নেই, তাতে অপর কারো অধিকার সংশ্লিষ্ট হলে এবং কেউ তা কব্জা করার দাবিদার হলে সে-ই তা কব্জা করতে পারবে, যার হাতে পণ্য ছিল সে তাতে অনুমতি দিক বা না দিক, তাতে কিছু পার্থক্য হবে না।

দ্বিতীয় মত : মালেকী ফকীহদের মত : তারা বলেন, বন্ধক রাখা বস্তুটি বন্ধকগ্রহীতা কব্জা করার জন্যে অনুমতি শর্ত, অন্য সকল উপহার অনুদানে তা শর্ত নয়। যেমন, উপহার, দান, ওয়াক্ফ ইত্যাদি। যেহেতু বন্ধক রাখা বস্তুতে বন্ধকদাতার মালিকানা অটুট রয়েছে, তাই তার অনুমতি থাকা শর্ত বিবেচনা করা হয়েছে। এর বিপরীতে অন্য দান ও অনুদানে দাতার মালিকানা আর বহাল থাকে না। তাই তার অনুমতি পাওয়ার উপর কব্জা নির্ভরশীল হবে না।[৮৭]

তৃতীয় মত : হাম্বলী ফকীহদের মত : তারা বলেন, বন্ধক রাখা বস্তুর ন্যায় অন্য দান-অনুদানেও প্রথম পক্ষের অনুমতি থাকা শর্ত। তাই বন্ধকদাতার অনুমতি ছাড়া বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকের বস্তুটি কব্জা করলে তা যেমন অনুচিত ও সীমালঙ্ঘন বলে বিবেচিত হবে, তেমনি দান-অনুদানের বস্তু যে দান বা অনুদান করছে তার অনুমতি ছাড়া কব্জা করা সীমালঙ্ঘন বলে সাব্যস্ত হবে। সেক্ষেত্রে কব্জা করা ত্রুটিপূর্ণ বলে তা বাতিল হয়ে যাবে, তাই তার ভিত্তিতে যে বিধানগুলো কার্যকর হওয়ার সেগুলো কার্যকর হবে না।[৮৮]

অনুমতির প্রকার

ফকীহদের দৃষ্টিতে অনুমতি হচ্ছে দুপ্রকার : **এক.** প্রকাশ্য ও সুস্পষ্ট এবং **দুই.** ইশারা-ইঙ্গিতে যা অপ্রকাশ্য। সুস্পষ্ট : যেমন, কাউকে বলা হলোঃ কব্জা করো, আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি, আমি তাতে রাজি আছি; এ ধরনের আরো সকল বাক্য। ইশারা ইঙ্গিতে অনুমতি : যেমন অনুদানদাতার উপস্থিতিতে অনুদানের বস্তুটি কেউ হাতে নিলে অনুদানদাতা তাকে নিষেধ না করে চুপ করে থাকা। এমনিভাবে ক্রেতা বিক্রীত পণ্যটি কব্জা করছে দেখেও বিক্রেতা চুপ থাকা।

---

৮৭. আল-মুনতাকা, বাজী রচিত, খ. ৬, পৃ. ১০০; ফাতহুল আলী আল-মালিক, খ. ২, পৃ. ২৪৩; আশ-শারহুল কাবীর; দারদীর প্রণীত, খ. ৪, পৃ. ১০১

৮৮. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৭২ এবং খ. ৪, পৃ. ২৫৩, মুদ্রণ : আনসারুস সুন্নাহ; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩২, মুদ্রণ : দারুল মানার

www.amarboi.org

বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকদাতার সামনেই বন্ধক রাখা বস্তুটি কব্জা করে নিলে বন্ধকদাতা তাতে কোনো আপত্তি না করা ইত্যাদি।[৮৯]

অনুমতি প্রত্যাহার

যেখানে কব্জাকরণ যথাযথ হওয়ার জন্যে অনুমতি লাভ করা শর্ত, সেখানে শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণ বলেন, যার অনুমতি পাওয়া শর্ত তার অনুমতি প্রত্যাহারের সুযোগও রয়েছে। তবে সেটা হতে হবে কব্জা করে ফেলার আগেই। যদি কব্জা করার পূর্বে অনুমতি প্রত্যাহার করে তবে পূর্বের অনুমতি বাতিল বলে গণ্য হবে। যদি কব্জা করার পর অনুমতি প্রত্যাহারের কথা জানায় তবে তার এ প্রত্যাহার কার্যকর হবে না।[৯০]

কব্জা করার পূর্বে কেউ তার অনুমতি প্রত্যাহার করে তা বাতিল করতে পারে-এ জন্যে যে, সে বস্তুটিতে তার নিয়ন্ত্রণ বহাল থাকায় তাতে তার অধিকার রয়েছে প্রবল। সেই সাথে এটিও লক্ষণীয়, সে ইচ্ছা করলে কব্জা করার অনুমতি নাও দিতে পারে, সেক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়ার পর তা প্রত্যাহারও করতে পারে। তবে কব্জা সম্পন্ন হওয়ার পর অনুমতি প্রত্যাহার করলে প্রত্যাহার বাতিল হয়ে যাওয়ার কারণ, যা সুচারুরূপে যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে অনুমতি প্রত্যাহারের মাধ্যমে তা পণ্ড করার অপচেষ্টা করা হয়। তাই এ অপচেষ্টা প্রত্যাখ্যাত হবে।

কব্জা করা পর্যন্ত অনুমতি প্রদানের যোগ্যতা বহাল থাকা

শাফেয়ী ফকীহগণ বলেছেন, কব্জা করার পূর্বে যদি কব্জার অনুমতিদাতা পাগল হয়ে যায়, বেহুঁশ হয়ে যায় বা শরীয়তের নিষেধাজ্ঞা আরোপের আওতায় পড়ার দরুন যাবতীয় লেনদেন থেকে তাকে বারণ করা হয়, তবে তার পূর্বপ্রদত্ত অনুমতি বাতিল হয়ে যাবে।[৯১] হাম্বলী ফকীহগণ তাদের সাথে এতটুকুতে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন, যদি অনুমতিদাতা বা যাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে কব্জা করার পূর্বে সে মারা যায়, তাহলে কব্জা করার অনুমতি বাতিল হয়ে যাবে।[৯২]

---

৮৯. আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, ইবনে নুজাইম কৃত, পৃ. ১৫৪; লিসানুল হুক্কাম, ইবনে শাহনা কৃত, পৃ. ৩২১; কাশশাফুল কিনা', খ. ৪, পৃ. ২৫৩, মুদ্রণ : আনসারুস সুন্নাহ; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩২, মুদ্রণ : দারুল মানার

৯০. রওজাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ৩৭৬; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৪০১; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩১৩; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩২, মুদ্রণ : দারুল মানার; কাশশাফুল কিনা', খ. ৪, পৃ. ২৫৩, মুদ্রণ : আনসারুস সুন্নাহ

৯১. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩১৩

৯২. রওজাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ৩৭৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৪, পৃ. ২৫৩, মুদ্রণ : আনসারুস সুন্নাহ

www.amarboi.org

চতুর্থ শর্ত : কব্জাকৃত বস্তুতে অন্য কারো অধিকার সম্পৃক্ত থাকবে না

যে জিনিস কব্জা করা হবে তাতে অন্য কারো অধিকার সম্পৃক্ত না থাকার বিষয়ে ফকীহগণ সামান্য মতবিরোধ করেছেন। তারা এ সম্পর্কে তিনটি মত ব্যক্ত করেছেন :

প্রথম মত : হানাফী ও শাফেয়ী ফকীহদের মত : তারা বলেন, যে বস্তুটি কব্জা করা হবে তাতে কব্জা করার সময় কারো কোনো অধিকার বা দখল অবশিষ্ট থাকবে না। তাই যদি বাড়ি বিক্রি করা হয়, তাতে যদি বিক্রেতার আসবাবপত্র রয়ে যায় সেগুলো সরিয়ে বাড়ি খালি করে দিতে হবে। বাড়িতে আসবাবপত্র থাকা অবস্থায় ক্রেতা বাড়ি কব্জা করলে তার এ কব্জা যথাযথ হবে না। খালি করার পর তা কব্জা করতে হবে।[৯৩]

দ্বিতীয় মত : মালেকী ফকীহদের মত : তারা বলেন, কব্জা করা যথাযথ হওয়ার জন্যে তাতে অন্য কারো কর্তৃত্ব বা দখল না থাকা শর্ত নয়। তবে বাড়ি-ঘর এর ব্যতিক্রম। বাড়ি-ঘর কব্জা করার পূর্বে তাতে অন্য কারো আসবাবপত্র থাকলে তা সরিয়ে বাড়ি খালি করে দিতে হবে, নতুবা কব্জা যথাযথ হবে না।[৯৪]

তৃতীয় মত : হাম্বলী ফকীহদের মত : তারা বলেন, ব্যতিক্রমহীনভাবে যে-কোনো পণ্য কব্জা করার ক্ষেত্রে, তা অন্যের দখল বা অধিকারমুক্ত হওয়া জরুরি নয়। এমনকি বাড়ি-ঘরও তা থেকে ব্যতিক্রম নয়। বরং যদি বিক্রেতা ক্রেতাকে বিক্রীত বাড়ি কব্জা করতে এবং নিজ দখলে নিতে সুযোগ করে দেয়, তাহলে তা কব্জা করার সময় তাতে বিক্রেতার জিনিসপত্র থাকা কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি করবে না, ক্রেতা যথারীতি এ অবস্থাতেই তা কব্জা করতে পারবে। এর কারণ, তাদের মতে, বাড়িতে বিক্রেতার আসবাবপত্র থাকা ক্রেতার বাড়ি দখলে নেওয়ায় কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।[৯৫]

---

৯৩. আল-ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ১৭; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫৬২ এবং খ. ৫, পৃ. ৬৯০, প্রকাশক : হালাবী; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ১২৫ ও ১৪০; মাজমাউয যামানাত, বাগদাদী রচিত, পৃ. ২১৯ ও ২৩৮; ফাতহুল আযীয, খ. ৮, পৃ. ৪৪২; আল-মাজমুউ শারহুল মুহাযযাব, খ. ৯, পৃ. ২৭৬; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৭২

৯৪. আশ-শারহুল কাবীর, দারদীর রচিত, খ. ৩, পৃ. ১৪৫; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৬৮৯।

৯৫. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩৩, মুদ্রণ : দারুল মানার; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২০২, মুদ্রণ : আনসারুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়্যা

www.amarboi.org

পঞ্চম শর্ত : কজাকৃত বস্তুটি হবে স্বতন্ত্র ও পৃথক

হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ এ শর্ত আরোপ করেছেন। তারা বলেন, যে বস্তুটি কজা করা হবে তা হবে স্বতন্ত্র ও পৃথক, তাতে অন্যের অধিকার বা মালিকানা থাকবে না। যদি তাতে অন্যের মালিকানা বা দাবি অংশগতভাবে সম্পৃক্ত ও সংযুক্ত থাকে তবে তাতে কজাই যথার্থ হবে না।

এ শর্তের আলোকে তারা বলেন, যদি কেউ জমি বন্ধক রাখে বা জমি দান করে, জমিতে থাকা ঘর-বাড়ি ব্যতীত অথবা জমিতে থাকা ফসল বা গাছপালা ব্যতীত অথবা ফসল বা গাছপালা বন্ধক রাখে বা অনুদান হিসাবে দেয়, তাতে জমি বাদ রাখে অথবা গাছ ফল ব্যতীত বা ফল গাছ ব্যতীত বন্ধক রাখে বা দান করে, তাহলে কজা করার পরও তা সঠিক হবে না। যা বাদ রাখা হয়েছে তা সহ বুঝিয়ে দিলেও এবং অপরপক্ষ তা বুঝে নিলেও কজা যথার্থ হবে না। এর কারণ, যা বন্ধক রাখা হয়েছে বা যা দান করা হয়েছে তার সাথে যা বন্ধক বা দান করা হয়নি তা অংশ হিসাবে সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত হয়ে আছে। এভাবে সংযুক্ত হয়ে থাকা কজা সহীহ ও সঠিক হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।[৯৬]

এ বিষয়টিকে শর্ত হিসাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে, যদি কোনো বস্তুতে অপরের আংশিক মালিকানা সম্পৃক্ত ও সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহলে সে বস্তু দ্বারা সে ইচ্ছামাফিক উপকৃত হতে বা তা ব্যবহার করতে এ সম্পৃক্তি বাধা সৃষ্টি করে। তাই এ অবস্থা থাকাকালে কজা করা হলে তা যথার্থ কজা বলে ধর্তব্য হবে না।[৯৭]

ষষ্ঠ শর্ত : কজাকৃত বস্তুতে মালিকানা বিস্তৃত অংশে ছড়ানো থাকবে না

যে বস্তুটি কজা করা হচ্ছে তাতে কজাকারীর মালিকানা হচ্ছে আংশিক, যা পুরো বস্তুটিতে বিস্তৃত– এমন না হওয়া শর্ত, এ কথাতে ফকীহদের দুটো মত হয়েছে :

প্রথম : মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহদের মত : তারা বলেন, যদি কোনো বস্তুতে কারো আংশিক মালিকানা বিস্তৃত থাকে (যেমন জমির এক তৃতীয়াংশ একজনের, অপরজনের দুই তৃতীয়াংশ), তাহলে এ অবস্থাতে তার সেই অংশ কজা করা যথার্থ হবে। অংশের এরূপ বিস্তৃতি কজা যথাযথ হওয়ার পরিপন্থী নয়। তারা এর কারণ হিসাবে বলেন, যদি বিস্তৃত অংশে কজা করা ধর্তব্য না হয় এবং তা কজা বলে গণ্য না হয়, যেহেতু তাতে যে ক-জন অংশীদার তাদের কারোরই নিজ নিজ অংশে নিজ ইচ্ছামাফিক কিছু করার ক্ষমতা ও সুযোগ নাই, তাহলে তাতে যে ক-জন অংশীদার তাদের কারোরই

---

৯৬. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১২৫ ও ১৪০; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ১৭।

৯৭. রদ্দুল মুহতার, খ. ৬, পৃ. ৪৭৯, প্রকাশক : হালাবী

www.amarboi.org

কজা সঠিক হবে না; ফলে তাদের কেউই কজাকারী বলে গণ্য হবে না। এই যদি হয় অবস্থা, তাহলে বস্তুটির মালিক থাকলেও কারোর অধিকার থাকবে না। ফলে বস্তুটি সকলের অধিকারমুক্ত হয়ে থাকবে। এটি শরীয়তের দৃষ্টিতেও যথার্থ নয়, বাস্তব জগৎ হিসেবেও নয়।

শরীয়তের দৃষ্টিতে তা যথার্থ নয়, যেহেতু শরীয়ত সে বস্তুতে সকল অংশীদারকে এক মালিকের ন্যায় গণ্য করে তাদের মালিকানাধীন বস্তুতে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রকাশের অনুমতি দিয়েছে। বাস্তব দৃষ্টিতেও তা যথাযথ নয়, যেহেতু তারা সকল অংশীদার এ পর্যন্তই এটি তাদের মালিকানাধীন এবং তাদের দখলে থাকা বস্তু বলে দাবি করেছে, তাতে তারা একমত থেকেছে এবং তারা সকলেই একই সাথে এ বস্তু দ্বারা উপকৃত হয়েছে।[৯৮]

যদিও তিন মাযহাবের সকল ফকীহ একথায় একমত যে, বিস্তৃত অংশও কজা করা যথার্থ ও সঠিক, কজা সঠিক হওয়ার জন্যে অংশের বিস্তৃতি মোটে প্রতিবন্ধক নয়, কিন্তু বিস্তৃত অংশের কজাকরণের সঠিক রূপটি কী হবে? তা নিয়ে তাদের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন মত হয়েছে, যা নিম্নে আলোচনা করা হচ্ছে :

এক. শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণ বলেন, বিস্তৃত অংশ কজা করতে বস্তুটির পুরোটাই কজা করতে হবে। সবটা কজা করার পর যেটুকু তার মালিকানাধীন নয় তা অপর অংশীদারদের পক্ষ থেকে হবে তার হাতে আমানত। কেননা কোনো বস্তু কজা করার অর্থ হচ্ছে, তা নিজের হাতে নিয়ে নেওয়া এবং তাতে নিজ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। যখন সবটুকু কজা করা হবে তখন নিজের অংশটুকু হাতে নেওয়া হবে এবং তাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হবে, কিন্তু অপর অংশে নিয়ন্ত্রণ সাব্যস্ত না হওয়ায় তা হবে আমানত।

তারা বলেন, যদি বস্তুটি স্থানান্তরযোগ্য না হয় (যেমন জমি) তা কেবল অন্যের দখলমুক্ত করে দিলেই তাতে কজা সাব্যস্ত হয়, তাহলে তাতে পুরোটা কজা করার সময় অন্য অংশীদারদের অনুমতি নেওয়া শর্ত নয়। কিন্তু যদি বস্তুটি স্থানান্তরযোগ্য হয়, তাহলে তা কজা করার সময় অন্য শরীকের অনুমতি নেওয়া শর্ত। যেহেতু এটিতে স্থানান্তর করার দ্বারাই কজা সাব্যস্ত হয়, অথচ এ বস্তু স্থানান্তর করার ক্ষেত্রে অন্যের অংশ বাদ দিয়ে নিজের অংশ স্থানান্তর করা সম্ভব

৯৮. আল-উম, খ. ৩, পৃ. ১২৫ ও ১৬৯, মুদ্রণ : বুলাক; ফাতহুল আযীয, খ. ৮, পৃ. ৪৫৯; শারহুত তাওয়াদ্দী আলা তুহফাতি ইবনে আসেম, খ. ১, পৃ. ১৭৮ এবং খ. ২, পৃ. ২৩৪; আল-বাহজা শারহুত তুহফা, খ. ২, পৃ. ২৩৫; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩৩, এবং খ. ৫, পৃ. ৩৯৬, মুদ্রণ : দারুল মানার; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২০২, খ. ৪, পৃ. ২৫৭; মুদ্রণ : আনসারুস সুন্নাহ

www.amarboi.org

নয়। ফলে তাতে অন্যের অংশ কব্জা করা হয়, যা অন্যের সম্পদে হস্তক্ষেপ। তাই তার অনুমতি নেওয়া জরুরি ও অত্যাবশ্যক।

যদি বস্তুর অন্য অংশীদার অনুমতি না দেয়, তাহলে কব্জা করার অধিকারী তার অংশ কব্জা করতে তার অংশীদারকে প্রতিনিধি নির্ধারণ করবে। তাহলেই কব্জা করা যথাযথ ও সঠিকভাবে সম্পন্ন হবে। যদি তার অংশীদারকে প্রতিনিধি নির্ধারণ না করে তাহলে তার পক্ষ থেকে বিচারক তা কব্জা করবে। অথবা বিচারক কাউকে নিযুক্ত করবে যে অংশীদারদের পক্ষ হতে তা কব্জা করবে। সে কব্জা করা বাস্তবায়িত করতে জিনিসটিকে তার জায়গা থেকে সরিয়ে অন্যত্র রাখবে। এভাবে কোনো অংশীদার ক্ষতিগ্রস্তও হবে না, আবার অংশীদারের জিনিসটি কব্জা করাও সম্পন্ন হবে।[৯৯]

দুই. মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, যে জিনিসটিতে একাধিক ব্যক্তি অংশীদার এবং জিনিসটিতে তাদের অংশ বিস্তৃত, প্রত্যেক শরীক তাতে হাত রাখার দ্বারা তা কব্জা করা হবে। কোনো অংশ হস্তান্তর করা হলে তাতে প্রথম ব্যক্তির পরিবর্তে এখন যে অংশীদার হয়েছে সে অন্যদের সাথে তাতে হাত রাখবে, তাহলেই তার কব্জা সম্পন্ন হবে। তবে যদি বন্ধকদাতা এমন কোনো বস্তু বন্ধক রাখে যার এক অংশের সে মালিক অপর অংশে বন্ধকগ্রহীতার মালিকানা রয়েছে, এ অবস্থায় বন্ধকগ্রহীতা একাই সবটুকু জিনিস কব্জা করবে। নতুবা তাতে বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতা উভয়ের হাত ও দখল থাকবে, অথচ এটি ঠিক নয়। যা বন্ধক রাখা হবে তাতে বন্ধকদাতার কোনো অধিকার থাকবে না। তাই বন্ধকদাতা অংশীদার অনুমতি দিক বা না দিক বন্ধকগ্রহীতা বস্তুটির সবটুকুই কব্জা করে নিবে।

যদি কেউ তার বাড়ির অর্ধেকটা কাউকে দান করে, আর দাতা নিজে সে বাড়িতে বাস করে, দান করার পর দানগ্রহীতাও তার অংশে থাকা শুরু করে, তাহলে সেও বাড়িতে অবস্থান করার পাশাপাশি বাড়িতে থাকার যাবতীয় সুবিধা ভোগ করতে থাকবে। ফলে দাতা ও গ্রহীতা– তারা দুজন দু অংশীদার হয়ে গেল। এটাকেই পূর্ণ কব্জা বলা হয়। এমনিভাবে বাড়ি না হয়ে অন্য যে কোনো সম্পদও যদি আংশিক দান করা হয়, আর গ্রহীতাও দাতার সাথে সাথে সে সম্পদ ভোগ করতে শুরু করে, তাহলে সে সম্পদ থেকে উপকার লাভ করা বা তা ভাড়া দেওয়া ইত্যাদিতে দাতার সাথে গ্রহীতাও অংশীদার হবে। এটিই হচ্ছে কব্জা ও দখল।[১০০]

---

৯৯. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৪০০; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২০২, এবং খ. ৪, পৃ. ২৫৭

১০০. শারহু মিয়ারা আলা তুহফা ইবনে আসেম, খ. ২, পৃ. ১৪৬

www.amarboi.org

কিন্তু যদি কেউ তার বাড়ির অর্ধেক বিস্তৃতভাবে বন্ধক রাখে তাহলে বন্ধকগ্রহীতা পুরো বাড়িটা কব্জা না করলে তার কব্জা পরিপূর্ণ হবে না। সবটুকু সে দখলে নিবে, নয়তো সেখানে বন্ধকদাতার হাতও ঘুরবে। অথচ এটি ঠিক নয়। যা বন্ধক রাখা হবে তাতে বন্ধকদাতার কোনো দখল থাকবে না।[১০১] যদি বাড়ির অর্ধেক যা বন্ধক দেওয়া হয়নি তা বন্ধকদাতার না হয়ে অন্য কারো মালিকানাধীন হয়, তাহলে বন্ধকদাতার বন্ধকপ্রদান সহীহ হবে। বন্ধকগ্রহীতা তার কাছ থেকে সে বাড়ির অর্ধেক– যা বন্ধকদাতার মালিকানাধীন– তা গ্রহণ করবে এবং বাড়ির অপর অর্ধেকের মালিকের সাথে অংশীদার হয়ে বাস করবে এবং বাড়ির যাবতীয় সুবিধা ভোগ করবে।[১০২]

তিন : হানাফী ফকীহদের মত : তারা বলেন, কব্জা যথার্থ হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে যা কব্জা করা হবে তা বস্তুর বিস্তৃত কোনো অংশ হবে না। এর কারণ, কব্জা করার অর্থই হচ্ছে তাতে কব্জাকারীর দখল থাকবে এবং তা তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ও অধিকারে থাকবে। কোনো বস্তুর বিস্তৃত অংশে মালিকানা থাকলে তাতে কব্জা করার এই অর্থ ও মর্ম কখনোই বাস্তবায়িত হবে না, এমনকি তা ধারণাও করা যায় না। যেমন কোনো বাড়ির বিস্তৃত এক অংশে বাস করা বা কোনো কাপড়ের বিস্তৃত এক অংশ পরিধান করা মোটে সম্ভব নয়। যদি এ ধরনের অংশের অধিকারী সবটা জিনিসও কব্জা করে তবু সে তা ভোগ ও ব্যবহার করতে পারবে না, যেহেতু তাতে অন্য অংশীদারের অধিকার সম্পৃক্ত রয়েছে। তাই তারা বলেন, এভাবে বিস্তৃত অংশ কব্জা করাই সহীহ ও সঠিক হবে না।[১০৩]

কব্জা করার স্থলবর্তী

যে বস্তুটি চুক্তির পর কব্জা করার উপযোগী হবে তাতে দু অবস্থা। চুক্তি করার আগেই হয়তো তা সে লোকের হাতে রয়েছে যে তা কব্জা করবে অথবা তার হাতে নেই, চুক্তির অপরপক্ষের হাতে রয়েছে।

প্রথম অবস্থা :

চুক্তির পর কব্জা করলে যা চুক্তির একপক্ষের হাতে আসবে, চুক্তির পূর্বেই তা যদি তার হাতে থাকে, যেমন- কোনো কিছু কেউ বিক্রি করল বা দান করল বা বন্ধক রাখল ছিনতাইকারীর নিকট বা যে ধার নিয়েছে তার নিকট বা যার কাছে

---

১০১. শারহুত তাওয়াদ্দী আলাত তুহফা, খ. ১, পৃ. ১৭৮; শারহু মিয়ারা আলাত তুহফা, খ. ১, পৃ. ১১৬

১০২. লুবাবুল লুবাব, ইবনে রাশেদ আল-কাফাসী প্রণীত, পৃ. ১৭০; শারহু মিয়ারা আলাত তুহফা, খ. ১, পৃ. ১১৬

১০৩. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ১২০ ও ১৩৮

www.amarboi.org

আমানত রাখা আছে তার নিকট বা যে ভাড়া নিয়েছে তার নিকট, তাহলে পূর্ব থেকে বিদ্যমান কব্জাই কি চুক্তির কব্জার স্থলবর্তী হবে, না-কি হবে না? তা নিয়ে ফকীহগণ মতবিরোধ করে তিনটি মত বর্ণনা করেছেন।

প্রথম মত : মালেকী ও হাম্বলী ফকীহদের মত : পূর্ববর্তী কব্জাই চুক্তির ফলশ্রুতিতে কব্জা করার স্থলবর্তী হবে শর্তহীনভাবে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী দখল আমানতের দখল হোক বা ক্ষতিপূরণ ও জরিমানার দখল হোক, এখন যে কব্জা করার উপযোগী হয়েছে তা আমানতের কব্জা হোক বা ক্ষতিপূরণের কব্জা হোক; এখানে অনুমতিরও শর্ত নেই, পূর্ববর্তী কব্জার পর দীর্ঘসময় অতিবাহিত হওয়াও শর্ত নয়।[১০৪]

সকল ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী দখলই চুক্তির প্রেক্ষিতে কব্জা করার স্থলবর্তী বলে গণ্য হবে। কেননা অব্যাহত কব্জাই সত্যিকার কব্জা, যেহেতু তাতে কব্জাকারীর যে কোনো কাজ করার সুযোগ ও অধিকার ছিল, সে অবস্থাতেই কব্জা করার উপযোগী চুক্তি সম্পাদন হয়েছে, ফলে তার সে সুযোগ ও অধিকার অব্যাহত থেকেছে। এক্ষেত্রে এ মর্মে কোনো দলিল নেই যে, চুক্তির পরই কব্জা বাস্তবায়িত হতে হবে, এর পূর্বের কব্জা গণ্য হবে না।

পূর্ববর্তী কব্জা এবং চুক্তি পরবর্তী কব্জা বরাবর হওয়া যেমন শর্ত নয়, পূর্ববর্তী কব্জাতে অন্যায় হস্তক্ষেপের জরিমানা থাকায় সে দখল ও কব্জা অধিক শক্তিশালী হওয়াও শর্ত নয়। তাই পূর্ববর্তী কব্জাই চুক্তি পরবর্তী কব্জার স্থলবর্তী হবে। যেহেতু কব্জা দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, কব্জাকৃত বস্তুতে কব্জাকারীর অধিকার ও দখল, তার ইচ্ছা অনুযায়ী তা নিয়ন্ত্রণ। যখনই এ বিষয় পাওয়া যাবে, তখনই কব্জা পাওয়া যাবে। চুক্তির পূর্বে যে কব্জা ছিল তাতে কব্জাকৃত বস্তুটি ছিল হয়তো ক্ষতিপূরণের দায়বদ্ধ অথবা কব্জাকারীর হাতে তা ছিল আমানত। প্রকৃত কব্জার সাথে এই আমানত বা ক্ষতিপূরণ ইত্যাদির কোনো সম্পর্কও নেই, আমানত বা ক্ষতিপূরণের কোনো প্রভাবও তাতে পড়বে না।

এক্ষেত্রে অনুমতি নেওয়ারও প্রয়োজন নেই, যেহেতু যার হাতে তা রয়েছে তার হাতেই তা রাখা কব্জার অনুমতিতুল্য। যেমন কারো হাতে সম্পদ থাকা অবস্থায় তার সাথে চুক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে সম্পদ তার কাছেই রাখায় সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। তাই এক্ষেত্রে চুক্তির পর কব্জা শুরু হওয়ার কোনো প্রয়োজন

---

[১০৪]. শারহু মিয়ারা আলাত তুহফা, খ. ১, পৃ. ১১১; মাজদুদ্দীন ইবনে তাইমিয়া রচিত আল-মুহাররার, খ. ১, পৃ. ৩৭৪; ইবনে তাইমিয়া কৃত নাযারিয়্যাতুল আকদ, পৃ. ২৩৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৪৯ ও ২৭৩ এবং খ. ৪, পৃ. ২৫৩, মুদ্রণ : আনসারুস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়্যা; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩৪ এবং খ. ৫, পৃ. ৫৯৪, মুদ্রণ : দারুল মানার

www.amarboi.org

নেই। যেহেতু কোনো বিষয় অবিরত থাকলে যে ছাড় দেওয়া হবে সূচনা করা হলে সে ছাড় পাওয়া যাবে না।

কব্জা করতে যে সময় প্রয়োজন সেটুকু অতিবাহিত হওয়ার কোনো আবশ্যকতাও এক্ষেত্রে নেই। এর কারণ, এতটুকু সময় অতিবাহিত হওয়া কব্জা সাব্যস্ত হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, এবং কব্জা করার সংজ্ঞাতেও অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে হ্যাঁ, যদি চুক্তির পরেই কব্জা করা বিবেচনা করা হয় তাহলে সেখানে কব্জা করা সম্ভব এতোটা সময় অতিক্রান্ত হয়েছে কি-না তা বিবেচনা করা হয়। যেহেতু তা থেকে অল্প সময়ে কব্জা করা বাস্তবায়িত হতে পারে না। কিন্তু যদি কব্জা হয়ে থাকে চুক্তিরও আগে, সেখানে সময় হিসাব করার কোনোই প্রয়োজন হয় না।

দ্বিতীয় মত : হানাফী ফকীহদের মত : এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, যদি চুক্তি করার সময়ই চুক্তিবদ্ধ বস্তুটি কব্জায় থাকে তাহলে পূর্বের কব্জা এবং চুক্তির পর প্রাপ্য কব্জা উভয়টি একই পর্যায়ের হলে, পূর্ববর্তী কব্জা এবং চুক্তি-পরবর্তী কব্জাটির একটি অপরটির স্থলবর্তী হবে। যেমন উভয়টি আমানতের কব্জা বা উভয়টি ক্ষতিপূরণের কব্জা হলো। এর কারণ উভয়টি এক বরাবর হলেই একটি অপরটির স্থলবর্তী হওয়া অধিক বাস্তবায়িত হয়। তখন একটি অপরটির চাহিদা পূরণ করে। এখানে চাহিদা হচ্ছে, কব্জা বাস্তবায়িত হওয়া যা পূর্বের কব্জা দ্বারাই অর্জিত হয়েছে।

যদি চুক্তি পরবর্তী কব্জা এবং পূর্ব থেকে বিদ্যমান কব্জা এক বরাবর না হয়, বরং দুটো দুধরনের হয়, একটি আমানতের কব্জা এবং অপরটি হয় ক্ষতিপূরণের কব্জা, তাহলে যদি চুক্তি-পরবর্তী কব্জার তুলনায় পূর্ববর্তী কব্জাটি শক্তিশালী হয়, যেমন পূর্ববর্তী কব্জা হচ্ছে ক্ষতিপূরণের ও দায়দায়িত্বের কব্জা, চুক্তি পরবর্তী কব্জা হচ্ছে আমানতের কব্জা; তাহলে পূর্ববর্তী কব্জাটি পরবর্তী কব্জার স্থলবর্তী হবে। কেননা, এর দ্বারা কব্জাকারী চুক্তির পরবর্তী কব্জার অধিকার পাওয়ার সাথে সাথে আরো বেশি পাচ্ছে। কিন্তু বিষয়টি যদি এর বিপরীত হয়, পূর্ববর্তী কব্জা হয় দুর্বল এবং চুক্তি পরবর্তী কব্জা হয় শক্তিশালী, তাহলে পূর্ববর্তী কব্জা পরবর্তী কব্জার স্থলবর্তী হতে পারবে না। এর কারণ, চুক্তি করে যে কব্জার চাহিদা প্রকাশ করা হয়েছে পূর্ববর্তী কব্জা সে চাহিদা পূরণ করতে পারেনি, বরং দুর্বল কব্জা হিসাবে তা চাহিদার এক অংশ পূরণ করতে পেরেছে; সবটুকু নয়। তাই সবটুকুর স্থলবর্তী তা হতে পারবে না।

উপরিউক্ত মূলনীতির আলোচনা উদাহরণ দিয়ে বিশদ বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে : কোনো একটি জিনিস কেউ লুট করে নেওয়ার পর সে তা মূল মালিকের নিকট থেকে কিনে নিল, ফাসেদ চুক্তি করে কোনো জিনিস কব্জা করার

www.amarboi.org

পর সে তা মালিকের নিকট থেকে সঠিকভাবে চুক্তি করে কিনে নিল। এ উভয়ক্ষেত্রে প্রথম কজা করাই পরবর্তী কজার স্থলবর্তী হবে। ক্রেতা জিনিসটি কেনার পর বাড়িতে সে জিনিসটির কাছে পৌছার পূর্বে তা ধ্বংস হয়ে গেলে অথবা জিনিসটি হস্তগত করার পূর্বে তা ধ্বংস হয়ে গেলে তার কজাতে থাকা অবস্থাতেই তা ধ্বংস হয়েছে বলে গণ্য হবে। এর কারণ, লুট করে কজা এবং কেনার পর কজা, এমনিভাবে ফাসেদ চুক্তি করে কজা এবং সঠিক চুক্তি করে কজা উভয় এক বরাবর, যেহেতু উভয় অবস্থাতে কজা হচ্ছে ক্ষতিপূরণ আদায়ের এবং দায়বদ্ধতার কজা, আমানতের কজা নয়।

এমনিভাবে যদি কারো হাতে কোনো বস্তু থাকে আমানতের অথবা ধার করে আনা, এরপর জিনিসটির মালিক তাকে তা দান করে দেয়, তাহলে তাকে জিনিসটি নতুনভাবে কজা করতে হবে না। যেহেতু পূর্বের কজা ছিল আমানতের, পরেরটিও অনুরূপ, তাই প্রথম কজাই এখানে যথেষ্ট হবে এবং তা দ্বিতীয় কজার স্থলবর্তী হবে।

যদি কোনো বস্তু লুট করার মাধ্যমে কারো দখলে থাকে বা ফাসেদ চুক্তিবলে, যদি বস্তুটির মূল মালিক তাকে সেটি দান করে দেয়, তাহলে পূর্বের কজাই তার জন্যে যথেষ্ট হবে, প্রথম কজাই দ্বিতীয় কজার স্থলবর্তী হবে। এর কারণ, দান করা হচ্ছে আমানতের কজা, কিন্তু লুট করা বা ফাসেদ চুক্তির মাধ্যমে কজা করা হচ্ছে ক্ষতিপূরণের। দ্বিতীয় কজা থেকে যেহেতু প্রথম কজা হচ্ছে সবল ও শক্তিশালী, তাই প্রথম কজাই এখানে যথেষ্ট বলে প্রতিপন্ন হবে। তাতে মূল চাহিদা কজা পাওয়া যাওয়ার সাথে সাথে ক্ষতিপূরণের দিকটি অতিরিক্ত হিসাবে ছিল।

কিন্তু যদি কেউ কোনো কিছু ধারে নেওয়ার পর তা মূল মালিকের নিকট থেকে কিনে নেয়, এমনিভাবে কোনো বস্তু তার কাছে আমানত থাকার পর বা বন্ধক হিসাবে রাখার পর সে মূল মালিকের নিকট থেকে তা যদি সে কিনে নেয়, তাহলে তার পূর্বতন কজা যথেষ্ট হবে না। তার প্রথম কজা দ্বিতীয় কজার স্থলবর্তী হবে না। ফলে কিনে নিলেই সে কজাকারী বলে গণ্য হবে না। বরং পৃথকভাবে তাকে তা কজা করতে হবে। কেননা, তার পূর্বের কজা ছিল আমানতের কজা, পরে কেনার মাধ্যমে সে যে কজার অধিকারী হয়েছে তা হচ্ছে ক্ষতিপূরণ আদায়ের কজা। যেহেতু প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টি শক্তিশালী, তাই পূর্বতন কজাটি এখানে ধর্তব্য হবে না।[১০৫]

---

১০৫. মাজমাউয যামানাত, বাগদাদী প্রণীত, পৃ. ২১৭; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২৪৮ এবং খ. ৬, পৃ. ১২৬; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২২

www.amarboi.org

তৃতীয় মত : এটি শাফেয়ী ফকীহদের মত : প্রথম কব্জাই দ্বিতীয় কব্জার স্থলবর্তী হবে, প্রথম কব্জাটি ক্ষতিপূরণের কব্জা হোক বা আমানতের কব্জা হোক, এমনিভাবে চুক্তির পরবর্তী কব্জাটি আমানতের কব্জা হোক বা ক্ষতিপূরণের কব্জা হোক। তবে দ্বিতীয় কব্জাটি প্রথম কব্জার স্থলবর্তী হওয়া সঠিক হতে দুটো বিষয় শর্ত হিসাবে জরুরি :

এক. যদি বস্তুটিতে চুক্তির অপরপক্ষের আটকে রাখার অধিকার থাকে তাহলে তার অনুমতি নিতে হবে। যেমন, বন্ধক রাখা বস্তু বন্ধকদাতা ফেরত নেওয়ার সময় বন্ধকগ্রহীতার অনুমতি প্রয়োজন। যদি কোনো বস্তু বিক্রি করা হয়েছে নগদ মূল্যে। কিন্তু এখনও তার মূল্য প্রদান করা হয়নি, তা কব্জা করতে বিক্রেতার অনুমতি নিতে হবে। যদি কোনো কিছুতে দ্বিতীয় কারো অধিকার না থাকে তাহলে কব্জা করার সময় তার অনুমতি নিতে হবে না। যেমন কোনো জিনিস বাকি মূল্যে বিক্রি করা হলে ক্রেতা তা বিক্রেতার অনুমতি ছাড়াই কব্জা করতে পারবে। তেমনি নগদ মূল্যে কেনার পর তার মূল্য পরিশোধ করা হয়ে গেলে কব্জা করতে বিক্রেতার অনুমতি লাগবে না।

উপরিউক্ত ক্ষেত্রে যার বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে তার অনুমতি নেওয়ার শর্ত করা হয়েছে, তার কারণ তার অনুমতি ছাড়া তার অধিকার বিলুপ্ত করা জায়েয নয়। যেমন কারো হাতে কোনো বস্তু থাকলে তা যেমন তার অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ কব্জা করতে পারবে না।

দুই. এতটুকু সময় অতিবাহিত হওয়া যতটুকুতে কব্জা করা বাস্তবায়িত হতে পারে। এ শর্ত কার্যকর হবে তখন যখন কব্জা করার বস্তুটি মজলিসে উপস্থিত না থাকে। যেহেতু বস্তুটি যদি তার হাতে না থাকে তাহলে তাকে এতটুকু সময় দিতে হবে, তাহলে সে সেই বস্তু কব্জা করে তাতে নানা কাজ করতে পারবে এবং তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। তা ছাড়া, আমরা বস্তুতে অব্যাহত অধিকারকে কব্জা করার সূচনার সমতুল্য বিবেচনা করেছি। তাই অন্তত পক্ষে এতটুকু সময় অতিবাহিত হতে হবে যতটুকুতে কব্জা করার সূচনা হওয়ার ধারণা করা যায়। তবে বাস্তবিক ততটুকু অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়।

এক্ষেত্রে কব্জা করার সম্ভাব্য শুরু সময় বিবেচনা করা হবে এবং তা অপরপক্ষের অনুমতির সময় থেকে হিসাব করা হবে; চুক্তি সম্পাদনের সময় থেকে হিসাব করা হবে না।[১০৬]

---

[১০৬]. আল-মাজমুউ শারহুল মুহাযযাব, খ. ৯, পৃ. ২৮১; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১২৮; ফাতহুল আযীয, রাফেয়ী কর্তৃক রচিত, খ. ১০, পৃ. ৬৫-৭১

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অবস্থা :

বস্তুটি যদি মালিকের হাতে থাকে। যেমন বিক্রীত পণ্য রয়েছে বিক্রেতার হাতে, দানের বস্তু রয়েছে এখনও দাতার হাতে, সেক্ষেত্রে ফকীহগণ বিক্রীত পণ্য বিক্রেতার হাতে থাকা এবং দানের বস্তু দাতার হাতে থাকার মাঝে কোনো কাজ কব্জা করার স্থলবর্তী হওয়ার প্রশ্নে পার্থক্য করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে :

বিক্রীত পণ্য বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় কোনো কাজ কব্জার স্থলবর্তী হওয়ার প্রশ্নে ফকীহদের তিনটি মত হয়েছে।

এক. হানাফী ফকীহদের মত : বিক্রেতার হাতে এখনও পণ্য রয়ে গেছে, এ অবস্থায় তা ক্রেতা কব্জা করার স্থলবর্তী হবে ক্রেতার সে পণ্য ধ্বংস করা বা তাকে ত্রুটিপূর্ণ করে ফেলা বা তার আকার আকৃতিতে পরিবর্তন ঘটানো বা তা ব্যবহার করার মাধ্যমে তাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। যেহেতু কব্জা করাই হয় তাতে অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং যে কোনো কাজ করার ক্ষমতালাভের জন্যে। বস্তু ধ্বংস করা, তা খুঁতযুক্ত করে ফেলা, আকার আকৃতি পাল্টে ফেলা বা তা ব্যবহার করাই হচ্ছে বস্তুতে প্রকৃত অধিকার ও দখলের বহিঃপ্রকাশ। তাই এগুলোর দ্বারা অবশ্যই কব্জা করা বাস্তবায়িত হবে। যেহেতু নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা লাভ করা প্রকৃত কব্জাও কর্তৃত্বের পরই হয়। ধ্বংস করা এবং খুঁতযুক্ত করা ইত্যাদি কাজকর্ম ক্রেতার পক্ষ থেকে প্রকাশিত হওয়া কার্যত বস্তুতে ক্রেতার অধিকার প্রকাশ করে, যেহেতু কব্জা ও অধিকার ব্যতীত এ কাজগুলো সংঘটিত করার ধারণা ও করা যায় না। তাই এ যাবতীয় কাজ তাতে তার কব্জা ও দখল-ই বুঝাবে।

বিধানগতভাবে এর সমতুল্য মাসআলা হচ্ছে, ক্রেতার কথা মেনে বিক্রেতাই যদি এমনটা করে– পণ্য ধ্বংস করে দেয় বা খুঁতযুক্ত করে ইত্যাদি–তাহলে তা-ও ক্রেতার কব্জা ও দখল বুঝাবে। কেননা এ সবক্ষেত্রে ক্রেতার কথা মতো বিক্রেতার কিছু করা স্বয়ং ক্রেতারই কিছু করার সমতুল্য।

যদি ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে পণ্যটি হাতে নেওয়ার পূর্বে কাউকে ধার হিসাবে দেয় বা কারো কাছে তা আমানত রাখে, তাহলে এ সকল কাজ দ্বারা তার কব্জা করাই প্রতিষ্ঠিত হবে। যেহেতু ধার হিসাবে দেওয়া বা কারো নিকট আমানত রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে বস্তুটিতে নিজের পক্ষ থেকে কারো জন্যে প্রতিনিধিত্বের হাত প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফলে এর দ্বারা ক্রেতার তাতে কব্জা ও দখল প্রতিষ্ঠা হয়। এমনিভাবে যদি ক্রেতা কব্জা করার আগেই তা দান করে এবং দানগ্রহীতা তা কব্জা করে, তবে তা-ও ক্রেতার কব্জা করাই প্রতিষ্ঠিত করবে।

www.amarboi.org

কিন্তু যদি ক্রেতা বিক্রেতাকেই ধার হিসাবে দেয় বা তার নিকটই বস্তুটি আমানত রাখে অথবা বিক্রেতার কাছেই তা ভাড়া দেয়, তাহলে এ সকল কাজ দ্বারা ক্রেতার কব্জা করা প্রতিষ্ঠিত হবে না। এর কারণ, ক্রেতার পক্ষ থেকে উপরিউক্ত কাজগুলো করা সহীহ ও সঠিকই হবে না। যেহেতু বস্তুটি বিক্রেতার হাতে রয়েছে, মৌলিক ভাবেই তাতে বিক্রেতার আটকে রাখার অধিকার রয়েছে। তাই ক্রেতা এ কাজগুলোর মাধ্যমে বিক্রেতার জন্যে প্রতিনিধিত্বের হাত ও অধিকার স্থাপন করতে চাওয়া মোটেই যথার্থ হবে না। তাই এ কাজগুলো ক্রেতা করতে পারবে না; করলেও না করায় গণ্য হবে।[১০৭]

দুই. শাফেয়ী ফকীহদের মত : ক্রেতা যদি পণ্যটি বিক্রেতার কাছ থেকে কব্জা করার পূর্বে তা ধ্বংস করে ফেলে, যা বাহ্যিক ও প্রকাশ্যভাবে হতে পারে বা শরীয়তের দৃষ্টিতে ধ্বংস হতে পারে, তাহলে তার এ ধ্বংস করাই কব্জা বলে ধর্তব্য হবে, যদি সে জানে যে সে পণ্যটি ধ্বংস করেছে। যদি ক্রেতা তা না জানে তাহলে তা কব্জা বলে ধর্তব্য হবে কিনা, তা নিয়ে পরস্পর বিপরীত দুটো মত হয়েছে। তবে সর্বাধিক সহীহ মত এটিই যে, তা কব্জা বলে গণ্য হবে।

যদি স্বামীর হাতে থাকা স্ত্রীর মহর স্ত্রী ধ্বংস করে ফেলে, তাহলে এর দ্বারা স্ত্রী মহর কব্জা করেছে বলে ধরা হবে। ফলে স্বামীকে তা আর আদায় করতে হবে না।[১০৮]

তিন. হাম্বলী ফকীহদের মত : বিক্রেতার হাতে থাকা অবস্থায় ক্রেতা যদি পণ্যবস্তুটি ধ্বংস করে দেয় তাহলে এটি ক্রেতার কব্জা গণ্য করা হবে। তাই ক্রেতার মূল্য পরিশোধের বিধান বহাল থাকবে। যেহেতু এটি এখন তার সম্পদ, সে নিজেই তা ধ্বংস করেছে। তার এই ধ্বংস করা ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছায় হোক। ক্রেতার সম্পদ হিসাবে ক্রেতা তার মূল্য পরিশোধ করবে যদি পূর্বে না দিয়ে থাকে। যদি ধ্বংস করার পূর্বে ক্রেতা মূল্য প্রদান করে, তাহলে ধ্বংস করার পর বিক্রেতাকে তার প্রাপ্য মূল্যের কিছুই ফেরত দিতে হবে না।[১০৯]

যদি দানকৃত বস্তু এখনও দাতার হাতে থাকে, শাফেয়ী ফকীহগণ বলেন, তাহলে যাকে দান করা হয়েছে সে তা নষ্ট করে ফেললে তা কব্জা বলে গণ্য হবে না। এর কারণ, দাতার অনুমতি ছাড়া সে বস্তুতে দানগ্রহীতার কব্জা করার ক্ষমতা ও অধিকারই প্রতিষ্ঠিত হয় না।[১১০]

---

১০৭. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২৪৬; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫৬১, প্রকাশক : হালাবী

১০৮. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৬৬; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৩, পৃ. ৪৯৯ এবং খ. ৭, পৃ. ২৫১

১০৯. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৯১; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৩১, মুদ্রণ : মক্কা প্রশাসন

১১০. রওজাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ৩৭৭

www.amarboi.org

এক্ষেত্রে হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, যদি দানকৃত বস্তুটি তখনও দাতার হাতেই থাকে, দানগ্রহীতা এ অবস্থায় তা ধ্বংস করে ফেলে, তা যদি দাতার অনুমতি নিয়ে করা হয়, তাহলে তা কব্জা বলে গণ্য হবে, নতুবা হবে না।[১১১]

বিভিন্ন চুক্তি ও লেনদেনে কব্জা করার শর্তারোপ এবং তার প্রতিক্রিয়া

কুরআন ও হাদীস এবং শরীয়তের সাধারণ নিয়মনীতি অনেক ধরনের চুক্তিতে কব্জা করাকে শর্ত হিসাবে উল্লেখ করেছে। যদিও তা এক চুক্তির আওতায় একরূপ, অপর চুক্তির আওতায় অন্যরূপ; এক ফকীহ ও মুজতাহিদের এ সম্পর্কে এক দৃষ্টিভঙ্গি, অপর ফকীহের দৃষ্টিভঙ্গি তা থেকে ভিন্ন।

তাই কখনো কব্জা করা হচ্ছে চুক্তি সঠিক হওয়ার শর্ত– সেক্ষেত্রে কব্জা করার আগে চুক্তির উভয় পক্ষ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। কখনো চুক্তির পাত্র-পণ্যের মালিকানা পরিবর্তিত হওয়া বা অপরিবর্তনীয় হওয়ার ক্ষেত্রে কব্জা করা হয় শর্ত– যেমন কখনো তা শর্ত হয় চুক্তি আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে কব্জা করার পূর্ব পর্যন্ত চুক্তিটি থাকে জায়েয পর্যায়ে, কব্জার পর হয় ওয়াজিব। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে :

যে সকল চুক্তিতে মালিকানা পরিবর্তনের জন্যে কব্জা করা শর্ত :

যে সকল চুক্তিতে মালিকানা পরিবর্তনে কব্জা করা সামগ্রিকভাবে/ কোনো না কোনো ভাবে শর্ত সেগুলো মোট পাঁচ প্রকার :

এক. হিবা বা দান-অনুদান (الْهِبَةُ)

যা হিবা বা অনুদান হিসাবে দেওয়া হচ্ছে তা গ্রহীতা কব্জা করা সে বস্তুটির মালিকানা পরিবর্তনে শর্ত কি-না, এ বিষয়ে ফকীহদের দুটো মত রয়েছে :

এক. হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহদের অভিমত : যাকে দেওয়া হবে সে কব্জা করা দানকৃত বস্তুর মালিকানা পরিবর্তনে শর্ত। সে তা কব্জা না করা পর্যন্ত তার মালিকানায় পরিবর্তন ঘটবে না। এক্ষেত্রে শাফেয়ীগণ দাতার অনুমতি থাকাও আবশ্যক বলেন।[১১২]

---

১১১. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩,পৃ. ২৩১, মুদ্রণ ; মক্কা প্রশাসন; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৯১

১১২. তাকমিলা রদ্দুল মুহতার, খ. ৮, পৃ. ৪২৪ ও ৪৭০, প্রকাশক : হালাবী; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, ইবনে নুজাইম রচিত, পৃ. ৩৫৩; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ৮০, ৮২ ও ৮৩; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ৩৭৫; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৪০০; আল-উম, খ. ৩, পৃ. ২৭৪, মুদ্রণ : বুলাক; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, সুয়ূতী রচিত, পৃ. ৩১৯; মাজদুদ্দীন ইবনে তাইমিয়া রচিত আল-মুহাররার, খ. ১, পৃ. ৩৭৪; আল-কাওয়ায়েদ, ইবনে রাজাব কৃত, পৃ. ৭১

www.amarboi.org

দুই. মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ ও ইবনে আবী লায়লার অভিমত : যাকে দান করা হবে, বস্তুটির মালিকানায় পরিবর্তন হয়ে তার মালিকানায় চলে যেতে কব্জা করা শর্ত নয়। বরং দান-অনুদান ইত্যাদির চুক্তিই মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্যে যথেষ্ট। যে দান করবে তার কর্তব্য হবে বস্তুটি কব্জা করার সুযোগ করে দেওয়া। মহান আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেছেন : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ "তোমরা সকল চুক্তি ও অঙ্গীকার পূর্ণ করো।"[১১৩] মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ এ সম্পর্কে এ পর্যন্ত বলেছেন, দাতা প্রয়োজনে গ্রহীতাকে হিবা কবুল করে নিতে চাপ প্রদান করবে– যদি গ্রহীতা তা নিতে অস্বীকার করে।[১১৪]

তারা হিবার ক্ষেত্রে কব্জা করা শর্ত না হওয়ার অভিমত প্রদান করেছেন বিক্রীত পণ্যের সাথে কিয়াস ও তুলনা করে। পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে মাসআলা হচ্ছে, ক্রেতা ক্রয়বিক্রয়-চুক্তি সম্পাদন করলেই পণ্যের মালিক হয়ে যায়– যদি সে তা কব্জা না করে তবুও তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম পক্ষ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসের সাথে কিয়াস করেছেন। বর্ণিত হয়েছে, নবীজী হাবশা অধিপতি নাজাশীর কাছে কয়েক উকিয়া মেশক উপহার হিসাবে পাঠালেন। এরপর তিনি স্ত্রী উম্মে সালামাকে বললেন :

إِنِّي لاَ أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ مَاتَ ، وَلاَ أَرَى الْهَدِيَّةَ الَّتِي أَهْدَيْتُ إِلَيْهِ إِلاَّ سَتُرَدُّ ، فَإِذَا رُدَّتْ إِلَيَّ ، فَهُوَ لَكِ أَمْ لَكُمْ ، فَكَانَ كَمَا قَالَ

"আমি যা জানতে পেরেছি, নাজাশী এরই মাঝে মারা গিয়েছেন। তাই আমি তার কাছে যে উপহার পাঠিয়েছি তা শীঘ্রই ফেরত এসে পড়বে। তা যখন আমার কাছে ফেরত আসবে তা হয়তো তুমি নিবে, নয়তো তোমরা সকলে নিবে। তিনি যেমন বলেছেন, পরে তা-ই ঘটেছিল।"[১১৫] এ হাদীস বোঝাচ্ছে, উপহার উপঢৌকন কব্জা না করা হলে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না।

তারা এক্ষেত্রে আরো একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন, পিতা আবু বকর সিদ্দীক রা. তাঁকে গাছে থাকা সম্পদ থেকে প্রায় বিশ ওয়াসাক খেজুর দিলেন। যখন তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এলো তিনি মেয়েকে ডেকে বললেন, আল্লাহর কসম, হে কন্যা! মানুষের মধ্যে এমন কেউ নাই যে, আমার মৃত্যুর পর তোমার ধনী হওয়ার চাইতে তার ধনী হওয়া আমার অধিক

---

১১৩. সূরা মায়েদা, আয়াত ১
১১৪. আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ১০১
১১৫. মুসতাদরাকে হাকেম, খ. ২, পৃ. ১৮৮; যাহাবী বলেছেন, হাদীসটি মুনকার। মুসলিম যানজী বলেছেন, যঈফ বা দুর্বল।

www.amarboi.org

প্রিয় হবে। আমার মৃত্যুর পর তোমার দরিদ্র হওয়ার চাইতে তার দরিদ্র হওয়া অধিক কষ্টদায়ক হবে। আমি তোমাকে বিশ ওয়াসাক উত্তম খেজুর দান করেছি। যদি তুমি খেজুর গাছগুলো কাটাতে তাহলে তা তোমার হতো। কিন্তু এখন সেটা উত্তরাধিকারীর সম্পদ। তোমার দুভাই দুবোন। তোমরা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তা ভাগ করে নাও। আয়েশা রা. বললেন, আব্বা! যদি বিষয়টি এমন তাহলে আমি তা ছেড়েই দিতাম। বোন তো এক আসমা, অন্য এক বোন কে? আবু বকর রা. বললেন, যু বাতন বিনতে খারেজা (ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ)। তিনি একথা বলে ক্রীতদাসীকে বোনের পরিচয় দিলেন।[১১৬] ফকীহগণ বলেন, যাকে দান করা হয়েছে তার কব্জা করার উপর যদি মালিকানা নির্ভরশীল না হতো, তাহলে আবু বকর রা. এ সম্পদকে উত্তরাধিকারের সম্পদ বলতেন না।

তারা উমর রা.-এর বর্ণিত নিম্নের হাদীস দলিল হিসাবে উল্লেখ করেন :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَضَى فِي الأَنْحَالِ : أَنَّ مَا قُبِضَ مِنْهَا فَهُوَ جَائِزٌ ، وَمَا لَمْ يُقْبَضْ فَهُوَ مِيرَاثٌ

"উমর রা. দান-অনুদান সম্পর্কে ফয়সালা প্রদান করে বলেছেন, তা থেকে যা কব্জা করা হবে তা দান হিসাবে কার্যকর হবে। যা কব্জা করা হবে না তা মীরাছ বা উত্তরাধিকার।[১১৭] এ মর্মের হাদীস উসমান, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আনাস ও আয়েশা রা.-এর নিকট থেকেও বর্ণিত হয়েছে।"[১১৮] সাহাবায়ে কেরামের কেউ এই মতের বিরোধী ছিলেন এমনটা জানা যায় না। এভাবে এ বিষয়টিতে সাহাবীদের ইজমা বা ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়াও প্রতিভাত হয়। তা ছাড়া হিবাতে কোনো বিনিময় না থাকায় লেনদেন-জাতীয় চুক্তি হওয়ার ক্ষেত্রে তা দুর্বল; ফলে দানগ্রহীতার মালিকানা স্থাপিত হয় দুর্বলভাবে। যখন তা কব্জা করা হয় তার দ্বারা মালিকানা শক্তিশালী ও সবল হয়।[১১৯]

দুই. ওয়াকফ (الْوَقْفُ)

ওয়াকফ পরিপূর্ণ হওয়ার জন্যে ওয়াকফকৃত সম্পদ কব্জা করা জরুরি ও শর্ত কি-না, তা নিয়ে ফকীহগণ মতবিরোধ করেছেন।

---

১১৬. মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, আয়েশা রা.-এর হাদীস।

১১৭. বায়হাকীর সুনানে কুবরা, উমর রা.-এর হাদীস।

১১৮. তাদের প্রত্যেকের বর্ণিত হাদীস বায়হাকী তার সুনানে কুবরায় উল্লেখ করেছেন।

১১৯. কাশফুল আসরার আলা উসূলে বাযদাভী, আব্দুল আযীয বুখারী প্রণীত, খ. ২, পৃ. ৬৯।

www.amarboi.org

শাফেয়ী ফকীহদের অভিমত, হাম্বলী ফকীহদের গৃহীত যথাযথ মত এবং আবু ইউসুফের মত হচ্ছে, ওয়াকফ যদি যথা নিয়মে করা হয়, তাহলে তা থেকে ওয়াকফকারীর মালিকানা বিলীন হয়ে যায়, তাতে অপরপক্ষের কব্জা করা শর্ত নয়।[১২০]

মালেকী ফকীহদের মত, ইমাম আহমদ-এর অন্যতম অভিমত এবং ইমাম মুহাম্মদ ও ইবনে আবী লায়লার মত হচ্ছে, ওয়াকফকারীর মালিকানা দূর এবং ওয়াকফ পূর্ণ হওয়ার জন্যে যে কোনো এক ধরনের কব্জা পাওয়া জরুরি।[১২১]

আবু হানিফা রহ.-এর মত হচ্ছে, ওয়াকফকৃত বস্তুটিতে ওয়াকফকারীর মালিকানা যথারীতি বহাল থাকবে। তবে যদি ১. বিচারক ওয়াকফ হিসাবে মালিকানা না থাকার ফয়সালা প্রদান করেন বা ২. ওয়াকফকারী তার মৃত্যু পর্যন্ত তার মালিকানা থাকার শর্ত করে তাহলে তার মৃত্যুর পর-এ দু অবস্থায় ওয়াকফকারীর মালিকানা দূর হয়ে যাবে। ফলে তাতে উত্তরাধিকারীর অধিকার থাকবে না।[১২২]

হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, যদি কোনো লোক সকল মুসলিমের কল্যাণার্থে কোনো জায়গায় পানি পান করানোর ব্যবস্থা করে, মুসাফিরদের থাকার জন্য মুসাফিরখানা নির্মাণ করে, মুজাহিদদের জন্যে অশ্বশালা নির্মাণ করে, কোনো জায়গা কবরস্থান হিসাবে খালি করে দেয়, কোথাও মসজিদ নির্মাণ করে, তাহলে ইমাম আবু ইউসুফের মত অনুসারে সে জায়গাতে মালিকের মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইমাম মুহাম্মদের মতে, যখন লোকজন সেখানে পানি পান করতে শুরু করে, মুসাফিরখানায় পথিক থাকতে আরম্ভ করে, করবস্থানে মৃতদেহ কবর দিতে শুরু করে, মসজিদে নামাযের জামাআত শুরু হয়ে যায়, তখন থেকে ওয়াকফকারীর মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইমাম আবু হানিফার মত অনুসারে বিচারক ওয়াকফের ফয়সালা না দেওয়া পর্যন্ত তা থেকে ওয়াকফকারীর মালিকানা বিলুপ্ত হয় না। [তবে ফতোয়া ইমাম মুহাম্মদের মতের ওপর], বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : وَقْفٌ

---

১২০. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩৮৩; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৬০০; আল-কাফী, খ. ২, পৃ. ৪৫৫, মুদ্রণ : নাশরুল মাকতাব আল-ইসলামী; আল-ইখতিয়ার, খ. ৩, পৃ. ৪১; আল-মাবসুত, খ. ১২, পৃ. ৩৫

১২১. আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ৩৬৪, মুদ্রণ : নাশরু দারুল কিতাব আল-আরাবী; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৬০০; আল-কাফী, খ. ২, পৃ. ৪৫৫; আ- ইখতিয়ার, খ. ৩, পৃ. ৪১; হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৩, পৃ. ৩৬৪; আল-মাবসূত, খ. ১২, পৃ. ৩৫; মুগনিল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৮৩

১২২. হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৩, পৃ. ৩৫৭; আল-হিদায়া ফাতহুল কাদীরসহ, খ. ৫, পৃ. ৪১৮, ৪৪৭-৪৪৮

www.amarboi.org

তিন. ঋণ বা কর্জ : (القَرْضُ)

কর্জদাতার ঋণ হিসাবে প্রদত্ত সম্পদে কর্জগ্রহীতার মালিকানা প্রতিষ্ঠাকালে তা কব্জা করা জরুরি ও শর্ত কি-না, তা নিয়ে ফকীহদের তিনটি মত তৈরি হয়েছে :

এক. আবু হানীফা ও মুহাম্মদের অভিমত, শাফেয়ীদের সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত, হাম্বলীদেরও মত এটিই যে, কর্জগ্রহীতা কর্জদাতার কর্জ হিসাবে প্রদত্ত সম্পদ কব্জা করলেই সে তার মালিক হতে পারবে।[১২৩]

তারা দলিল হিসাবে বলেন, ঋণগ্রহীতা ঋণ কব্জা করার মাধ্যমে ঋণদাতার সে সম্পদে এক প্রকার মালিকানা ও অধিকার অর্জন করে। ফলে কর্জদাতার অনুমতি ছাড়াই কর্জগ্রহীতা সে সম্পদে নিজের ইচ্ছামতো কর্তৃত্ব প্রদর্শন করতে পারে। কেনাবেচা, দান করা, ঋণ পরিশোধ করা ইত্যাদি যে-কোনো কাজই সে তা দ্বারা করতে পারে। সে যা-ই করতে ইচ্ছা করে তা কার্যকর হয়, কর্জদাতার অনুমতির অপেক্ষা করতে হয় না। এটিই মালিকানার নিদর্শন।

যদি সে মালিক না-ই হতো তাহলে তার এ নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ কার্যকর হতো কী করে? সেই সাথে লক্ষণীয়, কর্জপ্রদানে দুটো বিষয়ের সম্মিলন ঘটে : এক. বিনিময়ের দিক এবং দুই. স্বেচ্ছাসেবার দিক। বিনিময়ের দিক হচ্ছে, কর্জগ্রহীতা যা কর্জ হিসাবে গ্রহণ করে তার সমপরিমাণ বিনিময় ও বদল তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে; এটি তার জন্যে আবশ্যিক। স্বেচ্ছাসেবার দিক হচ্ছে, কর্জদাতা প্রদত্ত কর্জের অর্থের মাধ্যমে কর্জগ্রহণকারীকে তার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করার উপকার প্রদান করে। এই দুটো দিকের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবার দিকটি এখানে প্রবল। কেননা এর শেষ পরিণতি হচ্ছে, এভাবে ঋণগ্রহীতাকে ঋণদাতার সম্পদের যাবতীয় সুবিধা প্রদান করা হয় কোনো ধরনের বিনিময় ব্যতীত। এটি তো প্রকাশ্য, ঋণের সম্পদের এখন কোনো বিনিময় ঋণদাতাকে দেওয়া হচ্ছে না। ভবিষ্যতেও তার যেটুকু সম্পদ সেটুকুই তাকে প্রদান করা হচ্ছে। অথচ এ সম্পদ দ্বারা ঋণগ্রহীতা স্বেচ্ছাসেবা লাভ করছে, যা অর্থের যোগানদাতা পাচ্ছে না। তাই স্বেচ্ছাসেবার অন্য দিকগুলো হিবা, দান, অনুদান ইত্যাদির সাথেই কর্জের সামঞ্জস্য পরিদৃষ্ট হয়। আর তাই স্বেচ্ছাসেবার অন্য খাতগুলোতে যেমন কব্জা করার দ্বারা মালিকানা বদলায়, শুধু চুক্তি হলে বা কব্জা না করেই তাতে হস্তক্ষেপ করলে তার মালিকানায় পরিবর্তন আসে না, ঋণ ও কর্জও তেমনই।

---

১২৩. রদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ১৬৪; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, ইবনে নুজাইম রচিত, হাশিয়া হামাভী সহ, খ. ২, পৃ. ২০৪; ফাতহুল আযীয, খ. ৯, পৃ. ৩৯১; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১২০; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩১০; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৫৭; মুদ্রণ : আনসারুস সুন্নাহ; আল-মুহাররার, খ. ১, পৃ. ৩৩৪; মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ১, পৃ. ৩৯৭

www.amarboi.org

দুই. মালেকী মাযহাবের ফকীহদের মত : ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার যে পরিমাণ সম্পদ ঋণ হিসাবে নিবে, ঋণগ্রহণের চুক্তির দ্বারাই সে সেটুকুর পূর্ণ মালিকানা লাভ করবে। সে তা কব্জা না করলেও তা তার সম্পদে গণ্য হবে এবং সে মর্মে ফয়সালাও করা হবে।[১২৪]

তিন. ইমাম আবু ইউসুফের অভিমত যা শাফেয়ীদের একটি মত। তা হলো, ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার প্রদত্ত ঋণে মালিকানা লাভ করবে তা নিয়ন্ত্রণ করলে, তা নানাভাবে ব্যবহার করলে। যখন সে তা নানা কাজে লাগাবে তার পূর্বেই তা তার মালিকানায় থাকা প্রমাণিত হবে। এখানে নিয়ন্ত্রণ ও নানা কাজে ব্যবহার বলে বোঝানো হয়েছে সে সকল কাজ, যেগুলো মালিকানা দূর করে দেয়, যেমন বিক্রি করা, হিবা ও দান করা, দাস-দাসী মুক্ত করা এবং কোনো বস্তু ধ্বংস করা ইত্যাদি। কিন্তু বন্ধক রাখা, বিয়ে করানো, ভাড়া দেওয়া, গম ভাঙ্গানো, আটা দিয়ে রুটি বানানো, বকরী জবাই করা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ ও নানা কাজে ব্যবহার-এর আওতায় আসবে না; যেহেতু এগুলোর দ্বারা মালিকানা দূর হয় না।[১২৫]

অধিকাংশ ফকীহ ও মালেকী ফকীহদের মতের পার্থক্য ফুটে উঠবে যখন ঋণগ্রহীতা ঋণের চুক্তি করার পর তা কব্জা করার আগে ঋণের সম্পদটি ধ্বংস হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহদের সকলের মত হবে এ ক্ষতির দায়ভার ঋণদাতার উপর, এটি তার হাতে থাকা অবস্থায় তার সম্পদহানি হয়েছে। কেননা ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত এটি তার মালিকানায় ছিল, ঋণীব্যক্তি তখনও তার মালিক হয়নি। তাই ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে সে এর কোনো বিনিময়ও পাবে না। কিন্তু মালেকী ফকীহগণ বলবেন, এর ক্ষতিপূরণ প্রদান করবে ঋণগ্রহীতা। কেননা এটি তার মালিকানায় তার দায়িত্বে চলে এসেছে। এ অবস্থায় তার ক্ষতি সাধিত হওয়ার বিষয়টি ঋণগ্রহীতাকে পূরণ করতে হবে।

অধিকাংশ ফকীহ এবং ইমাম আবু ইউসুফ ও একমত হিসাবে শাফেয়ীদের মতের পার্থক্য ধরা পড়বে এমন ক্ষেত্রে, এক লোক অপর লোকের নিকট এক কেজি গম কর্জ চাইল। তাকে দেওয়া হলে সে তা কব্জাও করল। কিছু দিন পর কর্জ গ্রহণকারী কর্জদাতার নিকট থেকে ঐ এক কেজি গম কিনে নিলে এটি অধিকাংশ ফকীহের মাযহাবমতে জায়েয হবে না। এর কারণ সুস্পষ্ট, ঋণী ব্যক্তি

---

১২৪. আশ-শারহুল কাবীর, দারদীর প্রণীত, হাশিয়া দুসূকীসহ, খ. ৩, পৃ. ২২৬; আল-বাহজা শারহুত তুহফা, খ. ২, পৃ. ২৮৮

১২৫. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩৯৬; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৪, পৃ. ৩৫; ফাতহুল আযীয, খ. ৯, পৃ. ৩৯১; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১২০; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩১০; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, সুয়ূতী কৃত, পৃ. ৩২০; শীরাজী কৃত আত-তাম্বীহ, পৃ. ৭০

www.amarboi.org

কব্জা করার দ্বারা ঐ এক কেজি গমের মালিক হয়ে গেছে। নিজের মালিকানাধীন বস্তু কেনা সম্ভব নয়, অথচ এখানে তা-ই হয়েছে। তাই পরবর্তী গম কেনা সঠিক ও যথাযথ হবে না। কিন্তু আবু ইউসুফ ও শাফেয়ীদের সে মত অনুসারে যেহেতু কব্জা করার পর এখনও তা ব্যবহার করা হয়নি, তাই তাতে ঋণী ব্যক্তির মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি, ঋণদাতার মালিকানা বহাল রয়েছে। তাই তার কাছ থেকে তা কিনে নেওয়া সহীহ হবে।[১২৬]

চার. বস্তু ধার নেওয়া (الْعَارِيَةُ)

শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহদের মত হলো, যে লোক কোনো বস্তু ধার নেবে সে ওই বস্তু কব্জা করুক বা না করুক, কোনো ভাবে বস্তুর উপকার তার মালিকানায় আসবে না। যেহেতু ধার নেওয়া তাদের মতে সে ব্যক্তির জন্যে উপকার প্রাপ্তি বৈধ করে দিলেও তাকে উপকারের মালিক করে না।

এক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের ফকীহদের মত হচ্ছে, এখানে কব্জা করা শর্ত। কব্জা করলে ধার নেওয়া বস্তুর উপকার যে ধার নিয়েছে তার মালিকানায় চলে আসবে। যেহেতু কাউকে কোনো বস্তু ধার দেওয়ার অর্থই হচ্ছে, যে বস্তুটি ধার দেওয়া হলো তার যাবতীয় উপকারের মালিক করে দিয়ে ধার গ্রহণকারী ব্যক্তির সেবা ও উপকার সাধন। তাই হিবার ন্যায় সে বস্তুটি সে কব্জা করবে, তাহলেই তার উপকারের মালিক সে হতে পারবে।[১২৭] বিস্তারিত জানার জন্যে দ্রষ্টব্য : إِعَارَةٌ

পাঁচ : ফাসেদ বিনিময় ও চুক্তিসমূহ (الْمُعَاوَضَاتُ الْفَاسِدَةُ)

ফকীহগণ মতবিরোধ করেছেন, ত্রুটিপূর্ণ চুক্তিসমূহে এবং ফাসেদ আর্থিক লেনদেনে কব্জা করা মালিকানা স্থানান্তর করে কি-না।[১২৮]

শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী- এ তিন মাযহাবের ফকীহবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, ফাসেদ বা ত্রুটিপূর্ণ চুক্তি বাতিলতুল্য; তাই তা মোটে সংঘটিতই হবে না। আর তাই মালিকানার ফায়দা অর্থাৎ কেউ কোনো বস্তুর মালিক হওয়া এবং তাকে মালিক বানানোর ফায়দাও দেবে না। যে পণ্য নিয়ে ফাসেদ চুক্তি হলো চুক্তির দ্বিতীয় পক্ষ সে পণ্য কব্জা করুক বা না করুক, তাতে কোনো পরিবর্তন হবে না।

---

১২৬. রদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ১৬৪; প্রকাশক : হালাবী; আতাসী প্রণীত শারহুল মাজাল্লা, খ. ২, পৃ. ৪৪০

১২৭. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ২১৪ এবং খ. ৭, পৃ. ৩৯৬; লিসানুল হুক্কাম, পৃ. ৮৭; আতাসী রচিত শারহুল মাজাল্লা, খ. ১, পৃ. ১৩৮ এবং খ. ৩, পৃ. ৩০৯; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ১১৯; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ২২৭

১২৮. এর দ্বারা সে সকল চুক্তি বোঝানো হয়েছে যেগুলো বিভিন্ন অধিকার সৃষ্টি করে এবং চুক্তির উভয় পক্ষকে সম্পদসংক্রান্ত বাধ্যবাধকতা স্বীকার করতে বাধ্য করে। যেমন : বেচাকেনা, ভাড়া, সালাম বিক্রি ইত্যাদি।

www.amarboi.org

হানাফী ফকীহগণ এ বিষয়ে যা বলেছেন তা হলো, যদি দ্বিতীয় পক্ষ পণ্যটি কব্জা করে তাহলে পণ্যের মালিকানা প্রথম পক্ষের নিকট থেকে দ্বিতীয় পক্ষে চলে আসবে। এক্ষেত্রে শর্ত একটাই, তা হলো, দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষের সম্মতিতে তা কব্জা করবে। যেহেতু মালিকানা চলে আসবে, তাই যেদিন সে তা কব্জা করবে পণ্যের সেদিনের দাম দেওয়া তার দায়িত্বে ন্যস্ত হবে।[১২৯]

যে সকল চুক্তি সঠিক হওয়ার জন্যে কব্জা শর্ত

এক. সরফ বিক্রি (الصَّرْفُ)

সকল ফকীহ একমত, সরফ বিক্রি সঠিকভাবে সম্পাদন করতে উভয় বিনিময়ই কব্জা করতে হবে উভয়পক্ষ বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই।[১৩০] ইবনুল মুনযির বলেন, আমরা যাদের আলেম হিসাবে জানি তাদের সকলেই এ কথায় একমত ছিলেন, সরফ বিক্রিতে উভয়পক্ষ কব্জা করার পূর্বে যদি তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে সরফ বাতিল হয়ে যাবে।[১৩১]

তারা দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেন উবাদা ইবনে সামেত রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلاً بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"সোনার বদলে সোনা, রুপার বদলে রুপা, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর, লবণের বদলে লবণ, এক বরাবর একই পরিমাণ, হাতে হাতে বিনিময়। যদি বস্তুগুলোতে পার্থক্য হয়, তাহলে তোমরা হাতে হাতে বিনিময় করে যেরূপ খুশি বেচাকেনা করতে পার।"[১৩২]

তারা দলিল হিসাবে আরো একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন : আব্দুল্লাহ ইবনে উমর তার পিতা উমর রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন :

---

১২৯. রদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ৪৯ ও ৯৯, প্রকাশক : হালাবী; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৩৮০; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ২২৯; আল-মাজমুউ, খ. ৯, পৃ. ৩৭৭

১৩০. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৫, পৃ. ২১৫; রদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ২৫৮; প্রকাশক : হালাবী; আহকামুল কুরআন, জাসসাস প্রণীত, খ. ১, পৃ. ৫৫৪; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৩, পৃ. ৩৭৯; আল-উম, খ. ৩, পৃ. ২১৭; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫১; মুদ্রণ : দারুল মানার; মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ১, পৃ. ৩৮০

১৩১. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫১; তাকমিলা আল-মাজমুউ, সুবকী প্রণীত, খ. ১০, পৃ. ৬৯; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২১৭, মুদ্রণ : আনসারুস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়্যা

১৩২. মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১২১১। হাদীসটির বর্ণনাকারী উবাদা ইবনে সামেত রা.

www.amarboi.org

لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ ، وَلاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ أَحَدُهُمَا غَائِبٌ وَالآخَرُ نَاجِزٌ ، وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ حَتَّى يَلِجَ بَيْتَهُ فَلاَ تُنْظِرْهُ ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ أَيِ الرِّبَا

"তোমরা সোনার বদলে সোনা বেচবে না, তবে সমান সমান হলে বেচতে পার। তোমরা রুপার বদলে রুপা বেচবে না তবে সমান সমান হলে বেচতে পার। রুপার বদলে সোনা (এমনিভাবে সোনার বদলে রুপা) এ অবস্থায় বেচবে না যে, তার একটি মজলিসে উপস্থিত, অন্যটি অনুপস্থিত। যদি তোমার কাছে বেচাকেনার অপর পক্ষ এতটুকু সময় চায় যে সে ঘরে ঢুকবে (এরপর সোনা বা রুপা নিয়ে আসবে) তাহলে তাকে তুমি এতটা সময়ও দিও না। আমি তোমার সুদে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করি (এটুকু বিলম্বেও আমার আশঙ্কা হয়, সুদ হয়ে যাবে।)"[১৩৩]

তাই যদি সরফ বিক্রির উভয়পক্ষ মজলিসে একই সাথে উভয় বদল কব্জা করতে সক্ষম না হয়, এ অবস্থাতেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায়, তাহলে তাদের দীনী দায়িত্ব, তারা বিচ্ছিন্ন ও পৃথক হওয়ার পূর্বে এই বিক্রি ভেঙ্গে দিবে। তাহলে আর কোনো এক বা উভয় বদল সাথে সাথে না আনার এবং বিলম্ব করার গোনাহ হবে না। যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতে হাতে নগদ বিনিময় ব্যতীত সরফ বিক্রি সম্পাদন করতে নিষেধ করেছেন। নবী স. ফয়সালা দিয়েছেন, হাতে হাতে বিনিময় না হলেই সেখানে হবে সুদ। অতএব, যে লেনদেনে এই নিষেধাজ্ঞা ও এই শর্ত পালিত হবে না সেখানেই নিষিদ্ধ বিষয় প্রকাশিত হবে, সেক্ষেত্রে রিবা নাসা (সুদ) হবে, যা হারাম। যদি চুক্তির উভয়পক্ষ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে বিক্রি ভেঙ্গে দিয়ে যায় তাহলে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। ফলে তাদের উপর বিক্রি যথাযথভাবে সম্পাদনের প্রয়োজনীয় শর্তাদিও আসবে না।[১৩৪]

মালেকী ফকীহদের একদল সর্বসম্মত এই মূলনীতি থেকে ব্যতিক্রমী একটি রূপ আলোচনা করেছেন। সর্বসম্মত মূলনীতি হচ্ছে, সরফ বিক্রি সঠিকভাবে সম্পাদনের জন্যে চুক্তির উভয়পক্ষ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে উভয়ে উপস্থিত পণ্য কব্জা করা শর্ত। এর ব্যতিক্রমী রূপ হিসাবে তারা বলেন, যদি উভয়পক্ষ কব্জা করার পূর্বে বিচ্ছিন্ন হয় কোনো কিছু প্রবল হওয়ার পরিস্থিতিতে, যা তাদের দুজনের বা কোনো একজনের মধ্যে প্রবল হয়ে দেখা দেয়, তাহলে উভয়পক্ষ

---

১৩৩. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর হাদীস। হাদীসটি বায়হাকীর সুনানে, ইমাম মালিকের মুওয়াত্তায় এবং আব্দুর রাযযাকের মুসান্নাফে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্রষ্টব্য : নাসবুর রায়া, খ. ৪, পৃ. ৫৬; সুনান কুবরা লিল বায়হাকী, খ. ৫, পৃ. ২৮৪

১৩৪. আল-মাজমূউ শারহুল মুহাযযাব, নবভীকৃত, খ. ৯, পৃ. ৪০৪; তাকমিলাতুল মাজমূউ, সুবকী প্রণীত, খ. ১০, পৃ. ১৪

www.amarboi.org

কব্জা না করলেও সরফ বিক্রি সহীহ্ ও সঠিক হবে। প্রবল বিষয় বলে তারা বুঝিয়েছেন, এ শর্ত ভুলে যাওয়া বা এ শর্ত বোঝায় ভুল করা, মুদ্রা ব্যবসায়ীর চুরি করা ইত্যাদি। শায়খ উলায়শ (عُلَيْش) বলেন, কখনো বন্যা বা অগ্নিকাণ্ড কিংবা শত্রুর আক্রমণ ইত্যাদিও প্রবল হয়ে দেখা দিতে পারে।[১৩৫] তাহলে উভয়পক্ষ কব্জা করা ব্যতীতই সরফ বিক্রি সম্পন্ন হবে।[১৩৬]

দুই. সুদী সম্পদসমূহের একটির অপরটির সাথে বেচাকেনা

সকল ফকীহ্ একমত, সুদী সম্পদসমূহের যে কোনোটি সমজাতীয় বস্তুর বিপরীতে বেচাকেনা করা হলে তা যথাযথ হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে, বিলম্বিত না হয়ে উভয় দিকের পণ্য নগদ কব্জা করে ফেলতে হবে। যদি সমজাতীয় বস্তু না হয়, কিন্তু উভয় দিকের পণ্য সুদী সম্পদের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং এ উভয় পণ্যে সুদের একই কারণ পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রেও উভয় দিকের পণ্য নগদ কব্জা করতে হবে। তবে যদি দু বদলের একটি মূল্য এবং অপরটি মূল্যের মাধ্যমে প্রাপ্ত বস্তু হয় তাহলে উভয় দিকের পণ্য একই সাথে কব্জা করা জরুরি নয়। যেমন একদিকে মুদ্রা দিরহাম ও দীনার, অপরদিকে গম, যব ইত্যাদি হলে নগদ বা বাকী উভয়ভাবে বেচাকেনা করা যাবে। অথচ মুদ্রায় সোনা-রুপা বিদ্যমান।[১৩৭]

সুদী সম্পদগুলোতে উভয় দিকের পণ্য নগদ হাতবদল করা জরুরি-এ কথার পক্ষে আলেমসমাজ হাদীস দ্বারা দলিল প্রদান করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلاً بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"সোনার বদলে সোনা, রুপার বদলে রুপা, গমের বদলে গম, যবের বিপরীতে যব, খেজুরের বদলে খেজুর, লবণের বদলে লবণ, এক বরাবর হতে হবে সমান

---

১৩৫. আত-তাজ ওয়াল ইকলীল, খ. ৪, পৃ. ৩০৭; মিনাহুল জলীল, খ. ২, পৃ. ৫০৮

১৩৬. আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৭৬, মুদ্রণ : দারুল ইলম লিল মালায়ীন; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ১৬৪, মুদ্রণ : আল জামালিয়্যা

১৩৭. আহকামুল কুরআন, জাসসাস প্রণীত, খ. ১, পৃ. ৫৫২; আল-উম, খ. ৩, পৃ. ২৬ ও ৩১, মুদ্রণ : বুলাক; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৩, পৃ. ৩৭৮; আদ-দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার সহ, খ. ৫, পৃ. ১৭২, প্রকাশক : হালাবী; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ১০৭, মুদ্রণ : আল-জামালিয়্যা, ১৩২৯ হিজরী; আল-বাজী প্রণীত আল মুনতাকা, খ. ৫, পৃ. ৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২১৫, মুদ্রণ : আনসারুস সুন্নাহ; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৯, মুদ্রণ : দারুল মানার

www.amarboi.org

সমান। লেনদেন হতে হবে নগদ হাতে হাতে। যদি এই প্রকারগুলোতে সমতা না থাকে, তাহলে তোমরা যেভাবে খুশি বেচাকেনা করতে পার, যদি তা নগদ হাতে হাতে সম্পাদিত হয়।"[১৩৮]

যদিও বিলম্বিত না করে পণ্য নগদ কজা করা আবশ্যক ও জরুরি, এ বিধানে সকল ফকীহ একমত, কিন্তু সুদী সকল সম্পদের একটি অপরটির বিপরীতে বেচাকেনা করা হলে, বিক্রি সম্পন্ন হওয়ার মজলিস থেকে চুক্তির উভয়পক্ষ বা একপক্ষ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে উভয়কে উভয় পণ্য কজা করতে হবে কি-না, তা নিয়ে ফকীহদের দুটো মত প্রকাশিত হয়েছে :

এক. শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী ফকীহদের মত : সুদী সম্পদের লেনদেনে যে সকল বিক্রি সম্পন্ন হয়, সরফ বিক্রি হোক বা অন্য কোনো প্রকার, তাতে মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষ উভয় পণ্য কজা করা শর্ত ও জরুরি। যদি শর্ত লঙ্ঘন করে, উভয়পক্ষ পণ্য হস্তগত করার পূর্বে যদি মজলিস থেকে তারা চলে যায়, তাহলে বিক্রি চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এর কারণ হিসাবে তারা বলেন, সরফ বিক্রি বা সুদী অন্যান্য সম্পদের বেচাকেনায় মূল্যপ্রদান বিলম্বিত করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। নিষেধের ফলশ্রুতিতে উভয় পক্ষের পণ্য নগদ কজা করা জরুরি। এভাবে সাব্যস্ত হয়, বিলম্বিত মুল্যপ্রদান হারাম হওয়া এবং উভয়পক্ষের পণ্য নগদ নগদ কজা করে নেওয়া একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, একটি অপরটিকে অপরিহার্য করে। এর বিপরীতে এটি অসম্ভব, নবী স. শর্ত করবেন সুদী কোনো সম্পদ বেচাকেনায় বিলম্বিত করা যাবে না, আবার তিনিই কোনো কোনোটিতে বিলম্বে কজা করাকে বৈধ বলবেন। এভাবে তিনি কোনোটিতে বিলম্বের সুযোগ দেন নি। বরং হাদীসে يَدًا بِيَدٍ وَهَاءَ وَهَاءَ 'হাতে হাতে নগদ নগদ' কথাটুকু বলা হয়েছে উক্ত ছয়টি বস্তু বেচাকেনার আলোচনায়, যেখানে সঠিক পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে। সে হাদীস দ্বারা একথাই বোঝা যায়, সুদী কোনো বস্তুতেই বিলম্বিত কজার কোনো সুযোগ নেই, বরং দু পক্ষের পণ্যই নগদ নগদ কজা করে নিতে হবে।[১৩৯]

দুই. হানাফী ফকীহদের মত : তারা বলেন, সরফ বিক্রি ব্যতীত অন্য কোনো বিক্রয় বা চুক্তিতে চুক্তির উভয়পক্ষ পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয়ের পণ্য কজা করা শর্ত নয়। অন্য বিক্রয়ে নগদ নগদ উভয় পণ্য কজা করতে হবে না, কিন্তু চুক্তি

---

১৩৮. মুসলিম, হাদীসের বর্ণনাকারী উবাদা ইবনে সামেত রা.

১৩৯. ফাতহুল আযীয, খ. ৮, পৃ. ১৬৫; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৩, পৃ. ৩৭৮; আল-বাজী প্রণীত মুনতাকা, খ. ৪, পৃ. ২৬০, এবং খ. ৫, পৃ. ৩; আল ইশরাফ, কাজী আব্দুল ওহহাব প্রণীত, খ. ১, পৃ. ২৫৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২১৬; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৯

www.amarboi.org

যথাযথ হতে কোনটির বদলে কোনটি তা নির্দিষ্ট করতে হবে। এর কারণ, সরফ ব্যতীত অন্য লেনদেনগুলোতে কব্জা করার পূর্বে নির্দিষ্ট করার দ্বারাই কোন্‌টির বদলে কোন্‌টি তা নির্দিষ্ট হয়। নির্দিষ্ট হওয়ার প্রেক্ষিতে ক্রেতা তাতে তার নিয়ন্ত্রণ প্রকাশ করতে পারে। যেহেতু নির্দিষ্ট করলেই ক্রেতার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়, তাই এখানে চুক্তি সঠিক হতে কব্জা করাকে শর্ত করা হয়নি। কিন্তু সরফ বিক্রি এর ব্যতিক্রম। তাতে কব্জা না করা পর্যন্ত তা নির্দিষ্টই হয় না। এজন্য সরফে কব্জা করাকে পণ্য নির্ধারণের জন্যে শর্ত করা হয়েছে। তাই দুপক্ষই নিজের সোনা রুপার বিপরীতে যা, তা কব্জা করলেই তা মালিকানাধীন হয়ে নির্দিষ্ট হবে। তাই সরফের উভয় পক্ষের বুঝিয়ে দেওয়ার পূর্বে বরাবর বিনিময় উপস্থিত রাখতে হবে।[১৪০]

তিন. সালাম বিক্রি (السَّلَمُ)

হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহদের বিশাল দল শর্ত ঘোষণা করেছেন, বিক্রি যথাযথ হওয়ার জন্যে চুক্তির উভয়পক্ষ পৃথক হওয়ার পূর্বে যে পক্ষ শস্য দিবে সে পক্ষ পুঁজির টাকা কব্জা করতে হবে। যদি কব্জা করার পূর্বে তারা পৃথক হয়ে যায় তাহলে সালাম বিক্রি বাতিল বলে গণ্য হবে।

মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ এ সম্পর্কে বলেন, সালাম সঠিক হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে, তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে অথবা বিচ্ছিন্ন হওয়ার অল্প মেয়াদ পরে, যেমন দু তিন দিন, এর মধ্যে পুঁজি হস্তান্তর করা এবং যে শস্য দিবে সে তা বুঝে নেওয়া। এ সামান্য বিলম্ব শর্ত করে হতে পারে, শর্ত না করে এই নীতির ভিত্তিতেও হতে পারে, কোনো কিছুর নিকটবর্তী তার মাঝেই গণ্য। যদি কব্জা করতে তার অধিক বিলম্ব করে, তবে সালাম বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : سَلَمٌ

চার. দায়িত্বের ইজারা (إِجَارَةُ الذِّمَّةِ)

অধিকাংশ ফকীহ ইজারা বা ভাড়াতে বিভক্তি করেছেন, যে উপকার পাওয়ার লক্ষ্যে ইজারা তার ক্ষেত্র বিবেচনা করে। তারা বলেন, এ হিসাবে ইজারা দু প্রকার : এক. কোনো বস্তু বা ব্যক্তির ইজারা এবং দুই. দায়িত্বের ইজারা।

এক. কোনো বস্তু বা ব্যক্তির ইজারা : এক্ষেত্রে যে উপকার অর্জিত হবে, যা ইজারাতে চুক্তিবদ্ধ বিষয়, তা হয়তো কোনো বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হবে। যেমন, কেউ কোনো বাড়ি বা জমি বা কোনো বাহন ভাড়া নিল। অথবা কোনো লোককে কাপড় সেলাই করা বা বাড়িঘর নির্মাণ করা ইত্যাদি কাজের জন্যে ভাড়া হিসাবে নিয়োজিত করল।

[১৪০]. রদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ১৭২ ও ১৭৮; প্রকাশক : হালাবী

www.amarboi.org

এ ধরনের ইজারাতে ফকীহগণ একমত, চুক্তি সহীহ হওয়ার জন্যে ইজারার পারিশ্রমিক, ইজারার আলোচনা যে মজলিসে হয় সে মজলিসেই কব্জা করা জরুরি নয়। এটি চুক্তি সহীহ হওয়ার জন্যে যেমন শর্ত নয়, তেমনি চুক্তি আবশ্যক হওয়া বা উপকারের মালিকানা পরিবর্তনের জন্যেও তা জরুরি নয়। যেহেতু কোনো বস্তু ইজারা দেওয়া তা বিক্রি করার তুল্য। বিক্রিতে বস্তুর মূল সত্তা বিক্রয় করা হয়, ইজারাতে বস্তুর উপকার বিক্রি করা হয়। বিক্রিতে মূল্য নির্দিষ্ট থাকে, ইজারাতেও ভাড়ার পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে। জিনিস নগদ মূল্যে ও বাকীতে দুইভাবেই যেমন বিক্রি হয়, ইজারাতেও অগ্রিম বা পরে আদায় দুইভাবেই পারিশ্রমিক বা ভাড়া পরিশোধ করা যায়।

দুই. দায়িত্বের ইজারা : এক্ষেত্রে যে উপকার অর্জিত হবে- যা ইজারাতে চুক্তিবদ্ধ বিষয়- তা কোনো ব্যক্তির দায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত হবে। যেমন, যাত্রী হিসাবে চড়ার জন্যে বা সামানপত্র আনা নেওয়ার জন্যে এ কাজগুলো করতে সক্ষম এমন জন্তু কারো কাছে ইজারা হিসাবে চাওয়া। তাকে এ কথা বলা, আমি তোমার কাছে একটা জন্তু ইজারা হিসাবে চাইছি, যার বৈশিষ্ট্য হবে এই, তা আমাকে অমুক জায়গা থেকে অমুক জায়গা পর্যন্ত নিয়ে যাবে। এমনিভাবে কাউকে একথা বলা, আমি তোমার দায়িত্বে অর্পণ করছি এই কাপড়টির সেলাই; তা এ ধরনের হবে। বা বলা, তোমাকে দায়িত্ব দিচ্ছি, তুমি আমার এ ভবন নির্মাণ করে দিবে, তার বৈশিষ্ট্য এইরূপ। অপর পক্ষ তা কবুল করে নিল।

এ ধরনের চুক্তিতে পারিশ্রমিক ঐ মজলিসেই দেওয়া হবে কি-না, তা নিয়ে মোট চারটি মত বর্ণিত হয়েছে :

এক. হানাফী মাযহাবের ফকীহদের মত : তাদের মূলনীতি হচ্ছে, ইজারার চুক্তি করলেই তার ভাড়া বা বিনিময় আবশ্যক হয় না, চুক্তি সম্পাদনকারী বিনিময়ের মালিকও হয়ে যায় না। তাই চুক্তি সম্পাদনকালেই তাকে পারিশ্রমিক বুঝিয়ে দেওয়া জরুরি নয়। তবে যদি চুক্তি সম্পাদনকালে অগ্রিম প্রদানের শর্ত করা হয় বা তাৎক্ষণিক ইজারাপ্রদান করা হয় বা পূর্ণ উপকার প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়ে যায় বা উপকার প্রাপ্তির নিশ্চিত ব্যবস্থা হয়ে যায়, তাহলে অগ্রিম প্রদান করা যায়। এভাবে আলোচনা করার দ্বারা এ কথাই সুস্পষ্ট হয়ে গেল, হানাফী ফকীহদের দৃষ্টিতে ইজারা সহীহ হওয়ার জন্যে পারিশ্রমিক বা ভাড়া অগ্রিম কব্জা করা জরুরি নয়।

এ সম্পর্কে ইবনে আবিদীন বলেন, চুক্তি করলেই কেউ পারিশ্রমিক বা ভাড়ার হকদার হবে না। এর কারণ, এটি সংঘটিত হয় উপকার প্রাপ্তির উপর, উপকার প্রাপ্তি ঘটে একটু একটু করে ক্রমান্বয়ে। বদল বা বিনিময়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তা মূল প্রাপ্যের বিপরীতে প্রদেয় হয়। এখানে মূল প্রাপ্য হচ্ছে উপকার প্রাপ্তি।

www.amarboi.org

যেহেতু বর্তমানে তার পূর্ণ প্রাপ্তি সম্ভব হচ্ছে না, তাই বর্তমানে তার বিনিময় প্রদানও আবশ্যক হচ্ছে না। তবে যদি অগ্রিম প্রদানের শর্ত থাকে অথবা নিজেই অগ্রিম প্রদানে সম্মত থাকে তাহলে তো তা পালনীয়ই হবে। কেননা সে নিজেই নিজের উপর তা আবশ্যক করে নিয়েছে। তাই চুক্তি যে সমতার দাবি করে যার প্রেক্ষিতে উপকারপ্রাপ্তির বিনিময় পরে প্রদেয়, তা এখানে পরিত্যক্ত হবে।[১৪১]

দুই. মালেকী ফকীহদের মত : দায়িত্বে ইজারা সহীহ ও সঠিক হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে, পারিশ্রমিক বা ভাড়া শীঘ্র আদায় করে দেওয়া। নতুবা দেরি করার দরুন দুটো দায়িত্ব (মূল দায়িত্ব ও ভাড়া প্রদান) গঠন এবং বাকিতে বাকি বিক্রি হওয়া আবশ্যক হবে। অথচ বাকিতে বাকি মাল বিক্রি থেকে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি ইজারাগ্রহণকারী তার উপকার পূর্ণরূপে পাওয়ার এবং ভাড়া পরে প্রদানের শর্ত করে, তবে তার ভাড়া প্রদানে সে দেরি করতে পারবে। যেমন, কেউ কোনো জন্তু বাহন হিসাবে ভাড়া নেওয়ার পর সে যেখান থেকে যে পর্যন্ত যাওয়ার শর্ত করেছিল, ঐ পর্যন্ত যাওয়ার পর তার বাহনের ভাড়া আদায় করতে পারবে। তবে সাধারণভাবে পারিশ্রমিক বা ভাড়া আদায়ে বিলম্ব করা যথাযথ হবে না, যেহেতু বাকীতে বাকি মাল বিক্রি করা সহীহ নয়। বরং একটি বাকি হলে অপরটি নগদ হওয়া কাম্য। যেহেতু উপকারের শুরু অংশ কব্জা করা তার শেষ অংশ কব্জা করা তুল্য, অর্থাৎ শুরু ও শেষে কোনো পার্থক্য নেই, তাই বিলম্বে আদায় হলেও তা শুরুতে আদায় বলে গণ্য হবে। ফলে তাতে প্রতিবন্ধকতা আর থাকে নাই।

মালেকী ফকীহগণ শীঘ্র ভাড়া আদায়ের মাসআলায় দু তিন দিন দেরি করাকে দেরি বলে ধরেন না। তারা বলেন, যেহেতু কোনো বস্তুর নিকটবর্তী বস্তুতে একই বিধান কার্যকর হয়, তাই দু তিন দিন দেরি হলেও তাকে বিলম্ব না বলে নগদই ধরা হবে। যেমন সালাম বিক্রিতে হয়ে থাকে।[১৪২] তাদের দৃষ্টিতে সালাম ও ইজারা শব্দে চুক্তি করাতে কোনোই পার্থক্য নেই।

তিন. শাফেয়ী ফকীহদের মত : তারা বলেন, দায়িত্বের ইজারা বিশুদ্ধভাবে করতে চুক্তির মজলিসেই দায়িত্ব গ্রহণকারী পারিশ্রমিকের অংশ গ্রহণ করবে। যেমন সালাম বিক্রির ক্ষেত্রে চাষী মজলিসেই ফসলের অগ্রিম মূল্য গ্রহণ করে। যদি কব্জা করার পূর্বেই চুক্তির দুপক্ষ মজলিস ছেড়ে উঠে পড়ে, তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। সালাম বাতিল হবে, তেমনি ইজারাও বাতিল হবে। এর

---

১৪১. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৬; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪১২

১৪২. আশ-শারহুল কাবীর আলা খলীল, খ. ৭, পৃ. ৩; কারাফী প্রণীত আল-ফুরূক, খ. ২, পৃ. ১৩৩

www.amarboi.org

কারণ, দায়িত্বের ইজারা হচ্ছে সালাম বিক্রির মতো। সালামে শস্য বিক্রি হয় অগ্রিম মূল্যে, দায়িত্বে ইজারায় উপকার বিক্রি হয় অগ্রিম পারিশ্রমিকে। তাই উভয়টির বিধান এক; তাই দায়িত্বের ইজারা তারা ইজারা শব্দ দ্বারা করতে পারে, সালাম শব্দ দ্বারাও করতে পারে।[১৪৩]

চার. হাম্বলী ফকীহদের মত : তারা বলেন, দায়িত্বের ইজারা প্রদান 'সালাম' বা 'সালাফ' যে কোনো শব্দ দ্বারাই ব্যক্ত হতে পারে। হয়তো এক পক্ষ বলল, আমি তোমাকে সালাম হিসাবে এত দীনার বা দিরহাম দিচ্ছি, তুমি এই এই বৈশিষ্ট্যের এক জন্তু দ্বারা আমাকে উপকার পৌছাবে, এ জায়গা থেকে সে জায়গা পর্যন্ত তা আমাকে নিয়ে যাবে। অথবা হয়তো বলল, আমাকে এই এই বৈশিষ্ট্যের একজন লোক দিবে, যে আমাকে এই এই বৈশিষ্ট্যের ভবন নির্মাণ করে দিবে, অপর পক্ষ তা কবুল করল। এভাবে দায়িত্বে ইজারা সম্পাদনকালে চুক্তির মজলিসেই পারিশ্রমিক বা ভাতা অপর পক্ষের হাতে তুলে দেওয়া শর্ত। তাহলে এটি উপকারের সালাম বিক্রি বলে গণ্য হবে। সালাম বিক্রিতে মূল্য মজলিসেই সোপর্দ করতে হয়, এখানেও তা-ই করা হবে। যদি মজলিসেই তা সোপর্দ না করা হয়, অপরপক্ষ মজলিসেই তা হাতে না পায়, তারা মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে, তাহলে বিষয়টি হয়ে যাবে বাকিতে বাকি মাল বিক্রিতুল্য। তাহলে বিক্রির উভয়পক্ষে থাকবে দায় দেনা, নগদ কিছুই থাকবে না। এ ধরনের বিক্রি থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি সালাম বা সালাফ শব্দ ব্যবহার না করে, তাহলে মজলিসে অগ্রিম মূল্য প্রদান জরুরি বলে বিবেচিত হবে না। যেহেতু তখন তা সালাম-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, তাই হাদীসের নিষেধাজ্ঞাও এক্ষেত্রে আরোপিত হবে না।[১৪৪]

পাঁচ. মুদারাবা (الْمُضَارَبَةُ)

হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী এবং হাম্বলী মাযহাবের কতক ফকীহের মতে মুদারাবা চুক্তি সহীহ ও সঠিক হওয়ার জন্যে শর্ত হলো, ব্যবসা-কর্মীর হাতে বাধাহীনভাবে টাকা তুলে দেওয়া। যেহেতু তা অনুষ্ঠিতই হচ্ছে এ কথায়, পুঁজির যোগান দিবে একপক্ষ, অপর পক্ষ ব্যবসায়িক সকল কাজ সম্পাদন করবে। তাই পুঁজিদাতার হাত থেকে কর্মীর হাতে পুঁজি যাওয়ার পরই কর্মীর কাজগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব

---

১৪৩. ফাতহুল আযীয, খ. ১২, পৃ. ২০৫; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১৭৬; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৬; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, সুয়ূতী প্রণীত, পৃ. ২৮১; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২০৮ ও ৩০১

১৪৪. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ৩৬০; মাজাল্লা আল-আহকামুশ শারঈয়্যা আলা মাজহাবিল ইমাম আহমদ, ধারা : ৫৩৯

www.amarboi.org

হবে।[১৪৫] তাই বলে একথার এ অর্থ নয়, যখন চুক্তি হবে তখনই বা যে বৈঠকে কথা স্থির হবে সে বৈঠকেই পুঁজি সরবরাহ করতে হবে। বরং এ কথার অর্থ ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, পুঁজিতে কর্মীর নিয়ন্ত্রণ থাকবে এককভাবে, তাকে পুঁজি ব্যবহার ও বিনিয়োগের পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে।[১৪৬] তাই পুঁজিযোগানদাতা যদি বলে, পুঁজি তার হাতেই থাকবে, কর্মী যে পণ্য কিনবে পুঁজিদাতাই নিজ হাতে তার মূল্য পরিশোধ করবে, তাহলে মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে।[১৪৭]

হাম্বলী মাযহাবের অধিকাংশের কাছে যে মতটি প্রাধান্য পাওয়ার উপযোগী তা হচ্ছে, মুদারাবা যথাযথ হওয়ার জন্যে ব্যবসা-কর্মীর পুঁজি কব্জা করা শর্ত নয়।[১৪৮] আল্লামা বুহুতী বলেন, পুঁজিদাতার হাতে পুঁজি থাকলেও মুদারাবা সহীহ হবে। কেননা এখানে চুক্তির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে কাজ, পুঁজি নয়।[১৪৯]

ছয়. মুযারাআ (الْمُزَارَعَةُ)

হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, মুযারাআ সহীহ ও সঠিক হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে, কৃষিকর্মীর হাতে চুক্তি করা কৃষিজমি তুলে দেওয়া, জমির মালিকের পক্ষ থেকে জমিতে কাজ করার ক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকা। তাই যদি চুক্তিতে শর্ত করা হয়, জমির মালিক তাতে কাজ করবে বা তারা দুজনে একত্রে কাজ করবে তাহলে মুযারাআ বাতিল হয়ে যাবে, যেহেতু তাতে কর্মীর হাতে জমি তুলে দেওয়ার বাস্তবায়ন হবে না।[১৫০] বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : مُزَارَعَةٌ

সাত. মুসাকাত (الْمُسَاقَاةُ)

হানাফী ও শাফেয়ী ফকীহগণ বলেন, মুসাকাত যথাযথ ও নির্ভুলভাবে সম্পাদনের জন্যে জরুরি, কর্মী যে গাছগুলোর পরিচর্যা করবে সেগুলো তার হাতে তুলে দেওয়া। যদি শর্ত করা হয়, সেগুলো মালিকের কর্তৃত্বেই থাকবে বা তাদের দুজনের হাতেই থাকবে তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে, যেহেতু প্রতিবন্ধকহীন অবস্থায় গাছগুলো কর্মীর হাতে তুলে দেওয়া হয়নি।[১৫১] বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : مُسَاقَاةٌ

---

১৪৫. রদ্দুল মুহতার, খ. ৮, পৃ. ২৮৩, প্রকাশক : হালাবী; আতাসী কৃত শারহুল মাজাল্লা, খ. ৪, পৃ. ৩৭০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১০; রওজাতুত তালেবীন; খ. ৫, পৃ. ১১৮; আশ-শারহুল কাবীর, হাশিয়া দুসূকীসহ, খ. ৩, পৃ. ৫১৭; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ২৫, মুদ্রণ : দারুল মানার

১৪৬. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২,পৃ. ৩১০

১৪৭. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ৮৪; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩২০

১৪৮. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ২৫

১৪৯. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ৩২৭

১৫০. রদ্দুল মুহতার, খ. ৬, পৃ. ২৭৬; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ১৭৮

১৫১. রদ্দুল মুহতার, খ. ৬, পৃ. ৮৬; ফাতহুল আযীয, খ. ১২, পৃ. ১৩১; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ১৫৫; আতাসী কৃত শারহুল মাজাল্লা, খ. ৪, পৃ. ৩৯৪

www.amarboi.org

যে সকল চুক্তি আবশ্যক হতে কজা পাওয়া শর্ত

এ ধরনের চুক্তি চারটি। নিম্নে সেগুলোর আলোচনা করা হচ্ছে :

এক. হিবা বা দান-অনুদান (الْهِبَة)

হিবা আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে কজা করা শর্ত হিসাবে তার পরিধি কতটুকু, তা নিয়ে ফকীহদের মতবিরোধ হয়েছে। শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণ বলেন, হিবা আবশ্যিক হওয়ার জন্যে কজা শর্ত। যদি কজা করার আগে হিবাকারী হিবা প্রত্যাহার করতে চায় করতে পারবে। যাকে হিবা করা হবে সে তা কজা করলেই তা আবশ্যিক হয়ে যাবে। তবে শাফেয়ীগণ ব্যতিক্রম হিসাবে বলেন, পিতা তার ছেলেকে হিবা করার পর ছেলে তা কজা করে নেওয়ার পরও পিতা তা ফিরিয়ে নিতে পারে। তাদের প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী এ বিধান পিতার ন্যায় অন্য সকল মূল ব্যক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।[১৫২]

শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণ উপরিউক্ত মূলনীতিতে একমত হওয়ার পর কজা করার পূর্বে হিবাকারী অথবা তার গ্রহীতা মারা গেলে কী বিধান হবে, তা নিয়ে মতবিরোধ করেছেন। শাফেয়ী ফকীহগণ এ সময় বলেন, হিবাকারী বা গ্রহীতা কজা করার পূর্বে মারা গেলেও হিবা যথাপূর্ব বহাল থাকবে। এটি বাতিল হওয়ার কিছু না ঘটায় তা বাতিল হবে না। যে মারা যাবে তার উত্তরাধিকার তার স্থলাভিষিক্ত হবে।

হাম্বলী আলেমগণ বলেন, যদি কজা করার পূর্বে গ্রহীতা মারা যায় তাহলে হিবা বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু যদি হিবাকারী মারা যায় তাহলে হিবা বাতিল হবে না। এ অবস্থায় তার উত্তরাধিকারী মৃতের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে হয়তো হিবা গ্রহণে সহায়তা করবে, নতুবা হিবা প্রত্যাহারও করতে পারে।

হিবা আবশ্যিক হওয়ার জন্যে কজা করা শর্ত, অধিকাংশ আলেম এই রায় প্রদান করেন নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রা.-কে বলেন :

إِنِّي أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ أَوَاقًا مِنْ مِسْكٍ ، وَإِنِّي لاَ أَرَاهُ إِلاَّ قَدْ مَاتَ ، وَلاَ أَرَى الْهَدِيَّةَ الَّتِي أَهْدَيْتُ إِلَيْهِ إِلاَّ سَتُرَدُّ فَإِذَا رُدَّتْ إِلَيَّ فَهُوَ لَكِ أَمْ لَكُمْ

---

১৫২. রওজাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ৩৭৫; আল-উম, খ. ৩, পৃ. ২৮৫; বুলাক; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪৫৪; কিফায়াতুল আখয়ার, খ. ১, পৃ. ১৭৬; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, সুয়ূতী রচিত, পৃ. ২৮১; কাশশাফুল কিনা', খ. ৪, পৃ. ২৫৩, মুদ্রণ : আনসারুস সুন্নাহ; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৫৯১,মুদ্রণ : দারুল মানার

www.amarboi.org

"আমি নাজাশীর উদ্দেশে কয়েক উকিয়া মেশক উপঢৌকন হিসাবে পাঠিয়েছি। আমি যা জেনেছি, সে মারা গিয়েছে। তাই আমি তাকে যে হাদিয়া পাঠিয়েছি, ধারণা করছি তা অচিরেই ফেরত চলে আসবে। যদি তা আমার কাছে ফেরত আসে তাহলে হয় তুমি নেবে, না হয় তা তোমাদের সবার।"[১৫৩]

এক্ষেত্রে আরো একটি হাদীস উপস্থাপন করা হয়, তা হচ্ছে :

يَقُول ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي . . وَهَل لَكَ مِنْ مَالِكَ إلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ

"আদমসন্তান কেবলই বলে, আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। অথচ তোমার সম্পদ তো হচ্ছে যা তুমি খেয়ে শেষ করে ফেলেছ, অথবা পরে পুরনো করে ফেলেছ, অথবা সদকা করে তা কার্যকর করেছ।"[১৫৪]

এ হাদীসে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদকার শর্ত করেছেন কার্যকর করা। সদকার ক্ষেত্রে কার্যকর করা হচ্ছে কব্জা করার ব্যবস্থা করে দেওয়া।[১৫৫]

হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, হিবা কব্জা করলেই তা আবশ্যিক হয় না, তা ফিরিয়ে নেওয়া যায়। তবে যদি হিবাকারী তার ঊর্ধ্ববংশ পিতা-মাতা-দাদা নানা ইত্যাদি অথবা তার নিম্নবংশ ছেলে-মেয়ে-নাতি-নাতনী, তার ভাই বোন বা তাদের সন্তান, চাচা বা ফুফু বা তাদের সন্তান, স্বামী স্ত্রী একজন অপরজনের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক থাকা অবস্থায় হিবা করার পর তা অপরজন কবুল করে নিলে তা আর হিবাকারী ফেরত নিতে পারবে না। কিন্তু যদি উপরিউক্ত আত্মীয়স্বজনের বাইরে কাউকে দান করার পর তা ফিরিয়ে নিতে চায়, তাহলে যাকে দান করা হয়েছে সে রাজি থাকলে এবং তা মেনে নিলে ফিরিয়ে নিতে পারবে। যদি সে রাজি না থাকে, কিন্তু হিবাকারী তা ফেরত পেতে বিচারকের দ্বারস্থ হয়, তহালেও তা ফিরিয়ে নিতে পারবে, সেক্ষেত্রে হিবা বাতিল হয়ে যাবে।[১৫৬]

মালেকী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, হিবা সংঘটিত হয় ঈজাব (প্রস্তাব) ও কবুল-এর মাধ্যমে এবং তা পরিপূর্ণ ও আবশ্যিক হয় কব্জা করার দ্বারা। হিবা করার পর দাতা গ্রহীতার হাতে তা তুলে না দেওয়া পর্যন্ত তাকে চাপ দেওয়া অব্যাহত থাকবে। দাতা ও গ্রহীতা উভয়ই যতদিন বেঁচে থাকবে চাপপ্রয়োগ

---

১৫৩. মুসতাদরাকে হাকেম, খ. ২, পৃ. ১৮৮।

১৫৪. মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২২৭৩। হাদীসটির বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে শিখখীর রা.

১৫৫. ইবনে কারাজ কুরতুবী রচিত আকজিয়াতু রাসূলিল্লাহ (রাসূলুল্লাহর বিচারসমূহ), পৃ. ৫০৪

১৫৬. মাজাল্লা আল-আহকামুল আদলিয়্যা, ধারা : ৮৬৪-৮৬৮; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ১২৯

www.amarboi.org

বহাল থাকবে। যদি দাতা হস্তান্তর না করে মারা যায় তাহলে হিবা বাতিল হয়ে যাবে। ফলে হিবার সম্পদ উত্তরাধিকারের সম্পদে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কব্জা করার পূর্বে গ্রহীতা মারা যায় তাহলে হিবা বাতিল হবে না। তাই তার উত্তরাধিকারীরা দাতার নিকট তা বুঝিয়ে দেওয়ার দাবি/আবেদন জানাতে পারবে। কেননা দানগ্রহীতা মারা যাওয়ায় তা তার উত্তরাধিকারীদের অধিকারে নীত হয়েছে।[১৫৭]

দুই. ওয়াকফ (الْوَقْفُ)

ওয়াকফ আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে কব্জার পরিধি কী তা নিয়ে ফকীহগণ তিনটি মত ব্যক্ত করেছেন :

এক. শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণ এবং হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু ইউসুফ এর মত, যা হানাফী মাযহাবে ফতোয়া হিসাবে গৃহীত তা হচ্ছে, ওয়াকফ করার দ্বারাই তা পূর্ণ এবং আবশ্যিক হয়ে যায়, তা কব্জা করা আবশ্যিক নয়।

তারা দলীল হিসাবে উল্লেখ করেন :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يُسَبِّلَ ثَمَرَةَ أَرْضِه وَيَحْبِسَ أَصْلَهَا

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রা.-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন, (উমর রা. তার বাগান ওয়াকফ করার ঘোষণা দেওয়ার প্রেক্ষিতে), তিনি তাঁর বাগানের সকল ফল ওয়াকফ করে দিবেন, মূল জমি ও গাছ ধরে রাখবেন।"[১৫৮] নবী স. এ সময় তাঁর হাত থেকে এমন কারো হাতে দিতে বলেননি, যে তা সংরক্ষণ করবে। এর দ্বারা একথাই বোঝা যায়, বাগান বা জমি ওয়াকফ করার ক্ষেত্রে মূল জমি আটকে রেখে শুধু তার ফল-ফলাদি ওয়াকফ করলেই তা পরিপূর্ণ ওয়াফক বলে গণ্য হবে, তাতে কারো কব্জা করা শর্ত নয়। যদি কব্জা করা শর্ত হতো, নবী স. নিশ্চয় তারও নির্দেশ দিতেন।[১৫৯]

শাফেয়ী রহ.-এর কথাও তারা দলিল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাকে উমর ও আলী রা.-এর পরিবারের বেশ ক'-জন বলেছেন, উমর রা. তাঁর ওয়াকফ সম্পত্তি দেখাশোনা করে গেছেন তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। মৃত্যুর পুর্বে

---

[১৫৭]. আশ-শারহুল কাবীর হাশিয়া দুসূকীসহ, খ. ৪, পৃ. ১০১; আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ৩৯৯, মুদ্রণ : দারুল ইলম লিল মালাঈন

[১৫৮]. হাদীসটি বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। দ্রষ্টব্য : ফাতহুল বারী, খ. ৫, পৃ. ৩৯২; মুসলিম শরীফ, খ. ৩, পৃ. ১২৫৫

[১৫৯]. আল-উম, খ. ৩, পৃ. ২৮১ বুলাক

www.amarboi.org

তিনি তাঁর এ দায়িত্ব দিয়ে যান কন্যা হাফসাকে। এমনিভাবে আলী রা. তাঁর যে সম্পদ ওয়াকফ করেছিলেন তা মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত দেখাশোনা করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর এ দায়িত্ব পালন করেছেন তাঁর পুত্র হাসান রা.। ফাতেমা রা. কিছু সম্পদ ওয়াকফ করেছিলেন, তা তিনি তার মৃত্যু পর্যন্তই দেখাশোনা করেছেন। শাফেয়ী রহ. বলেন, বহু আনসার সাহাবীর কথা শুনেছি, তারা সম্পত্তি ওয়াকফ করার পর মারা যাওয়া পর্যন্তই তা দেখাশোনা করেছেন।[১৬০]

তারা কিয়াস দ্বারাও দলিল প্রদান করেছেন। তারা ওয়াকফের কিয়াস করেছেন দাসমুক্তির সাথে। যখন কোনো লোক তার জমি বা বাড়ি ওয়াকফ করে, যাদের জন্যে সে তা ওয়াকফ করেছে সে তাদেরকে সে বাড়ি বা জমির উপকার-এর মালিক বানিয়ে দেয়; মূল জমি বা বাড়ির মালিক বানায় না। এর কারণ, ওয়াকফকারী ব্যক্তি জমি বা বাড়ির উপকার তার মালিকানা থেকে আল্লাহর উদ্দেশে বের করে দেয়। যে ব্যক্তি গোলাম বাঁদি মুক্ত করে সেও তার এ সম্পদ আল্লাহর উদ্দেশে নিজ মালিকানা থেকে বের করে দেয়। মুক্ত করা যেমন নিছক মৌখিক ঘোষণা দ্বারাই সম্পন্ন ও আবশ্যক হয়, তেমনি জমি বা বাড়ি ইত্যাদি ওয়াকফ করাও ওয়াকফকারীর মৌখিক ঘোষণা দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে যায়। দাস-দাসী মুক্তির প্রশ্নে যেমন কব্জা করার কোনো আলোচনা নেই, ওয়াকফের বেলায়ও তেমনি কব্জার করার বিধান আবশ্যক ও প্রয়োজন হবে না।[১৬১]

তা ছাড়া আমরা যদি ওয়াকফের মাসআলায় কব্জা করার বিধান আবশ্যক করি, তাহলে যে কব্জা করবে সে জমি বা বাড়ি কব্জা করবে। অথচ ওয়াকফকারী কাউকে এগুলোর মালিক বানায়নি। তাহলে যে কব্জা করবে সে এমন জিনিস কব্জা করবে যার সে মালিক হয়নি। এ অবস্থায় তার কব্জা করা যথাযথ না হওয়ায় করা বা না করা সবই এক বরাবর।[১৬২]

দুই. এটি ইবনে আবি লায়লা ও ইমাম মুহাম্মদ-এর অভিমত, ইমাম আহমদেরও একটি মত। তা হলো, ওয়াকফের সম্পত্তিটি ওয়াকফকারী তার মালিকানা থেকে বের করে দিবে এবং অপর কেউ তা কব্জা করবে, তাহলে ওয়াকফ হবে কার্যকর ও আবশ্যক। কব্জা করার জন্যে সে একজন দায়িত্বশীল নির্ধারণ করে তার হাতে তা তুলে দিবে। যদি তা মসজিদ হয় তবে সকলের জন্যে মসজিদ খুলে দিতে

---

১৬০. আল-উম, খ. ৩, পৃ. ২৮১; বায়হাকী, খ. ৬, পৃ. ১৬১; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ২১৯।

১৬১. তাহাভী কৃত শারহু মাআনিল আছার, খ. ৪, পৃ. ৯৮; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ২১৯; ইবনে কুদামা কৃত আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৫৪৭; মুদ্রণ : দারুল মানার

১৬২. শারহু মাআনিল আছার, খ. ৪, পৃ. ৯৮

www.amarboi.org

হবে, লোকজনকে নামায পড়ার সুযোগ দিতে হবে। যদি তা কবরস্থান হয় তাহলে কমপক্ষে এক বা আরো বেশি লোককে কবর দিতে দেওয়া হবে, তাহলে তা হবে কজা করা।[১৬৩]

তারা দলিল হিসাবে বলেন, ওয়াকফ হচ্ছে জমি বাড়ি ইত্যাদির উপকার সদকা করে দেওয়া। হিবা ও সদকা কজা করা ব্যতীত আবশ্যিক হয় না। তাই এটিতেও আবশ্যক হওয়ার স্বার্থে কজা শর্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তিন. মালেকী ফকীহদের মত : তারা বলেন, ওয়াকফ পরিপূর্ণ হওয়ার জন্যে কজা শর্ত। যদি ওয়াকফকৃত সম্পদ কজা করার পূর্বে ওয়াকফকারী মারা যায় বা অত্যধিক অসুস্থ হয়ে পড়ে বা নিঃস্ব দেউলিয়া হয়ে যায়, তাহলে ওয়াকফ বাতিল হয়ে যাবে। মসজিদ বা কবরস্থান ইত্যাদির ক্ষেত্রে মানুষের জন্যে উন্মুক্ত করে দেওয়াই কজা বলে গণ্য হবে।[১৬৪]

তিন. কর্জ বা ঋণ (القَرْضُ)

ফকীহগণ কর্জের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদে মালিকানা বা তার আবশ্যক হওয়ার জন্যে কজা শর্ত হবে কি-না, তা নিয়ে বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন।

এক. মালেকী ফকীহদের মত : তারা বলেন, কর্জগ্রহণ চুক্তিটি আবশ্যিক হওয়ার জন্যে ঋণগ্রহীতা তা কজা করা শর্ত নয়। বরং পারস্পরিক কথাবার্তা হওয়াই এ জন্যে যথেষ্ট।[১৬৫]

দুই. শাফেয়ী ফকীহদের মত : তারা বলেন, কজা করলেই ঋণগ্রহীতা তার মালিক হয়ে যাবে।

তিন. হাম্বলী ফকীহদের মত : তারা বলেন, কজা করার দ্বারা লেনদেনটা আবশ্যিক হয়ে যায়।[১৬৬]

চার. বন্ধক (الرَّهْنُ)

বন্ধক আবশ্যিক হতে কজা করা শর্ত কি-না, তা নিয়ে ফকীহগণ মতবিরোধ করেছেন : হানাফী ও শাফেয়ী ফকীহদের অভিমত, হাম্বলী মাযহাবে এটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত, তা হচ্ছে, বন্ধক আবশ্যিক হতে কজা করা শর্ত। তাই বন্ধক

---

[১৬৩]. লিসানুল হুক্কাম, পৃ. ১১৪; খাযানাতুল ফিকহ, সামারকান্দি প্রণীত, পৃ. ২৬৮; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ২১৯; ইবনে রাজাব কৃত আল-কাওয়ায়েদ, পৃ. ৭১; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৫৪৭

[১৬৪]. লুবাবুল লুবাব, কাফাসী প্রণীত, পৃ. ২৩৯; কিফায়াতুত তালিব আর-রাব্বানী, হাশিয়া আদাভী সহ, খ. ২, পৃ. ২০৩ ও ২১২

[১৬৫]. হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২২৬

[১৬৬]. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১২৮; মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ১, পৃ. ৩৯৭

www.amarboi.org

গ্রহীতা বন্ধক রাখা বস্তু কব্জা করার পূর্বে বন্ধকদাতা তা প্রত্যাহার করে নিতে পারে, তা বুঝিয়েও দিতে পারে।[১৬৭]

তারা এ কথার দলিল প্রদান করেন আল্লাহ তাআলার এ নির্দেশ দ্বারা : فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ "বন্ধক কব্জা করে রাখো।"[১৬৮] আয়াতের এ অংশে ف এসেছে, যা শর্তের জাযা বোঝায়। এরপর এসেছে মাসদার, তা বুঝাচ্ছে আমর (আদেশ)। আদেশে যখন সিফাত আসে তখন সে সিফাতটি আদেশের শর্ত ও আবশ্যিক হয়। (এ সবই হচ্ছে আরবী ব্যাকরণ ও বালাগাতের আলোচনা।) এ আলোচনায় জানা গেল, যখন ঋণ ফেরত পাওয়া নিয়ে সন্দেহের প্রেক্ষিতে তোমরা বন্ধক গ্রহণ করবে, সে বন্ধক হতে হবে কব্জাকৃত।

তা ছাড়া বন্ধক হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবা জাতীয় ঐচ্ছিক কাজ। যেহেতু বন্ধকদাতা এর বিপরীতে বন্ধকগ্রহীতার উপর কোনো কিছু চাপায় না। তাই বন্ধক রাখতে বন্ধকদাতাকে কোনো প্রকার চাপ দেওয়া যায় না। তাই তা প্রত্যাখ্যান না করে বাস্তবায়ন করাই জরুরি। বাস্তবায়ন হবে কব্জা করার দ্বারা। তারা আরো বলেন, আল্লাহ তাআলা বন্ধকের গুণ ও বৈশিষ্ট্য হিসাবে 'কব্জাকৃত' শব্দ এনেছেন। তাতে বোঝা যায়, কব্জা করা বন্ধকে শর্ত। যদি কব্জা না করলেও বন্ধক আবশ্যিক হয়, তাহলে কুরআন পাকে এ শব্দটা বৈশিষ্ট্য হিসাবে আনার কী ফায়দা?

মালেকী মাযহাবের ফকীহদের অভিমত হচ্ছে, চুক্তি করার দ্বারাই বন্ধক আবশ্যিক হয়ে যায়। তবে কব্জা ব্যতীত তা থাকে অসম্পূর্ণ। কব্জা এসে তা পরিপূর্ণ করে দেয়। বন্ধকগ্রহীতা তাকে বন্ধক বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যে কেবল বলবে না, প্রয়োজনে চাপ দিতে পারে।

তারা বলেন, বন্ধক আবশ্যক হয়ে যায় চুক্তি সংঘটনেই। কেননা আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেছেন, فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ আয়াতের এ অংশে আল্লাহ তাআলা مَقْبُوضَةٌ শব্দের পূর্বে এনেছেন فَرِهَانٌ শব্দটি, যা একথাই বুঝিয়েছে যে, কব্জা করার পূর্বেই তা বন্ধক বলে পরিচিতি পেয়েছে। বন্ধকদাতার বুঝিয়ে দেওয়া আবশ্যক, এটি সাব্যস্ত হয় আল্লাহ তাআলার অপর এক নির্দেশে। তিনি বলেছেন : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ "তোমরা অঙ্গীকার

---

১৬৭. রদ্দুল মুহতার, খ. ৬, পৃ. ৪৭৯; তাবয়ীনুল হাকায়েক, যায়লাঈ কৃত, খ. ৬, পৃ. ৬৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১২৮; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩১২; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের সুয়ূতী কৃত, পৃ. ২৮০; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩২৮; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৭২, মুদ্রণ : আনসারুস সুন্নাহ আল মুহাম্মাদিয়্যা; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত,খ. ২, পৃ. ২৩২

১৬৮. সূরা বাকারা, আয়াত ২৮৩

www.amarboi.org

ও চুক্তি পূরণ করো।"[১৬৯] এ আয়াত বুঝাচ্ছে, বন্ধকদাতার জন্যে কর্তব্য, চুক্তি পূর্ণ করার লক্ষ্যে বন্ধকে রাখা বস্তু বন্ধকগ্রহীতার হাতে অর্পণ করা।[১৭০]

দুসূকী বলেন, এ কথায় মাযহাবের কারো বিরোধ নেই, কব্জা করা বন্ধকের মূল পরিচিতির অন্তর্ভুক্তও নয়, তা সহীহ ও সঠিক হওয়ার শর্তও নয়, তা আবশ্যক হওয়ার শর্তও নয়। বরং বন্ধক সংঘটিত হয় শুধু কথার দ্বারা। কথার দ্বারাই তা সঠিকভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং আবশ্যক হয়।[১৭১]

হাম্বলী মাযহাবের কতক ফকীহ এ সম্পর্কে বলেন, বন্ধক রাখা বস্তু যদি পরিমাণ ও পরিমাপযোগ্য বস্তু হয়, তাহলে কব্জা করা ছাড়া তা আবশ্যক হয় না। বস্তু এ ধরনের না হওয়ার ক্ষেত্রে ইমাম আহমদ -এর পক্ষ থেকে দুটি মত বর্ণিত হয়েছে : এক. কব্জা করা ব্যতীত তা আবশ্যিক হবে না। দুই. বিক্রির ন্যায় কেবল চুক্তির দ্বারাই তা আবশ্যিক হবে।[১৭২]

বন্ধকে রাখা বস্তুতে কব্জা বহাল রাখা

বন্ধকে রাখা বস্তুতে কব্জা বহাল রাখা জরুরি কি-না? এ বিষয়ে ফকীহদের তিনটি মত হয়েছে :

এক. হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহদের মত : তারা বলেন, বন্ধক রাখা বস্তুতে কব্জা অব্যাহত রাখা শর্ত বা জরুরি নয়। তাই বন্ধক রাখার পর বন্ধকদাতা যদি বন্ধকগ্রহীতার নিকট তা ধার হিসাবে বা আমানত হিসাবে চায়, তাহলে তা সহীহ হবে, তাকে ধার বা আমানত হিসাবে দেওয়া যাবে। এর কারণ, বন্ধক এমন এক চুক্তি যার কেবল সূচনায় কব্জা করার বিবেচনা করতে হবে। হিবার ন্যায় তাতে কব্জা অব্যাহত রাখা শর্ত নয়। তাই বন্ধকগ্রহীতার অধিকার রয়েছে যে কোনো সময় সে বন্ধকে রাখা বস্তু ফিরিয়ে দিতে পারে।[১৭৩]

---

[১৬৯]. সুরা মায়েদা, আয়াত ১

[১৭০]. হাশিয়া দুসূকী আলাশ শারহিল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ২৩১; আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ৩৫২, মুদ্রণ : দারুল ইলম লিল মালাঈন; আল-ইশরাফ আলা মাসায়িলিল খিলাফ, কাযী আব্দুল ওয়াহহাব প্রণীত, খ. ২, পৃ. ২; আল-বাজী প্রণীত আল-মুনতাকা, খ. ৫, পৃ. ২৪৮; কিফায়াতুত তালিব আর-রাব্বানী, খ. ২, পৃ. ২১৬; শারহুত তাওয়াদী আলাত তুহফা, খ. ১, পৃ. ১৬৮; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৩০; মুদ্রণ : জামালিয়্যা; আল-জামে লিআহকামিল কুরআন, কুরতুবী প্রণীত, পৃ. ১২১৮, মুদ্রণ : দারুশ শাব; ইবনে জুযাই প্রণীত আত তাসহীল, খ. ১, পৃ. ৯৭

[১৭১]. হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২৩১

[১৭২]. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩২৮

[১৭৩]. রদ্দুল মুহতার, খ. ৬, পৃ. ৫১১; আল-উম, খ. ৩, পৃ. ১২৪; বুলাক; দুরারুল হুক্কাম, আলী হায়দার প্রণীত, খ. ২, পৃ. ১৬১

www.amarboi.org

এ সম্পর্কে ফিকহী মূলনীতি হচ্ছে : يُغْتَفَرُ فِي الْبَقَاءِ مَا لاَ يُغْتَفَرُ فِي الاِبْتِدَاءِ অর্থাৎ বহাল থাকাকালে এমন অনেক কিছু ছাড় দেওয়া যাবে সূচনাকালে যা ছাড় দেওয়া যাবে না।[১৭৪]

দুই. মালেকী ফকীহদের অভিমত : তারা বলেন, বন্ধক সঠিক রাখার জন্যে শর্ত হচ্ছে, যে পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ না করবে সে পর্যন্ত কব্জা বহাল রাখা। তাই বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকে রাখা বস্তু কব্জা করার পর যদি ধার দেওয়া বা আমানত রাখা যেভাবেই হোক তা বন্ধকদাতার হাতে ফেরত দেয়, বন্ধক বাতিল হয়ে যাবে। তারা কারণ হিসাবে বলেন, বন্ধক রাখার শুরুতে যে কারণে বন্ধক রাখা হয়েছে- ঋণ পরিশোধে দৃঢ় অঙ্গীকার- তা কব্জা করার দ্বারা অর্জিত হয়েছে। এ অঙ্গীকার বহাল থাকা আবশ্যক, তাই বন্ধকে কব্জাও অব্যাহত থাকা আবশ্যক।[১৭৫]

তিন. হাম্বলী ফকীহদের মত : তারা বলেন, বন্ধক-চুক্তি আবশ্যিক থাকার জন্যে বন্ধক রাখা বস্তুতে বন্ধকগ্রহীতার কব্জা অব্যাহত রাখতে হবে। যে কোনোভাবে যদি বন্ধকগ্রহীতা তা তার হাত থেকে স্বেচ্ছায় বন্ধকদাতার হাতে অথবা অন্য কারো হাতে তুলে দেয়, তাহলে বন্ধকের আবশ্যিক থাকা আর অটুট থাকবে না। বন্ধক রাখার চুক্তিটা এমন হয়ে যাবে, যেন বন্ধক রাখা বস্তু আদৌ কব্জা করা হয়নি। সে তা ইজারা হিসাবে ছাতছাড়া করুক, ধার দেওয়া হিসাবে বা আমানত রাখা ইত্যাকার যে কোনো পন্থায় তা তার নিয়ন্ত্রণ থেকে বের করুক। যদি জিনিসটা আবার তার হাতে আসে, তাহলে বন্ধকের পূর্বতন আবশ্যিক হওয়ার বিধান ফিরে আসবে মধ্যবর্তী সময়সহ। এ সময় নতুনভাবে আবার বন্ধকচুক্তি করতে হবে না, যেহেতু ধরা হবে, মাঝে এমন কিছু হয়নি যা তা বাতিল করে দিয়েছে। যেন বন্ধক চুক্তি হওয়ার পর তা কব্জা করার ক্ষেত্রে শুরুতেই বিলম্ব করা হয়েছে। যদি অন্যায়ভাবে বন্ধকগ্রহীতার নিয়ন্ত্রণ থেকে তা সরিয়ে ফেলা হয়, যেমন তার হাত থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া হয় বা চুরি করা হয়, দাস-দাসী যদি পালিয়ে যায় অথবা অন্য কোনো পন্থায় সম্পদ বিনষ্ট হয়, তাহলে বন্ধকচুক্তির আবশ্যকতা বহাল থাকবে। যেহেতু শরীয়তের দৃষ্টিতে ও বিধানগতভাবে ধরে নেওয়া হবে তার হাতেই তা রয়েছে, তা তার হাত থেকে ছুটে যায়নি।

তারা তাদের এ কথার দলিল হিসাবে বলেন, বন্ধক রাখা হয় ঋণ পরিশোধের বিষয়টি মজবুত করার জন্যে। প্রয়োজনে যেন বন্ধক রাখা বস্তুটি বিক্রি করে ঋণ পুরোপুরি পরিশোধ করা সম্ভব হয়। যদি বন্ধকগ্রহীতার হাতে বন্ধক রাখা বস্তুটি সার্বক্ষণিকভাবে না থাকে তাহলে বন্ধক রাখার এ উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়।

---

১৭৪. মাজাল্লা আল-আহকামুল আদলিয়্যা, ধারা : ৫৫

১৭৫. আল-ইশরাফ, কাজী আব্দুল ওয়াহহাব প্রণীত, খ. ২, পৃ. ২; আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ৩৫২; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২৩০

www.amarboi.org

এভাবে হাতে থাকা অব্যাহত থাকার উপর বন্ধক আবশ্যক হওয়া নির্ভর করে। তাই হাতে থাকতে হবে অব্যাহতভাবে।[১৭৬]

বিভিন্ন চুক্তিতে কজা করার প্রভাব প্রতিক্রিয়া

চুক্তিতে কজা করার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, কজাকৃত বিষয়টির দায়দায়িত্ব অন্যের নিকট থেকে কজাকারীর দায়িত্বে এসে পড়ে। ফলে সে এখন তাতে হস্তক্ষেপ করতে পারে, তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সে যা কজা করে তার বদল ও বিনিময় প্রদান তার জন্যে আবশ্যক হয়ে যায়। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

প্রথম প্রতিক্রিয়া : দায়দায়িত্ব কজাকারীর দায়িত্বে চলে আসা

যে কজা করবে কজাকৃত বস্তুর দায়দায়িত্ব তার কাঁধে চলে আসবে, এ কথায় দায়দায়িত্ব বলে বোঝানো হয়েছে, বস্তুটি ধ্বংস হয়ে গেলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা তাতে কোনো খুঁত সৃষ্টি হলে তার ক্ষতিপূরণ বা অন্য সম্ভাব্য পরিণতি বহন করা। যে সকল চুক্তিতে এ ধরনের দায়ভার গ্রহণের বিষয় রয়েছে সেগুলো হচ্ছে : ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা বা ভাড়া, জিনিস ধার নেওয়া, বন্ধক রাখা, যে বিবাহে মহর নির্দিষ্ট বস্তু।

প্রথম : যথাযথ ও আবশ্যক বিক্রিচুক্তির পণ্যে ক্ষতিপূরণ ও দায়দায়িত্ব

ফকীহগণ মতবিরোধ করেছেন, পণ্যের দায়ভার কার উপর, ক্রেতা কজা করার পূর্বে বা কজা করার পর। বিক্রয়ের পর ক্রেতা পণ্যটি কজা করার পূর্বে পণ্যের দায়দায়িত্ব কি বিক্রেতার কাছে থাকবে? কজা করা ব্যতীত তা ক্রেতার নিকট যাবে না, না চুক্তি সম্পন্ন হলেই দায়ভার ক্রেতার কাঁধে চলে আসবে, ক্রেতা কজা করুক বা না করুক? এ বিষয়গুলো নিয়ে সৃষ্ট মতপার্থক্য বিস্তারিতভাবে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

হানাফী ও শাফেয়ী ফকীহদের সম্মিলিত অভিমত : পণ্য বিক্রেতার দায়িত্বে থাকবে, ক্রেতা তা কজা করে নেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। যখনই কজা করবে দায়ভার তার কাঁধে চলে আসবে। এর কারণ, বিক্রিচুক্তির প্রতিক্রিয়া হচ্ছে পণ্যের মালিকানা বিক্রেতার নিকট থেকে ক্রেতার নিকট চলে আসা। এ প্রতিক্রিয়ার দাবি হচ্ছে, চুক্তির চাহিদা পূরণকল্পে বিক্রেতা তার হাতে থাকা পণ্য ক্রেতার হাতে তুলে দিবে। যেহেতু কোনো বস্তুতে নিছক মালিকানার জন্যে মালিকানা হয় না, বরং মালিকানা হচ্ছে মালিকানাধীন বস্তুর দ্বারা উপকৃত হওয়ার মাধ্যম।

---

১৭৬. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২৩৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৭৪

www.amarboi.org

বিক্রেতা ক্রেতার হাতে অর্পণ করলেই ক্রেতার পক্ষে তা থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব হয়। এভাবে এ কথাই সাব্যস্ত হলো, পণ্যে ক্রেতার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যিকভাবে তা তাকে বুঝিয়ে দেওয়াও প্রতিষ্ঠিত করে।

যেগুলো পুরোপুরিভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার সেগুলোর মধ্য থেকে যে সকল বস্তু পরিমাপ করে, ওজন করে, মেপে বা গুণে বুঝিয়ে দেওয়া হয় এবং যে সকল বস্তু এমন নয়, মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ এ দুধরনের পণ্যে পার্থক্য করেন। যেগুলোতে পরিমাপ ও ওজন ইত্যাদি করা হয় সেগুলোতে তারা হানাফী ও শাফেয়ী ফকীহদের সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করে বলেন, কব্জা করার পূর্ব পর্যন্ত এগুলো বিক্রেতার দায়িত্বে থাকবে। যখন ক্রেতা তা কব্জা করবে তা ক্রেতার দায়িত্বে চলে আসবে যদি তা পুরোপুরি ভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার বস্তু হয়ে থাকে।

কিন্তু পণ্য ধ্বংস হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণের প্রশ্নে তারা যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তা হানাফী ও শাফেয়ীদের অভিমত থেকে ভিন্ন। তারা বলেন, পণ্য হয়তো মূল বস্তু হবে অথবা তা হবে অনুবর্তী। অনুবর্তী হচ্ছে যা মূল পণ্য থেকে সৃষ্ট বা উৎপন্ন। যদি মূল বস্তু হয় তাহলে হয়তো তার সবটুকু ধ্বংস হয়ে যাবে অথবা আংশিক। এ দু অবস্থাতেই হয়তো ধ্বংস সাধন ঘটেছে ক্রেতা কব্জা করার আগে বা পরে। পণ্যের ধ্বংস হওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুর্বিপাকে ঘটতে পারে, অথবা বিক্রেতার কোনো কাজে হতে পারে, অথবা হতে পারে ক্রেতার কোনো কাজের দরুন। পণ্যের নিজেরই কোনো কাজ দ্বারা ক্ষতি সাধিত হতে পারে। অথবা অন্য কোনো লোকের মাধ্যমেও হতে পারে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : ضَمَانٌ

দ্বিতীয় : ইজারাকৃত বস্তু বা কাজে জামানত

ক. ইজারাকৃত বস্তুতে ক্ষতিপূরণ ও দায়দায়িত্ব

নির্দিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে ইজারা নেওয়ার ক্ষেত্রে দায়দায়িত্ব : ফকীহদের মধ্যে এ কথায় কোনো বিরোধ নেই, কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে ভাড়া নিলে সে ব্যক্তি বা বস্তু এবং তার উপকার যা চুক্তির মূল উদ্দেশ্য সবই, দ্বিতীয় পক্ষ কব্জা না করা পর্যন্ত যে ইজারা দিবে তার দায়িত্বে থাকবে। এ কথাতেও তারা একমত, কব্জা করার পরও যে বস্তু বা ব্যক্তিকে ইজারা নেওয়া হবে তার দায়দায়িত্ব যে ইজারা নিবে তার কাঁধে ন্যস্ত হবে না, বরং এটি তার হাতে আমানত হিসাবে থাকবে। তাই যদি তার ক্ষতি হয়, যে ভাড়া নিয়েছে তার যদি তাতে কোনো ভূমিকা না থাকে, তাহলে তাকে এ ক্ষতির জন্যে কোনো জরিমানা আদায় করতে হবে না। যেহেতু যে ভাড়া নিয়েছে সে মূল মালিকের অনুমতি নিয়েই তাকে এনেছে, তারপর তা রয়েছে আমানত হিসাবে, তাই তার কোনো ক্ষতি হওয়া, যে ভাড়া

www.amarboi.org

নিয়েছে তার জরিমানার কারণ হবে না। এ যেন আমানত রাখা এবং আমানতদারের কাছে থাকা অবস্থায় তাতে ক্ষতি হওয়া। যদি তাতে আমানতদারের কোনো ভূমিকা না থাকে তাহলে তাকে ক্ষতিপূরণ গুণতে হয় না। তা ছাড়া, যে ইজারা নেয় সে বস্তুটি কজা করে তা থেকে যে উপকার পাওয়া যায় তা পুরোপুরি পাওয়ার উদ্দেশ্যে, এর অধিক নয়। তাই সে এর দায়দায়িত্ব নিবে না। যেমন, কেউ গাছে থাকা খেজুর কিনলে তা যথাযথভাবে পাওয়ার উদ্দেশ্যে খেজুর গাছ ও খেজুর বাগান কজা করে। তাতে মূল উদ্দেশ্য থাকে ফল; গাছ নয়। এক্ষেত্রে যে ইজারা নিবে সে ক্ষতিপূরণ দিবে না। এটি হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী সকল মাযহাবের ফকীহদেরই একক অভিমত। ইবনে কুদামা এ সম্পর্কে বলেন, এ কথায় কারো মতপার্থক্য রয়েছে বলে আমরা জানি না।[১৭৭]

খ. ইজারাকৃত কাজে ক্ষতিপূরণ ও দায়দায়িত্ব

ফকীহগণ বলেন, কাজ ভিত্তিতে ইজারায় গৃহীত মজুর বা শ্রমিক দু প্রকার : ১. ব্যক্তিগত কর্মচারী বা মজুর এবং ২. সাধারণ শ্রমিক বা মজুর।

ব্যক্তিগত কর্মচারী বা মজুরের দায়

হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী সকল মাযহাবের সকল ফকীহ এ কথায় একমত, এ ধরনের লোকের হাতে কাজে নিয়োগদাতা ব্যক্তির যে সম্পদ থাকে, কর্মচারী তার কোনো দায় বহন করে না। যেহেতু তার হাতে নিয়োগদাতার যে সম্পদ রয়েছে সে সবই আমানত, তাই কর্মচারীর পক্ষ থেকে কোনো ত্রুটি বা শৈথিল্য প্রকাশিত না হলে তাতে তার জরিমানা প্রদান করতে হবে না। মূল ব্যক্তি কর্মচারীকে তার হাতে যা রয়েছে তার উপকার পৌছানোর নির্দেশ দিয়েছে। তার সাথে সম্পদের এতটুকু সম্পর্ক। তাই সে যদি কোনো ত্রুটি বা সীমালঙ্ঘন না করে তাহলে তার কোনো দায় বহন করতে হবে না। যেমন কেনাবেচার প্রতিনিধি ও মুদারাবা ব্যবসাকর্মীকে কোনো দায় বহন করতে হয় না।[১৭৮]

---

[১৭৭]. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ২১০; মাজমাউয যামানাত, পৃ. ১৩; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ২২৬; আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪১৫; দারদীর প্রণীত আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ২৪; আল-মুবদি, খ. ৫, পৃ. ১১৩; আল মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪৮৮; কাশশাফুল কিনা', খ. ৪, পৃ. ৩৯ ও ৪৯, মুদ্রণ : মক্কা মুকাররামা প্রশাসন

[১৭৮]. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ২১১; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৫০০; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ২২৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৩১১; দারদীর প্রণীত আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ২৮; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ১৯১; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪৭১; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ৩৭৬

www.amarboi.org

সাধারণ শ্রমিক বা মজুরের দায়

সাধারণ শ্রমিকের হাতে নিয়োগদাতার যে বস্তু থাকে সে তার জিম্মাদার কি-না, তা নিয়ে ফকীহদের চারটি মত হয়েছে :

এক. সাধারণ শ্রমিক ও মজুরের কোনো কাজের দরুন তার হাতে থাকা বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং তার কোনো কাজের দরুন না হয়ে অন্য কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পার্থক্য করা হবে। যদি তার কোনো কাজের দরুন ক্ষতি হয়, তাহলে সে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হবে। সে সীমালঙ্ঘন করুক বা না করুক, ইচ্ছা করে ক্ষতি করুক বা ভুলবশত ক্ষতি হোক।

যদি তার হাতে থাকা বস্তু তার কোনো কাজে না হয়ে অন্য কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না; যদি তাতে কোনো সীমালঙ্ঘন বা শৈথিল্য কিছুই না থাকে। এটি হচ্ছে হাম্বলীদের সর্বাধিক সঠিক বলে গৃহীত মত এবং ইমাম আবু হানীফার মত।[১৭৯] কিন্তু তার দু শিষ্য আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ তার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তারা বলেন, সাধারণ শ্রমিক জিনিসপত্র বুঝে নেওয়ার পর যেভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হোক, তাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তবে যদি ক্ষতি সাধিত হয় এমন বিপর্যয় দ্বারা যা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, তবে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।[১৮০]

দুই. মালেকী ফকীহদের অভিমত : মূলনীতি হিসাবে যদিও সাধারণ শ্রমিকের দখল হচ্ছে আমানত হিসাবে দখল, কিন্তু মানুষ যেহেতু অনেক বিগড়ে গেছে, শ্রমিক ও মজুরদের মধ্যে খিয়ানত প্রকাশিত হতে শুরু করেছে, তাই কারিগর এবং সাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত সকল সাধারণ শ্রমিক ও মজুরকে ক্ষতি করলে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হবে। বিশেষত যেখানে ক্ষতিপূরণের রায় না দিলে অপবাদের আশঙ্কা দেখা দিবে সেখানে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হবে।[১৮১]

তিন. শাফেয়ী ফকীহদের সর্বাধিক প্রকাশ্য ও গৃহীত মত : তারা বলেন, সাধারণ শ্রমিকের দখল আমানতদারের দখলের মতো।[১৮২]

চার. এটি কতক শাফেয়ী আলেমের মত : তারা বলেন, সাধারণ শ্রমিক জিনিসপত্র কব্জা করার ফলে এগুলো তার দায়িত্বে এসে গেছে। অতএব এ

---

১৭৯. তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৫, পৃ. ১৩৪; মাজমাউল আনহুর ওয়াদ দুররিল মুসাফফা, খ. ২, পৃ. ৩৯১; কাশশাফুল কিনা', খ. ৪, পৃ. ২৬; আল-ইনসাফ মারদাভী প্রণীত, খ. ৬, পৃ. ৭২

১৮০. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ২১০; মাজমাউয যামানাত, পৃ. ২৭

১৮১. আল-বাহজা শারহুত তুহফা, খ. ২, পৃ. ২৮৩

১৮২. রওজাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ২২৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৩১০

www.amarboi.org

অবস্থায় জিনিস যদি ধ্বংস বা নষ্ট হয়, তাতে যদি তার একারই দখল থাকে তাহলে সে তার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে; সে তাতে সীমালঙ্ঘন করুক বা না করুক, শৈথিল্য ও অবহেলা দেখাক বা না দেখাক। এটি এ কারণে যে, মানুষ অনেক বিগড়ে গেছে, শ্রমিক ও মজুর শ্রেণীর মাঝে খিয়ানত ও অবিশ্বস্ততা ব্যাপক হয়ে গেছে। কিন্তু তার একার হাতে যদি তা না থাকে তাহলে তাকে কোনো জরিমানা আদায় করতে হবে না, যেহেতু জিনিসগুলো বাস্তবে এককভাবে তার কাছে সোপর্দ করা হয় নাই।[১৮৩] বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : إِجَارَةٌ এবং ضَمَانٌ

তৃতীয়. ধার নেওয়া বস্তুর দায়

ফকীহদের মাঝে এ কথায় কোনো বিরোধ নেই, ধার নেওয়া বস্তু যে পর্যন্ত মালিকের হাতে থাকবে সে-ই তার দায় বহন করবে। তখন যদি ধ্বংস হয়, তার হাতে থাকাকালে তার সম্পদ ধ্বংস হবে। কিন্তু যখন ধারগ্রহণকারী সে সব বস্তু ধার হিসাবে গ্রহণ করবে, সে সময় কজা করার দরুন তার দায়িত্বে দায়ভার চলে আসবে কিনা, তা নিয়ে ফকীহদের দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে; যা দেখা যাবে ضَمَانٌ ও إِعَارَةٌ অধ্যায়ে।

চতুর্থ. বন্ধক রাখা বস্তুর দায়

সকল ফকীহ এ কথায় একমত, বন্ধক রাখা বস্তু বন্ধকদাতার দায়িত্বেই থাকবে যে পর্যন্ত তার হাত থেকে বন্ধকগ্রহীতা তা কজা না করবে, যেহেতু বস্তু যার কজাও তার রয়েছে। যখন বন্ধকগ্রহীতার হাতে জিনিসটি তুলে দেওয়া হবে, এরপর বন্ধকের দায় তার দায়িত্বে আসার বিষয়টিতে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। দ্রষ্টব্য : رَهْنٌ ও ضَمَانٌ

পঞ্চম. নির্ধারিত মহরের দায়

ফকীহগণ এ বিষয়টি নিয়ে মতপার্থক্য করেছেন। বর কনের জন্যে মোহর নির্ধারণ করার পর কনে যখন তা কজা করে, স্বামীর দায়িত্ব থেকে স্ত্রীর দায়িত্বে তা চলে আসে কি-না, তা নিয়ে তারা দুটো মত বর্ণনা করেছেন।

এক. মালেকী ও হাম্বলী ফকীহদের মত :

যখন কোনো বস্তুকে মহর হিসাবে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়, যেমন : ক্রীতদাস, বাড়ি, চতুষ্পদ প্রাণী ইত্যাদি। যদি যথাযথ বিবাহের চুক্তি সম্পাদনকালে তা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে স্বামীর নিকট থেকে কজা করার পরেই শুধু নয়, কজা করার পূর্বেও বিবাহ সম্পাদনের পরই তা স্ত্রীর দায়িত্বে চলে যায়। তাই এ সময় মহরের সে বস্তুটি ধ্বংস হলে স্ত্রীর দায়িত্বে থেকেই তা ধ্বংস হবে। যদি তাতে স্বামীর কোনো প্রকার সীমালঙ্ঘন বা

---

[১৮৩]. রওজাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ২২৮; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪১৫

www.amarboi.org

অবহেলা প্রকাশিত না হয়, তাহলে এর জন্যে স্বামী দায়ী হবে না। যেহেতু বিবাহের সময় মহর উল্লেখ করার সময়ই তা স্ত্রীর আওতায় চলে আসে, তাই এক্ষেত্রে কব্জা করার বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয় না। দায়িত্বের আওতায় আসা মালিকানার অনুবর্তী হিসাবেই ঘটে, কব্জা করা পর্যন্ত তা বিলম্বিত হয় না, আর মালিকানা বিবাহের মাধ্যমেই ঘটে।

দুই. হানাফী ও শাফেয়ী ফকীহদের মত :

মহর নির্ধারিত হোক, তা স্ত্রীকে বুঝিয়ে দেওয়ার পূর্বপর্যন্ত তা স্বামীর দায়িত্বে থাকবে। যখন স্ত্রীকে বুঝিয়ে দেবে তা স্ত্রীর দায়িত্বে চলে যাবে। বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : ضَمَانٌ ও مَهْرٌ

দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া : হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা লাভ

সকল ফকীহ এ কথায় একমত, চুক্তিবদ্ধ নির্দিষ্ট বস্তু দ্বিতীয় পক্ষ কব্জা করার পর তা নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাতে হস্তক্ষেপ করার পূর্ণ অধিকার লাভ করবে। কিন্তু কব্জা করার পূর্বেই তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে কি-না? তা নিয়ে তাদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। দ্বিতীয় পক্ষ তাতে মালিকানা কেনাবেচার মাধ্যমে পেতে পারে, মালিকানা লাভের অন্য যে কোনো মাধ্যমেও পেতে পারে। তবে ফকীহগণ হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণের আলোচনাকালে মালিকানা কিভাবে অর্জিত হয়েছে তা লক্ষ করেছেন এবং কেনাবেচার মাধ্যমে মালিকানা এবং অন্য উপায়ে মালিকানা লাভে পার্থক্য করেছেন। এ আলোচনায় তাদের বক্তব্য মোট তিনটি মাসআলায় পরিবেশিত হয়েছে :

প্রথম মাসআলা : কেনা জিনিস কব্জা করার পূর্বেই বিক্রি করা :

কেনা জিনিস কব্জা করার পূর্বেই বিক্রি করার মাসআলায় ফকীহগণ মতপার্থক্য করে ছয়টি মত ব্যক্ত করেছেন :

প্রথম মত : কেনার পর কব্জা করার পূর্বে ক্রেতা তা বিক্রি করা জায়েয হবে না। তা খাদ্যদ্রব্য হোক বা অন্য কিছু, স্থাবর সম্পদ হোক বা অস্থাবর। মেপে বিক্রি করা হোক বা অনুমান করে। শাফেয়ী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ, কতক হাম্বলী ফকীহ, সুফিয়ান ছাওরী ও ইমাম মুহাম্মদ এই মতটি ব্যক্ত করেছেন।[১৮৪]

---

১৮৪. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৬৮; আল-মাজমূউ শারহুল মুহাযযাব, খ. ৯, পৃ. ২৬৪; তরহুত তাছরীব, খ. ৬, পৃ. ১১৪; ইহকামুল আহকাম, ইবনে দাকীকুল ঈদ প্রণীত, হাশিয়া সানআনীসহ, খ. ৪, পৃ. ৮০; মাআলিমুস সুনান, খাত্তাবী প্রণীত, খ. ৩, পৃ. ১৩৫; মুদ্রণ : আত-তাব্বাখ; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১১৩; বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ, খ. ৩, পৃ. ২৫০; রদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ১৪৭; আতাসী প্রণীত শারহুল মাজাল্লা, খ. ২, পৃ. ১৭৩

www.amarboi.org

দ্বিতীয় মত : কেনার পর কব্জা করার পূর্বেই ক্রেতার কোনো পণ্য বিক্রি করা জায়েয হবে না, তা খাদ্যদ্রব্য হোক বা অন্য কিছু, মেপে হিসাব করে বেচা হোক বা অনুমান করে। কেবল এই তালিকা থেকে ব্যতিক্রম জমি, যা কব্জা না করলেও ধ্বংস হওয়ার কোনো শঙ্কা নেই। তাই তা কব্জা না করলেও বিক্রি করা জায়েয হবে। যদি জমি বিলীন হওয়ার শংকা থাকে, যেমন তা রয়েছে নদীর পাড়ে বা পাহাড়ের উঁচুতে বা এমনি কোনো স্থানে তাহলে সে জমিও অন্য অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় কব্জা করার পর বিক্রি করতে হবে। এটি আবু হানিফা ও আবু ইউসুফের মত এবং হানাফী মাযহাবে এটিই ফতোয়া।[১৮৫]

তৃতীয় মত : ক্রেতা কেনার পর তা কব্জা করার পূর্বেই বিক্রি করতে পারবে যদি তা খাদ্যদ্রব্য জাতীয় না হয়। যদি খাদ্যদ্রব্য হয় তাহলে তা কব্জা করার পূর্বে বিক্রি করা জায়েয হবে না, যদি তা মেপে, ওজন করে, সংখ্যা গুণে বা গজ দিয়ে মেপে ইত্যাকার পন্থায় পরিমাপ করে পুরোপুরি বুঝিয়ে দেওয়ার বিষয় হয়। সে খাদ্যদ্রব্য সুদী দ্রব্য হোক বা না হোক। তবে যেটি না হিসাব করে কেবল অনুমান করে বেচাকেনা করা হয় তা খাদ্যদ্রব্য হলেও কব্জা করার পূর্বেই বেচা জায়েয হবে। তবে তার মূল্য গ্রহণ করতে হবে শীঘ্র, নয়তো বাকিতে বাকি মাল বিক্রি করা হবে যা জায়েয নয়। এটি মালেকী মাযহাবের ফতোয়া হিসাবে প্রসিদ্ধ।[১৮৬]

চতুর্থ মত : খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত অন্য যে কোনো বস্তু কব্জা করার পূর্বেই বিক্রি করা জায়েয। কিন্তু খাদ্যদ্রব্য হলে তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি করা জায়েয নয়। সে খাদ্যদ্রব্য অনুমান করে কেনাবেচা হোক বা মেপে ওজন করে বা গুণে হোক। এটি ইমাম মালেক রহ. -এর এক অভিমত, যা মালেকী কতক ফকীহ পছন্দ করে তাদের মত হিসাবে ব্যক্ত করেছেন।[১৮৭]

পঞ্চম মত : কোনো জিনিস পরিমাপ করে, ওজন করে, গজ দিয়ে মেপে বা সংখ্যা গুণে যদি কেউ কিনে তবে তা কব্জা করা ব্যতীত বেচা জায়েয হবে না। জিনিসটি খাদ্যদ্রব্য জাতীয় হোক বা না হোক। কিন্তু যদি এ জিনিসটি এভাবে না মেপে ক্রেতা তা কিনে তবে তা কব্জা করার আগেই বিক্রি করা জায়েয হবে।

---

[১৮৫]. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ১৮০; আদ-দুররুল মুখতার হাশিয়া ইবনে আবিদীন সহ, খ. ৫, পৃ. ১৪৭

[১৮৬]. আশ-শারহুল কাবীর, হাশিয়া দুসূকীসহ, খ . ৩, পৃ. ১৫১; আল-বাজী প্রণীত আল-মুনতাকা, খ. ৪, পৃ. ২৭৯-২৮০ ও ২৮৩; কিফায়াতুত তালিব আর রাব্বানী হাশিয়া আদাভী সহ, খ. ২, পৃ. ১১৮

[১৮৭]. হাশিয়া আদাভী, খ. ২, পৃ. ১১৮

www.amarboi.org

এটি ইমাম আহমদ-এর প্রসিদ্ধ মত, হাম্বলী মাযহাবে এ মতটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত।[১৮৮]

ষষ্ঠ মত : যে কোনো পণ্য কব্জা না করেই বিক্রি করা জায়েয, তা জমিজমা হোক বা অস্থাবর কোনো সম্পদ, খাদ্যদ্রব্য-জাতীয় হোক বা না হোক, তা ওজন করে বা মেপে ইত্যাদি পন্থায় হিসাব করে বেচা হোক বা অনুমান করে বেচা হোক। এটি উসমান আল-বাত্তী (عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ)-এর মত।[১৮৯]

ইবনে আব্দুল বার বলেন, এ মতটি হাদীসের বিপরীত হিসাবে প্রত্যাখ্যাত। খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে সকল ফকীহের ইজমা রয়েছে, এটি তারও বিপরীত। আমার ধারণা, তার এ হাদীসটি জানা নেই, (যে হাদীসে কব্জা না করে বিক্রি করতে নবী স. নিষেধ করেছেন।) তাই এ ধরনের বক্তব্য মোটেই গুরুত্ব পাওয়ার উপযোগী নয়।[১৯০] বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : بَيْعٌ مَنْهِيٌّ عَنْهُ

দ্বিতীয় মাসআলা : কেনা ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় মালিকানায় আসা পণ্য কব্জা করার আগে বিক্রি করা :

কেনা ছাড়া অন্য যে কোনো পন্থায় কোনো জিনিসের মালিক হওয়ার পর তা কব্জা করার আগে বিক্রি করা যাবে কি-না, তা নিয়ে ফকীহগণ বিভিন্ন মত বর্ণনা করেছেন।

প্রথম মত : হানাফী ফকীহদের মত : তারা বলেন, যে সকল বদল ও বিনিময়-এর মানুষ মালিক হয় এমন চুক্তির মাধ্যমে, যা কব্জা করার আগে সে বদল ধ্বংস হয়ে গেলে ভেঙ্গে যায়, সে সকল বদল কব্জা করার আগে বিক্রি করা জায়েয নয়। যেমন, পারিশ্রমিক, সমঝোতার বিনিময় যদি তা অস্থাবর নির্দিষ্ট কোনো বস্তু হয়। এর বিপরীতে যে সকল বদল ও বিনিময়-এর মানুষ মালিক হয় এমন চুক্তির মাধ্যমে যা কব্জা করার আগে বদল ধ্বংস হয়ে গেলেও ভাঙ্গে না, সে সকল বদল কব্জা করার আগেই বিক্রি করা জায়েয। যেমন : মহর, খুলা-এর বদল, মুক্তির বিনিময়, ইচ্ছাকৃত হত্যার পর সমঝোতার বিনিময় ইত্যাদি।

---

১৮৮. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৯৭; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১০৭; আল-মুহাররার, খ. ১, পৃ. ৩২২

১৮৯. ইবনে দাকীকিল ঈদ-এর ইহকামুল আহকামের হাশিয়া সানআনী, খ. ৪, পৃ. ৮১; মুদ্রণ : আস সালাফিয়্যা কায়রো; শারহু নবাভী আলা সহীহ মুসলিম, খ. ১০, পৃ. ১৭০; ইবনে কুদামা রচিত আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১১৩

১৯০. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১১৩; তরহুত তাছরীব, খ. ৬, পৃ. ১১৪

www.amarboi.org

দ্বিতীয় মত : মালেকী ফকীহদের মত : তারা বলেন, চুক্তি দু প্রকার : এক. مُعَاوَضَةٌ (মুআওয়াযা) বা বদল ও বিনিময়যুক্ত। দুই. غَيْرُ مُعَاوَضَةٍ বা বদল ও বিনিময়হীন। (কোনোটিতে দেওয়া-নেওয়া একই সাথে হয়, সেটি مُعَاوَضَةٌ কোনোটিতে দেওয়া-নেওয়া একই সাথে হয় না, তা হচ্ছে غَيْرُ مُعَاوَضَةٍ) যদি কেউ কোনো সম্পদের মালিক হয় এমন চুক্তির মাধ্যমে যা বদল ও বিনিময়হীন, যেমন ঋণ গ্রহণ, তাহলে তা কজা করার আগেই সে তা বিক্রি করতে পারবে। তাতে কোনো শর্ত বা ব্যতিক্রম কিছু নেই। কিন্তু যদি সম্পদের মালিকানা অর্জিত হয় এমন চুক্তির মাধ্যমে যা বদল ও বিনিময়যুক্ত, তাতে যদি ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যেমন বেচাকেনা বা এজাতীয় লেনদেন, তাহলে সেখানে কজা করার আগে তা বেচা জায়েয হবে না, যদি তা এমন খাদ্যদ্রব্য জাতীয় বস্তু হয় যা ওজন করে, মেপে বা গুণে পূর্ণরূপে হস্তান্তর করা সম্ভব হয়। নতুবা তা বায়উল ঈনা (بَيْعُ الْعِينَةِ)-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে, যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। যদি কেউ বদল ও বিনিময়যুক্ত চুক্তির মাধ্যমে কোনো বদল অর্জন করে, ধোঁকা ও কোমল আচরণ যে কোনোটির তাতে সম্ভাবনা থাকে, যদি তাতে কোমল আচরণেরই পরিচয় পাওয়া যায় তাহলে তা কজা করার পূর্বে বিক্রি করা জায়েয হবে। কিন্তু তা যদি হয় প্রতারণার ভিত্তিতে, তাহলে তার বিধান হবে যে বিক্রিতে ধোকার শিকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তার অর্থাৎ তা কজা করার আগে বেচা জায়েয হবে না।[১৯১]

তৃতীয়. শাফেয়ী ফকীহদের মত : তারা বলেন, একের মালিকানাধীন বস্তু অন্যের কাছে দু'অবস্থায় থাকতে পারে : এক. আমানত ও দুই. জামানত ও ক্ষতিপূরণযোগ্য। আমানত হিসাবে যা থাকে (যেমন কর্জ) তার মালিক তা কজা করার পূর্বেই বিক্রি করতে পারে। যেহেতু তাতে তার মালিকানা পরিপূর্ণ। যা ক্ষতিপূরণযোগ্য তা আবার দুই প্রকার : ক্ষতিপূরণ হিসাবে যেখানে মূল্য আদায় করতে হয় একে ضَمَانُ الْيَدِ (যামানুল ইয়াদ) বলে। তাতে মালিকানা পরিপূর্ণ থাকে, তাই তা কজা করার পূর্বেই বিক্রি করা জায়েয। দ্বিতীয় প্রকার : বদল ও বিনিময়যুক্ত লেনদেনে কোনো বিনিময় দ্বারা ক্ষতিপূরণ করা হলে তাকে ضَمَانُ الْعَقْدِ (যামানুল আক্‌দ) বলে। এ ধরনের বস্তুতে কজার পূর্বে বিক্রি করা জায়েয নয়।[১৯২]

---

[১৯১]. আল-বাজী প্রণীত আল-মুনতাকা, খ. ৪, পৃ. ২৮০; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ১২১

[১৯২]. আল-মাজমূউ, শারহুল মুহাযযাব, খ. ৯, পৃ. ২৬৫; রওজাতুত তালিবীন, খ. ৩, পৃ. ৫০৮; তরহুত তাছরীব, খ. ৬, পৃ. ১১৬

www.amarboi.org

চার. হাম্বলী ফকীহদের মত : তারা বলেন, যে সকল বদল ও বিনিময়ের মানুষ মালিক হয় এমন চুক্তির মাধ্যমে, কব্জা করার আগে সে বদল ধ্বংস হয়ে গেলে সে চুক্তি ভেঙ্গে যায়, সে সকল বদল কব্জা করার আগে বিক্রি করা জায়েয নয়। যেমন ইজারার নির্ধারিত পারিশ্রমিক, সমঝোতার নির্দিষ্ট বিনিময় ইত্যাদি, যদি সেটি পরিমাপ করে, ওজন করে, মেপে বা গুণে হিসাব করে হস্তান্তর করা সম্ভব হয়। এমনিভাবে যে সকল বদল ও বিনিময় ধ্বংস হয়ে গেলেও সে চুক্তি বাতিল হয় না, যেমন : খুলা-এর বদল, মুক্তির বিনিময়, বিয়ের মোহর, ইচ্ছাকৃত হত্যার পর সমঝোতার বিনিময়, কোনো অপরাধ বা ক্ষতির জরিমানা, কোনো কিছু বিনষ্টের পর তার মূল্য ইত্যাদি। এগুলোতে বদল ও বিনিময় কব্জা করার আগেই তা বিক্রি করা জায়েয নয়, যদি তা পরিমাপ করে, ওজন করে, মেপে বা গুণে হিসাব করে পূর্ণ পণ্য কেনাবেচা করা হয়। কিন্তু যদি এভাবে বিক্রি না করে অনুমান করে বিক্রি করা হয়, তাহলে তা কব্জা করার আগেই বেচা জায়েয। এমনিভাবে যে কেউ কোনো সম্পদের মালিক হলো উত্তরাধিকারী হিসাবে, অসিয়্যত হিসাবে বা গনীমত হিসাবে এবং তাতে তার মালিকানা নির্দিষ্ট থাকে, তাহলে তা কব্জা করার আগেই সে বিক্রি করতে পারে। কারণ এটি বিনিময়যোগ্য চুক্তির মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ প্রদায়ী নয়, তাই তাতে তার মালিকানা পরিপূর্ণ। তাতে চুক্তি ভেঙ্গে ফেলার প্রতারণার আশঙ্কাও নেই। তবে চুক্তি সম্পাদনকারী চুক্তি সঠিক হওয়ার শর্ত হিসাবে যা কব্জা করে, যেমন সালাম বিক্রির পুঁজি এবং সরফ বিক্রির উভয় বদল ইত্যাদি, এধরনের পণ্য কব্জা করার আগে বিক্রি করা জায়েয নয়। এর কারণ, এগুলোতে মালিকানা পূর্ণ হয়নি। তাই তা অন্যের মালিকানাধীন জিনিসে হস্তক্ষেপের তুল্য হবে।[১৯৩]

তৃতীয় মাসআলা : কেনা পণ্যে কব্জা করার আগে বিক্রি বাদে অন্য হস্তক্ষেপ করা

কেনা পণ্যে কব্জা করার পূর্বে বিক্রি করা বাদে অন্য যে কোনো কাজ করা বৈধ কি-না, এ বিষয় নিয়ে ফকীহগণ চারটি মত বর্ণনা করেছেন :

প্রথম মত : হানাফী মাযহাবের ফকীহদের মত : তারা বলেন, কব্জা করার আগেই পণ্যে ক্রেতার নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করা জায়েয। যেমন হিবা করা, সাদকা করা, ঋণ প্রদান করা, বন্ধক রাখা, বস্তু ধার দেওয়া, অসিয়্যত করা, ক্রীতদাস-দাসীকে মুক্ত করে দেওয়া, দাসদাসীকে মনিব তার মৃত্যুর পর মুক্ত ঘোষণা করা, দাসীকে

---

১৯৩. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ১৮৯; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১১৪; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৩৩, মুদ্রণ : মক্কা প্রশাসন

www.amarboi.org

উম্মে ওয়ালাদ বানানো, কারো নিকট বিবাহ প্রদান করা ইত্যাদি। তবে যদি পণ্য ইজারা প্রদান করে, তা মোটেই জায়েয হবে না।[১৯৪]

দ্বিতীয় মত : এটি মালেকী ফকীহদের মত : তারা বলেন, কব্জা করার আগেই পণ্যে সব ধরনের হস্তক্ষেপ ও কর্তৃত্ব প্রকাশ করা জায়েয, যদি তা খাদ্যজাতীয় না হয় অথবা খাদ্যজাতীয় হলেও তা ওজন করে, মেপে বা গুণে গুণে প্রদান করা জরুরি না হয়। খাদ্যজাতীয় বস্তু যা ওজন করে, মেপে বা গুণে হস্তান্তর করা হয় তাতে কব্জা করার আগে কোনো প্রকার কর্তৃত্ব প্রকাশ করা জায়েয নয়। যদি তা মুআওয়াযা-বদল ও বিনিময়পূর্ণ লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন, বিক্রি করা, কিন্তু যদি এ ধরনের লেনদেন না হয়, বরং তা হয় বদল ও বিনিময়হীন, যেমন : হিবা, সাদকা, কর্জ ও অংশীদারি ইত্যাদি, তাহলে পণ্য কব্জা করার আগে তাতে নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রকাশ করা জায়েয।[১৯৫]

তৃতীয় মত : শাফেয়ী ফকীহদের মত : তারা বলেন, কব্জা করার পূর্বে পণ্যে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ এবং কোনো ধরনের কাজ করা জায়েয নয়। যেমন : ভাড়া দেওয়া, দাসদাসীকে চুক্তির ভিত্তিতে মুক্তি প্রদান করা, হিবা ও দান করা, বন্ধক রাখা, ঋণ হিসাবে কাউকে দেওয়া, মহর হিসাবে স্ত্রীকে দেওয়া, ইজারার পারিশ্রমিক দেওয়া, সমঝোতার বিনিময় দেওয়া, অথবা সালাম বিক্রির পুঁজি বানানো ইত্যাদি। এ ধরনের কাজ কোনোটি করা যাবে না, তাতে মালিকানা দুর্বল থাকার দরুন। তবে দাসদাসী মুক্ত করা, মনিবের মৃত্যুর পর মুক্তির ঘোষণা প্রদান, বাদীকে উম্মে ওয়ালাদ বানানো, বিয়ে করানো, সম্পত্তি বণ্টনে পণ্য-বস্তু কারো প্রাপ্য অংশ বানানো বা ওয়াকফ করা ইত্যাদি-এ কাজগুলো কব্জা করার আগেই করা জায়েয।[১৯৬]

চতুর্থ মত : হাম্বলী ফকীহদের অভিমত : যে সকল বস্তু ওজন বা পরিমাপ করে, মেপে, গুণে বেচাকেনা হয় পণ্য সে জাতীয় হলে তা কব্জা করার পূর্বে তা ভাড়া দেওয়া, হিবা করা, বন্ধক রাখা বা হাওয়ালা করা ইত্যাদি জায়েয হবে না। এ সকলই নিষিদ্ধ হবে বিক্রির সাথে তুলনা করে (অর্থাৎ কব্জার পূর্বে বিক্রি করা

---

১৯৪. আদ-দুররুল মুখতার, হাশিয়া ইবনে আবদীনসহ, খ. ৫, পৃ. ১৪৭; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ১৮০; আতাসী প্রণীত শারহুল মাজাল্লা, খ. ২, পৃ. ১৭৩

১৯৫. কারাফী প্রণীত আল-ফুরূক, খ. ৩, পৃ. ২৭৯-২৮০; আল-বাজী প্রণীত আল-মুনতাকা, খ. ৪, পৃ. ২৮২; আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৮৪; মুদ্রণ : দারুল ইলম লিল মালাঈন

১৯৬. আল-মাজমূউ শারহুল মুহাযযাব, খ. ৯, পৃ. ২৬৪; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৬৯; কিফায়াতুল আখয়ার, খ. ১, পৃ. ১৩৩; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৩, পৃ. ৫০৬

www.amarboi.org

যায় না, ভাড়া বা হিবা করাও যাবে না।) যেহেতু এ সবই হবে পণ্যটি বিক্রেতার জিম্মাদারিতে থাকা অবস্থায়। তাই এগুলোর কোনোটি জায়েয হবে না। কিন্তু পণ্য দাস হলে তাকে মুক্তিদান, মোহর হিসাবে স্ত্রীকে দেওয়া, খুলার বদল হিসাবে স্বামীকে দেওয়া এবং অসিয়্যত করে কাউকে প্রদান করা ইত্যাদি কব্জা করার পূর্বেই জায়েয হবে, যেহেতু এ ধরনের কাজগুলোতে ধোঁকা ও প্রতারণার আশঙ্কা নেই।

ওজন বা পরিমাপ ইত্যাদি না করে অনুমান করে যদি ক্রেতা কোনো বস্তু খরিদ করে তাহলে কব্জা করার পূর্বে তাতে যে কোনো ধরনের কাজ করা জায়েয। তারা দলিল হিসাবে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীস উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমি বাকী এলাকায় উট বিক্রি করতাম। আমি দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করে (ক্রেতার নিকট থেকে) দিরহাম নিতাম। কখনো তার উল্টোটা করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়া সাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, কোনো সমস্যা নেই, তুমি যেদিন বিক্রি করছো সেদিনের মূল্য হিসাব করে নিবে। যে পর্যন্ত তোমরা বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়ে বিচ্ছিন্ন না হয়েছ (এমনটা তোমরা করতে পার)।[১৯৭] তবে যা বিক্রি করা হবে আগের দেখার ভিত্তিতে বা কোনো বৈশিষ্ট্যের আলোচনার ভিত্তিতে, তাতে কব্জা করার পূর্বে কোনো ধরনের কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা প্রদর্শন করা জায়েয হবে না। বুহূতী বলেছেন, যে সকল পণ্য ওজন করে বা মেপে বা গুণে বিক্রি করা হয় সেসব যেমন বুঝে পাওয়ার অপেক্ষা করতে হয় এটিতেও পণ্য বুঝে পাওয়ার প্রশ্ন উঠে। তাই এখানেও কব্জা করার আগে কিছু করা জায়েয হবে না।[১৯৮]

তৃতীয় প্রতিক্রিয়া : বদল ও বিনিময় প্রদান আবশ্যক হওয়া

যাবতীয় লেনদেনে দুই বিনিময়ের একটি গ্রহণ করার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, তার বিপরীত বিনিময়টি প্রদান অত্যাবশ্যক হওয়া। যে প্রথম বিনিময়টা গ্রহণ করবে যথাসম্ভব শীঘ্র সে তার বিপরীতে বস্তুটি তাকে প্রদান করবে। তাহলেই লেনদেনের যাবতীয় ফল প্রকাশ হবে, লেনদেনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়িত হবে। যদি উভয়পক্ষ কোনো কারণে বিলম্বিত করতে সম্মত থাকে, তাহলে যথাসম্ভব শীঘ্র প্রদান আর আবশ্যক থাকবে না, যে শীঘ্র বদল পাওয়ার উপযুক্ত সে বিলম্বে যেহেতু রাজি রয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ আসছে :

---

[১৯৭]. আবু দাউদ, খ. ৩, পৃ. ৬৫১; হাদীসটির বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.। দ্রষ্টব্য টীকা ৪৮

[১৯৮]. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৩০; মুদ্রণ : মক্কা মুকাররমা প্রশাসন; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২৮৭-২৮৯

www.amarboi.org

প্রথমত : ক্রয়বিক্রয়ে (فِي الْبَيْعِ)

সকল ফকীহ একমত, বিক্রিচুক্তির উভয়পক্ষ যখন নিজ নিজ বদল ও বিনিময় গ্রহণ করবে, অপর পক্ষকে যথাশীঘ্র সম্ভব বদল ও বিনিময় প্রদান করবে, এক্ষেত্রে দেরি না করে তাড়াতাড়ি প্রদান করা ওয়াজিব। তাহলে চুক্তিটা বাস্তবায়িত হবে এবং আবশ্যকীয় বিষয়গুলো পূর্ণতা পাবে। সেই সাথে বিক্রি চুক্তিতে যে যা হাতে পাবে তা দ্বারা সে উপকৃত হতে পারবে। যেহেতু বদল ও বিনিময় হাতে আসা মূখ্য উদ্দেশ্য থাকে না, উদ্দেশ্য থাকে যা হাতে আসে তা দ্বারা লাভবান হওয়া। লাভবান হতে হলে তা কজা করতে হয়, কজা করা ব্যতীত তা থেকে কোনো উপকার পাওয়া সম্ভব হয় না। যখন একপক্ষের পর অপর পক্ষও বদল ও বিনিময় হাতে পায়, তখন তাদের উভয়ের মধ্যে সমতাও সৃষ্টি হয়, যা যাবতীয় লেনদেনের দাবি এবং ভিত্তিও বটে। অবশ্য যদি উভয়পক্ষ আলোচনা সাপেক্ষে এ কথায় একমত থাকে যে, একপক্ষ বিলম্ব করবে তাহলে তখন বদল গ্রহণ করার পরও তার বিনিময় শীঘ্র প্রদান না করার অবকাশ থাকে, যেহেতু অপর পক্ষ এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তা বিলম্বিত হওয়ায় সম্মত রয়েছে। বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : بَيْع

উপরিউক্ত আলোচনার ব্যতিক্রম হচ্ছে সরফ বিক্রি এবং সুদী সামগ্রীর একটিকে অপরটির বিপরীতে বিক্রি করা। তাতে এক দিকের বিনিময় গ্রহণকারী তার পক্ষ থেকে বিনিময় দিতে দেরি করার অনুমতি ও সুযোগ নেই। অপর পক্ষ দেরি করতে রাজি থাকলেও শরীয়ত এক্ষেত্রে দেরি করার সুযোগ রাখেনি। শরীয়তের দাবি হচ্ছে, একই মজলিসে উভয় বদল বিনিময় হতে হবে। এক্ষেত্রে দেরি করা হলে তা সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যা শরীয়তে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।[১৯৯]

দ্বিতীয়ত : ইজারা ও ভাড়াতে

ইজারার মূল মাসআলায় ইমাম ও ফকীহদের মতবিরোধ সামনে রেখে সকলেই বলেছেন, যখন একপক্ষ ইজারার বস্তুটি কজা করবে, তার বিনিময় প্রদান করা তার দায়িত্বে আবশ্যক হয়ে যাবে। যদি না তারা উভয়পক্ষ একপক্ষের বদল প্রদানে বিলম্ব হওয়ায় সম্মত থাকে। তাদের মধ্যে যে শর্ত নির্ধারিত হবে তারা

---

১৯৯. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৫, পৃ. ২১৫; রদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ২৫৮, প্রকাশক : হালাবী, আহকামুল কুরআন, জাসসাস প্রণীত, খ. ১, পৃ. ৫৫৪; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৩, পৃ. ৩৭৯; আল-উম, খ. ৩, পৃ. ২৬; বুলাক; ফাতহুল আলী আল-মালিক, খ. ২, পৃ. ১১০; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২১৭; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫১, মুদ্রণ : দারুল মানার; মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ১, পৃ. ৩৮০

www.amarboi.org

দুপক্ষই তা পালনে সচেষ্ট থাকতে হবে।[২০০] যদিও ইজারার রকমভেদে উপকার প্রাপ্তির নানা ধরন হেতু তার বদল প্রদানেও পার্থক্য রয়েছে। তবে এতটুকু সব প্রকারেই পাওয়া যাবে, উপকার একটু একটু করে পুরো মেয়াদ ধরে সৃষ্টি হতে থাকবে। গ্রাহক তা পেতে থাকবে, তার উপর তার বদল প্রদান একটু একটু করে আবশ্যক হবে। বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : إجارة

তৃতীয়ত : মহরের ক্ষেত্রে

ফকীহবৃন্দ সকলে একমত, যদি স্বামী তার স্ত্রীকে মহরের শীঘ্রপ্রদেয় অংশ প্রদান করে, তাহলে তার স্ত্রীর কর্তব্য, মিলিত হওয়ার ও সহবাস করার প্রস্তাব রক্ষা করা। স্বামীকে মিলনের সুযোগ প্রদান তখন ওয়াজিব হয়ে যায়। যদি এই মহর স্ত্রী না পায় তাহলে সে কি তা পাওয়া পর্যন্ত স্বামীকে বাধা দিতে পারে? এ প্রশ্নে ফকীহদের মতপার্থক্য হয়েছে। কারো মতে সহবাসের আগেই এটি তার প্রাপ্য, কারো মতে তা সহবাসের পর পাবে। বিস্তারিত আলোচনা জানতে দ্রষ্টব্য : مهر

—মুহাম্মদ যুবায়ের

---

২০০. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ২০৪; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪০৬

www.amarboi.org

إِجْبَار : বাধ্যকরণ : Forcing

পরিচিতি

ইজবার (الْإِجْبَار)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

ইজবার (الْإِجْبَار)-এর আভিধানিক অর্থ হলো, বল প্রয়োগ করা, জোরজবরদস্তি করা, দমন করা। বলা হয় : أَجْبَرْتُهُ عَلَى كَذَا "আমি তাকে এ কাজ করতে বাধ্য করেছি", আমি তার ওপর বলপ্রয়োগ করেছি, ফলে সে কাজ করতে বাধ্য হয়েছে।[১]

ফকীহগণের পরিভাষায় ইজবার (الْإِجْبَار)-এর স্বতন্ত্র কোনো সংজ্ঞা আমাদের চোখে পড়েনি। ফকীহদের বিভিন্ন শাখাগত মাসায়েল পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ফিকহশাস্ত্রেও আভিধানিক অর্থেই ইজবার (الْإِجْبَار) শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন কারো যদি কাউকে জোরপূর্বক বিবাহ দেয়ার অধিকার (অর্থাৎ وِلَايَةُ الْإِجْبَار) থাকে, তবে সে জোর করে সেই ব্যক্তির বিবাহ সম্পাদন করতে পারে। তদ্রূপ কারো যদি শুফআর (الشُّفْعَة) অধিকার প্রমাণিত হয়, তবে সেই ব্যক্তি বলপ্রয়োগ করে তার অধিকার আদায় করতে পারে।

ফকীহগণের মতে, যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি সামর্থ্য থাকার পরও ঋণ আদায় করতে গড়িমসি করে, বিচারক বলপ্রয়োগ করে তাকে ঋণ আদায়ে বাধ্য করতে পারেন। অনুরূপ বিভিন্ন উদাহরণ ফিক্‌হের কিতাব সমূহে রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

নিম্নে এমন কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করা হচ্ছে, ফকীহগণ যেগুলোকে বলপ্রয়োগ বা বাধ্যকরণ অর্থে ব্যবহার করেন। যেমন- ইকরাহ (الْإِكْرَاه) বাধ্যকরণ, তাসখীর (التَّسْخِير) বশীভূতকরণ, যগ্‌ত (الضَّغْط) বলপ্রয়োগ করা ইত্যাদি।

ক. الْإِكْرَاه (আল-ইকরাহ) : বাধ্যকরণ

কোনো কোনো ফকীহ ইকরাহ-এর সংজ্ঞায় বলেন, কোনো ব্যক্তিকে এমন কাজে বাধ্য করা যে কাজ সে করতে ইচ্ছুক নয়। হুমকি ও ধমকি ছাড়া স্বেচ্ছায় সে এ কাজ করবে না।[২]

কোনো কোনো ফকীহ ইকরাহ-এর সংজ্ঞায় বলেন, কাউকে এমন কাজে অনুগামী ও বাধ্য করা যে কাজটি স্বভাবগতভাবে কিংবা শরয়ী কারণে তার খুবই

---

১. লিসানুল আরব, আল-কামূস, আল-মিসবাহ; جبر-مادة

২. শারহুল মানার, পৃ. ১৯৪; কাশফুল আসরার, খ. ৪, পৃ. ১৫০৪

www.amarboi.org

অপছন্দ। কিন্তু অপছন্দ হওয়ার পরও মারাত্মক ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে সে এই কাজ করতে বাধ্য হয়।[৩]

উল্লিখিত সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায়, ইকরাহ-এর মধ্যে হুমকি এবং ধমকি উভয়টিই বিদ্যমান। এবং ইকরাহ দ্বারা বশীভূত ব্যক্তির পরিণতি তার ইচ্ছার পরিপন্থী হয়, ফলে ইকরাহ-এর মধ্যে ব্যক্তির সম্মতি থাকে না। ইকরাহ ব্যক্তির সন্তুষ্টি বা ইচ্ছাটাই ভন্ডুল করে দেয়, ফলে তার যে কোনো হস্তক্ষেপ বাতিল বলে গণ্য হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে ইকরাহ শিরোনাম দেখা যেতে পারে।

খ. التَّسْخِيرُ (আত-তাসখীর): বশীভূতকরণ

তাসখীর-এর আভিধানিক অর্থ : কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অন্য ব্যক্তিকে বিনা প্রতিদানে কোনো কাজ করতে বাধ্য করা।[৪] ফকীহগণও এ অর্থেই তাসখীর শব্দ ব্যবহার করেন।

গ. الضَّغْطُ (আয-যগৃত)

যগৃত-এর আভিধানিক অর্থ : সংকীর্ণ করে ফেলা, চাপ দেয়া, বলপ্রয়োগ করা, বাধ্য করা।[৫] ফকীহগণের দৃষ্টিতে অসহায়ত্ব, কাপুরষতা ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইবনু আবী যায়েদ-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মাযগুত (المَضْغُوط) ব্যক্তি কাকে বলা হবে? উত্তরে তিনি বলেন : এমন ব্যক্তিকে মাযগুত বলে নিজের মালিকানাধীন কোনো জমিন বা নির্দিষ্ট বস্তু বিক্রি করার জন্যে যার ওপর চাপ বা বলপ্রয়োগ করা হয়েছে। অথবা কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে কুক্ষিগত করার জন্যে তার ওপর চাপ প্রয়োগ করার ফলে সে উদ্দিষ্ট জমি বা বস্তুটি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে। অন্য কথায় অন্যায়ভাবে সম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য কারো ওপর চাপ প্রয়োগ করা, ফলে সে তা বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়, সে ব্যক্তিই মাযগুত।[৬]

ইজবার শব্দটি এ সকল শব্দ থেকে ব্যাপক অর্থ ধারণ করে। কারণ, কখনো বলপ্রয়োগজনিত কাজটি হারাম ও নিষিদ্ধও হতে পারে। তখন তাতে ইজবার ও তাসখীর ও যগৃত অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আবার কখনো এই ইজবার শরীয়তে অনুমোদিত, এমনকি প্রত্যাশিতও হয়। যেমন অনেক ক্ষেত্রে ইজবার-এর মধ্যে

---

৩. আল-ইখতিয়ার শারহুল মুখতার, খ. ৪, পৃ. ২৭৫

৪. আল-মিসবাহুল মুনীর; سخر-مادة

৫. আল-কামুস, আল-মিসবাহ; ضغط-مادة

৬. মাওয়াহিবুল জালীল, শারহুল মুখতাসার আলাল খলীল, খ. ৪, পৃ. ৪৪৮, প্রকাশ : মাকতাবাতুন নাজাহ, ত্রিপলী, লিবিয়া

www.amarboi.org

হুমকি ধমকি থাকার শর্তও থাকে না, তদ্রূপ বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির দ্বারাই কাজটি সম্পাদিত হওয়াও অনেক ক্ষেত্রে আবশ্যিক নয়। অনেক সময় বলপ্রয়োগকারী ব্যক্তির কর্ম বা কথা দ্বারাই কাজ সম্পাদিত হয়ে যায়। যেমন চাপ প্রয়োগ করে অধীনস্থের বিবাহদান। কর্তৃত্ববান অভিভাবক নিজেই হুকুম দিয়ে কাজ সম্পাদন করে ফেলতে পারে। যেমন কোনো নাবালিগা মেয়ের বিবাহ কিংবা পাগল মেয়ের বিবাহ। অনেক ক্ষেত্রে জনস্বার্থে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে জোরপূর্বক তার মালিকানাধীন বস্তু (যেমন রাস্তার জন্য জমি) নিয়ে নেওয়া হয়। কখনো কোনো কথা বা দাবি করা ব্যতীত তা সংঘটিত হয়। দুজন ব্যক্তি যদি একে অন্যের কাছে সমপরিমাণ অংকের ঋণী থাকে, তবে একে অন্যের কাছে প্রাপ্ত ঋণের বিপরীতে উভয়ই নিজেকে ঋণমুক্ত ঘোষণা করতে পারে।[৭] মালেকী ফকীহগণ ছাড়া[৮] জমহুর ফকীহ এ মত পেশ করেছেন।[৯]

লেনদেনের বৈধতার ক্ষেত্রে শরীয়তসম্মত বলপ্রয়োগের কোনো প্রভাব পড়ে না। প্রতিপক্ষ ছাড়া বলপ্রয়োগ করা যাবে না এমন কোনো শর্ত নেই। বল প্রয়োগ করলেও তাতে বিনিময় বহাল থাকে। যগ্‌ত -এর মতো ইজবার শুধু ক্রয় বিক্রয়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং ইজবার-এর ক্ষেত্র ও ধরন বিস্তৃত ও ব্যাপক।

---

৭. এর অবস্থাটি হলো, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির কাছে ঋণ পায়, সেই ব্যক্তিও প্রতিপক্ষের কাছে সমপরিমাণ ঋণ পায়। উভয়ই উভয়ের কাছে যে পরিমাণ ঋণী তা গুণগত মান, পরিমাণ ও মূল্য মানের দিক থেকে একই পরিমাণ। সবদিক থেকে উভয়ের পাওনা সমান হওয়ার কারণে দেনা পাওনার বিষয়টির উভয়ের পক্ষ থেকে পরিসমাপ্তি ঘটবে। যদি কম বেশি থাকে তবে যার কাছে বেশি পাওনা আছে তার বিপরীতে তার যতটুকু পাওনা আছে ততটুকুর দাবি মিটে যাবে, আইনগত কোনো অসুবিধা না থাকলে অতিরিক্ত পাওনাটুকু পরিশোধের জন্যে جبر করতে পারবে। উল্লিখিত উদাহরণটুকু আধুনিককালের কারেন্ট একাউন্ট-এর সাথে সামঞ্জস্য রাখে। কারণ, কারেন্ট একাউন্ট হোল্ডার ব্যাংকে যে টাকা জমা রাখে তা সত্যিকার অর্থে আমানত নয়, বরং জমা টাকার সাথে অন্য টাকা মেশানো এবং তা থেকে ইচ্ছা মতো উত্তোলনের অধিকার পায় একাউন্ট হোল্ডার। এদিক থেকে উঠানো টাকাগুলো একাউন্ট হোল্ডারে ঋণে পরিগণিত হয়। ব্যাংক থেকে একাউন্ট হোল্ডার যে টাকা উত্তোলন করে তা বস্তুত তারই জমাকৃত টাকা নয়, বরং এগুলোও ঋণ বা হাওলাতের সাথে সামঞ্জস্য রাখে। বস্তুত কারেন্ট একাউন্ট হোল্ডার একদিকে ঋণগ্রহীতা, আবার একই সাথে ঋণদাতায় পরিণত হয়। ফলে উভয় প্রকার লেনদেন একটি অপরটির জন্য দায়মুক্তির কারণ ঘটে, যা প্রক্রিয়াগতভাবে চলতে থাকে।

৮. মিনাহুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৫৪

৯. আল-মাবসুত, খ. ১৪, পৃ. ৪০৬; আল-হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ১১১; আল-উম্ম, খ. ৭, পৃ. ৩৮৮; আল-কালয়ুবী, খ. ৪, পৃ. ৩৩৪; আল-মুগনী, খ. ১৪, পৃ. ৪৪৯

www.amarboi.org

ইজবার-এর শরয়ী বিধান

ইজবার কখনো শরীয়ত অনুমোদিত হয়, আবার কোনো কোনো ইজবার শরীয়ত অনুমোদিত নয়। শরীয়ত অনুমোদিত ইজবার হলো, ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধে গড়িমসির কারণে তাকে ঋণ পরিশোধে বাধ্য করা। আর শরীয়তের অনুমোদন নেই এমন ইজবার হলো কোনো অত্যাচারী কর্তৃক কোনো নিরীহ নিরপরাধ ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে তার সম্পদ বিক্রি করতে বাধ্য করা।

কোন্ ব্যক্তির ইজবার করার অধিকার রয়েছে?

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইজবার শরীয়তপ্রণেতার পক্ষ থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে, মানুষের এ ক্ষেত্রে কারো প্রতি ইজবার করার অধিকার নেই। যেমন উত্তরাধিকার। এটি শরীয়তপ্রণেতার পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক বিধান। অবশ্য শরীয়তপ্রণেতার অনুমোদনে কখনো মানুষও একে অন্যের ওপর ইজবার করার অধিকার পায়। যেমন বিচারক, শাসক কিংবা বৈধ অভিভাবকের ইজবার করার অধিকার থাকে জুলুমের প্রতিরোধ এবং জনস্বার্থ রক্ষার জন্যে। যে সকল ক্ষেত্রে কারো পক্ষে ইজবার করার অধিকার রয়েছে এর কিছু সুরত আমরা বিস্তারিত আলোচনাসহ নিম্নে উল্লেখ করছি। ফিক্হের কিতাবের নির্দিষ্ট অধ্যায়ে এবং এ বিশ্বকোষে সংশ্লিষ্ট শিরোনামেও সেগুলো লিপিবদ্ধ রয়েছে।

শরীয়তের নির্দেশে ইজবার

ইজবার বা বলপ্রয়োগ শরীয়তের নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। দীনি ও বিচারিক কারণে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তা বাস্তবায়ন করতে বাধ্য। যেমন : উত্তরাধিকারের বিধান; তা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি অবশ্যপালনীয় নির্দেশ। প্রত্যেক উত্তরাধিকারী অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই বিধান পালন করতে বাধ্য। সুতরাং কারো রেখে যাওয়া সম্পদে তার ওয়ারিশগণ মালিক হয়ে যাবে– যদিও তাদের কেউই তা না চায়। অনুরূপভাবে উশর, খারাজ, জিযয়া এবং যাকাতের বিধান বাধ্যতামূলক। উল্লিখিত আর্থিক বিধানগুলোর ক্ষেত্রে যদি কোনো মুসলমান কৃপণতা করে কিংবা গোয়ার্তুমি করে আদায় না করে, তবে বলপ্রয়োগ করে তাদেরকে আদায়ে বাধ্য করতে পারবে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন।

কারো যদি গবাদি পশু পালনের (খাদ্যপ্রদানের) ক্ষমতা না থাকে তবে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন তাকে গবাদি পশু বিক্রি করে দিতে, কিংবা অন্য কারো কাছে ইজারা দিতে বা খাওয়ার উপযোগী হলে জবাই করতে বাধ্য করতে পারবে। সে যদি অস্বীকার করে তবে প্রশাসন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কেননা, যে কোনো পশুর মালিকের জন্যে মালিকানাধীন পশুর প্রয়োজনীয় খাদ্যের ব্যবস্থা

www.amarboi.org

করা বাধ্যতামূলক। তদ্রূপ স্ত্রী, সন্তান, পিতা-মাতা ও রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়স্বজনের খোরপোষের বিধানও বাধ্যতামূলক। সংশ্লিষ্ট শিরোনামে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।[১০]

ফকীহগণ বলেন, শিশুকে যদি মা ছাড়া দুধ পান করানোর মতো অন্য কেউ না থাকে, আর মায়ের দুধের ওপর শিশুর কল্যাণ নির্ভর করে; তবে দুধপান করানোর জন্য মাকে বাধ্য করা যাবে। অনুরূপ পিতাকে সন্তানের লালন-পালনের জন্যে দুধ পানকারিণীর ব্যয়ভার বহনে বাধ্য করা যাবে।[১১] তবে মা ছাড়াও যদি দুধ পান করানোর জন্যে অন্য মহিলা পাওয়া যায় তবে মাকে দুধপান করাতে বাধ্য করা যাবে না। তদ্রূপ অপ্রয়োজনে স্বামীও মাকে দুধ ছাড়ানোর জন্য বাধ্য করতে পারবে না। অবশ্য ইবনে আবিদীন বলেন, সন্তানের বয়স দুবছর পূর্ণ হলে স্বামী স্ত্রীকে দুধপান থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করতে পারবে।[১২]

অসহায় ও নিরুপায় ব্যক্তি জীবন বাঁচানোর জন্যে হারাম বস্তু বা পানীয় আহার করতে পারে কিংবা কারো যদি গলায় কিছু আটকে যায় এবং হারাম খাবার কিংবা পানীয় ছাড়া সেটি গলাধঃ করণের কোনো ব্যবস্থা না থাকে, তবে জীবন রক্ষার প্রয়োজনে তার জন্যে হারাম পানীয় বা খাবার গ্রহণ বৈধ।[১৩]

উল্লিখিত সব অবস্থাতে ইজবার শরীয়তপ্রণেতার পক্ষ থেকে নির্দেশিত। মানুষ প্রতিনিধি হিসেবে সেগুলো বাস্তবায়নের অধিকার অর্জন করে মাত্র। তা ছাড়া মানুষ সে বিচারক হোক, শাসক হোক কিংবা অভিভাবক– তাদের কারো এক্ষেত্রে নিজস্ব ক্ষমতা প্রয়োগের অবকাশ নেই।

শাসকের পক্ষ থেকে ইজবার

অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহর পক্ষ থেকে জুলুম প্রতিরোধ এবং জনস্বার্থ রক্ষার জন্যে শাসকদের ইজবার-এর অধিকার অর্জিত হয়। উদাহরণত ফুকাহায়ে কেরাম বলেন : কোনো ঋণগ্রহীতা যদি সামর্থ্য থাকার পরও ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করে তবে বিচারক ঋণগ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধে ইজবার করার অধিকার রাখে। বিচারক অভিযুক্ত ঋণগ্রহীতাকে দৈহিক শাস্তি, কয়েদ, কিংবা প্রয়োজনে জমহুরের মতে তার সম্পদ বিক্রি করারও অধিকার রাখে।

---

১০. তানকিহুল মুশবি', পৃ. ২৫৭; আল-মুহাররার, খ. ২, পৃ. ১১৬; আল-মুগনী, খ. ৯, পৃ. ৪৫৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ২০৮

১১. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৬৩৪; আল-মুহাররার, খ. ২, পৃ. ১১৯

১২. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৪০৪

১৩. আল-মুহাররার, খ. ২, পৃ. ১৩৭

www.amarboi.org

অবশ্য এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা রহ. কয়েদ ও দৈহিক শাস্তির পক্ষে, যেন সে ঋণ আদায় করতে বাধ্য হয়। তবে তিনি অভিযুক্ত ঋণগ্রহীতার সম্পদ বিচারক স্বয়ং বিক্রি করার বিপক্ষে।[১৪] আরো বিস্তারিত জানতে حجر শিরোনাম দ্রষ্টব্য।

ফকীহগণ আরো বলেন, গণমানুষের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য তৈরির কারিগররা যদি অতি প্রয়োজনীয় পণ্যাদি তৈরি করতে অস্বীকার করে, এসব প্রয়োজনীয় দ্রব্য তৈরির আর কোনো লোক না থাকে, তবে জনস্বার্থে শাসকগণ তাদেরকে সেই পণ্য তৈরিতে বাধ্য করতে পারবে।[১৫]

অনুরূপ কোনো পানির আধারের মালিক যদি পানির অভাবী ব্যক্তিদের কাছে তাদের প্রয়োজনীয় পানি বিক্রি করতে অস্বীকার করে, তবে শাসক অভাবী পানি প্রত্যাশীদের কাছে তাকে পানি বিক্রি করতে বাধ্য করতে পারে।[১৬] অনুরূপভাবে ফকীহগণ ব্যক্তিগত নালা এবং পানির ধারাতে জনসাধারণের শুফার অধিকার নির্ধারণ করেছেন।[১৭]

অনুরূপ কারো ব্যক্তি মালিকানাধীন জমিতে যদি প্রাকৃতিক প্রবাহ থাকে (ঝরণা, খাল ইত্যাদি) তাহলে অন্যেরাও যেন এই পানি থেকে উপকৃত হতে পারে, শাসকগণ এজন্য মালিককে বাধ্য করতে পারবে– যদি অন্য লোকজন সেই পানির ওপর নির্ভরশীল হয়।

আল্লামা কাসানী রহ. বলেন, কোনো মালিকানাধীন পানির উৎসের কাছে গিয়ে কিছুসংখ্যক মানুষ মালিকের কাছে পানি প্রত্যাশা করল। কিন্তু জলাধারের মালিক তাদের পানি দিতে অস্বীকার করলে তারা এসে উমর রা.-এর কাছে এই বলে অভিযোগ করল যে, পানির অভাবে আমাদের এবং আমাদের গবাদি পশুগুলোর জীবন বিপন্ন। উমর রা. তাদের বললেন : هَلاَّ وَضَعْتُمْ فِيهِمُ السِّلاَحَ ؟ "তোমরা তাদের সাথে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করলে না কেন ?"[১৮]

مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ "মজুদদার অপরাধী হিসেবে গণ্য।" সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ স.-এর এই হাদীসের আলোকে জরুরি পণ্যের মজুদদারী নিষিদ্ধ।

---

১৪. কাশফুল আসরার, খ. ৪, পৃ. ১৪৯৪; হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ২০০; মুকাদ্দামা ইবনে রুশদ, খ. ২, পৃ. ২০০

১৫. শারহুস সগীর, খ. ৪, পৃ. ৩৯; নিহায়াতুর রুতবা ফি ভালাবিল হিসবা, পৃ. ২৩-৮৭।

১৬. মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ২৫২; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৩৫২

১৭. হাক্কুল ইনসানি ফিশ্ শুরবি ও সাকিয়্যি দাওয়াব্বিহী দোনা সাকিয়্যিল আরজ (জমিতে সেচ দেওয়া বাদে নিজে পান করা এবং গৃহপালিত পশুকে পানি পান করানোর অধিকার।)

১৮. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ১৮৯; হাশিয়াতুল কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৯৫; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৫২৯; তৃতীয় সংস্করণ, আল-মানার; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৩৫২

www.amarboi.org

ফকীহগণের মতে, নিত্যব্যবহার্য জরুরি পণ্যসামগ্রী যারা মজুদ করে মূল্য বাড়িয়ে গণমানুষের দুর্ভোগ সৃষ্টি করে, শাসকগণ তাদেরকে বাজারমূল্যে সেসব মজুদকৃত পণ্য বিক্রিতে বাধ্য করতে পারে। তবে ইবনে জুযাই রহ. বলেন, এক্ষেত্রে শাসকের ইজবার-এর অধিকার সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। আল্লামা কাসানীও হানাফীদের মতপার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হিদায়া গ্রন্থপ্রণেতা মারগিনানী এ সম্পর্কে সকল হানাফী ফকীহ একমত বলে উল্লেখ করেছেন। এবং এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। তিনি বলেন, জরুরি পণ্যের মুনাফালোভী মজুদদার যদি শাসকের নির্দেশ সত্ত্বেও বাজারদরে বিক্রি না করে, তবে প্রশাসন বলপ্রয়োগ করে তাকে বিক্রি করতে বাধ্য করতে পারবে।[১৯]

তদ্রূপ ফকীহগণ এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছেন যে, শাসকগণ যদি কাউকে সরকারি কোনো উচ্চপদে নিয়োগ করে তবে নিয়োগের আগেই তার যাবতীয় সম্পদের তালিকা তৈরি করাবে। পরবর্তী সময়ে সরকারি কোষাগার থেকে প্রাপ্ত বেতনভাতা এবং তার সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ যদি অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয় অর্থাৎ সে সরকারি পদ কাজে লাগিয়ে উপার্জন করে, তবে তার বর্ধিত সম্পদ বলপ্রয়োগ করে সরকার নিয়ে নেবে। উমর রা. তাঁর শাসনামলে সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে এমনটিই করেছেন। তাঁর কাছে অভিযোগ করা হয়েছিল, আপনার কর্মকর্তা ও বিচারকগণ তাদের দায়িত্ব পালনকালে অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছে। এমন অভিযোগে তিনি হযরত আবু হুরায়রা ও আবু মুসা আশআরী রা.-কে তাঁদের উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান থাকা সত্ত্বেও তাদের বর্ধিত সম্পদও সরকারি কোষাগারে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২০]

শাসকের পক্ষ থেকে ইজবার-এর একটি শক্তিশালী উদাহরণ হলো, উমর রা. ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান নারীদেরকে বিবাহের ক্ষেত্রে মুসলিমদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। তিনি নির্দেশ দেন, আমি আহলে কিতাব নারী তথা খ্রিস্টান ও ইয়াহুদী নারীদের বিবাহকে মুসলিমদের জন্যে হারাম মনে করি না; কিন্তু আমি আশঙ্কা করছি এর ফলে মুসলিম মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে এক ধরনের

---

১৯. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ২৭৮; হিদায়া, খ. ৪, পৃ. ৭৪; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ২২৭-২৫২; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪৫৬; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ২২১; প্রকাশ : আল-মানার; আল-কাওয়ানিনুল ফিকহিয়্যাহ, খ. ৩, পৃ. ২৪৭

২০. মাওয়াহিবুল জলীল, খ. ৪, পৃ. ২৫২; উমর রা.-এর এই সিদ্ধান্তের বর্ণনা ইবনে সা'দ তার প্রণীত আত্-তাবাকাত, খ. ৩, পৃ. ২৮২, প্রকাশ : দারু সাদির; ও আবু উবায়দ তার প্রণীত গ্রন্থ আল-আমওয়াল পৃ. ২৬৯, তে উল্লেখ করেছেন। এবং তাদের উভয়ের বর্ণনায় আবু হুরায়রা রা. ও সা'দ রা.-এর নাম এসেছে; আবু মুসা-এর নাম উল্লেখ হয়নি।

www.amarboi.org

নেতিবাচক পরিস্থিতি তৈরি হবে। একথা বলে তিনি তালহা ও হুযাইফা রা.-এর আহলে কিতাব স্ত্রীদেরকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন।[২১]

সাধারণ নাগরিকের পক্ষ থেকে ইজবার

শরীয়ত বিশেষ ক্ষেত্রে কোনো কোনো ব্যক্তিকেও ইজবার-এর অধিকার প্রদান করেছে। যেমন, শুফা (অগ্রক্রয় অধিকার)-এর ক্ষেত্রে। শুফা-এর অধিকার লাভকারীকে শরীয়ত অধিকার দিয়েছে, সে বিক্রীত জমির উপযুক্ত মূল্য ও আবাদের ব্যয় পরিশোধ করে ক্রেতার কাছ থেকে তার প্রাপ্য জমিন বলপ্রয়োগের মাধ্যমে কব্জা করে নেবে। এটা অগ্র ক্রয় অধিকার লাভকারীর জন্যে শরয়ী ঐচ্ছিক অধিকার।[২২]

অনুরূপ যৌথ সম্পদ যদি একই ধরনের হয়, আর কোনো একজন অংশীদার ভাগবণ্টন করতে চায়, তাহলে অন্যেরা ভাগবণ্টনে অস্বীকৃতি জানালেও বিচারক অন্যদেরকে বণ্টনে বাধ্য করতে পারবে। কেননা অংশীদারী সম্পদের ভাগবণ্টনের মধ্যে অদলবদলের কার্যকারিতা থাকে। আর অদলবদল এমন একটি কাজ যেক্ষেত্রে ইজবার কার্যকর হয়। ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে যেমনটা করা যায়। সাধারণত ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সমজাতীয় জিনিসই প্রাপ্য হয়; কাজেই ঋণ আদায়টি প্রকৃত অর্থে গৃহীত ঋণের সাথে বদল হয় যা স্বেচ্ছায় হয়ে থাকে। স্বেচ্ছায় যদি কোনো জিনিসের বদল গ্রহণযোগ্য হয়, তবে অনিচ্ছায় বদলের ক্ষেত্রে সেটি আরো বেশি গ্রহণযোগ্যতা দাবি করে।

তবে অংশীদারত্বমূলক সম্পদ যদি বিভিন্ন প্রকার হয়, যেমন উট, গরু, ছাগল, কিংবা জমি, বাড়ি, কারখানা, তরল পুঁজি ইত্যাদি, তাহলে বিচারক বণ্টনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারীকে বণ্টনে বাধ্য করতে পারবে না। কারণ এগুলোর মধ্যে সমবণ্টন ও অদলবদল প্রায় অসম্ভব। তবে সব অংশীদার যদি বণ্টনে সম্মত হয়

---

২১. তাফসীর আল-কুরতুবী, খ. ৩, পৃ. ৬৮; উমর রা. তালহা ও হুযাইফা রা.-এর অমুসলিম কিতাবী মহিলার সাথে সম্পাদিত বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। বর্ণনাটি আব্দুর রাজ্জাক তার মুসান্নাফ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থটির সম্পাদক বলেন, এই বর্ণনাটি ইমাম বায়হাকী আবু ওয়ায়েল সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি আরো বলেন, অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে উমর রা. বলেন: لا ولكني أخاف ان تعا طوا المومسات منهن 'না, আমার ভয় হচ্ছে তোমরা (ইয়াহুদী খ্রিস্টানদের) দুশ্চরিত্রা মেয়েদের না বিবাহ করতে শুরু কর।' মুসান্নাফ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ এক প্রভাবশালী ইয়াহুদী ব্যক্তির মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন। উমর রা. তার এই ইয়াহুদী স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, খ. ৬, পৃ. ৭৮-৭৯, প্রকাশ : আল-মাজলিসুল ইলমী

২২. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৬৩৬; শারহুস সগীর, খ. ২,প. ৭৫৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ২১৯; আল-মুগনী মাআ শারহিল কাবীর, খ. ৯, পৃ. ৩১০

www.amarboi.org

তবে বিচারক তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে।[২৩] এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে الشَّرِكَة ও القِسْمَة শিরোনাম দেখা যেতে পারে।

শাফেয়ীগণ বলেন, যেসব জিনিসের ভাগবণ্টনে বস্তুর মূল্যমান হ্রাস পায় না যেমন বাগান, বড় ঘর, বড় দোকান, কারখানা, পরিমাপ কিংবা ওজনযোগ্য সমজাতীয় দ্রব্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোনো অংশীদার যদি ভাগবণ্টন করতে চায় আর অন্যেরা অস্বীকৃতি জানায়, তবে বিচারক অন্য শরীকদেরকে ভাগবণ্টনে বাধ্য করতে পারবে। কারণ, ভাগবণ্টনের অন্তরায় হলো বণ্টিত জিনিস ভাগ করার ফলে সেটির মূল্যমান কমে যাওয়া। উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলোতে এমনটির অবকাশ তেমন নেই। অবশ্য একথাও বলা হয়েছে যে, ভাগবণ্টনের পর যদি বণ্টিত জিনিসের উপকারিতা লোপ পায় তবে সেটিও ভাগবণ্টনের জন্যে অন্তরায় হবে। তবে ভাগবণ্টনে যদি কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতি মেনে নিয়েই ভাগবণ্টন দাবি করে, তবে অন্যদেরকে বাধ্য করা যাবে।[২৪]

কোনো বাড়ি বা স্থাপনায় কারো মালিকানা নিচ তলায় আর কারো মালিকানা ওপর তলায়, এ অবস্থায় ফকীহগণের মতে, নিচতলার অধিকারীকে সংস্কারের জন্যে বাধ্য করা যাবে না। কেননা উপর তলার মালিকের নিচের তলায় কোনো অধিকার নেই, যেহেতু ওপর তলাটি নিচতলায় ভর করেই নির্মিত।

ফকীহ ইবনে কুদামা বলেন, কোনো ব্যক্তি যদি নিচতলার মালিক হয় আর তার উপরের তলার মালিক অন্যজন থাকে, আর উভয়ের মাঝখানের ছাদ ধসে পড়ে, আর একে অপরকে ছাদ মেরামত করার দাবি জানায়, কিন্তু দুজনের কেউই ছাদ মেরামত করায় সম্মত না হয়, এটির সমাধানের ক্ষেত্রে দুটি ব্যবস্থা বর্ণিত হয়েছে যেমনটি বর্ণিত হয়েছে দুটি ঘরের মাঝখানের দেয়াল মেরামতের ক্ষেত্রে। ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর এক্ষেত্রে দু'টি বক্তব্য রয়েছে উভয় বর্ণনার মতোই।

যে দেয়ালের উপর উপর তলার ভিত্তি তা যদি নিচ তলার অংশে ভেঙে যায় আর উপর তলার মালিক নিতলার মালিককে তা মেরামত করার দাবি জানায়, এক্ষেত্রে দুটি ব্যবস্থা রয়েছে-

এক বর্ণনামতে, নিচতলার মালিককে দেয়াল মেরামত করার জন্যে বাধ্য করা হবে। এ মত ইমাম মালেক ও আবু ছাওর রহ.-এর। ইমাম শাফেয়ী-এর এক বর্ণনা মতে, নিচতলার মালিককেই বাধ্য করা হবে মেরামত করতে; কেননা

---

২৩. আল-হিদায়া আল-ইনায়া আত-তাকমিলা, খ. ৮, পৃ. ৫১০; আল-মুহাররার, খ. ২, পৃ. ২১৬; আল মুহাল্লা, খ. ৮, পৃ. ১২৬, ১২৮-১৩০; আল-মুগনী, খ. ১১, পৃ. ৪৯২; মিনাহুল জালীল, খ. ৩, পৃ. ৬৫০

২৪. আল-মুহাররার, খ. ২, পৃ. ২১৫-২১৬; আল-হাত্তাব, খ. ৫, পৃ. ৩৩৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৮, পৃ. ২৭৪

www.amarboi.org

নিচতলাটি একান্তই তার মালিকানাধীন। অন্য বর্ণনা মতে, নিচতলার মালিককে বাধ্য করা যাবে না। এটি ইমাম আবু হানিফা রা.-এর অভিমত। তবে উপর তলার মালিক যদি সেটি মেরামত করতে চায় তবে তাকে নিষেধ করা যাবে না।

অবস্থা যদি এমন হয় যে, নিচতলার মালিক উপর তলার মালিকের নিকট মেরামত দাবি করে এবং উপর তলার মালিক মেরামত করতে অস্বীকার করে এক্ষেত্রেও দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রথম বর্ণনা মতে, উপর তলার মালিককে মেরামতের জন্য যেমন বাধ্য করা যাবে না, তদ্রূপ সহযোগিতার জন্য ও বাধ্য করা যাবে না। এটি ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর অভিমত। অন্য বর্ণনামতে, তাকে মেরামতের জন্য বাধ্য করা যাবে, কেননা তাতে উভয়েরই উপকার রয়েছে।[২৫] এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে حُقُوقُ ارْتِفَاق 'সমাজবদ্ধ লোকের বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত আইন' শিরোনাম দেখা যেতে পারে।

যৌথ দেয়ালের ক্ষেত্রে ফকীহগণ বলেন, যৌথ মালিকানাধীন কোনো দেয়াল যদি ধসে পড়ে, আর এর আঙিনা অনেক বড় হয়, মালিকদের কোনো একজন অপরজনকে মেরামতের অনুরোধ করে, তবে সব মাযহাবের ইমামদের মতে অন্য শরীককে দেয়াল মেরামতের জন্য বাধ্য করা যাবে। কেননা ভঙ্গুর অবস্থায় দেয়ালটি ফেলে রাখা হবে উভয়ের জন্যে ক্ষতিকর; ফলে অপরজনকে বাধ্য করা হবে। যেমনটি বাধ্য করা যায়, যদি একটি যৌথ মালিকানাধীন দেয়ালের কোনো মালিক দেয়াল ভাগবন্টন করতে চায়, ভাগ করলে যদি দেয়ালটি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে দেয়ালটি ধ্বংস করতে উভয়কেই বাধ্য করা হবে। অবশ্য সহীহ নয় এমন একটি বর্ণনামতে, দেয়াল ধ্বংস করা যাবে না। কারণ এটি এমন একটি সম্পদ যার মধ্যে তাকে রক্ষার উপাদান নেই। ফলে মালিককে এর মধ্যে আরো ব্যয় করতে বাধ্য করা যায় না। ব্যক্তিগত সম্পদের ক্ষেত্রে যেমন ব্যয় করতে বাধ্য করা যায় না এটিও তেমন।[২৬]

হানাফী ফকীহগণ বলেন, যৌথ অংশীদারীত্বে থাকা দেয়াল যদি বণ্টনযোগ্য হয় এবং প্রত্যেকেই নিজ-নিজ অংশের দেয়াল রক্ষা করতে পারে, তাহলে সেটি ভাগবণ্টনে বাধ্য করা যাবে না। অন্যথায় বাধ্য করা যাবে।[২৭]

–শহীদুল ইসলাম

---

২৫. ইবনে আবিদীন, খ. ৩, পৃ. ৩৫৫; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৫, পৃ. ১৪৩-১৪৪; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৩৯৯

২৬. আল-মুগনী মা শারহুল কবীর, খ. ৫, পৃ. ৪৭-৪৮; মাওয়াহিবুল জলীল, খ. ৫, পৃ. ১৪৪; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৩৯৯

২৭. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৩, পৃ. ৩৫৫; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৫, পৃ. ১৪৪; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৩৯৮; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৪৫-৪৮

www.amarboi.org

نُقُودٌ : মুদ্রাব্যবস্থা : Currency system

পরিচিতি

নুকূদ (النُّقُوْدُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

নুকূদ (النُّقُوْدُ) শব্দটি নাকদ (النَّقْدُ) শব্দের বহুবচন। নকদ (النَّقْدُ) শব্দটির অর্থ স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা নির্মিত অথবা এতদভিন্ন অন্য যে কোনো ধাতুর মুদ্রা।

পরিভাষায় নুকূদ কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়

প্রথম : স্বর্ণ-রৌপ্যের[১] ধাতু। এ অর্থেই প্রাচীন ফকীহগণের প্রয়োগ নাকদান (النَّقْدَان) দ্বিবচনের শব্দটি স্বর্ণ ও রৌপ্য দুটি ধাতবকে নির্দেশ করে। তা মুদ্রা আকারে নির্মিত হতে পারে, অথবা মুদ্রা না হয়ে ছাঁচে-ঢালা (বিশেষভাবে স্বর্ণ-রৌপ্য) পিণ্ড, ভূগর্ভে প্রাপ্ত সোনারুপা প্রভৃতির ধাতুপিণ্ড অথবা অলংকার (গহনাপত্র) ইত্যাদিও হতে পারে। তবে নাকদ শব্দটি মুদ্রা অর্থেই অধিক ব্যবহৃত হয়। মুদ্রা অর্থ নির্দেশ ছাড়াও নাকদ শব্দটি অন্য অর্থেও ব্যবহার করেছেন মালেকী মাযহাবের বিশিষ্ট ফকীহ আয-যুরকানী রহ.। তিনি নকদ শব্দটিকে জিদার (দেয়াল) ও সাকফ (ছাদ)-এ প্রয়োগ করেছেন।[২] তখন নাকদ দ্বারা স্বর্ণ ও রৌপ্য বোঝানো হবে।

হাম্বলী মাযহাবের ইমাম ও আল-ফুরু (الفروع) গ্রন্থপ্রণেতা মুহাম্মদ বিন মুফলিহ মাকদিসী রহ. (মৃ.৭৬২ হি.) বলেন, "নাকদ-এর (স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত) প্রদীপ ওয়াকফ (وقف) করা সহীহ (সঠিক) হবে না, তাই এর সত্তাধিকারী এর যাকাত আদায় করবে।"[৩]

নিহায়াতুল-মুহতাজ গ্রন্থপ্রণেতা বলেন, "রিকাযে (গুপ্ত-গচ্ছিত সম্পদে) খুমুস (এক-পঞ্চমাংশ যাকাত) ফরজ হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে, এসব সম্পদ নাকদ হবে। নাকদ হচ্ছে স্বর্ণ-রৌপ্য। এগুলো মুদ্রা বা পিণ্ড আকার অথবা অন্য যে কোনো অবস্থাতেই থাকুক তাতে এক-পঞ্চমাংশ যাকাত ফরজ হবে।[৪] একইভাবে নাকদ শব্দটি এ অর্থে বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।

---

১. আল-মুজামুল ওয়াসীত, مادة-نقد

২. আয-যুরকানী 'আলা শরহি মুখতাসার খলীল, খ. ১, পৃ. ৩৩, ৩৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৮৩

৩. ইবনে মুফলিহ কৃত আল-ফুরু'উ, খ. ৪, পৃ. ৫৩৮

৪. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৯৮, ১০৪, ৪৩৩

www.amarboi.org

মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা'-এর ১৩০ ধারাতে বর্ণিত হয়েছে, নুকুদ শব্দটি নাকদ শব্দের বহুবচন। নাকদ বললে স্বর্ণ-রৌপ্যকে বুঝিয়ে থাকে। এসব স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রা আকারে থাকুক অথবা অন্য যে কোনো আকারেই থাকুক। অর্থাৎ স্বর্ণ ও রৌপ্য দু'টি ধাতুকে দু'টি নাকদ (মুদ্রা) বলা হয়।

দ্বিতীয় : স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা। কেননা, পণ্যের বিনিময় ও মূল্য হিসেবে এগুলোই নগদ বা বাকী রূপে প্রদান করা হয়, তা খাদহীন হোক বা খাদযুক্ত হোক। এ অর্থেই হানাফী ফকীহ শামসুল আইম্মা আবুবকর মুহাম্মদ সারাখসী (মৃ. ৪৮৩ হি.) রহ. আল-মাবসুত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

إِنَّ الْفُلُوسَ تُرَوَّجُ فِي ثَمَنِ الْخَسِيسِ مِنَ الأَشْيَاءِ دُونَ النَّفِيسِ ، بِخِلاَفِ النُّقُودِ

"ফুলূস ব্যবহৃত হয় তুচ্ছ বস্তুর মূল্যে, নুকূদ বলা হয় মূল্যবান বস্তুতে। এভাবে ফুলূস ও নুকূদ-এর মধ্যে পার্থক্য হয়ে গেল।"[৫]

ইমাম নববী রহ. এবং ইমাম রাফেয়ী রহ. প্রমুখ মুদারাবা অধ্যায়ে বলেছেন :

يُشْتَرَطُ فِي رَأْسِ الْمَالِ أَنْ يَكُونَ نَقْدًا ، وَهُوَ الدَّنَانِيرُ وَالدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ

"মূলধন হতে শর্ত হচ্ছে তা নাকদ হতে হবে। তা হচ্ছে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রা দীনার ও দিরহাম।"[৬] পূর্ববর্তী বর্ণনায় নাকদ-এর অর্থ এবং পরিভাষার আলোকে বলা যায়, ধাতবমুদ্রা বা ফুলূস (الْفُلُوسُ) পারিভাষিক অর্থে 'নুকূদ' (النُّقُودُ) নয়।

তৃতীয় : নাকদ (মুদ্রা)-এর অন্য একটি অর্থ হচ্ছে, পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম; এটি স্বর্ণ অথবা রৌপ্য অথবা তামা অথবা চামড়া অথবা কাগজ অথবা অন্য যা কিছু দ্বারা গঠিত হোক না কেন, যদি এগুলো ব্যাপকভাবে গৃহীত ও স্বীকৃত হয়। এ ব্যাপক অর্থটি প্রয়োগ করেই ইমাম রাফেয়ী ও ইমাম নববী রহ. তাদের স্ব-স্ব গ্রন্থে বলেন :

إِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ نَقْدٌ وَاحِدٌ أَوْ نُقُودٌ يَغْلِبُ التَّعَامُلُ بِوَاحِدٍ مِنْهَا انْصَرَفَ الْعَقْدُ إِلَى الْمَعْهُودِ وَإِنْ كَانَ فُلُوسًا

"কোনো শহরে-নগরে এক মুদ্রা প্রচলিত হলে বা একাধিক মুদ্রা প্রচলিত থাকলেও এগুলোর একটির ব্যবহারই অধিক হলে, যে কোনো চুক্তিতে প্রচলিত মুদ্রাই ধর্তব্য হবে, তা যদি ফুলূস হয় হোক।"[৭]

এ তৃতীয় ও সর্বশেষ সংজ্ঞাটিই বর্তমানে ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে।

---

৫. আল-মাবসুত, খ. ১২, পৃ. ১৩৭

৬. ফাতহুল 'আযীয লির রাফিয়ী ফী যাইলিল মাজমূঊ, খ. ১২, পৃ. ৫; রওযাতুত তালিবীন, খ. ৫, পৃ. ১১৭

৭. ফাতহুল আযীয, খ. ৮, পৃ. ১৪০; রওযাতুত তালিবীন, খ. ৩, পৃ. ৩৬৩

www.amarboi.org

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

ক. الفُلُوس (আল-ফুলূস) : ধাতব মুদ্রা

'ফুলূস' শব্দটি فَلْس (ফাল্স) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ : স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যতীত তামা বা এ জাতীয় অন্য যে-কোনো ক্ষুদ্র ধাতব টুকরো।[৮] এর শাব্দিক অর্থই এর পারিভাষিক অর্থ। 'النُّقُود' (মুদ্রা) ও 'الفُلُوس' (অর্থকড়ি)-এর মধ্যকার সম্পর্ক এভাবে ধর্তব্য যে, উভয়টিই পণ্য বিনিময়ের মাধ্যম।

খ. التِّبرُ (আত-তিব্‌র)

মুদ্রা বা অলংকার প্রস্তুতকরণের পূর্বে স্বর্ণ বা রৌপ্য ভূগর্ভে যে অবস্থায় রক্ষিত থাকে তাকে তিবর বলে। অর্থাৎ স্বর্ণ-রৌপ্য পরিশোধন করার পূর্বে খনিতে যে অবস্থায় পাওয়া যায়; সে অবস্থাতে তাকে 'তিবর' বলা হয়। এ শব্দগত অর্থটিই এর পারিভাষিক অর্থ।[৯] নাকদ (نَقْدٌ) ও তিবর (التِّبرُ)-এর মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে, স্বর্ণ ও রৌপ্য (মুদ্রা) এর উৎস হচ্ছে তিবর।

গ. السِّكَّةُ (আস-সিক্কা) : টাকশাল, টাকশালের ছাঁচ

সিক্কা বা মুদ্রা তৈরির ধাতব ছাঁচ বলতে মুদ্রা প্রস্তুতের জন্য খোদিত ছাঁচকে বুঝিয়ে থাকে। স্বর্ণ-রৌপ্যের মুদ্রা অথবা ধাতবমুদ্রা তৈরিতে এ ধরনের ছাঁচে ছাপ দেওয়া হয়। সিক্কাকে মাছকুকাতও (المَسْكُوكَاتُ) বলা হয়। সিক্কা বলতে কখনো মুদ্রার উপরে খোদাই করা লিখন ও অঙ্কনকেও বুঝিয়ে থাকে।[১০] টাকশালের ছাপ যুক্ত মুদ্রা রাষ্ট্রভেদে এমনকি একই রাষ্ট্রে সময় ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। সিক্কা (السِّكَّةُ) শব্দটি কখনো ধাতব মুদ্রা নির্দেশ করে। সিক্কা (السِّكَّةُ)-এর শাব্দিক অর্থই এর পারিভাষিক অর্থ। নুকূদ (نقود) ও সিক্কা (السِّكَّةُ)-এর মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে, সিক্কা শব্দ ও পরিভাষাটি নুকূদ শব্দটির তুলনায় ব্যাপক।

মুদ্রার মাধ্যমে লেনদেন শরীয়তসম্মত

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে মুদ্রার মাধ্যমে পারস্পরিক লেনদেন ও পণ্য বিনিময় বৈধ ও বিধিবদ্ধ। এ বৈধতা ও বিধিবদ্ধতার পক্ষে কুরআনী দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী :

---

৮. আল-মুজামুল ওয়াসীত; আবু ইয়ালা কৃত আল-আহকামুস সুলতানীয়া, প্রকাশনা : দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, পৃ. ১৭৯

৯. লিসানুল আরব; ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৩০

১০. লিসানুল আরব; আল-কামূসুল মুহীত; ইবনে আবিদীন, খ. ৩, পৃ. ৩৪০; খ. ৪, পৃ. ২১৮

www.amarboi.org

قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ

"তাদের (কাহাফবাসীদের মধ্য থেকে) কেউ কেউ বললেন, তোমরা কতকাল (সময়) এখানে অবস্থান করেছ তা তোমাদের রব (পালনকর্তাই) অধিক জ্ঞাত রয়েছেন। এখন তোমাদের যে কোনো একজনকে তোমাদের (কাছে থাকা) এ মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ করো; প্রেরিত ব্যক্তিটি শহরের পবিত্র খাদ্যটি দেখে শুনে তা থেকে তোমাদের জন্য কিছু খাদ্য দ্রব্য নিয়ে আসুক ... ।"[১১]

ধারা পরম্পরা সূত্রে মহানবীর কথা-কর্ম, সমর্থন ও অনুমোদনের মাধ্যমে দীনার-দিরহাম মুদ্রার বিনিময়ে পণ্যের লেনদেনের বৈধতা সাব্যস্ত রয়েছে। যেমন : 'উরওয়া আল-বারিকী রা.-এর সনদে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. নিজের জন্যে একটি ছাগল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে আমার নিকট একটি দীনার– স্বর্ণমুদ্রা হস্তান্তর করলেন। আমি একটি দীনারের বিনিময়ে রাসূলুল্লাহ স.-এর জন্য দু'টি ছাগল ক্রয় করলাম এবং সে ছাগল দু'টির একটি এক দীনারে বিক্রয় করার পর একটি দীনার ও একটি ছাগলসহ আমি রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এসে উপস্থিত হই। অতঃপর উরওয়া আল-বারিকী রা. রাসূলকে ক্রয়-বিক্রয়ের ঘটনা খুলে বললেন। শুনে রাসূলুল্লাহ স. তাকে দুআ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলেন : بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ "মহান আল্লাহ তোমার ডান হস্তের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দান করুন।"[১২]

পারস্পরিক লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রাব্যবস্থা প্রচলনে বহুবিদ হিকমত ও কার্যকর উপকারিতা রয়েছে। এ কারণেই জ্ঞানীগণ তাদের যুগের অভিজ্ঞতার আলোকে মুদ্রাব্যবস্থাপনাকে পারস্পরিক লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এসব উপকারিতা ও কল্যাণের কারণে ইসলামী শরীয়তও মুদ্রাব্যবস্থাকে অনুমোদন দিয়েছে।

মুদ্রাব্যবস্থা সম্পর্কে ইমাম গাযালী রহ. বলেন : "স্বর্ণ-রৌপ্যকে (এগুলো দ্বারা নির্মিত মুদ্রাকে) মহান আল্লাহ এজন্যই সৃষ্টি করেছেন, যাতে এগুলো (পারস্পরিক লেনদেন ও কাজ-কারবারে) সহজে হস্তান্তর ও হাত-বদল হতে পারে এবং ন্যায়নীতির ভিত্তিতে এগুলো সম্পদের মধ্যে মূল্যমানের মানদণ্ড হতে পারে। এ ছাড়াও এগুলোকে মুদ্রাব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণের অন্য একটি হিকমত

---

১১. সুরা আল-কাহাফ, আয়াত ১৯

১২. ইমাম বুখারী রহ. কৃত সহীহ বুখারী, (খ. ৬, পৃ. ৬৩২, সালাফী সংস্করণ), ইমাম তিরমিযী রহ. কৃত সুনান তিরমিযী, (খ. ৩, পৃ. ৫৫০, হালাবী সংস্করণ)। হাদীসটির শব্দাবলি তিরমিযী থেকে নেওয়া হয়েছে।

www.amarboi.org

হচ্ছে, এগুলো অন্য সব বস্তুর মাধ্যম হওয়ার উপযুক্ত। বস্তুগতভাবে এ দু'টি ধাতু মূল্যবান (আকর্ষণীয়) এবং বস্তু হিসেবে এগুলোতে ভোগ্য চাহিদা নেই। এ দু'টি ধাতুর সাথে অন্য সব বস্তুর এক ও অভিন্ন সম্পর্ক। যেহেতু এ দু'টি ধাতু দ্বারা অন্য সব বস্তু সহজে আদান-প্রদান ও ক্রয়-বিক্রয় করা যায়। তাই যে কেউ এ দু'টি বস্তুর (এমনকি কোনো একটি ধাতুর) মালিক হওয়ার অর্থই হচ্ছে, ব্যক্তিটি সব বস্তুরই মালিক হওয়া। [১৩]

ইবনু রুশদ রহ. বলেন, পারস্পরিক লেনদেনে 'ইনসাফ' (ন্যায়নিষ্ঠতা) হচ্ছে সমতাবিধান অথবা সমতার সর্বোচ্চ কাছাকাছি মূল্যমান নিশ্চিত করা। এ অবস্থায় বিভিন্ন পণ্যের মধ্যকার সত্তাগত সমতা বিধানের কষ্টকর অবস্থা নিরসনের প্রয়োজনে স্বর্ণ-রৌপ্যের ধাতব মুদ্রা দ্বারা এ সকল বস্তুর মূল্যমান নির্ধারণ করা হয়েছে।[১৪]

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, 'দিরহাম ও দীনার হচ্ছে পণ্যসামগ্রীর মূল্য। বিনিময়মূল্য হচ্ছে বস্তুর মান নির্ধারক, তার দ্বারা বস্তুর মূল্যায়ন পরিপূর্ণ হয়। এ বিনিময়মূল্যটি এমন বস্তু হওয়া জরুরি; যা এক অবস্থায় সীমিত ও বিন্যস্ত হবে; যেটির দাম উঠানামা করবে না (পরিবর্তিত হবে না)। পণ্যের ন্যায় পণ্যের বিনিময়মূল্য উঠানামা করলে আমাদের কাছে এমন কোনো বিনিময়মূল্য বাকী থাকবে না; যা দিয়ে আমরা পণ্যসামগ্রীর মান নির্ধারণ করতে সক্ষম হবো। বরং এ অবস্থায় সবকিছুই পণ্যে পরিণত হবে। অথচ মানুষের জন্য পণ্য বিনিময়ে এমন একটি বিনিময়মূল্য (মুদ্রামান) নির্ধারণ করা গুরুত্বপূর্ণ ও একান্ত জরুরি বিষয়; যার সাহায্যে জনসাধারণ পণ্যের সঠিক মূল্যায়ন করতে সক্ষম হবে। এ বিষয়টি কেবল তখনই সম্ভব হতে পারে; যখন বস্তুটির একটি দাম নির্ধারিত হয় এবং নির্ধারিত দামটি একই অবস্থায় বহাল থাকে এবং এ নির্ধারিত দাম (মুদ্রামান)টি অন্য বস্তুর দরদামে মূল্যায়িত হবে না। এ মুদ্রামান অন্য সব পণ্যের ন্যায় উঠানামা করলে মানুষের পণ্য বিনিময়ে এবং পারস্পরিক লেনদেনে বিঘ্ন ঘটবে এবং তাদের মধ্যে মতভেদ ও মতানৈক্য অনিবার্য হয়ে উঠবে।[১৫]

ইবনে খালদুন রহ. বলেন, "মহান আল্লাহ স্বর্ণ-রৌপ্য নামক দু'টি ধাতব এ জন্যই তৈরি করেছেন, যাতে করে এ দু'টি ধাতু অন্য সব পণ্যের মূল্যমান (বিনিময়মূল্য) হতে পারে। এ দুটি ধাতুই হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশ্ববাসীর

---

[১৩]. ইমাম গাযালী রহ. কৃত ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, দারুশ শা'য়াব প্রকাশনী, খ. ১২, পৃ. ২২১৯

[১৪]. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ৯৯

[১৫]. ইলামুল মুওয়াককি'য়ীন 'আর-রাব্বিল 'আলামীন, খ. ২, পৃ. ১৫৫

www.amarboi.org

সঞ্চয় ও সম্পদ এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয় সংস্থান। যদিও কেউ কখনো এ দু'টি বস্তু ছাড়াই সন্তুষ্ট থাকে। এর অর্থ হচ্ছে, এ দু'টি বস্তু অর্জন করা সকলের কাঙ্ক্ষিত, যেহেতু এ দুটি বস্তুর দামদর সাধারণ নিয়মে অনেকটাই স্থির থাকে যদিও অন্য সব বস্তুর দরদামে পরিবর্তন হয়ে থাকে।[১৬]

মুদ্রার প্রকারভেদ

মুদ্রা নিম্নোক্ত বিভিন্ন ধরনের হতে পারে :

প্রথম : সৃষ্টিজাত মুদ্রা (النُّقُودُ الْخَلْقِيَّةُ)

ইসলামী যুগসমূহে দু ধরনের সৃষ্টিজাত মুদ্রা প্রচলিত ছিল।

ক. দীনার (الدِّينَارُ)

'দীনার' শব্দটি ফার্সি ভাষা থেকে আরবী ভাষায় গৃহীত একটি শব্দ। শব্দটির অর্থ স্বর্ণমুদ্রা। দীনার শব্দের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে ইবনে আবিদীন রহ. বলেন, 'দীনার' হচ্ছে এক মিছকাল পরিমাণ স্বর্ণের ছাঁচে ঢালা (টুকরা)।[১৭] অর্থাৎ দীনারের ওজন হচ্ছে পূর্ণ এক মিছকাল। ফকীহগণ দীনারে মিছকালের ওজন (পরিমাণ) প্রসঙ্গে মতভেদ করেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতির জন্য دَنَانِير শব্দ দেখা যেতে পারে।

খ. দিরহাম (الدِّرْهَمُ)

'দিরহাম' মৌলিকভাবে ফার্সি ভাষার একটি শব্দ। পরবর্তী সময়ে শব্দটি আরবী ভাষায় গৃহীত হয়েছে। 'দিরহাম' শব্দটির অর্থ : রৌপ্য দ্বারা নির্মিত মুদ্রা।[১৮] এ শাব্দিক অর্থে এর পারিভাষিক অর্থ গৃহীত হয়েছে। দিরহামের ওজন নিয়ে ফকীহগণ মতবিরোধ করেছেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য دَرَاهِم পরিভাষা দেখা যেতে পারে।

দ্বিতীয় : ব্যবহারিক মুদ্রাসমূহ (النُّقُودُ الاِصْطِلَاحِيَّةُ)

ব্যবহারিক মুদ্রাসমূহ নিম্নরূপ :

ক. ধাতব মুদ্রা (الْفُلُوسُ)

স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যতীত অন্যসব ধাতব মুদ্রা। এগুলোতে নিম্নোক্ত দু'টি অবস্থার যে কোনো একটি হতে পারে :

---

১৬. মুকাদ্দামা ইবনে খালদুন, পৃ. ৩৯১

১৭. ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ২৯

১৮. লিসানুল আরব; মিসবাহুল মুনীর

www.amarboi.org

প্রথম অবস্থা :

এগুলো সমাজে ও বাজারে প্রচলিত হবে। এ ধরনের মুদ্রার বিধান সম্পর্কে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, এসব মুদ্রাতে স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রার বিধানাদি কার্যকর হবে না। এজন্য এসব ধাতব মুদ্রা বৃদ্ধি করে বাকীতে ক্রয় বিক্রয়ে কোনো প্রকার সুদ সাব্যস্ত হবে না এবং এ ধরনের মুদ্রা ব্যবসায়িক পণ্য হিসেবে ব্যবহৃত না-হলে এগুলোর ওপর যাকাতের বিধানও কার্যকর হবে না। এমনকি এ জাতীয় মুদ্রা মুদ্রাব্যবসায়ীর নিকট সংরক্ষিত ও সঞ্চিত থাকলেও এগুলোতে যাকাত ফরয হবে না। ফকীহগণের দ্বিতীয় দলের অভিমত হচ্ছে, এ জাতীয় ধাতবমুদ্রার দামদর ধরে স্বর্ণ-রৌপ্যের দামের হারে এগুলোতে যাকাতের হুকুম প্রযোজ্য হবে।

দ্বিতীয় অবস্থা :

এগুলো সমাজে ও বাজারে অপ্রচলিত হবে। এ ধরনের মুদ্রার ব্যাপারে ফকীহগণের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে, এগুলোতে স্বর্ণ-রৌপ্যের মুদ্রার বিধান কার্যকর হবে না। (এ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যের জন্য 'সারাফ' (صَرْف) এবং 'ফুলূস' (فُلُوس) সম্পর্কীয় আলোচনা দেখা যেতে পারে।)

খ. অধিক খাদযুক্ত রৌপ্যমুদ্রা (الدَّرَاهِمُ الْغَالِبَةُ الْغِشِّ)

এ ধরনের রৌপ্যমুদ্রায় রৌপ্যের তুলনায় অন্য নিম্নমানের ধাতুর পরিমাণ বেশি থাকে। হানাফী মাযহাবের ফকীহদের অভিমত অনুযায়ী খাদের আধিক্যের কারণে এসব মুদ্রায় স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিধান কার্যকর হবে না। হানাফী মাযহাবের বিপরীতে অন্য সব মাযহাবের অভিমত হচ্ছে, খাদযুক্ত এসব মুদ্রায় রৌপ্যের পরিমাণ নিশ্চিত করতে হবে। রৌপ্যের পরিমাণে স্বর্ণ-রুপার বিধান কার্যকর হবে।[১৮] এ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতির জন্য صرف ও زكاة ভুক্তি দু'টি অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

গ. কাগজের মুদ্রা (النُّقُودُ الْوَرَقِيَّةُ)

বর্তমান যুগে কাগজি মুদ্রার প্রচলনই অধিক। এমনকি কাগজের মুদ্রাই দীনার ও দিরহামের স্থান দখল করে রয়েছে। ফলে বর্তমান যুগে দীনার দিরহামের স্থানে সারা বিশ্বে কাগজি মুদ্রাই বিরাজ করছে। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার স্থলে কাগজে মুদ্রার প্রচলনের প্রতি ইঙ্গিত করে ইমাম মালেক রহ. তাঁর গ্রন্থে এমন সব বিষয় বাস্তবে রূপ লাভ করবে বলে আলোচনা করেছেন যেগুলো এখনো রূপ লাভ করেনি। তিনি তাঁর ফিকহী গ্রন্থে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় সংযুক্ত করে এ সম্পর্কিত বিধানও বর্ণনা করেছেন। তিনি অভিমত পেশ করেছেন, মানুষ চর্মকে মুদ্রা

---

[১৮]. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২২৩৬

www.amarboi.org

সাব্যস্ত করলে, এমনকি চামড়ার মুদ্রা তৈরিতে এবং টাকশাল নির্মাণে বৈধতা দান করলেও এ মুদ্রা দ্বারা স্বর্ণমুদ্রা রৌপ্যমুদ্রার ন্যায় পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করার বিধান প্রদানে আমাদের অপছন্দ থেকে যাবে। তিনি অন্যত্র বলেন, চামড়ার মুদ্রা স্বর্ণ-রৌপ্যের (দীনার-দিরহামের) মুদ্রার স্থান দখল করলে দীনার দিরহাম দ্বারা এসব চামড়ার মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়কে আমরা অপছন্দ করব।[২০]

অতীত যুগ থেকেই কাগজি মুদ্রার মাধ্যমে পণ্যসামগ্রীর আদান-প্রদানের প্রচলন ছিল। ইমাম মাকরীযী রহ. বর্ণনা করেন, তিনি যখন বাগদাদে ভ্রমণ করেন; তখন জনৈক ব্যবসায়ী তাকে এমন একটি কাগজ বের করে দেখান; যে কাগজটিতে মুঘল আমলের বিশেষ হরফে কিছু একটা লিখিত ছিল। ব্যবসায়ী লোকটি বর্ণনা করল, এসব কাগজ তুত পাতা থেকে তৈরি। এগুলো খুবই নরম ও কোমল। এসব কাগজ চীন দেশের খান বালেক অঞ্চলে পাঁচ দিরহামের বদলে অর্পণ করা হয়ে থাকে। এসব কাগজের মালিকেরা এগুলোতে ছাপ দিয়ে ব্যবহার করে এবং এর বদলে কোনো বস্তু গ্রহণ করে উপকৃত হয়।[২১] এভাবে সাব্যস্ত হলো, তৎকালে চীন দেশের বিশেষ অঞ্চলে কাগজি মুদ্রার প্রচলন ছিল। যদিও সেখানে এসব মুদ্রার সাথে অন্যান্য ধাতবমুদ্রারও প্রচলন ছিল।

মুদ্রাব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত বিধানাবলি

প্রথম : মুদ্রাব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত শরীয়ত নির্ধারিত বিধানসমূহ

যাকাতের নিসাব স্বর্ণমুদ্রায় যাকাতের নিসাব হচ্ছে ২০ দীনার এবং রৌপ্যমুদ্রায় যাকাতের নিসাব ২০০ দিরহাম। কোনো ব্যক্তি ২০ দীনার অথবা ২০০ দিরহামের মালিক হলে তার ওপর যাকাতের বিধান প্রযোজ্য হবে। এ পরিমাণ দীনার দিরহাম কারো নিকট না-থাকলে তার ওপর যাকাত ফরজ হবে না। এ-অভিমতটি হচ্ছে সর্বসম্মত অভিমত। পক্ষান্তরে এসব মুদ্রায় খাদের কোনো অংশ থাকলে বা উক্ত পরিমাণ খাদযুক্ত স্বর্ণ-রৌপ্য থাকলে এসব দীনার দিরহামে যাকাত প্রযোজ্য হবে কি-না? এ-ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। এ-প্রাসঙ্গিক বিধান ও বিস্তারিত আলোচনার জন্য زكاة পরিভাষা অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

যাদের অভিমত অনুযায়ী নগদ অর্থকড়ি এবং কাগজি মুদ্রায় যাকাত ফরজ হয়; তাদের নিকট এসব অর্থ-কড়ি ও কাগজি মুদ্রা দীনার দিরহামের সাথে যুক্ত করে এগুলোর যাকাতের নিসাব নির্ধারণ করতে হবে।[২২]

---

[২০]. আল-মুদাওয়ানা, খ. ৩, পৃ. ৩৯৬

[২১]. মাকরীযী, ইগাছাতুল উম্মা , পৃ. ৬৮

[২২]. আল-মাউসূআহ আল-ফিকহিয়্যা কমিটির অভিমত হচ্ছে, কাগজি মুদ্রার পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্যের নিসাব পরিমাণে পৌছুলে এগুলোর উপর যাকাত ফরজ হবে। কাগজি মুদ্রার

www.amarboi.org

এ আলোচনায় মহর ও দিয়াত ইত্যাদি বিষয় রয়েছে, যথাস্থানে সেগুলো দেখা যেতে পারে।

দ্বিতীয় : মুদ্রার তৈরি ও প্রকাশ

মুদ্রা তৈরিকরণ বলতে বোঝায়, মুদ্রাকে টাকশালের মাধ্যমে ব্যবহারের উপযুক্ত করে প্রস্তুত করা। একটি লোহার ছাপে বা নকশায় (প্লেটে) ফেলে এভাবে মুদ্রাকে প্রস্তুত করা হয় যে, মুদ্রাতে নির্দিষ্ট কিছু নকশা, মনোগ্রাম ও মুদ্রার পরিমাণ লিখিত ও অঙ্কিত থাকে। (কাগজি মুদ্রার ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়াকে মুদ্রা ছাপানো বা মুদ্রণ বলা হয়।)

ক. মুদ্রা ইস্যুর অধিকার

কেবল রাষ্ট্রপ্রধান বাজারে স্বদেশীয় মুদ্রা ছাড়া বা চালু করার অধিকার সংরক্ষণ করে থাকেন। রাষ্ট্রপ্রধান এ ব্যাপারে এমন এক ব্যক্তিকে দায়িত্ব অর্পণ করবেন; যে আর্থিক লেনদেন ও মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে খাদযুক্ত মুদ্রা থেকে সঠিক খাদহীন মুদ্রা শনাক্ত করতে সক্ষম হবে, রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতা বলে মুদ্রাব্যবস্থাকে ভেজালমুক্ত করবে এবং মুদ্রায় জনগণের নিকট পরিচিত রাষ্ট্রপ্রধানের সীলস্বাক্ষর সংযুক্ত করবে। এ মুদ্রাব্যবস্থাপনায় প্রতিটি মুদ্রার আকার-ওজন-পরিমাণ ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া আবশ্যক হবে; যেন এগুলোর সংখ্যা ও পরিমাণের আলোকে জনগণ পারস্পরিক লেনদেন সম্পন্ন করতে পারে। যেমন, উমাইয়া খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান-এর আমলে মুদ্রাব্যবস্থার আকার, সংখ্যা ইত্যাদি প্রথমবারের মতো সুনির্দিষ্ট করা হয়েছিল।

রাষ্ট্রীয় প্রধান ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে মুদ্রা প্রস্তুত করা এবং ছাপিয়ে বাজারে তা চালু করা বৈধ নয়। তাই অন্য কেউ এ কর্মটি করলে ব্যক্তিটি রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধেই অন্যায় কর্ম সম্পন্ন করবে। কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এ ধরনের অন্যায় কর্ম সংঘটিত হলে রাষ্ট্রপ্রধান দোষী ব্যক্তিকে উপযুক্ত শাস্তি বিধানের অধিকার সংরক্ষণ করেন। দোষী ব্যক্তিটি রাষ্ট্রপ্রধানের প্রবর্তিত মুদ্রার ব্যতিক্রম মুদ্রা চালু করার মাধ্যমে অন্যায় কর্ম সংঘটিত করুক অথবা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক প্রবর্তিত মুদ্রার

টাকা পয়সা ব্যবসায়িক কাজে বিনিয়োগ করা হোক বা না হোক। স্বর্ণ-রৌপ্যের সমতুল্যের নিসাবে পৌছালে এসব মুদ্রায় ততক্ষণ পর্যন্ত যাকাত প্রযোজ্য হবে; যতক্ষণ পর্যন্ত এসব মুদ্রা রাষ্ট্রে প্রচলিত থাকে। যাকাতের নিসাবে পৌছানোর শর্তে কাগজি মুদ্রায় যাকাত প্রযোজ্য হওয়ার কারণটি হচ্ছে, এগুলোই মানুষের অর্থ-সম্পদ এবং এগুলোই পণ্য সামগ্রীর বিনিময় মূল্য হিসেবে বর্তমান বিশ্বে স্বর্ণ-রৌপ্যের নির্মিত মুদ্রা দীনার দিরহামের স্থান দখল করেছে।

www.amarboi.org

অনুরূপ অবিকল (জাল) মুদ্রা তৈরি করে বাজারে ছাড়ুক। উভয় অবস্থাতেই ব্যক্তিটি অন্যায়কারী হিসেবে শনাক্ত ও শাস্তিযোগ্য হবে। এমনকি কোনো নাগরিক প্রবর্তিত মুদ্রা থেকে উত্তম ও খাঁটি স্বর্ণ-রৌপ্যের মুদ্রা চালু করলেও এ কর্মটি অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত হবে।

জাফর বিন মুহাম্মদ রহ. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. অভিমত ব্যক্ত করেছেন, সুলতান (রাষ্ট্রপ্রধান)-এর অনুমতি ক্রমে কেবল টাকশালে দিরহাম তৈরি করা হবে, অন্য কেউ কোনো মুদ্রা চালু করতে পারবে না। কেননা, প্রজাসাধারণকে এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করা হলে এতে তারা জঘন্য অন্যায় কর্মে (মুদ্রা জালকরণে) জড়িয়ে পড়বে। খ্যাতিমান বিচারক কাজী ইয়ালা রহ. বলেন, "রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ব্যতীত মুদ্রা চালু ও ছাড়ের ব্যবস্থাতে অন্যায় কর্ম সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা থাকার কারণেই প্রজাসাধারণকে মুদ্রা ছাড়ের বিষয়টি থেকে বিরত রাখা হয়েছে।"[২৩] (এ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতির জন্য دَرَاهِم ও سِكَّة অধ্যয়ন করা যেতে পারে।)

রাষ্ট্রপ্রধানের এটিও একটি দায়িত্ব যে, তিনি এক 'দিরহাম' থেকে কম মূল্যমানের খুচরা পয়সাও প্রবর্তন করবেন; যাতে করে জনসাধারণ এসব খুচরা মুদ্রার মাধ্যমে ছোটখাটো আর্থিক লেনদেনও করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রচলিত (উপযুক্ত) ব্যবস্থাটি হচ্ছে, এসব খুচরা মুদ্রা তামা অথবা এমন ধাতব পদার্থ হবে; যেগুলো সচরাচর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, "রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য এটি একটি জরুরি বিষয় যে, তিনি তার অধীনস্থ প্রজাসাধারণের লেনদেনে সহজতার জন্য ন্যায়ভিত্তিক মূল্যমানের খুচরা মুদ্রা চালু করবেন।"

ন্যায়ভিত্তিক মূল্যমানের খুচরা মুদ্রার অর্থ হচ্ছে, এটি তামা বা এজাতীয় ধাতব বস্তুর সমমূল্য মানের হবে। ইবনে তাইমিয়া রহ. আরো উল্লেখ করেছেন, রাষ্ট্রপ্রধান তার প্রজাসাধারণের মধ্যে প্রচলিত খুচরা মুদ্রা বাতিল করে তদস্থলে নতুন মুদ্রা চালু করা উচিত হবে না।

কেননা, এতে করে প্রজাসাধারণের নিকট প্রচলিত সংরক্ষিত মুদ্রার ধাতুটির মূল্যমান কমে গিয়ে তাদের আর্থিক ক্ষতি হবে। এ সম্পর্কে মহানবী সা.-এর হাদীস বর্ণিত রয়েছে :

أَنَّهُ نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مِنْ بَأْسٍ

---

২৩. আল-ফুরুউ, খ. ২, পৃ. ৪৫১; কাশশাফুল কিনা', খ. ২, পৃ. ২৩২; নিহায়াতুল মুহতাজ ও হাশিয়াতুর রশীদী, খ. ৩, পৃ. ৮৭; মুকাদ্দামা ইবনে খালদুন, পৃ. ২৬১

www.amarboi.org

"তিনি মুসলিম জাতির মধ্যে প্রচলিত মুদ্রার ছাপ ভেঙ্গে বাতিল করা থেকে নিষেধ করেছেন। তবে বিশেষ কোনো প্রয়োজন হলে ভিন্ন কথা।"[২৪]

প্রয়োজন বলতে যেমনটি আল্লামা বুহূতী বলেছেন, কোনো মুদ্রার মূল্যমান উৎকৃষ্ট না নিকৃষ্ট তা জনসাধারণের কাছে সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে; তখন ওই মুদ্রাকে অচল করে দেওয়া যাবে।[২৫]

খ. মুদ্রা তৈরির বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ

মুদ্রা তৈরিতে পারিশ্রমিক প্রদান করা বৈধ। ইমাম বুহূতী তাঁর গ্রন্থে ইবনু তাইমিয়া রহ.-এর এ অভিমত সংকলন করেছেন যে, রাষ্ট্রপ্রধান মুদ্রা তৈরির সাথে জড়িত কর্মীদেরকে রাষ্ট্রীয় কোষাগার (বাইতুল মাল) থেকে পারিশ্রমিক প্রদান করবেন। রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট সংরক্ষিত স্বর্ণ-রৌপ্যের দ্বারা তৈরি করা হলেও রাষ্ট্রপ্রধান এসব মুদ্রা তৈরির পারিশ্রমিক রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে প্রদান করতে পারেন।

অতীতে এমন একটি সময় ছিল; যখন মুদ্রা নির্মাণকারীর (টাকশালে কর্মরত ব্যক্তির) নিকট স্বর্ণ-রৌপ্যের মালিকগণ মুদ্রা তৈরির জন্য গমন করতেন এবং তাদের নিজ থেকে মুদ্রা প্রস্তুত করে তাদেরকে পারিশ্রমিক প্রদান করতেন। এভাবে ব্যক্তিগত প্রয়াসে মুদ্রা তৈরি করার শরীয়তে বৈধতা রয়েছে। যদি যার স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা মুদ্রা প্রস্তুত করে, টাকশালকর্মী তাকেই সরাসরি মুদ্রাটি অর্পণ করে। পক্ষান্তরে যদি হাতবদল করা হয়, তা হলে তা বৈধতা পাবে না। ইমাম গাযালী রহ. এ রদবদলের ব্যাপারে কড়া সতর্কতা প্রদান করেছেন। তিনি বলেছেন, ধাতু দিয়ে মুদ্রা তৈরির ক্ষেত্রে একজনের ধাতব নিয়ে অন্যজনকে মুদ্রা প্রদান, এধরনের বিনিময় বৈধ হবে না। বরং এ ধরনের হাতবদল থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কেননা, এতে 'রিবাল ফযল' (বৃদ্ধিজনিত সুদ) এমনকি 'রিবা নাসিয়া'তে (বিলম্বে প্রদান জনিত সুদ) পতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সুদ হারাম, তাই সুদে পতিত হওয়ার সম্ভাব্য ক্ষেত্রও হারাম ও অবৈধ।[২৬]

---

২৪. সুনান আবু দাউদ, খ. ৩, পৃ. ৭৩০, প্রকাশনা হিমস; সুনানে ইবনি মাজা খ. ২, পৃ. ৭৬১; প্রকাশক : ঈসা আল-হালাবী; ইমাম আল-মুনযিরী রহ. তার 'মুখতাসারুস-সুনান' গ্রন্থটিতে এ হাদীসটিকে 'মু'আল্লাল' মন্তব্য করে বলেছেন, হাদীসখানির বর্ণনাকারীগণের মধ্যে একজন এমন রয়েছেন যার বর্ণনা প্রামাণ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। দ্র. 'মুখতাসারুস সুনান', দারুল মা'রিফা প্রকাশনী, খ. ৫, পৃ. ৯১

২৫. কাশশাফুল কিনা', খ. ২, পৃ. ২৩২

২৬. ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, দারুশ শা'য়াব সংস্করণ, খ. ৪, পৃ. ৭৬৭

www.amarboi.org

ইবনুল কাইয়িম রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী স্বর্ণ-রৌপ্যের গহনাদি নির্মাণে খরচের বিবেচনা করে সমধাতুর বিনিময়ে বাড়িয়ে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয হলেও সমধাতুর মুদ্রাকে সমধাতুর বিনিময়ে মুদ্রা প্রস্তুতির পারিশ্রমিকের বিবেচনা করে বাড়িয়ে ক্রয়-বিক্রয় করাকে তিনি বৈধ বলে অভিমত প্রদান করেননি। সমধাতুর মুদ্রা ও সমধাতুর গহনার ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যকার বিধানগত ভিন্নতার কারণ এই যে, মুদ্রা নির্মাণের ছাঁচটি রাষ্ট্রপ্রধান জনসাধারণের কল্যাণ বিবেচনায় তৈরি করে থাকেন। এ অবস্থায় মুদ্রা প্রস্তুতকারী ব্যক্তি যদিও মুদ্রা বানিয়ে এর পারিশ্রমিক গ্রহণ করে, কিন্তু তাতে উদ্দেশ্য থাকে তা নিয়ে কেউ যেন ব্যবসা না করে। বরং তিনি সমাজে মুদ্রার মূল্যমান বহাল রাখার উদ্দেশ্যেই এরূপ করে থাকেন এবং এতে কম-বেশি হওয়ার সম্ভাবনাই থাকে না, বরং সকল মুদ্রা সর্বদা সমপরিমাণ সম্পন্ন হয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে হ্রাস-বৃদ্ধি হলে লেনদেনেই বিঘ্ন ঘটবে এবং মুদ্রাব্যবস্থার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে যাবে এবং 'দিরহাম' সমূহে অন্য 'দিরহাম'-এর মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণের প্রয়োজন পড়বে। এজন্য কোনো দিরহামে (কখনোই) ওজন পরিমাণে বাড়তি-কমতি হয় না, বরং প্রতিটি 'দিরহাম' সবদিক থেকে অপরাপর দিরহামের অনুরূপ হয়ে থাকে। এজন্য কোনো ব্যক্তি দিরহামের বিনিময়ে সম ওজনবিশিষ্ট 'দিরহাম'ই আদান-প্রদান করে থাকে। অবশ্য সমধাতব নির্মিত গহনা-পত্রের বিধান এরূপ নয়, বরং এগুলো বাড়িয়ে বিক্রয় করা বৈধ।[২৭]

এ ব্যাপারে মালেকী মাযহাবের অভিমতটি একটু ব্যতিক্রম। তারা একান্ত প্রয়োজনে বিশেষ অবস্থায় মুদ্রাকে বাড়িয়ে-কমিয়ে ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ বলে অভিমত প্রদান করেছেন। এ ব্যাপারে মালেকী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ ইমাম নাফরাবী রহ. বলেন, কোনো পথিকের নিকট ছাপ দেওয়া মুদ্রা আকারে না থেকে বরং অন্যভাবে স্বর্ণ-রৌপ্য (সঞ্চিত) থাকলে এবং যেখানে সে যাচ্ছে সেখানে এগুলোর প্রচলন না থাকলে সে ব্যক্তির জন্য এমনটি করা জায়েয হবে যে, তার সাথে থাকা স্বর্ণ-রৌপ্যগুলো টাকশালে অর্পণ করে সে এগুলোর পরিবর্তে মুদ্রা গ্রহণ করতে পারবে এবং এক্ষেত্রে তার দেওয়া ধাতু দ্বারা মুদ্রা তৈরির পারিশ্রমিক প্রদান করা বৈধ হবে। যদিও এক্ষেত্রে পারিশ্রমিকসহ হিসেব করলে মুদ্রার মূল্য বেড়ে যাবে। এটি জায়েয হবে, কেননা এক্ষেত্রে কমিয়ে-বাড়িয়ে ক্রয়-বিক্রয় হয়নি। বরং মুদ্রা প্রস্তুতকারীকে পারিশ্রমিক হিসেবে তার দেওয়া মুদ্রার অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছে মাত্র।

---

২৭. ইলামুল মুয়াক্কি'য়ীন, খ. ২, পৃ. ১৬৩

www.amarboi.org

ইমাম নাফরাবী রহ. বলেন, এরকম বাড়িয়ে-কমিয়ে আদান-প্রদান করা একান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই হয়েছিল। কেননা এ অবস্থায় মুসাফির ব্যক্তিকে এ অনুমতি দেওয়া না হলে তার জন্য সফর করাই অসম্ভব হয়ে উঠত।[২৮]

কেউ কেউ বলেন : একান্ত প্রয়োজনে এমনটি করার বৈধতা রয়েছে। ইমাম দারদীর রহ. তাঁর প্রণীত 'আশ-শারহুল-কাবীর' গ্রন্থে এ অভিমতটি পেশ করেছেন, স্বর্ণ-রৌপ্যের মুদ্রা কোনো পথিকের নিকট থাকলেও সে এমন এক জনপদে রয়েছে যেখানে তার সাথে থাকা স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রা বিনিময়যোগ্য নয়, এ অবস্থায় তার সাথে থাকা স্বর্ণ-রৌপ্যের মুদ্রাসমূহ যেন নিছক স্বর্ণ রৌপ্যের পিন্ড। এ অবস্থায় সে তার হাতে থাকা মুদ্রাগুলো মুদ্রা প্রস্তুতকারীর নিকট হস্তান্তর করবে; যেন সে তার বদলে তথায় প্রচলিত মুদ্রা দেয়। মুসাফির ব্যক্তিটি তখন তাকে মুদ্রা তৈরির পারিশ্রমিক হিসেবে বিনিময়ে অতিরিক্ত প্রদান করবে। এ পারিশ্রমিক মিলে মুদ্রার দাম স্বর্ণ-রৌপ্যের পিণ্ডের চেয়ে বেশি হলেও কেবলমাত্র সফর অবস্থায় এবং একান্ত প্রয়োজনেই এ বিনিময় (ক্রয়-বিক্রয়) করা বৈধ হবে। অন্যথায় এ জাতীয় লেনদেন বৈধ নয়। সর্বাধিক প্রকাশ্য মত হচ্ছে, এক্ষেত্রে অনিবার্য প্রয়োজন তথা জীবন রক্ষার প্রয়োজনেই কেবল এ ধরনের বিনিময় বৈধ হবে, তাই অন্য অবস্থায় বৈধ হবে না। অধিকাংশের দৃষ্টিতে, এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মতটিই সঠিক।[২৯]

গ. মুদ্রাতে ইসলামের কোনো নিদর্শন খোদাই করা

ইমাম আল-মাকরীযী রহ. বলেন, উমর রা. তার খেলাফতকালে রৌপ্য মুদ্রাতে হুবহু কিসরার (পারস্য মুদ্রার) ছাপ দিয়েছিলেন। সেই সাথে তিনি এগুলোর কোনোটিতে 'আলহামদু লিল্লাহ' (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ), কোনোটিতে 'রাসূলুল্লাহ' (আল্লাহর রাসূল) (رَسُولُ اللهِ), আবার কোনোটিতে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই) (لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ) আবার কোনোটিতে 'উমর' (عُمَرُ) ইত্যাদি শব্দ ও বাক্য বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে উসমান রা. খিলাফতে আসীন হয়ে রৌপ্য মুদ্রাসমূহে 'আল্লাহু আকবার (اللّٰهُ أَكْبَرُ) অঙ্কিত করেছিলেন। আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রা. মক্কা ও এর আশপাশের অঞ্চলসমূহে খিলাফত কায়েম করে রৌপ্য মুদ্রাগুলোকে গোলাকার রূপ দান করেন এবং এগুলোর এক পিঠে 'মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ' (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ), এবং অপর পৃষ্ঠে 'আল্লাহ ওয়াদা পূর্ণ করা ও ন্যায়ানুগ থাকার ব্যাপারে আদেশ দান করেছেন' (أَمَرَ اللّٰهُ بِالْوَفَاءِ وَالْعَدْلِ) খোদাই করে দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে আব্দুল্লাহ বিন

---

২৮. আল-ফাওয়াকিহুদ দাওয়ানী, খ. ২, পৃ. ১১১

২৯. আশ-শারহুল কাবীর ও হাশিয়া দুসুকী; খ. ৩, পৃ. ৩৪

www.amarboi.org

যুবাইর রা. এবং তার ভাই মুসয়াব বিন যুবাইর রা.-এর শাহাদাতের পরে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে মুদ্রাব্যবস্থাতে ওজন ও পরিমাণ স্থায়ীভাবে ঠিক করে দেন। তিনি নতুন ওজন পরিমাণে (বিশেষ আদলে) হিজরী ৭৬ (ছিয়াত্তর) সালে দীনার ও 'দিরহাম' প্রচলন করেছিলেন।

চলমান মুদ্রার বিপরীত মুদ্রাব্যবস্থায় এ আধুনিকায়নের কারণ ও প্রয়োজন ছিল এই, আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান রোমসম্রাটের বরাবরে প্রেরিত পত্রে (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) 'বলো, তিনিই আল্লাহ; যিনি একক' এ আয়াতটি এবং মহানবী সা.-এর নাম ও পত্র লিখনের তারিখ উল্লেখ করেছিলেন। এ পত্রটির জবাবে রোমসম্রাট আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানকে লিখল, তোমরা চিঠিপত্রে এটা-ওটা ইত্যাদির নবপ্রচলন করছ। অতএব, নবসংযোজিত এসব বিষয় তোমরা পরিহার করো, অন্যথায় আমরা আমাদের মুদ্রাতে তোমাদের নবীর প্রসঙ্গে এমন সব বিষয়ে লেখব; যা তোমরা অপছন্দ করবে। রোমসম্রাটের এ ধরনের আচরণ খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের নিকট খুবই আপত্তিকর মনে হলে, তিনি এ ব্যাপারে খালিদ বিন ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া এর সাথে পরামর্শ করলেন। খালিদ বিন ইয়াযিদ আব্দুল মালিককে রোমক সামাজ্যের দীনার বর্জন করতে বলেন এবং তাদের সাথে লেনদেন করতে নিষেধ করেন। এবং আল্লাহর নাম লেখা দিরহাম ও দীনার চালু করার পরামর্শ দেন। এ পর্যায়ে খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান 'মহান আল্লাহ' নামাঙ্কিত দীনার ও দিরহাম চালু করেন।

আব্দুল মালিক তার অধীনস্থ ইরাকী গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট এ মর্মে পত্র প্রেরণ করেন, হাজ্জাজ যেন সেখানের মুদ্রাতেও একই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং হাজ্জাজ ব্যতীত অন্য কেউ যেন এ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে।

খলীফা আব্দুল মালিক বিন মাওয়ায়ান হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিকট (ইরাকে) একটি মুদ্রা-ছাঁচ প্রেরণ করেন। মুদ্রার ছাঁচটিকে হাজ্জাজ তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজের চতুর্দিকে দায়িত্বপ্রাপ্তগণের নিকট পাঠিয়ে দেন, যেন তারা 'দিরহাম'সমূহে এক ও অভিন্ন ছাপ দিয়ে এগুলোকে এক আদলে প্রস্তুত করে নিতে পারে। আব্দুল মালিক আরো লিখে পাঠালেন যে, সকলে যেন প্রতি মাসে তাদের কাছে সঞ্চিত মুদ্রার পরিমাণ লিখে পাঠায়, যেন তিনি তার হিসাব রাখতে পারেন। এবং তারা যেন মুদ্রাসমূহে ইসলামী মুদ্রার ছাঁচ অংকিত করে দেয় এবং এগুলো তাঁর নিকটে পৌছানো হয়। তিনি প্রতি শত দিরহামে এক দিরহাম এবং ছাপদাতার পারিশ্রমিক প্রদান করেন। রৌপ্যমুদ্রার একদিকে قُلْ هُوَ اللَّهُ (বলো, আল্লাহ যিনি এক ও একক) এবং অপর পিঠে لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই) খোদিত করে দেন। দিরহামের চাকতিতে দুটি বেষ্টনী ছিল।

www.amarboi.org

একটিতে ছিল, 'এ মুদ্রাটি অমুক শহরে প্রস্তুতকৃত' (ضُرِبَ هَذَا الدِّرْهَمُ بِمَدِينَةِ كَذَا) এবং অন্যটিতে অঙ্কিত ছিল,

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

(মুহাম্মদ আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল। মহান আল্লাহ্ তাকে হিদায়াত (পথনির্দেশনা) ও সত্য দীন সহকারে প্রেরণ করেছেন, যেন তিনি অন্য সব দীনের উপরে এ দীনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।)[৩০]

ঘ. কুরআনের আয়াত খোদাইকৃত মুদ্রা অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করার বিধান

কুরআনের আয়াত/অংশ খচিত মুদ্রা অজুহীন অবস্থায় ছোঁয়া ও বহন করা যাবে কিনা, তা নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদপূর্ণ অভিমত পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশ ফকীহের অভিমত, এ ধরনের মুদ্রা অজুহীন অবস্থাতে ছোঁয়া ও বহন করা হারাম নয়। পক্ষান্তরে, কেউ কেউ এ জাতীয় মুদ্রা স্পর্শ ও বহন করা হারাম বলে মন্তব্য করেছেন, আবার অন্য কেউ মাকরূহ হওয়ার অভিমত পেশ করেছেন।[৩১] এ ব্যাপারে বিস্তারিত অবগতির জন্য দ্র. পরিভাষা دَرَاهِم

ঙ. ছবি অঙ্কিত মুদ্রা প্রস্তুত ও এগুলোর ব্যবহার

ছবিসম্বলিত মুদ্রা প্রস্তুত করা এবং এগুলোর ব্যবহারের বিধান প্রসঙ্গে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ফকীহগণের একদল মুদ্রাতে ছবি অঙ্কন, ছবি সম্বলিত মুদ্রা প্রস্তুত ও এগুলো ব্যবহার করা মুবাহ্ হিসেবে অভিমত পোষণ করলেও অপরদল নাজায়েয বলে মন্তব্য করেছেন। বিস্তারিত অবগতির জন্য দ্র. পরিভাষা : تَصْوِير دَرَاهِم

চ. খাদযুক্ত মুদ্রা তৈরিকরণ ও এগুলোর মাধ্যমে লেনদেনের বিধান

যখন স্বর্ণ বা রৌপ্যে অন্য ধাতু অধিক পরিমাণে যোগ করা হয়, তাকে খাদযুক্ত বলে নামকরণ করা হয়। খাদযুক্ত মুদ্রা তৈরির বিষয়টি রাষ্ট্রপ্রধান অথবা প্রজাসাধারণের মধ্য থেকে কারো পক্ষ থেকে হতে পারে। রাষ্ট্রপ্রধান মুদ্রার দৃঢ়তা নির্ধারণে অথবা জনগণের অন্য কোনো কল্যাণে খাদযুক্ত মুদ্রা তৈরি করলে তা বৈধ হবে। এতদুদ্দেশ্য ভিন্ন তিনি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে খাদযুক্ত মুদ্রা প্রস্তুত

---

৩০. ইগাছাতুল উম্মা বি কাশফিল গুম্মা, পৃ. ৫১-৫৫

৩১. যুরকানী আলা খলীল, খ. ১, পৃ. ৯৪; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ১, পৃ. ২১; ইবনে কুদামা কৃত আল-মুগনী, খ. ১, পৃ. ১৪৮ ৩য় মুদ্রণ; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ১, পৃ. ১৫০

www.amarboi.org

করলে অথবা তিনি ভিন্ন অন্য কেউ তৈরি করলে এসব মুদ্রার তৈরি ও এগুলোর মাধ্যমে (আর্থিক) লেনদেন বিষয়ে ফকীহগণের মতানৈক্য রয়েছে।[৩২] বিশদ অবগতির জন্য নিম্নের পরিভাষাসমূহ দ্রষ্টব্য : تَزْوِير ، زُيُوف ، سَتُّوقَة ، غِشّ ، صَرْف ، نَبَهْرَجَة

খাদযুক্ত মুদ্রার মাধ্যমে লেনদেন পদ্ধতি

খাদযুক্ত মুদ্রার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় ও আর্থিক লেনদেন করার বিধান বর্ণনা কালে ফকীহগণ পরস্পর বিপরীত অভিমত পেশ করেছেন। ফকীহগণের কেউ এসব মুদ্রা গলিয়ে সঠিককরণের সপক্ষে অভিমত প্রদান করলেও কোনো কোনো ফকীহ এসব মুদ্রা ভেঙ্গে ফেলার অভিমত পেশ করেছেন। বিস্তারিত অবগতির জন্য দ্র.পরিভাষা زُيُوف

বাজে মুদ্রার মাধ্যমে লেনদেনের বিধান

বাজে (কাগজি মুদ্রার ক্ষেত্রে ছেঁড়া-ফাটা) মুদ্রার মাধ্যমে লেনদেনের বিধান সম্পর্কে ফকীহগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিস্তারিত অবগতির জন্য দ্র. رَدَاءَة

তৃতীয় : মুদ্রা ভেঙ্গে ফেলা ও ভেঙ্গে পড়া প্রসঙ্গ

ভাঙ্গা বা কর্তিত মুদ্রার বিপরীত অবস্থাটি হচ্ছে অক্ষত মুদ্রা। কর্তিত মুদ্রা বলতে বুঝায় : যে মুদ্রাটি কাঁচি-জাতীয় বস্তুর মাধ্যমে কর্তন করা হয়েছে। মুদ্রা ভেঙ্গে ফেলা অথবা ভেঙ্গে যাওয়া মুদ্রার বিধান সম্পর্কে ফকীহগণ পরস্পর বিপরীত অভিমত পোষণ করেন। এ ব্যাপারে বিস্তারিত অবগতির জন্য دَرَاهِم পরিভাষা দেখা যেতে পারে।

চতুর্থ : মুদ্রার মাধ্যমে অলংকৃত হওয়া

স্বর্ণের অলংকার পরিধান করে দৈহিক সাজ-সজ্জা করা নারীদের জন্য হালাল হলেও পুরুষের জন্য স্বর্ণালঙ্কার পরা বৈধ নয়, বরং পুরুষের জন্য তা সুস্পষ্ট হারাম। পক্ষান্তরে নারীদের জন্য রৌপ্য অলংকার বৈধ হওয়ার সাথে-সাথে পুরুষের জন্যও স্বল্প মাত্রার রৌপ্যের অলঙ্কার পরিধান করা বৈধ। এ বিষয়ে সবিস্তারে জানতে দেখুন ذَهَب ، فِضَّة পরিভাষা।

উপরিউক্ত বিধানের আলোকে মুসলিম ফকীহগণ অভিমত পোষণ করেছেন যে, ইসলামী রীতি-নীতি মেনে দীনার অথবা দিরহামের মাধ্যমে অলঙ্কৃত হওয়াতে কোনো দোষ নেই; যদি দিরহাম দীনার কাটার বা ভাঙ্গার প্রয়োজন না হয়।

---

[৩২]. জাল মুদ্রা প্রস্তুতকারী রাষ্ট্রীয় আইন অমান্য করে, জনগণকে ধোঁকা দিয়ে এবং আর্থিক লেনদেনে সমস্যা-সংকট সৃষ্টি করে যে অপরাধ সংঘটন করে, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তার উপযুক্ত শাস্তি বিধান করা একান্ত জরুরি। কেননা এ ধরনের অসৎ ও অন্যায়-কর্মের শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে রাষ্ট্রীয় জীবনে চরম অরাজকতা নেমে আসবে।

www.amarboi.org

শাফেয়ীদের নির্ভরযোগ্য অভিমত ও হাম্বলী মাযহাবের মত হচ্ছে, কর্তিত দীনার-দিরহামের মাধ্যমে অলঙ্কৃত হওয়া বৈধ নয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম রামলী রহ. বলেন, নারীরা অলঙ্কার হিসেবে এগুলো একত্র করে হার পরিধান করলে তা বৈধ হবে। তবে দীনার-দিরহাম ছিদ্র করে এগুলো দিয়ে মালা (হার) তৈরি করলে শাফেয়ী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য অভিমত অনুযায়ী তা জায়েয হবে না, যেমন রওযা গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। বরং তা হবে হারাম (অবৈধ)।[৩৩]

ইমাম আহমদ রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী দিরহাম-দীনার কেটে-ভেঙ্গে অলংকার তৈরি করা সঙ্গত নয়। মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ ইবনুল কাসিম ও ইবনু ওয়াহাব রহ. প্রমুখের অভিমত অনুযায়ী দীনার-'দিরহাম' ভেঙ্গে-কেটে অলংকার প্রস্তুত করাতে অসুবিধা নেই।[৩৪]

পঞ্চম : চুক্তিসমূহে মুদ্রাদির ব্যবহার প্রসঙ্গ

বিনিময়যোগ্য চুক্তি যেমন, বিবাহ-শাদী ও দান-অনুদান ইত্যাদিতে মুদ্রাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে কেবল মুদ্রা নয়, বরং পণ্যসামগ্রীও মুদ্রার ন্যায় ব্যবহার করা বৈধ। এ অবস্থায় পণ্যও দাম হতে পারে। এছাড়াও কাজের পারিশ্রমিক, বিবাহের দেনমোহর অথবা দান-অনুদান বেতন-ভাতা ইত্যাদি হিসেবেও পণ্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের বিনিময়ে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়কে মুকায়াযা (مُقَايَضَة) এবং জমির বিনিময়ে জমির ক্রয়-বিক্রয়কে মুনাকালা (مُنَاقَلَة) বলা হয়। যদিও অধিকাংশ ক্রয়-বিক্রয় মুদ্রার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। এটাই হচ্ছে মুদ্রার সর্বাধিক কার্যকারিতা ও প্রয়োগ। মুদ্রার বিনিময়কে দাম (মূল্যমান) বলা হয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখতে ثَمَن দ্রষ্টব্য।

পক্ষান্তরে মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা ক্রয়বিক্রয় করলে একে 'সারাফ' বলা হয়। অর্থাৎ 'সারাফ' হচ্ছে কোনো মুদ্রাকে অন্য যে কোনো মুদ্রার মাধ্যমে পরিবর্তন করা। একই ধরনের মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়ে ওজন ও পরিমাণে সমতা এবং ক্রয়-বিক্রয় বৈঠকেই তাৎক্ষণিক হস্তান্তর আবশ্যক। ওজন-পরিমাণে কমবেশ অথবা বাকিতে হস্তান্তর করা হলে এ ধরনের সমজাতের মুদ্রা বিনিময়ে বৃদ্ধিজনিত সুদ অথবা বাকিজনিত সুদ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে এক ধরনের মুদ্রার সাথে অপর ধরনের মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের বৈঠকেই তাৎক্ষণিক আদান-প্রদান (হস্তান্তর) আবশ্যিক হবে। কিন্তু ওজনে সমান হওয়া আবশ্যিক হবে না। এ ব্যাপারে বিস্তারিত অবগতির জন্য দ্র. صرف (মুদ্রা বিনিময়)

---

৩৩. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৯৩

৩৪. আবুল ইয়া'লা কৃত আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা, পৃ. ১৮২; ফাতহুল আলী আল-মালিক, খ. ১, পৃ. ২১৯

www.amarboi.org

যেসব ক্রয়-বিক্রয়ে মুদ্রা প্রদান করা আবশ্যক, পণ্য প্রদান বৈধ নয় :

শরীকানা চুক্তির পুঁজি

ফকীহ্গণ ব্যবসায়িক শরীকানা চুক্তিতে পুঁজি হিসেবে পণ্য প্রদান করার বিধান নিয়ে মতভেদপূর্ণ অভিমত পেশ করেছেন। হানাফী, হাম্বলী ও শাফেয়ী মাযহাবের অধিকাংশ ফকীহ্গণের অভিমত অনুযায়ী, শরীকানায় প্রদত্ত পুঁজি অবশ্যই মুদ্রা হতে হবে এবং এক্ষেত্রে ওজন বা পরিমাণনির্ভর কোনো পণ্যসামগ্রী হলেও তা পুঁজি হিসেবে বৈধ হবে না। এর কারণ, ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে শরীকানার চাহিদা হচ্ছে, অংশীদার বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় পুঁজি বা তার তুল্য বস্তু নিয়ে যাবে। কিন্তু শরীকানার পুঁজি পণ্যসামগ্রী হলে উভয় শরীক (অংশীদার) নিশ্চিতভাবে স্ব-স্ব অংশ ফেরত নেওয়া অসম্ভব হবে।

শাফেয়ী মাযহাবের অভিমত হচ্ছে, ব্যবসায়িক শরীকানায় পুঁজি হিসেবে মিছলী (সদৃশ) পণ্য প্রদান বৈধ হবে। তাহলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় তার তুল্য বস্তু তাকে দেওয়া যাবে। এ বিষয়ে মালেকী মাযহাবের অভিমত হচ্ছে, পণ্যসামগ্রী পুঁজি হিসেবে গৃহীত হওয়া বৈধ। তবে শরীকের কারো পক্ষ থেকে খাদ্যশস্য পুঁজি হিসেবে প্রদান গৃহীত হবে না। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত অবগতির জন্য দেখুন দ্র. পরিভাষা : شَرِكَةُ الْعَقْدِ

এ ব্যাপারে ইমাম আওযায়ী রহ. ও ইমাম হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান প্রমুখের অভিমত হচ্ছে পণ্যের মাধ্যমে শরীকানা (শিরকাত) ও মুদারাবা জায়েয হবে। অধিকাংশ ফকীহের অভিমত হচ্ছে মুদারাবা ও শরীকানা ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত পুঁজি অবশ্যই প্রস্তুতকৃত মুদ্রা হতে হবে। এক্ষেত্রে স্বর্ণ-রৌপ্যের পিণ্ড হলে তা পুঁজি হিসেবে যোগান দেওয়া বৈধ হবে না। যেহেতু, এসব ধাতবপিণ্ডের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা এবং কমে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। 'আল-মুনতাকা' গ্রন্থে আল-বাজী রহ. এ অভিমত পেশ করেন যে, দীনার-দিরহাম ব্যতীত অন্য কোনো মুদ্রা ও পণ্যের মাধ্যমে মুদারাবা জায়েয হবে না। এর কারণ, দীনার ও দিরহাম হচ্ছে মূল্যের মানদণ্ড এবং যে কোনো বস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার মূল্যনির্ধারক। দীনার ও দিরহামের বাজারদর তেমন পরিবর্তিত হয় না বললেই চলে। অনুরূপভাবে যেসব পণ্যের দামে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে সেসব পণ্যের দ্বারা মুদারাবা বৈধ নয়। যেহেতু বাজারে দাম উঠা-নামা করে, একই স্থানে স্থায়ী-স্থির থাকে না, তাই পণ্যসামগ্রী দ্বারা অংশীদারী ব্যবসায় ও মুদারাবাতে পুঁজি যোগান শরীয়তসম্মত নয়।[৩৫]

---

[৩৫]. ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ১৬৮; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩০৬; হাশিয়া দুসূকী আলাশ শারহিল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ৩৪৯-৩৫১; মুহাল্লা শারহুল মিনহাজ, খ. ২, পৃ. ৩৩৪; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ৩২২; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৩-১৫

www.amarboi.org

হাম্বলী মাযহাবের অভিমত অনুযায়ী খাদযুক্ত মুদ্রার মাধ্যমে অংশীদারিত্ব বৈধ নয়, খাদের পরিমাণ কমবেশি যাই হোক না কেন। এটি শাফেঈ ফকীহদের একটি মত, যা তাদের বিশুদ্ধতম মতের বিপরীত।

আবু হানিফা রহ. বলেন, "খাদের পরিমাণ অর্ধেকের চেয়ে কম মাত্রার হলে এ ধরনের মুদ্রার মাধ্যমে ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব অর্জন করা জায়েয। কেননা, অধিকাংশের ওপর ভিত্তি করেই কোনো বিষয়ে শরয়ী বিধান কার্যকর হয়ে থাকে। শাফেয়ী মাযহাবের সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য অভিমত হচ্ছে, সমাজে প্রচলিত থাকলে খাদযুক্ত মুদ্রার মাধ্যমে ব্যবসায়িক শরীকানা অর্জন করা বৈধ। [৩৬]

ইমাম আবু হানিফা রহ., আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম আহমদ রহ. প্রমুখের অভিমত হচ্ছে, দীনার-দিরহাম ব্যতীত অন্য কোনো মুদ্রার মাধ্যমে ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব অর্জন করা জায়েয নেই। যেহেতু, এগুলো কখনো চালু আবার কখনো চাহিদাহীন মন্দা হয়ে যায়। এসব দিক বিবেচনায় এ সকল মুদ্রা পণ্যসামগ্রীর সাথে তুলনীয়। ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী, তিনি এ অভিমতটি ইমাম আবু হানিফা রহ., ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ও ইমাম আবু ছাওর রহ. প্রমুখের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন এবং এটি হাম্বলী মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গিও বটে, নগদ মুদ্রার মাধ্যমে ব্যবসায়িক শরীকানা অর্জন করা জায়েয হবে– যদি এসব মুদ্রা বাজারে চালু থাকে। কোনো কোনো ফকীহ এর ওপর ভিত্তি করে পণ্যসামগ্রী প্রদান করার মাধ্যমে ব্যবসায়িক শরিকানা অর্জন করা বৈধ বলে অভিমত পেশ করেছেন। ইবনে কুদামা রহ. বলেন, যখন আমরা বলে থাকি, দীনার ও দিরহাম ব্যতীত অন্য অর্থকড়ির মাধ্যমে ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব অর্জন বৈধ, তখন এ অর্থকড়ি বাজারে প্রচলিত হলে এধরনের মুদ্রা পুঁজি হওয়া যথাযথ। যদি অপ্রচলিত মুদ্রা হয় তাহলে তার মূল্য গৃহীত হবে।[৩৭] বিস্তারিত অবগতির জন্য দেখুন পরিভাষা فُلُوس

ইমাম সুয়ূতী রহ. স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা বিষয়ক শাফেয়ী মাযহাবের নিম্নোক্ত শাখা মাসায়েল সংকলন করেছেন :

ক. স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা হচ্ছে বস্তুসামগ্রীর মূল্য ও এগুলোর মানদণ্ড। এ দুটি ব্যতীত অন্য কোনো মুদ্রার আলোকে পণ্যসামগ্রীর মূল্যমান (দরদাম) নির্ধারণ করা যাবে না।

---

৩৬. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৪; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৭

৩৭. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩০৬; ইবনে আবিদীন, খ. ৩, পৃ. ৩৪০; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১৫; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ৩২২

www.amarboi.org

খ. কোনো বিচারক, প্রতিনিধি (এজেন্ট) ও অভিভাবক অন্যের পণ্যসামগ্রী এ দু'টি মুদ্রার বিনিময় ব্যতীত অন্য কোনো মুদ্রার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে না। তা বৈধ হবে না।

গ. স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা ব্যতীত অন্য কোনো মুদ্রার মূল্যমানের বিবেচনায় সাদৃশ্য দেনমোহর (মহরে মিছাল) নির্ধারণ করা যাবে না।[৩৮]

চুক্তিসমূহ ও অঙ্গীকারাদিতে শর্তহীন মুদ্রা বললে যা নির্দেশ করে

কোনো ব্যক্তি অন্য কারো নিকট দীনার, দিরহাম ইত্যাদি নির্দিষ্ট মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয়বিক্রয় করলে নির্দিষ্ট মুদ্রাটিই বিনিময়মূল্য হিসেবে কার্যকর হবে। এমনকি নির্দিষ্ট মুদ্রাটি বিদেশী ভিন্ন অঞ্চলের অথবা দুষ্প্রাপ্য হলেও তা-ই আদান-প্রদান করতে হবে। পক্ষান্তরে ক্রয়-বিক্রয়ে মুদ্রাটি অনির্দিষ্ট থাকলে, স্থানীয় বাজারে এক ও অভিন্ন মুদ্রা চালু থাকলে, চালু মুদ্রাটিই বিনিময়মূল্য হিসেবে নির্দিষ্ট হবে। তবে কোনো অঞ্চলে (দেশে) একাধিক মুদ্রা প্রচলিত থাকলে অধিক প্রচলিত মুদ্রাটিই বিনিময়মূল্য হিসেবে ধর্তব্য হবে। এমনকি অধিক প্রচলিত মুদ্রাটি খাদযুক্ত ও পরিমাণে কম হলেও তা-ই কার্যকর হবে। কেননা, ক্রেতা-বিক্রেতা স্থানীয়ভাবে অধিক প্রচলিত মুদ্রাটিই উদ্দেশ্য করা স্বাভাবিক। স্থানীয়ভাবে একাধিক মুদ্রা প্রচলিত থাকলে এবং প্রচলিত মুদ্রাসমূহের মূল্যমান বিভিন্ন হলে কোনো পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়কালে প্রচলিত যে কোনো একটি মুদ্রা নির্দিষ্ট করতে হবে। পক্ষান্তরে সকল মুদ্রার মূল্যমান এক ও অভিন্ন হলে এক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে মুদ্রা নির্দিষ্টকরণ নিয়ে মতবিরোধ ঘটলে উভয়ে হলফ করে স্থির করতে হবে। অনুরূপভাবে কোনো অঞ্চলে (দেশে) দুই বা ততোধিক মুদ্রা প্রচলিত থাকলে প্রচলিত এসব মুদ্রার কোনোটিই অধিক প্রচলিত না-হয়ে বরং সবগুলো সমান প্রচলিত হলে এক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয়কালে সুনির্দিষ্টভাবে (শব্দগত উচ্চারণে) যে-কোনো একটি মুদ্রাকে বিনিময়ের জন্য নির্দিষ্ট করে নিতে হবে।[৩৯] এ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতির জন্য ثَمَن পরিভাষা দেখা যেতে পারে।

সুস্পষ্টতা ব্যতীত মুদ্রার শুধু সংখ্যা উল্লেখ করা হলে, অর্থাৎ দীনার, দিরহাম ইত্যাদি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না-হলে এক্ষেত্রে সমাজে ও স্থানীয়ভাবে প্রচলিত মুদ্রাটিই বিনিময়মূল্য হিসেবে ধর্তব্য ও কার্যকর হবে। ইমাম মাওসিলী রহ. বলেন : যদি কেউ বলেন যে, আমি এ বাড়িটি দশটি মুদ্রায় অথবা এ কাপড়টি দশটি মুদ্রায় অথবা এ তরমুজটি দশটি মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করলাম,

---

৩৮. সুয়ূতী, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, মুস্তফা হালাবী প্রকাশনা, পৃ. ৩৭০

৩৯. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৪১০ ও ৪১১; তামবীহুর রুকুদ, পৃ. ৩৪; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৪১২; নুযহাতুন নুফূস, পৃ. ৩৯

www.amarboi.org

তাহলে এক্ষেত্রে পণ্য বিবেচনায় বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা ধর্তব্য হবে। যেমন, বাড়ির ক্ষেত্রে দীনার, বস্ত্রের ক্ষেত্রে দিরহাম, আর তরমুজের ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে প্রচলিত মুদ্রাটি নির্দিষ্ট ও কার্যকর হবে।[৪০]

এসব অবস্থা ও অনির্দিষ্ট পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে হানাফী মাযহাবের ফকীহ্গণসহ অন্যান্য ফকীহ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন, যে দেশে (স্থানীয়ভাবে) এক ও অভিন্ন মুদ্রা চালু নেই; সে দেশে পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার জন্য এটা খুবই জরুরি যে, তারা মুদ্রা নিয়ে ঝগড়া করা থেকে বেঁচে থাকার জন্য শুরুতেই মুদ্রাটির নাম ও গুণ-বৈশিষ্ট্য এবং পরিমাণ ইত্যাদি স্পষ্ট করে নেবে। এমনিভাবে অসিয়ত ও ওয়াকফ ইত্যাদি বিষয়েও উপরিউক্ত নিয়ম-পদ্ধতি কার্যকর হবে। কোনো ব্যক্তি কারো উদ্দেশে শর্তহীনভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ দীনার দিরহাম 'অসিয়ত' অথবা 'ওয়াক্ফ' করলে সমাজে (স্থানীয় বাজারে) প্রচলিত দীনার-দিরহামই ধর্তব্য ও কার্যকর হবে। শর্তহীন (অনির্দিষ্ট)ভাবে 'দিরহাম' উল্লেখের পর স্থানীয়ভাবে প্রচলিত মুদ্রা নির্দিষ্ট করে দিলে এ অবস্থাতে তা-ই ধর্তব্য ও কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে স্থানীয়ভাবে প্রচলিত মুদ্রাসমূহের উত্তম মুদ্রা নির্দিষ্ট করে নিলে তা-ও ধর্তব্য হবে। তবে প্রচলিত মুদ্রাসমূহের মধ্যে নিম্নমানের মুদ্রাকে নির্ধারিত করলে তা সাব্যস্ত হবে না। এক্ষেত্রে বরং অধিক চলমান মুদ্রাটিই বিনিময়মূল্য হিসেবে গৃহীত হবে।[৪১] ক্রেতা-বিক্রেতা শর্তহীনভাবে দীনার ও দিরহাম বললে স্থানীয় দীনার-দিরহামই ধর্তব্য হবে। এমনকি এসব মুদ্রা খাদযুক্ত বা নির্দিষ্ট ওজনের চেয়ে কম ওজনবিশিষ্ট হলেও। কেননা, শর্তহীন (অস্পষ্ট) মুদ্রা বর্ণনার বিষয়টি স্থানীয় বাজারে প্রচলিত মুদ্রাকেই বিশেষভাবে নির্দেশ করে থাকে। তাই এ হিসাব ও নিয়ম কোনো পণ্যের দরদাম ও পারিশ্রমিকের বেলাতেও সমানভাবে ধর্তব্য ও কার্যকর হবে। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই ইবনু কুদামা রহ. ও কালয়ূবী রহ. প্রমুখ বলেন, ইসলামের প্রথমযুগে (ইসলামী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রথমদিকে) নিছক দীনার দিরহাম বলার দ্বারা নিখাঁদ নির্ভেজাল ও পূর্ণমাত্রার দীনার-দিরহামকেই নির্দেশ করত। ইবনু কুদামা রহ. বলেন, বিক্রয়ের স্বীকৃতি এর ব্যতিক্রম। এক্ষেত্রে বিক্রয়ের প্রস্তাবকালে ক্রেতা বিক্রেতা যে স্থানে থাকে সে এলাকার মুদ্রা ধর্তব্য হয়। কিন্তু স্বীকৃতি বর্তমান নয়, অতীতের কোন লেনদেন সম্পর্কে জানাচ্ছে, তাই তাতে সাধারণ দিরহাম দীনার ধর্তব্য হবে।[৪২]

---

[৪০]. আল-ইখতিয়ার , খ. ২, পৃ. ৫

[৪১]. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৫৬

[৪২]. আল-কালয়ূবী 'আলা শারহিল মিনহাজ, খ. ৩, পৃ. ৯; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১৫৫

www.amarboi.org

শাফেয়ী ফকীহগণ বলেন : কোনো ব্যক্তি তার কোনো প্রতিনিধিকে অনির্দিষ্ট মুদ্রার বিনিময়ে কোনো পণ্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের দায়িত্ব প্রদান করলে, এ অবস্থায় প্রতিনিধি ব্যক্তিটি দায়িত্ব প্রদানকারী ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত অন্য শহরের মুদ্রার বিনিময়ে বস্তুটি ক্রয় করতে পারবে না। কেননা, সাধারণ প্রচলিত নীতি অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি মুদ্রা বলতে সাধারণত স্থানীয় বাজারে প্রচলিত মুদ্রাকেই নির্দেশ করে, এটাই যৌক্তিক বিষয়। অনুরূপভাবে ক্রয়-বিক্রয়ের এ নিয়ম ও পদ্ধতি ব্যবসায়িক শরীকানার ক্ষেত্রেও কার্যকর হবে। যেহেতু প্রতিনিধি ও শরীকে যথেষ্ট মিল রয়েছে। যেমন, কোনো ব্যবসায়িক শরীক এবং পণ্য ক্রয়ের প্রতিনিধি সপক্ষের ব্যক্তি হিসেবে কোনো ধরনের ক্ষতিকর (অনিয়মিত) লেনদেন সম্পন্ন করবে না। এমনিভাবে কখনো শরীকানা চুক্তি ও ওকালতির (প্রতিনিধিত্বের) দায়িত্ব তাদেরকে এমনতর সুযোগ বা অধিকার অর্পণ করে না যে, তারা শরীক বা ক্রয়-বিক্রয়ে দায়িত্বদাতা ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত তার জন্য ক্ষতিকর কোনো ক্রয়-বিক্রয় বা স্পষ্ট প্রতারণামূলক লেনদেন সম্পন্ন করবে।[৪৩]

বিনিময় নির্দিষ্টকরণের মাধ্যমে মুদ্রাও নির্দিষ্ট হয়ে যায়

বিখ্যাত ফকীহ ইবনু কাসিম রহ. ও আশহাব রহ. এবং অন্য সকল শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহদের গৃহীত অভিমত হচ্ছে, স্বর্ণমুদ্রা রৌপ্যমুদ্রাসহ সকল মুদ্রাই বিনিময় সাপেক্ষে নির্দিষ্ট হয়ে যায়; যেমনিভাবে মুদ্রা হস্তান্তরের মাধ্যমে গৃহীত পণ্যটিও শনাক্ত ও সাব্যস্ত হয়ে যায়। যেমন, কোনো ব্যক্তি নির্দিষ্ট কোনো দীনারের বিনিময়ে একটি ছাগল ক্রয় করলে নির্ধারিত ধরনের ও মানের দীনারই বিক্রেতাকে প্রদান করতে হবে। এক্ষেত্রে যদি এমনটি প্রমাণিত হয় যে, প্রদত্ত দীনারটি ছিনতাইকৃত অথবা ক্রেতা ছাগলটি হস্তগত করার পূর্বেই প্রদত্ত মুদ্রাটি নষ্ট হয়ে গেলে ক্রয়-বিক্রয়টিই ফাসেদ হয়ে যাবে। কেননা, বস্তুর মূল্য হচ্ছে দু'টি বদলের একটি। তাই পণ্যের ন্যায় এর মূল্যও নির্ধারিত হবে।

মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ অভিমত, ইমাম আহমদ রহ.-এর একটি অভিমত, যা হানাফী ফকীহদের মত, তা হচ্ছে, ক্রয়-বিক্রয়চুক্তিতে নির্দিষ্ট করলেও মুদ্রা নির্দিষ্ট হয় না। এর কারণ, পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ে বিনিময়মূল্যটি অনির্দিষ্ট রাখা যায়। ফলে মুদ্রার মান ও ধরন নির্দিষ্ট না-করেও কোনো পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হতে পারে। যেমন, যে কোনো পণ্যের পরিমাণ উল্লেখ ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় সম্ভব ও সম্পন্ন হতে পারে। তা ছাড়া, পণ্যের মূল্য এমন একটি বিষয়; যা ক্রেতার দায়িত্বে থাকে। তাই ইশারার মাধ্যমে তা নির্দিষ্ট করার সম্ভাবনা থাকে না। হানাফী

---

৪৩. আল-কালয়ুবী, খ. ২, পৃ. ৩৪১; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১২৩, ৩৫

www.amarboi.org

মাযহাবের ফকীহগণ এ অভিমতটি পোষণ করেন। তবে মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় এর ব্যতিক্রম। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই ক্রয়বিক্রয়ের মজলিসে উভয় পক্ষ মুদ্রা কব্জা করার শর্ত করার দরুন তাতে মুদ্রা নির্দিষ্ট হবে। এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের আরো অভিমত হচ্ছে, মুদ্রার বিপরীতে মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় ক্ষেত্রে মুদ্রার ধরন নির্দিষ্ট হতে হবে। এ ধরনের বিক্রি ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার পর, পণ্য ধ্বংস হওয়ার পর এবং যৌথ ঋণের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়ে যায়। যার কব্জায় মুদ্রা থাকবে তাকে অর্ধেক ফেরত প্রদানের আদেশ দেওয়া হবে।

কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির নিকট কোনো পরিমাণ অর্থকড়ি পাবে মর্মে দাবি করে তা ঋণী ব্যক্তির নিকট থেকে আদায় করল। আদায় করার পর পাওনাদার ব্যক্তি এ ঘোষণা দিল যে, বাস্তবে সে তার নিকট কোনো পাওনাই পেত না, এ অবস্থায় আদায়কারী ব্যক্তিটি যেসব মুদ্রা আদায় করেছে সেগুলো এখনো হাতে থাকলে সেসব মুদ্রাই তাকে ফেরত দেবে। অন্যথায় আদায়কৃত মুদ্রার সমান অন্য মুদ্রা পরিশোধ করবে।

বিখ্যাত ফকীহ ইবনে আবেদীন রহ. বলেন, বিবাহের দেনমোহরে মুদ্রার পরিমাণ নির্দিষ্ট হলেও মুদ্রার মান ও ধরন নির্ধারিত হয় না। তাই সহবাসের পূর্বে কারো তালাক হলে মহরে প্রদত্ত মোট অর্থের অর্ধাংশ সদৃশ মুদ্রা ফেরত দেওয়া জরুরি। অনুরূপভাবে মানতের ক্ষেত্রেও মুদ্রার পরিমাণ নির্ধারিত হলেও এর মান ও ধরন নির্ণীত হয় না। যেমনিভাবে কোনো পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতিনিধি নিয়োগ করার পর অর্থ সমর্পণ করার পূর্বে তা নির্ধারণ করলেও নির্ধারিত হবে না। এর বিপরীতে আমানত, হিবা, যাকাত, শিরকাত (অংশীদারী) ও মুদারাবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে মুদ্রার সংখ্যা ও পরিমাণ নির্ধারণের সাথে সাথে এসব মুদ্রার মান ও ধরনও সুনির্দিষ্ট হয়।

হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ফাসেদ চুক্তিতে মুদ্রার মান নির্ধারিত হবে কি-না, তা নিয়ে বিপরীতমুখী দু'টি অভিমত পাওয়া যায়। তাদের কেউ কেউ বিস্তারিত ব্যাখ্যা সাপেক্ষে এ অভিমতটির প্রাধান্য দিয়েছেন যে, মৌলিকভাবে ক্রয় বিক্রয় ত্রুটিপূর্ণ হলে মুদ্রার মান নির্দিষ্ট হবে। কিন্তু যদি সঠিক চুক্তির পরে চুক্তিটি অকার্যকর হয়, তাহলে মুদ্রার মান ও ধরন নির্দিষ্ট হবে না। হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বর্ণমুদ্রা অথবা রৌপ্যমুদ্রা ব্যতীত অন্যসব মুদ্রা স্থানীয় বাজারে প্রচলিত থাকলে এগুলোর মান ও ধরন নির্ধারণ করা হলেও তা নির্দিষ্ট হবে না। যেহেতু এসব মুদ্রা বাস্তবে পণ্যসামগ্রীর মূল্যমান (দরদাম) হিসেবে চালু আছে, তাই প্রচলনেই তা নির্দিষ্ট হবে।

www.amarboi.org

মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় (সারফ) ও ভাড়া প্রদান এ দুই চুক্তিতে মুদ্রা গ্রহণকারী সন্দেহজনক ব্যক্তি হওয়ার ক্ষেত্রে ভিন্ন (ব্যতিক্রম) দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছেন। তারা বলেন, এগুলোতে মুদ্রার পরিমাণের সাথে সাথে এগুলোর মান ও ধরনও নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। এক্ষেত্রে ইকালা (ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ) হলে অবিকল সে মুদ্রায় তা ফেরত দেওয়া আবশ্যক হবে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতির জন্য ثَمَن ، صَرْف পরিভাষা দ্রষ্টব্য[৪৪]

যাকাত ও লেনদেনে কতক মুদ্রা অন্য মুদ্রার স্থলাভিষিক্ত হওয়া

দীনার-দিরহাম দুটি পারস্পরিক ভিন্ন ধরনের মুদ্রা। একারণে একটির বিনিময়ে অন্যটি বাড়িয়ে কমিয়ে ক্রয়বিক্রয় করার বৈধতা রয়েছে। যদিও পণ্যের মূল্য প্রকাশক হিসেবে মুদ্রা দুটির মধ্যে সামঞ্জস্যও রয়েছে। এবং এ দুটি মুদ্রার মূল উদ্দেশ্যও এটিই। এ বিশেষ দিকটি বিবেচনায় উভয় ধরনের মুদ্রা এক জাতের মুদ্রা গণ্য হয়ে আসছে। কিছু নির্দিষ্ট বিধানে এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়।

হানাফী মাযহাবের অভিমত হচ্ছে : কতক মাসআলাতে দিরহাম দীনারের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং উভয় ধরনের মুদ্রাতে অভিন্ন নিয়মনীতি প্রযোজ্য হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে অন্য মাযহাবের ফকীহগণ কতক ব্যাপারে হানাফী ফকীহগণের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এধরনের কতিপয় মাসআলা (প্রসঙ্গ) ইবনু আবিদীন রহ. নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করেছেন :

ক. যাকাত

যাকাতের নিসাব পরিপূর্ণ করতে দিরহাম দীনারের একটি অপরটির সাথে মিলিত হয়। ফলে এ দুটো মুদ্রার যে কোনো ১টি মুদ্রার হিসেবে যাকাতের নিসাব নির্ণীত হয়ে থাকে। এ দু'জাতের মুদ্রার একটির পক্ষ থেকে অন্যটি দ্বারা যাকাত আদায় করা যায়। যাকাতের নিসাব পরিপূর্ণকরণের এ মাসআলাতে হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের সাথে মালেকী ফকীহগণ এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী হাম্বলী ফকীহগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এছাড়াও এ অভিমতের সপক্ষে ইমাম আওযায়ী রহ. ও ইমাম ছাওরী রহ. প্রমুখ মত ব্যক্ত করেছেন। যদিও এ অভিমতের বিরোধিতা করেছেন শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহগণসহ আবু উবায়িদ রহ. ও ইবনু আবী লাইলা রহ. প্রমুখ ফকীহ। এ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতির জন্য زَكَاة অধ্যায় অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

---

৪৪. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ১৩; হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ১২৮ ও ১৬৬; ইবনে নুজাইম কৃত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩৭৫, প্রকাশনা : দারুল ফিকর; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৪৩-৫০; আশ-শারহুল কাবীর মা'আ হাশিয়া দুসুকী, খ. ৩, পৃ. ১৫৫ ও ৪৪৫; আল-ফুরুক, খ. ৩. পৃ. ২৫৫; আল-মুনতাকা, খ. ৪, পৃ. ২৬৮

www.amarboi.org

খ. ঋণ পরিশোধ

ঋণ পরিশোধের ধরন হচ্ছে, কোনো ব্যক্তির দায়িত্বে অন্য কোনো ব্যক্তির দিরহাম প্রাপ্য ছিল, সে তা পরিশোধ করছে না। এক পর্যায়ে ঋণী ব্যক্তির সম্পদ হতে বিচারকের হাতে দিরহামের বদলে দীনার পৌঁছল। এ অবস্থায় বিচারক দীনারকে দিরহামে পরিবর্তন করার মাধ্যমে দিরহামের ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন। মুদ্রার পারস্পরিক পরিবর্তন কেবল দীনার-দিরহামের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী। এতদভিন্ন অন্য কোনো মুদ্রায় পারস্পরিক রদ-বদল বৈধ নয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতির জন্য পরিভাষা إِفْلَاس দ্র.।

কোনো ব্যক্তি দিরহামের বিনিময়ে কোনো পণ্য বিক্রয় করে, ক্রেতার নিকট থেকে মূল্য হস্তগত করার পূর্বেই বিক্রেতা ক্রেতার নিকট থেকে পূর্বকার বিক্রয় মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে তা ক্রয় করলে অধিকাংশ ফকীহের অভিমত অনুযায়ী দ্বিতীয় দফার এ ক্রয়-বিক্রয়টি বৈধ হবে না। এর কারণ, এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়ে 'রিবা ফযল' (বৃদ্ধিজনিত সুদ) বিদ্যমান। এক্ষেত্রে বিক্রেতা ক্রেতার নিকট থেকে কেনার সময় দিরহামের পরিবর্তে দীনার দিলেও তা বাতিল হবে। কিন্তু বিক্রেতা কোনো পণ্যকে মূল্য ধার্য করে তা কিনলে তা জায়েয হবে। এ ধরনের বিধান হওয়ার কারণ হচ্ছে, দীনার ও দিরহাম আকৃতিগত ভিন্ন মুদ্রা হলেও প্রকৃতিগতভাবে এক ও অভিন্ন। যেহেতু উভয় মুদ্রার মৌলিক উদ্দেশ্যও এক। তা হচ্ছে পণ্যসামগ্রীর মূল্য হওয়া। দিরহামের বিনিময়ে বিক্রীত বস্তুটির মূল্য হস্তগত করার পূর্বেই বিক্রেতা পূর্বদামের চেয়ে আরো কম দামে ক্রয়-বিক্রয় করার এ পদ্ধতিটিকে পরিভাষায় 'বাইয়ূল আইইনা' (بَيْعُ الْعِيْنَةِ) বলা হয়। হাদীসে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হওয়ার প্রেক্ষিতে হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হারাম হওয়ার অভিমত পেশ করেছেন। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় সুদের পথকে সুগম করে। তবে ইমাম শাফেয়ী রহ. ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির যাবতীয় শর্ত পূর্ণ করে বিধায় এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ হিসেবে অভিমত পেশ করেছেন।[৪৫]

গ. শুফআ (الشُّفْعَة) : অগ্রক্রয়

শুফআ-এর নিয়ম পদ্ধতি হচ্ছে, শুফআর হকদার ব্যক্তি এ মর্মে জ্ঞাত হলো যে, তার পাশের জমির মালিক জমিটি এক হাজার দিরহামে বিক্রয় করেছে। এ কথা শুনে শুফআর হকদার ব্যক্তিটি শুফআর দাবি ছেড়ে দিয়েছে। পরবর্তী সময়ে

৪৫. হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ রহ. তার সুনানগ্রন্থে ইবনে উমর রা.-এর সনদে সঙ্কলিত করেছেন।

www.amarboi.org

শুফআর হকদার ব্যক্তিটি জানতে পারল, পার্শ্বস্থ জমিটি/বাড়িটির ক্রেতা দিরহাম দিয়ে নয়, কিছু দীনার দিয়ে কিনেছে, সে পরিমাণ দীনারের মূল্য হলো ১০০০ (এক হাজার) দিরহাম বা তা থেকে বেশি। এ অবস্থাতে শুফআর হকদার ব্যক্তিটি সমর্পিত শুফআর অধিকার ফেরত পাবে না। বরং প্রথমবার দাবি ও অধিকার সমর্পণ করার কারণেই তাতে তার শুফআর অধিকার রহিত হয়ে গিয়েছে, সে তা আর ফিরে পাবে না।

ঘ. ইকরাহ্ (الإِكْرَاهُ) : জবরদস্তিমূলক ক্রয়-বিক্রয়

কেউ কোনো ব্যক্তিকে চাপ প্রয়োগ করল, ব্যক্তিটি যেন তার অধীনস্থ কোনো দাসকে এক হাজার দিরহামে বিক্রয় করে। চাপের মুখে ব্যক্তিটি সে দাসকে ৫০ (পঞ্চাশ) দীনারের বিনিময়ে বিক্রয় করল। এ ৫০ (পঞ্চাশ) দীনারের মূল্যমান ১০০০ (এক হাজার) 'দিরহাম' হলে এ ধরনের বিক্রয় জবরদস্তিমূলক বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে চাপের কারণে দাসটিকে ওজন নির্ভর বা পরিমাণনির্ভর কোনো পণ্যের বিনিময়ে বিক্রয় করলে বিক্রয় জবরদস্তিমূলক ক্রয়-বিক্রয় হিসেবে পরিগণিত হবে না।

ঙ. মুদারাবা (الْمُضَارَبَةُ)[৪৬]

'মুদারাবা' নিম্নোক্ত তিন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন : প্রাথমিক, চূড়ান্ত ও স্থায়ী। এর নিম্নোক্ত তিনটি প্রকরণ ও নিয়ম রয়েছে।

প্রথম : কোনো ব্যক্তি কাউকে মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা করার জন্য দিরহাম দিল। অতঃপর পুঁজিদাতা (বিনিয়োগকারী) ব্যক্তিটি মারা গেল অথবা 'মুদারিব' ব্যক্তিটিকে ব্যবসা থেকে অব্যাহতি দিল। পুঁজিদাতার মৃত্যুকালে বা কর্মীকে প্রত্যাহার কালে সে লোকের হাতে দিরহাম নেই, বরং কতিপয় দীনার রয়েছে। এসব দীনারের বিনিময়ে মুদারিব ব্যক্তি কোনো প্রকার পণ্য ক্রয় করতে পারবে না। বরং তার দীনারগুলোর বদলে সমমূল্যের দিরহাম সংগ্রহ করে নিবে। এছাড়াও মুদারিব ব্যক্তির হাতে (দায়িত্বে) ওজন ও পরিমাণনির্ভর কোনো পণ্য থাকলে এসব পণ্যকে সে মূলধন করে নিবে। এসব পণ্যসামগ্রী দীনারের বিনিময়ে বিক্রয় করে থাকলেও এখন কেবলমাত্র দিরহামের বিনিময়েই তা ক্রয় করতে পারবে।

---

[৪৬]. এক পক্ষের মূলধন এবং অপরপক্ষের শ্রমের সমন্বয়ে অর্জিত মুনাফায় অংশীদারী সম্পর্কিত চুক্তিকে মুদারাবা বলা হয়। এ ব্যবসায়ে পুঁজির যোগানদাতাকে 'রাব্বুল মাল' (পুঁজিদাতা) ও শ্রমদাতাকে 'মুদারিব' বলা হয়। ইসলামী শরীয়তে এ ধরনের ব্যবসায়িক চুক্তি বৈধ।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় : মুদারাবা চুক্তিতে ব্যবসায়ী ব্যক্তিটির আয়ত্তে দিরহাম প্রদান করার পর ব্যবসায়ী ব্যক্তিটি ওজন ও পরিমাপনির্ভর কোনো পণ্য ক্রয় করলে এ ক্রয়-বিক্রয়টি আবশ্যিকভাবে কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে এ ক্রয়-বিক্রয় দীনারের বিনিময়ে হলে ক্রেতা-বিক্রেতার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে। তারা চাইলে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় বহাল রাখবে অথবা ভেঙ্গে দেবে। এ দুটি পদ্ধতির প্রথমটি হচ্ছে চূড়ান্ত পর্যায়ের মুদারাবা এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিটি স্থায়ী মুদারাবার উদাহরণ।

তৃতীয় : এ প্রসঙ্গটি হচ্ছে প্রাথমিক মুদারাবা। এ ধরনের মুদারাবা ব্যবসায়ের পদ্ধতি হচ্ছে, পুঁজিদাতা মুদারাবা ব্যবসার শর্তে এক হাজার দীনার প্রদানের চুক্তি করে এবং তাতে লাভের আলোচনাও করে। এরপর ১০০০ দীনার না দিয়ে বরং দিরহাম অর্পণ করল; যে দিরহামগুলোর মূল্যমান এক হাজার দীনারের সমান। এ অবস্থা ও পরিস্থিতিতে মুদারাবা চুক্তিটি যে শর্তের আলোকে করেছিল; সে বিশেষ শর্তটির আলোকেই কার্যকর হবে। দীনারের চুক্তি করে দিরহাম পরিশোধ করলেও চুক্তিতে কোনো ব্যতিক্রম হবে না।

চ. মুরাবাহা হতে বিরত থাকা

মুরাবাহা (লাভের ভিত্তিতে ব্যবসা) থেকে বিরত থাকার পদ্ধতি হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি যে কোনো একটি বস্ত্র ১০ (দশ) দিরহামে ক্রয় করে লাভের ভিত্তিতে ১২ (বার) দিরহামে বিক্রয় করল। বিক্রয়ের পর পুনরায় বিক্রেতা ব্যক্তিটি তার বিক্রীত বস্তুটিই কতক দিনারে ক্রয় করল। এ অবস্থায় এ ব্যক্তিটি তার বস্তুটি লাভের ভিত্তিতে বিক্রয় করবে না। এর কারণ, এমন করা হলে ব্যক্তিটির দুই 'দিরহাম' পরিমাণ কম লাভ করতে হবে, ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর বর্ণনা ও অভিমত অনুযায়ী। অবশ্য এ-কমতির পরিমাণটি অনুমান সাপেক্ষে নির্ধারণ করতে হয়। পক্ষান্তরে বিক্রীত বস্ত্র (পণ্যটি) ওজন বা পরিমাণনির্ভর পণ্যের বিনিময়ে ক্রয় করলে ব্যক্তিটি দ্বিতীয় মূল্যের হিসাবে লাভের ভিত্তিতেই বিক্রয় করতে পারে। (উপরিউক্ত দুটি ধরনে পার্থক্যের মূল কারণ হচ্ছে), বিক্রেতা ব্যক্তিটির জন্য এ বিষয়টি জরুরি যে, সে দিরহামের মূল্যমানের ভিত্তিতে দীনারের মূল্যমান ঠিক করে নেবে। অবশ্য দীনার ও দিরহামের মধ্যকার তুলনামূলক এ দরদামটি একান্ত ধারণাপ্রসূত তথা অনুমাননির্ভর বিষয়। পক্ষান্তরে, মুরাবাহার ভিত্তি হচ্ছে তাওলিয়া (ক্রয়মূল্যে বিক্রি) এবং ওজীআ (ক্রয়মূল্য থেকে কম মূল্যে বিক্রি)-এর ন্যায় নিশ্চয়তা বিধানকারী। যেন প্রতারণার কোনো অবকাশ না থাকে।

www.amarboi.org

ছ. অংশীদারিমূলক ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড

এর ধরন-প্রকৃতি এরূপ যে, চুক্তিবদ্ধ দুই অংশীদারের মধ্যে একজন অংশীদারের পুঁজি হচ্ছে দিরহাম, দ্বিতীয়জনের দীনার। তখন তাদের মধ্যকার ব্যবসায়িক সম্পর্কটি হবে শিরকাতুল-ইনান (شَرِكَةُ الْعِنَانِ) ধরনের।[৪৭]

জ. ধ্বংসের শিকার দ্রব্যাদির মূল্য/ক্ষতিপূরণ (قِيَمُ الْمُتْلَفَاتِ)

মূল্যনির্ধারক তার ইচ্ছা অনুসারে দিরহাম বা দীনার দ্বারা মূল্য নির্ধারণ করতে পারবে, কোনো একটি তাতে নির্ধারিত থাকবে না।

ঝ. অন্যায় অপরাধের ক্ষতিপূরণ

আঘাতে হাড় মচকে বা ফেটে গেলে তার ক্ষতিপূরণ হচ্ছে দিয়াতের বিশ ভাগের এক ভাগ (১/২০), হাড় ভেঙ্গে গেলে দিয়াতের এক-দশমাংশ (১/১০), আঘাতের কারণে এক স্থানের হাড় স্থানান্তরিত হয়ে অন্য স্থানে চলে গেলে দিয়াতের বিশভাগের তিন অংশ, পেটে আঘাতের ক্ষতিপূরণ হচ্ছে দিয়াতের এক-তৃতীয়াংশ (৩/১)। উল্লেখ্য, দিয়াত (রক্তপণ) হয়তো এক হাজার দীনার অথবা দশ হাজার দিরহাম। এ দু'টি মুদ্রার যে কোনো একটির ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের জখমের ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করা জায়েয।[৪৮]

দীনার-দিরহামের একটির স্থলে অন্যটি গ্রহণ

যে ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে ঋণ নিয়েছে দীনার, পাওনাদার এখন দেনাদার ব্যক্তির নিকট থেকে দিরহাম নিচ্ছে, অথবা দিরহামের পরিবর্তে দীনার নিচ্ছে, তাহলে সে তা নিতে পারবে। এমনটিই অভিমত দিয়েছেন হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের বিশেষজ্ঞ ফকীহগণ, যা শাফেয়ী মাযহাবের নতুন (সর্বশেষ) অভিমত। তবে এ ব্যাপারে হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণের স্বতন্ত্র অভিমত রয়েছে। তা হচ্ছে, যেদিন মুদ্রা প্রদান করবে সেদিনের বাজারদরের হিসেবে একের বদলে অপরটি দেওয়া নেওয়া করতে হবে। তারা তাদের এ অভিমতের পক্ষে ইবনে উমর রা.-এর সনদে বর্ণিত নিম্নোক্ত মারফু হাদীসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। মহানবী স. বলেছেন : لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا "যে দিন তুমি নেবে সে দিনের দাম হিসাবে নিলে কোনো অসুবিধা নেই।"[৪৯]

---

৪৭. কোনো শরীকানা ব্যবসায়ে অংশীদারগণের মূলধনের অংশ, দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয় অসমান হলে এ ধরনের শরীকানাকে 'শিরকাতুল-ইনান' বলা হয়।

৪৮. ইবনু নুজাইম কৃত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩৭৫; হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ১১৫ এবং খ. ৩, পৃ. ২০০; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ২৫৭; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৩, পৃ. ৪১৬-৪১৭; আদ-দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৮৯

৪৯. সুনান আবু দাউদ, খ. ৩, পৃ. ৫৬১। হাদীসটি ইবনে হাজার রহ. আত-তালখীসুল হাবীর গ্রন্থটিতে সংকলন করেছেন। খ. ৩, পৃ. ২৫, প্রকাশক : শিরকাতুত তিবাআ। তিনি বলেছেন,

www.amarboi.org

তাদের অভিমতের সপক্ষে যৌক্তিক ভিত্তি হচ্ছে, এভাবে যেদিন ঋণ প্রদান করবে সেদিনের মূল্য নির্ধারণ করাটাই ঋণের চাহিদা ও দাবি। কেননা, এটি মুদ্রার সাধারণ বদল নয়, বরং ঋণ পরিশোধ। তাই এভাবে হিসাব করে দেওয়াই হবে যুক্তিযুক্ত। এ ব্যাপারে হানাফী ফকীহগণ বলেন, এক্ষেত্রে দিরহামের পরিবর্তে দীনার বা দীনারের পরিবর্তে দিরহাম দেওয়া নেওয়া করতে হলে উভয় পক্ষের সন্তুষ্টি ও অনুমোদন প্রয়োজন হবে। কেননা এটা হচ্ছে নগদ বিনিময় এবং নগদ বিক্রি। তাই এক্ষেত্রে অবশ্যই দেনাদার ও পাওনাদার উভয়ের অনুমতি ও সন্তুষ্টি প্রয়োজন রয়েছে।[৫০]

মালেকী মাযহাবের মত ফকীহ্ ইবনে আবদিল বার রহ. সালাম বিক্রি অধ্যায়ে আলোচনা করেছেন, মজুরী ও পারিশ্রমিক সাব্যস্ত হওয়ার পর, স্বর্ণমুদ্রায় পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে রৌপ্যমুদ্রায় অথবা রৌপ্যমুদ্রায় মজুরী নির্ধারণ করে স্বর্ণমুদ্রায়, দিনের বাজারদরের সাথে মিল রেখে অথবা যেমন খুশি মূল্য সাব্যস্ত করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ হবে।

এ সম্পর্কে হাম্বলী মাযহাবের অভিমত হচ্ছে, কোনো ব্যক্তির নিকট অন্য কোনো ব্যক্তির এক বা একাধিক দীনার পাওনা থাকলে, দেনাদার ব্যক্তি সমমূল্যের বহুসংখ্যক দিরহামের মাধ্যমে পাওনা পরিশোধ করতে পারবে। এ মত ব্যক্ত করেছেন ইমাম আহমদ রহ.। কিছু দিন পর পর কতক দিরহাম করে প্রদান করলে এবং পরে একত্রে তার হিসাব করলে বৈধ ও জায়েয হবে না। এর কারণ, এভাবে প্রদানের মাধ্যমে এটি ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রি তথা বাকীতে মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে, অথচ এমনটি করা বৈধ নয়। পক্ষান্তরে হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের নিকট উপরিউক্ত পদ্ধতিতে ঋণ পরিশোধ করা জায়েয হবে।[৫১] এ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতির জন্য এ ফিকহী কোষের পরিভাষা সারাফ صَرْفٌ অংশটি দেখা যেতে পারে।

সমজাতীয় আর্থিক ঋণে পারস্পরিক ছাড় (clearing)

কোনো দু'ব্যক্তি একে অপরের নিকট ঋণে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় এবং উভয় ঋণেই ঋণ পরিশোধের সময় এবং ঋণের ধরন ও বৈশিষ্ট্য এক ও অভিন্ন হলে,

---

ইমাম বায়হাকী রহ. হাদীসটিকে ইবনে উমর রা.-এর 'মাউকূফ' হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

৫০. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২০৫; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৪৭-৫০; ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ২১৫ ও ২৪৪; আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ২১৪

৫১. ইবনে আবদিল বার্-এর লেখা, আল-কাফী, খ. ২, পৃ. ৬৪৩; ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ২৩৯

www.amarboi.org

যেমন উভয় ঋণ দীনার বা দিরহাম হলে উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক ছাড় পদ্ধতি কার্যকর হবে।[৫২] এ সম্পর্কে বিস্তারিত ও বিন্যস্ত অবগতির জন্য مُقَاصَّةٌ সম্পর্কিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বকেয়া পন্থায় মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়

মুসলিম ফকীহগণ সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, বাকীতে দিরহামের বিনিময়ে দীনার অথবা দীনারের বিনিময়ে দিরহামের ক্রয়-বিক্রয় (লেনদেন) বৈধ হবে না। এভাবে বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় করলে বিক্রয় চুক্তিটি ফাসেদ ও বাতিল হবে।

তবে সালাম বিক্রি হিসাবে দীনার অথবা দিরহামের বাকী বিনিময়ে যে-কোনো পণ্য নগদ বিক্রয় করলে এধরনের ক্রয়-বিক্রয় মালেকী শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণের অভিমত অনুযায়ী বৈধ হবে। এ দীনার দিরহামের বিনিময়ে অন্যসব পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতার কারণটি হচ্ছে এক্ষেত্রে মুদ্রার ওজন পরিমাণ ও গুণ বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্টকরণ সম্ভব। মহানবী সা. বলেছেন :

مَنْ أَسْلَفَ فَلاَ يُسْلِفْ إِلاَّ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ

"তোমাদের মধ্যে কেউ বাকিতে কোনো পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করলে সে যেন পণ্যের ওজন পরিমাণ নির্দিষ্ট না করে বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় না করে।"[৫৩] এ আলোচিত ক্ষেত্রেও মুদ্রা ওজনযোগ্য। তা ছাড়া এগুলো দায়িত্বে ন্যস্ত থাকে, যেমন মহর প্রদান যা অনাদায়ী থাকে এবং বাকিতে পণ্য ক্রয় (এগুলোতে মুদ্রা পরে প্রদত্ত হয়। তেমন এখানেও পরে মুদ্রা প্রদান করা হচ্ছে।)

হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের অভিমত হচ্ছে, সালাম বিক্রি হিসাবে বাকিতে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা প্রদান করার ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়। যেহেতু, স্বর্ণ মুদ্রা এবং রৌপ্য মুদ্রা এগুলো মূলত মূল্য। এগুলোতে সালাম বিক্রি করা হলে এগুলো হবে ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য পণ্য, যেহেতু বিক্রয়ের মূলক্ষেত্র। অতঃপর হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ বাকীতে মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান সম্পর্কে মতবিরোধ করেছেন। আবু বকর আল-আমাশ রহ. বলেন, এটি ক্রয়-বিক্রয় বলে

---

৫২. জাওয়াহিরুল ইকলীল. খ. ২, পৃ. ৭৬; শারহুল মিনহাজ, খ. ২, পৃ. ৩৩৬; দুসূকী 'আলাশ শারহিল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ২২৭

৫৩. হাদীসটি সহীহ বুখারীতে এসেছে। ফাতহুল বারী, খ. ৪, পৃ. ৪২৯, মুদ্রণ : সালাফিয়্যা; সহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১২২৮। হাদীসটির বর্ণনাকারী ইবনে আব্বাস রা.। হাদীসটি মুসলিম থেকে নেওয়া হয়েছে।

www.amarboi.org

গণ্য হবে। কেননা, এক্ষেত্রে মূল্য বাকি রেখে ক্রয়-বিক্রয় হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। নিয়ম হচ্ছে, যে কোনো চুক্তিতে বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা হয়; শব্দ নয়।

হানাফী ফকীহ ঈসা বিন আবান রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী বাকিতে মুদ্রার এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হবে। কেননা এ ধরনের চুক্তিবদ্ধ দু ব্যক্তি অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রেতা কোনো পণ্য নিয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়নি, হয়েছে দিরহাম অথবা দীনার-এর বিনিময়চুক্তিতে। বিক্রির পণ্যে পরিবর্তনজনিত কারণে এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে না। যেহেতু ক্রেতা বিক্রেতা এধরনের লেনদেন করে তাই কামাল ইবনুল হুমাম রহ. প্রথম অভিমতটিকে সঠিক বলে মন্তব্য করেছেন। পক্ষান্তরে 'আন-নাহর' গ্রন্থপ্রণেতা দ্বিতীয় অভিমতটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[৫৪] এ বিষয়টি খাঁটি দীনার ও দিরহাম অধ্যায়ে ইতোমধ্যে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

খাদযুক্ত মুদ্রা বিনিময়ের বিধান সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের অভিমত হচ্ছে, খাদের পরিমাণ কম হলে এ ধরনের মুদ্রায় বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না। খাদের পরিমাণ তুলনামূলক কম হওয়ার কারণে এগুলো নিখাদ নির্ভেজাল মুদ্রা হিসেবে ধর্তব্য হবে। যেহেতু আধিক্য বিবেচনাই কার্যকর হয়। পক্ষান্তরে এগুলোতে খাদের পরিমাণ বেশি হলে এগুলো অন্য মুদ্রা ও পণ্যের তুল্য হবে এবং পণ্যের বিবেচনায় এগুলোর বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে।

হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ 'শারহুল মুনতাহা' গ্রন্থে এ বিষয়টিকে স্পষ্ট করে বর্ণনা করেছেন। তাদের অভিমত হচ্ছে, খাদযুক্ত মুদ্রার সালাম বিক্রি বা বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হয় না। যেহেতু এ খাদ মুদ্রাতে ধাতুর পরিমাণ জানতে বাধা সৃষ্টি করে। এবং তাতে রয়েছে ধোঁকা-প্রতারণা। তদ্রূপ একই কারণে তাদের নিকট খাদযুক্ত মুদ্রা সালাম বিক্রির মূলধন হওয়া বৈধ নয়। শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহ শাইখ উমাইরা রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী, দিরহাম ও দীনারে খাদ থাকলেও এগুলোর বাকিতে ক্রয়-বিক্রয় (লেনদেন) বৈধ। কেননা, এখানে খাদ মূল উদ্দেশ্য নয়।[৫৫]

---

৫৪. ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ২০৩; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ১৮১-১৮৩; তাকমিলা ফাতহিল কাদীর, খ. ৭, পৃ. ৬২; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ৬৮; শারহুল মুহাল্লা, হাশিয়া কালয়ুবী, খ. ২, পৃ. ২৫৫; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২১৫; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ২৯৯

৫৫. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২১৫; হাশিয়াতুল উমাইরা আলা শারহিল মিনহাজ, খ. ২, পৃ. ২৫৫

www.amarboi.org

ফুলূস বা ধাতব অর্থকড়িতে সালাম বিক্রয়

জাহির রিওয়ায়াত অনুযায়ী হানাফী মাযহাবের অভিমত হচ্ছে, সংখ্যা হিসেবে ফুলূসে (নগদ টাকায়) সালাম বিক্রি করা বৈধ। কেননা, এগুলোর মূল্য হওয়া বাধ্যতামূলক (স্থির) নয়, বরং এগুলোর দরদামে পণ্যের দরদামের ন্যায় উঠানামা ঘটে থাকে। এছাড়াও এসব অর্থকড়ির মূল্যমান প্রচলন অনুযায়ী নির্ধারিত হয়, আবার প্রচলন অনুযায়ী অকার্যকর হয়। মুদ্রা হিসাবে এগুলো মূল্য, তাই এগুলোতে সালাম বিক্রি ঠিক নয়, একথা জানার পরও এ ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা-বিক্রেতা অগ্রসর হওয়া একথাই বোঝায়, তারা এ মুদ্রায় মূল্য হওয়ার বৈশিষ্ট্যটি বিবেচনা না করায় একমত। চুক্তি সংঘটিত হওয়ার পূর্বে মুদ্রার মূল্যমান বাতিল হবে, মুদ্রাগুলো বস্তু হিসাবে তাতে সালাম বিক্রি বৈধ হবে।[৫৬]

এ ব্যাপারে হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণের অভিমত হচ্ছে, দীনার-দিরহাম ব্যতীত অন্যসব মুদ্রায় সালাম-বিক্রি সম্পূর্ণভাবে বৈধ। এগুলো মুদ্রা হিসাবে চালু হলেও বৈধ হবে। এগুলো গণনানির্ভর হোক অথবা ওজন নির্ভরই হোক। হাম্বলী মাযহাবের ফকীহ ইমাম আলবুহুতী রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী এসব অর্থকড়ি যেহেতু দীনার দিরহামের সাথে যুক্ত, তাই এ বিধান হবে। সালাম বিক্রির পুঁজি হবে পণ্য, মুদ্রা নয়। পক্ষান্তরে মালেকী মাযহাবের অভিমত হচ্ছে, যেমনটি ইবনে আব্দুল-বার রহ. বলেন, ইমাম মালেক রহ. বলেন, অর্থকড়ি (টাকা-পয়সা) তে সালাম বিক্রয় মাকরূহ। এবং এগুলো নগদ নগদ ব্যতীত বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয হবে না। ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর অভিমত হচ্ছে যা তিনি 'আল-উম' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, অর্থকড়িতে সালামবিক্রি করা জায়েয। [৫৭]

মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান

মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসাকে কতিপয় ফকীহ সুস্পষ্টভাবে মাকরূহ বলেছেন। ইমাম গাযালী রহ. বলেছেন : মহান আল্লাহ দীনার-দিরহাম এ জন্যই সৃষ্টি করেছেন, যেন সম্পদের মধ্যে ন্যায়-ন্যায্যভাবে এগুলো ফয়সালা প্রদানকারী হতে পারে। এরপর তিনি আরো বলেন, দীনার-দিরহামের নিজস্ব কোনো উদ্দেশ্য না থাকলেও এগুলো হচ্ছে অন্যসব প্রয়োজনের মাধ্যম। এগুলো হচ্ছে আরবী শব্দ হরফ-এর অনুরূপ, তা নিজস্ব কোনো অর্থ না থাকলেও এগুলো (যুক্ত

---

[৫৬]. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৫, পৃ. ২০৮; ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ২০৩; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ১৮৩

[৫৭]. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২১৫; ইবনে আবদিল বার্ কর্তৃক রচিত আল-কাফী , খ. ২, পৃ. ৬৪৪; আল-উম, খ. ২, পৃ. ৯৮

www.amarboi.org

হয়ে) অন্য শব্দের মাঝে তার অর্থ প্রকাশ করে থাকে। তিনি আরো বলেন, যার নিকট শুধু পণ্যসামগ্রী রয়েছে; মুদ্রার অভাবে সে ব্যবসায় অক্ষম। তার পণ্যটি মুদ্রার (দীনার-দিরহামের) বিনিময়ে বিক্রয় করলেই কেবল প্রাপ্ত মুদ্রা দিয়ে তার পক্ষে প্রয়োজনীয় যে-কোনো পণ্যসামগ্রী ক্রয় করা সম্ভব। এছাড়া যার মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা সংগ্রহই হচ্ছে আর্থিক লেনদেনের উদ্দেশ্য, তার নিকট এসব মুদ্রা দীর্ঘস্থায়ীভাবে পড়ে থাকতে পারে এবং এসব (ধাতব) মুদ্রা গুপ্ত সংরক্ষিত ধনসম্পদের ন্যায় দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। এ অবস্থায় কোনো মুদ্রার মাধ্যমে অন্য মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়ের প্রয়োজন পড়ে শুধু মজুদদারীর উদ্দেশ্যেই। অথচ মজুদদারী অত্যাচার ও অন্যায়।[৫৮]

ইমাম গাযালী রহ. অন্যত্র বলেন, ফকীহগণ মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয়কে মাকরূহ বলেছেন। কেননা, এ ধরনের লেনদেনে সূক্ষ্মসূক্ষ্ম সুদের আশঙ্কা রয়েছে, যেগুলো থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন। এ ছাড়াও এ ধরনের ক্রয় দ্বারা মূল মুদ্রা তলব করা হয় না, তলব করা হয় মুদ্রার কিছু সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য। মুদ্রার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তা চালু হওয়া। অথচ এগুলোর মজুদদারীর মাধ্যমে এর মূল উদ্দেশ্যটিই ব্যাহত-বিঘ্নিত হয়ে থাকে। এধরনের লেনদেনে মুদ্রার ব্যবসা সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা না থাকার পর ভরসা করেই মুদ্রা ব্যবসায়ীর পক্ষে লাভ অর্জন করা সম্ভব হয়। যতই সতর্কতা অবলম্বন করুক মুদ্রা ব্যবসায়ী এ থেকে বেঁচে থাকতে পারে খুব কমই।[৫৯]

মুদ্রা বিনিময়ের এ ব্যবসা হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ মাকরূহ বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ফকীহ আল-বুহুতী রহ.-এর কারণ বর্ণনা করে বলেছেন, তা সন্দেহের অবকাশ থাকার দরুন হতে পারে। নাইলুল মাআরিব গ্রন্থে কারণ বলা হয়েছে, তা স্বর্ণকারের পেশার ন্যায় সর্বাধিক অপছন্দনীয় ব্যবসা হওয়ার কারণে হতে পারে।[৬০]

মুদ্রা ধার দেওয়া

মুদ্রা যে ধরনেরই হোক না কেন, দীনার-দিরহাম অথবা অন্য যে-কোনো মুদ্রা, সব ধরনের মুদ্রাই ধার দেয়া জায়েয আছে। এক্ষেত্রে ঋণগৃহীতা ও দেনাদার ব্যক্তির ওপর ঋণদাতা প্রদেয় ঋণের চেয়ে অধিক পরিমাণ মুদ্রা পরিশোধের শর্তারোপ করতে পারবে না। এমনটিও হতে পারবে না যে, যে মানের মুদ্রা দিয়েছে; সেগুলোর চেয়ে উত্তম মুদ্রা প্রদান করবে অথবা খুচরা মুদ্রার বদলে পূর্ণ

---

৫৮. ইহয়াউ উলুমিদ্দীন, খ. ১২, পৃ. ২২২১

৫৯. ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন, খ. ৫, পৃ. ৭৯৫

৬০. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ৩, পৃ. ৪১১; কাশশাফুল কিনা, খ. ৬, পৃ. ২১৪; নাইলুল মাআরিব, খ. ২, পৃ. ৪১২

www.amarboi.org

মুদ্রা পরিশোধ করবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হাদীসটি দলিল হিসেবে সংযুক্ত করা হয়। আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন : خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হচ্ছেন তিনিই; যে ব্যক্তি উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করেন।"[৬১]

কালয়ূবী রহ. বলেন, মুদ্রা ধার দেওয়ার ক্ষেত্রে ঋণদাতা ব্যক্তি শর্ত ব্যতীত উপরিউক্ত বিষয়গুলোর ইচ্ছা করলেও তা হবে মাকরূহ। যদি এমন ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া হয় যে অধিক ফেরত প্রদানে পরিচিত তবু এই বিধানই থাকবে, অধিকাংশ আলেম মাকরূহ না বলে তা হারাম বলেছেন। [৬২]
ইমাম সুয়ূতী রহ. 'আল-আশবাহ ওয়ান-নাযায়ের' গ্রন্থে বলেন, কারো টাকা পয়সা ধার নিয়ে ঋণের পরিমাণের চেয়ে অধিক পরিমাণে পরিশোধ করার অভ্যাস রয়েছে, এ মর্মে ঋণদাতা জ্ঞাত থাকলেও এ ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া হারাম হবে না। এটি শাফেয়ীদের সর্বাধিক বিশুদ্ধ অভিমত, হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ সুস্পষ্টভাবে এ ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৬৩] এ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতির জন্য দ্র. পরিভাষা قَرْض

মুদ্রা বন্ধকের বিধান

হানাফী ও মালেকী মাযহাবের ফকীহগণের অভিমত অনুযায়ী মুদ্রা বন্ধক রাখা জায়েয। হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, বন্ধক রাখা জায়েয হওয়ার কারণ এই, তাহলে ঋণের টাকা পুরোপুরি ভাবে ফেরত পাওয়া যাবে। দীনার বন্ধক রেখে স্বর্ণ বা দিরহাম বন্ধক রেখে রৌপ্য গ্রহণ করলে, বন্ধক রাখা দীনার বা দিরহাম ধ্বংস হয়ে গেলে ঋণের থেকে সে পরিমাণ বিয়োগ হবে এবং এক্ষেত্রে ধরা হবে, যে পরিমাণ ধ্বংস হয়েছে সেটুকু ঋণ ফেরত পাওয়া গিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তাকে ধ্বংস হওয়া বস্তুর সদৃশ প্রদানের জিম্মাদার করাতে কোন লাভ নেই, যেহেতু বন্ধক ও ঋণের দ্রব্য সদৃশ বস্তু। এটুকু কর্তনের পর বাকীটুকু তাকে আদায় করতে হবে।

মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, মুদ্রাদি বন্ধক রাখা বৈধ হবে। এগুলো ন্যায়নিষ্ঠ কোনো ব্যক্তির হাতে অথবা করযদাতার হাতেই রাখা হোক। সেই সাথে তারা শর্তারোপ করেন, বন্ধকী মুদ্রায় এমন একটি সীলমোহর লাগিয়ে দিতে হবে যে সীলমোহরটি নষ্ট হলে তা টের পাওয়া যাবে। সীলগালা করার

---

[৬১]. হাদীসখানি ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর হাদীস সংকলনে সংকলিত করেছেন। খ. ৩, পৃ. ১২২৫

[৬২]. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩১৭; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৭২, ১৭৩; হাশিয়া কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ২৬০

[৬৩]. ইমাম সুয়ূতী-এর আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৯৬; ইবনে নুজাইম-এর আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ১০৮; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩২২

www.amarboi.org

শর্তটি এজন্যই করা হয়, যাতে করে বন্ধকী মুদ্রাগুলো যথাযথ সংরক্ষিত থাকে। হতে পারে, তারা দুজনেই সালাম বিক্রির ইচ্ছা করল। তাতে তারা নাম রাখল 'বন্ধক'। কিন্তু বন্ধক ও ঋণ একত্রে নিষিদ্ধ।

শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণের অভিমত অনুযায়ী মুদ্রা বন্ধক রাখা সঠিক হবে যদি বন্ধকদাতা অথবা বিচারক বন্ধকী বস্তুটিকে বিক্রয় করে। অনুরূপভাবে দ্রুত নষ্ট হওয়ার আশঙ্কাযুক্ত বন্ধকী বস্তু বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ মূল্য বন্ধক হিসেবে থাকবে।[৬৪]

মুদ্রা ধার দেওয়া

হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণের অভিমত অনুযায়ী মুদ্রা ধার দেওয়া (আরিয়া) জায়েয। হানাফী ও হাম্বলী ফকীহগণ বলেন, দীনার দিরহাম ও অর্থ-কড়ি (টাকা-পয়সা) ধার নেওয়া হচ্ছে কর্জ করা। শব্দের তুলনায় অর্থের প্রাধান্য দিয়ে আরিয়া (عارية) কে কর্জ বলা হয়, যদি আরিয়া শব্দটি শর্তহীনভাবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু যখন আরিয়া-এর উদ্দেশ্য বলা হবে, যেমন দাঁড়িপাল্লা ধার নিয়ে পরিমাপ করা, দোকান সাজানো বা পরিবারের কেউ সজ্জিত হওয়া-এ ধরনের বস্তুকে কর্জ না বলে বরং 'আরিয়া' (الْعَارِيَّة) অথবা ইয়ারা (إعَارَةٌ) বলা হয়। এ সময় ধার নেওয়া বস্তুর মাধ্যমে কী ধরনের সেবা নেওয়া হবে, সে বিষয়টি নির্দিষ্ট করে বলে ধার আনতে হবে। ধার আনয়নের সময় যা উল্লেখ করা হবে তা ব্যতীত অন্য উপকার গ্রহণ করা বৈধ হবে না।

মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ বলেন, মুদ্রায় কখনো 'আরিয়া' হয় না, বরং সর্বদা তা কর্জ হিসেবে ধর্তব্য হবে। এমনকি এগুলো আরীয়া শব্দ প্রয়োগে গ্রহণ করলেও তা কর্জ রূপেই সাব্যস্ত হবে। কেননা, আরিয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, নেয়া বস্তুটি দ্বারা কোনো উপকার গ্রহণ করা এবং পণ্যটির মালিককে হুবহু তা ফেরত দেওয়া। কিন্তু মুদ্রা দ্বারা এ ধরনের উপকার গ্রহণ করতে হলে তার মূলবস্তু হাত ছাড়া করা ছাড়া উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়।

শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহগণের অভিমত অনুযায়ী মুদ্রাদির ইয়ারা (ধার দেওয়া নেওয়া) জায়েয যদি ধার নেওয়ার সময় এগুলোর দ্বারা সৌন্দর্যবর্ধন অথবা অন্য মুদ্রায় ছাপ দেওয়া ইত্যাদি উদ্দেশ্য হয়। ধার নিয়ে ধারকৃত মুদ্রা দিয়ে কী

---

[৬৪]. আল-ইখতিয়ার লি তা'লীলিল মুখতার, খ. ২, পৃ. ৬৭; ইবনে আবেদীন ও আদ-দুরারুল মুখতার, খ. ৫, পৃ. ৩১৯ ও ৩২০; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ৭৯; আদ-দুসুকী মা'য়াশ-শারহিল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ২৩৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৩৭; আল-ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ১৪১; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৭৭

www.amarboi.org

ধরনের সেবা ও উপকার নেওয়া হবে তার বর্ণনা না দিয়ে ধার নেওয়া বৈধ হবে না, যেহেতু মুদ্রার মূল উদ্দেশ্য তা ব্যয় করা।[৬৫]

মুদ্রা ভাড়া দেওয়া-নেওয়া

হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণের অভিমত হচ্ছে, অলঙ্কার পরা বা ওজন-পরিমাপ করা ইত্যাদি সঠিক উদ্দেশ্যে মুদ্রা ভাড়া দেওয়া-নেওয়া জায়েয। কেননা, এ সকল ক্ষেত্রে যেমনটি গ্রহণ করা হয়, বৈধ উপকার নেওয়ার পরেও হুবহু তেমনটি ফেরত দেওয়া সম্ভব। পক্ষান্তরে শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহগণের এ সম্পর্কে অভিমত হচ্ছে, মুদ্রা দ্বারা অন্য নির্মিতব্য মুদ্রায় ছাপ দেওয়া, সাজসজ্জা করা অথবা কোনো পণ্য ওজন পরিমাপের উদ্দেশ্যে মুদ্রাদি ভাড়া দেওয়া-নেওয়া জায়েয নেই। কেননা, এসব সেবা গ্রহণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুদ্রার মূল উদ্দেশ্য থাকে না। তারা এর পক্ষে দলিল দেন, লুটেরা ব্যক্তির নিকট থেকে বিগত দিনের কোন ভাড়া নেওয়া হয় না। এটি এ মাযহাবের অধিক নির্ভরযোগ্য অভিমত। তবে মুদ্রা ভাড়া নেওয়ার পর ভাড়াকৃত মুদ্রা দ্বারা কী ধরনের উপকার গ্রহণ করা হবে, তা না বলে মুদ্রা ভাড়া নেওয়া কোনোভাবেই সহীহ হবে না। তবে শর্ত সাপেক্ষে শোভাবর্ধন এবং এ জাতীয় উদ্দেশ্যে মুদ্রা ভাড়া দেওয়া-নেওয়া জায়েয। হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের অভিমত হচ্ছে, সময় ও ভাড়ার পরিমাণ নির্ধারণ করে সৌন্দর্যবৃদ্ধি এবং এ জাতীয় উদ্দেশ্যে মুদ্রাদি ভাড়া দেওয়া-নেওয়া জায়েয হবে।[৬৬]

মুদ্রা ওয়াকফ করার বিধান

মালেকী মাযহাবের বিখ্যাত ফকীহ ইবনু শাস রহ. ও ইবনুল হাযিব রহ.-এর মত, শাফেয়ী মাযহাবের অধিক নির্ভরযোগ্য অভিমত এবং হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণের অভিমত হচ্ছে মুদ্রা ওয়াকফ করা বৈধ নয়। যেহেতু কোনো মুদ্রা তার অস্তিত্ব বজায় রেখে কোনো সেবা বা উপকারে আসে না। বরং এগুলো দ্বারা উপকার পেতে হলে এগুলো ব্যয় করতে হয়। আর এগুলো ব্যয় (খরচ)-এর অর্থই হচ্ছে এগুলো ক্ষয় করে ফেলা, যা ওয়াকফ কর্মের বিপরীত অবস্থা। কেননা

---

৬৫. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ৩৬৩; আশ-শারহুল কাবীর মা'য়া হাশিয়া-দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৪৩৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ১২১; শারহুল মিনহাজ মা'য়া হাশিয়া কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৬৯ ও ১৮; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ৩৯২; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩০৮

৬৬. গামযু উয়ূনিল বাছায়ির, খ. ৩, পৃ. ১২৩; প্রকাশনা : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, শারহুল মিনহাজি মা'য়া হাশিয়া কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ৬৯ ও ১৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫. পৃ. ২৭০; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ৩৫৮; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ৫৬১

www.amarboi.org

কোনো বস্তু (পণ্য) ওয়াকফ করার মূল দাবিটি হচ্ছে ওয়াকফকৃত পণ্যটি দীর্ঘস্থায়ীভাবে যাকে বা যার জন্য ওয়াকফ করা হয়; তার কাছে মজুত থাকা।

ফকীহগণ কতিপয় দিক বিবেচনায় মুদ্রার ইজারা ভাড়া, মুদ্রা দ্বারা সজ্জিত হওয়ার লক্ষ্যে ইয়ারা (ধারগ্রহণ) অথবা ওজন পরিমাপের বাটখারা হিসেবে ব্যবহার করে উপকৃত হওয়া ইত্যাদি এবং ওয়াকফ করার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তারা বলেছেন, স্বর্ণ-রৌপ্যের সৃষ্টির মূল উপকার ও উদ্দেশ্য হচ্ছে এগুলো মূল্য হিসেবে বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যয় হবে। এর বিপরীতে ইজারাতে ও ইয়ারাতে পণ্য ব্যয় করা হবে না। এবং ইজারা (ভাড়া) ও ইয়ারা–ধার ইত্যাদি অস্থায়ী চুক্তি। পক্ষান্তরে ওয়াকফ হচ্ছে স্থায়ী চুক্তি।
হাম্বলী মাযহাবের অপর এক মত বর্ণনা করে 'আল-ফুরুউ' গ্রন্থপ্রণেতা বলেন, সৌন্দর্যবর্ধন ও ওজন পরিমাপের জন্য মুদ্রা ওয়াকফ করা জায়েয। এ বিধান শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহগণের অধিকতর সহীহ্ অভিমতটির বিপরীত।[৬৭]

মালেকী মাযহাবের বিজ্ঞ ফকীহগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, কোনো কাজে ব্যয় করা অথবা সৌন্দর্যবর্ধনসহ যে-কোনো কাজে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে মুদ্রা ওয়াকফ করা জায়েয হবে না। যদিও তারা এ অভিমত পোষণ করেন যে, কর্জ (ঋণ) দেওয়ার শর্তে ওয়াকফ করা হলে তা বৈধ হবে। এ বিষয়টিতে ইমাম মালেক রহ.-এর উদ্ধৃতি 'আল-মুদাউওয়ানা' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। অতএব, যে ব্যয় করে উপকৃত হবে এবং পরে কর্জ পরিশোধ করবে, ওয়াকফকৃত অর্থ তাকে কর্জ দেওয়া হবে। সে ফেরত দেওয়ার পর তা অন্যকে দেওয়া হবে। এভাবে তা কাজে লাগানো হবে। তারা আরো বলেন : এভাবে মুদ্রার বদল নেওয়ার মাধ্যমে তা বহাল ও বাকী থাকবে।[৬৮]

এ সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের বিস্তারিত বর্ণনামতে ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর বক্তব্যের চাহিদা হচ্ছে, মুদ্রা ওয়াকফ করা জায়েয নেই। যেহেতু এ দু ইমামের মতে, অস্থাবর সম্পদ ওয়াকফ করা জায়েয নয়। আনসারীর বর্ণনা মতে, ফকীহ্ যুফার রহ.-এর অভিমত হচ্ছে, মুদ্রা (দীনার-দিরহাম) ওয়াকফ করা জায়েয হবে। ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর অভিমত অনুযায়ী অস্থাবর সম্পত্তি ওয়াকফ করা জায়েয নেই। তবে কোনো সমাজে অস্থাবর

---

৬৭. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩৭৭; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৩৫৮; রওযাতুত তালেবীন, খ. ৫, পৃ. ৩১৫; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৪৫৮

৬৮. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ২০৫; হাশিয়াতুদ দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৭৬ ও ৭৭; ইবনে কুদামা-এর আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৮৪; ইবনে মুফলিহ কৃত আল-ফুরু, খ. ৪, পৃ. ৫৮৩

www.amarboi.org

সম্পদ ওয়াকফ করার ব্যাপক প্রচলন থাকলে তা জায়েয হবে। আল-ইখতিয়ার গ্রন্থে বলা হয়েছে : ইমাম মুহাম্মদের অভিমত অনুযায়ী ফতোয়া; মানুষের একান্ত প্রয়োজন ও প্রচলন থাকায় মুদ্রাদি ওয়াকফ করা জায়েয। যেমন জায়েয রয়েছে কুরআনের কপি, সাধারণ ধর্মীয় গ্রন্থ ও অস্ত্র ওয়াকফ করা। ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর এ অভিমতের ভিত্তিতে জানা যায়, কোনো সমাজে মুদ্রাদি ওয়াকফ করার রেওয়াজ থাকলে তা বৈধ বলে গণ্য হবে। আদ-দুররুল মুখতার গ্রন্থে বলা হয়েছে, আবু সাঈদ রহ. প্রণীত মা'রুযাত (مَعْرُوضَات) গ্রন্থে বলা হয়েছে, সমাজের প্রচলনের প্রতি লক্ষ রেখে বিচারকগণ মুদ্রা ওয়াকফ করার বিষয়টির বিধান প্রদান করবেন। ওয়াকফকৃত মুদ্রা দ্বারা উপকার (সেবা) গ্রহণ করা সম্ভব হবে কর্জ দেওয়ার দ্বারা। ঋণ পরিশোধ করলে তা আবার ঋণ দেওয়া হবে। এটি হানাফী মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি। এ প্রসঙ্গে ইবনে আবেদীন রহ. বলেন, দীনার-দিরহাম নির্দিষ্ট করলেও যেহেতু নির্দিষ্ট হয় না, তাই তার বদল তার স্থলবর্তী হবে। ইমাম যুফার রহ. আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, মুদ্রাদি মুদারাবা ব্যবসায় পুঁজি (মূলধন) হিসেবে বিনিয়োগ করে পরবর্তী সময়ে এর লাভ সদকা করা হবে ওয়াকফ।[৬৯]

মুদ্রার হুন্ডি (السُّفْتَجَة)

হুণ্ডি বলতে বুঝায় এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশে প্রেরণের বিশেষ এক পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মাধ্যমে মুদ্রা চুরি, ছিনতাই অথবা হারিয়ে যাওয়া ইত্যাদির ভয় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

হুন্ডির পদ্ধতি

হুন্ডির পদ্ধতি হচ্ছে : কোনো প্রবাসী ব্যক্তি তার প্রবাসের মুদ্রা নিজ দেশে প্রেরণের ইচ্ছা করলে সে ঐ দেশের কোনো ব্যবসায়ীকে এ মুদ্রাগুলো হস্তান্তর করবে। এ ব্যবসায়ী ব্যক্তি প্রবাসীর নিকট থেকে মুদ্রাগুলো সংগ্রহ করে সে দেশ থেকে মালামাল ক্রয় করে এ দেশে নিয়ে আসবে এবং সমমূল্যমানের টাকা স্থানীয় মুদ্রায় প্রবাসীর মনোনীত প্রতিনিধিকে দেবে। অথবা ব্যবসায়ী প্রবাসে থাকাকালেই তার প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রবাসী ব্যক্তিকে স্থানীয় মুদ্রায় তার পাওনা পরিশোধ করবে। এ পদ্ধতিটি ঋণ অথবা বিনিময় হিসেবে গণ্য হয়। কোনো কোনো ফকীহ এ ধরনের কর্জ, কর্জ প্রদানকারীর জন্য লাভজনক হওয়ায় তা নাজায়েয হিসেবে ফাতওয়া দিয়েছেন। এ ধরনের লেনদেনে আর্থিক উপকার

৬৯. আল-ইখতিয়ার লি তা'লিলিল মুখতার, খ. ৩, পৃ. ৪২; মাজমাউল আনহুর, খ. ২, পৃ. ৭৪৭; ইবনে আবেদীন, খ. ৩, পৃ. ৩৭৪

www.amarboi.org

হচ্ছে পথের ঝুঁকিমুক্ত হওয়া। পক্ষান্তরে কোনো কোনো ফকীহ এ ধরনের আর্থিক লেনদেনকে কোনো পক্ষের কোনো ক্ষতির সম্ভবনা না থাকায় বরং উভয়ের উপকারের দিকটি বিবেচনায় বৈধ বলেছেন।[৭০] এ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগতির জন্য سُفْتَجَة অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

ষষ্ঠ : মুদ্রার মূল্যমানে যেসব পরিবর্তন আসে

স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এসব মুদ্রার মূল্যমান অন্যসব মুদ্রার তুলনায় অনেকটা স্থায়ী হয়ে থাকে। যদিও ক্ষেত্রবিশেষে অবস্থা ও পরিস্থিতি পরিবর্তনের কারণে এসব মুদ্রাতেও মূল্যমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে। পক্ষান্তরে দীনার-দিরহাম ব্যতীত অন্যসব মুদ্রার মূল্যমানে দ্রুততম সময়ে কঠিনতম পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে এবং ঘটে থাকে। যার দরুন রাষ্ট্রের সঞ্চিত অর্থে যেমন প্রভাব পড়ে জনগণের সঞ্চিত অর্থেও তেমনি তার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, ঋণের মূল্যমানেও তা প্রভাব ফেলে।

মুদ্রার মূল্যমানে পরিবর্তন

ক. মুদ্রার মূল্যবৃদ্ধি (الْغَلاء)

মুদ্রার অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে, একদিক থেকে ক্রয়-বিক্রয় ও অন্য সকল আর্থিক লেনদেনে অধিক ব্যবহার, মুদ্রার অধিক মজুতদারী ইত্যাদি; অপর দিকে মুদ্রার উর্ধ্বমুখী মূল্যের অন্য কারণ হচ্ছে ধাতবমুদ্রা তৈরিতে সংশ্লিষ্ট ধাতবের স্বল্পতা, অথবা রাষ্ট্রযন্ত্র জনসংখ্যার চাহিদা অনুপাতে মুদ্রা তৈরিতে অক্ষমতা ইত্যাদি। মুকরীযী বলেন, বর্তমানে দীনার ও দিরহাম ব্যতীত অন্য ধাতব মুদ্রার ব্যবহার এতোটাই বেড়েছে যে, সকল পণ্যে তা দিয়েই মূল্য নির্ধারিত হচ্ছে, এমনকি দীনারের দামও তার মাধ্যমে স্থিরীকৃত হচ্ছে।

খ. মুদ্রার মূল্যহ্রাস (الرُّخص)

মুদ্রার মূল্যমান বিভিন্ন কারণে নিম্নমুখী হয়ে থাকে। এসব কারণের মধ্যে ঃ এগুলো সঞ্চয়ে সংগ্রহে অনাগ্রহ, মজুদদারী চাহিদা না থাকা, যে ধাতু দ্বারা মুদ্রা তৈরি হয় সে ধাতুর পর্যাপ্ততা ও কাঁচামালের আধিক্য ইত্যাদি। মুদ্রার অধোগতির অর্থ হচ্ছে মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া। মুদ্রার মূল্যমান কমে যাওয়া এবং এর ক্রয়ক্ষমতার নিম্নমুখিতার ব্যাখ্যাটি হচ্ছে, পূর্বে মুদ্রার মাধ্যমে যে পরিমাণ পণ্যসামগ্রী ক্রয় করা যেত; বর্তমানে সে মুদ্রা দিয়ে তা থেকে স্বল্প পরিমাণ পণ্য

---

৭০. রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার, খ. ৪, পৃ. ১৭৪, ২৯৫; জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ৭৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২২৫; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩২০

www.amarboi.org

ক্রয় করতে পারা। মুদ্রার মূল্যমানের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রমাণ ও প্রকাশটি দুটি নির্দিষ্ট সময়ের মূল্যমানে তুলনার মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়।

গ. মুদ্রা অপ্রচলিত হয়ে যাওয়া

আল্লামা ইবনে আবেদীন রহ. বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, কোনো অঞ্চলে প্রচলিত মুদ্রা সম্পূর্ণভাবে অপ্রচলিত হয়ে যাওয়া। এর বিপরীত হচ্ছে, মুদ্রাটির ব্যবহার চালু থাকা।

ঘ. মুদ্রার অবসান/মুদ্রা না থাকা

মুদ্রার অবসান, যা প্রভাব সৃষ্টি করে তা হচ্ছে কোনো মুদ্রা বাজারে ব্যবসায়ীদের নিকট না থাকা; যদিও তা মুদ্রাব্যবসায়ী কিংবা মানুষের ঘরে মজুদ থাকে।[৭১]

ঙ. রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশে মুদ্রার লেনদেন নিষিদ্ধ (বাতিল) করে দেওয়া

এর অর্থ হচ্ছে জনসাধারণের প্রয়োজন ও কল্যাণে কোনো রাষ্ট্রপ্রধান তার রাষ্ট্রে চলমান মুদ্রাকে বাতিল করে নতুন মুদ্রা চালু করা। ইবনুল হায়েম রহ. বলেন : রাষ্ট্রপ্রধান কোনো মুদ্রার প্রচলন বাতিল করলে তা ধর্তব্য হবে।[৭২] জনসাধারণের জন্য তা মেনে নেওয়াটা একান্ত জরুরি হবে। মহান আল্লাহ্ বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্র নির্দেশ মান্য কর, নির্দেশ মান্য কর রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা রাষ্ট্রের কর্ণধার তাদের।"[৭৩]

চ. সরকার কর্তৃক কোনো মুদ্রার মূল্যমান কমিয়ে দেওয়া

ইবনু আবেদীন তার পুস্তিকাতে উল্লেখ করেছেন, আমাদের সময় বহুবার এরূপ ঘটনা ঘটেছে, রাষ্ট্রপ্রধান তার নির্বাহী আদেশে প্রচলিত মুদ্রার মূল্যমান কমিয়ে দিয়েছেন।[৭৪]

বাতিল মুদ্রাকে পণ্যে পরিণত করা

সরকারি সিদ্ধান্ত অথবা জনগণের ইচ্ছা ও চাহিদায়, যেভাবেই হোক, কোনো মুদ্রা বাতিল বলে গণ্য হওয়ার পর পরিত্যক্ত মুদ্রাগুলো পণ্যে পরিণত হবে, তখন এসব পণ্যে মুদ্রার বিধান প্রযোজ্য হবে না। তবে এ বিধান দীনার-দিরহাম ব্যতীত অন্যসব মুদ্রায় কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা বদলিয়ে নিছক স্বর্ণ-

---

৭১. ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ২৪; ইবনে আবেদীন-এর তামবীহুর রুকূদ ইলা আহকামিন নুকুদ, পৃ. ১৭,১৮ প্রকাশক : মুহাম্মদ সালামত জাবর

৭২. ইবনুল হায়েম কৃত নুযহাতুন নুফুস ফী আহকামিত তাআমুল বিল ফুলূস, পৃ. ৬৩

৭৩. সূরা নিসা, আয়াত ৫৯

৭৪. রিসালা তামবীহুর রুকূদ, পৃ. ৩৮

www.amarboi.org

রৌপ্য তৈরি করলেও এ গুলোতে যাকাত ও সুদের বিধান পূর্বের ন্যায় কার্যকর থাকবে। স্বর্ণ-রৌপ্য এবং অন্য ধাতুতে পার্থক্য হলো, স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যতীত অন্যসব ধাতবকে মুদ্রা হিসেবে তৈরি করলেই এগুলোর বিশেষ মূল্যমান নির্ধারিত হয়। কিন্তু এগুলোর মুদ্রা হিসেবে লেনদেনের বিষয়টি বাদ পড়লে এগুলোর পূর্বে থাকা মূল্যমানটিও বাতিল হয়ে যায়। এবং এগুলো সাধারণ পণ্যে পরিণত হয়।[৭৫]

ইমাম আবু হানিফা রহ. ও আবু ইউসুফ রহ. বলেছেন, দীনার-দিরহাম ব্যতীত অন্য মুদ্রা বাড়িয়ে বিক্রয় করা যাবে। যেমন একটি পয়সা/টাকাকে দুটি পয়সা/টাকার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয আছে। তাদের এ বক্তব্য বিশ্লেষণ করে হানাফী আলেমগণ বলেন, যেহেতু এসব মুদ্রা রাষ্ট্রে প্রচলিত হওয়ার কারণে এগুলোর মূল্যমান নির্দিষ্ট হয়। এবং এসব মুদ্রা বাতিল হয়ে গেলে এগুলোর পূর্বকার মূল্যমানও বাতিল হয়ে যায়। তাই এভাবে বেচাকেনা করা যাবে। অপর দিকে ইমাম মুহাম্মদ রহ. বলেন, "দীনার-দিরহাম ব্যতীত অন্যসব ধাতব মুদ্রাও ততক্ষণ পর্যন্ত এভাবে লেনদেন (ক্রয়-বিক্রয়) বৈধ হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত এগুলো বাজারে মুদ্রা হিসেবে প্রচলিত থাকবে।[৭৬] [৭৭]

মুদ্রার মূল্যমান স্থির রাখার ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধান দায়িত্বশীল

একটি মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান জনসেবামূলক যেসব কর্ম সম্পন্ন করেন; সেসবের মধ্যে এটিও গুরুত্বপূর্ণ একটি যে, তিনি তার দেশে প্রচলিত মুদ্রার মূল্যমান যাতে নিম্নমুখী না হয়; এ ব্যাপারে নজরদারি করে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কেননা, মুদ্রার মূল্য হ্রাসের কারণে খাদ্যশস্যসহ অন্যান্য পণ্যের দামদর বৃদ্ধি পায় এবং দারিদ্র্য ছড়িয়ে পড়ে। এর বিপরীতে মুদ্রার মূল্যমান স্থির রাখার সুফল হচ্ছে এতে জনগণ তাদের কষ্টার্জিত মুদ্রার মূল্যের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে। বলাবাহুল্য, মুদ্রার মূল্যমান কমে গেলে জনসমাজে নানা অস্থিরতা ও সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক মুদ্রা বাতিলের কারণে মুদ্রাব্যবস্থায় কোনো প্রকার সমস্যার সৃষ্টি হলে তিনি নিজ দায়িত্বে বাতিলকৃত মুদ্রার সমমানের অন্য কোনো মুদ্রা বাজারে চালু করবেন। তবে এক্ষেত্রে তিনি যথেষ্ট তাড়াহুড়া করবেন না, বরং প্রচলিত মুদ্রা রদ-বদল করতে জনসাধারণকে এমন দীর্ঘ সময় বেধে দিবেন; যাতে করে

---

৭৫. তাকমিলা ফাতহিল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২৮৮; দারুল ফিকর

৭৬. প্রাগুক্ত, খ. ৭, পৃ. ২০

৭৭. বর্তমানে টাকার বিনিময়ে টাকা কমবেশি করে কেনাবেচা করা যাবেনা। তবে টাকার বিনিময়ে বিদেশী মুদ্রার লেনদেন করা যাবে।-সম্পাদনা পরিষদ।

www.amarboi.org

ওই সময়ের মধ্যে তারা তাদের দায়িত্বে থাকা মুদ্রাদি রাষ্ট্রীয় ট্রেজারিতে জমা দিয়ে এগুলোর বদল মুদ্রা গ্রহণ করতে পারে। এক্ষেত্রে আরেকটি স্মর্তব্য বিষয় এই যে, বাতিলকৃত মুদ্রার মূল্যমানের চেয়ে নুতন চালুকৃত মুদ্রার মূল্যমান অধিক হবে না। এ-প্রসঙ্গে ইমাম আল-বুহুতী রহ. বলেন, ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন, "সরকার তার জনসাধারণের যথাসম্ভব ন্যায্যভাবে লেনদেনের প্রতি লক্ষ্য রেখে মুদ্রা চালু করবে। মুদ্রা তৈরি ও চালুর ক্ষেত্রে তিনি জনসাধারণের প্রতি কোনো অত্যাচার করবেন না। মুদ্রা তৈরির উপাদান নিয়ে সরকার কোনো প্রকার ব্যবসায়িক লাভ করতে পারবে না। যেমন : তিনি তামা ক্রয় করে সে তামা দিয়ে মুদ্রা বানিয়ে লাভের চিন্তা করবেন। এমনকি তার ব্যক্তিস্বার্থে জনসাধারণের হাতে থাকা মুদ্রা বাতিল করে তদস্থলে তিনি তার খেয়ালখুশি মতো নতুন কোনো মুদ্রা চালু করতে পারবেন না। বরং এক্ষেত্রে তার কর্তব্য হচ্ছে, তিনি বাজারে প্রচলিত মূল্যে তামা ক্রয় করে কোনো প্রকার লাভ ব্যতীত তা টাকশালে সরবরাহ করবেন। এবং টাকশালের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাইতুল মাল থেকে প্রদান করবেন। যাতে করে মুদ্রা তৈরিতে অতিরিক্ত খরচ না হয়। মুদ্রা তৈরির প্রক্রিয়ায় কোনো প্রকারে ব্যবসা করা জনগণের ওপর বিরাট জুলুম ও অত্যাচারের শামিল। এবং অন্যায়ভাবে সম্পদ আত্মসাৎ করার অনুরূপ গুনাহ। সরকার নিজের কোনো মুদ্রাকে (তার নির্বাহী ক্ষমতা বলে) বাতিল করে তদস্থলে অন্য মুদ্রা চালু করলে মুদ্রার মূল্যমান বাতিল হওয়ার কারণে জনগণের আর্থিক সমস্যা সৃষ্টি হয়।[৭৮]

ইবনু তাইমিয়া রহ. বলেন, মহানবী সা. থেকে বর্ণিত :

أَنَّهُ نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مِنْ بَأْسٍ

"তিনি বিনা কারণে মুসলিমদের মধ্যে প্রচলিত মুদ্রাব্যবস্থা ভেঙ্গে বা বদলে দিতে নিষেধ করেছেন।"[৭৯]

ইবনুল কাইয়িম রহ. এ সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন সে বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে : মুদ্রার মূল্যমান স্থায়ী ও উপভোগ্য (আকর্ষণীয়) হতে হবে এবং মুদ্রার মূল্যমান যখন-তখন কোনো কারণ ব্যতীত উঠানামা করবে না। তিনি বলেন, মুদ্রার মূল্যমানের এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য করেই স্বর্ণ-রৌপ্যকে নগদে ও বাকীতে কোনোভাবে বাড়িয়ে বিক্রয় করা হারাম করা হয়েছে। কেননা, এগুলোতে এমনটি করা বৈধ হলে

---

৭৮. কাশশাফুল কিনা, খ. ২, পৃ. ২৩২; আল-হাত্তাব আল মালেকী রচিত মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৩৪২

৭৯. হাদীসটির তাখরীজ (সূত্র) পূর্বে বর্ণিত হয়েছে ।

www.amarboi.org

এগুলোকে মৌলিকভাবে অন্যসব পণ্যের ন্যায় সাধারণ পণ্য ধারণা করা হবে এবং এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় জনসমাজে সমস্যা বাড়িয়ে দেবে।[৮০]

ইমাম মাকরিযী রহ. তার গ্রন্থে মুদ্রাব্যবস্থা সম্পর্কে এ অভিমত পেশ করেছেন যে, মুদ্রার মূল্যমানের উঠানামা এবং এগুলোর মূল্যমানের ঊর্ধ্বগতি থেকে নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার জন্য দীনার-দিরহামের মুদ্রাব্যবস্থায় ফিরে যেতে হবে। মন্দ ব্যবস্থাপনার কারণেই মুদ্রাব্যবস্থায় সংকট নেমে আসে। এসব মন্দব্যবস্থার একটি হচ্ছে দীনার-দিরহামের মুদ্রাব্যবস্থার পরিবর্তে অন্য মুদ্রা চালু করা। দীনার-দিরহামের বদলে অন্য মুদ্রা চালুর কারণে মুদ্রাব্যবস্থায় মুদ্রার মূল্যমান জটিল সংকট ও সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এ ব্যাপারে তিনি আরো বলেন, মুদ্রার মূল্যমানের ঊর্ধ্বগতি প্রকৃত প্রস্তাবে তেমন জটিল কোনো সমস্যা নয় বরং এক্ষেত্রে মন্দতর ব্যবস্থাপনাই মুদ্রাব্যবস্থায় অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তিনি আরো বলেন, জনসাধারণের বিষয়াদি যার দায়িত্বে তাকে আল্লাহ তাওফীক দিলে, জনসাধারণ তাদের রাষ্ট্রে চলমান অন্যসব মুদ্রার পরিবর্তে দীনার দিরহামের মুদ্রাব্যবস্থাতে ফিরে যেতে সক্ষম হলে, পণ্যের মূল্য ও শ্রমের পারিশ্রমিককে দীনার-দিরহামে লেনদেন করতে পারলে মুদ্রাব্যবস্থার নানামুখী সংকট হতে জনসাধারণের উত্তরণ ঘটত এবং আর্থিক ক্ষেত্রে সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত হতো। তিনি আরো বলেন, কোনো ব্যক্তি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে; তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝতে সক্ষম হবেন যে, স্বর্ণ-রৌপ্যের অনুপাতে পণ্যের দাম তেমন একটা বৃদ্ধি পায়নি। পণ্যের বাজার ও এর দামের যে পরিমাণ ধস নেমেছে এগুলো দীনার-দিরহাম ব্যতীত অন্যসব মুদ্রা ও অর্থকড়ির কারণেই ঘটেছে এবং এ কারণে আর্থিক লেনদেনের সর্বক্ষেত্রে চরম সমস্যা ও দুরবস্থা ঘনীভূত হচ্ছে।[৮১]

ঋণের ওপর মুদ্রার মূল্যমান পরিবর্তনের প্রভাব

নির্দিষ্ট মুদ্রায় পরিশোধ্য ঋণের ক্ষেত্রে মুদ্রার দাম বৃদ্ধি ঘটলে ঋণদাতা ঋণগৃহীতার ওপর আনুপাতিক হারে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এতে ঋণীব্যক্তির ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় ঋণ পরিশোধে কষ্ট বাড়ে এবং এ দ্বারা ঋণী ব্যক্তিটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে নির্দিষ্ট মুদ্রায় নির্দিষ্ট ঋণ পরিশোধের প্রতিশ্রুতি থাকা অবস্থায় মুদ্রার মূল্যমান কমে গেলে ঋণদাতা ব্যক্তি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ বিপরীতমুখী অবস্থা ও পরিস্থিতির কারণে উভয় দিকের কোনো এক দিকে কোনো ব্যক্তি বড় ধরনের ক্ষতিতে পতিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। এভাবে নির্দিষ্ট মুদ্রায় ঋণ পরিশোধের বিষয়টিতে একটি

---

৮০. ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন, খ. ২, পৃ. ১৫৬

৮১. ইগাছাতুল উম্মা বি কাশফিল গুম্মা, পৃ. ৭৯

www.amarboi.org

নিশ্চিত সমস্যার সৃষ্টি হয়। যদি ঐ মুদ্রা আর চালু না থাকে তাহলে তো ঋণ পরিশোধ অসম্ভব হয়ে যায়। এ দ্বিমুখী সংকট নিরসনে মুসলিম ফকীহগণ দীনার-দিরহাম ও অন্যান্য মুদ্রার ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের সমাধান নির্দেশ করেছেন।

ক. সৃষ্টিগত মুদ্রা তথা দীনার দিরহাম অথবা স্বল্পমাত্রার খাদযুক্ত দীনার দিরহামের ক্ষেত্রে বিধান হচ্ছে, এ ঋণী ব্যক্তি ঋণদাতাকে ঠিক সে পরিমাণ দীনার-দিরহাম পরিশোধ করবে; দীনার-দিরহামের দাম এখন যা হয়েছে। তাতে পরিমাণ কম হোক না কেন। পক্ষান্তরে এসব মুদ্রা বাতিল হলে বা দুষ্প্রাপ্য হলে ঋণগৃহীতা ঋণদাতাকে এগুলোর মূল্য হিসাব করে সে পরিমাণ দীনার দিরহাম পরিশোধ করবে; তখন এগুলোর মূল্য ঋণ গ্রহণের ক্ষণে বা তলব করার মুহূর্তে থাকা মূল্য বিবেচনা করা হবে।

খ. দীনার-দিরহাম ব্যতীত অন্যসব ধাতব/অধাতব মুদ্রা এবং দীনার-দিরহামে অধিকমাত্রার খাদযুক্ত মুদ্রার বিধান তা অপ্রচলিত হওয়া, বাজারে না থাকা, মূল্য হ্রাস বা স্ফীতি হওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থায় কী করণীয়, কী বিধান তা নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধপূর্ণ অভিমত রয়েছে।[৮২]

–আ. ন. ম. ইকবাল হোসাইন

---

৮২. ইবনে আবেদীন প্রণীত 'তামবীহুর রুকূদ 'আলা আহকামিন নূকুদ'; সুয়ূতী রহ. প্রণীত 'কাতউল মুজাদালা ইনদা তাগায়ূরিল মুয়ামালা, যা তার 'আল-হাবী ফীল ফাতাওয়া', খ. ১, পৃ. ১৫১ গ্রন্থে গ্রন্থিত রয়েছে; আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২২৫; তাকমিলাতু ফাতহিল কাদীর, খ. ৭, পৃ. ১৫৫ ও ১৫৬; আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খ. ৩, পৃ. ৪৪৪; হাশিয়াতুর রাহুনী, খ. ৫, পৃ. ১২০; নিহায়াতুল মুহতাজ 'আলা শারহিল মিনহাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৯৯; ইমাম নবভী রহ. প্রণীত আল-মাজমু', খ. ৯, পৃ. ২৮২; মিরদাবী রহ. প্রণীত আল-ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ১২৭; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ৩১৪; শারহুল মুফরাদাত, খ. ২, পৃ. ৩৯০

www.amarboi.org

فُلُوسٌ : অর্থ বা টাকা-পয়সা : Money

পরিচিতি

ফুলূস (اَلْفُلُوسُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

ফুলূস (اَلْفُلُوسُ) শব্দটি فَلْسٌ এর বহুবচন।-এর আরেকটি বহুবচন হচ্ছে أَفْلُس। মুদ্রাব্যবসায়ীকে ফাল্লাস (فَلَّاسٌ) বলা হয়[১]। দিরহামের মালিক থাকার পর পয়সার মালিকে পরিণত হয়ে গেলে বলা হয় : أَفْلَسَ الرَّجُلُ "লোকটি নিঃস্ব হয়ে গেছে।" সুতরাং যেন তার দিরহামসমূহ পয়সা এবং ভেজাল মুদ্রায় পরিণত হয়েছে। বলা হয় : فَلَّسَهُ الْقَاضِي تَفْلِيسًا "বিচারক তাকে দেউলিয়া ঘোষণা করেছে।"[১]

পরিভাষায় ফুলূস (اَلْفُلُوسُ) হলো :

كُل مَا يَتَّخِذُهُ النَّاسُ ثَمَنًا مِنْ سَائِرِ الْمَعَادِن عَدَا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

"সোনা-রুপা ব্যতীত যেসব বস্তুকে মানুষ মূল্যরূপে গ্রহণ করে।"[২]

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

ক. الدَّرَاهِمُ (আদ-দারাহিম): দিরহাম

দারাহিম (الدَّرَاهِمُ) শব্দটি دِرْهَم (দিরহাম)-এর বহুবচন, এটি এক শ্রেণির রৌপ্য মুদ্রা যা দ্বারা লেনদেন করা হয়। دِرْهَم (দিরহাম) এবং فَلْسٌ (ফাল্স)-এর মধ্যে সম্পর্ক হলো উভয়টি লেনদেনে মূল্য হয়।[৩]

---

১. তাজুল আরূস মিন জাওয়াহিরিল কামূস, লিসানুল আরব; فلس-مادة

২. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৫, পৃ. ২৩৬; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ১, পৃ. ২১৮; আবু ইয়ালা রচিত আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা, পৃ. ১৭৯; মাওসূআ কমিটি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যে, اَلْفُلُوسُ (ফুলূস) পরিভাষাটি বর্তমানে বাস্তবে ও প্রচলনগতভাবে সকল প্রকার কাগজি ও খনিজ মুদ্রাকে বোঝায়। فَلْسٌ (ফালস) কে অনেক আরব দেশে দীনার-দিরহামের অংশ বলা হয়েছে। কারণ দীনার দিরহামের মূল্যের সাথে (ফালস)-এর মূল্য সম্পর্কিত। প্রাচীনকালে প্রচলন ছিল, দীনার স্বর্ণের, দিরহাম রৌপ্যের আর ফালস তামা ও লোহার মতো খনিজ দ্রব্য দ্বারা তৈরি করা হতো । কিন্তু বর্তমানে (ফালস) দ্বারা সকল প্রকার মুদ্রা বোঝানো হয় এবং মুদ্রারই অপর নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য কোনো কোনো মুসলিম দেশে নির্দিষ্ট ধরনের মুদ্রাকে (ফালস) বলা হয়। এর বহুবচন হলো ফুলূস।

৩. লিসানুল আরব; আবু উবাইদ রচিত আল-আমওয়াল, পৃ. ৬২৯; ফুতুহুল বুলদান, খ. ১, পৃ. ৪৫, মুকাদ্দামা ইবনে খালদুন, পৃ. ১৮৩

www.amarboi.org

খ. الدَّنَانِيرُ (আদ-দানানীর): দীনার

দানানীর (الدَّنَانِيرُ) শব্দটি دِينَار (দীনার)-এর বহুবচন, এটি এক শ্রেণির স্বর্ণ মুদ্রা যা দ্বারা লেনদেন করা হয়। دِينَار (দীনার) এবং فَلْسٌ (ফালস)-এর মধ্যে সম্পর্ক হলো উভয়টি লেনদেনে মূল্য হয়।[৪]

ফুলূস (অর্থাৎ সোনা-রুপা ছাড়া অন্য মুদ্রা)-এর বিধান

ফুলূস-এর অনেক বিধান রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু নিম্নরূপ :

প্রথম : ফুলূসের যাকাত

ফকীহগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মুদ্রার যাকাতের আলোচনায় মতবিরোধ করেছেন। শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণের অভিমত হচ্ছে, মুদ্রা বাণিজ্যিক পণ্যের অনুরূপ। সুতরাং এতে যাকাত ফরয হবে না; তবে ব্যবসার জন্য হলে ফরয হবে।

হানাফী ফকীহগণের মাযহাব– যা মালেকী ফকীহদের একটি মত– হলো, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মতো প্রচলনশীল হলে যাকাত ফরয হবে। কারণ এগুলোও সাধারণ মুদ্রা। আর যদি এসব মুদ্রার প্রচলন না থাকে তাহলে এগুলো হবে সাধারণ পণ্য। তখন এতে যাকাত ফরয হবে না। তবে এ মুদ্রাগুলো ব্যবসার জন্য উত্থাপিত হলে তাতে যাকাত ফরয হবে।

মালেকী ফকীহগণের মাযহাব হলো, তাম্র মুদ্রায় কোনো যাকাত নেই। তাই এই মুদ্রায় যাকাত ফরয হবে না। কারণ এগুলো পশু বা নির্দিষ্ট শ্রেণির শস্য বা ফল অথবা স্বর্ণ বা রৌপ্য নয়, যেগুলোতে যাকাত ফরয হয়ে থাকে। সুতরাং কারো নিকট দুইশ দিরহাম মূল্যমানের মুদ্রা থাকলেও তার ওপর যাকাত ফরয হবে না। তবে যদি তা সচল করে তা দ্বারা সে ব্যবসা করে তাহলে পণ্যের ন্যায় সে তার মূল্য নির্ধারণ করবে। আর মজুতকারী ব্যক্তির জন্য উক্ত মুদ্রার মূল্যে যাকাত ফরয হবে। মুদ্রা যদি ব্যবসার জন্য বরাদ্দ হয় অতঃপর তা মালিকের নিকট এক বছর থাকার পর স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময়ে সে যদি তা বিক্রি করে, তাহলে অন্যান্য মজুতকৃত পণ্যের ন্যায় তাতে কেবল এক বছরের যাকাত ফরয হবে।[৫]

---

৪. প্রাগুক্ত

৫. হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ২, পৃ. ৩০০; হাশিয়া আল-আদভী আলাল খিরাশী, খ. ২, পৃ. ১৭৭, ১৭৯; হাশিয়া দুসূকী আলাশ শারহিল কাবীর, খ. ১, পৃ. ৪৫৫; তাহযিবুল ফুরূক আলা হামিশি ফুরুকিল কারাফী, খ. ৩, পৃ. ২৫২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ১, পৃ. ৩৯৮; কাশশাফুল কিনা, খ. ২, পৃ. ২৩৫; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ২, পৃ. ৮৯; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ১, পৃ. ৪০১

www.amarboi.org

দ্বিতীয় : মুদ্রায় সুদ

প্রচলনশীল মুদ্রায় সুদ হওয়ার ব্যাপারে ফকীহগণ তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন :

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি : এ সব মুদ্রা সুদের শ্রেণিভুক্ত মূল্য নয়, এগুলো বাণিজ্যিক পণ্যের মতো। এটি শাফেয়ী ফকীহদের বিশুদ্ধতম, হাম্বলী ফকীহদের শুদ্ধ মত এবং হানাফী ফকীহদের মধ্যে শায়খাইন ও মালেকী ফকীহদের একটি উক্তি।

দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি : এসব মুদ্রা অন্য মুদ্রার ন্যায় সুদযোগ্য। এটি হানাফী ফকীহদের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর উক্তি, মালেকী ফকীহদের একটি উক্তি, শাফেয়ী ফকীহদের বিশুদ্ধতম মতের পরিপন্থী এবং হাম্বলী ফকীহদের শুদ্ধ মতের বিরোধী একটি মত।

তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি : এটি মালেকী ফকীহদের উক্তি; আর তা হলো, এ মুদ্রাগুলো ব্যবসায়িক পণ্য ও অন্য মুদ্রার মাঝামাঝি পর্যায়ে রয়েছে। তাই মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রার বিক্রি এবং সুদের ক্ষেত্রে তা মুদ্রা সমতুল্য, আর অন্যান্য ক্ষেত্রে পণ্যের সমতুল্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে মুদ্রাকে একই শ্রেণির মুদ্রার বিনিময়ে কম-বেশি করে বিক্রি করা মাকরূহ হবে; তবে হারাম হবে না। সুদের কারণে বিক্রয়টি মাকরূহে তানযিহী হবে। আর মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রির শর্ত রক্ষা করা হবে মুস্তাহাব। পক্ষান্তরে যদি মুদ্রা প্রচলনহীন হয়ে যায় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তা ব্যবসায়িক পণ্য।[৬]

মুদ্রার পরিবর্তন

কখনও মুদ্রার প্রচলন না থাকা, মুদ্রা বাজার থেকে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া, মূল্য হ্রাস পাওয়া কিংবা বৃদ্ধি পাওয়ার মতো আপতিত অবস্থায় মুদ্রাতে পরিবর্তন সাধিত হয়। ফলে লেনদেনের বাজারে মুদ্রার প্রতি আস্থাহীনতা সৃষ্টি হয়। পুরো দেশে মুদ্রার লেনদেন না থাকার দ্বারা মুদ্রা প্রচলনহীন হয়ে পড়ে। মুদ্রা নিঃশেষ হওয়ার অর্থ হলো মুদ্রাব্যবসায়ী ব্যতীত আর কারো হাতে উক্ত মুদ্রা না থাকা অথবা প্রশাসন কর্তৃক বাতিল ঘোষণা করা। আর সমপরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্যের মজুত থাকা ও না থাকার ভিত্তিতে মুদ্রার মূল্য কমে ও বাড়ে।

---

৬. আল-ইনায়া শারহুল হিদায়া বিহামিশি ফাতহিল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২৮৭, মুদ্রণ : বুলাক; হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ১৮০; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ১৪; তাহযিবুল ফুরূক, খ. ৩, পৃ. ২৫১-২৫২; হাশিয়া আল-কালয়ূবী ওয়া উমায়রা, খ. ২, পৃ. ১৭০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৫ ও খ. ৪, পৃ. ১৫৯; আল-মুগনী, আশ-শারহুল কাবীর সহ, খ. ৪, পৃ. ১০৮; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ২৬৪; হাশিয়া দুসুকী, খ. ৩, পৃ. ৫১৭; আল-মুহাল্লা আলা মিনহাজিত তালিবীন, খ. ২, পৃ. ১৭০ ও খ. ৩, পৃ. ৫২; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ৩২

www.amarboi.org

যদি মুদ্রাতে উক্ত বিষয়গুলো ঘটে, অথচ মুদ্রা দায়িত্বে ঋণ রূপে রয়ে গেছে, এ অবস্থায় ফকীহগণ নিম্নোক্ত উপায়ে এসব ঋণ পরিশোধের পদ্ধতি আলোচনা করেছেন:

প্রথম : হানাফী মাযহাব

যদি কেউ প্রচলনশীল মুদ্রা দ্বারা ক্রয় করার পর মুদ্রাটি প্রচলনহীন হয়ে যায় অথবা মানুষের হাতে তা আর না থাকে, তাহলে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। এবং ক্রেতার সে পণ্য ফেরত দেওয়া আবশ্যক হবে যদি পণ্যটি তখনও থাকে। আর যদি পণ্যটি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে অনুরূপ পণ্য ফেরত প্রদান করবে– যদি পণ্যটি সমজাতীয় বস্তু হয়; অন্যথায় মূল্য ফেরত দিবে। উক্ত বিধান ঐ সময় প্রয়োগযোগ্য যখন পণ্য হস্তগত হয়ে থাকে। আর যদি পণ্য হস্তগত না হয় তাহলে তাতে বিক্রির কোনো বিধানই থাকবে না। এটি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাযহাব।

ইমাম আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ রহ. বলেন, বিক্রি বাতিল হবে না। কারণ প্রচলনহীন হওয়ার দরুন মুদ্রা সোপর্দ করা সম্ভব না হওয়া, শুধু এতোটুকু বিক্রি বাতিল করে না। এর কারণ, প্রচলন সৃষ্টির মাধ্যমে মন্দাভাব কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন তাজা খেজুর দিয়ে কোনো বস্তু ক্রয় করার পর বাজার থেকে খেজুর নিঃশেষ হয়ে গেলে সে বিক্রি বাতিল হয় না। এক্ষেত্রে বিক্রি বাতিল হওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত না হলেও পণ্য সোপর্দ করা অসম্ভব, সেহেতু পণ্যের মূল্য প্রদান ওয়াজিব হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. কোন্ সময়ের মূল্য ধরা হবে তা নিয়ে ইমাম মুহাম্মদ রহ. এর সাথে মতপার্থক্য করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেছেন, বিক্রির দিনের মূল্য ওয়াজিব হবে, আর মুহাম্মদ রহ. বলেন, প্রচলনহীন হয়ে যাওয়ার দিন, যা মানুষের উক্ত মুদ্রা দ্বারা লেনদেন করার শেষ দিন, এর যে মূল্য ছিল তা ওয়াজিব হবে। দুই উক্তির ওপর ভিত্তি করে ফতোয়ার মধ্যেও মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। জাখিরাতুল বুরহানিয়া (الذخيرة البرهانية) গ্রন্থে বলা হয়েছে, ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর উক্তি অনুযায়ী ফতোয়া। আর আল-মুহীত, তাতিম্মা ও আল-হাকায়েক গ্রন্থসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে, মানুষের প্রতি অনুগ্রহ ও সহজতা প্রদর্শনের লক্ষ্যে ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর উক্তি অনুসারে ফতোয়া দেওয়া হবে।

যদি মুদ্রার দর বৃদ্ধি পায় তাহলে বিক্রয় আপন অবস্থায় বহাল থাকবে, তখন ক্রেতা কর্তৃক বিক্রয়চুক্তি বাতিল করার অধিকার থাকবে না। পক্ষান্তরে যদি মুদ্রার মূল্য কমে যায় তাহলে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাযহাব হচ্ছে, ঋণদাতা সে পরিমাণ মুদ্রাই ফেরত পাবে। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. প্রথমত অনুরূপ মতই প্রকাশ করেছিলেন। অতঃপর উক্ত মত প্রত্যাহার করে দ্বিতীয় মত

www.amarboi.org

প্রকাশ করেছেন; তা হলো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য বিক্রির দিনের মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক।

বিলম্বে মূল্য পরিশোধকৃত ক্রয়-বিক্রয়ে দেনা মুদ্রার ব্যাপারে যে মতবিরোধ তা ধার, বাকি মোহরানা এবং অনুরূপ কোনো দেনায় প্রযোজ্য হবে। সুতরাং ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সমপরিমাণ মুদ্রা ফেরত প্রদান আবশ্যক। এক্ষেত্রে মুদ্রা নিঃশেষ হওয়া, প্রচলনহীন হওয়া, মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া বা কমে যাওয়া বিষয়গুলো কোনোরূপ প্রভাব সৃষ্টি করবে না। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. এর মতে বিক্রির দিনের দর অনুযায়ী স্বর্ণ দ্বারা মূল্য ফেরত দিতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতে প্রচলনহীন বা নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার দিনের দর অনুযায়ী মুদ্রা ফেরত দিতে হবে। আর মুদ্রার মূল্য কমে যাওয়ার ক্ষেত্রে ধার নেওয়ার দিনের দর অনুযায়ী মুদ্রা ফেরত দেওয়া আবশ্যক।[৭]

ইবনে আবেদীন বলেন : যে ব্যাপারটি স্থির হয়েছে তা হলো, যদি মুদ্রা নির্ধারিত হয় তাহলে যে শ্রেণির মুদ্রার ওপর চুক্তি হয়েছে তা-ই পরিশোধ করতে হবে। কোন্ ধরনের মুদ্রা পরিশোধ করতে হবে সে কথায় ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে সন্ধি হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে ইবনে আবেদীনের উস্তাদ ফতোয়া প্রদান করেছেন এবং ইবনে আবেদীন তাকে অনুসরণ করেছেন।[৮]

কাসানী রহ. দিরহামের বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রি, অতঃপর মুদ্রার স্বত্বাধিকারী প্রকাশ পাওয়ার কয়েকটি অবস্থা বর্ণনা করেছেন।

উদাহরণ : যদি একটি দিরহামের বিনিময়ে কয়েকটি মুদ্রা ক্রয় করে এবং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে হস্তগত করার পর সে স্থান ত্যাগ করে। অতঃপর মুদ্রা তার হাতে থাকা অবস্থায় তার স্বত্বাধিকারী প্রকাশ পায় এবং স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি মুদ্রা নিয়ে নেয়, তাহলে চুক্তি বাতিল হবে না। কারণ এটি স্বত্বাধিকার লাভের মাধ্যমে হয়েছে, যদিও হস্তগত করা বাতিল হয়ে গেছে এবং চুক্তি অস্তিত্বহীন হয়েছে। তবে ধরা হবে, বৈঠক ত্যাগ দিরহাম হস্তগত করার দ্বারা হয়েছে, মুদ্রা হস্তগত করার দ্বারা হয়নি। আর এটি চুক্তি বাতিলের কারণ হতে পারে না।

অনুরূপ মুদ্রা পরিশোধ করা বিক্রেতার জন্য আবশ্যক। কিছু মুদ্রার স্বত্বাধিকার প্রকাশ পাওয়ার ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। এবং স্বত্বাধিকারী যতটুকু নিয়েছে বিক্রেতার নিকট থেকে তা ফেরত নিতে পারবে। সুতরাং যতটুকু

---

৭. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২৪২, দ্বিতীয় মুদ্রণ; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২৮৫; রাসায়েল সমগ্রের অধীনে ইবনে আবেদীন রচিত তামবাহুর রুকূদ আলা মাসাইলিন নুকূদ, পৃ. ৫৮

৮. তামবাহুর রুকূদ, পৃ. ৬৪

www.amarboi.org

পরিমাণের স্বত্বাধিকারী প্রকাশিত হয়েছে ততটুকু পরিমাণ নগদ পরিশোধ করা মুদ্রাবিক্রেতার জন্য আবশ্যক। অনুরূপভাবে যদি কিছু মুদ্রা অচল পাওয়া যায় তাহলে বিক্রেতা অচল মুদ্রা ফেরত প্রদান করবে। আর যদি ক্রেতা দিরহাম নগদ পরিশোধ না করে মুদ্রা হস্তগত করে এবং উভয়ে ভিন্ন হওয়ার পর তার স্বত্বাধিকারী প্রকাশিত হয়, তাহলে স্বত্বাধিকারী ব্যক্তির স্বাধীনতা রয়েছে– সে ইচ্ছা করলে বিক্রেতাকে নগদ প্রদান করে বিক্রিকে বৈধ করতে পারবে। সে ক্ষেত্রে বিক্রয়চুক্তি বৈধ হয়ে যাবে। কারণ অনুমোদনের বিষয়টি চুক্তির সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে। অতএব বিক্রয় চুক্তি এবং নগদ পরিশোধ বৈধ হবে। আর স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি মুদ্রা বিক্রেতার নিকট থেকে সমপরিমাণ মুদ্রা ফেরত গ্রহণ করবে। এবং ক্রেতা মুদ্রা বিক্রেতাকে দিরহাম নগদ পরিশোধ করবে। আর যদি স্বত্বাধিকারী ব্যক্তি বিক্রয়চুক্তি অনুমোদন না করতে ইচ্ছা করে, তাহলে তা করার সুযোগ রয়েছে। (সেক্ষেত্রে) সে মুদ্রা নিয়ে নিবে এবং চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কারণ তখন এ কথা প্রকাশিত হবে, কোনও প্রকার হস্তগতকরণ ছাড়াই উভয়ে বৈঠক ত্যাগ করেছে।[১]

দ্বিতীয় : মালেকী মাযহাব

মালেকী মাযহাবে সুবিদিত যে, যদি কোনো মুদ্রার লেনদেন বন্ধ হয়ে যায় অথবা কমা-বাড়ার কারণে মুদ্রায় পরিবর্তন ঘটে এবং ধার বা বিক্রয় বা বিবাহ বা অন্য কারণে উক্ত মুদ্রা দায়িত্বে ঋণরূপে থাকে, তাহলে ঋণদাতাকে সে পরিমাণ মুদ্রাই ফেরত দিতে হবে। এভাবে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণদাতার ঋণ পরিশোধ করবে।

আর যদি উক্ত মুদ্রা অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে তাহলে মীমাংসার দিনের দর অনুযায়ী মুদ্রার মূল্য প্রদান ওয়াজিব হবে। এক্ষেত্রে টালবাহানাকারী ঋণগ্রস্ত এবং সাধারণ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মাঝে ফকীহগণ কোনো পার্থক্য করেননি। কোনো কোনো ফকীহ মূল্য ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে টালবাহানাকারী ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি না হওয়ার শর্ত করেছেন। আর যদি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি টালবাহানাকারী হয়, তাহলে এ মূল্য গ্রহণ করা অথবা পুরাতন মুদ্রার তুলনায় অধিক নতুন মুদ্রা-যা তার নিকট আসে- তন্মধ্যে যেটি অধিক লাভজনক সেটি সে নেবে। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি টালবাহানার মাধ্যমে নির্যাতন করার কারণে সাবী রহ.-এর ভাষ্যমতে এটিই সর্বাধিক প্রকাশ্য ও গ্রহণযোগ্য।

খিরাশী রহ. উল্লেখ করেছেন, যদি মুদ্রা অস্তিত্বহীন হওয়া এবং মুদ্রার স্বত্বাধিকারী প্রকাশিত হওয়া, এ দুই সময়ের মধ্যে মূল্যে পার্থক্য হয় তাহলে দুই সময়ের মধ্যে তুলনামূলক বেশি দূরবর্তী সময়ের দর অনুযায়ী সে মূল্য ধরতে পারবে। সুতরাং যদি কোনো মাসের শুরুতে মুদ্রার লেনদেন বন্ধ হয়ে যায় বা

[১]. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৫, পৃ. ২৪২

www.amarboi.org

মুদ্রার দর কমে যাওয়া অথবা বেড়ে যাওয়ার কারণে পরিবর্তন ঘটে এবং এর মেয়াদ মাসের শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ হয় তাহলে সে শেষের মূল্য পাবে। আর যদি এর বিপরীত ঘটনা ঘটে আর পণ্য অস্তিত্বহীন হয় মেয়াদের শেষাংশে, তাহলে সে অস্তিত্বহীন হওয়ার দিনের দর অনুযায়ী মূল্য নিতে পারবে।[১০]

মালেকী ফকীহগণের প্রসিদ্ধ মতের বিপরীত একটি দুর্লভ উক্তি রয়েছে; আর তা হলো, মুদ্রা অচল হয়ে গেলে তার মূল্য ওয়াজিব হবে। উক্তিটি আব্দুল হামিদ সায়েগ থেকে বর্ণিত এবং আশহাব রহ.-এর সাথে সম্বন্ধকৃত। উক্ত উক্তির প্রমাণ হলো, বিক্রেতা উপকারী বস্তু লাভ করার ফলে উপকারী বস্তু পরিশোধ করে। অতএব সে অপকারী বস্ত প্রাপ্ত হয়ে নির্যাতনের শিকার হতে পারে না। আর কেউ বলেছেন, ওয়াজিব হলো পরিশোধ করার দিনের দর অনুযায়ী পণ্যের মূল্য। যে মুদ্রা নিঃশেষ হয়ে গেছে তার মূল্য ওয়াজিব নয়।

আর ইমাম রাহুনী রহ. বলেছেন, এ মাযহাব অনুসারী একাধিক ব্যক্তির এবং অন্যদের স্পষ্ট ভাষ্য হচ্ছে, পূর্ববর্তী মতবিরোধটি ঐ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে প্রাচীন মুদ্রার ছাঁচের প্রচলন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে। আর যদি উক্ত মুদ্রার মূল্য কম-বেশি হওয়ার কারণে পরিবর্তন ঘটে তাহলে পূর্ববর্তী মতবিরোধ প্রযোজ্য হবে না। এরপর রাহুনী আরো বলেন, উচিত হচ্ছে এ বিষয়টি ঐ অবস্থার সাথে শর্তযুক্ত করা যে অবস্থায় এটি খুব বেশি হবে না; যেন উক্ত মুদ্রা হস্তগতকারী ঐ কব্জাকারীর মতো হয় যে বড় উপকারী কোনো কিছু হস্তগত করেনি। এর কারণ, বিরোধী ব্যক্তি যে কারণ উল্লেখ করেছে এক্ষেত্রে সে কারণ বিদ্যমান।[১১]

তৃতীয় : শাফেয়ী মাযহাব

শাফেয়ী ফকীহগণের মত হলো, ঋণ বা বিক্রয় বা অন্য কারণে দায়িত্বে থাকা মুদ্রা যদি বাদশাহ কর্তৃক অচল ঘোষিত হয়, তাহলে ঋণদাতা ব্যক্তি কেবল ঐ মুদ্রার সমপরিমাণ নিতে পারবে যা সে চুক্তির সময় ঋণ প্রদান করেছিল অথবা যার বিনিময়ে বিক্রি করেছিল। যদি মুদ্রার মূল্য কমে যায় অথবা মূল্য বেড়ে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হয়ে ঋণদাতা মুদ্রার সমপরিমাণ নিতে পারবে। এটি হচ্ছে সম্মিলিত শাফেয়ী ফকীহদের মত।

শাফেয়ী মাযহাবের ইমাম বাগাভী এবং রাফেয়ী রহ. একটি মত উল্লেখ করেছেন : বাদশাহ কর্তৃক অচল ঘোষিত মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করার পর বিক্রেতা ইচ্ছা

---

১০. আল-মুদাওয়ানা, খ. ৮, পৃ. ১৫৩; আল-খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ৫৫; হাশিয়া দুসুকী, খ. ৩, পৃ. ৪০; বুলগাতুস সালেক, খ. ২, পৃ. ২৩

১১. শারহুয যুরকানী আলা মুখতাছার খলীল ওয়া হাশিয়াতুর রাহুনী আলাইহি, খ. ৫, পৃ. ৬০।

www.amarboi.org

করলে সে বিক্রি অনুমোদন করতে পারে; ইচ্ছা করলে বিক্রি বাতিল করতে পারে; যেমনটি হয়ে থাকে হস্তগত করার পূর্বে মুদ্রা ক্রটিযুক্ত হলে।[১২]

চতুর্থ : হাম্বলী মাযহাব

হাম্বলী মাযহাবে বিধান হলো, যদি ঋণে প্রদত্ত বস্তুটি মুদ্রা হয় আর বাদশাহ তা অচল ঘোষণা করে, ফলে তার লেনদেন বর্জন করা হয়, তাহলে ঋণদাতা মুদ্রার মূল্য পাবে। উক্ত মুদ্রা গ্রহণ করতে সে বাধ্য নয়। উক্ত মুদ্রা তার হাতে মজুত থাক বা না থাক। মুদ্রা গ্রহণের দিনের দর অনুযায়ী মুদ্রার মূল্য নির্ধারণ করে তা তাকে প্রদান করবে। উক্ত মুদ্রার মূল্য কিছুটা হ্রাস পাক অথবা বৃদ্ধি পাক। আর যদি বাদশাহ উক্ত মুদ্রা অচল ঘোষণা না করে তাহলে অনুরূপ মুদ্রা ফেরত দিতে হবে। মুদ্রার মূল্য হ্রাস পাক বা মূল্য বৃদ্ধি হোক বা মূল্য পূর্বাবস্থায় থাকুক।[১৩]

—মোঃ হাবীবুর রহামন

১২. আল-উম, খ. ৩, পৃ. ৩৩ মুদ্রণ : দারুল মারিফা; কাতউল মুজাদালা, কিতাকুল হাবী, খ. ১, পৃ. ৯৭; আল-মাজমু শারহুল মুহাযযাব, খ. ৯, পৃ. ২৮২

১৩. আল-মুগনী ওয়াশ শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩৬৫, ৩৫৮; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ২৪১

www.amarboi.org

إِبْضَاعٌ : ব্যবসায়ের জন্যে পণ্য বা পুঁজির ব্যবস্থা করা

Arranging commodities or capital to do business

পরিচিতি

ইবদা' (الإِبْضَاعُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

ইবদা' (الإِبْضَاعُ) শব্দটি أَبْضَعَ ক্রিয়ার শব্দমূল। তা থেকেই الْبِضَاعَةُ (বিযা'আহ) শব্দটি এসেছে। যার অর্থ الْقِطْعَةُ مِنَ الْمَالِ 'পণ্যের অংশ' কিংবা هِيَ طَائِفَةٌ مِنَ الْمَالِ تُبْعَثُ لِلتِّجَارَةِ "ব্যবসায়িক কাজে নিয়োজিত পণ্য।" বলা হয় : أَبْضَعَهُ الْبِضَاعَةَ অর্থাৎ সে ব্যবসায়িক কাজে পণ্য প্রদান করল।

ফকীহগণের পরিভাষায় ইবদা' (الإِبْضَاعُ) বলা হয় কোনো ব্যক্তি কোনো ব্যবসায়ীকে স্বেচ্ছাশ্রমে ব্যবসা করার জন্যে পণ্য প্রদান করা। তাতে পুরো মুনাফা মালিক পাবে, ব্যবসায়ী কিছুই রাখবে না।[১]

মোদ্দাকথা হলো, স্বেচ্ছাশ্রমে সৌজন্যমূলক কারো পণ্য বিক্রি করে দেওয়া। অবশ্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ব্যবসা করে দিলেও মালেকীগণ সেটি ইবদা' (الإِبْضَاعُ) হিসেবে গণ্য করেন।

ব্যবসায়িক লক্ষ্যে ব্যবসায়ীর হাতে প্রদত্ত পণ্যকে ফকীহগণ বিযা'আহ (الْبِضَاعَةُ) বলে অভিহিত করেন; আর স্বয়ং চুক্তির জন্যে ইবদা' (الإِبْضَاعُ) শব্দ ব্যবহার করেন। তবে কখনো কখনো তারা বিযা'আহ (الْبِضَاعَةُ) শব্দ বলে চুক্তির অর্থও প্রকাশ করে থাকেন।

---

১. তুহফাতুল মুহতাজ বি শারহিল মিনহাজ, খ. ৬, পৃ. ৮৯, প্রকাশ : দারু সাদির; হাশিয়াতুর রশীদী ওয়াশ শাবরামাল্লিসী আলা নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২২৪; প্রকাশক : মুস্তফা আল-হালাবী; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৮৭, প্রকাশ : আল-জামালিয়া; হাশিয়াতুন নাজমিল মুস্তা'যাব ফি গারিবী আলফাযিল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৮৫; প্রকাশক : ঈসা আল-হালাবী; রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৭৪২; মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ১, পৃ. ৪৬০, প্রকাশ : দারুল আরুবা; আল মুকনি, খ. ২, পৃ. ১৭১, প্রকাশ : আস-সালাফিয়া; কাশশাফু ইস্তিলাহাতিল ফুনুন, খ. ১, পৃ. ১৪৬, প্রকাশ : কলিকাতা; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৮৫; আল-খিরাশী, খ. ৪, পৃ. ৪২৪-৪২৫, আল-মাতবাআতুশ শারকিয়া

www.amarboi.org

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

ক. الْقِرَاضُ (আল-কিরায)

ইরাকবাসীর দৃষ্টিতে কিরায (الْقِرَاضُ) শব্দটি মুদারাবা (الْمُضَارَبَةُ) অর্থে ব্যবহৃত হয়। মুদারাবা হলো, কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তার পুঁজি বা পণ্য প্রদান করবে এ শর্তে ব্যবসায়ে যা লাভ হবে শ্রমবিনিয়োগকারী তা থেকে নির্দিষ্ট এক অংশ পাবে।[২] কিরায বা মুদারাবায় পুঁজির মালিক এবং শ্রমবিনিয়োগকারী উভয়েরই লাভে নির্দিষ্ট অংশ থাকে, কিন্তু ইবদা'-তে অর্জিত লাভে কোনো প্রকার অংশীদারি থাকে না। বরং শ্রমদাতা ব্যবসায়িক কাজে স্বেচ্ছাশ্রম প্রদান করে। তাই এক্ষেত্রে কোনো প্রতিদান বা বিনিময়ের শর্ত থাকে না।

খ. الْقَرْضُ (আল-কর্জ) : ঋণ

কর্জ শব্দের আভিধানিক অর্থ কর্তন করা। ফকীহগণের পরিভাষায় কর্জ বলা হয় : دَفْعُ الْمَالِ إِرْفَاقًا لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ অর্থাৎ কারো উপকার বা সহমর্মিতার জন্য কাউকে এমনভাবে সম্পদ প্রদান করা যে, সম্পদগ্রহীতা তার কাজ সমাপ্তির পর দাতাকে তা ফেরত দেবে। এই প্রক্রিয়া সলফ বা সালাম ব্যবসায়েরই একটি ধরন। তাই الْقَرْضُ (কর্জ) ও سَلَفٌ (সালাফ) উভয় শব্দ দ্বারা সালাম বিক্রি কার্যকর হয়।[৩]

গ. الْوَكَالَةُ (আল-ওয়াকালা) : প্রতিনিধি নিয়োগ করা

ওয়াকালা শব্দের আভিধানিক অর্থ অর্পণ করা। ফিকহের পরিভাষায় الْوَكَالَةُ ওয়াকালা বলা হয়, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কোনো ব্যক্তিকে যে সব কাজে প্রতিনিধি নিয়োগ করা চলে সে সব ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নিয়োগ করা। যে সব ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নিয়োগ করা বৈধ সে সকল ক্ষেত্রে ওয়াকালাও বৈধ। কিন্তু ইবদা' এর ব্যতিক্রম। কারণ শুধু সেই পুঁজি বা সম্পদের সাথে সীমিত যে সম্পদ মালিক তার নিযুক্ত কোনো প্রতিনিধিকে ব্যবসার জন্য প্রদান করে। এক্ষেত্রে কর্মসম্পাদনকারী কেবল সে সম্পদে নিয়োগকর্তার প্রতিনিধিত্ব করে।

ইবদা'-এর শরয়ী বিধান

ইবদা' একটি বৈধ চুক্তি। কেননা, এতে কোনো প্রকার ধোঁকা বা প্রতারণার অবকাশ নেই। মুদারাবার মধ্যে এক প্রকার সংশয়ের অবকাশ থাকার পরও তা

---

২. আল-খিরাশী, খ. ৬, পৃ. ২০২; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫০৪, প্রকাশ : বুলাক; আসহালুল মাদারিক, খ. ২, পৃ. ৩৪৯, প্রকাশক : ঈসা আল-হালাবী; তুহফাতুল ফুকাহা, খ. ৩, পৃ. ২২

৩. কাশশাফু ইস্তিলাহাতিল ফুনূন

www.amarboi.org

বৈধ করা হয়েছে, সেই বিবেচনায় ইবদা' তে সন্দেহ-সংশয় না থাকায় তা অবশ্যই বৈধ হবে ;[৪] ইবদা' -এর চুক্তি সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে সম্পাদিত হোক কিংবা মুদারাবা চুক্তির আওতায় হোক। যেমন কোনো কর্মী অন্য কোনো কর্মীকে তার অধীনস্থ সম্পদ ইবদা' চুক্তির আওতায় ব্যবসা করার জন্যে প্রদান করলে তা বৈধ হবে। কেননা ইবদা' হলো কোনো পারিশ্রমিক ছাড়া কারো সম্পদ দিয়ে ব্যবসা করা। আর তা এমন যা মালিক পছন্দই করবে।

ইবদা'-এর শরয়ী দর্শন

ইবদা' একটি ব্যবসায়িক কর্ম।[৫] ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেক ক্ষেত্রেই এর প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। কেননা অনেক সময় সম্পদের অধিকারী ব্যক্তির সম্পদ থাকলেও হয়তো সে ব্যবসা-বাণিজ্য ভালো বুঝে না। কিংবা তার পক্ষে প্রচলিত বাজারের গতিবিধি বোঝা মুশকিল। কোনো ক্ষেত্রে এমনও হতে পারে যে, সে ব্যবসা-বাণিজ্য বুঝে ঠিকই, কিন্তু তার পক্ষে বাজারে যাওয়ার সুযোগ নেই। কখনো এমন হতে পারে যে, বাজারে গিয়ে অন্যদের মতো কেনাবেচা করা তার পক্ষে সম্ভব নয়– নারী কিংবা অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হওয়ার কারণে ; এসব কারণে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ তাদের প্রতিনিধি নিয়োগ করতে পারে।[৬] আর কোনো প্রতিদান ছাড়া প্রতিনিধি নিয়োগই হলো ইবদা'। ব্যবসায়ীদের মধ্যে ইবদা' হলো পারস্পরিক সৌহার্দ, সম্প্রীতি, পরোপকার ও ভ্রাতৃত্ববোধ শক্তিশালীকরণের একটি উপায়।

ইবদা' চুক্তি যেমন সম্পদশালী ব্যক্তির সম্পদ বৃদ্ধির উপায় হতে পারে, তেমনই তা স্বেচ্ছায় ইবদা' কর্ম সম্পাদনকারীর সম্পদ বৃদ্ধিরও উপায় হতে পারে। যেমন সম্পদ বিনিয়োগকারী স্বেচ্ছাসেবী ইবদা' কারীর সম্পদের সাথে তারও সম্পদ একত্রিত করে একটা ব্যবসায়িক লেনদেন করল। যেমন পুঁজিদাতার এক হাজারের সাথে সেও এক হাজার দিল, লাভ নিল অর্ধেক করে। তাতে পুঁজি বাড়ল, তাতে লাভও বাড়ল। তাতে কর্মীর বিশেষ উপকার সাধিত হলো।

---

৪. মুদারাবা ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা ও প্রতারণার অবকাশ তখন তৈরি হয় যখন কর্ম ও পারিশ্রমিক উভয়টি অজ্ঞাত বা অনির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু এই প্রতারণার অবকাশকে এ জন্য এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে যে, মুদারাবা বৈধ হওয়ার পক্ষে সুন্নাহ ও ইজমার আলোকে মজবুত প্রমাণ রয়েছে।

৫. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৮৭; আল-মুগনী-এর সাথে আশ-শারহুল কবীর, খ. ৫, পৃ. ১৩১, ১ম প্রকাশ, আল-মানার

৬. আল-মুগনী ওয়াশ শারহুল কবীর, খ. ৫, পৃ. ২০৩

www.amarboi.org

এক্ষেত্রে অর্ধেক বিনিয়োগকারী হিসেবে পুঁজিদাতাকে সে যেমন মুনাফা করে দিয়েছে, তদ্রূপ সে নিজেও অর্ধেক বিনিয়োগ করার কারণে পুঁজি বৃদ্ধি করতে পেরেছে, ফলে লাভেও বৃদ্ধি ঘটেছে।

ইবদা' সংঘটনের শব্দাবলি

ফকীহগণ এ কথায় একমত, যে কোনো লেনদেন ও মু'আমালার ক্ষেত্রে প্রস্তাব ও সম্মতি তথা ঈজাব ও কবুল থাকা অপরিহার্য। বিস্তারিত আলোচনা জানতে দ্রষ্টব্য عقد

ইবদা' চুক্তি সম্পাদনে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয় সে সব দুধরনের। কখনো দ্ব্যর্থহীন ভাবে ইবদা' বা বিযা'আহ বলা হতে পারে, আবার কখনো তা ইঙ্গিতপূর্ণ হতে পারে। যেমন কোনো পুঁজির অধিকারী ব্যক্তি বলল : خُذْ هَذَا الْمَالَ مُضَارَبَةً ، عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ كُلُّهُ لِي "আমার এই পরিমাণ পুঁজি তুমি মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যবসায়িক কাজে লাগাতে পারো, তবে লাভ যা হবে তা হবে একান্তই আমার।" এটি শুদ্ধ হবে কি না, তা নিয়ে ফকীহদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। হাম্বলী ফকীহগণ বলেন, এ ধরনের চুক্তি বৈধ হবে না। কারণ এই চুক্তির মধ্যে পারস্পরিক বৈপরীত্য আছে। কেননা, পুঁজিদাতার মুদারাবা শব্দ উচ্চারণ এক্ষেত্রে মুনাফা ভাগাভাগি হওয়ার দাবি করে, অথচ 'লাভ সবটুকু আমার থাকবে' কথা বলার দ্বারা লভ্যাংশে কোনো প্রকার ভাগাভাগির অবকাশ থাকল না। ফলে পুঁজিদাতার প্রস্তাব ত্রুটিপূর্ণ ও স্ববিরোধী হয়েছে ; ফলে মুদারাবা শুদ্ধ হবে না। পুঁজিদাতা মুনাফাকে মুদারাবার এক পক্ষের জন্য নির্দিষ্ট করার শর্ত করার কারণে তার এই বক্তব্য মুদারাবা ভেঙ্গে দেবে। কেননা মুদারাবা-চুক্তিতে এমন শর্তারোপের অবকাশ নেই।[৭]

তাছাড়া কোনো শব্দ যদি মৌলক্ষেত্রে সুস্পষ্ট হয়ে থাকে তা অন্যক্ষেত্রে দ্ব্যর্থবোধক বা ইঙ্গিতপূর্ণ হয় না। ফলে মুদারাবা অর্থে সুস্পষ্ট শব্দ যেমন ইবদা' বোঝায় না, তদ্রূপ তা ঋণেও রূপান্তরিত হয় না। উল্লিখিত কারণে হাম্বলীগণ এই চুক্তিকে ফাসিদ মুদারাবা বলে অভিহিত করেন।[৮]

হানাফী ফকীহগণ বলেন, এক্ষেত্রে ইবদা'-এর অর্থ পাওয়ার দরুন তা সহীহ হবে। যেমন কেউ যদি কাউকে বলে, 'আমার এই পুঁজি বা সম্পদ দিয়ে তুমি

---

৭. হাশিয়াতুর রাশীদী ওয়া শাবরামাল্লিসী আলা নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২২৪; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৮৯

৮. মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫১৮, প্রকাশ: আল-মাকতাবুল ইসলামী; আল ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ৪২৮, প্রকাশক : হামিদ আল-ফক্কী; আল-মুকনি, খ. ২, পৃ. ১৭৮; আল-মুগনী ওয়াশ শারহুল কবীর, খ. ৫, পৃ. ১৩৬; হাশিয়াতুর রাশীদী আলা নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ২২৪; হাশিয়াতুশ শিরওয়ানী আলা তুহফাতুল মুহতায, খ. ৬, পৃ. ৮৯; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৮৫

www.amarboi.org

ব্যবসা করো, তবে সম্পূর্ণ মুনাফা আমার হবে।' কেননা, চুক্তির বেলায় শব্দের অর্থই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

ইমাম মালেক রহ.-এর অধিক গ্রহণযোগ্য মতের ভিত্তিতে মালেকী ফকীহগণ মুদারাবা ব্যবসায়ে পুঁজিদাতা ও পুঁজি ব্যবহারকারী ব্যবসায়ীর মধ্যে কোনো একজনকে পুরো মুনাফা গ্রহণের শর্তারোপকে বৈধ মনে করেন। মুদাউওয়ানা গ্রন্থে এ দুজন ছাড়া অন্য কারো জন্যে মুনাফা দেওয়ার শর্তকেও বৈধ বলা হয়েছে। কেননা ইবদা' হচ্ছে একটি সৌজন্যমূলক কাজ। কিন্তু হানাফীদের মতো মালেকীগণ এ ধরনের লেনদেনকে ইবদা' হিসেবে অভিহিত করেন নাই। তারা বলেন, এখানে মুদারাবার প্রয়োগ রূপকভাবে হয়ে থাকে।[৯] এই উক্তি থেকে বোঝা যায়, এক্ষেত্রে হানাফী ও মালেকীগণ একই মত পোষণ করেন– যদিও তারা এটিকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করেন।

উপরের বর্ণনা মতে যারা এটিকে সহীহ মনে করেন, তাদের মতে পুঁজি ব্যবহারকারী কোনো প্রতিদানের অধিকারী হবে না। বরং তার শ্রম স্বেচ্ছাশ্রম হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু যারা এ ধরনের লেনদেনকে ফাসেদ মনে করেন, তাদের মতে এমন লেনদেন করলে পুঁজি ব্যবহারকারীর প্রচলিত নিয়মানুযায়ী পারিশ্রমিক প্রাপ্য হবে।

কোনো কোনো শাফেয়ী ফকীহ পুঁজি ব্যবহারকারীর অবস্থা বিবেচনা করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। পুঁজি ব্যবহারকারী যদি ইবদা'-এর বিধান সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞাত থাকে যে, ইবদা'-এর লেনদেনে পুঁজি ব্যবহারকারী পারিশ্রমিক ও মুনাফার অংশ কিছুই পায় না, এ অবস্থায় পুঁজি ব্যবহারকারী প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে। তারা এ মতটির সূত্র হিসেবে হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর উদ্ধৃতি দেন। এবং এই অজ্ঞতাকে তারা একপ্রকার অক্ষমতা হিসেবে গণ্য করেন।[১০]

মুদারাবা (الْمُضَارَبَة) শব্দের দ্বারা ইবদা' (الْإِبْضَاع) সংঘটনের বিধানাবলি

হাম্বলী ফকীহগণ বলেন, কোনো পুঁজির অধিকারী যদি কাউকে বলে, মুদারাবার ভিত্তিতে তুমি এই পুঁজি নিয়ে ব্যবসা করো, কিন্তু সম্পূর্ণ মুনাফা হবে আমার। এ

---

৯. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৮৬; আল-মুগনী ওয়াশ শারহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ১১২-১৩৭; আসহালুল মাদারিক, খ. ২, পৃ. ৩৫৪; বুলগাতুস সালিক, খ. ২, পৃ. ৩৪৯

১০. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৮৫; নিহায়াতুল মুহতাজ ওয়া হাওয়াশীহি, খ. ৫, পৃ. ২২৪; আল-খিরাশী, খ. ৪, পৃ. ৪২৫; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ২, পৃ. ২৪৯; ইবনু কাসিম আলাত তুহফা, খ. ৬, পৃ. ৮৯; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫১৮; আল-ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ৪২৮; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ১২৬

www.amarboi.org

অবস্থায় এই মুদারাবা চুক্তি সহীহ হবে না। আর বিশুদ্ধ তথ্য মতে পুঁজি ব্যবহারকারী ব্যবসায়ীর কোনো প্রকার প্রতিদানও প্রাপ্য হবে না। কেননা পুঁজি ব্যবহারকারী কোনো প্রতিদান ছাড়াই কাজ করতে সম্মত হয়েছে। ব্যাপারটি এমন যে, সে যেন কাউকে ব্যবসায়িক কাজে সহযোগিতা করল এবং প্রতিদান ছাড়াই তার প্রতিনিধিত্ব করল।[১১]

অন্য শব্দ দ্বারা ইবদা'

ইবদা' শব্দ যদি স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ নাও করা হয় তবুও যে সব শব্দ ইবদা'-এর অর্থ প্রদান করে সে সব শব্দ দ্বারাও ইবদা' কার্যকর হবে। সেই সব শব্দের মধ্যে রয়েছে, যেমন কোনো পুঁজির অধিকারী বলে, خُذْ هَذَا الْمَالَ وَاتَّجِرْ فِيهِ ، أَوْ تَصَرَّفْ فِيهِ "আমার এই পুঁজি নাও এবং ব্যবসা করো কিংবা তা কাজে লাগাও' কিংবা বলল, خُذْهُ وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِي 'এই নাও পুঁজি, কিন্তু সম্পূর্ণ লাভ হবে আমার'। এসব শব্দ উল্লেখ করলে শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে এই লেনদেন ইবদা' লেনদেন হিসেবে গণ্য হবে। কারণ, এসব শব্দ দ্বারা লেনদেনটিতে যদিও মুদারাবা, কর্জ কিংবা ইবদা' এই তিনটিরই সম্ভাবনা থাকে, তবে বিশেষভাবে 'সম্পূর্ণ মুনাফা আমার থাকবে' বলার দ্বারা ইবদা'-এর বিধান এক্ষেত্রে কার্যকর হবে।[১২] হানাফী ও মালেকীদের মূলনীতির দ্বারাও তা-ই বোঝা যায়।

অনুরূপ কোনো লোক যদি কাউকে এক হাজার টাকা দিয়ে বলে : أَضِفْ إِلَيْهِ أَلْفًا مِنْ عِنْدِكَ ، وَاتَّجِرْ فِيهِ ، وَالرِّبْحُ بَيْنَنَا نِصْفَانِ 'এর সাথে তুমি আরো এক হাজার যোগ করে ব্যবসা করো, মুনাফা তোমার আর আমার মধ্যে সমান সমান হবে,' তবে এটিও ইবদা' চুক্তি বলে গণ্য হবে।

ইবদা' ও মুদারাবা-এর সম্মিলন

কোনো পুঁজিপতি যদি কাউকে অর্ধেক পুঁজি ইবদা' আকারে এবং অর্ধেক পুঁজি মুদারাবা-এর ভিত্তিতে প্রদান করে এবং পুঁজি ব্যবহারকারী পুঁজি কব্জা করে, তবে তা জায়েয হবে এবং চুক্তি অনুযায়ী অর্ধেক মুদারাবা এবং অর্ধেক ইবদা' লেনদেন বলে গণ্য হবে। এ সময় লোকসানের ভাগ পুঁজি বিনিয়োগকারীর ভাগে পড়বে। লাভ হলে অর্ধেক মুনাফা পুঁজিদাতা পাবে, আর অর্ধেক মুনাফা দুজনের মধ্যে ভাগ হবে। কেননা, উভয় ধরনের পুঁজি একত্রিত হওয়া একত্রে মুদারাবা ও

---

১১. শারহুল মুনতাহা, খ. ২, পৃ. ৩২৮; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৬৫

১২. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৮৫; নিহায়াতুল মুহতাজ ওয়া হাওয়াশীহি, খ. ৫, পৃ. ২২৪; আল-মুগনী ও আশ-শারহুল কবীর, খ. ৫, পৃ. ১১২-১৩১; আল-মুকনি, খ. ২, পৃ. ১৭২

www.amarboi.org

ইবদা' ব্যবসায়ে কোনো বাধা প্রদান করে না, ফলে একই সাথে মুদারাবা ও ইবদা' উভয়টি করে যাওয়া সম্ভব।

লোকসানের দায় পুঁজিদাতার কাঁধে বর্তানোর কারণ হলো, ইবদাকারী ও মুদারিব-এর উপর কোনো দায় আসে না এবং ইবদা'তে মুনাফার সবটুকু পুঁজিদাতার জন্য নির্দিষ্ট থাকে বিধায় ব্যবসায় পরিচালনাকারী তাতে লাভের অংশ পায় না।[১৩]

ইবদা' সহীহ্ হওয়ার শর্তাবলি

মুদারাবা ব্যবসায়ের মধ্যে যে সকল শর্ত রয়েছে ইবদা' ব্যবসায়ের শর্তাবলি সেগুলো থেকে ভিন্ন নয়। তবে এক্ষেত্রে মুনাফা পাওয়ার শর্তগুলো কেবল ব্যতিক্রম। সেই সাথে লক্ষণীয়, যে ব্যক্তি ইবদা' ব্যবসার পুঁজি ব্যবহার করবে সে পুঁজিদাতাকে সৌজন্যমূলক ব্যবসা করে দেওয়ার যোগ্যতা রাখে কি-না সেটি বিচার্য বিষয়। এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে হলে المضاربة ভুক্তি দেখুন।[১৪]

কোন্ ধরনের ব্যক্তি ইবদা' প্রক্রিয়ায় পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে?

নিম্ন লিখিত ব্যক্তিবর্গ ইবদা' প্রক্রিয়ায় পুঁজি বিনিয়োগ করতে পারে :

ক. মালিক (المالك) : পুঁজি বা সম্পদের অধিকারী : যে কোনো ব্যক্তি তার পুঁজি বা সম্পদ ইবদা' প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগ করতে পারে। এটি প্রকৃত অবস্থা।

খ. মুদারিব (المضارب) : অন্যের পুঁজিতে যে শ্রম বিনিয়োগ করে সে ইচ্ছা করলে তার নিয়ন্ত্রিত পুঁজি অন্যকে বিযা'আহ প্রক্রিয়ায় দিতে পারে। কেননা, মুদারিবের লক্ষ্য থাকে ব্যবসায়িক মুনাফা অর্জন। আর বিযা'আহ মুনাফা অর্জনের একটি প্রক্রিয়া। মুদারিব ইচ্ছা করলে তার অধীনস্থ পুঁজি অন্যকে ইজারার ভিত্তিতে দিতে পারে; তাই বিযা'আহ্ প্রক্রিয়ায় সে স্বভাবতই বিনিয়োগ করার অধিকার পাবে। কেননা, ইজারা হলো সুনির্দিষ্ট বিনিময়ের বিপরীতে সম্পদ হস্তান্তর; আর বিযা'আহ্ কোনো বিনিময়হীন বিনিয়োগ। তাই এটি অবশ্যই বৈধ হবে।

তা ছাড়া মুদারিবের ইবদা'-এর অধিকার এ জন্য রয়েছে যে, ইবদা' মুদারাবার অন্তর্ভুক্ত। ফলে কোনো কোনো ফকীহ্-এর কাছে ইবদা' প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগের জন্য পুঁজিমালিকের অনুমতি নেওয়াও আবশ্যিক নয়। মুদারিবের জন্য ইবদা' বৈধ হওয়ার ব্যাপারটি ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতিনিধি নিয়োগ, বন্ধক রাখা কিংবা বন্ধক

---

১৩. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৮৩

১৪. কানযুদ দাকায়েক, খ. ৭, পৃ. ২৮৭-২৮৮

www.amarboi.org

দেওয়া, ইজারা দেওয়া কিংবা আমানত রাখা ইত্যাদি লেনদেনের চেয়ে আরো অধিক বৈধ একটি প্রক্রিয়া।[১৫]

গ. শারীক (الشَّرِيْكُ) : অংশীদার : অংশীদারিমূলক ব্যবসায়ে সম্পৃক্ত কোনো শরীকের ব্যবসায়ের পুঁজি ইবদা' প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগ করা জায়েয। হানাফী ও মালেকী ফকীহগণ এবং বিশুদ্ধ বর্ণনামতে হাম্বলী ফকীহগণ এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য শাফেয়ীগণ অন্য অংশীদারদের অনুমতি সাপেক্ষে বিনিয়োগে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

ইবদা' প্রক্রিয়ায় পুঁজিগ্রহণকারী এবং তার লেনদেনের শরয়ী অবস্থা

বিযা'আহ প্রক্রিয়ায় সম্পদ গ্রহণকারী হচ্ছে পুঁজিদাতার পুঁজির আমানতদার। কেননা ইবদা'-এর লেনদেন আমানতের লেনদেন। ফলে পুঁজিগ্রহণকারীর অবহেলা কিংবা সীমালঙ্ঘন ছাড়া যদি পুঁজি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তার ওপর কোনো জরিমানা বা দায় বর্তাবে না। এক্ষেত্রে সে পুঁজিদাতার প্রতিনিধি। ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রয় বিক্রয়ে সে পুঁজিদাতার স্থলাভিষিক্ত বিবেচিত হবে, যেমনটি ব্যবসা বাণিজ্যে প্রচলিত আছে। তাই পুঁজি ব্যবহারে পুঁজিদাতার বিশেষ কোনো অনুমতিরও প্রয়োজন হবে না। কিন্তু ইবদা' প্রক্রিয়ায় পুঁজিগ্রহণকারী যদি অন্য কাউকে সেই পুঁজি ইবদা' আকারে বিনিয়োগ করতে দিতে চায়, তাহলে মুদারাবা-এর ওপর তুলনা করে তাকে পুঁজিদাতার অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। সে সকল কাজেও পুঁজিদাতার অনুমতি নিতে হবে যে সকল কাজ ব্যবসায়ীদের নৈমিত্তিক কাজ বহির্ভূত। যেমন মূল পুঁজি, যা বাড়ানোর লক্ষ্যে ভিন্ন করা হয়েছে তা থেকে ধার, সাদকা, হাদিয়া ইত্যাদি প্রদানে মালিকের অনুমতি নিতে হবে।

পুঁজি ব্যবহারকারী নিজের জন্যে ইবদা'-এর পুঁজি দিয়ে কিছু ক্রয় করা

বিযা'আহ প্রক্রিয়ায় যদি কেউ কাউকে ব্যবসা করার জন্য পুঁজি দেয় তবে তা দিয়ে পুঁজি ব্যবহারকারী নিজের ব্যবসা করতে পারবে না। যেহেতু পুঁজি ব্যবহারকারী এক্ষেত্রে মুদারিবায় শ্রম বিনিয়োগকারীর অনুরূপ। কেননা মুদারাবার ক্ষেত্রে যেমন লাভের জন্য পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়, ইবদা'-এর ক্ষেত্রেও মুনাফা অর্জনই উদ্দেশ্য থাকে। তাই সে পুঁজিদাতাকে বাদ দিয়ে নিজের স্বার্থে পুঁজি ব্যবহারের অধিকার পায় না।[১৬]

---

১৫. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ৮৭; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৫, পৃ. ৩৬২, প্রকাশ : মাকতাবাতুন নাজাহ, লিবিয়া; আল-বাহরুর রায়েক, খ. ৭, পৃ. ২৬৪-২৬৭; রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৭৪২-৭৪৯

১৬. মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৫, পৃ. ২৫৫

www.amarboi.org

মালেকী ফকীহগণ এর ব্যাখ্যায় বলেন, পুঁজি ব্যবহারকারী যদি নিজের স্বার্থে ইবদা'-এর পুঁজি দিয়ে কোনো কিছু ক্রয় করে, তবে পুঁজিদাতা ইচ্ছা করলে ক্রয়কৃত পণ্য নিজেই কব্জা করে নিতে পারবে। অথবা সে এই পুঁজির দায় তার নিজের কাঁধে বর্তাবে। কেননা সে পুঁজি ব্যবহারকারীকে নির্দিষ্ট জিনিস ক্রয় কিংবা ব্যবসার জন্য পুঁজি দিয়েছে। অতএব সেই তো এ পণ্য হস্তগত করার অধিক অধিকারী। তবে এটি তখনই সম্ভব যখন পুঁজি ব্যবহারকারী সে পণ্য বিক্রির আগেই পুঁজিদাতার কব্জায় তা এসে পড়ে। কিন্তু ক্রয়কৃত পণ্য যদি নাগালের বাইরে চলে যায়, এবং সে তা বিক্রি করে দেয়, তবে এর সবটুকু মুনাফা পুঁজিদাতা পাবে। এবং এর লোকসানের দায় পুঁজির মালিকের পাশাপাশি পুঁজি ব্যবহারীর কাঁধেও বর্তাবে। পুঁজি ব্যবহারকারীর পক্ষ থেকে অনধিকারচর্চার প্রমাণ পাওয়া গেলে শাফেয়ীগণও একইমত পোষণ করেন।[17]

হাম্বলীগণ বলেন, নিজের জন্য ক্রয়কৃত পণ্যে যদি মুনাফা হয় তবে এই মুনাফা পুঁজির মালিক পাবে; আর যদি লোকসান হয় তবে অনধিকার চর্চার কারণে এর দায় পুঁজি ব্যবহারকারীর কাঁধে বর্তাবে। হানাফী ফকীহগণও একই মত পোষণ করেন।

সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়া কিংবা লোকসান হওয়া

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইবদা' লেনদেন আমানতের লেনদেন। তাই ইবদা'র সম্পদ যদি নষ্ট হয়ে যায় কিংবা ব্যবসায়ে লোকসান হয় তবে পুঁজি ব্যবহারকারীর ওপর কোনো জরিমানা ধার্য হয় না– যদি এই ধ্বংস বা ক্ষতির মধ্যে পুঁজিগ্রহীতার কোনো সীমালঙ্ঘন কিংবা অবহেলার কারণ না থাকে। তাই পুঁজি ব্যবহারকারী যদি পুঁজি ধ্বংসের কিংবা লোকসানের দাবি করে, তবে তার কথা গ্রহণ করা হবে। ফকীহগণ এও বলেছেন, পুঁজিদাতা যদি এ কথা বলেও থাকে যে, লোকসান কিংবা পুঁজি ধ্বংস হলে এর দায় তোমার, তবুও তার ওপর কোনো দায় বর্তাবে না, যেহেতু এই লেনদেনটি একটি আমানত হওয়ার দাবি করে।

ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর দুই শীর্ষস্থানীয় শাগরেদ (ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহ.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, সাধারণ শ্রমিক কোনো সম্পদ ধ্বংস হওয়ার দাবি করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। হ্যাঁ, যদি তার দাবির পক্ষে সত্যিকার কোনো সহায়ক ইঙ্গিত পাওয়া যায় তবে জরিমানার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে। যেমন কোনো ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড কিংবা সম্পদ ধ্বংসকারী চোর-ডাকাতের

---

১৭. মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৫, পৃ. ২৫৫; আল-উম্মু, খ. ৩, পৃ. ২৩৭, প্রকাশ : বুলাক; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৫৯, প্রকাশ : রিয়াদ; রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৪০৫; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৭, পৃ. ৩৪৭১; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ৫৭৭

www.amarboi.org

আক্রমণ কিংবা প্রতিহিংসা পরায়ণ কোনো শত্রুর নাশকতা। এই দুই ফকীহ বলেন, এই বিধানটি ইসতিহসান হিসাবে। কেননা বর্তমানে মানুষের মনমানসিকতা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। পেশাজীবী ও শিল্পকারখানার ক্ষেত্রে উমর রা. ও আলী রা. এমন বিধানই প্রয়োগ করেছেন। এ পর্যায়ে লক্ষণীয়, শিল্পক্ষেত্রে যন্ত্র ও কাঁচামাল শ্রমিকদের কাছে যেমন মালিকের পক্ষ থেকে আমানত হিসেবে দেওয়া হয়, তদ্রূপ ইবদা'-এর পুঁজিও ব্যবহারকারীর কাছে আমানত। ফলে বিযা'আহ-কে আমানতের সাথে তুলনা করা অপ্রাসঙ্গিক নয়।[১৮]

পুঁজি ব্যবহারকারী ও পুঁজিদাতার মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ

পুঁজিদাতা ও পুঁজি ব্যবহারকারীর মধ্যে যদি বিবাদ দেখা দেয়, পুঁজিগ্রহণকারী যদি দাবি করে, সে মুদারাবার ভিত্তিতে পুঁজি গ্রহণ করেছিল, আর পুঁজিদাতা দাবি করে, সে বিযা'আহ-এর ভিত্তিতে পুঁজি বিনিয়োগ করেছে, এ ক্ষেত্রে হানাফী, শাফেয়ী ও মালেকী ফকীহগণ বলেন, কসম করার শর্তে মালিকের দাবি গ্রহণ করা হবে। কেননা সে অস্বীকারকারী। বিষয়টি মালেকীগণ এভাবে ফয়সালা করেন, বিরোধের ক্ষেত্রে পুঁজিদাতার কর্তব্য, পুঁজিপ্রয়োগকারীকে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পারিশ্রমিক পরিশোধ করা। কিন্তু তার পারিশ্রমিকের পরিমাণ যদি গোটা পুঁজির মুনাফার অর্ধেকের চেয়ে বেশি হয়, তবে তাকে তার দাবির চেয়ে বেশি পারিশ্রমিক দেওয়া হবে না। অপর তিন মাযহাবের ফকীহগণই বলেন, মালিকের কথা গ্রহণযোগ্য হওয়ার অর্থ হলো, পুঁজি ব্যবহারকারী যে অংশ দাবি করছে সে অংশের জিম্মাদার পুঁজিদাতা হবে না।

বিষয়টির ব্যাখ্যা হলো, পুঁজিদাতা দাবি করছে, পুঁজি ব্যবহারকারী স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে পুঁজিদাতার পুঁজি দিয়ে ব্যবসা করেছে। কিন্তু ব্যবসায়ী তা এখন অস্বীকার করছে, বলছে সে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে করেনি, তাকে বাজারের রীতি অনুযায়ী পারিশ্রমিক দিতে হবে।[১৯]

পুঁজিদাতা যদি কসম করতে অস্বীকার করে তবে পুঁজি ব্যবহারকারীর বক্তব্য কসমের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে– যদি এমন পুঁজি বা সম্পদ মুদারাবা হিসেবে ব্যবহারের অবকাশ থাকে। কোনো কোনো কারাভী ফকীহ সূত্রে বর্ণিত, সেই

১৮. মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৫, পৃ. ৩৭৯; আল-মুকনি, খ. ২, পৃ. ১৭২-১৭৫; হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ৪০; আল কালয়ুবী, খ. ৩, পৃ. ৮১, প্রকাশক : ঈসা আল-হালাবী; আল -মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৮

১৯. আল-মুদাওয়ানা, খ. ১১, পৃ. ১২৭, প্রকাশ : আস-সাআদাহ; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৫, পৃ. ৩৭০; রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৭৫৩; আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ১৫৭, প্রকাশক : মুস্তাফা আল হালাবী

www.amarboi.org

সমাজে যদি ইবদা'-এর ক্ষেত্রেও পারিশ্রমিক দেওয়ার রীতি থাকে, তবে সবচেয়ে উত্তম সমাধান হলো পুঁজি ব্যবহারকারীর কথাই গ্রহণ করা হবে।

হাম্বলীদের মতে এক্ষেত্রে দুটি সমাধানের পথ আছে। প্রথমত : পুঁজি ব্যবহারকারীর কথা গ্রহণ করা হবে। কেননা সে তার নিজের জন্য কাজ করেছে। অতএব নিজের স্বার্থের ক্ষেত্রে তার কথাই ধর্তব্য হওয়া উচিত।[২০] দ্বিতীয় সমাধানের পথ হলো, উভয়ের কাছ থেকে কসম নেওয়া হবে। এবং পুঁজি ব্যবহারকারীকে মুনাফার অংশ কিংবা প্রচলিত রীতিতে পারিশ্রমিকের মধ্যে যেটির পরিমাণ কম তা দেওয়া হবে। কেননা মুনাফার অংশের চেয়ে বেশি সে প্রত্যাশা করতে পারে না। তাই এর বেশি সে পাবে না। প্রচলিত পারিশ্রমিক যদি মুনাফার অংশ থেকে কম হয় তবে প্রমাণিত হবে এটি মুদারাবা নয়। ফলে তার জন্যে বাজারের রীতি অনুযায়ী পারিশ্রমিক নির্ধারিত হবে। আর অবশিষ্ট মুনাফার মালিক হবে পুঁজিদাতা। কারণ, লাভ পুঁজির অনুগামী।[২১]

কোনো কোনো ফকীহ্ এই অবস্থাকে প্রমাণের বৈপরীত্য আখ্যা দিয়ে বলেন, বিবদমান পক্ষের উভয়ই যদি নিজের পক্ষে দাবি ও প্রমাণ পেশ করে, তাহলে একজনের উপস্থাপিত প্রমাণ অন্যটির সাথে সাংঘর্ষিক বলে সাব্যস্ত হবে, এ অবস্থায় মুনাফা উভয়ের মধ্যে সমভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে।

হাম্বলীদের বিশুদ্ধ অভিমত হলো, বস্তুত এটি দু'টি প্রমাণের বিরোধ নয়। ফলে উভয় পক্ষকে প্রতিপক্ষের দাবির বিপরীতে কসম করতে হবে এবং পুঁজি ব্যবহারকারীকে রীতি অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।

পক্ষান্তরে এমনটি হওয়া সম্ভব নয় যে, পুঁজি ব্যবহারকারী ইবদা'-এর দাবি করবে আর পুঁজিদাতা মুদারাবা-এর দাবি করবে। কেননা এমন স্বার্থবিরোধী দাবি রীতি বিরুদ্ধ। অবশ্য কোনো ব্যক্তি যদি পুঁজিদাতার প্রতি অনুগ্রহ করে এমন দাবি করে তাহলে তা ভিন্ন কথা। এক্ষেত্রে বিরোধের কোনোই অবকাশ থাকবে না।

অবস্থা যদি এমন হয় যে, পুঁজি ব্যবহারকারী মুদারাবা চুক্তির দাবি করল, আর পুঁজিদাতা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ইবদা' চুক্তির দাবি করল, (মালেকীগণ যেটি ইবদা' গণ্য করেন আর অন্যান্য ফকীহ্গণ এটিকে ইজারা সাব্যস্ত করেন), এ অবস্থায় পুঁজি ব্যবহারকারীর কথা কসম করার শর্তে গ্রহণ করা হবে। আর সে মুনাফার একটি অংশের অধিকারী হবে। কেননা এখানে লাভের সে অংশ নিয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছে যা কর্মীর জন্যে শর্ত করা হয়েছে। আর এ বিষয় নিয়ে

---

২০. আল-খিরাশী, খ. ৪, পৃ. ৪৪০; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৫, পৃ. ৩৭০

২১. আল-মুগনী ওয়াশ শারহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ১৯৫; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫৪২; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ৩৩৮

www.amarboi.org

বিরোধ দেখা দিলে কর্মীকে সত্যবাদী গণ্য করা হবে। উল্লিখিত বিরোধ যদি এমন হয় যে, মুদারাবার যে অংশ দাবি করা হয়েছে পারিশ্রমিক ঠিক সেটির সমান হয়, তাহলে এ অবস্থায় কোনো কসমের প্রয়োজন নেই। এর কারণ, এক্ষেত্রে মূলত উভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, শুধু শব্দের পার্থক্য, যা কারো জন্যে ক্ষতির কারণ হবে না।

উল্লিখিত মাসআলা সমাধানে মালেকীগণ পাঁচটি শর্ত উল্লেখ করেছেন :[২২]

ক. মুদারাবা চুক্তি আবশ্যিক হওয়ার ক্ষেত্রে যে কাজগুলো জরুরি সেগুলো সম্পাদিত হওয়ার পর বিরোধ দেখা দেবে।

খ. যে ব্যক্তি পুঁজি ব্যবহার করেছে সে মুদারিবা চুক্তিতে ব্যবসা করতে অভ্যস্ত এবং যে পুঁজি দেওয়া হয়েছে মুদারাবা চুক্তিতে সচরাচর এ পরিমাণ পুঁজি দেওয়া হয়, এমন হতে হবে।

গ. মুদারাবার ভিত্তিতে চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার দাবিতে লাভের যে দাবি করা হয়েছে তার পরিমাণ উভয় পক্ষের সম্মত পারিশ্রমিকের চেয়ে বেশি হবে।

ঘ. মুদারাবার মুনাফা অংশ দুজনের মধ্যে সমান বা যে কোনো ভাগে বিভক্ত হবে তা যুক্তিসঙ্গত হতে হবে। এমন মনে হবে, পুঁজি ব্যবহারকারী যে পারিশ্রমিকের দাবি করছে তা বাজারমূল্য অনুযায়ী সঠিক এবং এ ধরনের লোক এই পরিমাণই দাবি করে থাকে।

ঙ. আর পুঁজিদাতার দাবি যদি প্রচলনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয়; তাহলে এ অবস্থায় সমাধানের পথ হলো :

পুঁজি ব্যবহারকারী যদি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ইবদা' চুক্তির দাবি করে আর পুঁজিদাতা সুনির্দিষ্ট লভ্যাংশের ভিত্তিতে মুদারাবা চুক্তির দাবি করে, এ অবস্থায় সমাধানে মালেকী ফকীহগণ বলেন, পুঁজি ব্যবহারকারীর দাবি গ্রহণ করা হবে। এবং উপরে যেসব শর্ত বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।[২৩]

পুঁজি ব্যবহারকারী মুদারাবা চুক্তির দাবি করে আর পুঁজিদাতা ইবদা' চুক্তি দাবি করে এবং তাদের উভয়েই একান্তে নিজের স্বার্থে অটল থাকে, তবে হাম্বলীদের মতে প্রতিপক্ষের দাবিকে অস্বীকার করার কারণে প্রত্যেকের কাছ থেকেই কসম নেওয়া হবে। কেননা প্রতিপক্ষের দাবি অস্বীকারকারীর কথা কসমের সাথে গ্রহণ করা হয়। চূড়ান্ত বিচারে পুঁজি ব্যবহারকারীকে পরিশ্রমের বিনিময়স্বরূপ

---

২২. মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫৪১

২৩. আল-খিরাশী, খ. ৪, পৃ. ৪৪০; আত-তাজ ওয়াল ইকলীল, খ. ৫, পৃ. ৩৭০; আশ-শারহুল কবীর, খ. ৩, পৃ. ৫৩৬

www.amarboi.org

পারিশ্রমিক দেওয়া হবে, আর অবশিষ্ট পুরোটাই পাবে পুঁজিদাতা। কেননা তার সম্পদে বৃদ্ধি মূল সম্পদের অনুবর্তী।[২৪]

হানাফীদের মত, এমনি ভাবে মালেকীগণ মুদারাবার অধ্যায়ে যা বলেছেন তার চাহিদা অনুসারে সমাধান হলো, কসমের শর্তে পুঁজিদাতার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে এবং পুঁজিব্যবহারকারীর প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে পুঁজিদাতার বিপক্ষে সম্পদের মালিকানা দাবি করছে, আর মালিক তা অস্বীকার করছে।[২৫]

ইবদা' চুক্তির সমাপ্তি

মুদারাবা চুক্তির সমাপ্তি যেভাবে ঘটে, ইবদা' চুক্তির সমাপ্তিও সেই একই ভাবে ঘটবে।[২৬] নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে ইবদা' চুক্তি পরিসমাপ্তির কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলো :

ক. মূল ইবদা-চুক্তি অথবা এর অনুগামী চুক্তির মেয়াদ উত্তীনের কারণে পরিসমাপ্তি ঘটা। ইবদা' যদি সুনির্দিষ্ট সময়ের জন্য করা হয় তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে। ইবদা' যদি মুদারাবা চুক্তির অনুচুক্তি হয়ে থাকে তাহলে মুদারাবা চুক্তির সমাপ্তি ঘটলে ইবদারও সমাপ্তি ঘটবে।

খ. দুপক্ষের কেউ যদি চুক্তি রহিত করে। পুঁজিদাতা যদি পুঁজি ব্যবহারকারীকে অব্যাহতি প্রদান করে কিংবা পুঁজি ব্যবহারকারী নিজেই যদি নিজেকে ইবদা' চুক্তি থেকে প্রত্যাহার করার ঘোষণা দেয়, তাহলে চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে। কেননা এই চুক্তি দুপক্ষের কারো জন্যেই অপরিহার্য ছিল না, তাই যে কোনো সময় প্রত্যাহার কিংবা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার উভয়ের থাকবে।

গ. দুপক্ষের কারো হস্তক্ষেপ কিংবা ইচ্ছা ছাড়া অন্যভাবে যদি বিষয়টির সমাপ্তি ঘটে; যেমন, দুপক্ষের কারো মৃত্যু কিংবা চুক্তি বহাল রাখার অক্ষমতা কিংবা চুক্তিক্ষেত্রের বিলীন হয়ে যাওয়ার কারণে চুক্তি কার্যকরের সম্ভাবনা না থাকে, তবে এমনিতেই চুক্তির পরিসমাপ্তি ঘটবে।

–শহীদুল ইসলাম

---

২৪. মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ৫৪২; আল-মুগনী ওয়াশ শারহুল কবীর, খ. ৫, পৃ. ১৯৬

২৫. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৭৫৩; আল-হিদায়া, খ. ৩, পৃ. ১৫৭

২৬. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১০৯; রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫১১; আল-খিরাশী, খ. ৪, পৃ. ৪৩৯; আশ-শারহুল কবীর, খ. ৩, পৃ. ৫৩৫; তুহফাতুল ফুকাহা, খ. ৩, পৃ. ৩১; জামেয়া দামেশক; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১৯; আল-মুগনী ওয়াশ শারহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ১৮৩; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩,পৃ. ৫৩৪

www.amarboi.org

www.amarboi.org

أَجَلٌ : মেয়াদ : Fixed period

পরিচিতি

আজাল (أَجَل)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

আজাল (أَجَل) শব্দটি بَاب سَمِعَ -এর মাসদার। বলা হয় : أجل الشيْءُ أجلا "বিষয়টি বিলম্বিত হলো, মুলতবি ও স্থগিত হলো।" أجَّلْتُهُ تأجيلا "আমি তাকে সময় নির্ধারণ করে দিলাম।" أجل الشَّيْءِ "কোনো কিছুর নির্ধারিত সময়, মেয়াদ।" ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আজাল-এর অর্থ জীবনের শেষ সময় বা মৃত্যুও হয়ে থাকে। বহুবচন آجَالٌ (আ-জাল) যখন فَاعِل ওযনে الأجل গঠন করা হয় তার অর্থ হয় : বিলম্বিত, স্থগিত, পরে আগত; যা العَاجِل -এর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে।[১]

কুরআন কারীমে বিভিন্ন অর্থে আজাল শব্দের ব্যবহার

কুরআনে কারীমে أجل শব্দটি বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে : জীবনের শেষ মুহূর্ত বা মৃত্যু অর্থে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ

"প্রত্যেক জাতির রয়েছে মৃত্যুর নির্ধারিত সময়। যখন তাদের সে সময় আসবে তারা মুহূর্তকাল বিলম্বও করতে পারবে না, তাড়াতাড়িও করতে পারবে না।"[২]

কোনো কাজ সম্পাদন বা কোনো চুক্তির বাধ্যকতা নিরূপণে বেঁধে দেওয়া সময়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"হে মুমিনরা! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্যে ঋণের চুক্তি করো তা লিখে রেখো।"[৩]

মেয়াদ, সময়। আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى

"আমি যা ইচ্ছা করি তা মাতৃগর্ভে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত স্থির রাখি।"[৪]

---

১. আল-কামূস ও আল-মিসবাহুল মুনীর, مادة– اجل

২. সূরা আরাফ, আয়াত ৩৪

৩. সূরা বাকারা, আয়াত ২৮২

৪. সূরা হজ্জ, আয়াত ৫

www.amarboi.org

শরীয়তের পরিভাষায়

আজাল (أَجَل) হচ্ছে কোনো বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত ভবিষ্যৎ মেয়াদ। হয়তো তা কোনো দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের মেয়াদ অথবা কোনো প্রয়োজন পূরণের মেয়াদ। এই মেয়াদ হয়তো শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত অথবা বিচার-বিভাগ কর্তৃক/বিচারক কর্তৃক নির্ধারিত অথবা দায়িত্ব পালনকারী এক বা একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত হতে পারে।

এভাবে এ আলোচনায় জানা গেল, মেয়াদ মোট তিন প্রকার :

১. শরীয়ত নির্ধারিত মেয়াদ : শরীয়ত কোনো বিধানের সীমা নির্ধারণ করে তার সময়সীমা বেঁধে দিলে তা এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন : ইদ্দত।

২. বিচারক কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ : বিচারক তার বিচারকার্যের সাথে সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে সময় নির্ধারণ করে দিলে তা এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন : আসামী বা সাক্ষী উপস্থিত হওয়ার সময় বেঁধে দেওয়া।

৩. সমঝোতার ভিত্তিতে মেয়াদ : দায়িত্ব পালনকারী তার দায়িত্ব পালনের জন্যে কোনো ভবিষ্যৎ সময় নির্ধারণ করে নেওয়া, একে আজালুত ইযাফাহ্ (أَجَل الإِضَافَة) বলে। অথবা দায়িত্ব পালন ও প্রয়োজন পূরণের সমাপ্তি বোঝাতে মেয়াদ নির্ধারণ করা। একে আজালুত তাওকীত (أَجَل التَّوْقِيت) বলে। এক্ষেত্রে একক ইচ্ছায় যেমন মেয়াদ নির্ধারিত হতে পারে, তেমনি যৌথভাবেও হতে পারে।[৫]

আজাল বা মেয়াদের বৈশিষ্ট্য

ক. মেয়াদ হবে ভবিষ্যৎকাল, তাই তাতে সর্বদা ভবিষ্যৎকালের উল্লেখ থাকবে।

খ. মেয়াদ হচ্ছে এমন বিষয় যা অবশ্যই ঘটবে।[৬] এটি সময়ের এক বৈশিষ্ট্য বটে। এ বিষয়টি প্রমাণিত করতে কামাল ইবনে হুমাম বলেন : কোনো বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকার ভিত্তিতে তার বিধান (যেমন : মূল্য বা পণ্য হস্তান্তর করা), নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা যাবে। সময় হচ্ছে বাস্তব অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত এক আবশ্যক বিষয়। তাই কোনো বিষয়কে সময়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হলে তাকে তার বাস্তব অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত করা হবে।[৭]

---

৫. ফকীহদের এ শব্দগুলোর ব্যবহার অনুসন্ধান করে এ প্রকারগুলো এবং সেগুলোর সংজ্ঞা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৬. এ জন্যে এটি শর্ত থেকে ভিন্ন, যেহেতু শর্ত হচ্ছে এমন বিষয় যা ঘটতেও পারে, নাও ঘটতে পারে।

৭. আল্লামা সুয়ূতী কৃত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩২৭; ইবনে নুজাইম কৃত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩৫৬; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ১, পৃ. ১৮১; কামাল ইবনে

www.amarboi.org

গ. মেয়াদ হচ্ছে লেনদেনের মূল বিষয় থেকে অতিরিক্ত বিষয়। এ কথাটি সাব্যস্ত হয় এভাবে, কখনো চুক্তির সকল কাজ তাৎক্ষণিকভাবে সম্পন্ন হয় এবং লেনদেন পরবর্তী বিধানগুলো তাতে আপতিত হয় কাজটি সম্পন্ন হওয়ামাত্রই, তাতে কোনো বিলম্বিত মেয়াদ থাকে না। কখনো আবার মেয়াদ থাকেও। যেমন ঋণের মেয়াদ, সালাম পদ্ধতির বিক্রিতে পণ্য বুঝিয়ে দেওয়ার মেয়াদ বা চুক্তি পরবর্তী কাজগুলো যেখানে বিলম্বিত করার অনুমতি রয়েছে সেখানে থাকা মেয়াদ।

সারাখসী ও কাসানী যা বলেছেন, তার মর্ম হচ্ছে : মেয়াদ এমন একটি বিষয় যা বিক্রয়চুক্তির কোনো আবশ্যক চাহিদা নয়। এটি কিয়াসের বিপরীত হলেও শুধু ঋণগ্রস্তের উপকার বিবেচনা করে শরীয়ত এর অনুমোদন দিয়েছে।[৮]

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

ক. التعليق (আত-তা'লীক) : ঝুলিয়ে রাখা, সম্পৃক্ত বা শর্তযুক্ত করা

এর শাব্দিক অর্থ : এক বিষয়ের সাথে অপর বিষয়ের সম্পৃক্তি। শরীয়তের পরিভাষায় : কোনো অস্তিত্বহীন বিষয় (শর্ত) অস্তিত্ব লাভ করার সাথে কোনো কাজের ফলাফল (জাযা) সম্পৃক্ত করা।

তালীক ও আজাল -এ দুয়ে পার্থক্য : তা'লীক বা শর্তারোপ শর্তযুক্ত বিষয়টিকে তাৎক্ষণিক শরয়ী কোনো বিধানের কারণ ও নিমিত্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে (অর্থাৎ শর্ত প্রদান না করলে বিধান তাৎক্ষণিক কার্যকর হতো, শর্তযুক্ত করায় তা বিলম্বিত হয়)। অপরদিকে আজাল বা মেয়াদ আসে কোনো কাজের বিলম্বিত সময়সীমা বোঝাতে, কোনো কাজের কারণ বা উদ্দেশ্যের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

খ. الإضافة (আল-ইযাফাহ) : সংযুক্তি, মিলানো, সম্পর্কযুক্ত করা

এর শাব্দিক অর্থ : এক বস্তুর সাথে অপর বস্তুর যে কোনো সম্পর্ক ও সংযুক্তি। শরীয়তের পরিভাষায় : কোনো কাজের পরবর্তী বিধানে বিলম্বিত মেয়াদ নির্ধারণ করা, কথা বলার সময় থেকে ভবিষ্যৎকালের সে সময় পর্যন্ত, যা কর্ম সম্পাদনকারী শর্তের শব্দ ব্যবহার না করে নির্ধারণ করে।

ইযাফাহ ও আজাল-এ দুটোতে পার্থক্য : ইযাফতে দুটো বিষয় একত্রে বিদ্যমান : ১. কোনো কাজ এবং ২. তার সময়। আজাল হচ্ছে নির্ধারিত সময় বা মেয়াদ। তাতে কখনো কোনো কাজ সম্পাদিত হয়, আবার কখনো কোনো কাজ সম্পাদিত হয় না। এর বিপরীতে ইযাফতে কাজ ও সময় উভয়টি একত্রে পাওয়া যায়।

হুমাম-এর কিতাবুত তাহরীর-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ মুহাম্মদ আমীন কৃত তাইসীরুত তাহরীর, খ. ১, পৃ. ১২৯, প্রকাশক : হালাবী, ১৩৫০ হিঃ

৮. আল-মাবসূত, খ. ১৩, পৃ. ২৪; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৫, পৃ. ১৭৪

www.amarboi.org

তাই বলা হয়, প্রত্যেক ইযাফতে আজাল রয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক আজালে ইযাফত পাওয়া যায় না।[৯]

গ. التَّوْقِيتُ (আত-তাওকীত) : সময় নির্ধারণ, সময় বেঁধে দেওয়া

এর শাব্দিক অর্থ : কোনো কাজের জন্যে সময় নির্ধারণ। শরীয়তের পরিভাষায় : শরীয়তের কোনো বিধান বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত হলেও তার ব্যাপ্তি ভবিষ্যৎ নির্ধারিত সময় পর্যন্ত দীর্ঘায়িত করা।

তাওকীত ও আজাল এ দুটিতে পার্থক্য : আজাল হচ্ছে ভবিষ্যৎ সময় যা কোনো কাজের বিলম্বিত মেয়াদ বর্ণনা করে। তাওকীত হচ্ছে কোনো কাজের সময় নির্ধারণ করা।[১০]

ঘ. الْمُدَّةُ (আল-মুদ্দাত) : মেয়াদ, সময় [১১]

ইসলামী ফিকহ্গ্রন্থ অধ্যয়নে চার প্রকার মুদ্দত বা মেয়াদের উল্লেখ পাওয়া যায়:

১. মুদ্দাতুল ইযাফাহ (مُدَّةُ الإِضَافَة);

২. মুদ্দাতুত তাওকীত (مُدَّةُ التَّوْقِيت);

৩. মুদ্দাতুত তানজীম (مُدَّةُ التَّنْجِيم) ও

৪. মুদ্দাতুল ইসতি'জাল (مُدَّةُ الاِسْتِعْجَال)।

নিম্নে প্রতিটির বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে :

১. মুদ্দাতুল ইযাফাহ (مُدَّةُ الإِضَافَة) : সম্পর্কিত বস্তুর মেয়াদ

ভবিষ্যৎ যে মেয়াদের সাথে কোনো চুক্তির পরবর্তী কর্ম বাস্তবায়নের সূচনা সম্পর্কিত থাকে অথবা সালাম বিক্রি সম্পন্ন হওয়ার পর মূল বস্তু বুঝিয়ে দেওয়া বা ঋণগ্রহণের ক্ষেত্রে তার বদল বুঝিয়ে দেওয়া সম্পর্কিত থাকে তা মুদ্দাতুল ইযাফাহ বলে অভিহিত হয়।

প্রথমটির উদাহরণ : কেউ অপর কাউকে বলল, যখন ঈদুল আজহা আসবে, আমার কুরবানীর জন্তু কেনার দায়িত্ব আমি আপনাকে দিলাম। এখানে কাউকে উকিল বা প্রতিনিধি বানানোর বিষয়টি ভবিষ্যৎকালের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটি অধিকাংশ ফকীহের মতে জায়েয।[১২]

---

৯. ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ৬১

১০. আল্লামা থানভী কৃত কাশশাফু ইসতিলাহাতিল ফুনূন, খ. ১, পৃ. ৮৩; আল-কুল্লিয়্যাত, খ. ২, পৃ. ১০৩; আল-মিসবাহুল মুনীর, وقت-مادہ

১১. বিভিন্ন ফিকহ্গ্রন্থের مدة সম্পর্কিত আলোচনা।

১২. এ সম্পর্কিত আলোচনা الْعُقُود الْمُضَافَة -এর আওতায় আসছে। এটি যথাযথ ও জায়েয হওয়ার মত ব্যক্ত করেছেন একযোগে হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহবৃন্দ।

www.amarboi.org

দ্বিতীয়টির উদাহরণ : সালাম পদ্ধতিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্য বুঝিয়ে দেওয়া হবে ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট সময়ে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে বলেছেন :

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"কেউ যদি কারো সাথে সালাম পদ্ধতিতে বেচাকেনা করে তবে তাতে যেন সময় নির্ধারণ করে পরিমাণ বা ওজন নির্ধারণ করে নেয়।"[১৩]

তৃতীয়টির উদাহরণ : কেউ যদি মূল্য পরে পরিশোধের কথায় কিছু বিক্রি করে তবে তা জায়েয ও সঠিক হবে। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"হে মুমেনেরা! যদি তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের লেনদেন করো তবে তা লিখে রেখো"।[১৪]

২. মুদ্দাতুত তাওকীত (مُدَّةُ التَّوْقِيت) : প্রতিশ্রুত বা ঠিকা কাজের সময়

মুদ্দাতুত তাওকীত (مُدَّةُ التَّوْقِيت) হচ্ছে প্রতিশ্রুত কোনো কাজ শুরু করে কাজটি শেষ হওয়া পর্যন্ত ভবিষ্যত সময়। যেমন : নগদ প্রদেয় অর্থের বিপরীতে সম্পাদিত চুক্তি। যথা : ভাড়া। ভাড়ার দুটি অবস্থা : **এক.** নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভাড়া নেওয়া এবং **দুই.** নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন হওয়ার ভিত্তিতে ভাড়া নেওয়া। এক্ষেত্রে কাজটি হয়ে গেলে ভাড়ার চুক্তি শেষ হয়ে যায়।[১৫] এ উভয় ক্ষেত্রে ভাড়া নেওয়ার সময়টুকু মেয়াদ বলে গণ্য হবে।

এ আলোচনার মূল নবী স.-এর হাদীস, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের নেতৃত্বের আলোচনায় বলেছিলেন, امیرکم زید فان قتل فجعفر فان قتل فعبد الله بن رواحة "তোমাদের নেতা হচ্ছে যায়েদ, সে নিহত হলে জাফর, সে নিহত হলে আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা।" ইমাম বুখারী আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর সূত্রে হাদীসটি নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন, امر النبی صلی الله علیه وسلم ف غزوة موتة زید بن حارثة فقال : ان قتل زید فجعفر الخ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুতার যুদ্ধে যায়েদ ইবনে হারেছা রা.-কে দলপতি নিয়োগ দিয়ে বলেন, যদি যায়েদ নিহত হয় তাহলে জাফর. ....। জামউল ফাওয়ায়েদ, খ. ২, পৃ. ১৩৬

১৩. এ সম্পর্কে 'ভবিষ্যৎকালের সাথে কোনো বস্তু সম্পর্কিত করা'-এ প্রকারের আওতায় বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। এখানে যে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে তা বুখারী, মুসলিম, নাসায়ী, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ সহ মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে। আল ফাতহুল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ১৬০

১৪. সূরা বাকারা, আয়াত ২৮২

১৫. যে সকল চুক্তি সময় নির্ধারণ করা ব্যতীত সহীহ হয় না সে সবের প্রথম প্রকারে অচিরেই এর আলোচনা আসছে।

www.amarboi.org

এভাবে ভাড়ার বৈধতা আল্লাহ তাআলার বাণী দ্বারা সাব্যস্ত হয়। তিনি মুসা আ. এবং তাঁর শ্বশুরের আলাপচারিতা উল্লেখ করেছেন :

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

"সে মুসাকে বলল, আমি আমার এ দু মেয়ের একজনকে তোমার সাথে বিয়ে দিতে চাই, এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার কাজ করবে। যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তবে তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ চান তো তুমি আমাকে সদাচরণকারী পাবে। মুসা বলল, আপনার ও আমার মধ্যে এই চুক্তিই রইল। এই দুটি মেয়াদের কোনো একটি আমি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকবে না। (অর্থাৎ কোনো অভিযোগ আপত্তি করবেন না।) আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ তাআলা তাতে সাক্ষী রয়েছেন।"[১৬]

উপরিউক্ত আয়াতে ওয়াক্ত (الوَقْت) বোঝাতে আজাল (الأَجَل) শব্দ এসেছে। অভিধান ও আরবী ভাষার প্রচলনেও একটির সাথে অপরটির সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। যেহেতু তাজীল (التَّأْجِيل)-এর অর্থ : সময় নির্ধারণ এবং তাওকীত (التَّوْقِيت)-এর অর্থ : বিভিন্ন সময় নির্ধারণ। আরো বলা হয় : وَقَّتَهُ لِيَوْمِ كَذَا تَوْقِيتًا যেমন বলা হয় : أَجَّلَ এ উভয় বাক্যের অর্থ : সে তার জন্যে অমুক দিন নির্ধারণ করেছে।[১৭]

৩. মুদ্দাতুত তানজীম (مُدَّةُ التَّنْجِيم) : কিস্তির সময় [১৮]

মুখতারুস সিহাহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, নাজম (النَّجْمُ) শব্দের অর্থ নির্ধারিত সময়। নির্ধারিত সময়ে তারকারাজি পর্যবেক্ষণ করার দরুন জ্যোতির্বিদকে মুনাজ্জিম (الْمُنَجِّمُ) বলা হয়। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বলা হয় : نَجَّمَ الْمَالَ تَنْجِيمًا "সে এটি কিস্তি আকারে কিনেছে, সে কিস্তি আকারে মালের মূল্য আদায় করেছে।"

তানজীম (التَّنْجِيم)-এর পারিভাষিক পরিচিতি : নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করে এক বা একাধিক কিস্তি আদায় করা।[১৯] এর অপর অর্থ : যে মাল কিস্তি আকারে বেচাকেনা করা হয়। তাতে প্রতিটি কিস্তি কত টাকা, কতদিন পরপর

---

১৬. সূরা কাসাস, আয়াত ২৭-২৮

১৭. মুখতারুস সিহাহ ও আল-কামূসুল মুহীত, مادة-اجل এবং وقت

১৮. تنجيم-এর বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৯. আশ-শারহুল কাবীর এর টীকা; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৩৪৬

www.amarboi.org

প্রদেয় ইত্যাদি সব উভয়পক্ষের জানা থাকতে হবে।[২০] এভাবে সাব্যস্ত হলো, তানজীম হচ্ছে বিলম্বিত ঋণের মেয়াদ, যার এক অংশ আদায় করার পর নির্ধারিত সময় পরে আবার ঋণের অপর অংশ আদায় করতে হয়।

যে সকল ক্ষেত্রে কিস্তির প্রয়োগ রয়েছে

১. দাইনুল কিতাবাহ (دَيْنُ الْكِتَابَةِ) : কিতাবাতের টাকা পরিশোধ :

কিতাবাতের টাকা কিস্তি আকারে আদায় করা যাবে, এ কথায় সকল ফকীহ্ একমত। কিতাবাত-এর অর্থ : মনিব ও ক্রীতদাস এ কথায় একমত হওয়া, কিস্তিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ক্রীতদাস তার মনিবের হাতে তুলে দেওয়ার বিনিময়ে এখন থেকেই সে আর্থিক কাজকর্মে স্বাধীনভাবে ক্ষমতা প্রকাশ করতে পারবে এবং সবগুলো কিস্তি পরিশোধ করলে পরিপূর্ণ মুক্ত ও স্বাধীন হয়ে যাবে।

কিতাবাতের অর্থ কিস্তি আকারে প্রদান করা জরুরি কি-না, তা নিয়ে সামান্য মতপার্থক্য রয়েছে। মালেকী মাযহাবের যে মতটি প্রবল এবং সেই সাথে যা শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের অভিমত, কিতাবাত কিস্তি আকারেই প্রদেয় হবে। এ সম্পর্কে বিলম্বিত ঋণের বর্ণনায় আলোচনা করা হবে, যেহেতু ইসলামী ফিকহ্ কিস্তি আকারে প্রদান করাকে মেয়াদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত গণ্য করেছে।

২. আদ-দিয়াতু ফিল কতাল শিবহিল আসদ ওয়ালা খাতা (الدِّيَةُ فِي الْقَتْلِ شِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ) : দিয়াত বা রক্তমূল্য প্রদান :

কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, হত্যাকাণ্ডে সাধারণত যা ব্যবহৃত হয় তা ভিন্ন অন্য কিছুর দ্বারা আঘাত করে অথবা ভুলবশত কাউকে যদি হত্যা করা হয়, তাহলে খুনের বদলা খুন করা হয় না। বরং এক্ষেত্রে যা বিধান তা হলো, হত্যাকারীর আত্মীয়-পরিজন রক্তমূল্য কিস্তি আকারে মোট তিন বছরে প্রদান করবে, প্রতি বছর এক-তৃতীয়াংশ করে পরিশোধ করতে হবে। এ কথাগুলোতে হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী সকল মাযহাবের আলেমগণ একমত।

৩. উজরাহ্ (الأُجْرَةُ) : পারিশ্রমিক প্রদান :

আল-মুগনী গ্রন্থে লেখা হয়েছে : যদি মজুরের সাথে শর্ত করা হয় তাকে ভবিষ্যৎ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে, তাহলে সে পর্যন্ত সময় দীর্ঘায়িত হবে। যদি কিস্তি আকারে তা প্রদানের সিদ্ধান্তে উভয়ে একমত হয়, তাহলে তা বৈধ ও জায়েয হবে। যেহেতু কোনো জিনিস বিক্রি করা নগদ মূল্যে হতে পারে, বাকীতেও সম্ভব। তেমনিভাবে কোনো জিনিস ভাড়া দেওয়াও নগদ অর্থে বা বাকীতে সম্পন্ন হতে পারে। ভাড়া দেওয়ার ন্যায় মজুরিও নগদ

---

২০. কাশশাফুল কিনা', খ. ৪, পৃ. ৫৩৯

www.amarboi.org

হতে পারে, হতে পারে বাকী এবং যা বাকী তাতে কিস্তির বিভক্তি ও বণ্টনও হতে পারে।[২১]

৪. মুদ্দাতুল ইসতিজাল (مُدَّةُ الاِسْتِعْجَال) : শীঘ্র পাওয়ার লক্ষ্যে মেয়াদ নির্ধারণ

মুদ্দাতুল ইসতিজাল (مُدَّةُ الاِسْتِعْجَال)-এর অর্থ : চুক্তি ও লেনদেন পরবর্তী প্রভাব প্রতিক্রিয়া শীঘ্র লাভ করার লক্ষ্যে চুক্তিতে উল্লেখকৃত সময়। চুক্তির পরবর্তী ফল শীঘ্র লাভ করা সকলেরই কাঙ্ক্ষিত বিষয়। তাই ফকীহগণ বিষয়টি ইজারা বা ভাড়ার আলোচনার আওতায় উল্লেখ করেছেন। তারা বলেছেন, ইজারা হচ্ছে দু প্রকার : **এক.** কোনো সময় নির্ধারণ করে সে সময় পর্যন্ত চুক্তি এবং **দুই.** নির্দিষ্ট কোনো কাজের ভিত্তিতে চুক্তি।

যখন সময় নির্ধারণ করা হবে তখন কাজের পরিমাণ নির্ধারণ করা জায়েয হবে না, এটি ইমাম আবু হানিফা রহ. এবং শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের অভিমত। তারা বলেন : সময় ও কাজ উভয়টি নির্ধারণ করা হলে তা ইজারাতে ঝুঁকি ও আশঙ্কা বৃদ্ধি করে। কেননা, এমন হতে পারে মজুর সময় শেষ হওয়ার আগেই নির্ধারিত কাজ শেষ করে ফেলবে। এরপর যদি সময় বাকী থাকার প্রেক্ষিতে তাকে আরো কাজ দেওয়া হয়, তাহলে তা হবে চুক্তির উল্লেখ থেকে অতিরিক্ত– যা মোটেই সঙ্গত হবে না। আর যদি তখন কোনো কাজ না করে বসে থাকে, তাহলে নির্ধারিত সময়ের কিছু সময় সে থাকবে কর্মবিহীন– তাও সঙ্গত নয়। আবার কখনো এমন হবে, নির্ধারিত সময়ে সে সেই নির্ধারিত কাজ শেষ করতে পারবে না। কাজ শেষ করতে গেলে তাকে নির্ধারিত সময়ের বাইরেও কাজ করতে হবে। আর যদি নির্ধারিত সময়ের পর আর কাজ না করে তাহলে যতটুকু কাজ করার চুক্তি হয়েছিল তা সম্পন্ন হবে না। এভাবে বিভিন্ন ঝুঁকির উদ্ভব হবে, যা থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব। সময় ও কাজ উভয়টিকে নির্ধারণ না করলেই আর এ ঝুঁকিতে পড়ার ভয় থাকে না। তাই এ দুটো বিষয় একই সাথে নির্ধারণ ও নির্দিষ্ট করা হবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. বলেন, এটি ইমাম আহমদ রহ.-এরও একটি মত : সময় নির্ধারণের সাথে সাথে কাজের পরিমাণও নির্ধারণ করা জায়েয। তারা বলেন, মূল চুক্তিটা হচ্ছে কাজের। সময় মূল চুক্তির অংশ নয়; তা তো কেবল কাজ যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পাওয়ার জন্যে নির্ধারণ করা হয়। তাই সময় নির্দিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে কাজও নির্ধারিত হতে পারে। তাদের মত অনুসারে যদি মজুর নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কাজ শেষ করে ফেলে, তবে তার ওপর এ

---

২১. আশ-শারহুল কাবীর ও আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ১৬

www.amarboi.org

সময়ে অন্য কোনো কাজ চাপানো হবে না। নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই কাজ শেষ করার বিষয়টি যেন নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ঋণ পরিশোধ করা। এটি আপত্তিজনক নয়, বরং প্রশংসনীয়। তেমনিভাবে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কাজ শেষ করা আপত্তিজনক কোনো বিষয় নয়, বরং তা পছন্দের ও প্রশংসার বিষয়। যদি কাজ শেষ করার পূর্বে মেয়াদ শেষ হয়ে যায় অর্থাৎ মেয়াদের শেষ পর্যন্ত সে কাজ শেষ করতে পারেনি, তাহলে যে লোক তাকে কাজে নিয়োগ করেছে তার ইজারা ভেঙ্গে ফেলার অধিকার রয়েছে, যেহেতু মজুর তার সাথে যে অঙ্গীকার করেছিল তা পূর্ণ করে নাই। যদি ইজারাদার কাজ শেষ না হলেও ইজারা বহাল রাখে তবে (এটি তার উদারতা)। কিন্তু এ উদারতার সুযোগ নিয়ে মজুর সে ইজারা ভাঙ্গতে পারবে না। যেহেতু ইজারাতে যা ত্রুটি হয়েছে তা তার পক্ষ থেকেই হয়েছে। তাই একে বাহানা করে সে এটি ভাঙ্গতে পারবে না।
উপরিউক্ত মাসআলার সাথে আলোচিত অপর একটি মাসআলা হচ্ছে, সালাম বিক্রিতে যথাসময়ে পণ্য প্রদান করতে না পারা। যদি বিক্রেতা এ জন্যে যে সময় নির্ধারণ করেছিল সে সময়েই তা দিতে না পারে, তাহলে তার এ চুক্তিটি বাতিল করার অধিকার আছে। ক্রেতা তো অবশ্যই তা ভেঙ্গে দিতে পারবে।

যদি ইজারাদার চুক্তিটি বহাল রাখে তাহলে মজুরের নিকট কেবল তার কাঙ্ক্ষিত ও শর্তকৃত কাজটুকুই তলব করবে, এর অধিক নয়। যেমন সালাম বিক্রিতে যথাসময়ে পণ্য না দেওয়ার পরও যদি ক্রেতা তা বহাল রাখে, তবে কেবল তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটুকুই তলব করতে পারবে, এর অধিক পারবে না।

যদি সময়মতো কাজ শেষ না করার প্রেক্ষিতে ইজারাদার চুক্তি বাতিল করে দেয়, তাহলে দেখতে হবে মজুর এ কাজের কোন্ পর্যায়ে রয়েছে। যদি দেখা যায়, সে মোটে কাজ করেনি; তাহলে কাজ ও পারিশ্রমিক সবই বাদ পড়বে। যদি কিছু কাজ করার পর চুক্তি বাতিল করা হয়, তাহলে যতটুকু কাজ করেছে তার যথাযথ মূল্যায়ন করে পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে বিচার্য এটিই। অনেক চুক্তি ও লেনদেন অসম্পূর্ণ অবস্থায় ভেঙ্গে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে যথাযথ মূল্যায়ন করে কৃতকাজের পারিশ্রমিক প্রদান বাঞ্ছনীয়।[২২]

মেয়াদের বিভিন্ন প্রকার

উৎস হিসাবে মেয়াদ তিন প্রকার :

১. أجل شرعي (আজাল শরয়ী)
২. أجل قضائي (আজাল কাযায়ী)ও

---

২২. প্রাগুক্ত

www.amarboi.org

৩. أجل اتفاقي (আজাল ইতিফাকী)
নিম্নে প্রতিটি প্রকারের বিস্তারিত বিবরণ আলোচনা করা হচ্ছে :

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল-আজালুশ শরয়ী (الأجل الشرعي) : শরীয়ত নির্ধারিত মেয়াদ

আল্লাহ তাআলা শরীয়তের নিয়মনীতি বর্ণনায় বিভিন্ন বিধানে বিভিন্ন মেয়াদ বর্ণনা করেছেন তাকে আজাল শরয়ী (أجل شرعي) বা শরীয়ত নির্ধারিত মেয়াদ বলে। যেমন : গর্ভের মেয়াদ, দুধ পান করানোর মেয়াদ, ইদ্দতকাল ইত্যাদি।

খিয়ারে শর্ত-এর মেয়াদ (مُدَّةُ خِيَارِ الشَّرْطِ)[২৩]
ক্রেতা বা বিক্রেতা বেচাকেনার সময় চূড়ান্ত সম্মতি জ্ঞাপন করতে কিছু সময় নিতে পারে, চিন্তাভাবনা করার জন্যে এমন সুযোগ প্রদান করা হবে। একে খিয়ারে শর্ত বলে। খিয়ারে শর্ত জায়েয, এ কথায় সকলেই একমত।[২৪]

কিন্তু তা কত দিন? এ বিষয়ে ফকীহদের মাঝে মতপার্থক্য হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা, যুফার রহ. এবং শাফেয়ী আলেমদের এ সম্পর্কে মত হচ্ছে, খিয়ারে শর্ত যেমন বিক্রেতা নিতে পারে, ক্রেতাও নিতে পারে, একইসাথে উভয়েও নিতে পারে। তবে তা হতে হবে তিন দিন বা তার কম সময়। তারা দলিল হিসাবে উল্লেখ করেন, হযরত হিব্বান ইবনে মুনকিয ইবনে আমর আনসারী রা. বেচাকেনায় প্রায়শ ধোঁকা ও ক্ষতির শিকার হতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন : إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ : لاَ خِلاَبَةَ ، وَلِيَ الْخِيَارُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ "যখন তুমি কোনো কিছু বেচাকেনা করো বলবে, কোনো ধোঁকা বা প্রতারণা করা যাবে না; আর আমার তিন দিন খিয়ার থাকবে।"[২৫]

ইমাম আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ও ইবনে মুনযির এবং হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, যদি ক্রেতা বা বিক্রেতা কোনো সময় উল্লেখ করে তবে তা-ই মেয়াদ হিসাবে ধর্তব্য হবে– তা যত দিনই হোক। এ মতটি হাসান ইবনে সালেহ, ইবনে আবি

---

২৩. خيار শব্দের বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

২৪. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৪৯৮; রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৪৭; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৪৩; আল-মুগনী ও আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৬৫

২৫. ইমাম শাফেয়ী ও হাকেম এ হাদীসটি হিব্বানের সনদে বর্ণনা করেছেন। বায়হাকী, ইবনে মাজা, ইমাম বুখারী তাঁর তারীখে আওসাত গ্রন্থে এবং ইবনে আবি শায়বা এ হাদীসটি মুনকিয ইবনে আমর-এর সনদে বর্ণনা করেছেন। যেহেতু ঘটনাটি হিব্বান ইবনে মুনকিযের নিজের, তাই এক্ষেত্রে শাফেয়ী ও হাকেম-এর বর্ণনা অগ্রগণ্য ও মুত্তাসিল, অন্যদেরটি মুনকাতে। আর তাই তার অবস্থান দ্বিতীয় ধাপে। ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৪৯৮

www.amarboi.org

লায়লা, ইসহাক ও আবু ছাওর-এরও অভিমত। তারা দলিল হিসাবে উল্লেখ করেছেন আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর বর্ণিত হাদীস : أَنَّهُ أَجَازَ الْبَيْعَ إِلَى شَهْرَيْنِ "রাসূলুল্লাহ স. দুমাস পর্যন্ত বিক্রি দীর্ঘায়িত করার অবকাশ দিয়েছেন।"

সেই সাথে তারা বলেন, বেচা বা কেনার ইচ্ছা ও পছন্দের স্বাধীনতা এমন এক অধিকার যা শর্তের ওপর নির্ভরশীল। তাই তার নির্ধারণ শর্ত আরোপকারীর ইচ্ছামাফিক হবে। যেমন পণ্য বা মূল্য হস্তান্তরে মেয়াদ নির্ধারণ করা। এক্ষেত্রে যে হস্তান্তর করবে সে মেয়াদ নির্ধারণ করবে। সেই সাথে নবী স.-এর হাদীসও প্রণিধানযোগ্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ "মুসলিম যে শর্ত করবে তা পালন করবে।"[২৬] এ হাদীসে বোঝা গেল, যে কোনো সময়ের শর্তই করা যাবে; তবে যা শর্ত করা হবে তা পালন করতে হবে।

তাছাড়া পছন্দ ও ইচ্ছার স্বাধীনতার বিষয়টিও লক্ষণীয়; এ বিষয়টিকে শরীয়তসম্মত করাই হয়েছে এ উদ্দেশ্যে যে, ক্রেতা বা বিক্রেতা যেন ধোঁকার শিকার না হয়। তাই বেচাকেনার ক্ষেত্রে তাকে চিন্তাভাবনার সময় দিতে হবে। সে জন্যে তাকে তিন দিনের বেশিও সময় দিতে হতে পারে। যেমন মূল্য পরিশোধের জন্যে কোনো মেয়াদ নির্ধারণ করা। এটি বেচাকেনার চাহিদার বিপরীত, যেহেতু বেচাকেনার চাহিদা হচ্ছে পণ্য ও মূল্য নগদ হস্তান্তর করা। চাহিদার বিপরীত হওয়া সত্ত্বেও তা শরীয়তসম্মত রাখা হয়েছে; বিলম্ব করার আবশ্যকতা ও পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং তা গ্রাহ্য করেই লেনদেন করতে হয়। সেক্ষেত্রে উভয়পক্ষ যতদিন বিলম্বে সম্মত হয় ততদিনই বিলম্ব করার অনুমতি রয়েছে।[২৭]

মালেকী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, খিয়ারের সময়টি বিক্রীত পণ্যের বিভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন হবে। তারা বলেন, খিয়ারের মূল লক্ষ্য, যে জিনিসটি বেচা হচ্ছে তা যাচাই করা। চাহিদা ও পণ্যের বিভিন্নতার কারণে যাচাই করার সময়েও তারতম্য হয়। (যেটির চাহিদা অধিক সেটি অল্প দিনে যাচাই করা যায়, যেটির চাহিদা কম তাতে সময় লাগতে পারে অধিক।) তবে পণ্য বা মূল্য হস্তান্তরে যে মেয়াদ সাব্যস্ত করা হয়, খিয়ারে যথাসম্ভব তা থেকে কম সময় ধার্য করা হবে, তাহলে ধোঁকার আশঙ্কাও কম হবে। তাই খিয়ার হয়তো বাড়িতে একমাস এবং প্রাণীতে তিন দিন সাব্যস্ত করা যেতে পারে।[২৮]

---

২৬. হাদীসটির আলোচনায় الإجارة দ্রষ্টব্য।

২৭. ইবনে কুদামা কৃত আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৬৫

২৮. হাশিয়া দুসূকী আলাশ শারহিল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ৯১; হাত্তাব কৃত মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৩১০

www.amarboi.org

যদি খিয়ারে শর্ত আরোপকারী খিয়ারের সময়টি অনির্দিষ্ট রাখে। যেমন, কেউ বলল, সবসময়ের জন্যে খিয়ার, যখন ইচ্ছা খিয়ার। অথবা শুধু বলল, আমার খিয়ার রয়েছে, কিন্তু সেই সাথে কোনো সময় উল্লেখ করল না। অথবা ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে অনির্দিষ্ট সময় শর্ত করল, বলল : বৃষ্টি হওয়া পর্যন্ত, যায়েদ আসার পূর্ব পর্যন্ত, অমুকের সাথে পরামর্শ করা পর্যন্ত, এ ধরনের বাক্যে খিয়ার সাব্যস্ত করা যথাযথ নয়। এটি শাফেয়ী আলেমদের মত এবং হাম্বলী মাযহাবের গৃহীত সঠিক মত।

কিন্তু ইমাম আহমদ রহ. বলেন, এভাবে খিয়ারের শর্ত প্রদান করলেও তা যথাযথ হবে। তাহলে সব সময়ের জন্যে শর্ত করা হলে তা-ই কার্যকর হবে। অথবা অন্য যে শর্ত ও সময় তারা স্থির করবে তা কার্যকর হবে। এভাবে তারা যে শর্ত করবে তা হয়তো স্থায়ী হবে অথবা দীর্ঘদিন পর তার মেয়াদ শেষ হবে। যেমন বৃষ্টি হওয়া বা যায়েদের আসা ইত্যাদি। ইবনে শুবরুমাও এই মত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন, এর পক্ষে দলিল হচ্ছে নবীজীর বাণী : اَلْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ "মুসলমান যা শর্ত করবে তা পালন করবে।" এর দ্বারা বোঝা যায়, যে কোনো শর্ত করার অধিকার ও অনুমতি তার রয়েছে।

ইমাম মালেক রহ. বলেন : এভাবে শর্ত করা জায়েয ও যথাযথ। তবে তিনি ক্রেতা বিক্রেতার উভয়ের জন্যে পণ্য যাচাইয়ের এক সম্ভাব্য সময় নির্ধারণ করে দেন যা এ ধরনের বস্তুতে প্রচলিত রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন : যদি ক্রেতা বিক্রেতা এ ধরনের শর্ত করার পর তিন দিনের মধ্যে তাদের শর্ত প্রত্যাহার করে বেচাকেনা নিশ্চিত করে নেয় অথবা তিন দিনের অতিরিক্ত সময় ছাটাই করে যদি সময় তিন দিন পর্যন্ত নির্ধারণ করে নেয়, তাহলে বেচাকেনার পূর্বের এ শর্ত সঠিক বলে গণ্য হবে। যেহেতু তারা বেচাকেনায় লিপ্ত হওয়ার আগেই শর্তের ত্রুটি মোচন করেছে, তাই তাদের এ ধরনের শর্তের পর বেচাকেনা জায়েয হবে, যেমন এ ধরনের ত্রুটিপূর্ণ শর্ত না করলে বেচাকেনা জায়েয ও সঠিক হয়।[২৯]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল-আজালুল কাযাযী (الأَجَلُ القَضَائِيُّ) : বিচারবিভাগীয় মেয়াদ

আল-আজালুল কাযাযী (الأَجَلُ القَضَائِيُّ) বা বিচারবিভাগীয় মেয়াদ বলে বোঝানো হয় বিচারক কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ। বিচারক হয়তো ফরিয়াদী ও আসামী উভয় পক্ষকে উপস্থিত হওয়ার লক্ষ্যে, দলিল প্রমাণ উপস্থাপনের জন্যে জিম্মাদারকে

---

২৯. আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৬৬

www.amarboi.org

উপস্থিত করানোর ইচ্ছায় বা অসচ্ছল দেনাদার ব্যক্তির সচ্ছলতা লাভের লক্ষ্যে এ মেয়াদ ও সময় প্রদান করেন।

বিচারের জন্যে উপস্থিতি

বিচার অনুষ্ঠানের স্বার্থে বিচারক আসামী ও ফরিয়াদী উভয়পক্ষকে উপস্থিত হওয়ার নির্ধারিত সময় ঘোষণা করেন। বিচার্য বিষয়ের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং বিচারকের সময় থাকা ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে বিচারক এ সময় নির্ধারণ করবেন। ফকীহগণ এ বিষয়ে বিস্তারিত ও দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এটি সাময়িক পরিস্থিতির গোত্রভুক্ত– যা সর্বদা পরিবর্তনশীল।[৩০] বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : الدعوى والقضاء

সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থাপন (إحْضَار الْبَيِّنَة)

হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, সাক্ষী-প্রমাণ উপস্থাপনের জন্যে বিচারক দাবিদারকে সময় দিবেন তিন দিন। মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বিষয়টি বিচারকের চিন্তা ও বিবেচনায় ন্যস্ত করেছেন।[৩১]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল-আজালুল ইত্তিফাকী (الأجَل الاتِّفَاقِي) : সমঝোতামূলক মেয়াদ

الأجل الاتِّفَاقِي বলার দ্বারা উদ্দেশ্য সে স্বতন্ত্র মেয়াদ যা দায়িত্ব পালনকারী তার দায়িত্ব পালনের জন্যে নির্ধারণ করে। এর বিপরীতে অন্যের পক্ষ থেকে কোনো মেয়াদ নির্ধারিত হতে পারে, নাও হতে পারে। অথবা দায়িত্ব পালন ও প্রয়োজন পূরণের সমাপ্তি বোঝাতে মেয়াদ নির্ধারিত হতে পারে।

এভাবে আলোচনার দ্বারা প্রতিভাত হলো, পারস্পরিক সমঝোতামূলক মেয়াদ দু প্রকার :

এক. দায়িত্ব পালনকারী তার দায়িত্ব পালনের জন্যে যা নির্ধারণ করে। একে আজালুল ইযাফাহ (أجَل الإضَافَة) বলে। এ সম্পর্কিত বিধিবিধান বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে الإضافة শিরোনামের আওতায়।

---

৩০. তাকমিলা ফাতহুল কাদীর, খ. ৭, পৃ. ১৮১; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা (আলমগীরী), খ. ৩, পৃ. ৩৩৬; আল-ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ৪; মুগনিল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪১৬; আল-মুগনী ও আশ-শারহুল কাবীর, খ. ১১, পৃ. ৪১১; আল-মাওয়াক, খ. ৬, পৃ. ১৪৪; আল-খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ১৭৪; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ১৪৫

৩১. তাকমিলা ফাতহুল কাদীর, খ. ৭, পৃ. ১৮০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪৬৭; আল-আদওয়া আলাল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ১৫৯; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ১৩৩; আল-মুগনী ও আশ-শারহুল কাবীর, খ. ১১, পৃ. ৪৫৫

www.amarboi.org

দুই. দায়িত্ব পালন ও প্রয়োজন পূরণের সমাপ্তি বোঝাতে নির্ধারিত মেয়াদ। একে আজালুত তাওকীত (أَجَلُ التَّوْقِيتِ) বলে। এ সম্পর্কিত বিধি-বিধান আলোচনা করা হচ্ছে :

পণ্য হস্তান্তরে মেয়াদের শর্ত

যে সকল চুক্তি ও লেনদেনে বস্তুর মালিকানা পরিবর্তিত হয়, সেগুলোতে পণ্য হস্তান্তরে মেয়াদ নির্ধারণ করার বিষয়টি শর্ত হিসাবে উল্লেখ করা যাবে কি না, তা নিয়ে ফকীহদের মাঝে দুটি মতের উদ্ভব হয়েছে। নিম্নে সেসব বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

এক. মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন,[৩২] যা শাফেয়ী মাযহাবের অগ্রহণযোগ্য ও পরিত্যক্ত মত, বিক্রীত পণ্য ক্রেতাকে বুঝিয়ে দিতে সময় নির্ধারণ করার শর্তারোপ করা যাবে। ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে মিলেই সে সময় নির্ধারণ করবে। এভাবে বিলম্বিত করার দরুন বিক্রেতা-যে পণ্যের মালিকানা নিজের নিকট থেকে ক্রেতার নিকট নকল করছে-তার সে পণ্য দ্বারা লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকবে। এ মতটি আওযায়ী, ইসহাক, ইবনে শুবরুমা ও আবু ছাওর-এর পক্ষ হতেও বর্ণিত হয়েছে।

উপরিউক্ত মত অনুযায়ী, কেউ যদি কোনো বাসা-বাড়ি বিক্রি করে তাতে শর্ত করে যে, বিক্রেতা সে বাড়িতে আরো একমাস থাকার পর তা ক্রেতাকে বুঝিয়ে দিবে। এমনিভাবে কৃষি জমি বিক্রি করার সময় শর্ত করে, বিক্রেতা আরো এক বছর সে জমিতে চাষাবাদ করার পর ক্রেতাকে তা বুঝিয়ে দেবে। অথবা বাহনজন্তু বিক্রি করার সময় শর্ত করা হয়, তা বিক্রি করার পরও একমাস পর্যন্ত বিক্রেতা তাতে আরোহণ করবে। অথবা কোনো পোশাক বিক্রি করার সময় বিক্রেতা শর্ত করল, সে আরো এক সপ্তাহ এ কাপড়টি পরার পর ক্রেতাকে তা বুঝিয়ে দিবে। মালেকী ও হাম্বলী আলেমদের মতে এ ধরনের সকল লেনদেন এবং তাতে ধার্যকৃত শর্ত সবই জায়েয। তারা তাদের এ মতের সপক্ষে দলিল হিসাবে বলেন, পবিত্র কুরআনের আয়াত ও হাদীস ব্যাপকভাবে নির্দেশ দিচ্ছে, যে কোনো চুক্তি, শর্ত ও অঙ্গীকার পূরণ করতে হবে। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ "হে মুমিনরা, তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো।"[৩৩] অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন : وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا "তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো, নিশ্চয় অঙ্গীকার পূরণ সম্পর্কে কৈফিয়ত

---

[৩২] হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৬৫; আল-মাওয়াক, খ. ৩, পৃ. ৩৭২; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৯০ মুদ্রণ : রিয়াদ

[৩৩] সূরা মায়েদা, আয়াত ১

www.amarboi.org

তলব করা হবে।"[৩৪] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا "মুসলমান জনগোষ্ঠীর (বৈশিষ্ট্য), তারা তাদের শর্ত ও অঙ্গীকার পূরণ করবে। তবে যে শর্ত হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করে তা এর ব্যতিক্রম।"[৩৫]

এসকল আয়াত ও হাদীস একথাই নির্দেশ করছে, যে ওয়াদা-অঙ্গীকার বা যে শর্ত আল্লাহর কিতাবের বিরোধী নয়, নবী স.-এর হাদীসের বিপরীত নয়, সে সব অবশ্যই পালনীয়।

দলিল হিসাবে তারা বিশেষভাবে সে হাদীস উল্লেখ করেন যা জাবের রা. বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলেন। তিনি এক উটের পিঠে চড়ে সফর করছিলেন, যা অত্যন্ত ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। নবী স. উটে চাপড় মারেন, উটটি সাথে সাথে এমন ক্ষিপ্রগতি হয়ে যায় যা আর কখনো হয়নি। জাবের বলেন, এ পর্যায়ে নবী স. আমাকে বললেন, তোমার উটটা আমার কাছে বিক্রি করো। আমি তা তাঁর নিকট বিক্রি করলাম, তবে আমার পরিবারে পৌছা পর্যন্ত আমি এটাতে চড়েই যাওয়ার কথা উল্লেখ করলাম। এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীসটি সুস্পষ্টভাবে বোঝাচ্ছে, বিক্রীত পণ্য ক্রেতার হাতে তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে সময় নেওয়া এবং ততদিন তা দ্বারা বিক্রেতা লাভবান হওয়া জায়েয। সে শর্ত মোতাবেক ক'দিন লাভবান হওয়ার পর তা ক্রেতাকে বুঝিয়ে দেবে। অপর একটি হাদীস এ কথায় সমর্থন ব্যক্ত করে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেনদেনকালে কিছু বাদ রাখতে নিষেধ করেছেন, তবে যদি যা বাদ রাখা হবে তা জানা থাকে (তাহলে তা জায়েয হবে।) এখানে যা বাদ রাখা হবে তা জানা থাকলে জায়েয হওয়ার ফয়সালা দেওয়া হয়েছে। তেমনি ক্রেতা-বিক্রেতা বিক্রয়চুক্তি কালে যা শর্ত করছে তা উভয়পক্ষ জেনেই বাদ রাখছে, অতএব তা-ও সঠিক ও জায়েয হবে।[৩৬]

---

৩৪. সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩৪

৩৫. ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনার পর হাদীসটিকে সহীহ মানের বলে উল্লেখ করেছেন। অন্য অনেক হাদীসবিশারদ হাদীসটিতে আপত্তি করেছেন। তারা বলেন, হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আউফ রা.-এর ছেলে কাছীর-এর বর্ণনা, তিনি দুর্বল বর্ণনাকারী। কিন্তু বাস্তব বিষয় হচ্ছে, এ হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে, যা তার দুর্বলতা দূর করে দিয়েছে।এতো ছাড়া ইবনে হিব্বান এ হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর সনদে বর্ণনা করেছেন, তাতে কোনো দুর্বলতা নেই। দ্রষ্টব্য : সুবুলুস সালাম, খ. ৩, পৃ. ৪০; সন্ধি অধ্যায়

৩৬. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৯০, মুদ্রণ : রিয়াদ

www.amarboi.org

এ সম্পর্কে দ্বিতীয় মতটি হানাফী মাযহাবের আলেমদের এবং এটিই শাফেয়ী আলেমদের নিকট গ্রহণযোগ্য মত। তা হলো, পণ্য হস্তান্তরে বিলম্ব করার শর্ত করা সঠিক ও জায়েয নয়। তারা এক্ষেত্রে দলিল হিসাবে উল্লেখ করেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস : نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ "নবী স. একইসাথে বিক্রি ও শর্তারোপ করতে নিষেধ করেছেন।"[৩৭] অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. একবার এক বাঁদী খরিদ করলেন তাঁরই স্ত্রী যায়নাব ছাকাফিয়্যা-এর কাছ থেকে। তার স্ত্রী তখন শর্তপ্রদান করেন, আপনি যদি বাদীটিকে বিক্রি করেন তবে তখন তার যা দাম সাব্যস্ত হবে, তা দিয়ে আমিই কিনব। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ উমর রা.-এর কাছে বিষয়টি তুললে উমর রা. বললেন : لاَ تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لأَحَدٍ "যেহেতু এ বিক্রিতে একজন শর্ত করেছে, তাই তুমি (মালিক হিসাবে) এর কাছে যাবে না।" (অর্থাৎ বিক্রি কার্যকর হবে না এবং তোমার মালিকানা সাব্যস্ত হবে না।) অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. একটি বাঁদী কেনার সময় তার স্ত্রী বাঁদীর নিকট থেকে খেদমত নেওয়ার শর্ত প্রদান করেন। বিষয়টি জেনে ওমর রা. বলেন : لاَ تَقْرَبْهَا وَفِيهَا مَثْنَوِيَّةٌ "যেহেতু এখানে শর্তারোপ করে কিছু বাদ রাখা হয়েছে, তাই তুমি (মালিক হিসাবে) তার কাছেও যেও না।"[৩৮]

তবে যদি লেনদেন ও বিক্রি ইত্যাদির সাথে সম্পর্কহীন ব্যক্তির উপকারার্থে পণ্য সমর্পণ একটা সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করার শর্ত করা হয়, যেমন বিক্রির সময় বিক্রেতা শর্ত করল, অমুক- যে এ বেচাকেনার সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না- সে এ পণ্য দ্বারা এক মাস উপকার লাভ করবে, তাহলে হাম্বলী আলেমগণ ব্যতীত অন্য কেউ তা জায়েয বলেননি।[৩৯]

---

৩৭. ইবনে হাজার আসকালানী র. বলেছেন, রাফেঈ এ হাদীসটি তার তাযনীব নামক গ্রন্থে পরিষ্কার করে লিখেছেন। আল্লামা নবভী হাদীসটিকে গরীব আখ্যা প্রদান করেছেন। ইবনে হাযাম এ হাদীসটি তার মুহাল্লা নামক গ্রন্থে সংকলন করেছেন। খাত্তাবী এনেছেন তার মাআলিম গ্রন্থে, তাবারানী তার আওসাত গ্রন্থে এবং হাকেম তার উলুমুল হাদীস গ্রন্থে দীর্ঘ কাহিনী সহ উল্লেখ করেছেন। ইবনে আবিল ফাওয়ারিস বলেন, হাদীসটি গরীব। হাদীসটি নাসাঈ, আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। ইবনে হিব্বান ও হাকেম হাদীসটি এনেছেন আমর ইবনে শুআইব-এর মাধ্যমে তার দাদার সূত্রে। সে হাদীসের শব্দ হচ্ছে : لايحل سلف بيع ولاشرطان فى بيع 'অগ্রিম মূল্য প্রদান ও বিক্রয় যেমন যথাযথ নয়, একই বিক্রয়ে দু শর্ত করাও তেমন সঠিক নয়।' দ্রষ্টব্য : আত-তালখীসুল হাবীর, খ. ৩, পৃ. ১২

৩৮. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২১৫-২১৮; রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১২৬; তৃতীয় মুদ্রণ, আমিরিয়্যা; আল-মাজমু শরহুল মুহাযযাব, খ. ৯, পৃ. ৩৬৭; আল-গুরারুল বাহিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৪২৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৫৯; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১

৩৯. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৯১; মুদ্রণ : রিয়াদ

www.amarboi.org

তাজীলুদ দায়ন (تأجيل الدَّيْن) : ঋণ ও পাওনায় মেয়াদ নির্ধারণ

দায়ন (الدَّيْن) হলো শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্বে ন্যস্ত অপরের প্রাপ্য। এটি ব্যবসার দরুন, ঋণগ্রহণের দরুন, বা কোনোভাবে কারো সম্পদ বিনষ্ট করার দরুন ইত্যাকার কারণে দায়িত্বে অর্পিত হতে পারে। বাংলায় এ শব্দটি দেনা, ঋণ, পাওনা, দাবি, প্রাপ্য ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়।[৪০]

ঋণ ও পাওনা ইত্যাদির মেয়াদ নির্ধারণ শরীয়তসম্মত

ঋণ ও পাওনা ইত্যাদির মেয়াদ নির্ধারণ শরীয়তসম্মত। কিতাবুল্লাহ্ (কুরআন), হাদীস ও ইজমা (সকলের ঐকমত্য) দ্বারা তার জায়েয হওয়া প্রমাণিত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ . . . "হে ঈমানদার লোকেরা ! যখন তোমরা নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণ আদান প্রদান করো তা লিখে রাখো।"[৪১]

এ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা হচ্ছে, আয়েশা রা. বলেন :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ইয়াহুদী ব্যক্তির নিকট থেকে কিছু খাদ্যদ্রব্য কিনেন বাকিতে, মূল্য পরিশোধের সময় পর্যন্ত লোহার এক বর্ম তার কাছে তিনি বন্ধক রাখেন।"[৪২] এ হাদীসটি মূল্য বাকি রেখে তা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করা জায়েয বুঝিয়েছে। ইমাম ও মুজতাহিদগণ সকলেই এভাবে বাকিতে লেনদেন করা এবং তার জন্যে সময় নির্ধারণ করতে একমত হয়েছেন, কেউ কোনো মতান্তর করেননি।[৪৩]

বস্তুতে না রেখে প্রাপ্যে মেয়াদ নির্ধারণের রহস্য

ফকীহগণ লেনদেনের মূল বস্তু ও প্রাপ্য ফেরত প্রদানে মেয়াদ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পার্থক্য করেছেন। তারা মূল বস্তু ফেরত প্রদানে মেয়াদ নির্ধারণ অবৈধ এবং প্রাপ্য ও পাওনা ফেরতে মেয়াদ নির্ধারণ বৈধ বলে মত প্রকাশ করেছেন। তাদের এ পার্থক্যের কারণ : লেনদেনের মূল বস্তু থাকে নির্ধারিত এবং সামনে উপস্থিত। যা সামনে উপস্থিত থাকে তা তো বিদ্যমান, তাতে মেয়াদ নির্ধারণ এবং তা জায়েয বলার প্রয়োজনই তো নেই।

---

৪০. সূরা বাকারা, আয়াত ২৮২; কুরতুবী কৃত আল-জামে' লি আহকামিল কুরআন, খ. ৩, পৃ. ৩৭৭, মুদ্রণ : দারুল কুতুব, ১৯৩৬ সন; জাসসাস কৃত আহকামুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৫৭৩

৪১. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ১৭৪

৪২. মুসলিম

৪৩. 'বায় সালাম' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

এর বিপরীতে যা প্রাপ্য বা পাওনা, তা তো শরীয়তের বিধান হিসেবে সম্পদ, তা দায়িত্বে ন্যস্ত হলেও তা তো এখনো উপস্থিতও নেই, বিদ্যমানও নয়; তাই তাতে মেয়াদ নির্ধারণের অবকাশ রয়েছে। তাতে যে ঋণগ্রস্ত বা দেনাদার তার প্রতি কোমল আচরণ করা হবে। প্রয়োজনে সে নির্ধারিত সময়ে সে ঋণের টাকা উপার্জন বা আহরণ করতে পারবে। এ নমনীয় আচরণের বিপরীতে ক্রেতা নিজেই যদি নির্ধারিত কিছু অর্থ দ্বারা কেনার উল্লেখ করে, তাহলে যেহেতু তার বিলম্বিত করার কোনো প্রয়োজন নাই, তাই মেয়াদ নির্ধারণের কোনো আলোচনাও বৈধ হবে না।

কোন্ দেনার মেয়াদ নির্ধারণ বৈধ, কোন্‌টিতে নয়

ফকীহগণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, দেনা বা ঋণ নগদ পরিশোধযোগ্য। তবে তাতে পাওনাদার সুযোগ দিলে বিলম্ব করা ও মেয়াদ নির্ধারণ করার অবকাশ রয়েছে। অবশ্য কতক দেনা তার ব্যতিক্রম বলে সাব্যস্ত হয়েছে, সেগুলো নিম্নরূপ :

এক. সালাম বিক্রয়ে মূল্য : এটিতে বিলম্বিত করার অবকাশ নেই, যেহেতু এটি হচ্ছে এমন বিক্রয় যার মূল্য প্রদান হবে নগদ এবং পণ্য প্রদান হবে বিলম্বিত। তাই যদি মূল্য আদায়ও বিলম্বিত হয়, তাহলে তো তা সালাম বিক্রি বলেই অভিহিত হবে না। তাই হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী আলেমদের সম্মিলিত মত এটাই, সালাম বিক্রিতে মূল্য আদায়ে কোনো মেয়াদ নির্ধারিত হবে না। এ ধরনের বিক্রিতে শর্ত হচ্ছে : বেচাকেনার মজলিসেই মূল্য পরিশোধ করা হবে এবং তা বিক্রেতা কব্জা করবে।[৪৪]

যদি মূল্য আদায়ও বিলম্বিত হয় তাহলে এটি সালাম বিক্রি না হয়ে, হয়ে যাবে দেনার বদলে দেনা বিক্রি, যা মোটেও জায়েয নয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলম্বিত -এর বিপরীতে বিলম্বিত যে কোনো লেনদেন নিষিদ্ধ করেছেন।[৪৫] তা ছাড়া সালাম বিক্রিতে পণ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যদি মূল্যও বাকী থাকে, তবে তাতেও প্রতারণার সম্ভাবনা থাকে যথেষ্ট। তাই তাতে মূল্য নগদ আদায় করা জরুরি বলে

---

৪৪. রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২১৭; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৫, পৃ. ২০২; প্রথম মুদ্রণ, ১৩২৮ হিঃ, ১৯১০ ঈ; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১০২

৪৫. হাদীসটি বর্ণনা করেছেন মুসতাদরাকের সঙ্কলক হাকেম এবং ইমাম দারাকুতনীও তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, এ বিষয়ে সহীহ মানের কোন হাদীস নেই। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেছেন, হাদীসবিশারদগণ এ হাদীসটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। দারা কুতনীও এর দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন দৃঢ়ভাবে।-আত-তালখীসুল হাবীর, খ. ৩, পৃ. ২৬

www.amarboi.org

বিবেচিত হয়েছে, যেমন সারাফ বিক্রিতে। যেহেতু মূল্য কব্জা করা শর্ত, তাই মূল্য কব্জা করার পূর্বে যদি ক্রেতা বিক্রেতা মজলিস থেকে উঠে পড়ে তাহলে সালাম বিক্রিই বাতিল হয়ে যায়।[৪৬]

মালেকী মাযহাবের আলেমগণ এক্ষেত্রে বলেন, যদিও সালাম বিক্রি যথাযথ হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে, আলোচনার মজলিসেই পূর্ণ মূল্য প্রদান করা, কিন্তু বিক্রয় সম্পন্ন করার পর তা অনধিক তিন দিন পর্যন্ত বিলম্ব করার অবকাশ রয়েছে। তারা এ সম্পর্কে বলেন : এটি শর্ত করা হলেও সালাম বিক্রি সম্পন্নে কোনো ক্ষতি হবে না, যেহেতু কাছাকাছি সময়ে হলে সে সময়েই হয়েছে বলে ধরা হয়। তারা বলেন, তাই মেয়াদ এক বা দু দিনের হতে পারবে এবং তাতে এই শর্তও থাকবে যে, মূল্য লেনদেনস্থলে না এনে অন্য এলাকায় বিক্রেতার হাতে বুঝিয়ে দেওয়া হবে। তা না হলে উপরিউক্ত হাদীসের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে, দেনার বদলে দেনা বিক্রি করা হবে। তাই দুদিনের অধিক সময় দেওয়া তারাও বৈধ বলেন না। যদি তিন দিনের থেকেও অনেক বেশি বিলম্বে মূল্য পরিশোধ করার শর্ত করা হয় তাহলে সালাম বিক্রি সম্পন্ন হবে না, বাতিল হবে- তা নিয়ে ইমাম মালেক রহ. দু ধরনের মতই ব্যক্ত করেছেন।[৪৭]

দুই. সারাফ বিক্রির মূল্য

সারাফ পদ্ধতির বিক্রিতে শর্ত হচ্ছে যেহেতু লেনদেনের উভয় দিকে রয়েছে ছামান বা স্বর্ণ রৌপ্য, তাই ক্রেতা বিক্রেতা মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার পূর্বেই তাদের বদল ও বিনিময় হস্তান্তর করতে হবে এবং অপরকে তা কব্জা করতে হবে।[৪৮] যদি সারাফ বিক্রিতে কোনো এক বদল বা উভয়টিতে মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় তবে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। যেহেতু বদল কব্জা করা শর্ত, মেয়াদ নির্ধারণ করা হলে কব্জা করা বিলম্বিত হবে। ফলে নগদ কব্জা সংঘটিত না হওয়ায় সারাফ সহীহ হওয়ার প্রয়োজনীয় শর্ত বাস্তবায়িত হবে না, ফলে বিক্রি সম্পন্ন হবে না।

উপরিউক্ত মত প্রকাশ করেছেন হানাফী,[৪৯] মালেকী[৫০], শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ, যেহেতু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلاً بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ . فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

---

৪৬. আর-রাওযুল মুরবি', খ. ২, পৃ. ১৮৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০৪, মুদ্রণ : রিয়াদ

৪৭. খিরাশী, খ. ৪, পৃ. ১১২; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ১৯৫

৪৮. বায় সারাফ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। আরবী ফিকহী বিশ্বকোষে তার শিরোনাম بيع الثمن بالثمن

৪৯. রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২৪৪

৫০. হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২৯, মুদ্রণ : আল-মাকতাবা আত-তিজারিয়া

www.amarboi.org

"স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ, বেচাকেনা হতে হবে সমান সমান। যদি বদল ও বিনিময় দু ধরনের হয় তাহলে তোমরা যেভাবে খুশি বেচাকেনা করো, যদি তা হাতে হাতে অদল বদল হয় (তাহলেই তা জায়েয হবে, সমপরিমাণ হওয়া আবশ্যক নয়।)"[৫১]

রাফে বলেন, হাদীসের নির্দেশ পালন করা হবে নগদ হস্তান্তর ও নগদ কব্জা করা হলে।[৫২] ইবনুল মুনজির বলেন, ফকীহ ও আলেম সমাজের যাদেরই মত ও মন্তব্য আমরা জানতে পেরেছি তারা সবাই এ মত প্রদান করেছেন, সারাফ বিক্রি সম্পাদনকারী দুজন ভিন্ন হওয়ার পূর্বেই যদি তাদের বদল ও বিনিময় হস্তান্তর ও কব্জাকরণ সম্পন্ন না হয়, তাহলে সারাফ বিক্রি ফাসেদ ও বিনষ্ট হয়ে যাবে। যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : الذَّهَبُ بِالْوَرِق رِبًا إلاَّ هَاءَ وَهَاءَ "স্বর্ণের সাথে রৌপ্যের অদল বদল হাতে হাতে বদল হতে হবে, নতুবা তা হবে সুদের অন্তর্ভুক্ত।"[৫৩] অপর এক হাদীসে নবী স. বলেন : بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ "স্বর্ণে ও রৌপ্যে বেচাকেনা করো যেমন তোমাদের ইচ্ছা, যদি তোমরা তা হাতে হাতে অদল বদল করো।"[৫৪]

তিন : ইকালার (বিক্রি বাতিলকরণের) পর মূল্য ফেরত প্রদান[৫৫]

যে কোনো কারণে বিক্রি বাতিল করা এবং যে মূল্য ধার্য করে বিক্রয় করা হয়েছিল সেই মূল্যই ফেরত দেওয়া জায়েয, এ কথায় সকল ফকীহ ও আলেম একমত।[৫৬]

যেহেতু এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস রয়েছে।

এক : রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন :

مَنْ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتَهُ أَقَالَ اللّٰهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

---

৫১. ইমাম মুসলিম, আবু দাউদ, আহমদ ও ইবনে মাজা নিজ নিজ হাদীসগ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।-আল-ফাতহুল কাবীর, খ. ২, পৃ. ১২৩

৫২. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৪

৫৩. বুখারী, মুসলিম, ইমাম মালেক, নাসাঈ, আবুদাউদ ও তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।-জামেউল উসূল, খ. ১, পৃ. ৫৪৪

৫৪. আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ১৬৫; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৬৬; এ গ্রন্থে বলা হয়েছে, যদি বৈঠক দীর্ঘ হয় কব্জা করার পূর্বেই এবং তারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই উভয়ে কব্জা করে নেয় তাহলে তা জায়েয হবে। হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে মুসলিম, নাসাঈ, আবুদাউদ ও তিরমিযীতে উবাদা ইবনে সামেত রা.-এর বর্ণনায় মারফূ ভাবে।-জামেউল উসূল, খ. ১, পৃ. ৫৫৩

৫৫. দ্রষ্টব্য الإقالة

৫৬. ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ১১৩; আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ২২৫

www.amarboi.org

(বেচাকেনায় কোনো ভুল হওয়ার দরুন বা শরীয়তের নিয়মানুযায়ী না করায়) কেউ যদি অনুতপ্ত হয়ে তার বিক্রি বাতিল করে, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার যাবতীয় স্খলন মাফ করে দিবেন।

দুই :

আবু দাউদ ও ইবনে মাজা আ'মাশ, আবু সালেহ ও আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেন :

قَال رَسُول الله صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ مَنْ أَقَال مُسْلمًا بَيْعَتَهُ أَقَال اللهُ عَثْرَتَهُ . زَادَ ابْنُ مَاجَة : يَوْمَ القِيَامَة

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ যদি কোনো মুসলিমের বিক্রি বাতিল করাকে আপত্তি না করে মেনে নেয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার স্খলন মাফ করে দেবেন। ইবনে মাজা গ্রন্থে এরপর রয়েছে কিয়ামতের দিন।[৫৭] এই মর্মের হাদীস ইবনে হিব্বান তার সহীহ গ্রন্থে এবং হাকেম তার মুসতাদরাক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হাকেম বলেছেন : তার এ বর্ণনা বুখারী ও মুসলিমের হাদীসগুলোর সমমানের। 'অনুতপ্ত হয়ে' কথাটি বায়হাকীর রেওয়ায়াতে এসেছে।

অধিকাংশ ফকীহের মতে ইকালা হচ্ছে ক্রেতা-বিক্রেতা যে বেচাকেনা করেছে তার পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরে যাওয়া, বিক্রেতা তার পণ্য ফিরিয়ে নেওয়া, ক্রেতা তার প্রদত্ত অর্থ ফেরত নেওয়া। তা যেহেতু নতুন কোনো বিক্রি নয়, তাই নতুন কোনো শর্ত বা নতুন কোনো কথাই এখানে গ্রহণযোগ্য হবে না। মূল্য যা দেওয়া হয়েছিল তা হুবহু ফেরত দেওয়া হবে, তার অধিকও নয়, তার পরিবর্তে সমমূল্যের অন্য কোনো জিনিসও নয়। তাতে কোনো মেয়াদও নির্ধারণ করা যাবে না। যদি মূল্য প্রদান করা হয়েছিল নগদ, ইকালা করার সময় বিক্রেতা তাতে মেয়াদ নির্ধারণ করে, তাহলে ইকালা বহাল থাকলেও মেয়াদ নির্ধারণ বাতিল হয়ে যাবে। ফলে নগদই মূল্য ফিরিয়ে দিতে হবে।

মালেকী মাযহাবের আলেমগণ কেবল বলেন, ইকালা হচ্ছে যেন নতুন এক বিক্রি। তাতে পূর্বে যে ক্রেতা ছিল সে হয়েছে বিক্রেতা এবং পূর্বে যে বিক্রেতা ছিল সে হয়েছে ক্রেতা। যেহেতু তারা এটিকে নতুন বিক্রি বলে গণ্য করেন, তাই বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত সকল বিধানই তাতে কার্যকর হবে। মূল্য পূর্বের অধিক বা কম, অন্য কোনো সমমূল্যের বস্তু তাতে মূল্য নির্ধারিত হতে পারে। সে হিসেবে পূর্বে মূল্য নগদ থাকলেও তা এখন মেয়াদ যুক্ত হয়ে বিলম্বিত হতে পারে।[৫৮]

---

৫৭. হাদীসটি মুসনাদে আহমদেও বর্ণিত হয়েছে শায়খ আহমদ মুহাম্মদ শাকের-এর মূল অনুসন্ধান ও তাহকীকসহ। তিনি হাদীসটি সহীহ মানের বলে বর্ণনা করেছেন। মুসনাদ, খ. ১৩, পৃ. ১৬৭

৫৮. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ৫২; আর-রাওযা, খ. ৩, পৃ. ৪৯৪

www.amarboi.org

বাদলুল করয (بَدَل الْقَرْض) : ঋণের বদল

আলেম ও ফকীহগণ ঋণ দেওয়া-নেওয়ার ক্ষেত্রে মেয়াদ নির্ধারণ করা নিয়ে মতপার্থক্য করেছেন। অধিকাংশ আলেম বলেছেন : ঋণদাতা ঋণ প্রদানের পরেই তা ফেরত চাইতে পারে। যদি সে মেয়াদ নির্ধারণ করে থাকে তবু তার এ অধিকার থাকবে। অতএব, বোঝা গেল তাতে মেয়াদ নির্ধারণ করা হলেও তা মেয়াদী হয় না, নগদ প্রদেয়-ই থেকে যায়। হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের সকল আলেম এবং হারেছ উকালী, আওযায়ী ও ইবনুল মুনজির-এর এটিই মত।[৫৯]

তারা এর কারণ হিসাবে বলেন : ঋণ ফেরত দেওয়া কারো কোনো বস্তু বিনষ্ট করার পর তার ক্ষতিপূরণ প্রদান করার মতো। ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে মূল বস্তুটি মিছলী হলে তার ক্ষতিপূরণও মিছলী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঋণের বেলায়ও মাসআলা এরূপ। কেউ কোনো মিছলী বস্তু ঋণ নিলে ঋণের বদল হিসাবে মিছলী বস্তুই ফেরত দেবে– যদি তা সহজলভ্য হয়ে থাকে। এ ধরনের সামঞ্জস্যের প্রেক্ষিতেই বলা হয়, ক্ষতিপূরণ আদায়ের বিষয়টি মেয়াদী হয় না, নগদ প্রদেয় হয়ে থাকে। তেমনি ঋণের বদলও মেয়াদী না হয়ে নগদ প্রদেয় হয়।

যদি কেউ কাউকে কয়েক বার ঋণ দেওয়ার পর সব টাকা একবারে চায় তবে তা সে করতে পারে। যেহেতু ঋণ মেয়াদী না হয়ে হয় নগদ প্রদায়ী, তাই প্রতিবারের ঋণই একই প্রকার। আর তাই অন্যগুলোতেও সে ঋণ প্রদানের পরপর চাইতে পারত। তখন না চেয়ে এখন চাওয়া কোনো দূষণীয় নয়। যেমন কেউ কয়েকবার মাল বিক্রি করেছে, মূল্য গ্রহণ করেনি। এখন বেশ ক'বারের মূল্য সে একবারে চাইতে পারে, তাতে কেউ কোনো আপত্তি করবে না।

সেই সাথে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় : কেউ তার টাকা অপর কাউকে দেওয়ার পরই তাতে তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে সে টাকা ফেরত চাইতে পারে। তা না করে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাকে সময় দেওয়া নিছক মেহেরবানী; তা পূরণ করা তার জন্যে জরুরি নয়। যেমন কেউ কাউকে ব্যবহারের কোনো বস্তু কোনো বিনিময় ছাড়াই ব্যবহার করতে দিল। সে তা দেওয়ার পরেই ব্যবহার করার সুযোগও না দিয়ে তার কাছ থেকে তা ফেরত নিতে পারে। যদি ফেরত না নিয়ে ব্যবহার করতে দেয় তবে তা তার মেহেরবানী ও অনুগ্রহ।

এভাবে সাব্যস্ত হলো, ঋণের বেলায় মেয়াদ নির্ধারণ করা কোনো শর্ত বলে গণ্য হবে না। যদি এটাকে শর্ত বলাও হয় তাহলেও তা নবী স.-এর এ হাদীসের

---

৫৯. আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩৫৪; আর-রাওযুল মুরবি', খ. ২, পৃ. ১৯০; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, ইবনে নুজাইম কৃত, পৃ. ৩৫৭ এবং সুয়ূতী কৃত পৃ. ৩২৯; রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৭৭

www.amarboi.org

আওতায় আসবে না। নবী স. বলেছেন : اَلْمُؤْمِنُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ "মুমিনদের কর্তব্য শর্ত পালন করা এবং তারা তাদের শর্তের ওপর অটুট থাকবে।"[৬০]

শুফআর বিনিময় (ثَمَنُ الْمَشْفُوْعِ فِيْهِ)

ফকীহগণ এ মাসআলায় মতপার্থক্য করেছেন : কারো পার্শ্ববর্তী জমি বিক্রিকালে তার অধিক হকদার বিবেচনায় যদি সে নিজে তা কিনতে আগ্রহ প্রকাশ করে, উপযুক্ত মূল্যে যদি তা কারো নিকট বিক্রি করা হয় তবে বিক্রয় মূল্যে পার্শ্বের জমিওয়ালার এই জমি কেনার অধিকার থাকবে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এ বিধান ইসলামী শরীয়তেও স্বীকৃত। সেক্ষেত্রে এই দাবিদারকে শফী (الشَّفِيْعُ) এবং তার দাবিকে শুফআ বলা হয়।

শফীকে সে জমিটা কিনে নিতে হবে নগদ মূল্যে। যদি ক্রেতার সাথে দীর্ঘমেয়াদের চুক্তি হয়ে থাকে তবুও শফী সে বিলম্বিত হওয়ার সুবিধা পাবে না, এটি হানাফী ও শাফেয়ী আলেমদের অভিমত। এর বিপরীতে মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের অভিমত হচ্ছে, মূল বিক্রেতা যদি মেয়াদের শর্তে বিক্রি করে থাকে তাহলে শফীকেও সে সেই সুযোগ দিবে। শফী এক্ষেত্রে মূল্য বিলম্বিত করার সুবিধা পাবে।[৬১]

শরীয়ত অনুমোদিত মেয়াদী দেনা বা প্রাপ্য

এক. দিয়াত (الدِّيَةُ) : রক্তমূল্য [৬২]

যেহেতু হত্যা শরীয়তের দৃষ্টিতে নানা প্রকার, এগুলোর কোন্‌টিতে রক্তমূল্য গ্রহণ করা হবে, তা মেয়াদী হবে কি-না ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ফকীহদের মাঝে বেশ মতপার্থক্য রয়েছে। তাই বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডে প্রদত্ত রক্তমূল্য (الدِّيَةُ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ)

মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের মত হচ্ছে, ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ খুন করার পর হত্যাকারীকে ধরা হলে তার কাছ থেকে রক্তমূল্য নিলে তা নেওয়া হবে, তৎক্ষণাৎ এবং যথাসম্ভব শীঘ্র। তাতে মেয়াদ নির্ধারণ অথবা কিস্তি নির্ধারণ কোনোটি বৈধ হবে না। তাদের এ সম্পর্কে বক্তব্য হচ্ছে, যেহেতু এ ধরনের

---

৬০. হাদীসটির মূল সূত্র অনুসন্ধানে দ্রষ্টব্য : الاجارة

৬১. আল-ইখতিয়ার, খ. ১, পৃ. ২২০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩০০; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৪৭৮; কাশশাফুল কিনা', খ. ৪, পৃ. ১৬০ মুদ্রণ : রিয়াদ

৬২. দ্রষ্টব্য দিয়াত মানুষের প্রাণের বা অঙ্গের ক্ষতিসাধনের বিপরীতে আরোপিত আর্থিক ক্ষতিপূরণকে দিয়াত বা রক্তমূল্য বলে।

www.amarboi.org

অপরাধীর মূল শাস্তি হচ্ছে কিসাস- প্রাণের বিপরীতে প্রাণ। প্রাণদণ্ড নেওয়ার বিষয়টি যেমন তাৎক্ষণিক তেমনি তার বিকল্পটিও হবে তাৎক্ষণিক ও শীঘ্র।

এ সম্পর্কে হানাফী ফকীহগণ বলেন, এক্ষেত্রে সকল ইচ্ছাকৃত হত্যার বিধান এক রূপ নয়। যদি কেউ কাউকে হত্যা করার দরুন প্রাণদণ্ডের বিধান হয়, এরপর নিহতের অভিভাবক ও পরিজনের সাথে সমঝোতা করে রক্তমূল্য প্রদানের বিধান গ্রহণ করা হয়, তাহলে তা হতে হবে তাৎক্ষণিক এবং হত্যাকারীর মাল থেকে প্রদেয়। কিন্তু পিতা যদি তার পুত্রকে হত্যা করে তবে তাতে কিসাস হবে কি না, তাতে সন্দেহ থাকায় এক্ষেত্রে অবশ্যই রক্তমূল্য আদায় করতে হবে। সেক্ষেত্রে এটি ভুলবশত হত্যার সাথে তুলনীয় হবে। ভুলবশত হত্যার ক্ষেত্রে তিন বছর মেয়াদে কিস্তি আকারে প্রদানের সুবিধা রয়েছে। এক্ষেত্রে পিতাও সে সুযোগ পাবে। তবে তা পিতার নিজের সম্পদ থেকেই প্রদান করতে হবে।[৬৩]

ইচ্ছা সদৃশ হত্যায় রক্তমূল্য (الدِّيَةُ فِي الْقَتْلِ شِبْهِ الْعَمْدِ)

এ ধরনের হত্যাকাণ্ড মারণাস্ত্র ব্যবহার না করে অন্য কিছু দ্বারা কাউকে ইচ্ছাকৃত হত্যা। এর প্রতিকারে হত্যাকারীর পুরুষ আত্মীয়বর্গ- যারা হত্যাকারীর উত্তরাধিকারী- তারা রক্তমূল্য আদায় করবে; তাতে তিন বছর মেয়াদ প্রাপ্তির অবকাশ রয়েছে। এটি হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের সম্মিলিত অভিমত। এটি সাহাবায়ে কেরামের মাঝে উমর, আলী, ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর রা. এর মত, তাবেয়ী ও ইমামদের মাঝে শা'বী, ইবরাহীম নাখায়ী, কাতাদা, ইসহাক, আবু ছাওর ও ইবনুল মুনজির-এর মত।

ফকীহগণ এক্ষেত্রে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেন : উমর ও আলী রা. তাদের খেলাফতকালে হত্যাকারীর আত্মীয় উত্তরাধিকারীদের জন্যে তিন বছর মেয়াদে রক্তমূল্য প্রদানের রায় প্রদান করেছেন।[৬৪] তাদের এ রায় প্রদানকালে বিদ্যমান সাহাবায়ে কেরাম তাতে কেউ কোনো আপত্তি করেননি। এভাবে প্রদত্ত রায়ে ইজমা-ঐকমত্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেহেতু এ ধরনের রায় ও সিদ্ধান্ত স্বাভাবিকভাবে চিন্তাভাবনা করে নির্গত করার বিষয় নয়, তাই তা নবী করীম

---

৬৩. ফাতহুল কাদীর, খ. ৯, পৃ. ২০৪; আশ-শারহুল কাবীর-এর হাশিয়া, দুসূকী কৃত, খ. ৪, পৃ. ২৫০ ও ২৫৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৯৫ ও ৯৭; আর-রাওযুল মুরবি', খ. ২, পৃ. ৩৩৭ ও ৩৪৪

৬৪. বর্ণিত হয়েছে, উমর ও আলী রা. নিজ নিজ খেলাফতকালে হত্যাকারীর পুরুষ উত্তরাধিকারীদের তিন বছর মেয়াদে রক্তমূল্য পরিশোধের ফয়সালা দিয়েছিলেন। উমর রা.-এর বিচার বর্ণিত হয়েছে মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক ও মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা গ্রন্থে। দ্রষ্টব্য : নাসবুর রায়া, খ. ৪, পৃ. ৩৯৮। তা ছাড়া ইমাম বায়হাকী, খ. ৮, পৃ. ১০৯। আলী রা.-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন বায়হাকী, খ. ৮, পৃ. ১১০

www.amarboi.org

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে প্রকাশ্যভাবে শ্রুত না হলেও শ্রুত বলেই ধরা হবে।[৬৫]

ভুলবশত হত্যায় প্রদত্ত রক্তমূল্য (الدِّيَةُ فِي الْقَتْلِ الْخَطَأ)

ফকীহ ও আলেমদের মত হচ্ছে, ভুলবশত কেউ যদি কাউকে হত্যা করে ফেলে তাহলে তার রক্তমূল্য হবে মেয়াদী; তিন বছর মেয়াদে তা পরিশোধ করতে হবে। তাই প্রতি বছর নির্ধারিত রক্তমূল্যের এক তৃতীয়াংশ গ্রহণ করা হবে। প্রতি বছরের শেষ সময়ে তা পরিশোধ করা জরুরি বলে বিবেচিত হবে। এটি হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী সকল মাযহাবের সকল ফকীহ-এর সম্মিলিত মত।

তারা দলিল হিসাবে উল্লেখ করেন, উমর রা. তাঁর খেলাফতকালে এভাবে হত্যাকারীর পুরুষ আত্মীয়বর্গ– যারা তার উত্তরাধিকারী– তাদের প্রতি তিন বছর মেয়াদে রক্তমূল্য পরিশোধের বিধান জারি করেছিলেন। তাঁর এ মতটি আলী ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. সমর্থন করেছেন। ইমাম শাফেয়ী রহ. তার মুখতাসার নামক গ্রন্থে এ ধরনের রায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং প্রদান করার কথা উল্লেখ করেছেন। রাফেয়ী, ইমাম তিরমিযী রহ. তার জামে হাদীসগ্রন্থে এবং ইবনুল মুনযির এ বিষয়ে সকল ফকীহ ও আলেমের ঐকমত্য ও ইজমা হওয়ার উল্লেখ করেছেন।[৬৬]

দুই. মুসলাম ফীহি (الْمُسْلَمُ فِيهِ) : সালাম বিক্রির পণ্য [৬৭]

সালাম বিক্রির সংজ্ঞাই হচ্ছে, নগদের বিনিময়ে বাকি বিক্রি। অতএব তাতে মূল্য হবে নগদ। তার বিনিময়ে যে পণ্য নেওয়া হবে তা হবে মেয়াদী ও বিলম্বিত। হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ এবং ইমাম আওযায়ী রহ. তাই সালাম বিক্রি বৈধ ও যথাযথ হওয়ার জন্যে শর্ত স্থির করেছেন, তাতে পণ্যটি অবশ্যই মেয়াদী হতে হবে, তাতে মেয়াদ নির্ধারণ করা হবে এবং সে সময়ে পণ্য হস্তান্তর করা হবে। যদি শর্ত করা হয়, পণ্য নগদ প্রদান করতে হবে, তাহলে সালাম বিক্রি সঠিক ও বৈধ হবে না। এক্ষেত্রে তারা দলিল হিসাবে উল্লেখ করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস :

---

৬৫. ফাতহুল কাদীর, খ. ৯, পৃ. ১৪৪; আল-মুগনীসহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৯, পৃ. ৪৯২; সেই সাথে লক্ষণীয় : মালেকী আলেমদের মতে, হত্যাকাণ্ড হয়তো ইচ্ছাকৃত অথবা ভুলবশত, তাদের দৃষ্টিতে তৃতীয় কোনো প্রকারের অস্তিত্ব নেই।

৬৬. নায়লুল আওতার, খ. ৭, পৃ. ৭৬; আল-মুগনীসহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৯, পৃ. ৪৯৭; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ২৮৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ৩০১; হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৫, পৃ. ৪১১

৬৭. দ্রষ্টব্য : السلم

www.amarboi.org

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، أَوْ وَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"কেউ যদি সালাম পদ্ধতিতে বেচাকেনা করে তবে সে যেন তা করে নির্দিষ্ট পরিমাপে নির্দিষ্ট পরিমাণে এবং সময় নির্ধারণ করে।"[৬৮]

নবী স. এ হাদীসে সময় নির্ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। নবীর নির্দেশ ওয়াজিব ও জরুরি হওয়া সাব্যস্ত করে। তা ছাড়া নবী স.-এর এ সকল বিষয়ে নির্দেশ এগুলো শর্ত হওয়া বোঝায়। ফলে এ শর্তগুলো পূরণ না হলে তা সালাম বিক্রি বলে গণ্য না হওয়াই যুক্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক। যদি সালাম বিক্রিতে পণ্যের পরিমাপ বা পরিমাণ নির্দিষ্ট না হয়, তবে তা যেমন বৈধ ও যথাযথ হবে না, তেমনি তাতে মেয়াদ নির্ধারিত না হলেও তা বৈধ হবে না।

সেই সাথে এ দিকটিও লক্ষণীয় : সালাম পদ্ধতিটি বৈধ বলে স্বীকৃত হয়েছে কোমলতা ও সহানুভূতির দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে। মেয়াদ নির্ধারণ হলেই এক্ষেত্রে কোমলতা প্রদর্শিত হবে। যদি মেয়াদী হওয়ার ব্যবস্থা না রাখা হয়, তাহলে বিক্রেতার প্রতি কোনো কোমলতাই প্রদর্শিত হবে না। আর তাই মেয়াদী না হলে সালাম বিক্রি বৈধ ও যথাযথই হবে না। যেমন ক্রীতদাসকে মুক্তিপণ আদায় করে মুক্ত হতে বললে তাতে মুক্তিপণ হতে হবে মেয়াদী, নতুবা তার প্রতি কোমলতা প্রদর্শিত হবে না। অথচ মুক্তিপণের আলোচনাই করা হয় কোমলতা ও সহানুভূতির প্রেক্ষিতে।

আলেমগণ আরো একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করেছেন। তা হলো, যদি মেয়াদী না হয়ে সালাম বিক্রি নগদ পরিশোধ্য হয়, তবে তার এক নাম ইসলাফ, যার অর্থ মূল্য অগ্রিম দেওয়া, এ নাম এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সবই অর্থহীন ও পরিত্যাজ্য হয়ে যায়।[৬৯]

শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণ এবং আবু সাওর ও ইবনুল মুনজির এ সম্পর্কে বলেন : সালাম বিক্রিতে পণ্য নগদ পরিশোধ করা জায়েয। তারা বলেন : যে লেনদেনে মেয়াদ নির্ধারিত হবে তা নগদও হতে পারবে। যেমন সাধারণ

---

৬৮. সহীহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় এলেন, মদীনার লোকেরা তখন ফলফলাদিতে এক দু বছর মেয়াদে অগ্রিম বিক্রি (সালাম বা সালাফ) করত। নবী স. দেখে বললেন,

من اسلف فى تمر فليسلف فى كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم

"যে কেউ ফলে/খেজুরে অগ্রিম কেনাবেচা করবে নির্দিষ্ট পরিমাপে বা নির্দিষ্ট পরিমাণে সময় নির্দিষ্ট করে তা করবে।"

৬৯. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২১৫; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৯৯; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২০৬; আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩২৮

www.amarboi.org

বেচাকেনায় কেউ যদি পণ্য বা মূল্য পরে দেওয়ার কথা বললেও তা নগদ প্রদান করে তবে তাতে কেউ আপত্তি করে না। তা ছাড়া যেখানে পরে প্রদান করা জায়েয, সেখানে নগদ হস্তান্তর করা তো অবশ্যই জায়েয হবে, তাতে ধোঁকা ও প্রতারণারও কোনো অবকাশ থাকবে না।[৭০]

তিন : মালুল কিতাবাহ্ (مَالُ الْكِتَابَةِ) : ক্রীতদাসের মুক্তিপণ

শরীয়তে ক্রীতদাসের মুক্তিপণকে 'মালু কিতাবাত' বলে। মুক্তিপণের মাধ্যমে মুক্তিলাভ করাকে বলা হয় কিতাবাত। এ ধরনের ক্রীতদাসকে বলে মুকাতাব।

ফকীহ্গণ মুক্তিপণ মেয়াদী হওয়ার বিষয় নিয়ে সামান্য মতপার্থক্য করেছেন। হানাফী মাযহাবের আলেমগণ, মালেকী মাযহাবের ইবনে রুশদ এবং শাফেয়ী মাযহাবের ইবনে আব্দুস সালাম ও রাওইয়ানী বলেছেন, মুক্তিপণ আদায়ের বিষয়টি মেয়াদী হওয়া বা না হওয়া কোনোটি শর্ত হবে না। বরং ক্রীতদাসকে অধিকার দেওয়া হবে, সে নগদ পরিশোধ করতে পারে, বিলম্বিতও করতে পারবে। মালেকী মাযহাবের আলেমদের নিকট যা প্রাধান্য পেয়েছে, সেই সাথে শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের মত, তা হচ্ছে, ক্রীতদাসের মুক্তিপণ পরিশোধের বিষয়টি হবে মেয়াদী এবং কিস্তিতে পরিশোধ্য। তাহলেই দাস-দাসীর প্রতি কোমলতা প্রদর্শিত হবে।[৭১]

চার. তাওকীতুল করয (تَوْقِيتُ الْقَرْضِ) : ঋণের বদলে মেয়াদ নির্ধারণ

ঋণের বদল কি নগদ পরিশোধ্য, না তাতে মেয়াদ পর্যন্ত বিলম্ব করার অবকাশ রয়েছে, সে সম্পর্কে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে আরো কিছু কথা এখানে বলা হচ্ছে।

ঋণ প্রদান ও গ্রহণ এমন এক চুক্তি– যা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বিলম্বিত হওয়ার সুবিধা ব্যতীত সংঘটিতই হয় না। এটি হচ্ছে এমন এক চুক্তি যা শুরুতে (অর্থ) ঋণ প্রদানকালে নিছক স্বেচ্ছাসেবা ও অনুগ্রহ, মেয়াদ শেষে তার বদল ফিরিয়ে দেওয়ার সময় তা হচ্ছে বিনিময় চুক্তি। অথবা কোনো বস্তু ঋণ প্রদানকালে শুরুতে তা হলো যে ব্যবহার করবে তার প্রতি কোমলতা প্রদর্শন। যেমন লবণ, চিনি কর্জ দেওয়া। সে পরবর্তী সময়ে বদল ফিরিয়ে দেবে। ঋণগ্রহণ এবং তার বদল ফিরিয়ে দেওয়ার মাঝে অবশ্যই একটা মেয়াদ থাকতে হবে যে সময়টাতে ঋণগ্রহীতা তার ঋণ নেওয়া অর্থ বা বস্তু দ্বারা উপকৃত হবে। আর ঋণ নেওয়া সম্পদ ব্যবহার করে তা ফুরিয়ে ফেলার দ্বারাই সম্ভব তার উপকারগ্রহণ। যদি

৭০. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১০৫

৭১. তাকমিলা (সম্পূরক শেষ অংশ) ফাতহুল কাদীর, খ. ৮, পৃ. ৯৭; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৩৪৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৪, পৃ. ৫৩৯; মুগনিল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৫১৮

www.amarboi.org

ব্যবহার করে সে উপকৃত হলেও তা নিঃশেষ না হয়, বরং যথাপূর্ব বহাল থাকে, তাহলে তাকে ঋণ না বলে বলা হবে 'আরিয়াত'। যেমন কোদাল ব্যবহার করতে দেওয়া। ঋণ নেওয়ার পর যেহেতু মেয়াদকালে ঋণগ্রহীতা তা শেষ করে ফেলবে, তাই ঋণের বস্তুটি মিছলী হলে বদল হিসাবে মিছলী দেবে, যেমন চিনি ও লবণ, যদি মিছলী না হয় তাহলে মূল্য পরিশোধ করবে। যেমন মোরগ।

ঋণ আদান প্রদানে মেয়াদের অবস্থান নিয়ে ইমাম ও ফকীহগণ সামান্য মতপার্থক্য করেছেন। মালেকী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, ঋণের লেনদেন উভয় পক্ষে এক আবশ্যকীয় চুক্তি, চুক্তিতে যে মেয়াদ উল্লেখ করা হবে ততদিন পর্যন্তই তা এরূপ আবশ্যকীয়ই থাকবে। যদি চুক্তিতে কোনো মেয়াদ শর্ত হিসাবে উল্লেখ না করা হয়, তাহলে এ জাতীয় কর্জে যেরূপ মেয়াদের প্রচলন রয়েছে তা-ই কার্যকর বলে বিবেচিত হবে। যেমন মাসের মধ্যে ঋণ নিলে মাসের শেষ পর্যন্ত তা দীর্ঘায়িত হবে।

হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের এ সম্পর্কে বক্তব্য হচ্ছে, ঋণদাতার অর্থ ঋণগ্রহীতা কব্জা করার মাধ্যমে এ ঋণ আদান-প্রদান চুক্তিটি ঋণদাতার জন্যে হয় আবশ্যকীয়, ঋণগ্রহীতার জন্যে হয় জায়েয ও মুবাহ। ফলে ঋণগ্রহীতার দায়িত্বে ঋণের বদল ফেরত দেওয়ার বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে মেয়াদ নির্ধারণ করলেও তা দায়িত্বে থাকে নগদ প্রদেয় হিসাবে। এর কারণ, এটি এমন লেনদেন যার মধ্যে পরিবৃদ্ধি জায়েয নয়। তাই তাতে মেয়াদ নির্ধারণ করাও জায়েয হয় না। যেমন সারাফ বিক্রি (যে বিক্রিতে পণ্য ও মূল্য উভয়টি সোনা বা রূপা।) তাতে নগদ লেনদেন হতে হয়, মেয়াদ নির্ধারণ করা সঠিক নয়। যেহেতু ঋণগ্রহণও তেমনি অর্থের লেনদেন, তাই তাতেও মেয়াদ নির্ধারণ সঠিক নয়। আর তাই মেয়াদ নির্ধারণ করার পরও তা নগদ প্রদায়ী হয়ে থাকবে। তথাপি ঋণদাতার পক্ষ থেকে মেয়াদ নির্ধারণ করা নিতান্তই স্বেচ্ছাসেবা ও অনুগ্রহ, তা পূরণ করা ঋণদাতার জন্যে জরুরি নয়।

ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, ঋণ হচ্ছে নগদ ফেরতযোগ্য। তাই যদি তাতে কোনো মেয়াদ উল্লেখ করা হয় তবে তা ঠিক রাখা কর্তব্য, সে তারিখ ঠিক রেখে ফেরত দিতে হবে। ঋণের বদল ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে মেয়াদ নির্ধারণ করাকে আবশ্যক গণ্য করা অবৈধ, যেহেতু তাতে যা আবশ্যিক বিষয় নয় তাকে আবশ্যিক করা হবে।[৭২]

---

৭২. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩১২ ও ৩১৬; সাভী প্রণীত বুলগাতুস সালিক লি আকরাবিল মাসালিক, খ. ২, পৃ. ৯২ ও ৯৪; খিরাশী, খ. ৪, পৃ. ১৪২

www.amarboi.org

হানাফী ও শাফেয়ী আলেমগণের মতে, ঋণ হচ্ছে সহমর্মিতার ভিত্তিতে সংঘটিত চুক্তি যা ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয়ের জন্যে জায়েয চুক্তি; আবশ্যিক ও বাধ্যতামূলক নয়। যেহেতু গৃহীত ঋণের টাকায় কারোরই মালিকানা পূর্ণ নয়, মালিকানা হিসাবে তাতে অধিকার পূর্ণরূপে প্রয়োগের কারোরই সুযোগ নেই। তাই দুজনের প্রত্যেকেই অন্যের সাথে যোগাযোগ ছাড়াই এ চুক্তি বাতিল করতে পারে।[৭৩]

নির্ধারিত মেয়াদ

নির্ধারিত মেয়াদ দ্বারা উদ্দেশ্য যে সময়ের সমাপ্তিতে কোনো লেনদেনে কর্তৃত্বের অবসান ঘটে। অথবা কোনো অধিকারের সমাপ্তি বোঝায়, উভয় পক্ষের সম্মতিতে নির্ধারিত সময়ে যে অধিকার অর্জিত হয়।

কোনো লেনদেন ও চুক্তিতে নির্ধারিত মেয়াদ থাকবে কিনা সে বিবেচনায় চুক্তি তিন প্রকার : এক. কতক লেনদেন মেয়াদী হতেই হবে। দুই. কতক লেনদেন নগদ হতে পারে, মেয়াদীও হতে পারে। তিন. কতক লেনদেন কখনোই মেয়াদী হবে না, তাতে নগদ লেনদেন হতে হবে।

এখানে লক্ষণীয়, যে সকল লেনদেন মেয়াদী হয় সেগুলোর কতক নির্ধারিত মেয়াদ ব্যতীত যথাযথ হয় না। কতক অনির্ধারিত মেয়াদ ব্যতিরেকে যথার্থ ও সঠিক হয় না। আবার কতক নির্ধারিত মেয়াদেও হতে পারে, অনির্ধারিত মেয়াদেও হতে পারে। বিস্তারিত আলোচনা ধারাবাহিকভাবে করা হচ্ছে :

প্রথম আলোচনা : যে লেনদেনগুলো দীর্ঘমেয়াদী হতে হয় : এ ধরনের লেনদেন হচ্ছে : ভাড়া প্রদান, ক্রীতদাসের মুক্তিপণ ও মুযারা'আত ইত্যাদি।

এক. ইজারা বা ভাড়াপ্রদান : ইজারা বা ভাড়া দুধরনের হয়ে থাকে। এক. কোনো বাড়ি গাড়ি ইত্যাদি কিছু সময়ের জন্যে ভাড়া নেওয়া হয়। দুই. কোনো নির্ধারিত কাজের জন্যে ভাড়া নেওয়া হয়। যেমন জমি চাষের জন্যে ট্রাক্টর ভাড়া নেওয়া। এ ধরনের কাজ সাধারণত নির্ধারিত কিছু সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হয়। কাজ শেষ হলেই ইজারাচুক্তি সমাপ্ত হয়ে যায়। এসবই মেয়াদী চুক্তি। এধরনের চুক্তি মুসাকাত ও মুযারা'আতেও হয়ে থাকে।[৭৪]

দুই. মুসাকাত : হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী আলেমদের মতে মুসাকাত সর্বদা মেয়াদী হতে হবে। যদি বাগানের মালিক ও কর্মী সময় নির্ধারণ না করে তবে প্রথম ফল বের হওয়া পর্যন্ত মুসাকাত দীর্ঘায়িত হবে। হাম্বলী আলেমগণ বলেন,

---

৭৩. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৮১; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১২০

৭৪. আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৬, পৃ. ৪; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, সুয়ূতী প্রণীত, পৃ. ২৭৫; ইবনে নুজাইম কৃত, পৃ. ৩৩৬; ফাতহুল কাদীর, খ. ৮, পৃ. ৯

www.amarboi.org

মুসাকাত মেয়াদী হতে পারে, যেহেতু মেয়াদ নির্ধারণে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই, তবে মেয়াদী হওয়া শর্ত বা জরুরি নয়।[৭৫]

তিন. মুযারাআত : ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতে মুযারাআত জায়েযই নয়। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. একে জায়েয বলেছেন, তাদের কথা অনুযায়ীই হানাফী মাযহাবে এটি জায়েযের ফতোয়া দেওয়া হয়। শাফেয়ী আলেমগণও সরাসরি মুযারাআত-চুক্তি করা জায়েয বলেন না। তারা বলেন, যদি আঙ্গুর বা খেজুর গাছের সারির ফাঁকে ফাঁকে থাকা জমি খালি পড়ে থাকে, তাহলে সেখানে মুযারাআতের ভিত্তিতে ফসল উৎপাদন করা যাবে। আঙ্গুর বা খেজুর বাগানে মুসাকাত করার অনুবর্তী হিসাবে। মুসাকাত ভিন্ন শুধু মুযারাআত করা সহীহ নয়।

মালেকী মাযহাবের আলেমগণ, মুহাম্মদ ইবনে হাসান এবং হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের মত হচ্ছে, মুযারাআত জায়েয, তাতে মেয়াদ নির্ধারণ করা জরুরি নয়। সেক্ষেত্রে প্রথম যখন শস্য উদগম হবে সে সময় পর্যন্ত তা বহাল থাকবে। এর বিপরীতে হানাফী মাযহাবের আলেমদের মত হচ্ছে, মুযারা'আত যথাযথ হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে, তাতে সামাজিকভাবে যে সময় প্রচলিত রয়েছে সে সময় পর্যন্ত তা দীর্ঘায়িত হওয়া। তাই যদি সময় সাব্যস্ত করা হয় এত অল্প যে তাতে ক্ষেতের কোনো কাজ করা সম্ভব হবে না, তাহলে মুযারা'আত বাতিল হয়ে যাবে। আবার এত দীর্ঘ সময়ের মেয়াদে চুক্তি করা হলো যে, এতদিন মালিক ও কর্মী দুজন বা অন্তত একজন বেঁচে না থাকাই হচ্ছে স্বাভাবিক, তাহলেও সে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।[৭৬]

দাসদাসীর মুক্তিপণ বা কিতাবাত

এটি দাসদাসী ও তাদের মালিকের মাঝে সম্পাদিত চুক্তি। দাসদাসী নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ মালিকের হাতে তুলে দিবে, তার বিনিময়ে মালিক তাদেরকে মুক্ত করে দিবে। এই চুক্তি করার দরুন দাসদাসী এখন মুক্তভাবে অর্থ সংগ্রহ ও উপার্জন করতে পারবে। সে অর্থের মালিক হবে, ফলে তাতে সে তার কর্তৃত্ব প্রকাশ করতে পারবে। এভাবে মালিকের হাতে টাকা তুলে দিয়ে সে ভবিষ্যতে

৭৫. রাদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ২৪৯; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ২, পৃ. ২২৫ ও ২২৭; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩২৭; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫৩৮

৭৬. হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩৭২; রাদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ২৩৯; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫৩৭; আর-রাওযুল মুরবি, খ. ২, পৃ. ২১৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩২৩ ও ১২০; খিরাশী, খ. ৪, পৃ. ৩৪২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৭০ ও ৩৭৩; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৬৩

www.amarboi.org

মালিকের নিকট থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে। এটি ইসলামের এক উল্লেখযোগ্য মাহাত্ম্য, যার দ্বারা দাসদাসী মুক্তির স্বাদ অনুভব করতে পারে।
অধিকাংশ ফকীহের মতে, মালিক যে অর্থের যোগান দিতে বলবে, দাস-দাসী তা আদায় করবে, তাতে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কিতাবাত চুক্তিটি দীর্ঘায়িত করতে হবে। এভাবে এ চুক্তিই তা দীর্ঘমেয়াদী হওয়াকে আবশ্যক করে তুলে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মুক্তিপণ আদায় করে দিলে সে মুক্ত হয়ে যাবে। চুক্তিও সমাপ্ত হয়ে যাবে। আর যদি নির্ধারিত সময়ে সে তার মুক্তিপণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে কিতাবাত চুক্তি সমাপ্ত হলেও সে দাস দাসীই থেকে যাবে। এভাবে আলোচনা করে একথাই দেখা গেল, কিতাবাত চুক্তিটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি।[৭৭]

দ্বিতীয় আলোচনা : যে সকল চুক্তি মেয়াদী হতে পারে, নাও হতে পারে

এক. আরিয়াত চুক্তিতে সময় নির্ধারণ

আরিয়াত-এর অর্থই হচ্ছে কোনো বস্তু কারো নিকট থেকে এনে তা ব্যবহার করা এবং তা দ্বারা উপকৃত হওয়া তা বহাল রেখে, যেন তা তার মূল মালিককে যথাযথভাবে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। তাই সকল ফকীহ বিনা মতান্তরে মতপ্রকাশ করেছেন, আরিয়াত হবে মেয়াদী। তবে তার মেয়াদ কখনো নির্ধারিত, আবার কখনো অনির্ধারিত থাকে। নির্ধারিত মেয়াদ থাকলে তাকে আরিয়াত মুকাইয়াদা এবং মেয়াদ অনির্ধারিত হলে তাকে আরিয়াত মুতলাকা বলে।
অধিকাংশ ফকীহের মতে আরিয়াত কোনো আবশ্যক ও জরুরি চুক্তি নয়। তাই দুপক্ষের যে কেউ যখন খুশি তা থেকে ফিরে যেতে পারে এবং তা বাতিল করতে পারে। মালেকী আলেমগণ এ বিষয়ে বলেন, যদি মুকাইয়াদা হয় তবে সে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তা দীর্ঘায়িত হবে, কেউ তা বাতিল করতে পারবে না। যদি তা মুতলাকা হয় তবে অন্ততপক্ষে ততদিন তা কার্যকর থাকবে যতদিন মেয়াদ থাকলে সাধারণভাবে তা দ্বারা উপকার লাভ করা সম্ভব।[৭৮]

প্রতিনিধিত্বে সময় নির্ধারণ

প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ করা সকল ফকীহ-এর মতে জায়েয। যেমন বলা হবে, আমি তোমাকে এক মাসের জন্যে প্রতিনিধি হিসাবে নিচ্ছি। তাহলে

---

৭৭. মুগনিল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৫২৮; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, সুয়ূতী কৃত, পৃ. ২৭৬ এবং ইবনে নুজাইম কৃত পৃ. ৩৩৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৪, পৃ. ৫৫৭; রাদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ৯৯; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৪,পৃ. ৩৫৩

৭৮. আল-মুগনীসহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ৩৬৪; আল-ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ১২০; খিরাশী, খ. ৪, পৃ. ৩৪২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৭০ ও ৩৭৩; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৬৩

www.amarboi.org

মাস শেষ হলে তার প্রতিনিধিত্ব শেষ হয়ে যাবে, সে তার প্রতিনিধি হিসাবে কোনো কিছু করতে পারবে না।[৭৯]

যদি প্রতিনিধি নিয়োগের সময় কেউ বলে, আমি এত দিনের মধ্যে ঐ জিনিসটি কেনার জন্যে তোমাকে প্রতিনিধি হিসাবে নিলাম, তাহলে এভাবে প্রতিনিধি নিয়োগ সকলের মতে যথাযথ ও বৈধ হবে।[৮০] যেহেতু প্রতিনিধিকে যে লোক নিয়োগ প্রদান করে তার ইচ্ছা ও অনুমোদন ব্যতীত প্রতিনিধি কোনো কর্তৃত্ব বা হস্তক্ষেপ করতে পারে না, কোনো কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এমনিভাবে তাকে যে সময় বেধে দেওয়া হয় বা স্থান নির্ধারণ করে দেওয়া হয় সে সময় বা স্থানেই তার প্রতিনিধিত্ব সীমিত থাকবে, তার অধিক নয়।[৮১]

প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, এটি উভয় পক্ষ থেকে জায়েয (যা আবশ্যিক নয়) একটি চুক্তি। দুপক্ষের যে কেউ যখন খুশি এটি বাতিল করে দিতে পারে। তবে যদি তাতে তৃতীয় পক্ষের কোনো স্বার্থ সংশিষ্ট থাকে তবে তার ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। যেহেতু তৃতীয় ব্যক্তির সাথে লেনদেন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, সে হিসেবেই সে লেনদেনটি সংঘটিত হয়েছে।

প্রতিনিধিকে কোনো কাজের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, বাধ্য করা হয়নি। ফলে উভয় পক্ষেরই তা বাতিল করার সুযোগ রয়েছে। যেমন, কাউকে নিজের খাবার থেকে খাওয়ার অনুমতি প্রদান।[৮২] অধিকাংশ ফকীহ এরূপ বলেছেন। মালেকী মাযহাবের আলেমগণ এক্ষেত্রে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিনিময় ও বিকল্প থাকা বা না থাকার আওতায় তারা এ সম্পর্কে যা বলেছেন তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে الوكالة অধ্যায়ে।[৮৩]

মুদারাবাতে সময় নির্ধারণ

মুদারাবা চুক্তিতে সময় নির্ধারণ করা যথাযথ কি-না তা নিয়ে ফকীহদের মাঝে মতান্তর রয়েছে। হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের মতে, তাতে সময় নির্ধারণ করা জায়েয। পুঁজি সরবরাহকারী ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলবে, আমি এ দিরহামগুলো মুদারাবা হিসাবে এক বছরের জন্যে তোমাকে দিলাম। এক বছর শেষ হলে তুমি আর কোনো কিছু কিনবেও না, বেচবেও না। এভাবে সময় নির্ধারণ করা

৭৯. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২২৩
৮০. আল-মুগনীসহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ২১০; খিরাশী, খ. ৪, পৃ. ২৮৯
৮১. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৫ ও ৩৫২
৮২. আল-মুগনীসহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ২১৩; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৫৬; তাকমিলা (সম্পূরক শেষাংশ) ফাতহুল কাদীর, খ. ৭, পৃ. ১৩২
৮৩. আত-তাজ ওয়াল ইকলীল; হাত্তাব প্রণীত মাওয়াহিবুল জালীলের টীকা, খ. ৫, পৃ. ১৮৬ ও ১৮৮ প্রথম মুদ্রণ

www.amarboi.org

হলে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মুদারাবা কার্যকর থাকবে, সময় শেষ হলে তা বাতিল হয়ে যাবে। সময় নির্ধারণ করার দ্বারা কোনো কাজ সীমিত করা হয়, এটিও হয়ে গেছে সীমিত। আর এ সময়ে কর্মী হচ্ছে অর্থ যোগানদাতার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি। তাই যে সময় বেঁধে দেওয়া হবে, সে সে সময়টুকুতে কেবল প্রতিনিধি থাকবে, এর অধিক নয়।[৮৪] যেমন প্রতিনিধি হিসাবে পণ্যের প্রকার ও স্থান ইত্যাদি নির্ধারণ করে দিলে কর্মী তাতেই তার কাজ সীমিত রাখবে।[৮৫]

যেহেতু মুদারাবায় নির্ধারিত কোনো পণ্য কেনাবেচার জন্যে নির্ধারণ করা যায়, তাই তাতে সময়ও নির্ধারিত হওয়ার অবকাশ রয়েছে, যেমন প্রতিনিধি নিয়োগ করার ক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ করা জায়েয। তা ছাড়া পুজিদাতা যখন কর্মীর প্রতি সন্তুষ্ট তখনও যে কোনো সময়ে বেচাকেনা করা থেকে কর্মীকে সে বিরত রাখতে পারে, অতএব সে যদি এক্ষেত্রে শর্ত করে তবে তার সে শর্ত চুক্তির চাহিদা মাফিকই হবে, আর তাই তা গৃহীতও হবে এবং সঠিক ও যথাযথ বলে বিবেচিত হবে। যেমন পুঁজিদাতা বলবে, এক বছরের জন্যে তোমাকে এ টাকা দিলাম, বছর শেষ হলে তুমি আর কিছু কিনবে না।[৮৬] মালেকী ও শাফেয়ী আলেমগণ বলেন, মুদারাবাতে সময় নির্ধারণ করা যথাযথ নয়।[৮৭]

জিম্মাদার ও জামিন হওয়াতে সময় নির্ধারণ

কেউ যদি বলে, আমি যায়েদের পক্ষ থেকে জিম্মাদার এক মাস পর্যন্ত, এরপর আর আমার কোনো জিম্মাদারি নেই, তাহলে এভাবে সাময়িক জিম্মাদার হওয়া যথাযথ কিনা তা নিয়ে ইমাম ও ফকীহদের মাঝে বিতর্ক রয়েছে।

হানাফী আলেমদের মত, শাফেয়ীদের নিকট সঠিক ও গ্রহণযোগ্য মত এবং হাম্বলী আলেমদের মত হচ্ছে, এভাবে সময় নির্ধারণ করা জায়েয। মালেকী মাযহাবের আলেমগণ কতক শর্ত সাপেক্ষে এভাবে জিম্মাদার ও জামিন হওয়া

---

৮৪. রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫০৮; এ গ্রন্থে সুস্পষ্টভাষায় বলা হয়েছে, যদি মুদারাবাতে এমন বাধ্যবাধকতা ও সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয় যা তাতে উপকারী, তবে তা কবুল করা হবে; সে সীমাবদ্ধতা বা শর্তারোপ চুক্তি সম্পাদনের পরেও হতে পারে। এ শর্তারোপ করা যাবে পুঁজি দিয়ে পণ্য ক্রয় করার পূর্ব পর্যন্ত। পণ্য কিনে ফেলার পর আর তা যেহেতু বাদ দেওয়া যাবে না তাই তখন আর শর্ত আরোপ করার সার্থকতা না থাকায় তার সুযোগও থাকবে না। এ আলোচনায় 'বাধ্যবাধকতা যা উপকারী' বলা হয়েছে, যেহেতু উপকারী না হলে তার মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হবে না। যেমন কোন মাল বাকিতে কিনে নগদ বিক্রি করতে কর্মীকে নিষেধ করা হলেও কর্মী তার এ নিষেধাজ্ঞার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবে না, যেহেতু তা উপকারী নয়। আইনী নামক গ্রন্থেও তা বলা হয়েছে।

৮৫. রদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ৬৯; আল ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ৮৪

৮৬. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৭০

৮৭. খিরাশী, খ. ৪, পৃ. ৪২২; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১২

www.amarboi.org

জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন। তারা তাদের লেখা ফিকহী গ্রন্থাদিতে জামিন হওয়ার আলোচনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে শর্তাবলি উল্লেখ করেছেন। ফকীহগণ এভাবে সময়ের সাথে সীমিত জিম্মাদারি বৈধ বলেছেন, যেহেতু এভাবে সীমিতকরণে কারো বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত থাকতে পারে, সে তাই এভাবে নির্দিষ্টকরণ ব্যতীত জিম্মাদার হতে হয়তো রাজিই হবে না।

হানাফী আলেমগণ এভাবে সীমিত সময়ের জিম্মাদারির কতক অবস্থা আলোচনা করেছেন। সেগুলোর সব কটাতে সময় নির্ধারণ যথাযথ কিনা তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে যা الكفالة অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।[৮৮] শাফেয়ী আলেমগণ পরবর্তী সময়ে অধিক সঠিক বলে যে মতটি গ্রহণ করেছেন তা হলো, জিম্মাদারিতে সময় নির্ধারণ যথার্থ নয়।[৮৯]

ওয়াকফে সময় নির্ধারণ

যদি কেউ সীমিত সময়ের জন্যে কোনো কিছু ওয়াকফ করে, সে সময় শেষ হলে ওয়াকফ বাতিল হওয়ার ঘোষণা দেয়, যেমন কেউ বলল, আমার বাড়িটি আমি এক বছরের জন্যে ওয়াকফ করলাম বা হাজীগণ আসা পর্যন্ত, তাহলে তার এ ওয়াকফ যথাযথ হবে কিনা তা নিয়ে ফকীহগণ মতপার্থক্য করেছেন। হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের মত হচ্ছে, এটি যথাযথ ওয়াকফ বলে গণ্য হবে না; যেহেতু ওয়াকফের চাহিদা হচ্ছে তা হবে স্থায়ী।[৯০] এ বিষয়ে মালেকী মাযহাবের আলেমদের মত যা হাম্বলী আলেমদেরও একটি অভিমত, তা হচ্ছে, ওয়াকফ সঠিক ও যথাযথ হওয়ার জন্যে চিরস্থায়ী ভাবে ওয়াকফ করা জরুরি নয়। তাই তাতে সাময়িক ওয়াকফ করা যথার্থ। সময় শেষে তা আবার মূল মালিকের মালিকানায় ও অধিকারে ফিরে যাবে, যেমন ওয়াকফের পূর্বে ছিল।[৯১]

তৃতীয় আলোচনা : যে সকল চুক্তি মেয়াদী হওয়া বৈধ নয়

যে সকল চুক্তি মেয়াদী বা সাময়িক হওয়া বৈধ নয় সেগুলো হচ্ছে : বিক্রয়, হিবা, বিবাহ ইত্যাদি। নিম্নে সেগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে :

---

৮৮. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২৬৬; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২০৭; আল-মুগনীসহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ৯৮; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৩৩১-৩৩২

৮৯. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২০৭; শিরাজী প্রণীত আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৪১ প্রকাশক : হালাবী

৯০. রদ্দুল মুহতার, খ. ৩, পৃ. ৫০৬; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা (আলমগীরী), খ. ৩, পৃ. ৩০৪; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৭৯; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩৮৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৪, পৃ. ২৫০

৯১. হাশিয়া দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৭৯; আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৬, পৃ. ২২১

www.amarboi.org

বিক্রিতে সময় নির্ধারণ :[৮২]

বিক্রয়-এর পরিচিতি হচ্ছে পারস্পরিক সম্মতিতে সম্পদের বিপরীতে সম্পদ আদানপ্রদান বা অদলবদল এবং তার বিধান হচ্ছে ক্রীতপণ্যে ক্রেতার মালিকানা এবং নির্ধারিত মূল্যে বিক্রেতার মালিকানা। এসবই প্রতিষ্ঠিত হয় তখন যখন বিক্রয় সম্পন্ন হয়।[৮৩] এবং যেহেতু এই মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় স্থায়ীভাবে, তাই তাতে সময় নির্ধারণের কোনো অবকাশ নেই।[৮৪] আল্লামা সুয়ূতী তার আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের গ্রন্থে লিখেন, স্বাভাবিক বিক্রির কোনোটি কখনোই সাময়িক হবে না। যদি তাতে সময় নির্ধারণ করা হয় তবে তা বাতিল হয়ে যাবে।[৮৫] আল্লামা কাসানী এ সম্পর্কে লিখেছেন, কোনো বস্তুর মালিকানা হস্তান্তরকারী কোনো লেনদেনে সময় নির্ধারণ সঠিক নয়।[৮৬]

ফকীহগণ এ ধরনের শর্ত বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন যেগুলো বিক্রিকে সাময়িক ও অস্থায়ী বলে প্রকাশ করে। বিক্রি সাময়িক হলে সে সময় শেষে পণ্যটি আবার বিক্রেতার মালিকানায় চলে আসবে, যা মোটেই যথার্থ নয়। বিক্রয় সাময়িক হওয়া শব্দের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে পারে। যেমন কেউ বলল, এটি আমি তোমার নিকট এক বছরের জন্যে বিক্রি করলাম। অথবা সাময়িক হওয়া কোনো আরোপিত শর্তের দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে। যেমন কেউ বিক্রিকালে বলল, আমি তোমার নিকট এটি বিক্রি করছি এই শর্তসহ যে, অমুক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তা তুমি আমাকে ফিরিয়ে দেবে। যেভাবেই হোক বিক্রি এভাবে সাময়িক হওয়া সহীহ নয়।

মেয়াদযুক্ত বিক্রি যা মালেকী আলেমদের দৃষ্টিতে বৈধ

মালেকী মাযহাবের আলেমগণ বিক্রির এক অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তাতে একাধিক বিক্রি হয়, যেগুলোতে পণ্য একটিই। তা বিক্রেতাই একবার বেচার

---

৮২. দ্রষ্টব্য : البيع

৮৩. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২৩৩

৮৪. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩; এ গ্রন্থে বলা হয়েছে, কতক ফকীহ البيع (বিক্রি)-এর সংজ্ঞা বর্ণনা করে বলেছেন, আর্থিক লেনদেন সম্পর্কিত চুক্তি, যার বিনিময়ে কোন বস্তু বা উপকারের মালিক হওয়া যায় স্থায়ীভাবে। উপকার বলার দ্বারা রাস্তা ব্যবহারের উপকার, পার্শ্ববর্তী জমি আগে কেনার অধিকার ইত্যাদি এ সংজ্ঞার আওতায় আসে। অপরদিকে ভাড়া নেওয়া (ইজারা) এ সংজ্ঞা থেকে বাদ পড়ে, যেহেতু তাতে স্থায়ীভাবে উপকার পাওয়া যায় না, আর তাই بيع শব্দ ভাড়ার লেনদেনে ব্যবহৃতও হয় না, بيع শব্দ দ্বারা ভাড়ার লেনদেন সংঘটিতও হয় না।

৮৫. পৃ. ২৮২

৮৬. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ১১৮; আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৬, পৃ. ২৫৬ ও ৩১৩

www.amarboi.org

পর কেনে। তাতে মেয়াদ অন্তর্ভুক্ত। তারা বলেন, এগুলো বাহ্যিকভাবে জায়েয বোঝালেও কখনো এগুলো অবৈধতার আওতায় চলে যায়। যেহেতু কোনো বিক্রিতে একই সাথে বিক্রি ও ঋণ দুটো চুক্তি সম্পাদিত হয়। কোনোটিতে ঋণ লাভ নিয়ে আসে যা সুদের অন্তর্ভুক্ত। এভাবে একই সাথে দুই চুক্তি বা সুদ আগমন কোনোটিই জায়েয নয়।

এদিকে লক্ষ করে তারা মেয়াদযুক্ত বিক্রি বৈধ বলার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত বিষয় গুলোকে নিয়ম করে বাতিল করেছেন। তারা এজন্যে বলেছেন : এ সকল বিক্রি থেকে ব্যতিক্রম হিসাবে নিষিদ্ধ হবে যে বিক্রির সাথে ঋণগ্রহণ করা হবে বা যে বিক্রিতে ঋণ লাভ টেনে আনবে অথবা সুদ অর্জনের মাধ্যম হিসাবে যে বিক্রিতে মানুষের ঝোঁক সৃষ্টি হয়। কিন্তু যদি বিক্রিতে সুদের ঝোঁক না থাকে তাহলে তা জায়েয হবে। কমিশনের বা পুরস্কারের ঘোষণা থাকা অবস্থায় কেনাবেচা যেমন জায়েয, তেমনিভাবে সুদের আগ্রহ না থাকলেও বিক্রি জায়েয হবে।

যে সকল বিক্রি মেয়াদযুক্ত হলেও মালেকী আলেমদের দৃষ্টিতে জায়েয সেগুলো নিম্নরূপ :
যদি বিক্রেতা কোনো জিনিস বিক্রি করে, তাতে মূল্য পরিশোধ করা হবে বিলম্বিতভাবে, অর্থাৎ ক্রেতা তার মূল্য নগদ প্রদান করছে না। এরপর বিক্রেতা সেই বিক্রীত বস্তুটি ক্রেতার নিকট থেকে কিনে নেয়, বস্তুটির মূল্যজাতীয় বস্তুই ছামান (নির্ধারিত মূল্য) হিসাবে সে প্রদান করে। তবে তাতে হয়তো : ১. বিক্রেতা এখন নগদ মূল্য পরিশোধ করে, ২. অথবা ক্রেতা যে সময় নিয়েছিল তা থেকে কম সময় নেয়, ৩. অথবা ক্রেতা থেকে অধিক সময় নেয়, ৪. অথবা ক্রেতা তখন যে সময় নিয়েছিল বিক্রেতাও এখন সেই পরিমাণ সময় নেয়। এ চারটি অবস্থাতেই : ১. হয়তো বস্তুটির প্রথম যে মূল্য ধরা হয়েছিল এখনও সেই মূল্যই ধার্য হয়। ২. অথবা প্রথম মূল্য থেকে কম মূল্য ধরা হয়, ৩. অথবা তা থেকে অধিক মূল্য ধরা হয়। এভাবে মোট বারোটি অবস্থা হলো।

তন্মধ্যে তিন অবস্থায় বিক্রি নাজায়েয হবে। সেগুলো হচ্ছে :

এক. বিক্রেতা যখন কোনো পণ্য বাকীতে বিক্রি করার পর তা থেকে আরো কম দামে মূল্য নগদ পরিশোধ করে কিনে।

দুই. বিক্রেতা যখন কোনো পণ্য বাকীতে বিক্রয় করার পর তা থেকে আরো কম মেয়াদে মূল্য বাকী রেখে সেই পণ্য কিনে।

তিন. বিক্রেতা যখন কোনো পণ্য বাকীতে বিক্রয় করার পর পূর্বতন মেয়াদ থেকে আরো অধিক মেয়াদে মূল্য বাকী রেখে সেই পণ্যটি কিনে।

এই তিন অবস্থায় বিক্রি করার পর তা কেনা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হচ্ছে : অল্প প্রদানের পর বেশির মধ্যে সে অল্পও ফিরে আসা। প্রথম অবস্থায় ক্রেতা সম্পূর্ণ

www.amarboi.org

মূল্য পরিশোধ করার পূর্বেই তা বিক্রেতার নিকট নগদ মূল্যে বিক্রয় করার দরুন তার অল্প প্রদত্ত মূল্য আবার তারই নিকট ফিরে আসে। দ্বিতীয় অবস্থায় বিক্রেতা পূর্ব মেয়াদ থেকে আরো কম মেয়াদে তার মূল্য পরিশোধ করার দরুন ক্রেতা তার সমুদয় মূল্য পরিশোধ করার পূর্বেই তা ফেরত পেয়ে যায়। তৃতীয় অবস্থায় বিক্রেতা ক্রেতার চেয়ে অধিক মেয়াদে কেনার দরুন ক্রেতা তাকে সমুদয় মূল্য প্রদান করার পর সে ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করে। ফলে ক্রেতার নিকট থেকে পাওয়া অর্থই তাকে ফিরিয়ে দিয়ে তা কেনা সম্ভব হয়। এভাবে প্রথম দুটি অবস্থায় ক্রেতা লাভবান হয় এবং তৃতীয়টিতে বিক্রেতা লাভবান হয়। এ তিনটি ক্ষেত্রেই অগ্রিম মূল্য প্রদান লাভ নিয়ে এসেছে যা শরীয়ত অনুমোদন করে না।

অপর নয়টিতে বেচাকেনা জায়েয হবে। এক্ষেত্রে যে মূলনীতি অনুসৃত হবে তা হলো : যদি উভয় মেয়াদ এক বরাবর হয় অথবা উভয় মূল্য এক বরাবর হয় তাহলে জায়েয। যদি মেয়াদে বা মূল্যে তারতম্য ঘটে তাহলে দেখতে হবে কে কাকে আগে দিচ্ছে। যদি তাতে এমন ঘটে যে, অল্প প্রদানের পর বেশি ফিরে আসে তাহলে তা জায়েয হবে না। যদি এমনটা না ঘটে তাহলে জায়েয হবে।[১৭]

উপরিউক্ত বারোটি প্রকারের মধ্যে যেটি প্রথম : বিক্রেতা বিক্রয়ের সময় ক্রেতা তার প্রদেয় মূল্য বাকী ও বিলম্বিত রাখে, কিন্তু এরপর বিক্রেতা আবার সেই বস্তুটিই সেই ক্রেতার নিকট থেকে নগদ মূল্যে কিনে, একে শরীয়তের পরিভাষায় بَيْعُ الْعِيْنَة বলে।

আল্লামা রাফেঈ এর সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন : কেউ অপর কোনো ব্যক্তির নিকট কিছু বিক্রয় করা বাকীতে (বিলম্বিত মূল্যে), ক্রেতাকে তার পণ্য বুঝিয়ে দেওয়া, এরপর ক্রেতার নিকট থেকে মূল্য কব্জা করার পূর্বে তার নিকট থেকে সে পণ্য কিনে নেওয়া নগদ মূল্যে, যা ক্রেতার নিকট যে দামে বিক্রয় করা হয়েছিল তা থেকে কম।[১৮]

ইবনে রিসলান তার শারহুস সুনান গ্রন্থে লিখেছেন, এ বেচাকেনাকে বায়উল ঈনা (بَيْعُ الْعِيْنَة) বলা হয়, যেহেতু عين আইন শব্দের এক অর্থ উপস্থিত বস্তু। এ বস্তুর মালিক নগদ অর্থ লাভ করে, নগদ অর্থকেও عين বলে। ক্রেতা মালটি কিনে তা নগদ অর্থে বেচার জন্যে, যা তার তাৎক্ষণিক অর্জিত হয় এবং যা তার উদ্দেশ্যপূরণে সহায়ক হয়।

---

১৭. হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৭৭

১৮. নায়লুল আওতার, খ. ৫, পৃ. ২০৭, মুদ্রণ : উছমানিয়া, মিসর, ১৩৫৭ হি.

www.amarboi.org

এ ধরনের বেচাকেনা নাজায়েয ও অবৈধ হওয়া আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আয়েশা রা. হতে বর্ণিত। মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, শা'বী ও ইবরাহীম নাখায়ীও এই মত বর্ণনা করেছেন। ইমাম ও ফকীহদের মাঝে সুফিয়ান ছাওরী, আওযায়ী, আবু হানীফা, মালেক, ইসহাক ও আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. ও তা নাজায়েয হওয়ার মত ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা এ সম্পর্কে কতক হাদীস উল্লেখ করেছেন :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا ضَنَّ النَّاسُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَتَبَايَعُوا بِالْعِينَةِ ، وَاتَّبَعُوا أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَتَرَكُوا الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ، أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهِمْ بَلَاءً ، فَلَا يَرْفَعُهُ حَتَّى يُرَاجِعُوا دِينَهُمْ

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেছেন, রাসূলুলাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যখন মানুষ দীনার ও দিরহাম ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হবে, পরস্পরে বাইয়ে ঈনা (بَيْعُ الْعِينَةِ) করবে, গরুর লেজের পিছনে চলবে (অর্থাৎ পার্থিব সম্পদে মগ্ন হবে), আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা থেকে বিরত থাকবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি বিপদ নামিয়ে দিবেন, তারা যে পর্যন্ত দীন ইসলামে ফিরে না যাবে আল্লাহ তাদের ওপর থেকে সে বিপদ সরাবেন না।"[৯৯]

সুনানে আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

"যখন তোমরা বাইয়ে ঈনা করবে, গরুর লেজ ধরে থাকবে, ফসলে সন্তুষ্ট থাকবে, জিহাদ বর্জন করবে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন, তোমরা যে পর্যন্ত দীন ইসলামে পুরোপুরি ফিরে না আসবে সে পর্যন্ত তিনি তোমাদের ওপর থেকে এ লাঞ্ছনা দূর করবেন না।[১০০]

ইবনুল কাইয়িম বাইয়ে ঈনা নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে দলিল হিসাবে উল্লেখ করেছেন :

---

৯৯. মুসনাদে আহমদ

১০০. আবু দাউদ, শাওকানী কৃত নায়লুল আওতার, খ. ৫, পৃ. ২০৬; তিনি এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এ হাদীসটি তাবারানী ও ইবনুল কাত্তান বর্ণনা করেছেন, ইবনুল কাত্তান হাদীসটি সহীহ মানের বলে মত প্রকাশ করেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার তার বুলুগুল মারাম গ্রন্থে হাদীসটি আলোচনাকালে প্রথমে বলেছেন, সনদের সকলে নির্ভরযোগ্য। এরপর হাদীসটিতে থাকা ত্রুটি বর্ণনা করে বলেছেন, কোনো সনদে হাদীসটি দুর্বল, কোনটিতে তাদলীস হয়েছে, কোনোটি মাওকুফ রেওয়ায়াত। সবশেষে বলেছেন, সব একত্রে একটি অপরটির শক্তি জোগায়। (এভাবে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে এসেছে।)

www.amarboi.org

عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَسْتَحِلُّونَ الرِّبَا بِالْبَيْعِ

প্রখ্যাত তাবেয়ী আওযায়ী বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এমন এক সময় আসবে লোকেরা বিক্রয়ের মাধ্যমে সুদ গ্রহণকে হালাল বলে ধারণা করবে।"

ইবনুল কাইয়িম বলেন, যদিও হাদীসটি মুরসাল (অর্থাৎ সনদে সাহাবীর নাম অনুপস্থিত), তথাপি হাদীসটি দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য, যেহেতু এই মর্মের আরো রেওয়ায়াত তাকে সমর্থন করে এবং সকল আলেম এ হাদীসটিকে গ্রহণ করেছেন। এই মর্মের আরো হাদীস আছে যেগুলোতে ঈনা (الْعِينَةَ) শব্দের উল্লেখ রয়েছে এবং হাদীসগুলোতে তা সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

মূলত এটি কোনো ব্যবসা নয়, এটি হচ্ছে ব্যবসা ও বেচাকেনার নামে সুদী কারবার। কিন্তু যারা এ ধরনের কারবার করত তারা এটাকে বায় (بَيْعٌ/ব্যবসা) বলে উল্লেখ করত। তাই নবী স.ও বায় (بَيْعٌ) বলেই তা হারাম হওয়ার ঘোষণা প্রদান করেছেন। মূলত তাতে সুদের মর্ম ও সংজ্ঞা পুরোপুরিভাবে প্রযোজ্য হয়, তাই একে যে নামই দেওয়া হোক তা সুদ, আর তাই তা হারাম। নাম বদলে যারা এটাকে জায়েয বলতে চায়, তারা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে।[১০১]

শাফেয়ী আলেমগণ বায় (بَيْعٌ) শব্দ থাকার প্রেক্ষিতে এটি জায়েয হওয়ার মত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন, ক্রেতা তা কেনার পর আবার বিক্রেতার কাছে না বেচে অন্যের কাছে তা বেচতে পারে, তাহলে তা আর হারাম হয় না। এভাবে বিক্রেতার কাছে যে বিক্রয় করা হয়েছে তা-ও সহীহ হবে, যেমন সমান মূল্যে বিক্রয় করলে তা সহীহ হয়। তারা নিষেধ সম্পর্কিত যে হাদীসগুলো পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি দেননি।[১০২]

হিবা ও অনুদানে সময় নির্ধারণ

সকল আলেম ও ফকীহ এ কথায় একমত, হিবা কখনো স্থায়ী ভিন্ন সাময়িক হয় না। তারা বলেন, এক্ষেত্রে সময় নির্ধারণ করা জায়েয নয়। যেহেতু হিবাতে কোনো জায়গা বা বস্তুর তাৎক্ষণিকভাবে কাউকে মালিক বানানো হয়। আর নিয়ম হচ্ছে, কোনো বস্তুর কাউকে মালিক বানানো হলে তা স্থায়ীভাবে হতে হবে, সাময়িকভাবে নয়। যেমন কোনো বস্তু বিক্রির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। তাই

---

১০১. নায়লুল আওতার, খ. ৫, পৃ. ২০৭; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ১৮৫, মুদ্রণ : রিয়াদ; আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৪৫, মানার-এর দ্বিতীয় সংস্করণ

১০২. রাওযা, খ. ৩, পৃ. ৪১৬

www.amarboi.org

কেউ যদি বলে, আমি এ বছরের জন্যে হিবা করলাম, এ বছর শেষে তা আবার আমার মালিকানায় চলে আসবে, তাহলে তার হিবা-ই সহীহ হবে না।[১০৩]

কোনো কোনো ফকীহ এ আলোচনা থেকে উমরা (العمرى) ও রুকবা (الرقبى) এ দুটি পদ্ধতিকে ব্যতিক্রম বলে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা হিবা অধ্যায়ের এ দুটো পরিভাষা সংশ্লিষ্ট বিবরণে দ্রষ্টব্য।

বন্ধকে সময় নির্ধারণ

ফকীহগণ এ কথায় একমত, বন্ধক রাখায় সময় নির্ধারণ করা জায়েয নয়। যেমন কেউ বলল, আমি তোমার নিকট এটি একমাস বন্ধক রাখছি, তোমার নিকট থেকে আমি যে ঋণ নিয়েছি তার বিপরীতে। তাহলে তা সহীহ হবে না।[১০৪]

মেয়াদের প্রকার

মেয়াদ দু প্রকার : ১. জানা ও ২. অজানা।

মেয়াদ জানা বা অজানা হওয়ার বিষয়টি মূল চুক্তিতে প্রভাব সৃষ্টি করে। তার ভিত্তিতে চুক্তি সহীহ অথবা বাতিল হয়ে যায়। অজানা মেয়াদে প্রতারণার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। তবে অজানা শর্তের কোনোটি জানা সহজ হয়, কোনোটি তার বিপরীত। এসবের ওপর ভিত্তি করে ফকীহদের মতামত হয়েছে বিভিন্ন, পরবর্তী অধ্যায়ে তা বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

প্রথম আলোচনা : জানা মেয়াদ

যে সকল লেনদেন ও চুক্তিতে মেয়াদ নির্ধারণ করার অবকাশ রয়েছে সেগুলোতে যদি মেয়াদ হয় জানা সময়, তবে মেয়াদ নির্ধারণ করা সহীহ, এ কথায় সকল ফকীহ একমত।[১০৫] সময়টা জানার যে পন্থা এখানে কার্যকর হবে তা হচ্ছে, এমন এক নির্ধারিত সময় বলা হবে যা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বা দলে দলে পরিবর্তিত হয় না। তা নির্ধারিত দিন ক্ষণ, মাস বা বছর উল্লেখ করার দ্বারাই সম্পন্ন হবে।

মেয়াদের সময়টা নির্দিষ্ট সময় হতে হবে, এ কথার দলিল পবিত্র কুরআনে আল্লাহর বাণী :

---

১০৩. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ১১৮; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩৯৮; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৯৭; মুদ্রণ : দারুল ফিকার, আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৬, পৃ. ২৫৬

১০৪. আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৪২৯; আল-ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ২৩৬; আল-খিরাশী, খ. ৪, পৃ. ১৫৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৩২; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৫২ মুদ্রণ : রিয়াদ

১০৫. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৮৩; ইবনে নুজাইম-এর আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩৫৭; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১০৫; আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩২৮

www.amarboi.org

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"হে ঈমানদার লোকেরা! যখন তোমরা পরস্পরে ঋণ আদান প্রদান করো নির্ধারিত সময় পর্যন্ত তোমরা তা লিখে রাখো।"[১০৬]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারিত সময় শর্ত হিসাবে উল্লেখ করার আলোচনায় বলেছেন :

مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"কেউ কোনো বস্তুতে মূল্য অগ্রিম দিতে চাইলে সে যেন নির্দিষ্ট পরিমাপ নির্দিষ্ট পরিমাণ এবং নির্দিষ্ট সময় হিসাব করে তা করে।"[১০৭]

ফকীহদের এ কথায় ইজমা ও ঐকমত্যও হয়েছে, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কোনো লেনদেন বিলম্বিত করা জায়েয। তা ছাড়া মেয়াদ জানা না থাকলে পণ্য বা মূল্য হস্তান্তর নিয়ে দু'পক্ষে ঝগড়া লাগার সম্ভাবনা প্রবল। এক পক্ষ তাড়াতাড়ি পাওয়া আশা করবে, অপরপক্ষ হাতে আরো সময় থাকার হিসাব করবে। ফলে দেখা দেবে ঝগড়ার সমূহ সম্ভাবনা। আর নিয়ম হচ্ছে, যেখানে ঝগড়ার সামান্য সম্ভাবনাও দেখা যাবে, শরীয়ত তার দ্বার রুদ্ধ করে দিতে তাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করবে। অতএব শরীয়তে মেয়াদ অনির্ধারিত রাখার কোনো অবকাশ নেই।

তাছাড়া মেয়াদ অনির্ধারিত থাকলে কোনো চুক্তি অসম্পন্ন ও অনাদায়ী হতে পারে, অথচ আমাদের প্রতি কুরআনের নির্দেশ : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ "তোমরা কৃত চুক্তি পূর্ণ করো।"[১০৮]

মেয়াদ সম্পর্কিত মৌলিক জ্ঞান বা মেয়াদ সম্পর্কে অবগতির মূল মাপকাঠি কী, তা নিয়ে ফকীহদের মাঝে সামান্য মতপার্থক্য হয়েছে।

কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, জানা মেয়াদ দ্বারা উদ্দেশ্য এমন সময় যা সকল লোকের জানা। যেমন চান্দ্রমাস।[১০৯] কোনো কোনো ফকীহ বলেছেন, যদি উভয় পক্ষের নিকট সে সময়টা জানা থাকে, অন্য কারো কাছে তা জানা হোক বা অজানা, তা জানা সময় বলেই গণ্য হবে। নির্ধারিত মৌসুমে কোনো কাজ করার সাথে সময় সম্পর্কিত হলে তা-ও নির্ধারিত সময় বলেই গণ্য হবে।[১১০]

---

[১০৬]. সূরা বাকারা : আয়াত ২৮২

[১০৭]. বুখারী ও মুসলিম

[১০৮]. সূরা মায়েদা : আয়াত ১

[১০৯]. শিরাযী প্রণীত আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৯৯

[১১০]. হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২০৫

www.amarboi.org

এভাবে ফকীহদের দু দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে মেয়াদ নির্ধারণ সম্পর্কে ফকীহদের যে সকল অভিমত পাওয়া গেল তা হচ্ছে :

১. সকলের নিকট পরিচিত সময়,

২. সকলের নিকট না হলেও ক্রেতা বিক্রেতার নিকট পরিচিত সময়,

৩. কোনো মৌসুম বা ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত সময়,

৪. নির্ধারিত সময়ে সংঘটিত কোনো কাজের সময়।

নিম্নে এ প্রকারগুলো নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে :

সকলের নিকট পরিচিত সময়ে সীমা নির্ধারণ

সময় হিসাবে যা সকলের নিকট পরিচিত তেমন সময়ের দ্বারা বিলম্বিত চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ করা সকল ফকীহের ঐকমত্যে জায়েয। যেমন কেউ বলল, এ দীনারগুলো অগ্রিম মূল্য হিসাবে গ্রহণ করো, এক ইরদাব (আরবীয় মাপ) গম এ বছরের রজব মাসের শুরুতে বুঝিয়ে দেবে। অথবা বলল, বিশ দিন পর আমি তোমার কাছ থেকে ফসল বুঝে নেব।[১১১]

উলামায়ে কেরাম বলেন, যদি মাস বা বছর হিসাবে মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় তাহলে সাধারণভাবে তাতে চান্দ্রমাস ও চান্দ্রবর্ষ গৃহীত হবে। তাই কেউ যদি এক মাস দুমাস বা একবছর দু বছর মেয়াদ উল্লেখ করে তবে তা হবে চান্দ্রমাস, চান্দ্রবর্ষ, যেহেতু শরীয়তে এটিই সাধারণভাবে পরিচিত।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ

"তারা আপনার নিকট প্রশ্ন করে নতুন চাঁদ সম্পর্কে। আপনি বলুন, তা মানুষের এবং হজের জন্যে সময় নির্দেশক।"[১১২]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

"আল্লাহর নিকট মাস গণনায় মাস বারোটি, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হতেই তা আল্লাহর বিধানে বিদ্যমান। (এই বারো মাসের) মধ্যে চার মাস নিষিদ্ধ বা পবিত্র মাস।"[১১৩]

---

১১১. হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২০৫; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৪, পৃ. ১৮১; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১০৫-১০৬ ও ৩৪৯; আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩২৮; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৮৯

১১২. সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৯

১১৩. সূরা তাওবা, আয়াত ৩৬

www.amarboi.org

এ আয়াতগুলোর আলোকে চান্দ্রমাস ও চান্দ্রবর্ষই ধর্তব্য ও গৃহীত হবে, এ কথায় হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী সকল মাযহাবের সকল আলেম একমত।[১১৪]

চান্দ্রমাস ব্যতীত সময় নির্ধারণ

যদি চান্দ্রমাস ব্যতীত অন্য কোনো সময়নির্দেশক দ্বারা মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় তবে তা হবে দু প্রকার :

এক. মুসলিম সমাজে প্রচলিত হিসাবে সকলের পরিচিত, যেমনঃ জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ইত্যাদি। হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী সকল মাযহাবের সকলেই এ সকল মাস দ্বারা সময় নির্ধারণ জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন। যেহেতু এ মাসগুলো সকলের পরিচিত, তাই তা নিয়ে কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই, যেমন চান্দ্রমাস নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই।[১১৫]

দুই. মুসলিম সমাজে প্রচলিত না থাকার দরুন কোনো মুসলিম তা নাও চিনতে পারে। যেমন ইরানীদের মধ্যে প্রচলিত নওরোয[১১৬] ও মেহেরজান[১১৭] ইত্যাদি। (বাংলাদেশী মুসলিমদের মাঝে এমনি সময় হচ্ছে দুর্গা পূজা, চৈত্র সংক্রান্তি ইত্যাদি।) অধিকাংশ ফকীহ এ সময় পর্যন্ত মেয়াদ নির্ধারণ করা জায়েয বলেছেন।[১১৮]

সময় বর্ণনায় কেবল মাস শব্দ উল্লেখ করা

যদি কেউ মেয়াদ বর্ণনাকালে কেবল মাস শব্দ ব্যবহার করে, আরবী মাস না ইংরেজী মাস (না বাংলা মাস) কিছুই উল্লেখ না করে, হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী সকল মাযহাবের ফকীহগণ একথায় একমত, তাহলে এর দ্বারা আরবী মাস ধর্তব্য হবে, যেহেতু শরীয়তে চান্দ্রমাসকেই মাস হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ

---

১১৪. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ৮১; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২০৬; শিরাযী প্রণীত আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৯৯; আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩২৮

১১৫. আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩২৮; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১০৫-১০৬; রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১২৫; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২০৫

১১৬. নওরোযের দুটি সংজ্ঞা বিদ্যমান। এক. বসন্তকালের প্রথম দিন, মেষরাশির প্রথম দিন। দুই. শীতকালের প্রথম দিন, মীনরাশির প্রথম দিন। অগ্নিপূজকরা এই দিনটিকেও উৎসবের দিন হিসাবে পালন করত।

১১৭. শরৎকালের প্রথম দিন, তুলারাশির প্রথম দিন।

১১৮. আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩২৮; রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১২৪; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২০৫; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১০৫

www.amarboi.org

"আল্লাহর নিকট মাস গণনায় মাস বারোটি, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন হতেই তা আল্লাহর বিধানে বিদ্যমান। (এই বারো মাসের) মধ্যে চার মাস নিষিদ্ধ বা পবিত্র মাস।"[১১৯]

এখানে চান্দ্রমাসই হিসাব করা হয়েছে। তাই, সাধারণভাবে মাস বলা হলে চান্দ্রমাসই গণনা করা হবে।[১২০]

মাসের মেয়াদ হিসাব করার সময় যদি চুক্তি সম্পাদিত হয় মাসের শুরুতে, তাহলে শুরু থেকেই হিসাব করা হবে। যদি মাসের শুরুতে সম্পাদিত না হয়, তবে দেখতে হবে চুক্তিটি কত দিনের জন্যে করা হয়েছে। যদি একমাস বা আরো অধিক সময়ের জন্যে চুক্তি করা হয় তাহলে এখন দেখা হবে, চুক্তিটি মাসের প্রথম দিকেই করা হয়েছে কি না। (যেমন বাড়িভাড়ার চুক্তি করা হলো মাসের ২-৩ তারিখে)। যদি মাসের শুরুভাগেই চুক্তিটি করা হয় তাহলে ইমাম ও ফকীহদের ঐকমত্যে চান্দ্রমাসই গণ্য হবে এবং এক দুদিন কম থাকলেও চান্দ্রমাসের শেষে মাস শেষ হয়েছে বলেই ধরা হবে। কিন্তু যদি মাসের এক অংশ (যেমন ৬-৭ দিন) গত হওয়ার পর চুক্তিটি হয়, তাহলে ভাড়া বা এ জাতীয় চুক্তিতে ত্রিশ দিন ধর্তব্য হবে, এ কথায় সকল মাযহাবের সকল ফকীহ ও ইমাম একমত। যেহেতু এ ক'দিন চলে যাওয়ার পর চান্দ্রমাস হিসাব করা ঝামেলাপূর্ণ, তাই এক্ষেত্রে দিন গণনা করা হবে।[১২১]

যদি তিন মাসের জন্যে কেউ ভাড়া নেয় তাহলে তার হিসাব নিয়ে ফকীহগণ মতপার্থক্য করেছেন। এক মত হচ্ছে, দুমাস হবে চান্দ্রমাস হিসাবে, এক মাস হবে ত্রিশ দিন হিসাব করে। এটি হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের সম্মিলিত মত। অপর মত হচ্ছে, তিন মাসই ত্রিশদিন হিসাব করে গণনা করা হবে। এটি ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর নিজস্ব অভিমত, হাম্বলী আলেমদেরও এটি একটি মত।[১২২] বছরের হিসাবও এভাবেই করা হবে।

মেয়াদ গণনায় সূচনা

চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষ মেয়াদের সূচনা হিসাবে যে সময়ের উল্লেখ করবে সূচনা হিসাবে তা-ই ধার্য হবে। যদি সূচনা-সময় নির্ধারণ না করে তবে চুক্তি সম্পাদনকাল থেকেই মেয়াদ শুরু হবে।[১২৩]

---

১১৯. সূরা তাওবা, আয়াত ৩৬

১২০. আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩২৮; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৪, পৃ. ১৮১; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২০৬; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৯৯

১২১. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৪, পৃ. ১৮১; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২০৩; শিরাযী প্রণীত আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০০; আল-মুগনীসহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩২৮

১২২. পূর্ববর্তী সূত্রাবলি। বিশেষভাবে এই মতপার্থক্য আলোচিত হয়েছে বাদায়েউস সানায়ে ও আল-মুগনী সহ আল-শারহুল কাবীর গ্রন্থে।

১২৩. আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩২৮; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৪, পৃ. ১৮১; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৯৯; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২০৬

www.amarboi.org

ঈদ পর্যন্ত মেয়াদ নির্ধারণ

যদি ঈদ পর্যন্ত মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় তাহলে কোন্ ঈদ তা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। যেমন আগামী রোযার ঈদ বা কুরবানীর ঈদ বা আগামী বছরের রোযার ঈদ ইত্যাদি। এভাবে মেয়াদ নির্ধারণ করা সহীহ।[১২৪]

দু অর্থের কোনো একটিকে মেয়াদ নির্ধারণ

যদি কোনো কাজের মেয়াদ হিসাবে এমন শব্দ উল্লেখ করা হয় যার দুটো অর্থ রয়েছে। তবে তাতে উলামায়ে কেরাম দুটো মত ব্যক্ত করেছেন।

এক. শাফেয়ী মাযহাবের সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত, যা হাম্বলী মাযহাবেরও আলেমদের অভিমত, এক্ষেত্রে যে মেয়াদটি নিকটতর সেটি গৃহীত হবে। যেমন কেউ বলল, আগামী ঈদ বা জুমাদা বা রবি অথবা মিনা থেকে হাজীদের চলে আসার দিন পর্যন্ত। ঈদ রয়েছে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা, জুমাদা হচ্ছে জুমাদাল উলা ও জুমাদাল উখরা, রবি হচ্ছে রবিউল আওয়াল ও রবিউল আখির এবং হাজীরা মিনা থেকে ১২ তারিখেও আসে, ১৩ তারিখেও আসে। তাই এ সব ক্ষেত্রে প্রথমটি গৃহীত হবে, যেহেতু তার বলা শব্দের মধ্যে এ সকল অর্থ রয়েছে।

দুই. অপর আলেমগণ এবং শাফেয়ী মাযহাবের অপর মত হচ্ছে, দ্বিধাদ্বন্দ্বের সাথে বলার দরুন এখানে কোনো মেয়াদই গৃহীত হবে না। তাই নতুন ভাবে তাকে মেয়াদ স্থির করতে হবে।[১২৫]

মৌসুমী কোনো কাজের সময় পর্যন্ত মেয়াদ নির্ধারণ

ফসল কাটা, মাড়াই করা বা ফল পাড়া বা হাজীদের দেশে ফিরে আসা ইত্যাদি কাজের সাথে মেয়াদ সম্পর্কিত করা হলে তা জায়েয হবে কি না তা নিয়ে পরস্পর বিপরীত দুটো মত রয়েছে।

হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ এবং ইবনুল মুনযির-এর মতে এ সকল কাজের সাথে সম্পর্কিত করে মেয়াদ নির্ধারণ করা জায়েয নয়। তারা এ বিষয়ে দলিল হিসাবে উল্লেখ করেন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর বাণী : ফসল কাটা বা মাড়াই করার সময় পর্যন্ত মেয়াদ নির্ধারণ করে তোমরা বেচাকেনা করো না। নির্দিষ্ট কোনো মাস পর্যন্ত মেয়াদ নির্ধারণ করেই কেবল পরস্পরে বেচাকেনা করো।[১২৬]

---

১২৪. আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩২৮; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২০৫; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৯৯

১২৫. আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩২৯; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১০৬

১২৬. আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩২৮; এখানে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর যে বাণীটি উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে : لاتبايعوا الى الحصار والديلس ولا تبايعوا الا

www.amarboi.org

তা ছাড়া এভাবে সময় নির্ধারণ করলে তা কখনো অল্প সময় হবে, আবার কখনো হবে দীর্ঘ সময়। কারণ ফসল কাটার এবং ফল পাড়ার উপযুক্ত হওয়া আবহাওয়ার সাথে সম্পর্কিত। রোদ-বৃষ্টি-বাতাস ইত্যাদির কম বেশি হওয়ার দরুন কখনো এগুলোর সময় এগিয়ে আসে, আবার কখনো পিছিয়ে যায়। তাই এসব কাজের সাথে সম্পর্ক করে মেয়াদ নির্ধারণ করা হলে তা হবে অজানা মেয়াদ।

এভাবে এ আলোচনার ফলশ্রুতিতে ফকীহ্দের মাঝে অপর একটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। তা হলো, মেয়াদ যদি অজানা থাকে, যার মধ্যে অজ্ঞতা অল্প অর্থাৎ যা একেবারে অজানা নয়, তাহলে এরূপ মেয়াদ নির্ধারণ যথাযথ হবে কিনা। পূর্ববর্তী মাসআলার ন্যায় এ বিষয়েও ফকীহ্দের মতান্তর ঘটেছে।

হানাফী মাযহাবের আলেমগণ এ সম্পর্কে বলেন, মেয়াদ অজানা হলে তা শর্ত করে বিক্রি করা জায়েয হবে না। অজানা থাকার বিষয়টি হয়তো একেবারেই অজানা ও অনিশ্চিত হতে পারে, যেমন কারো সফর থেকে ফিরে আসা, বাতাস প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি অথবা অজানা থাকার বিষয়টি একেবারে অজানা না হয়ে তা মোটামুটি জানা থাকতে পারে। যেমন ফল পাকা, ফসল কাটার উপযুক্ত হওয়া ইত্যাদি। যে ধরনেরই হোক মেয়াদ অজানা হলেই তা শর্ত করে বেচাকেনা করা সহীহ হবে না।

যদি অজানা থাকার বিষয়টিতে অজ্ঞতার পরিমাণ অল্প হয়, সেক্ষেত্রে ফলপাড়া ও ফসল কাটা ইত্যাদি সংঘটিত হওয়ার আগে এবং ক্রটির দরুন বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার পূর্বে ক্রেতা যদি সে মেয়াদটি বাতিল করে দেয়, তাহলে বিক্রয়চুক্তি বহাল ও জায়েয থাকবে। এটি ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.-এর মত। অবশ্য যুফার রহ. বলেন, বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে নতুনভাবে তা সম্পাদন করতে হবে, কেবল মেয়াদ বাতিল করলে হবে না। যদি মেয়াদ বাতিল করার পূর্বে ফল পাকা ও ফসল কাটা ইত্যাদির মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে এখন আর সে

الى شهر معلوم মূল গ্রন্থে তার অনুবাদ লেখা হয়েছে। এভাবে এ বাণীটি উদ্ধরণ করেছেন আল মুগনী-এর গ্রন্থকার। কিন্তু আমরা কোনো হাদীসগ্রন্থে এভাবে বর্ণনাটি পাইনি। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক গ্রন্থে রেওয়ায়তটি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা হলো : انه كره الى الانرر والعصير والعطاء ان يسلف اليه ولكن يسمى شهرا ইবনে আব্বাস রা. মাস উল্লেখ করা ব্যতীত শস্যের স্তূপ থেকে, ফলের রস থেকে বা দান থেকে আংশিক অগ্রিম কেনাবেচা করা অপছন্দ করতেন। খ. ৮, পৃ. ৬। হাদীসটি বায়হাকীতেও এভাবে এসেছে, খ. ৬, পৃ. ২৫। সনদ নিয়ে কাউকে কোনো আপত্তি করতে আমরা দেখিনি। মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাকের সনদটি হচ্ছে সুফিয়ান ছাওরী- আব্দুল করীম- জাযারী-ইকরিমা-আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.। সনদের সকলেই নির্ভরযোগ্য, তাকরীবুত তাহযীবে এ কথাই আলোচনা করা হয়েছে।

www.amarboi.org

বিক্রয়চুক্তিটি কার্যকর রাখা যাবে না, তা জায়েয হওয়ার আর কোনো সুযোগ থাকবে না। এ কথায় হানাফী মাযহাবের সকল আলেম একমত।

শাফেয়ী আলেমগণ অজানা মেয়াদে বিক্রি বাতিল হওয়ার মত পোষণ করেন। এক্ষেত্রে তাদের বক্তব্য হচ্ছে, যদি লেনদেন মেয়াদযুক্ত হয় তবে অবশ্যই মেয়াদটি জানা থাকতে হবে। তাতে কোনো ধরনের অস্পষ্টতা থাকবে না। সুতরাং যে বিষয়টি পুরোপুরি জানা নেই তা মেয়াদের শেষ সীমা হতে পারবে না। যেমন ফসল কাটা, ফল পাড়া, কারো বাড়িতে আসা ইত্যাদি। তারা এক্ষেত্রে দলিল প্রদান করেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বাণী দ্বারা :

مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

"কেউ যদি অগ্রিম মূল্যে কোনো কিছু কিনতে চায় তবে সে তা কিনবে নির্দিষ্ট পরিমাপে বা নির্দিষ্ট পরিমাণে, নির্ধারিত সময় পর্যন্ত (মেয়াদ নির্ধারণ করে।)"[১২৭]

এ হাদীসে মেয়াদ নির্ধারণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া, ফসল কাটা বা কারো বাড়িতে ফিরে আসা আগেও হতে পারে, পরেও হতে পারে, সুনির্দিষ্ট কোনো সময় তাতে নির্ধারিত নেই।[১২৮]

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ এক্ষেত্রে যে মত প্রদান করেন তা হচ্ছে, এ সময় বিক্রয় চুক্তিটা সহীহ এবং মেয়াদ নির্ধারণ অর্থহীন হয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে। তারা এ ফয়সালা প্রদান করেন এ জন্যে, তাদের নিকট জানা সময়ের মধ্যে মেয়াদ নির্ধারণ করা শর্ত। তাই কেউ যদি খিয়ার বা মেয়াদ গ্রহণ করে, কিন্তু তার সময় থাকে অজানা, যেমন বিক্রেতা বিক্রয়কালে খিয়ার ব্যক্ত করলেও তা ক'দিনের তা যদি না বলে, অথবা ফসল কাটা বা ফল পাড়া এ জাতীয় কাজের মৌসুম পর্যন্ত খিয়ার প্রকাশ করে, তেমনিভাবে ক্রেতা এ সকল কাজের মৌসুম পর্যন্ত মূল্য পরিশোধ বিলম্বিত করে, তাহলে তারা বলেন, বেচাকেনা সহীহ হবে। কিন্তু এ জাতীয় খিয়ার বা সময় নির্ধারণ বাতিল বলে গণ্য হবে।

বিক্রেতা বা ক্রেতার পক্ষ থেকে এই ত্রুটিপূর্ণ শর্ত প্রদানের ফলে, ক্রেতা বা বিক্রেতা শর্তের এই ত্রুটি সম্পর্কে অবগত থাকুক বা না থাকুক, তাদের বিক্রয়চুক্তিতে দুটি বিধানের কোনো একটি কার্যকর হবে। এক. বিক্রি ভেঙ্গে দিতে হবে, যেহেতু যা শর্ত করা হয়েছিল এখন আর তা কার্যকর থাকছে না। অথবা দুই. ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যদি বিক্রেতা শর্তপ্রদান করে থাকে তাহলে

---

১২৭. বুখারী ও মুসলিম

১২৮. রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১২৬; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১০৫; শিরাযী কৃত আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৯৯

www.amarboi.org

শর্ত বাতিল করার দরুন বিক্রেতার যেটুকু ক্ষতি হয়েছে ক্রেতা তাকে তা প্রদান করবে। যদি ক্রেতা শর্ত প্রদান করে তাহলে সে শর্ত বাতিল করার প্রেক্ষিতে তাকে অতিরিক্ত অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া হবে, যদি সে শর্তসাপেক্ষে স্বাভাবিক মূল্য থেকে বেশি মূল্যে কিনে থাকে।[১২৯]

যদি এ ধরনের অজানা মেয়াদ উল্লেখ করে সালাম বিক্রি করা হয়, তাহলে এ বিক্রিই বাতিল বলে গণ্য হবে। যেহেতু সালাম বিক্রিতে মেয়াদ থাকা আবশ্যক, তা সকলের জানা থাকাও আবশ্যক। আলোচিত মাসআলায় মেয়াদ জানা না থাকায়, প্রয়োজনীয় শর্ত পাওয়া না যাওয়ায় সালাম বিক্রিই সহীহ হবে না।[১৩০]

মালেকী মাযহাবের আলেমগণ এক্ষেত্রে বলেন, এ ধরনের মেয়াদ নির্ধারণ করা জায়েয ও বৈধ। তারা বলেন, ফসল কাটা বা ফল পাড়া এবং এ ধরনের কাজগুলোর সময় মোটামুটি নির্ধারিত। নির্দিষ্ট দিনক্ষণ না বলা গেলেও এ সকল সময় মোটামুটি সকলেরই জানা। যখন এ কাজগুলো সংঘটিত হবে, তার মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত মেয়াদ ধরা হবে। যে এ লাকায় চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে সে এলাকায় ফসল বা ফল পাকার শর্ত পাওয়া যাক, বা সে এলাকায় কোনো ফসলের চাষাবাদ না থাকায় বা ফলগাছ না থাকায় এ শর্ত সেখানে না পাওয়া যাক। মোটকথা, শর্তের প্রকাশ জরুরি নয়, বরং সে সময়ের উপস্থিতি জরুরি যে সময়ে এ শর্ত সাধারণভাবে পাওয়া যায়।[১৩১]

এমনি ধরনের আলোচনা ইবনে কুদামা তার গ্রন্থে ইমাম আহমদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : আশা করি এ ধরনের শর্ত প্রদানে কারো কোনো ক্ষতি হবে না। আবু ছাওরও এ কথাই বলেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি ফল ও ফসল হাতে তুলে দেওয়া পর্যন্ত মেয়াদে জিনিস কিনতেন। ইবনে আবি লায়লাও এই মত সমর্থন করেছেন। ইমাম আহমদ রহ. বলেন, যদি শর্তের বিষয় সকলের জানা থাকে তাহলে আমি চুক্তি সহীহ হওয়ার আশাবাদী। জিহাদ থেকে যোদ্ধাদের ফিরে আসার শর্তও একইভাবে বিবেচ্য।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর হাদীসটিতে হয়তো ধরা হয়েছে ফল ও ফসল হাতে তুলে দেওয়ার সময়, যা মোটামুটি সকলের জানা। সময় বাদ দিয়ে শুধু ফল ও ফসল হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়টি অজানা, কখন ঘটবে তা কেউ বলতে পারে না। (তাই তা ধরা হয়নি।) অথবা হাদীসটিতে ধরা হয়েছে, ফল ও ফসল

---

১২৯. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৮৯ মুদ্রণ : রিয়াদ

১৩০. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০০

১৩১. হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২০৫

www.amarboi.org

তুলে দেওয়া। তাতে সময় পূর্বাপর হলেও তা একেবারে অজানা নয়। এতএব এটি ফল ও ফসল কাটার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এতটুকু জানা থাকাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে।

যারা ফল পাড়া ও ফসল কাটার মৌসুমকে মেয়াদের সীমা নির্ধারণ করা জায়েয বলেন, তারা বলেন, এগুলোর সময় স্বাভাবিক ও সাধারণভাবে সকলেরই জানা। এগুলোর সময়ে তারতম্য হলেও তা খুব বেশি নয়। তাই তাতে কোনো সমস্যা বা ঝগড়া লাগার আশঙ্কা নেই, যেমন 'বছরের শুরুতে' বলা হলে তা নির্দিষ্ট কোন দিন না বুঝালেও তার হিসাব সকলেরই জানা রয়েছে।[১৩২]

দ্বিতীয় আলোচনা : অজানা মেয়াদ

অগোছালো বা অনিশ্চিত কোনো কাজের বাস্তবায়ন পর্যন্ত মেয়াদ

যদি কোনো কাজ এমন হয় যা কখন ঘটবে তার প্রকৃত সময় কারো জানা নেই বা এ ধরনের কাজ কখন ঘটে তা কেউ বলতে পারে না, কাজটি গোছানোও নয়, তাহলে এ কাজটির সংঘটন ও বাস্তবায়নকাল হচ্ছে অজানা সময়। যেমন বৃষ্টি হওয়া, জোর বাতাস বয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

এ ধরনের অজানা সময়ে কোনো পণ্য বা মূল্য হস্তান্তরের মেয়াদ নির্ধারণ করা সকল ফকীহের মতে নাজায়েয ও অবৈধ।[১৩৩] বৃষ্টি বা জোরে বাতাস কবে হবে, আদৌ হবে কি-না তা কারো জানা থাকে না। কারো ধনী হওয়া পর্যন্ত মেয়াদ নির্ধারণ করাও এমনি। যেহেতু ধনী হওয়ার জন্যে প্রাথমিক কোনো বিষয় নিয়মতান্ত্রিকভাবে উপস্থিত নেই, তাই কবে সে ধনী হবে, আদৌ ধনী হবে কি-না তা কারোর জানা নেই।

ফসল কাটা বা ফল পাড়া ইত্যাদি সাধারণ ও স্বাভাবিকভাবে যে সময়ে সংঘটিত হয় সে সময়ের শর্ত করার ক্ষেত্রে যে সামান্য অনবহতি, তার দরুনই মেয়াদ নির্ধারণ করা জায়েয না হওয়ার এবং সে জন্যে চুক্তিই বাতিল হওয়ার যারা মত ব্যক্ত করেছেন, তারা তাদের পক্ষে যে সকল হাদীস ও দলিল প্রদান করেছেন, সে সব হাদীসই ফকীহগণ মেয়াদ একেবারে অজানা থাকলে সে মেয়াদ নির্ধারণ নাজায়েয এবং সে জন্যে চুক্তি বাতিল হওয়ার পক্ষে দলিল হিসাবে উল্লেখ

---

১৩২. আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩২৮

১৩৩. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১২৬; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, প, ৮৭; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৪, পৃ. ১৮১; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৬৭; খিরাশী, খ. ৩, পৃ. ৪৩৮; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ.১০৫; শিরাযী কৃত আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৬৬ ও ২৯৯; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ১৮৯

www.amarboi.org

করেন। তারা বলেন, সামান্য অজ্ঞতা যদি চুক্তি বাতিল করে, তবে পূর্ণ অজ্ঞতা তো অবশ্যই বাতিল করবে।

মেয়াদ একেবারে অজানা থাকলে, যেমন ঝড় তুফান হওয়া; তা আগেও হতে পারে, পরেও হতে পারে কিংবা মোটেও না হতে পারে। এ অবস্থায় তার সাথে কিভাবে চুক্তির মেয়াদ সম্পৃক্ত হতে পারে? [১৩৪] অজানা মেয়াদ নির্ধারণে উভয় পক্ষে ঝগড়া লাগার সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান। তা ছাড়া ধোঁকা ও প্রতারণার আশঙ্কা পুরোপুরিই উপস্থিত। তাই এটি কারো মতে জায়েয নয়।[১৩৫]

অজানা মেয়াদে সময় নির্ধারণের ফলশ্রুতি

সকল মাযহাবের সকল ফকীহ্ এ কথায় একমত, অজানা কোনো মেয়াদে সময় নির্ধারণ করা হলে, অনবহতি সামান্য হোক বা অধিক, তা জায়েয হবে না। তবে তার ফলশ্রুতি কী হবে তা নিয়ে ফকীহদের সামান্য মতপার্থক্য হয়েছে।

হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, এটি হাম্বলী আলেমদেরও একটি মত, এ ধরনের মেয়াদের দরুন চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে। যেহেতু মেয়াদ নির্ধারণটি ত্রুটিপূর্ণ এবং তাই তা বাতিল হয়েছে, তা চুক্তিটিকেও বাতিল করে দেবে। যেহেতু ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সম্মতিতে সম্পন্ন হয় বিক্রি বা এ জাতীয় চুক্তি তাই সে চুক্তিতে যে মেয়াদ নির্ধারিত হবে তাও হতে হবে উভয়ের সম্মতিতে। যে মেয়াদ শরীয়তসম্মত নয় তাতে তারা উভয়ে একমত হবে না। এ অবস্থায় যদি চুক্তিটি যথাযথ বলা হয় হয় তবে তা হতে উভয়ের সম্মতিবিহীন। উভয়ের সম্মতি ছাড়া এ ধরনের চুক্তি কখনো সহীহ্ হয় না।[১৩৬]

তবে হানাফী মাযহাবের আলেমগণ সেই সাথে এ কথাও বলেছেন, যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা কেনাবেচার মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে এবং মূল্য পরিশোধ করার পূর্বে ক্রেতা অজানা মেয়াদের- যার অনবহতি অধিক ও দূরবর্তী- শর্তটি বাতিল করে দেয়, তাহলে চুক্তিটি জায়েয ও বৈধ হয়ে যাবে। যুফার রহ.-এর মতে তাহলেও তা জায়েয হবে না; চুক্তিটি ভেঙ্গে ফেলতে হবে। আর যদি

---

১৩৪. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৯৯; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ৩০০; আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩২৮

১৩৫. আশ-শারহুস সাগীর, খ. ২, পৃ. ৮৭

১৩৬. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৮৩; রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১২৬; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৬৭; খিরাশী, খ. ৩, পৃ. ৪৩৮; শিরাযী প্রণীত আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৬৬ ও ২৯৯; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১০৫; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ১৮৯ ও ১৯৪ ও ৩০০; আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৫৩ ও ৩২৮

www.amarboi.org

মেয়াদ বাতিল করার পূর্বে মজলিস শেষ হয়ে যায় এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে তাতে ত্রুটি আরো মজবুত হয়ে যায়। ফলে তা আর জায়েয হওয়ার কোনো ব্যবস্থা থাকে না। এ কথায় হানাফী মাযহাবের সকল আলেম একমত।[১৩৭]

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, অজানা মেয়াদ শর্ত করা হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে; বিক্রি সহীহ ও সঠিক থাকবে। তবে তা যদি হয় সালাম বিক্রি তবে মেয়াদ ও বিক্রি উভয়টি বাতিল হবে। তারা তাদের কথার সমর্থনে দলিল প্রদান করেন আয়েশা রা.-এর রেওয়ায়াত দ্বারা। তিনি বলেন, বারীরা আমার নিকট এসে বলল, আমার মনিব আমাকে মুক্তিপণের বিপরীতে মুক্তি দিতে সম্মত হয়েছে। মুক্তিপণ নয় উকিয়া (আরবদেশীয় মাপ) স্বর্ণ, প্রতি বছর কমপক্ষে এক উকিয়া করে দিতে হবে। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আমি বারীরাকে বললাম, আমি তাদেরকে মুক্তিপণ সবটুকু একবারে আদায় করে দিলে তোমার মরণোত্তর সম্পদ হবে আমার। তোমার মনিব রাজি হলে আমি এমনটা করতে পারি। বারীরা তার মনিবের কাছে গিয়ে আয়েশা রা.-এর কথাটি শুনালে তারা মরণোত্তর সম্পদ প্রদানে অস্বীকৃতি জানাল। বারীরা যখন আয়েশা রা.-এর কাছে মনিবের কথা বলতে এলো তখন সেখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপবিষ্ট ছিলেন। আয়েশা রা. বলেন, আমি তাদেরকে (বারীরার মনিবগোষ্ঠীকে) বলেছিলাম, আমি মুক্তিপণ আদায় করে দেব। কিন্তু তারা আপত্তি করে বলল, ওর মরণোত্তর সম্পদের মালিক থাকবে তারাই। আয়েশা রা. পূর্ণ বৃত্তান্ত শুনালেন। নবী স. সব কিছু শুনে বললেন, তুমি বারীরাকে কিনে নাও, এরপর তাকে মুক্ত করে দাও। তাদেরকে শর্ত আরোপ করা সম্পর্কে জানিয়ে দাও, মরণোত্তর সম্পদে তার অধিকার যে তাকে মুক্ত করবে। আয়েশা রা. তা-ই করলেন। এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে লোকজনের সম্মুখে দাঁড়ালেন। আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা করার পর বললেন :

أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ . قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ . وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ . وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

"লোকজনের কী হলো? তারা এমন সব শর্ত করে যেগুলো আল্লাহর কিতাবে নেই? যে শর্ত আল্লাহর কিতাবে নেই (অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী নয়) তা বাতিল, এমন শর্ত এক শ'ই করা হোক না কেন। আল্লাহর ফয়সালাই অগ্রগণ্য,

---

১৩৭. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১২৬

www.amarboi.org

আল্লাহর দেওয়া শর্তই অধিক মজবুত। মুক্ত হওয়ার পর দাসদাসীর রেখে যাওয়া সম্পদ যে মুক্ত করবে তার।"[১৩৮]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে শর্ত বাতিল বলেছেন, চুক্তি বাতিল করেননি। ইবনুল মুনযির বলেন, বারীরা রা. সম্পর্কিত এ হাদীস প্রতিষ্ঠিত। এর বিপরীত কোনো হাদীস আছে এমনটা আমরা জানি না। অতএব, এ হাদীসের মাধ্যমে যা প্রতিষ্ঠিত হয় তা ওয়াজিব ও অবশ্য পালনীয় হবে।[১৩৯]

মেয়াদের বিপরীতে মূল্য নির্ধারণ

মেয়াদের বিপরীতে মূল্য নির্ধারণের বেশ কতক অবস্থা রয়েছে, যেগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে :

প্রথম অবস্থা : বিক্রির প্রস্তাব (ঈজাব) করার সময় একই সাথে দুটো লেনদেনের প্রস্তাব করা হবে। বলা হবে, এটি নগদ নিলে দশ দিরহাম, বাকিতে নিলে পনের দিরহাম। এভাবে একই প্রস্তাবনায় দুটো লেনদেনের প্রস্তাব করা হলো, একটি নগদ এবং অপরটি বাকিতে।

অধিকাংশ ফকীহ ও আলেমের মতে, এভাবে যখন বলা হবে তখন এ বিক্রি সহীহ হবে না।[১৪০] যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বিক্রির আওতায় দুই বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।[১৪১]

আশ-শারহুল কাবীর নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, বিক্রেতার এ কথাটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন ইমাম মালেক, সুফিয়ান ছাওরী ও ইসহাক। অধিকাংশ ফকীহ ও আলেম এ কথাই বলেছেন। বিক্রেতার এভাবে বলার দ্বারা এটা সুস্পষ্ট, কোনো এক বিক্রি ও লেনদেনে সে অটল নয়, সে দ্বিধাগ্রস্ত। তার এ প্রস্তাব যেন এরূপ বলা, আমি তোমার নিকট এ দুটোর একটি বিক্রি করছি। তাতে যেমন পণ্য

---

১৩৮. বুখারী ও মুসলিম

১৩৯. আল-মুগনীসহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৫৪

১৪০. আল-মুগনীসহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩৫; মুদ্রণ : মানার; নায়লুল আওতার, খ. ৫, পৃ. ১৫২; ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ৮৪; তাতে লেখা হয়েছে, যদি কেউ বলে, আমি তোমার নিকট নগদ হলে এক হাজার টাকায় এবং একবছর পর্যন্ত বাকি হলে দু হাজার টাকায় বিক্রি করছি, তাহলে পণ্যের মূল্য স্থির ও স্থায়ী না হওয়ায় বিক্রি করা জায়েয হবে না। মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩১

১৪১. হাদীসটি নাসাঈ ও তিরমিযী আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস। ইমাম তিরমিযী বর্ণনার পর হাদীসটি সহীহ মানের বলে প্রশংসা করেছেন। এটি বায়হাকীও বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি শব্দ এনেছেন صَفْقَة وَاحِدَة ফায়যুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ৩০৮

www.amarboi.org

সুনির্দিষ্ট নয়, ফলে বিক্রি সংঘটিত হবে না, আলোচিত মাসআলাতেও বিক্রি সম্পন্ন হবে না। সেই সাথে এটিও লক্ষণীয়, মূল্য স্থির নয়, তাই এটি হলো অজানা চিহ্নের ভিত্তিতে বিক্রির ন্যায়। সেক্ষেত্রে যেমন প্রকৃত মূল্য কত, বিক্রয়কালে তা জানা হচ্ছে না, তেমনি এ মাসআলায় মূল একক মূল্য কত, তা-ও জানা যাচ্ছে না।

তাউস, হাকাম ও হাম্মাদ বলেছেন, বিক্রেতার এভাবে বলা, আমি তোমার নিকট নগদ এত (যেমন দশ টাকা) মূল্যে বিক্রি করছি, বাকি হলে এত (যেমন পনের টাকা) মূল্যে বিক্রি করছি। তাতে কোনো অসুবিধা নেই। ক্রেতা এ দুটোর কোনো একটি গ্রহণ করবে, সে হিসাবে বিক্রেতাও সেটি বাস্তবায়ন করবে। তাদের কথার ব্যাখ্যা এটিও হতে পারে, ঈজাবের পূর্বেই বিক্রেতা দুভাবে বিক্রিতে দু'ধরনের দামের কথা জানিয়ে দিল। এখন ক্রেতা ঈজাব (প্রস্তাব) হিসাবে বলল, আমি বাকিতে এত টাকায় কিনতে চাই। বিক্রেতা সম্মতিসূচক কোনো কথা বলার মাধ্যমে বিক্রয় সম্পন্ন করল। তাহলে শরীয়ত অনুমোদিত পন্থাতেই চুক্তি সম্পাদন হবে, অন্য সকলের কথা এবং তাদের কথাতে ভিন্নতা থাকবে না। সকলেই ঈজাব যথাযথ পন্থায় হওয়ার কথাই বলেছেন। যদি যথাযথ পন্থায় ঈজাব না পাওয়া যায় তাহলে বিক্রি চুক্তি সম্পাদিত হবে না।

বিক্রেতা যখন প্রস্তাব দেবে তা হতে হবে নিশ্চিত ভাষায় ও ভঙ্গিতে। সে যখন বলবে, নগদ হলে দশ টাকা এবং বাকিতে নিলে পনের টাকা, তাতে বোঝা যাচ্ছে, সে নিশ্চিত হয়ে বলছে না। এভাবে প্রস্তাব হতে পারে না, তাই এভাবে বিক্রি সম্পন্ন হবে না। বিক্রেতার এভাবে বলা যেহেতু অনিশ্চিত ভাষায়, তাই তা ঈজাব নয়, সেহেতু তা হবে উপস্থাপন। উপস্থাপন প্রত্যক্ষ করে যদি ক্রেতার মন ঝুঁকে, তবে সে প্রস্তাব দেবে নগদ বা বাকি যে কোনো একটি, বিক্রেতা তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করলেই বিক্রি সম্পন্ন হবে।

দ্বিতীয় অবস্থা : কোনো বস্তু বাকিতে বিক্রি করার দরুন, বর্তমানে বাজারে যে মূল্য রয়েছে তা থেকে অধিক মূল্যে বিক্রি করা।[১৪২] অধিকাংশ ফকীহ তা জায়েয হওয়ার মত প্রদান করেছেন।[১৪৩] তারা দলিল হিসাবে বিক্রি জায়েয হওয়ার ব্যাপক আয়াতটি গ্রহণ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ "আল্লাহ তাআলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন।"[১৪৪]

---

১৪২. দ্রষ্টব্য : البيع।

১৪৩. নায়লুল আওতার, শাওকানী কৃত, খ. ৫, পৃ. ১৫২; প্রথম মুদ্রণ ১৩৫৭ হিঃ

১৪৪. সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৫

www.amarboi.org

এ আয়াত সব ধরনের ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যাপক ও সাধারণভাবে কার্যকর। তবে যদি কোনোটি বিশেষভাবে হারাম হওয়ার দলিল দ্বারা হারাম প্রমাণিত হয়, তা ভিন্ন বিষয়। আলোচিত প্রকারটিতে এমন হারাম হওয়ার কোনো দলিল না থাকায় তা আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।[১৪৫]

তৃতীয় অবস্থা : বর্তমান ঋণের মেয়াদ নির্ধারণ অধিক প্রদানের শর্তে। এ প্রকারটি সুদের অন্তর্ভুক্ত, তা প্রকাশ্য।[১৪৬] শরীয়ত ঘোষিত সুদ দু প্রকার : **এক.** বিলম্বে প্রদানে সুদ এবং **দুই.** প্রদেয় বস্তুতে আধিক্যের মাধ্যমে সুদ। জাহেলী যুগে আরবের লোকেরা প্রায়শ যা করত তা হলো, ঋণী ব্যক্তিকে বলত, তুমি কি ঋণ আদায় করবে, না টাকা বাড়িয়ে দেবে? ঋণী ব্যক্তি সে সময় ঋণ পরিশোধ না করে টাকা বাড়িয়ে দিতে রাজি হতো। এভাবে পরিশোধে যত বিলম্ব করত ঋণের পরিমাণ বাড়তে বাড়াতে থাকত। ইসলাম এসে তা বন্ধ করে।

জাসসাস বলেন, জাহেলী যুগে সুদের রূপটি ছিল এই, লোক কারো কাছ থেকে ঋণ নিত, মেয়াদান্তে অধিক পরিমাণে দেওয়ার শর্ত করে। এই অতিরিক্ত পরিমাণ হলো বিলম্বিত আদায়ের দরুন, সময়ের পরিবর্তে। আল্লাহ তাআলা তা হারাম করে ঘোষণা প্রদান করেন : وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ "যদি তোমরা (সুদ গ্রহণ থেকে) তওবা করো, তবে (জেনে রাখো) তোমাদের মূল পুঁজি তোমরাই পাবে, তোমাদেরই থাকবে।" অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا "সুদের যা অনাদায়ী রয়েছে তা তোমরা ছেড়ে দাও।"[১৪৭]

এ আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে সময়ের পরিবর্তে সম্পদ গ্রহণে নিষেধ করছে। তাই এ কথায় কারো মতানৈক্য নেই, যদি কারো এক হাজার টাকা ঋণ থাকে। এখন তা পরিশোধ করার কথা। সে যদি বলে, আমাকে কিছু সময় দাও, আমি তোমাকে একশ টাকা বাড়িয়ে দেব, তাহলে তা হবে সুদ, তা হবে সময়ের বিপরীতে সম্পদ, যা মোটেই জায়েয নয়।[১৪৮]

চতুর্থ অবস্থা : মেয়াদী ঋণ তাড়াতাড়ি পরিশোধ করানোর লক্ষ্যে ঋণ থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেওয়া। একে সংক্ষেপে ضَعْ وَتَعَجَّلْ বলে। যদি কারো নিকট অপর কারো দীর্ঘমেয়াদী ঋণ থাকে, যদি ঋণী ব্যক্তি পাওনাদারকে বলে, আপনি যদি

---

১৪৫. নায়লুল আওতার, খ. ৫, পৃ. ১৫৩

১৪৬. দ্রষ্টব্য : الربا

১৪৭. সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৯ ও ২৭৮

১৪৮. কুরতুবী প্রণীত আহকামুল কুরআন, খ. ৩, পৃ. ৩৪৮, প্রথম মুদ্রণ : জাসসাস প্রণীত আহকামুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৫৫২ ও ৫৫৪; ১৩৪৭ হিজরী

www.amarboi.org

ঋণ থেকে কিছু ছেড়ে দেন তাহলে আমি অবশিষ্ট ঋণ শীঘ্রই আদায় করে দেব। এভাবে শীঘ্র আদায়ের শর্তে ঋণ থেকে কিছু কমানো জায়েয নয়। হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী সকল মাযহাবের সকল আলেম এ কথায় একমত। যায়েদ ইবনে ছাবিত, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও মিকদাদ রা. এটি অপছন্দ করেছেন। প্রখ্যাত তাবেয়ী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, সালেম, হাসান বসরী এবং ফকীহ ও মুজতাহিদ আলেমদের মাঝে হাম্মাদ, হাকাম, সুফিয়ান ছাওরী, হুশায়ম, ইবনে উলাইয়া ও ইসহাকও এটিতে আপত্তি করেছেন।[১৪৯]

বর্ণিত আছে, এক লোক আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা.-কে এমন প্রস্তাব দিলে তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সে আবার এ আবেদন করলে তিনি বললেন, এ লোক চাচ্ছে, আমি যেন সুদ খাই।[১৫০]

যায়েদ ইবনে ছাবিত রা.-এর পক্ষ হতেও এ কাজে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে।[১৫১] বর্ণিত আছে, দুজন লোক এরূপ করলে মিকদাদ রা. তাদের উদ্দেশে বলেন, তোমাদের দুজনের বিরুদ্ধেই আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা।

ফকীহগণ এ বিষয়টি বাতিল ও নিষিদ্ধ হওয়ার পক্ষে দুটো বিষয় তুলে ধরেন। এক. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. একে সুদ বলে আখ্যাদান করেছেন। এভাবে কোনো কিছুর নামকরণ নিজস্ব বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে করা হয়নি। শরীয়তের সকল নাম আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আগত। দুই. জাহেলী যুগে সুদের রূপ ছিল : কেউ কারো কাছ থেকে ঋণ নিত, মেয়াদ শেষে অধিক পরিমাণে দেওয়ার শর্ত করে। এই অতিরিক্ত অর্থ প্রদান হতো বিলম্বিত আদায়ের দরুন সময়ের পরিবর্তে সম্পদ প্রদান, আল্লাহ্ তাআলা একে বাতিল ও হারাম করে ঘোষণা প্রদান করেছেন : وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ "যদি তোমরা (সুদ গ্রহণ থেকে) তওবা করো তবে (জেনে রাখো) তোমাদের মূল পুঁজি তোমাদেরই থাকবে।"[১৫২] অপর এক আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا "সুদের যা অনাদায়ী রয়েছে তা তোমরা ছেড়ে দাও।"[১৫৩]

---

১৪৯. আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ১৭৪, মুদ্রণ মানার

১৫০. আল-ইনায়া, তাকমীলা ফাতহুল কাদীর-এর টীকা, খ. ৭, পৃ. ৩৯৬, মুদ্রণ : মায়মানিয়্যা

১৫১. জাসসাস প্রণীত আহকামুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৫৫৪; আল-মুদাওয়ানা, খ. ৯, পৃ. ১৭৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১২৯, প্রকাশক : হালাবী; কাশ্শাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৪২,মুদ্রণ : রিয়াদ

১৫২. সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৯

১৫৩. সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৮

www.amarboi.org

এ আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে সময়ের পরিবর্তে সম্পদ গ্রহণে নিষেধ করছে। তাই কারো নিকট যদি এক হাজার টাকা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ থাকে, যদি ঋণদাতা তা থেকে কিছু কমিয়ে দেয় এই শর্তে যে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি অবশিষ্ট টাকা শীঘ্র পরিশোধ করবে, তাহলে এই সম্পদ হ্রাসও হবে সময়ের পরিবর্তে। সময়ের পরিবর্তে সম্পদই হচ্ছে সুদ, আল্লাহ তাআলা যা সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করেছেন। এ কথায় কারো মতান্তর নেই, কারো কাছে যদি অপর কারো নগদ প্রদায়ী এক হাজার টাকা ঋণ থাকে। ঋণী ব্যক্তি যদি বলে, ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী করে দাও, আমি এক হাজারের সাথে আরো একশ টাকা বাড়িয়ে দিব, তাহলে তা জায়েয হবে না। যেহেতু এই একশ টাকা হবে সময়ের পরিবর্তে সম্পদ। এমনিভাবে ঋণ কমানোও ঋণ বাড়ানোর তুল্য, যেহেতু এই কমানো অংশটুকুতে সময়ের পরিবর্তে সম্পদ ধার্য করা হয়েছে। সময়ের পরিবর্তে সম্পদ গ্রহণ নাজায়েয, এটিই মেয়াদের পরিবর্ত গ্রহণে নিষিদ্ধ হওয়ার মূল কারণ ও মূল ভিত্তি।[১৫৪]

মূল অর্থ বিলম্বে প্রদানে যে সুদ দেওয়া হয় তাতে সময়ের পরিবর্তে সম্পদের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তাই তা হারাম ঘোষিত হয়েছে। সাদৃশ্যের দরুন হারাম হলে, মূলতই যেখানে সময়ের পরিবর্তে সম্পদ দেওয়া হবে তা তো হারাম হবেই।[১৫৫] এ বিষয়টিকে ঋণদাতার পক্ষ থেকে আংশিক ঋণ প্রত্যাহার বলা যাবে না। যেহেতু সে এখন যে টাকা নগদ পাচ্ছে, চুক্তিমাফিক সে টাকা তার প্রাপ্য ছিল না (যদি চুক্তিমাফিক তার পুরো টাকাই এখন পাওয়ার কথা থাকত, তা থেকে সে আংশিক ছেড়ে দিলে তা আংশিক ঋণ প্রত্যাহার বলে গণ্য হতো।) কিন্তু বিষয়টি তেমন নয়।

পরে পাওয়ার তুলনায় নগদ পাওয়া তো অবশ্যই উত্তম। কিন্তু নগদ পাওয়ার জন্যে কেউ যদি আংশিক ছেড়ে দেয়, যেমন কারো পাওনা এক হাজার টাকা মেয়াদী ঋণ থেকে সে পাঁচশ ছেড়ে দিল। সে ঋণীব্যক্তির সাথে এই মর্মে সমঝোতা করল, পাঁচশ ছেড়ে দিলে অবশিষ্ট পাঁচশ টাকা সে এখনই প্রদান করবে। ফলে এখন হিসাব হবে : পাঁচশ টাকার বদলে পাঁচশ টাকা এবং অপর পাঁচশ টাকার পরিবর্তে তাড়াতাড়ি আদায় করা, যা হারাম।

মেয়াদী হওয়া একটি বৈশিষ্ট্য যা অর্থ সম্পদের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন দিরহাম দীনার ইত্যাদিতে খাঁদ অল্প থাকা বা যারপরনাই কম থাকাও একটি বৈশিষ্ট্য।

---

[১৫৪]. জাসসাস কৃত আহকামুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৫৫৪

[১৫৫]. আল-ইনায়া তাকমীলা ফাতহুল কাদীর-এর টীকা, খ. ৭, পৃ. ৩৯৬

www.amarboi.org

এই বৈশিষ্ট্যের বিপরীতে ঋণে ছাড় দেওয়া জায়েয নয়, তেমনি নগদ প্রদানের জন্যেও ঋণে হ্রাস করা জায়েয হবে না।[১৫৬]

ইবনে কুদামা বলেন, ঋণে আংশিক ছাড়ের বদলে অপর অংশ নগদ গ্রহণ করা হচ্ছে নগদ বিক্রি (بَيْعُ الْحُلُولِ)। নগদ বিক্রিতে হাজারের বদলে পাঁচশ এটি জায়েয নয়। যেমন কেউ বলল, আমি তোমাকে দশ দিরহাম দিব, তুমি আমাকে পাওনা একশ দিরহাম নগদ পরিশোধ করবে। ফলে নগদ প্রদানের মূল্য সাব্যস্ত হলো দশ দিরহাম যা জায়েয নয়।[১৫৭]

কিফায়া গ্রন্থের লেখক লিখেন, আলোচিত মাসআলায় নগদ প্রদানের বিপরীতে আংশিক ঋণ প্রত্যাহারে মূলনীতি হচ্ছে, যদি মেহেরবানী উভয় পক্ষ থেকে প্রদর্শিত হয় তবে তা আর নিছক মেহেরবানী থাকে না, তা হয়ে যায় বিনিময়-সদাচরণ বিনিময়; যেমন এ মাসআলায় ঘটেছে। ঋণদাতা এক হাজার এর স্থলে পাঁচশ নিতে রাজি হয়ে যেমন সদাচরণ ও উপকার করেছে, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ও বিলম্বিত করার পূর্বানুমতি থাকার পরও নগদ প্রদান করে পরোপকার ও সদাচরণ করেছে। ফলে তাদের উভয়ের সদাচরণ একটি অপরটির বিনিময় হয়ে গেছে। কিন্তু যদি একা ঋণদাতা পাঁচশ ছাড় দিত বা ঋণী ব্যক্তি মেয়াদী হওয়া সত্ত্বেও নগদ ঋণ পরিশোধ করত, অর্থাৎ সদাচরণ কেবল একপক্ষ থেকে প্রদর্শিত হতো তাহলে তা নেহাত সদাচরণ বলেই গণ্য হতো।[১৫৮]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি এ ضَعْ وَتَعَجَّلْ পদ্ধতিতে নগদ প্রাপ্তির বিপরীতে আংশিক ঋণ প্রত্যাহার করাকে আপত্তিজনক বলে মনে করেননি। ইবরাহীম নাখায়ী, আবু ছাওরও এই মত পোষণ করতেন। তারা বলেন, ঋণ গ্রহীতা তার পুরোটাই নগদ ফেরত নিতে পারে। সে হিসাবে আংশিকও এখন নিতে পারে। তার প্রাপ্য ও অধিকার সে পুরোটা ছাড়তে পারে, আংশিক রেখে আংশিক ছেড়ে দিতে পারে, মোটেই ছাড় নাও দিতে পারে। সুতরাং আংশিক ছাড় দেওয়া কোনো আপত্তির কিছু নয়।

হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ তাদের বর্ণিত মত ও সিদ্ধান্ত থেকে মুকাতাব-এর মাসআলাকে ব্যতিক্রম হিসাবে বৈধতা প্রদান করেছেন। হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ আলোচিত বক্তব্যে হানাফী আলেমদের সাথে থাকার বিষয়টি তাদের বিশিষ্ট আলেম খারকী বর্ণনা করেছেন।[১৫৯] মনিব তার ক্রীতদাস-

---

১৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৭

১৫৭. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১৭৪

১৫৮. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৭৯

১৫৯. রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫০০; আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ১৭৪; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৯২, মুদ্রণ : রিয়াদ

www.amarboi.org

দাসীকে বলল, তুমি আগামী অমুক সময়ের মধ্যে এত টাকা আদায় করতে পারলে মুক্ত হয়ে যাবে। এ অবস্থায় দাস-দাসীকে মুকাতাব বলা হয়। হানাফী ও হাম্বলী আলেমগণ বলেন, মনিব যদি তার মুকাতাব দাস বা দাসীকে বলে, তুমি যদি নগদ আদায় করতে পারো তাহলে আমি মুক্তিপণ থেকে এত বাদ দিব। তাহলে তার এ বলা জায়েয হবে এবং সে অনুযায়ী ফয়সালা হবে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী হিসাবে এ মাসআলা গ্রহণ করা হয়েছে অনুকম্পা ও কোমলতা প্রদর্শনের লক্ষ্যে। এখানে বিনিময় ও বদল হওয়ার দিক লক্ষ করা হবে না। মুক্ত করার বিষয়টি অগ্রগণ্য, তাই এখানে উদারতা প্রদর্শন করা হবে। তা ছাড়া এখানে লেনদেন হচ্ছে মনিব ও তার মুকাতাব দাসের মধ্যে। মনিব তারই এক সম্পদের বদলে অপর সম্পদ বিক্রি করছে। তাই এক্ষেত্রে উদারতা ও বদান্যতা প্রদর্শন করা হবে, যা সাধারণ লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রদর্শিত হয় না।

মেয়াদ নিয়ে বিতর্ক

ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে মেয়াদ নিয়ে মতান্তর বিভিন্ন ধাপে হতে পারে। মেয়াদ নির্ধারণ করা, কবে পর্যন্ত নির্ধারণ করা, মেয়াদ ঘোষিত সময় হয়ে যাওয়া, মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ মতপার্থক্যের উদ্ভব হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

মেয়াদ নির্ধারণ নিয়ে বিতর্ক

যদি মেয়াদ নির্ধারণ নিয়েই ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে মতান্তর ঘটে, যেমন ক্রেতা বলল, আমি জিনিসটি বাকীতে এক দীনার-এর বিনিময়ে কিনেছি। শুনে বিক্রেতা অস্বীকার করে বলল, বিক্রি নগদ মূল্যে হয়েছে, বিলম্বিত মেয়াদে নয়। এক্ষেত্রে ফকীহদের মতামত বিভিন্ন।

হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের মত হচ্ছে, যে মেয়াদী হওয়াকে অস্বীকার করছে-বিক্রেতা-তার কথা শপথসহ গৃহীত হবে। যেহেতু লেনদেনের স্বাভাবিক অবস্থা হচ্ছে, নগদ বিনিময়। পণ্যও নগদ এবং তার মূল্যও নগদ হস্তান্তর করা হবে। স্বাভাবিক অবস্থার বিপরীত বক্তব্য যে প্রদান করবে তাকে দলিল সহ তা বলতে হবে। এক্ষেত্রে এটি ক্রেতার কাঁধে নেমে আসবে, তাকে দলিল আনতে হবে। দলিল দিয়ে স্বাভাবিকের বিপরীতটা সে প্রতিষ্ঠিত করবে। যদি সে দলিল উপস্থাপনে ব্যর্থ হয় তাহলে বিক্রেতা ক্রেতার কথা অস্বীকার করবে কসমের সাথে। যেহেতু হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ "দাবিদার দলিল আনবে, নতুবা তার অস্বীকারকারী কসম করবে।"[১৬০]

---

১৬০. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২৪; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৩৮, মুদ্রণ : রিয়াদ; আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ২৬৯, মুদ্রণ : মানার

www.amarboi.org

মালেকী আলেমদের মত হচ্ছে, যে এলাকায় এ বিতর্ক হচ্ছে সেখানে যদি কসম খাওয়ার প্রচলন থাকে তাহলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে কসম খাবে, পণ্য এখানে উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক। যদি সে এলাকায় কসমের প্রচলন না থাকে তাহলে পণ্য থাকাবস্থায় বিতর্ক হলে উভয়ে নিজ নিজ অবস্থানে থেকে অপরের কথা প্রত্যাখ্যান করে কসম খাবে এবং বিক্রি বাতিল করে দেবে। অতএব, পণ্য বিক্রেতার হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। যদি পণ্য এখন আর না থাকে, তাহলে ক্রেতার কথা গ্রহণ করা হবে যদি সে এমন নিকটবর্তী মেয়াদের কথা শপথের সাথে উল্লেখ করে যা নিয়ে কারো সন্দেহ না জাগে। যদি ক্রেতা এমন অল্প দিনের কথা না বলে দীর্ঘ মেয়াদের কথা বলে, তবে তার কথা প্রত্যাখ্যান করে বিক্রেতার কথা গ্রহণ করা হবে যদি সে কসমের সাথে তা উল্লেখ করে।[১৬১]

শাফেয়ী আলেমগণ বলেন, যা হাম্বলী আলেমদের একটি মত, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই শপথ করবে। তারা দলিল হিসাবে উল্লেখ করেন : নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى أُنَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

"যে যাই দাবি করে তাই যদি পূরণ করা হতো তাহলে মানুষ কত জনের রক্ত (হত্যা) ও সম্পদ দাবি করে বসত। (যে যাই দাবি করুক) বিবাদীর কর্তব্য শপথ করা।"[১৬২]

আলোচিত মাসআলায় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই যেমন দাবিদার, তেমনি তারা উভয়ে বিবাদীও।[১৬৩] যেহেতু তারা বিক্রিচুক্তির বৈশিষ্ট্য নিয়ে মতভেদ করেছে, তাই তাদের উভয়ের শপথ করতে হবে। যেমন মূল্য কত তা নিয়ে মতপার্থক্য হলে উভয়ের কসম খাওয়ার ফয়সালা প্রদান করা হয়।[১৬৪]

মেয়াদের পরিমাণ নিয়ে বিতর্ক

যদি মেয়াদের পরিমাণ নিয়ে বিতর্ক হয়, যেমন বিক্রেতা বলল, আমি তোমার নিকট এটি বিক্রি করেছি এক মাস সময়ে মূল্য পরিশোধ করার শর্তে। ক্রেতা দাবি করল আরো বেশি সময়ের, তাহলে ফয়সালা কী হবে, তা নিয়ে ফকীহগণ বিভিন্ন মত বর্ণনা করেছেন :

হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের এ সম্পর্কে মত হচ্ছে, যে কম সময় দাবি করবে তার কথা গ্রহণ করা হবে, যেহেতু সে আধিক্য অস্বীকার করছে।

---

১৬১. হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ১৯১

১৬২. মুসলিম

১৬৩. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৯৫, প্রকাশক : হালাবী

১৬৪. আল-মুগনী সহ আ- শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ২৬৯, মুদ্রণ : মানার

www.amarboi.org

আধিক্য অস্বীকারকারী হচ্ছে বিক্রেতা। তার অস্বীকৃতি প্রদানের পর ক্রেতাকে তার দাবির পক্ষে দলিল দিতে বলা হবে, যেহেতু সে বিক্রেতার স্বাভাবিক দাবির ব্যতিক্রম অধিক সময়ের দাবি করছে। দলিল দিতে হয় স্বাভাবিকের ব্যতিক্রম হলে, তাই ক্রেতা দলিল উপস্থাপন করবে। যদি সে তা করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে বিক্রেতার কসম খাওয়ার পালা।[১৬৫]

মালেকী, শাফেয়ী এবং হাম্বলীদের এক বর্ণনায় উভয়ে শপথ করবে। তারা পূর্বে উল্লিখিত হাদীসের ভিত্তিতে এ মাসআলা বর্ণনা করেন। যেহেতু তারা উভয়েই বিবাদী, যেমন তারা উভয়ে বাদীও বটে। উভয়ে কসম খাওয়ার পর মালেকী মাযহাবের আলেমদের মতে, বিক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে যাবে, যদি পণ্যটি এখনো উপস্থিত থাকে। এ সম্পর্কে দুটো কথা বর্ণিত হয়েছে। এক. বিচারক বিক্রি ভেঙ্গে দেওয়ার রায় ঘোষণা করলে অথবা ক্রেতা বিক্রেতা উভয়েই বিক্রয় বাতিল করতে সম্মত হলে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। পণ্যটি বিক্রেতার হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে। বিক্রেতা এই ফয়সালায় নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হোক বা অপরের ক্ষতি করুক। দুই. তারা উভয়ে কসম খাওয়ার ফলেই বিক্রি ভেঙ্গে যাবে, বিচারকের ফয়সালার অপেক্ষা করতে হবে না। বিষয়টি লি'আন-এর ন্যায়, তাতে বিচারকের ফয়সালা ব্যতীতই স্বামী স্ত্রীর কসম খাওয়ার প্রেক্ষিতেই বিবাহ ভেঙ্গে যায়। যদি পণ্যটি এখন আর না থাকে, তাহলে সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে গেলে ক্রেতা একাই কসম খাবে। আর যদি আংশিক ক্ষতি হয়, তাহলে উভয়েই কসম খাবে।[১৬৬]

এ সম্পর্কে শাফেয়ী মাযহাবের আলেমদের অভিমত হচ্ছে, যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে কসম খায়, তাহলে শুধু উভয়ের কসম খাওয়ার দরুন বিক্রয় চুক্তিটি ভেঙ্গে যাবে না; এটিই তাদের বিশুদ্ধ মত। যেহেতু একথা স্বীকৃত, কসমের সাথে কোনো বিষয় অস্বীকার করার চেয়ে দলিল উপস্থাপন অধিক শক্তিশালী। যদি দুপক্ষই নিজ নিজ বক্তব্যের সমর্থনে দলিল উপস্থিত করে তাহলে শুধু উভয়পক্ষের দলিল উপস্থাপনের ভিত্তিতে বিক্রয় ভেঙ্গে যায় না। সেক্ষেত্রে উভয়ে কসম খাওয়ার ফলে বিক্রয় তো ভাঙ্গবেই না।

বরং তাদের একের কথা অন্যে মেনে নিলে, ঝগড়া নিষ্পত্তি হয়ে গেলে, বিক্রি বহাল থাকবে। আর যদি কারো কথা কেউ না মানে, ঝগড়া যথারীতি বহাল থাকে তাহলে হয় উভয়েই বিক্রি বাতিল করে দেবে অথবা দুজনের কোনো একজন অথবা বিচারক বিক্রি বাতিলের ফয়সালা দেবেন। এভাবে এ কথাই সাব্যস্ত হলো, উভয়ে কসম খাওয়ার সাথেসাথে বিক্রি ভেঙ্গে যাবে না। বরং তারা

---

১৬৫. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২৪; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৩৮
১৬৬. হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ১৮৯; প্রকাশক : মুস্তাফা মুহাম্মদ

www.amarboi.org

যদি এ মুহূর্তে বিক্রিচুক্তি না বাতিল করে তবে তাদের তা পরে করার অবকাশ ও সুযোগ থাকবে। যেহেতু সমস্যা ও জটিলতা বহাল রয়েছে, যা বিক্রি বাতিল করার ফয়সালায় কার্যকর উপলক্ষ।

তাদের অপর একটি মত হচ্ছে, বিচারক উভয়ের শপথ গ্রহণের পর বিক্রিচুক্তিটি ভেঙ্গে দেবে। যেহেতু বিক্রিচুক্তি ভেঙ্গে ফেলা বিচার্য বিষয়, তাই তা বিচারক করবেন, বাদী বিবাদী কেউ তা করতে পারবে না। শাফেয়ী আলেমদের সহীহ মতের বিপরীতে আরো একটি মত রয়েছে। তা হলো, উভয়ে কসম খাওয়ার দ্বারাই বিক্রি বাতিল হয়ে গেছে। তাই বিক্রয়ের পূর্বে যে অবস্থা ছিল সে অবস্থা আবার বহাল হবে।[১৬৭]

মেয়াদের শেষ সময় এবং তা অতিক্রান্ত হওয়া নিয়ে বিতর্ক

যদি ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ে বিক্রি মেয়াদী হওয়ায় একমত হলেও, সে মেয়াদ কি এখনো রয়েছে না অতিক্রান্ত হয়েছে তা নিয়ে দ্বিমত পোষণ করে, যেমন বিক্রেতা বলল, আমি এটি তোমার কাছে বিক্রি করেছি, তার মূল্য নগদ না হয়ে বাকী ছিল, সময় নেওয়া হয়েছিল এক মাস, তার শুরু হলো রমযানের শুরু এবং রমাজান অতিক্রান্ত হয়েছে। ক্রেতা বলল, মেয়াদের শুরু হচ্ছে রমযানের মাঝামাঝি সময়, সুতরাং শেষ হবে শাওয়ালের মাঝামাঝি সময়ে। এ ধরনের বিতর্কে ফকীহদের মত আলোচনা করা হচ্ছে।

হানাফী আলেমদের মত হচ্ছে, এখানে ক্রেতার দাবি শোনা/গৃহীত হবে, তাই তাকে তার দাবির সপক্ষে দলিল প্রদান করতে বলা হবে। যেহেতু ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে বেচাকেনা নগদ না হয়ে বাকীতে হওয়ার কথায় একমত হয়েছে, এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে ধর্তব্য হবে যে, মেয়াদ এখনো বাকী রয়েছে। এ পরিস্থিতিতে ক্রেতা যখন মেয়াদ বাকী থাকার কথাই বলবে, তার কথাই শোনা হবে। তা ছাড়া তার প্রতি দাবির যে ধাক্কা আসছে সে তা প্রতিহত করছে। তাই তার কথাই প্রথমে শোনা হবে। যদি উভয়ে দলিল উপস্থাপন করে তবে সেক্ষেত্রেও ক্রেতার দলিলটিকেই অগ্রগণ্য বিবেচনা করা হবে। যেহেতু তা বিক্রেতার তুলনায় অধিক মেয়াদ প্রতিপন্ন করবে।[১৬৮]

মালেকী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার কথা যে অস্বীকার করবে তার কথা শপথসহ গ্রহণ করা হবে। যেহেতু মেয়াদ এখনো বহাল থাকাই হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থা। আর তাই যে মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা অস্বীকার করে মেয়াদ থাকার কথা বলবে, সে ক্রেতাই হোক বা বিক্রেতা, ভাড়া

---

১৬৭. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৯৬

১৬৮. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২৪ ও ৪৪৯; আল-ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ১৫, মুদ্রণ : মাকতাবা হেজাযী, কায়রো, মিসর

www.amarboi.org

প্রদানকারী বা ভাড়াটিয়া, তার কথা গ্রহণ করা হবে। এটি তখন যখন কেউ কোনো দলিল আনতে না পারবে। যদি কেউ দলিল আনতে পারে তবে অবশ্যই দলিল অনুযায়ী ফয়সালা করা হবে। এ সকল কথা গৃহীত হবে যদি সে এলাকায় মানুষ মেয়াদ সম্পর্কে যে নিয়ম বা রীতি মেনে চলে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা অপর জনের কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হোক বা না হোক। যদি বাদী ও বিবাদী উভয়ের কারো কথাই এলাকার নিয়মনীতির ও প্রচলনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে উভয়েরই শপথের সাথে নিজ নিজ বক্তব্য প্রদান করতে হবে। এ অবস্থায় যদি পণ্যটি মওজুদ থাকে তাহলে বিক্রি ভেঙ্গে দেওয়া হবে। যদি মওজুদ না থাকে তাহলে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। যদি এক পক্ষ শপথ করতে অস্বীকার করে, তবে অপর পক্ষ শপথ করলে তার পক্ষে ফয়সালা ও রায় দেওয়া হবে।[১৬৯]

যে সকল কারণে মেয়াদ বর্জিত হয়

মেয়াদ কখনো হয় সম্বন্ধিত, যার বাস্তবায়নের সাথে বিভিন্ন কাজের বিধি-বিধান বিন্যস্ত থাকে। মেয়াদের বাস্তব অস্তিত্বের সাথে সাথে সে সকল বিধান বাস্তবায়িত হয়। অথবা মেয়াদের বাস্তব অস্তিত্বের সাথে সাথে ঋণ ও দেনার বিধান নেমে আসে অথবা মেয়াদের সাথে যে সকল বস্তুর সম্পর্ক করা যথাযথ (যেমন সালাম বিক্রির পণ্য) তা বাস্তব অস্তিত্বে আসা সম্বন্ধিত হয়। মেয়াদ কখনো হয় কোনো শর্তযুক্ত বিষয়ের শেষ সীমা প্রকাশের উদ্দেশ্যে।

মেয়াদ যে সব কারণে বাদ পড়ে সেগুলো ব্যাপক দৃষ্টিতে দু প্রকার : এক. কখনো মেয়াদ বিয়োজন করা হয়, দুই. কখনো মেয়াদে বিয়োজন ঘটে।

প্রথম আলোচনা : মেয়াদ বিয়োজন করা

এক. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে মেয়াদ বিয়োজন

যেহেতু মেয়াদ ও সময় প্রদান শরীয়তসম্মত করা হয়েছে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করতে, তাকে সময় ও সুযোগমত কোনো ধরনের কষ্ট ও ঝামেলার শিকার না হয়ে দেনা পরিশোধের ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্যে, এই মুহূর্তে তার যে অসচ্ছলতা বিদ্যমান তা বিবেচনা করে। তাই ঋণী ব্যক্তি যদি এখন পরিশোধে সক্ষম হয় তবে তার জন্যে যা করণীয় তা হচ্ছে, মেয়াদ বিয়োজন করে ঋণ বা দেনাটা নগদ পরিশোধ করা এবং ঋণদাতার কর্তব্য হচ্ছে তা কব্জা করা।

---

১৬৯. হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ১৯১; খিরাশী, খ. ৪, পৃ. ১০৮; সাভী প্রণীত বুলগাতুস সালিক লি আকরাবিল মাসালিক, খ. ২, পৃ. ৮১

www.amarboi.org

উপরিউক্ত রায় সকল ফকীহ্ ও আলেমের। হানাফী মাযহাবের আলেমগণ শর্তহীনভাবে এই মত ব্যক্ত করেছেন। মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ ও এই মত প্রদান করেছেন। তবে তারা বলেন, এক্ষেত্রে দেখতে হবে তাতে ঋণদাতার কোনো ক্ষতি হচ্ছে কিনা। যেমন, ঋণী ব্যক্তি কোনো ভীতিকর স্থানে ঋণটা পরিশোধ করছে অথবা এমন জায়গায় যেখান থেকে ঋণদাতাকে কষ্ট করে তা নিয়ে আসতে হবে অথবা দেনা পরিশোধে সে যে বস্তু দিয়েছে তার এখন বাজারে মন্দা চলছে ইত্যাদি। যদি এমন হয় তাহলে মেয়াদ বাতিল করা যথাযথ হবে না। বিস্তারিত دَيْن সম্পর্কিত আলোচনায় দ্রষ্টব্য।[১৭০]

দুই. ঋণদাতার পক্ষ থেকে মেয়াদ বিয়োজন

পূর্ববর্তী আলোচনায় এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় ঋণী ও দেনাদার ব্যক্তির স্বার্থে, তার এটি এক অধিকার। যেহেতু এটি তার অধিকার, তাই এককভাবে এই মেয়াদ বিয়োজনের অধিকার ও ক্ষমতাও তার, যদি তা ঋণদাতা ও পাওনাদারের কোনো ক্ষতি না করে। কিন্তু ঋণদাতা যদি মেয়াদ বাদ দিতে চায়, সেক্ষেত্রে দেখতে হবে মেয়াদটি কোন্ প্রকার? যদি মেয়াদটি চুক্তি সম্পাদনকালেই সংযুক্ত হয়, যেমন বিক্রি করার সময়ই মূল্য পরে পরিশোধ করার আলোচনা হয়, তাহলে এ অবস্থায় ঋণদাতা ও বিক্রেতার জন্যে এ মেয়াদ বহাল রাখা অপরিহার্য। কারণ এক্ষেত্রে মেয়াদ মূল লেনদেনের অংশে পরিণত হয়েছে। এ কথায় সকল আলেম ও ফকীহ্ একমত।

মেয়াদের অন্য একটি প্রকার হচ্ছে নগদ লেনদেনের চুক্তি সম্পাদনের পর দেনাদার ও পাওনাদার উভয়ে মিলে সমঝোতা করে মেয়াদ নির্ধারণ করা। এ প্রকারটির বিধান নিয়ে ফকীহ্দের মাঝে মতান্তর রয়েছে। এ মেয়াদ কি দেনাদার একাই বর্জন করতে পারবে, না পাওনাদারের সাথে একমত হয়ে বিয়োজন করতে হবে- এ বিষয়ে ফকীহ্দের মতামত নিচে আলোচনা করা হচ্ছে।

যুফার রহ. ব্যতীত হানাফী মাযহাবের সকল আলেম এবং মালেকী মাযহাবের আলেমদের এ সম্পর্কে মত হচ্ছে, কেউ যদি নগদ মূল্যে বিক্রয় করার পর এটিকে জানা মেয়াদের দ্বারা মেয়াদী বানিয়ে দেয় তাহলে মূল্যটি (সর্বশেষ এ ইচ্ছার দরুন) মেয়াদী হয়ে যায় এবং তা বিক্রি কালেই পণ্যের মূল্য বিলম্বিত রাখার তুল্য হয়ে যায়। ফলে এই মেয়াদ বহাল রাখা বিক্রেতার জন্যে আবশ্যক হয়ে যায়। তাই ক্রেতা ও দেনাদারের সন্তুষ্টি ব্যতীত সে একা এ মেয়াদ প্রত্যাহার করতে পারবে না।

---

১৭০. ফাতহুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২২৫; রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৭৭; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২২৬; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০১; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০১, মুদ্রণ : রিয়াদ; আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৩৪৬, মুদ্রণ : মানার

www.amarboi.org

একা মেয়াদ বর্জন করা সম্ভব না হলেও বিক্রেতা বিক্রিচুক্তি সম্পাদনের পর নগদটিকে বাকীতে নিতে পারবে, যেহেতু মূল্যপ্রাপ্তি বিক্রেতার নিজস্ব অধিকার। যার নিকট তার প্রাপ্য তার সহজতার দিক লক্ষ করে সে তাতে মেয়াদ নির্ধারণ করতে পারে। তা ছাড়া মেয়াদ নির্ধারণ করার দ্বারা মেয়াদের শেষ সময় আসা পর্যন্ত সাময়িক দায়মুক্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় (অর্থাৎ কোনো বিষয়ে দায়মুক্ত হলে তাকে যেমন সে বিষয়ে কোনো চাপ দেওয়া হয় না, তেমনি মেয়াদ চলাকালে দেনাদারকে কোনো চাপ দেওয়া হবে না।) বিক্রেতা, পণ্যের মূল্য পাওয়া যার অধিকার, সে ইচ্ছা করলে মূল্যের দাবি ছেড়ে দিয়ে ক্রেতাকে পুরোপুরি দায়মুক্ত করতে পারে। যে অপরকে পুরো দায়মুক্তি দিতে পারে, সে সাময়িক দায়মুক্তি তো অবশ্যই দিতে পারবে ।

বেচাকেনা সম্পন্ন হওয়ার পর মেয়াদ নির্ধারণ করা হলে তা আবশ্যক হওয়ার কারণ হচ্ছে, বিক্রেতা ক্রেতাকে মূল্য আদায়ের ক্ষেত্রে পুরোপুরি দায়মুক্ত করে দিলে শরীয়ত তার দ্বারা পূর্ণ বিয়োজন সাব্যস্ত করে। আর মেয়াদ নির্ধারণ করা হলে সে সময় পর্যন্ত সাময়িক বিয়োজন করা হয়। ফলে শরীয়ত সে সময় পর্যন্ত সাময়িক বিয়োজন সাব্যস্ত করে। পূর্ণ অব্যাহতি দিলে যেমন বিয়োজন সাব্যস্ত হয়, মেয়াদ নির্ধারণের দ্বারাও তেমনি সাময়িক অব্যাহতিতে বিয়োজন সাব্যস্ত হয়। তাই তা বহাল রাখতে হবে।[১৭১]

যুফার রহ. এবং শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমদের এ বিষয়ে বক্তব্য হচ্ছে, যে পাওনা থাকে নগদ তাতে পরে মেয়াদ নির্ধারণ করা হলে তা মেয়াদী হয়ে যাবে না। যেহেতু এটি নগদ দেনা, একথা স্থির হওয়ার পর তাতে মেয়াদ নির্ধারণ করার অর্থ হচ্ছে, নগদ আদায় না করে তা বিলম্ব করে আদায় করার অঙ্গীকার করা (যদি মেয়াদ নির্ধারণ ক্রেতার পক্ষ থেকে করা হয়। এখানে যা বলা হয়েছে তাতে বিক্রেতার পক্ষ থেকে কোনো কথা পাওয়া যায় না।) যেহেতু এটি নিছক অঙ্গীকার, শর্ত নয়; তাই তা থেকে সরে যাওয়ার অবকাশ রয়েছে।

ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রেও মেয়াদ নির্ধারণ করার পর তা বহাল রাখা আবশ্যক কিনা তা নিয়ে ইমাম ও ফকীহদের মাঝে বিতর্ক হয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ঋণে মেয়াদ পালন করা জরুরি নয়-এটি অধিকাংশ ফকীহের মত। তাই মেয়াদ নির্ধারণ করার পরও ঋণদাতা তার পূর্বেই ঋণের বদল চাইতে পারবে। মালেকী মাযহাবের আলেমগণ ও লায়ছ এক্ষেত্রে মেয়াদ মেনে চলা জরুরি বলে মতপ্রদান করেছেন।[১৭২]

---

১৭১. ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ১৪৫; মুদ্রণ : মায়মানিয়্যা; রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২৪

১৭২. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩১৫, প্রথম মুদ্রণ, মানার; আল জুমাল, খ. ৩, পৃ. ২৬২; আল-কালয়ূবী, খ. ২, পৃ. ২৬০; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২২৬

www.amarboi.org

তিন. ঋণদাতা ও ঋণগ্রস্ত উভয়ের সম্মতিতে মেয়াদ প্রত্যাহার

এ বিষয়ে সকল ফকীহ্ একমত, ঋণদাতা ও ঋণী ব্যক্তি উভয়ের সম্মতিতে মেয়াদ প্রত্যাহার করা হলে তা জায়েয ও বৈধ হবে।

দ্বিতীয় আলোচনা : মেয়াদে বিয়োজন হওয়া

ফকীহগণ বিভিন্ন কারণ নিয়ে আলোচনা করেছেন, এ কারণ গুলোর কোনো একটি প্রতিপন্ন হলেই মেয়াদে বিয়োজন ঘটবে, মেয়াদ আর থাকবে না। যেমন মৃত্যু, নিঃস্ব ও দেওলিয়া হওয়া, পাগল হওয়া ইত্যাদি। নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হচ্ছে।

এক. মৃত্যুর দরুন মেয়াদ বিলুপ্তি[১৭৩]

ফকীহগণ এ মাসআলায় মতপার্থক্য করেছেন, ঋণী বা ঋণগ্রস্তের মৃত্যুর দরুন মেয়াদ বিলুপ্ত হবে কি না। হানাফী ও শাফেয়ী আলেমদের অভিমত হচ্ছে, ঋণী ব্যক্তি মারা গেলে তার ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বর্জিত হবে। কিন্তু ঋণদাতা মারা যাওয়ার দরুন মেয়াদে কোনো তারতম্য হবে না। ঋণী ব্যক্তির যেহেতু ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব বিলুপ্ত হয়েছে, তাই মেয়াদেরও অবলুপ্তি ঘটবে।

মৃত্যুর আলোচনায় ফকীহগণ মৃত্যুকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন। এক. স্বাভাবিক মৃত্যু এবং দুই. বিধানগত মৃত্যু। অর্থাৎ জীবিত থাকলেও মৃত ব্যক্তির সমতুল্য হওয়া। যেমন মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যাওয়া, এটি হানাফী আলেমদের মতে।[১৭৪] মুরতাদ হওয়ার পরপর মারা যাওয়া বা হারবী লোকের গোলাম হওয়া, এগুলো শাফেয়ী আলেমদের মতে।[১৭৫]

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি মারা যাওয়ার সাথে সাথে ঋণের মেয়াদ লুপ্ত হওয়ার কারণ বর্ণনা করে উলামায়ে কেরাম বলেন, মেয়াদ নিয়ে ঋণ পরিশোধ করার অন্যতম উদ্দেশ্য, মাল যা কেনা হয়েছে তা নিয়ে ব্যবসা করে লাভ অর্জন করা এবং তার দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা। ঋণী ব্যক্তি মারা গেলে তার যেহেতু আর সে মাল নিয়ে ব্যবসা করা হবে না, সুতরাং তাতে আর মেয়াদ বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। বরং নিয়ম হচ্ছে, কেউ মারা গেলে তার সম্পদ থেকে বন্টনের পূর্বে ঋণ আদায় করতে হয়। তাই তার সম্পদ থেকে নগদ ঋণ পরিশোধ করা হবে, মেয়াদের কোনো প্রয়োজন হবে না।[১৭৬]

---

১৭৩. দ্রষ্টব্য : اَلْمَوْتُ

১৭৪. ইবনে নুজাইম কৃত আল-আশবাহ্ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩৫৭, প্রকাশক : হালাবী

১৭৫. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩২৭; সুয়ূতী প্রণীত আল-আশবাহ্ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩২৯, প্রকাশক : হালাবী; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৪৭ ও ২০৮

১৭৬. রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪,পৃ. ২৪; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৫, পৃ. ২১৩

www.amarboi.org

সেই সাথে লক্ষণীয়, মেয়াদ ও সময় নেওয়া ঋণী ব্যক্তির অধিকার, ঋণদাতার নয়। সুতরাং যার অধিকার তার জীবন মরণ ও তার মেয়াদ বাতিল করা ইত্যাদির বিবেচনা করা হবে, ঋণদাতার জীবন-মরণ ইত্যাদি এখানে কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়।[১৭৭]

মালেকী মাযহাবের আলেমগণ হানাফী মাযহাবের আলেমদের অনুরূপ বক্তব্য প্রদান করেছেন। তবে তারা তিনটি ক্ষেত্র তার ব্যতিক্রম বলে গণ্য করেন। বিস্তারিত আলোচনা শারহুল খারাশী গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে :[১৭৮] কারো জন্যে দেনা আদায় মেয়াদী করার পর তা নগদে রূপান্তরিত হয় দেনাদার নিঃস্ব দেউলিয়া হয়ে গেলে বা মারা গেলে। এটিই অধিক প্রচলিত মত।[১৭৯] নগদে রূপান্তরিত হওয়ার কারণ, এ দু অবস্থাতেই তার দায়িত্ব ও অধিকার বিনষ্ট হয়ে যায়, তাই শরীয়তও মেয়াদ বিলুপ্ত করে তা নগদে রূপান্তরিত করে দেয়।

তা ছাড়া যদি শরীয়ত তা না করত, তাহলে উত্তরাধিকারীদের বণ্টনের ক্ষমতা প্রদান অথবা ক্ষমতা না দেওয়া কোনো একটি আবশ্যক হতো, অথচ ঋণ মেয়াদী হিসাবে বহাল থাকত। ঋণ বহাল থাকা অবস্থায় উত্তরাধিকারীরা বণ্টনের পর্যায়েই পৌঁছে না, যেহেতু পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা সম্পত্তি বণ্টনের ধাপ বর্ণনা করে বলেন, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ "মৃতব্যক্তি কোনো অসিয়্যত করে গেলে তা পূরণ এবং ঋণ আদায় করার পর।"[১৮০] এ আয়াতে অসিয়্যতের কথাও বলা হয়েছে। অসিয়্যত ও ঋণ এদুটো আদায় করার পর উত্তরাধিকারীদের বণ্টনের পালা আসে।

ব্যতিক্রমী মাসআলাসমূহ

এক. একটি মাসআলা প্রসিদ্ধ হয়ে প্রচলিত। তা হলো : যদি কতক পাওনাদার তাদের ঋণ মেয়াদী থাকার কথা জানায় তা কবুল করা হবে না । কিন্তু যদি সকল পাওনাদারই এ কথা বলে তবে তাদের কথা মত ঋণ মেয়াদীই থাকবে।

দুই. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে তার মেয়াদী ঋণ মেয়াদীই থাকবে। যেহেতু সে তার মৃত্যু ঘটানোর নিজেই কারণ হয়েছে, তাই তার মৃত্যুতে বা দেউলিয়া হওয়ায় শরীয়ত কোনো ছাড় দেবে না, তার ঋণ নগদে নেমে আসবে না। তাই মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত ঋণদাতা ব্যক্তিরা অপেক্ষা করবে অথবা এ মুহূর্তে দেনা বিক্রি করে দেবে।

---

১৭৭. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৫, পৃ. ২১৩

১৭৮. খিরাশী, খ. ৪, পৃ. ১৭৬; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২৬৫

১৭৯. তাদের অপ্রসিদ্ধ মত হচ্ছে, দেউলিয়া হওয়ায় বা ঋণী ব্যক্তি মারা যাওয়ার দরুন তার মেয়াদী দেনা নগদ হয়ে যাবে না।

১৮০. সূরা নিসা, আয়াত ১২

www.amarboi.org

তিন. মৃত্যু হলে বা দেউলিয়া হলে মেয়াদী ঋণ আর মেয়াদী থাকবে না, এটা তার বেলায় যে এ সম্পর্কে কোনো শর্ত করবে না। যদি কেউ শর্ত করে তাহলে তার বেলায় শর্ত অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ইবনে হিন্দী তার গ্রন্থে এ শর্তারোপের আলোচনা করেছেন।

যদি ঋণদাতা এই মর্মে শর্ত প্রদান করে, তার মৃত্যু হলে ঋণ আর মেয়াদী থাকবে না, তাহলে তার এ শর্ত অনুযায়ী ফয়সালা হবে কি-না, এ প্রশ্নে অধিকাংশ আলেম বলেছেন, বাহ্যিকভাবে যা বোঝা যায় তা হচ্ছে, তার শর্ত অনুযায়ী ফয়সালা হবে, যদি শর্তটি মূল লেনদেনের অংশ না হয়। যদি তা মূল লেনদেনের অংশ হয়, তাহলে লেনদেনটিই ফাসেদ হয়ে যাবে। যেহেতু মৃত্যুর সময় অনিশ্চিত, তার সাথে সম্পর্কিত করা হলে তা হবে অজানা মেয়াদ। আর অজানা মেয়াদে বেচাকেনা বা ঋণপ্রদান ইত্যাদি কোনোটিই যথাযথ হয় না।

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, ঋণদাতা মারা যাওয়ার দরুন মেয়াদী ঋণ বা দেনার মেয়াদ বিনষ্ট হবে না। ঋণগ্রহীতার মৃত্যু হলে কী ফয়সালা তা নিয়ে ফকীহগণ দুটো মত বর্ণনা করেছেন :

এক. পূর্ববর্তী মাযহাবগুলোতে ফকীহদের যে মত তাদেরও সেটিই মত : ঋণী ব্যক্তির মৃত্যু হলে মেয়াদী ঋণ আর মেয়াদী থাকবে না।

দুই. ঋণী ব্যক্তি মারা গেলেই তার ঋণের মেয়াদ বাতিল হবে না, যদি তার উত্তরাধিকারীরা তা আদায়ে দৃঢ় অঙ্গীকার প্রদান করে। কাশশাফুল কিনা' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, যদি কোনো লোক মারা যায়, তার মৃত্যুর সময় মেয়াদী ঋণ অনাদায়ী থাকে, তাহলেই মেয়াদ বাতিল হবে না যদি তার উত্তরাধিকারীরা ঋণ পরিশোধে দৃঢ় অঙ্গীকার প্রদান করে। অথবা উত্তরাধিকারী ভিন্ন অন্য কেউ বন্ধক রাখার ভিত্তিতে বা পূর্ণ জিম্মাদার হওয়ার প্রেক্ষিতে ঋণ আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে, যে জিম্মাদার মৃতের রেখে যাওয়া সম্পত্তির মূল্য বা ঋণ- এ দুটোর যেটি কম মূল্যের তার জিম্মাদারি নিতে পারে।[১৮১]

এটি ইবনে সীরীন, উবায়দুল্লাহ ইবনে হাসান, ইসহাক ও আবু উবায়দ -এর অভিমত। তারা এই অভিমত প্রদান করেন, যেহেতু মেয়াদ থাকাটা মৃতের অধিকার। তার অন্য সকল অধিকারে যেমন উত্তরাধিকারীদের উত্তরাধিকার কার্যকর হয়েছে, এ মেয়াদী ঋণের মেয়াদেও তা কার্যকর হবে। যে ঋণ দিয়েছে সে মারা গেলে যেমন মেয়াদী ঋণের মেয়াদ বাতিল হয় না, যে ঋণ নিয়েছে সে মারা গেলেও ঋণের মেয়াদ বাতিল হবে না। অতএব, যাদের ঋণ বা দেনা মেয়াদী ছিল না (অথবা তাদের মেয়াদ শেষ হয়েছে) কেবল তারা মৃতের যে

---

১৮১. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৪৩৮, মুদ্রণ : রিয়াদ; আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৪৮৫, মুদ্রণ : মানার

www.amarboi.org

সম্পদ রয়েছে তা থেকে তাদের দেনা বুঝে নেবে, প্রয়োজনে মোট ঋণের অংশ নির্ধারণ করে তারা নিয়ে নেবে। যাদের ঋণ মেয়াদী তাদের ঋণের হিসাব এখন করা হবে না। যখন তাদের ঋণের মেয়াদ শেষ হবে তারা মৃতের উত্তরাধিকারীদের সাথে যোগাযোগ করে তাদের প্রাপ্য বুঝে নেবে।

যদি দেনাদার ব্যক্তি মারা যায় তার কোনো উত্তরাধিকার না রেখে, এ অবস্থায় ইমাম জিম্মাদার হলেও অথবা যাকে উত্তরাধিকারী রেখে গেছে তার ওপর পাওনাদারদের মোটে আস্থা না থাকে, তাহলে ক্ষতির সমূহ আশঙ্কা যেহেতু বিদ্যমান, তাই মেয়াদ শেষ হওয়ার অপেক্ষা না করে দেনাদার মারা যাওয়ার পরপরই পাওনাদাররা তাদের পাওনা নিয়ে নেবে। যদি তার রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে সকলের দায় ও দেনা পরিশোধ হয়ে যায়, তবে তো পুরোপুরিই আদায় করা হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে মোট ঋণের অংশ হিসাবে ভাগ করে প্রত্যেকে যার যার অংশ নিয়ে নেবে। মেয়াদ প্রত্যাহারের বিপরীতে ঋণের কোনো সামান্য অংশও কমবে না। যদি কোনো জিম্মাদার এ উত্তরাধিকারীর পক্ষ থেকে জিম্মা নেয় ঋণ পরিশোধের, তবে একজনের ক্ষেত্রে তা কার্যকর হলেও অন্য জনের ক্ষেত্রে তা কার্যকর হবে না।

হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, উত্তরাধিকারীরা নির্ভরতার সাথে দায়িত্ব নিলে ঋণগ্রহীতা মারা গেলেও তার মেয়াদী ঋণ নগদ পরিশোধ্য হবে না; মেয়াদীই থাকবে। তারা তাদের কথার দলিল হিসাবে বলেন, মেয়াদ থাকা ঋণীব্যক্তির প্রাপ্ত অধিকার, তা তার মৃত্যুর দরুন পরিত্যক্ত হবে না, যেমন তার অন্য অধিকারগুলো পরিত্যক্ত বা বর্জিত হয় না। তা ছাড়া মৃত্যু কারো কোনো অধিকার বিনষ্ট ও বাতিল করে না। তবে মৃত্যু হচ্ছে উত্তরাধিকারীদের প্রতিনিধি হওয়ার নির্ধারিত সময় এবং উত্তরাধিকার লাভের নিদর্শন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالاً فَلِوَرَثَتِه "কেউ কোনো অধিকার বা সম্পদ রেখে যায় তবে তা তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্যে।"[১৮২]

কেউ মারা গেলে তার হক ও অধিকার লুপ্ত হওয়ার যে কথা বলা হয়, তা মৃতের উপকার বিবেচনা করে বলা কথা, কিন্তু তা গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষে শরীয়তের কোনো সাক্ষী প্রমাণ সাক্ষ্য দেয় না। তাই এ কথা যে ভুল তাতে কারো কোনো

---

১৮২. মুগনী-এর গ্রন্থকার এভাবে হাদীসটি উল্লেখ করলেও তা কোন কিতাবে কোন সাহাবীর বর্ণনায় তা উল্লেখ করেননি। মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৪৬৮। আমরাও এভাবে রেওয়ায়তটি পাইনি। বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও তিরমিযী যে ভাষায় বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন তা হলো مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِه وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا "যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যাবে তা তার উত্তরাধিকারীদের জন্যে। যে নিঃস্ব অবস্থায় তাদের ছেড়ে যাবে তার উত্তরাধিকারীদের দায়িত্ব আমাদের উপর।" জামেউল উসূল, খ. ৯, পৃ. ৬৩০

www.amarboi.org

মতান্তর নেই। অতএব, আলোচনার শেষে এ কথাই সাব্যস্ত হলো, মারা গেলেও দেনা ও ঋণ তার দায়িত্বেই থাকবে, যেমন মৃত্যুর পূর্বে ছিল। দেউলিয়া হয়ে গেলে তার সম্পদে তার নিয়ন্ত্রণে আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার পর নিঃস্ব ব্যক্তির সম্পদে তার পাওনাদারদের যেমন সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, কোনো ব্যক্তি মারা যাওয়ার পরও তার সম্পদে তেমনি তার সম্পর্ক বহাল থাকে। এ অবস্থায় উত্তরাধিকারীরা যদি ঋণ পরিশোধে আগ্রহী হয়, পাওনাদারের ঋণ আদায় দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করে, পাওনাদারের পক্ষ থেকে সম্পদে নানা কাজ করতে চায় তবে তারা তা করতে পারবে যদি পাওনাদার তাতে সম্মতি দেয় অথবা উত্তরাধিকাররা সে ঋণ আদায়ে কোনো জিম্মাদারের প্রতি নির্ভর করে অথবা কারো কাছে বন্ধক রেখে তার পাওনা আদায় করে নেয় যা দ্বারা তার প্রাপ্য সে কঠিনভাবে আদায় করে নিতে পারে। এ রকমটা এজন্যে যে, কখনো কখনো উত্তরাধিকারীরা পূর্ণ সম্পদশালী হয় না, তাদের প্রতি পাওনাদার সন্তুষ্টও থাকে না, ফলে তার প্রাপ্য হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।[১৮৩]

তাউস, আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ, যুহরী ও সা'দ ইবনে ইবরাহীম বলেন, ঋণগ্রহীতা মারা যাওয়ার কারণে তার মেয়াদী ঋণ নগদ হয়ে যায় না। বরং তা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মেয়াদীই থাকে; হাসান বসরীও এরূপ বলেছেন।[১৮৪]

দুই : দেউলিয়া হওয়ার দরুন মেয়াদ বিয়োজন[১৮৫]

কেউ দেউলিয়া হওয়ার প্রেক্ষিতে তার সম্পদে তার যথেচ্ছ হস্তক্ষেপে বিচারক নিষেধাজ্ঞা জারি করেন, তার মেয়াদী ঋণগুলো কি তখন মেয়াদহীন হয়ে যায়?

হানাফী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, এটি শাফেয়ীদের অধিক প্রকাশ্য মত, মালেকী আলেমদের এটি একটি মত, তার মেয়াদী ঋণগুলো নগদপ্রদায়ী হয়ে যায় না। যেহেতু মেয়াদ থাকা দেউলিয়া ব্যক্তির অন্যতম অধিকার। তাই দেউলিয়া হওয়ার কারণে তার এ অধিকার বিনষ্ট হবে না, যেমন অন্য অধিকারগুলো বিনষ্ট হয় না।[১৮৬]

---

১৮৩. আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৪৮৬।

১৮৪. প্রাগুক্ত পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, মালেকী মাযহাবের আলেমদের অপর একটি মত হানাফী আলেমদের মতের অনুরূপ।

১৮৫. দ্রষ্টব্য : التَّفْلِيسُ বা الْحَجْرُ

১৮৬. রদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ১৩১; ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ. এই মত ব্যক্ত করেছেন এবং এটিই হানাফী মাযহাবে মুফতা বিহী (ফতোয়া)। মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৪৭; আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৪৮৫; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৪৩৮

www.amarboi.org

তা ছাড়া দেউলিয়া হওয়ার কারণে তার মেয়াদী পাওনাগুলো নগদ হয়ে যায় না। তেমনি তার কাছে যাদের পাওনা রয়েছে সেগুলোও নগদ হবে না। কেউ পাগল হলে বা বেহুঁশ হলে যেমন তার অধিকার ও পাওনায় কোনো হেরফের হয় না, তেমনি দেউলিয়া হলেও তাতে কোনো পরিবর্তন হবে না। তা ছাড়া সে তো বেঁচেই আছে। তাই যে দেউলিয়া নয় তার মেয়াদী ঋণ যেমন মেয়াদীই থাকে, দেউলিয়া হওয়ার পরেও তারও তেমনই থাকবে। মৃত্যু ও দেউলিয়া হওয়ার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। তা এই যে, মৃত্যু হলে মৃতব্যক্তির আর দায়িত্ব ও কর্তব্য বহাল থাকে না, বিলুপ্ত হয়। কিন্তু দেউলিয়া হলেও তার দায়িত্ব যথারীতি বহাল থাকে।

মালেকী মাযহাবের আলেমদের নিকট যা মশহুর,[১৮৭] শাফেয়ীদের এটি একটি মত,[১৮৮] বিচারক যদি কাউকে দেউলিয়া ঘোষণা করার পর তার পাওনাদারদের জন্যে তার সম্পদ তার হাত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তাহলে এই দেউলিয়ার মেয়াদী ঋণগুলো নগদ হয়ে যাবে। যেহেতু এ অবস্থায় দেউলিয়া ব্যক্তি মৃতব্যক্তির মত দায়িত্বশূন্য হয়ে গেছে। ঋণগ্রহীতা দেউলিয়া হওয়ার পরেও তার ঋণ ও দেনা নগদ না করার শর্ত যদি সে না করে এবং পাওনাদাররা সকলে তার ঋণ মেয়াদীই থাকুক এই মর্মে একমত না হয়, তা হলে বিচারক উল্লিখিত ব্যবস্থা নেবে। যদি ঋণগ্রহীতা নগদ না করার শর্ত করে অথবা সকল পাওনাদার তার ঋণ মেয়াদী থাকাতে একমত হয় তবে তার ঋণ মেয়াদীই থাকবে। দেউলিয়া ব্যক্তি যাদের কাছে মেয়াদী ঋণ পাবে সেগুলো যেমন ছিল তেমনি মেয়াদীই থাকবে, সকল ফকীহ এ কথাকে একমত। যেহেতু মেয়াদ থাকা অন্যদেরও অধিকার, সে অধিকার কেউ বিনষ্ট করতে পারে না।

তিন : পাগলামীর দরুন মেয়াদ বাতিল হওয়া

দেনাদার বা পাওনাদার যদি পাগল হয়ে যায় তবে তার ঋণ ও দেনা কি মেয়াদী থাকবে না মেয়াদ বিলুপ্ত হবে? এ প্রশ্নে ফকীহগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হানাফী,[১৮৯] শাফেয়ী,[১৯০] ও হাম্বলী[১৯১] মাযহাবের আলেমগণ বলেন, ঋণী ব্যক্তির পাগল হয়ে যাওয়ার দরুন তার ঋণ নগদ হয়ে যাবে না, যেহেতু মেয়াদ শেষে

---

১৮৭. হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২৬৫; খিরাশী, খ. ৪, পৃ. ১৭৬

১৮৮. মাত্রই একথা আমরা বর্ণনা করেছি, শাফেয়ী আলেমদের পক্ষ থেকে দু'টি মত বর্ণিত হয়েছে। এক. অধিক প্রকাশ্য : দেউলিয়া হওয়ার দরুন তার কোনো মেয়াদী ঋণ নগদ পরিশোধ্য হয়ে যাবে না। দুই. অপ্রকাশ্য : প্রথমটির বিপরীত, মেয়াদী ঋণ নগদ পরিশোধ্য হয়ে যাবে। যেহেতু বিচারকের পক্ষ থেকে ঋণীব্যক্তির হস্তক্ষেপে বাধাপ্রদান তার মৃত্যুর ন্যায়। আর মৃত্যু হলে দায়িত্ব লুপ্ত হয়ে যাবে। মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৪৭

১৮৯. ইবনে নুজাইম কৃত আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩৫৭

১৯০. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৪৭; বর্ণিত হয়েছে, মূল গ্রন্থ রাওযাতে লেখা হয়েছিল, পাগলামীর দরুন মেয়াদী ঋণ নগদ হয়ে যাবে। পরে টীকায় লেখা হয়েছে, এটি ভুলবশত লেখা হয়েছে।

১৯১. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৪৩৮; আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৪, পৃ. ৪৮৫

www.amarboi.org

তার অভিভাবকের নিকট থেকে তা আদায় করা যাবে। তাই মেয়াদ যথারীতি বহাল থাকবে এবং মেয়াদ শেষে অভিভাবকের নিকট চাওয়ার সুযোগও বহাল থাকবে। তা ছাড়া পাগল অবস্থাতেও মেয়াদ প্রাপ্তি তার প্রাপ্য অধিকার, তাই তার অন্য সব অধিকারের ন্যায় এ অধিকারও যথারীতি বহাল থাকবে। তা ছাড়া পাগল হওয়ার পরও তার যাদের কাছে মেয়াদী পাওনা রয়েছে তাদের সে সব পাওনা মেয়াদীই থাকে, তাহলে তার কাছে যারা পাবে তাদেরও সে পাওনা মেয়াদীই থাকতে পারে।

মালেকী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দেউলিয়া হয়ে গেলে বা মারা গেলে মেয়াদী ঋণ নগদপ্রদায়ী হয়ে যাবে। তবে যদি ঋণীব্যক্তি এ শর্তারোপ করে, মারা গেলে বা দেউলিয়া হলেও তার মেয়াদী ঋণগুলো নগদ হবে না, মেয়াদীই থাকবে, তাহলে তার শর্ত অনুযায়ী সে অবস্থাগুলোতেও ঋণ মেয়াদীই থাকবে। ঋণদাতা যদি ঋণীব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে খুন করে তাহলেও ঋণীর মেয়াদী ঋণগুলো মেয়াদীই থাকবে, নগদ হবে না। তবে এ মাযহাবের আলেমগণ তাদের এ আলোচনায় ঋণী বা ঋণদাতা পাগল হওয়ার কোনো আলোচনা করেননি। তাতে একথাই বোঝা যায়, পাগল হওয়ার দরুন মেয়াদ বাতিল হয় না, যেমন ছিল তেমনই থাকবে।[১৯২]

চার : বন্দি হওয়া বা লাপাত্তা হয়ে যাওয়ার দরুন মেয়াদ বাতিল হওয়া[১৯৩]

হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, যদি শত্রুর দেশে কোনো মুসলিম বন্দি হয়, তার খবরাখবর ও অবস্থান ইত্যাদি যদি জানা যায়, তাহলে তার বিধান হবে অনুপস্থিত লোকের বিধানের অনুরূপ। অনুপস্থিত লোকের যাবতীয় দেনা পাওনা বহাল থাকে, মেয়াদীগুলো থাকে মেয়াদী এবং নগদগুলো নগদ। অনুপস্থিত লোকটি দেনাদার হোক বা পাওনাদার, বিধান যথাপূর্ব বহাল থাকে।

যদি বন্দির খবরাখবর ও অবস্থান ইত্যাদি জানা না যায়, তাহলে হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের আলেমগণের মতে তার বিধান হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির বিধানের অনুরূপ।[১৯৪] হারিয়ে যাওয়া লোকের বিধান হচ্ছে, নিজের অধিকারগুলোর ক্ষেত্রে সে জীবিত এবং অন্যের অধিকারের ক্ষেত্রে সে মৃত বলে গণ্য হবে।[১৯৫]

---

১৯২. হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২৬৫; প্রকাশক : ঈসা হালাবী

১৯৩. দ্রষ্টব্য : الْغَائِبُ ও الْأَسِيْرُ

১৯৪. দ্রষ্টব্য : الْمَفْقُوْدُ

১৯৫. আল-ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ১০০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ২৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৪, পৃ. ৪৬৪

www.amarboi.org

মালেকী মাযহাবের আলেমগণ বলেন, তার যাবতীয় ঋণ যথাপূর্ব অবস্থায় বহাল থাকবে। যা মেয়াদী তা মেয়াদী, যা নগদ তা নগদই থাকবে। অর্থাৎ বন্দি অবস্থায় অনুপস্থিত লোকের বিধান তার জন্যে কার্যকর হবে, হারিয়ে যাওয়া লোকের বিধান কার্যকর হবে না। যেহেতু বিস্তারিত জানা না থাকলেও সে যে বন্দি হয়ে আছে এতটুকু তো জানাই আছে। যে হারিয়ে গেছে তার সব সম্পদ ও হিসাব যেহেতু বহাল থাকে, তাহলে যে অনুপস্থিত তার সব কিছু তো বহাল থাকবেই।[১৯৬]

যদি বন্দি অবস্থায় কারো মৃত্যুর সংবাদ জানা যায় তাহলে মৃতের বিধান কার্যকর হবে। যদি মুরতাদ হওয়ার খবর পাওয়া যায় তবে মুরতাদের বিধান কার্যকর হবে। পূর্বে আলোচনার শুরুতে বলা হয়েছে, মুরতাদ হওয়া হচ্ছে বিধানগত মৃত্যু, যেহেতু মুরতাদের সম্পর্কে শরয়ী বিধান হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। যদিও সে শত্রুর দেশে থাকার কারণে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা যাবে না, তবে তাকে মৃত বিবেচনা করা হবে।

মেয়াদ শেষ হওয়ায় নগদে অবতরণ[১৯৭]

যে কোনো চুক্তিতে মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়, তার মেয়াদ যখন শেষ হয় তা আর মেয়াদী থাকে না, নগদ প্রদায়ী হয়ে যায়। মেয়াদ নির্ধারণ না করা হলে যেমনটা হতো এখন তা-ই হবে, যাকে যা বুঝিয়ে দেওয়ার কালক্ষেপণ না করে তা বুঝিয়ে দিতে হবে। ঋণের ক্ষেত্রে তার বদল, সালাম বিক্রির ক্ষেত্রে পণ্য ইত্যাদি। মেয়াদ থাকাকালে কাউকে যে কর্তৃত্ব ও হস্তক্ষেপের সুযোগ দেওয়া হয় তাও এখন আর থাকবে না, সব ধরনের হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে হবে।[১৯৮]

কোনো চুক্তিতে মেয়াদ যদি সংযুক্ত থাকে তাহলে চুক্তিটি শেষ হওয়ার সাথে সাথে মেয়াদও শেষ হয়ে যায়। এ ধরনের লেনদেনে মেয়াদ হয় চুক্তির বৈশিষ্ট্য এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে লক্ষণীয় শর্ত। যখন মূল চুক্তিটি বিলুপ্ত হয়, তার শর্ত ও বৈশিষ্ট্য মেয়াদও বিলীন হয়ে যায়।

---

১৯৬. ইমাম মালেক রহ. প্রণীত আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা, খ. ১৫, পৃ. ১৩৮; মুদ্রণ : সাআদা, ১৩২৩ হি.; হাত্তাব প্রণীত মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ১৫৬, প্রথম মুদ্রণ, ১৩২৯ হিজরী

১৯৭. দ্রষ্টব্য : قبول العقود للتوقيت وعدم قبولها

১৯৮. মাওসিলী প্রণীত আল-ইখতিয়ার, খ. ১, পৃ. ২২৪; রাদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৫২৮; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৬, পৃ. ২১৮; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৬৭ ও খ. ৪, পৃ. ২২৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৪, পৃ. ৬৬, মুদ্রণ : রিয়াদ; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৫৬; আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ২১০; খিরাশী, খ. ৪, পৃ. ২৮৯

www.amarboi.org

কোনো চুক্তিতে যদি শর্ত যুক্ত করা হয়, চুক্তিটি যদি সে ধরনের হয় যেগুলোতে শর্ত যুক্ত হতে পারে, তাহলে তাতে যে শর্ত করা হয়েছে সে শর্ত যখন পাওয়া যাবে তখন থেকে তার মেয়াদের সূচনা ধরা হবে।[১৯৯]

যদি চুক্তিতে কোনো শর্ত যুক্ত না করা হয়, মেয়াদ-এর সাথে সম্পর্কিতও না হয় তাহলে তা তাৎক্ষণিক বাস্তবায়নযোগ্য বলে গণ্য হবে। উভয় পক্ষের সম্মতিতে অথবা শরীয়তের নির্দেশমাফিক চুক্তিটি সম্পাদনের পরই তার প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব কার্যকর হতে শুরু করবে। এমন শর্ত করা হলে যার অস্তিত্ব ও উপস্থিতি কোনো কিছুর সাথে সম্পর্কিত, তা হলে তার সাথে সম্পর্ক রেখে সময়সীমা শুরু হবে, যা তাৎক্ষণিক চুক্তিতে বিবেচ্য হবে না।

ক্ষতি রোধ করার জন্যে মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও চুক্তি মোতাবেক কাজ করে যাওয়া

মেয়াদী চুক্তির মেয়াদ শেষ, যার যে বস্তু তাকে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তাৎক্ষণিক ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে কখনো কখনো কোনো পক্ষের ক্ষতি সাধিত হয়। তাই এ দিকটি লক্ষ করে যদি ক্ষতির কোনো আশঙ্কা না থাকে তবে তো মেয়াদ শেষ হলেই ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু যদি ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেয় তাহলে পরে সুবিধাজনক সময়ে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে, এক্ষণই ফিরিয়ে দেওয়া জরুরি হবে না। ফকীহগণ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ইজারা ও ইআরা (ভাড়া প্রদান বা মুফতে ব্যবহার করা) ইত্যাদির আওতায়, বিস্তারিত সেখানে দ্রষ্টব্য।[২০০]

–মুহাম্মদ যুবায়ের

---

১৯৯. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৪, পৃ. ২২৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২০৭; শিরাযী প্রণীত আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৪১; আল-মুগনী সহ আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৫, পৃ. ৯৮; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৪, পৃ. ৭৯

২০০. আল-ইখতিয়ার, খ. ১, পৃ. ২২৪

www.amarboi.org

قَرْض : ঋণ : Loan

পরিচিতি

কর্জ (الْقَرْضُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

শাব্দিকভাবে الْقَرْضُ[১] (কর্জ) শব্দটি بَاب ضَرَبَ -এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। তখন এর অর্থ হয়, কর্তন করা। যেমন বলা হয় : قَرَضَ الشَّيْءَ يَقْرِضُهُ "সে বস্তুটি কর্তন করল বা করবে।" আবার الْقَرْضُ (কর্জ) শব্দটি ইসমে মাসদার হিসেবে الإِقْرَاض অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন قَرْض-এর অর্থ হয়, কর্তন। যেমন : قَرَضْتُ الشَّيْءَ بِالْمِقْرَاضِ অর্থাৎ আমি জিনিসটি কাঁচি দিয়ে কর্তন করেছি।

আর ঋণ হচ্ছে, মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য কারো সম্পদ থেকে অপর কাউকে কিছু দেওয়া। সে ঋণ প্রদান করে তার সম্পদ থেকে প্রদত্ত ওই অংশটুকু যেন কর্তন করে ফেলল। পরস্পরে প্রশংসা করা হলে তা বোঝাতে বলা হয় : إِنَّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَتَقَارَضَانِ الثَّنَاءَ অর্থাৎ অমুক অমুক পরস্পর প্রশংসা বিনিময় করেছে। এর অর্থ : যেন তাদের প্রত্যেকে তার সঙ্গীকে প্রশংসা ধার দিয়েছে। যেমন সম্পদ ধার দেওয়া হয়।[২]

পরিভাষায় কর্জ বা ঋণ হচ্ছে : دَفْعُ مَالٍ إِرْفَاقًا لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ "অনুগ্রহবশত এমন কাউকে সম্পদ প্রদান করা যে এর দ্বারা উপকৃত হবে এবং এর বিনিময় ফেরত দেবে।"[৩]

ফকীহগণ বলেছেন, এভাবে সম্পদ দিলে সে সম্পদ হচ্ছে কর্জ (الْقَرْضُ) বা ঋণ, সম্পদ প্রদানকারী মুকরিজ (الْمُقْرِضُ), ঋণগ্রহীতাকে মুকতারিজ (الْمُقْتَرِضُ) আর

---

১. কাফে যের ও যবর হতে পারে। ইবনুস সিককীত ও জাওহারী প্রমুখ কাসাইয়ের নিকট থেকে যের হওয়ার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন, (আস-সিহাহ, কামুসুল মুহীত ও তাহরীরু আলফাজিত তামবীহ, পৃ. ১৯৩ দ্রষ্টব্য)।

২. মু'জামু মাকায়িসিল লুগাহ, জাওহারীর আস-সিহাহ, কামুসুল মুহীত, মুত্তারিযির মুগরিব, আল-আযহারীর আয-যাহের, পৃ. ২৪৭; নববীর তাহরীরু আলফাজিত তাম্বীহ, দারুল কলম, পৃ. ১৯৩; বা'লীর মাতলা', পৃ. ২৪৬; আন-নাযমুল মুসতা'যাব ফী শারহি গারীবিল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০৯; বাছায়ের, খ. ৪, পৃ. ২৫৮; রাগেব আছবাহানীর মুফরাদাত।

৩. আদ দুররুল মুখতার, হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ১৭১; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ৭৯৬; কিফায়াতুত তালিব আর-রাব্বানী, খ. ২, পৃ. ১৫০; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৩৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৯৮

www.amarboi.org

www.amarboi.org

ঋণ প্রার্থনাকারীকে মুস্‌তাকরিজ (الْمُسْتَقْرِضُ) বলা হয়। আর ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে যে সম্পদ ফেরত দেয় তাহলো বাদলুল কর্জ (بَدَل الْقَرْض) বা ঋণের বদল বা বিনিময়। ধার হিসাবে সম্পদ গ্রহণ হচ্ছে ইকতিরাজ (اقْتِرَاضُ)।

ফকীহদের নিকট এটিই প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত ঋণ (الْقَرْضُ الْحَقِيقِيُّ)। শুধু শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহগণ ঋণের আরেকটি প্রকার বের করে তার নাম দিয়েছেন পরোক্ষ ঋণ (الْقَرْضُ الْحُكْمِيُّ); তারা এর জন্য বিশেষ বিধি-বিধান প্রণয়ন করেছেন এবং উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন : কুড়িয়ে পাওয়া মুখাপেক্ষী শিশুর জন্য খরচ করা, দরিদ্র নয় এমন ক্ষুধার্তকে খাওয়ানো এবং বস্ত্রহীনকে কাপড় পরানো ইত্যাদি। এ সকল মানুষের জন্যে ঋণের নিয়তে এসব করা; অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে তাদের কিংবা তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে তা আদায় করে নেবে। এ ছাড়া কেউ যদি ঋণের নিয়তে কাউকে তার ইচ্ছানুযায়ী সম্পদ দেওয়ার আদেশ করে; যেমন কবি বা অত্যাচারীকে দেওয়া বা ফকীরকে খাবার খাওয়ানো বা মুক্তিপণ দিয়ে বন্দি মুক্ত করা। কিংবা সে যদি কাউকে বলে যে, এই সম্পদ বিক্রি করে তার মূল্য তোমার নিজের জন্য খরচ করো, ইত্যাদি ঋণ প্রদানের ইচ্ছা করে যদি বলে, তবে সবই পরোক্ষ ও বিধানগত ঋণের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৪]

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

ক. السَّلَفُ (আস-সালাফ) : অগ্রিম প্রদান, ঋণ

সালাফ-এর একাধিক অর্থের মধ্যে একটি হচ্ছে ঋণ। যেমন বলা হয় : تَسَلَّفَ وَاسْتَسْلَفَ অর্থাৎ সে সমপরিমাণ ফেরত দেওয়ার মর্মে ঋণ চেয়েছে। আরো বলা হয় : قَدْ أَسْلَفْتُهُ 'আমি তাকে অগ্রিম দিয়েছি' অর্থাৎ তাকে ঋণ দিয়েছি। সালাফ (السَّلَفُ) শব্দটি সালাম (السَّلَمُ) (সমপর্ণ, হস্তান্তর) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় : سَلَّفَ وَأَسْلَفَ-এর অর্থ سَلَّمَ وَأَسْلَمَ (সমর্পণ করা)।[৫] সালাফ শব্দটি কর্জ-এর চেয়ে ব্যাপক।

খ. الْقِرَاضُ (আল-কিরায)

এটি মুদারাবা। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে ব্যবসা করার জন্য এই মর্মে নগদ টাকা দেওয়া যে, চুক্তি অনুযায়ী তাদের দুজনের মধ্যে এর মুনাফা বণ্টন করা হবে। আল-আযহারী বলেন, কিরায (الْقِرَاضُ) মূলত কর্জ (الْقَرْضُ) থেকে

---

৪. তুহফাতুল মুহতাজ ওয়া হাশিয়া শিরওয়ানী, খ. ৫, পৃ. ৩৭ ও ৪০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২১৮; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৪১

৫. আয-যাহের, পৃ. ১৪৮ ও ২১৭

www.amarboi.org

উদগত। আর এর অর্থ হচ্ছে, কর্তন করা, টুকরো করা। একে কিরায বলা হয়, যেহেতু সম্পদের মালিক মুদারিবের জন্য নিজের সম্পদ থেকে একটা অংশ ও মুনাফার নির্দিষ্ট পরিমাণ কেটে দিয়ে দেয়। এভাবে মুদারাবার অংশীদারীকে কিরায (الْقِرَاضُ) বলা হয়েছে। কারণ মুনাফায় দু'জনের প্রত্যেকেরই অপরের জন্যে লাভের নির্দিষ্ট অংশ কর্তিত হয়।[৬] এভাবে তাদের অংশ সুনির্ধারিত ও অকাট্য হয়। বিস্তারিত দেখুন পরিভাষা : مُضَارَبَة

কিরায ও কর্জ উভয়ের মধ্যে মিল হলো, এ দুটোর প্রতিটিতে অন্যকে সম্পদ দেওয়া হয়। তবে ঋণের ক্ষেত্রে তা দেওয়া হয় জামানত বা নিশ্চয়তার ভিত্তিতে এবং কিরায-এর ক্ষেত্রে আমানতের ভিত্তিতে সম্পদ প্রদান করা হয়।

ঋণের বৈধতা

কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার মাধ্যমে ঋণের বৈধতা প্রমাণিত।[৭] কুরআনের অনেক আয়াতে ঋণ প্রদানে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী :

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

"কে আছে যে আল্লাহকে ঋণ প্রদান করবে? তিনি তার জন্য এটি বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন।"[৮]

এখানে আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণের তাৎপর্য হচ্ছে, মহান আল্লাহ সৎকাজ এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে ঋণের সম্পদের সাথে তুলনা করেছেন। এর প্রতিদানকে প্রদত্ত ঋণের বদল বলে ঘোষণা করেছেন এবং সৎকাজকে ঋণ হিসাবে অভিহিত করেছেন। কেননা সৎকর্মশীল ব্যক্তি প্রতিদান পাওয়ার জন্য তা করে। যেমন যে ঋণ দেয় সে তার বদল পাওয়ার জন্য তা করে।[৯]

রাসূলুল্লাহ সা.-এর হাদীসও একে সমর্থন করে। নবী স. নিজেই কর্জ নিয়েছেন। যেমন আবু রাফে রা. একটি হাদীস বর্ণনা করেন :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا ، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ : لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلاَّ خِيَارًا رَبَاعِيًا ، فَقَالَ : أَعْطِهِ إِيَّاهُ ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

৬. আল-আযহারীর আয যাহের, পৃ. ২৪৭

৭. নিহায়াতুল মুহতাজ, শাবরামাল্লিসী-এর হাশিয়া, খ. ৪, পৃ. ২১৫; তুহফাতুল মুহতাজ, শিরওয়ানী-এর হাশিয়া, খ. ৫, পৃ. ৩৬

৮. সূরা আল-বাকারা, আয়াত ২৪৫

৯. ইবনে আবদুস সালাম, আল-ইশারা ইলাল ইজায, পৃ. ১২০

www.amarboi.org

"একদা রাসূলুল্লাহ স. এক লোকের কাছ থেকে উটের একটি বাচ্চা ধার নিলেন। এরপর রাসূল স.-এর কাছে যাকাতের উট আসল। তখন রাসূল সা. লোকটিকে (ঋণের) উটের বাচ্চা ফেরত দেওয়ার জন্য আবু রাফেকে নির্দেশ দিলেন। আবু রাফে এসে রাসূলকে বললেন, এখানে শুধু উৎকৃষ্ট ও বড় উট আছে (আর সে তো পাবে উটের বাচ্চা)। তখন রাসূলুল্লাহ স. বললেন, তাকে এখান থেকেই দিয়ে দাও। নিশ্চয় সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছেন যিনি উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করেন।"[১০]

অপর এক হাদীসে ঋণের প্রতিদান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. বলেন :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

"কোনো মুসলিম অন্য মুসলিমকে দুবার ঋণ প্রদান করা যেন তা তাকে একবার দান করে দেওয়া।"[১১]

আর ইজমার দিক হলো, সকল মুসলিম ঋণ জায়েয হওয়ার কথায় একমত।[১২]

ঋণের শরয়ী বিধান

এ কথায় সকল ফকীহ একমত, ঋণের ক্ষেত্রে ঋণদাতার ভূমিকা মহৎ, তার ঋণপ্রদান এক উত্তম কাজ হিসেবে বিবেচিত। কেননা এর দ্বারা ঋণগ্রহীতাকে তার প্রয়োজন পূরণ ও বিপদ থেকে উদ্ধারের মাধ্যমে উপকার করা হয়। আর মূলত ঋণের বিধান হচ্ছে তা বৈধ ও মুস্তাহাব।[১৩]

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন :

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا ، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দুনিয়ার একটি বিপদ দূর করবে, আল্লাহ কিয়ামত দিবসের বিপদরাশি থেকে একটি বিপদ দূর করে দেবেন। যে অভাবগ্রস্তকে

---

১০ হাদীসটি আবু রাফে রা. কর্তৃক বর্ণিত। মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১২২৪

১১ ইবনে মাজাহ, খ. ২, পৃ. ৮১২, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর বর্ণনা। মিসবাহুয যুজাজায় বুসীরী হাদীসটির সনদ দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন, খ. ২, পৃ. ২০৭৪

১২ ইবনে কুদামা-এর আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৪২৯; আল-মুবদি, খ. ৪, পৃ. ২০৪; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৯৮

১৩. শাবরামাল্লিসী বলেন, দৃশ্যত ঋণগ্রহীতা মুসলিম কিংবা অমুসলিম হওয়াতে কোন পার্থক্য নেই। বিষয়টি এমনই। কেননা সদাচরণ কেবল মুসলিমের সাথেই করতে হবে এমন নয়। আমাদের দায়িত্ব দেশের অমুসলিমদের রক্ষা করা। তাদেরকে দান করা জায়েয এবং তাদের মধ্যকার নিরুপায়দের খাদ্য খাওয়ানো ওয়াজিব। -হাশিয়া শাবরামাল্লিসী আলা নিহায়াতিল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২১৫; হাশিয়া শিরওয়ানী আলা তুহফাতিল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৩৬

www.amarboi.org

সচ্ছল করবে, আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সচ্ছলতা দান করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ ঢেকে রাখবে আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষত্রুটি ঢেকে রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে আল্লাহ ততক্ষণ তার সাহায্য করতে থাকেন।"[১৪]

অবস্থা ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে ঋণ প্রদানের বিধান ওয়াজিব, মাকরূহ ও হারাম অথবা মুবাহও হতে পারে, যেহেতু মূল বিষয়ের যে বিধান, তার মাধ্যমেরও সে বিধান হয়। যদি ঋণগ্রহীতা নিরূপায় হয়ে পড়ে এবং ঋণদাতা সচ্ছল থাকে, এ অবস্থায় তাকে ঋণ প্রদান ওয়াজিব। যদি ঋণদাতা জানে অথবা তার প্রবল ধারণা হয় যে, ঋণগ্রহীতা ঋণের সম্পদ অন্যায় ও শরীয়তবিরোধী কাজে ব্যয় করবে, সেক্ষেত্রে ঋণপ্রদান অবস্থানুযায়ী হারাম অথবা মাকরূহ। যদি কেউ অভাবের কারণে নয়; বরং ব্যবসায়ে বিনিয়োগের জন্য ঋণ চায় তাহলে তাকে ঋণ প্রদান মুবাহ (বৈধ)। যদিও তা শরীয়তের চাহিদা অনুযায়ী কারো বিপদ দূর করার মধ্যে পড়ে না, তাই তা ফরয-ওয়াজিব হবে না।[১৫]

ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে নীতি হলো তার ঋণগ্রহণ বৈধ– যদি সে তার ভবিষ্যতে অর্জিত সম্পদ দ্বারা তা পরিশোধ করতে পারবে বলে দৃঢ় আশাবাদী এবং ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে। অন্যথায় তার জন্যে ঋণ গ্রহণ করা নাজায়েয। তবে সে একান্ত নিরূপায় হয়ে পড়লে এ অবস্থাতেও সে ঋণগ্রহণ করতে পারবে– নিজের সমস্যা ও কষ্ট দূর করার লক্ষ্যে। অথবা ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার অক্ষমতার কথা জেনেও যদি ঋণ দেয় তাহলে তা জায়েয। কেননা ঋণদাতা ইচ্ছা করলে ঋণ নাও দিতে পারত, কিন্তু তার অবস্থা জেনেও সে স্বেচ্ছায় দিয়েছে; তাই গ্রহীতার জন্যে ঋণ গ্রহণ করা তখন হারাম হবে না।[১৬]

---

১৪. ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন, খ. ৪, পৃ. ২০৭৪

১৫. আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৪২৯; আল-মুবদি, খ. ৪, পৃ. ২০৪; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৫; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৯৯; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০৯; আসনাল মাতালিব, হাশিয়া রামালী, খ. ২, পৃ. ১৪০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২১৫; তুহফাতুল মুহতাজ, হাশিয়া শিরওয়ানী, খ. ৫, পৃ. ৩৬; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৫৪৫; আয-যুরকানী আলা খলীল, খ. ৫, পৃ. ২২৬; আল-আদাভী আলাল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২২৯; আল-আদাভী আলা কিফায়াতিত তালিব আর রাব্বানী, খ. ২, পৃ. ১৫০; আত-তাজু ওয়াল ইকলীল, খ. ৪, পৃ. ৫৪৫; আল-বাহজা শারহুত তুহফা, খ. ২, পৃ. ২৮৭; রওজাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ৩২; ইবনে হাজর আল-হাইতামীর আল-ইনাফা, পৃ. ১৫৫

১৬. তুহফাতুল মুহতাজ, হাশিয়া শিরওয়ানী, খ. ৫, পৃ. ৩৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, হাশিয়া শাবরামাল্লিসী, খ. ৪, পৃ. ২১৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৯৯; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৪২৯

www.amarboi.org

ইবনে হাজর আল-হাইতামী বলেন, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণগ্রহণের সময় কৃত্রিম ধনাঢ্যতা প্রকাশ বৈধ নয়। যেহেতু এটি ঋণদাতার সাথে প্রতারণার শামিল।[১৭] তিনি আরো বলেন, কেউ যদি জানে যে, ঋণদাতা তাকে সচ্ছল মনে করে ঋণ দিচ্ছে, অথচ তার প্রকৃত অবস্থা এর ভিন্ন; তাহলে এ অবস্থায় এ কথা প্রকাশ্য, তার জন্য ঋণগ্রহণ হারাম।[১৮]

দলিল প্রমাণ দ্বারা ঋণ অকাট্যকরণ (تَوْثِيقُ الْقَرْضِ)

ফকীহগণের মতে, ঋণ লিখে রাখা এবং তাতে কাউকে সাক্ষী রাখা উভয়ই নফল, ওয়াজিব নয়। আর আয়াতে এ ব্যাপারে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা সতর্কতার জন্য, তা দ্বারা ওয়াজিব উদ্দেশ্য নয়।[১৯]

ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেন, যখন লোকেরা দলিল লেখক না পাবে তাদেরকে বন্ধক রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী সময়ে বন্ধক না রাখার অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ

"তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করলে, যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন আমানত প্রত্যার্পণ করে।"[২০]

অতএব প্রমাণিত হলো, প্রথম আদেশটি ছিল সতর্কতার জন্য; না করলে গুনাহ হবে, এমন নয়।[২১] আরো বিস্তারিত জানার জন্য توثيق নামক পরিভাষা দ্রষ্টব্য।

ঋণের আরকান (أَرْكَانُ الْقَرْضِ)

অধিকাংশ ফকীহের মতে, ঋণের আরকান বা মূল অংশ তিনটি :

১. ঈজাব বা প্রস্তাব ও কবুল বা গ্রহণের শব্দ।

২. ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা।

৩. ঋণের ক্ষেত্র বা সম্পদ।

হানাফী ফকীহদের মতে, ঋণের রুকন হচ্ছে, ঈজাব ও কবুলের শব্দদ্বয়, যা এই চুক্তি বাস্তবায়নে উভয়পক্ষের ইচ্ছা ও ঐকমত্যের প্রমাণ বহন করে।

---

[১৭]. ইবনে হাজর আল-হাইছামীর আল-ইনাফাতু ফিস সাদাকা ওয়াদ দিয়াফা, পৃ. ১৫৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২১৬

[১৮]. তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৩৮

[১৯]. জাসসাস-এর আহকামুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৪৮১; ইমাম শাফেয়ীর আল-উম্ম, খ. ৩, পৃ. ৮৯; ইবনে কুদামার আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৬২, মুদ্রণ : মাকতাবাতুর রিয়াদ আল-হাদীছ; ইবনে আরাবীর আহকামুল কুরআন, খ. ১, পৃ. ২৫৮ ও ২৬২

[২০]. সূরা বাকারা, আয়াত ২৮৩

[২১]. ইমাম শাফেয়ীর আহকামুল কুরআন, খ. ২, পৃ. ১২৭

www.amarboi.org

প্রথম রুকন

ঈজাব ও কবুল-এর শব্দ

ফকীহগণ এ কথায় একমত, ঋণ (القَرْض), অগ্রিম প্রদান (السَّلَفُ) এবং এ দুটি অর্থের যে কোনোটির দিকে নির্দেশ করে এমন যে-কোনো শব্দ দ্বারা ঋণের ঈজাব (প্রস্তাব) করা শুদ্ধ। যেমন : আমি তোমাকে কর্জ দিলাম, আমি তোমাকে অগ্রিম প্রদান করলাম, আমি তোমাকে ঋণ হিসাবে প্রদান করলাম, তোমাকে আমি এর মালিক বানিয়ে দিলাম এভাবে যে, তুমি আমাকে এর বিনিময় ফেরত দেবে অথবা নাও এটি তোমার প্রয়োজনে খরচ করো, এর বিনিময় আমাকে ফেরত দেবে ইত্যাদি...। অথবা ঋণ প্রদানের ইচ্ছার দিকে ইঙ্গিত করে এমন কোনো কাজ। যেমন কেউ ঋণ চাওয়ার প্রেক্ষিতে অপরজন কিছু না বলে তাকে তা দিল।

তেমনি প্রস্তাব গ্রহণ করা এবং সম্মতি বোঝায় এরূপ যে কোনো শব্দ দ্বারা কবুল বা গ্রহণ শুদ্ধ হবে। যেমন : আমি ঋণ চেয়েছিলাম (আপনি সেই প্রেক্ষিতেই দিচ্ছেন।) বা আমি গ্রহণ করলাম বা আমি এ ব্যাপারে রাজী আছি ইত্যাদি।[২২]

শায়খ যাকারিয়া আল-আনসারী বলেন, কাউকে ঋণ প্রদানের আবেদন ঋণদাতার পক্ষ থেকেও আসতে পারে। যেমন : আমার কাছ থেকে ঋণ নাও, যা ঈজাবের স্থলাভিষিক্ত। ঋণগ্রহীতা বলবে, আমাকে ঋণ দাও, যা কবুলের স্থলাভিষিক্ত। যেমনটি ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।[২৩]

ইমাম নববী বলেন, 'তাতিম্মা' নামক কিতাবের লেখকের মতে, ঋণের ক্ষেত্রে ঈজাব ও কবুলের শর্ত নেই। কোনো ব্যক্তিকে বলা হলো, আমাকে এ পরিমাণ ঋণ দিন; সে ঐ পরিমাণ ঋণ দিলে ঋণ প্রদান শুদ্ধ হয়ে যাবে। তদ্রূপ কেউ যদি কোনো সম্পদশালীকে বলে, আমাকে এত টাকা ধার দিন; অথবা সে কাউকে তার নিকট পাঠালে সে ওই পরিমাণ টাকা দিয়ে দিলে ঋণ প্রদান যথাযথ হবে। সম্পদশালী অপর কাউকে বললো, আমি তোমাকে এ দিরহামগুলো কর্জ দিলাম। অপর ব্যক্তিকে সে তা বুঝিয়ে দিলে তা কর্জ বলে সাব্যস্ত হবে।[২৪]

---

২২. হানাফীগণের মতে ইআরাহ (إعارة) (ধার দেওয়া) শব্দ দ্বারা ঋণ প্রদান বৈধ, যেহেতু মিছলী বস্তু ধার দেওয়া প্রকৃতপক্ষে ঋণ। রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৭১; আল-হিদায়া ও ফাতহুল কাদীর, খ. ৭, পৃ. ৪৭৪; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩৯৪; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৫; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৯৯; ইবনে কুদামার আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৪৩০; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩০৯; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৪০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২১৭, তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৩৭-৩৯, রওজাতুত তালেবীন, খ. ৪, পৃ. ৩২

২৩. আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৪১

২৪. রওজাতুত তালেবীন, খ. ৪, পৃ. ৩২

www.amarboi.org

শাফেয়ীদের বিশুদ্ধতম মতে, সকল লেনদেনের মতো ঋণ শুদ্ধ হওয়ার জন্যেও ঈজাব ও কবুল শর্ত। তবে তারা পরোক্ষ ঋণকে এক্ষেত্রে আলাদা করেছেন, সেক্ষেত্রে প্রস্তাব ও গ্রহণের শর্ত আরোপ করেননি।[২৫] রামলী (الرَّمْلِيُّ) বলেন : পরোক্ষ বা বিধানগত ঋণের ক্ষেত্রে ঈজাব ও কবুলের শর্ত নেই। যেমন : ক্ষুধার্তকে খাওয়ানো, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেওয়া, কুড়িয়ে পাওয়া অসহায় শিশুর জন্য খরচ করা। এ ছাড়া নিজের সম্পদ থেকে নির্দেশিত খাতে দান করার জন্য কাউকে আদেশ করা। যেমন কবি বা অত্যাচারীকে দেওয়া, ফকীরকে খাদ্য খাওয়ানো অথবা ঋণের নিয়তে কাউকে এরূপ বলা যে, এটি নাও এবং তোমার জন্য খরচ করো।[২৬]

আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ ইবনে হাসান একমত হয়েছেন, ঋণের রুকন হচ্ছে প্রস্তাব ও গ্রহণ। কিন্তু আবু ইউসুফ-এর পক্ষ থেকে অপর একটি মত বর্ণিত হয়েছে, শুধু ঈজাব বা প্রস্তাব ঋণের রুকন, কবুল বা গ্রহণ রুকন নয়। যেমন কেউ শপথ করল, অমুক ব্যক্তিকে ঋণ দেবে না, পরে তাকে ঋণ দেওয়া হলো, কিন্তু সে গ্রহণ করেনি। এ অবস্থায় মুহাম্মদের মতে শপথ ভঙ্গ হয়নি (কারণ গ্রহণ পাওয়া যায়নি)। এটি আবু ইউসুফের দু'টি বর্ণনার একটি। অন্য বর্ণনা অনুযায়ী শপথ ভঙ্গ হবে।[২৭] কাসানী বলেন : বর্ণনাটির দৃষ্টিকোণ হলো, ঋণ দেওয়া হচ্ছে ই'আরাহ (اعارة) বা ধার প্রদানের মতো, আর তাতে কবুল রুকন নয়। আর মুহাম্মদের বক্তব্যের দৃষ্টিকোণ হলো, ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার মতোই (যেমন ক্রেতা বিক্রেতার মতো)। এ জন্য এর বৈধতা এর সদৃশ ক্রয়-বিক্রয়ের মতো। তাই ক্রয়-বিক্রয়ের মতো এ ক্ষেত্রেও কবুল রুকনের অন্তর্ভুক্ত।[২৮]

শাফেয়ী মাযহাবের ইসহাক শিরাজী কর্জচুক্তি সংঘটনে শর্ত হিসেবে ঈজাব ও কবুলের উল্লেখ করার পর এর উপর ভিত্তি করে শাখাগত মাসায়েল বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

যদি ঋণদাতা ঋণ প্রার্থনাকারীকে বলে, তোমাকে এক হাজার (টাকা) ঋণ দিলাম, এবং সে তাতে রাজী হলো। অতঃপর দুজনে পৃথক হয়ে গেল। তারপর সে ঋণগ্রহীতাকে এক হাজার (টাকা) বুঝিয়ে দিল। এক্ষেত্রে দুজনের আলাদা থাকা যদি লম্বা সময় না হয় তাহলে সেটি বৈধ হবে। কেননা বাহ্যত সে ঈজাব বা প্রস্তাবের ইচ্ছা করেছিল। আর যদি দুপক্ষ লম্বা সময় পৃথক থাকে তাহলে ঋণচুক্তির

---

২৫. তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৪০; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৪১
২৬. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২১৮
২৭. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩৯৪
২৮. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৭, পৃ. ৩৯৪

www.amarboi.org

শব্দসমূহ (ঈজাব ও কবুল) পুনরায় বলা ছাড়া ঋণ বৈধ হবে না। যেহেতু দীর্ঘ সময় পৃথক থাকার পর চুক্তি সম্পাদন হয় না।[২৯] বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : عَقْد

দ্বিতীয় রুকন

চুক্তির দুপক্ষ (ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা) : العَاقِدَانِ (المُقْرِضُ وَالْمُقْتَرِضُ)

ক. ঋণদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তসমূহ :

ঋণদাতা স্বেচ্ছাদানের যোগ্য অর্থাৎ স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক ও বোধবুদ্ধি-সম্পন্ন হতে হবে। এ বিষয়ে ফকীহগণ একমত।[৩০] আল-বাহুতী বলেন, যেহেতু তা অন্যকে উপকার ও সাহায্য করার চুক্তি, তাই দান করার যোগ্যতাসম্পন্ন না হলে তা শুদ্ধ হবে না। যেমন সদকা করার ক্ষেত্রেও এসব যোগ্যতা থাকতে হয়।[৩১] কাসানী এই ব্যাখ্যাটির উপর জোর দিয়ে বলেন, সম্পদের দিক থেকে ঋণ মূলত অনুদানের মতো, কেননা তাৎক্ষণিকভাবে তার বিনিময় ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। সুতরাং দান করার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য ঋণপ্রদান বৈধ নয়।[৩২]

শাফেয়ীগণ এর কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, ঋণের মধ্যে অনুগ্রহ ও অনুদানের সাদৃশ্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে এটি উপকার ও সাহায্যমূলক চুক্তি নয়।

আসনাল মাতালিব (أَسْنَى الْمَطَالِب) গ্রন্থকারও অনুরূপ মতামত দিয়ে বলেন, ঋণের মধ্যে দানের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যদি তাতে অনুদানের বৈশিষ্ট্য না থেকে শুধু পারস্পরিক বিনিময় থাকত, তাহলে অবশ্যই বিচারক ছাড়া অন্য অভিভাবকের জন্য তার অভিভাবকত্বে থাকা লোকের সম্পদ থেকে ঋণ প্রদান জায়েয হতো, সুদী সম্পদ ঋণের ক্ষেত্রে একই মজলিসে সম্পদ হস্তগতের শর্তারোপ করা হতো এবং অন্য সম্পদে সময়সীমার শর্ত জায়েয হতো। কিন্তু এগুলোর কোনোটিই এখানে কার্যকর নয়।[৩৩]

শাফেয়ীগণ বলেন, ঋণদাতা দান করার উপযুক্ত হওয়ার বিষয়টি এ কথা আবশ্যক করে যে, ঋণপ্রদান স্বেচ্ছায় হতে হবে। তাই বাধ্য হয়ে বা চাপে পড়ে ঋণ প্রদান শুদ্ধ হবে না। এক্ষেত্রে তারা বলেন, যদি এই বল প্রয়োগ কোনো সঙ্গতকারণ ছাড়াই হয়ে থাকে। আর যদি সঙ্গত কারণে বলপ্রয়োগ করা হয়,

---

২৯. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩১০

৩০. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২০৬; ফাতহুল আযীয, খ. ৯, পৃ. ৩৫১; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২১৯; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৫

৩১. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০০, মাতবাআতুল হুকুমা, মক্কা

৩২. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৭, পৃ. ৩৯৪, মাতবাআ জামালিয়া, মিসর

৩৩. আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৪০; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৪১; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২১৯

www.amarboi.org

যেমন ঋণগ্রহীতা নিরুপায়, তাকে ঋণ প্রদান করা আবশ্যক। এ সময় কেউ ঋণ দিতে না চাইলে তাকে ঋণপ্রদানে বাধ্য করা যথার্থ।[৩৪]

ঋণদাতা অনুদানের যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়ার এ শর্তের ভিত্তিতে হানাফীগণ বলেছেন, অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের সম্পদ থেকে পিতা ও অসী ঋণ দিতে পারবে না।[৩৫]হাম্বলীগণ বলেন, ইয়াতীমের অভিভাবক ও ওয়াকফের তত্ত্বাবধায়ক তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা সম্পদ থেকে ঋণ দিতে পারবে না।[৩৬] আর শাফেয়ীগণ বিষয়টি বিস্তারিতভাবে বলেন, বিচারক না হলে অভিভাবক-এর বিনা প্রয়োজনে তার তত্ত্বাবধানে থাকা সম্পদ থেকে ঋণ প্রদান করা জায়েয নয়। আর বিচারক হলে তাদের মতে, প্রয়োজন না হলেও তার পক্ষে ঋণ প্রদান জায়েয। কিন্তু আল্লামা সুবকী এর বিরোধিতা করেন। তবে শর্ত হচ্ছে, ঋণগ্রহীতার (পরবর্তীকালে) সচ্ছলতা আসার সম্ভাবনা এবং ঋণদাতার মধ্যে আমানতদারি এবং অধীনস্থদের সম্পত্তির সাথে নিজের সম্পদ মিশ্রণজনিত সংশয় না থাকা।[৩৭] এ ব্যাপারে সাক্ষী রাখা এবং প্রয়োজন মনে করলে বন্ধক রাখা।[৩৮]

খ. ঋণগ্রহীতার সাথে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি :

শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহদের মতে, ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে শর্ত হলো তার লেনদেনের যোগ্যতা থাকা। অনুদানের যোগ্যতা থাকা শর্ত নয়।[৩৯]

হাম্বলীগণের মতে, ঋণগ্রহীতা দায়ভার গ্রহণের উপযুক্ত হতে হবে। কেননা ঋণ সাব্যস্ত হয় দায়িত্বে। এর ভিত্তিতে তারা বলেছেন, মসজিদ-মাদরাসায় ও সীমান্ত প্রহরায় ঋণপ্রদান শুদ্ধ হবে না। কারণ এসব প্রতিষ্ঠানে তাদের মতে সাধারণ ভাবে দায়ভার গ্রহণ পাওয়া যায় না।[৪০]

হানাফীগণ ঋণগ্রহীতার বিশেষ কোনো শর্ত নিয়ে আলোচনা করেননি। তবে তাদের আলোচিত মাসআলাগুলো থেকে যা বোঝা যায় তা হচ্ছে, তাকে মৌখিক

৩৪. তুহফাতুল মুহতাজ ও হাশিয়া শিরওয়ানী, খ. ৫, পৃ. ৪১; নিহায়াতুল মুহতাজ ও হাশিয়া শাবরামাল্লিসী, খ. ৪, পৃ. ২১৯

৩৫. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৭, পৃ. ৩৯৪; জামেউ আহকামিস সিগার, খ. ৪, পৃ. ১০৪, বাগদাদ, ১৯৮৩; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ৮০১; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৩৪০

৩৬. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৫

৩৭. আশ-শিরওয়ানী আলা তুহফাতিল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৪১

৩৮. নিহায়াতুল মুহতাজ ও হাশিয়া শাবরামাল্লিসী, খ. ৪, পৃ. ২১৯; তুহফাতুল মুহতাজ ও হাশিয়া শিরওয়ানী, খ. ৫, পৃ. ৪১

৩৯. আসনাল মাতালিব, শিহাব রামলীর হাশিয়াসহ, খ. ২, পৃ. ১৪০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২২০

৪০. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০০; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৫

www.amarboi.org

লেনদেনের উপযুক্ত হতে হবে। অতএব সে হবে স্বাধীন, বয়ঃপ্রাপ্ত ও স্বাভাবিক বোধজ্ঞান সম্পন্ন। এর ভিত্তিতে তারা বলেছেন, কারো অভিভাবকত্বে থাকা শিশুকে কোনো কিছু ধার দেওয়ার পর সে যদি তা ব্যয় করে বা ফুরিয়ে ফেলে সে ক্ষেত্রে এ কর্জদাতার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এটি আবু ইউসুফের মত, মাযহাবেও এ মতটি সহীহ। যদি (ঋণ হিসাবে প্রদত্ত) জিনিস এমনিই নষ্ট হয়ে যায় তাহলে সর্বসম্মত মতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। যদি তা অক্ষতভাবে অবশিষ্ট থাকে তাহলে ঋণদাতার দায়িত্ব সেটি ফিরিয়ে আনা।[৪১] এ বিধানটির ভিত্তি, ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ-এর মতে কারো তার অভিভাবকত্বে থাকা কাউকে ঋণপ্রদান করা শুদ্ধ নয়।

উসরুশানীর জামেউ আহকামিস সিগার গ্রন্থে এসেছে, পিতা তার শিশুপুত্রকে ঋণ দেওয়া জায়েয। একইভাবে অভিভাবক তার অভিভাবকত্বে থাকা শিশুকে ঋণ দেওয়া জায়েয। তিনি হিদায়া গ্রন্থের বন্ধক অধ্যায়ে উদ্ধৃত মাসআলা উল্লেখ করেছেন, অভিভাবক তার তত্ত্বাবধানে থাকা ইয়াতিমের খাওয়া ও পরার প্রয়োজনে ধার নেওয়া এবং তার বিপরীতে ইয়াতিমের নিজস্ব সম্পদ বন্ধক রাখা জায়েয। কেননা প্রয়োজনে ধার করা বৈধ। আর বন্ধক ঋণ পরিশোধের গ্যারান্টিস্বরূপ, তাই তা জায়েয।[৪২]

বায়তুল মাল ও ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির জন্য ঋণ নেওয়া

রাষ্ট্রের নেতার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জনকল্যাণের জন্য বা দুর্যোগ-দুর্ঘটনার ক্ষতিরোধে কিংবা জরুরি প্রয়োজনের সময় বায়তুল মালের জন্য ঋণ গ্রহণ করা জায়েয। এ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই। ইমামুল হারামাইন আল-জুয়াইনী (الْجُوَيْنِيُّ) বলেন, পূর্বসূরিগণ জরুরি প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ সা.-এর ঋণগ্রহণ এবং তাড়াতাড়ি যাকাত আদায়ের যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন আমি তার বৈধতা অস্বীকার করছি না। কিন্তু আমি মনে করি, অবস্থার দাবি ও সম্পদ শেষ হয়ে যাওয়া এবং কোনো বিষয় এমন অবস্থায় পৌঁছা যেখানে আসন্ন দুর্যোগের আশঙ্কা দেখা দেয় সেক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণ বৈধ হবে।[৪৩]

তবে ফকীহগণ এক্ষেত্রে তিনটি শর্ত জুড়ে দিয়েছেন :

এক. বায়তুল মালের জন্য এরূপ পরিমাণ সম্ভাব্য রাজস্ব থাকা যা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা যাবে। ইমাম শাতেবী বলেন, জরুরি দুর্যোগে বায়তুল মালের

---

৪১. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৭৪, মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ৮০৯

৪২. জামেউ আহকামিস সিগার, খ. ৪, পৃ. ১০৪, বাগদাদ, ১৯৮৩

৪৩. গিয়াসুল উমাম ফিল তিয়াছি যুলাম, তাহকীক : ড. আদ দীব, পৃ. ২৭৯, কাতার

www.amarboi.org

জন্য ঋণ নেওয়া যাবে– যদি তাতে সে পরিমাণ রাজস্ব জমা পড়ার অপেক্ষা কিংবা আশা করা হয়।[৪৪]

দুই. বায়তুল মালের জন্য আবশ্যিকভাবে করণীয় বিষয় সম্পাদনের উদ্দেশ্যেই ঋণ নেওয়া হবে, যা পরিশোধে দেরি করলে তাতে বাধ্যতামূলক দেনার বিধান আরোপ হয়। এরূপ না হলে ঋণ নেওয়া যাবে না।

আবু ইয়ালা বলেন, যদি বায়তুল মালে দুটি করণীয় বিষয় একত্রিত হয়ে যায়, এক সাথে সে দুটি সম্পাদন করা কষ্টকর; তবে একটি করা সম্ভব। তাহলে এ দুটোর মধ্যে যেটি বাধ্যতামূলক দেনা হবে তা আগে পরিশোধ করতে হবে। আর যদি দুটিই সমভাবে কষ্টসাধ্য হয়, তাহলে প্রশাসক ক্ষতি ও ধ্বংসের আশঙ্কা মনে করলে বায়তুল মালের জন্যে ঋণ গ্রহণ করবেন ঋণ পরিশোধের নিমিত্তে, অনুদান প্রদানের জন্যে নয়।[৪৫] আর বায়তুল মালে প্রশস্ততা থাকলে পরবর্তী প্রশাসক পূর্ববর্তী প্রশাসকের ফয়সালাগুলো বাস্তবায়ন করবেন।[৪৬]

তিন. রাষ্ট্রপ্রধান নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য অন্যায়ভাবে যা গ্রহণ করেছেন এবং হারাম কাজে যা নষ্ট করেছেন তা বায়তুল মালে ফেরত দেওয়ার পরও ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন বহাল থাকা।

ইবনুস সুবকী (ابْنُ السُّبْكِي) বলেন, বর্বর তাতারজাতি মিসর ধ্বংস করার পর মিসরের সম্রাট কুতুয তাতারদের প্রতিরোধে অভিযানের সংকল্প করলেন এবং এ উদ্দেশ্যে সারাদেশ থেকে সৈন্যদের একত্র করলেন। এ অবস্থায় তাদের ভরণপোষণের ব্যয়ভার বহন করতে তিনি সংকটে পড়লেন। তাই ব্যবসায়ীদের সম্পদ থেকে ঋণ নেওয়ার ব্যাপারে তিনি ইমাম ইয ইবনে আব্দুস সালামের কাছে ফতোয়া চান। ইয তাকে বলেন, আপনার নিকট এবং আপনার স্ত্রীর নিকট (অবৈধ) যা আছে তা ফিরিয়ে দেবেন। সেই সাথে আপনার মন্ত্রিপরিষদ তাদের নিকট থাকা অবৈধ অলংকারাদি ফেরত দেওয়ার পর সেগুলোকে মুদ্রায় পরিণত করে সৈন্যদের মাঝে বণ্টন করবেন। এরপরও যথেষ্ট না হলে কেবল তখনই আপনি ঋণ চাইতে পারেন, তার আগে নয়।[৪৭]

উপরিউক্ত আলোচনা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক ব্যাপক জনকল্যাণের স্বার্থে বায়তুল মালের জন্য ঋণ গ্রহণের সাথে সম্পর্কিত। আর অন্য কারণে ঋণ গ্রহণ প্রসঙ্গে

---

৪৪. আল-ই'তিসাম, খ. ২, পৃ. ১২২, দারুল ফিকর, বৈরূত

৪৫. আবু ইয়ালা-এর আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা, পৃ. ২৫৩

৪৬. প্রাগুক্ত; মাওয়ারদী কৃত আল-আহকামুস সুলতানিয়্যা, পৃ. ২১৫; ইবনে জামাআ-এর তাহরীরুল কালাম ফী তাদবীরি আহলিল ইসলাম, পৃ. ১৫০

৪৭. ইবনে সুবকীর তাবাকাতুশ শাফেঈয়্যা আল-কুবরা, খ. ৮, পৃ. ২১৫; তাবাকাতুল মুফাসসিরীন লিদ দাউদী, খ. ১, পৃ. ৩১৬

www.amarboi.org

শাফেয়ী ও হাম্বলীগণ বলেন, যেমন সম্পদহীন কুড়িয়ে পাওয়া শিশুর ভরণপোষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের। যদি কোষাগারে অর্থ না থাকা কিংবা তার চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকায় রাষ্ট্রের তার ভরণপোষণ দেওয়া অসম্ভব হয় তাহলে শাসক এরূপ শিশুর ভরণপোষণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ বায়তুল মালের নামে ঋণ নেবে।[৪৮]

জনকল্যাণের প্রয়োজনে ওয়াকফের জন্যে ঋণ নেওয়া জায়েয। হাম্বলী মাযহাবের আল-বুহূতী বলেন, এ সকল প্রেক্ষাপটে যখন ঋণ নেওয়া হবে ঋণের দায়ভার ঋণগ্রহীতার জিম্মায় থাকবে, যেমন অপরাধী দাসেরমুক্তির সাথে অপরাধের ক্ষতিপূরণের সম্পর্ক। তা যেমন মুক্তিদাতা আদায় করতে বাধ্য নয়, তেমনি ঋণগ্রহীতা নিজের সম্পদ থেকে তা পরিশোধ করতে বাধ্য নয়; বরং ওয়াকফ সম্পত্তির আয় থেকে তা পরিশোধ করবে। অথবা অন্যভাবে বলা যায়, বিষয়টি ঋণগ্রহীতার জিম্মার সাথে পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত।[৪৯]

ফকীহগণ ওয়াকফের জন্যে ঋণ নেওয়া বিষয়ে মতপার্থক্য করে তিন ধরনের অভিমত দিয়েছেন :

এক. হানাফীগণের মতে, ওয়াকফকারীর নির্দেশ ছাড়া ওয়াকফের জন্যে ঋণ নেওয়া বৈধ নয়। তবে ওয়াকফের কল্যাণের জন্য যদি প্রয়োজন দেখা দেয় যেমন ওয়াকফের উন্নয়ন কাজ, শস্য ক্রয় এবং মুতাওয়াল্লীর নিকট ওয়াকফের কোনো অর্থ/শস্য না থাকে সেক্ষেত্রে তাদের মতে দুই শর্তে ঋণ নেওয়া জায়েয। প্রথম : বিচারকের অনুমতি নেওয়া– যদি তিনি দূরে না থাকেন। কেননা মুসলিমদের কল্যাণের ক্ষেত্রে বিচারকের কর্তৃত্ব ব্যাপক। যদি বিচারক দূরে থাকেন সেক্ষেত্রে ওয়াকফের তত্ত্বাবধায়ক নিজে ঋণ নেবেন। দ্বিতীয় : ওয়াকফ সম্পত্তি ইজারা দেওয়া এবং তার ভাড়া খরচ করা সহজ না হওয়া।[৫০]

দুই. মালেকী ও হাম্বলীদের মতে, জনস্বার্থের জন্য বিচারকের অনুমতি ছাড়াই তত্ত্বাবধায়ক ঋণ নিতে পারবে। যেমন জরুরি নির্মাণ কাজে ব্যয় করার পরিমাণ ওয়াকফ-ফান্ডে কোনো অর্থ না থাকা। কেননা সাধারণ খরচের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। সুতরাং তার ক্ষেত্রে অনুমোদন ও আস্থা স্থাপন প্রযোজ্য।[৫১]

---

৪৮. তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩৪৮; কাশশাফুল কিনা, খ. ৪, পৃ. ২৫২; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ৪৮২

৪৯. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০০; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৫

৫০. আদ-দুররুল মুখতার ও হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৩, পৃ. ৪১৯; আল-ইসআফ লিত তারাবলিছি, পৃ. ৪৭

৫১. মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৬, পৃ. ৪০; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০০ এবং খ. ৪, পৃ. ২৯৫; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৫

www.amarboi.org

তিন. শাফেয়ীদের মত, প্রয়োজনের সময় ওয়াকফের জন্যে ঋণ নেওয়া ওয়াকফ তত্ত্বাবধায়কের জন্য জায়েয– যদি ওয়াকফকারী তাকে এজন্য শর্ত দেয় অথবা এ ব্যাপারে বিচারক তাকে অনুমতি দেয়। তারা বলেন, যদি বিচারকের অনুমতি কিংবা ওয়াকফকারীর শর্ত ছাড়াই ঋণ গ্রহণ করা হয় তবে তা বৈধ হবে না। সে যা খরচ করবে তা তার নিজ দায়িত্বে হবে, এর দায় ওয়াকফের উপর বর্তাবে না।[৫২]

তৃতীয় রুকন

ঋণের সম্পদ : (الْمَالُ الْمُقْرَضُ) الْمَحَلُّ

ঋণের সম্পদ-সংক্রান্ত কিছু শর্তে ফকীহগণ একমত হয়েছেন এবং কিছু শর্তে মতবিরোধ করেছেন।

প্রথম শর্ত : ঋণের বস্তুটি মিছলী হওয়া অর্থাৎ তার অনুরূপ বস্তু থাকা :

মিছলিয়্যাত (الْمِثْلِيَّات) এমন সম্পদকে বলা হয় যার এককগুলোতে এমন বড় কোনো পার্থক্য হয় না যার কারণে এককগুলোর মূল্যে তারতম্য দেখা দেয়। যেমন : নগদ মুদ্রা ও যাবতীয় পরিমাপযোগ্য, ওজনযোগ্য এবং গণনাযোগ্য মালামাল। হানাফীগণ বলেন, কেবল মিছলী বা সমজাতীয়/সাদৃশ্যপূর্ণ সম্পদের ক্ষেত্রেই ঋণের আদান-প্রদান বিশুদ্ধ হবে। পক্ষান্তরে কীমী বা মূল্যভিত্তিক সম্পদ যেগুলোর এককের মধ্যে পার্থক্যের কারণে মূল্যে তারতম্য দেখা দেয়, সেসব সম্পদের ঋণ দেওয়া-নেওয়া শুদ্ধ নয়। যেমন : পশু, স্থাবর সম্পত্তি ইত্যাদি।[৫৩] (যেহেতু ঋণ ফেরত দিতে গেলে হুবহু ওই বস্তু না পাওয়ার কারণে ঝগড়া-বিবাদ দেখা দেবে)।

কাসানী বলেন, কেননা এসব ক্ষেত্রে হুবহু একই বস্তু ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। তদ্রূপ ওই বস্তুর মূল্য ফেরত দেওয়াও আবশ্যক করা যাচ্ছে না। কারণ, মূল্য নিরূপণে মতপার্থক্যের কারণে উভয়ের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হতে পারে। তাই ওই বস্তুর সদৃশ পরিশোধ করা আবশ্যক। তাই যার সদৃশ রয়েছে তাতে কেবল ঋণ আদান-প্রদান জায়েয।[৫৪] ইবনে আবেদীন বলেন, শুধুমাত্র মিছলী বস্তুর ক্ষেত্রেই ঋণ জায়েয। কেননা ঋণ সূচনা হিসেবে ধার; তাই ধার (إِعَارَةٌ) বলে ঋণ দিলেও শুদ্ধ হয়ে যায়। আর পরিণাম হিসেবে ঋণ বিনিময়যুক্ত লেনদেন। কারণ, ঋণে প্রদত্ত বস্তুটি ব্যবহার করে নিঃশেষ না করা পর্যন্ত তা

---

৫২. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৩৯৭; তুহফাতুল মুহতাজ ও হাশিয়া শিরওয়ানী, খ. ৬, পৃ. ২৮৯

৫৩. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৭১; ইমাম তাহাবীর শারহু মাআনিল আছার, খ. ৪, পৃ. ৬০; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ৭৯৮-৭৯৯

৫৪. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৭, পৃ. ৩৯৫

www.amarboi.org

দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না। সুতরাং ঋণের অনুরূপ বস্তু ফিরিয়ে দেওয়াই আবশ্যক। আর তা মিছলী ছাড়া কীমীতে সম্ভব না।[৫৫]

মালেকী ফকীহদের মত, যা শাফেয়ী মাযহাবের সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত, মিছলী বা সমজাতীয় সম্পদের ঋণ শুদ্ধ। তবে তারা এর পরিধিকে আরো ব্যাপক করে বলেছেন, বায় সালাম করা যায় এমন প্রতিটি জিনিসেও ঋণ বৈধ। যেমন জীবজন্তু। অতএব, ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা যে জিনিসের মালিকানা অর্জন করা যায় এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা যায়, তা কীমী হলেও তাতে ঋণ বৈধ। কারণ নবী সা. একটি বাচ্চা উট ধার করেছিলেন।[৫৬] এর উপরই অন্যগুলোকে কিয়াস করা হয়েছে। আর যে বস্তুতে সালাম করা যায় না এবং যা বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মাধ্যমেও নির্দিষ্ট করা যায় না; যেমন মনিমুক্তা, এসবে ঋণ বৈধ নয়।[৫৭]

এরপর শাফেয়ীগণ-যা বায় সালাম করা যায় না তা ঋণ দেওয়া বৈধ নয়-এ কথা থেকে আলাদা করে ওজন করে রুটি ধার দেওয়াকে জায়েয বলেছেন। কারণ এতে প্রয়োজনও রয়েছে, উদারতাও রয়েছে।[৫৮]

হাম্বলী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মত হলো, যা বেচাকেনা বৈধ তা ঋণ হিসাবে আদান প্রদানও বৈধ। তা মিছলী হোক কিংবা কীমী হোক অথবা বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করার উপযোগী হোক বা না হোক।[৫৯]

দ্বিতীয় শর্ত : ঋণের সম্পদ বস্তু হওয়া :

হানাফী ফকীহদের মত এবং হাম্বলী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য মতে, মুনাফা বা উপকারিতা (المَنَافِع) -কে ঋণ হিসাবে প্রদান নিষিদ্ধ; যদিও নিষেধাজ্ঞার সূত্র ও উৎস নিয়ে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।[৬০]

---

৫৫. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৭১ মু. ১২৭২ হি

৫৬. আবু রাফে রা.-এর বর্ণনা, মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১২২৪

৫৭. আল-কাওয়ানীন আল-ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৯৩; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৫৪৫; মিনাহুল জালীল, খ. ৩, পৃ. ২২২; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩১০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২২২; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৪৪

৫৮. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩১০; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৪১; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৪, পৃ. ৩২; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২২০-২২৩; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৪১-৪৪

৫৯. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০০; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৫; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৪৩২; আল-মুবদি', খ. ৪, পৃ. ২০৫

৬০. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৫; আল-মুবদি', খ. ৪, পৃ. ২০৫, কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০০

www.amarboi.org

হানাফীদের মতে মুনাফা ও উপকার ঋণ না হতে পারার ভিত্তি হচ্ছে : ঋণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণের সমপরিমাণ সম্পদ ফেরত দিতে হয়।[৬১] হানাফী মাযহাব অনুযায়ী মুনাফা ও কল্যাণ সম্পদ হিসাবে গণ্য নয়। কারণ তাদের মতে সম্পদের সংজ্ঞা হচ্ছে : مَا يَمِيل إِلَيْهِ طَبْعُ الإِنْسَانِ وَيُمْكِنُ ادِّخَارُهُ لِوَقْتِ الْحَاجَة অর্থাৎ 'যার প্রতি মানুষ স্বভাবতই আকৃষ্ট হয় এবং যা প্রয়োজনের সময় মজুদ করে রাখা যায়।' অথচ উপকার মজুদ বা সংরক্ষণ করা যায় না, তার বাহ্যিক কোনো রূপ নেই। এটি ধীরে ধীরে ঘটে এবং সময়ের সাথে সাথে নিঃশেষ হয়ে যায়। এ কারণে মুনাফা ও কল্যাণ ঋণচুক্তির ক্ষেত্র হতে পারে না।

আর হাম্বলী মাযহাব মতে, মুনাফা ঋণ না হতে পারার কারণ হলো তা প্রচলিত নয়।[৬২] অর্থাৎ মানুষের অভ্যাসে প্রথা হিসাবে তা প্রচলিত নয়।

ইবনে তাইমিয়া বলেন, কল্যাণ ঋণ হতে পারে এভাবে যে, আজ একজন অপরজনের সাথে তার ফসল কেটে দেবে, অপর দিন দ্বিতীয়জন প্রথমজনের সাথে থেকে তার ফসল কেটে দেবে। এমনিভাবে কেউ কারো বাড়িতে বসবাস করল, বিনিময়ে সেও অপরজনকে নিজ বাড়িতে বসবাসের সুযোগ দিল। কিন্তু অধিকাংশের মত হলো, কল্যাণ সমপরিমাণ পরিশোধযোগ্য নয়। তাই তার পক্ষ থেকে যে মতটি প্রসিদ্ধ তা হচ্ছে, উপকার গ্রহণের মূল্য দিতে হবে এবং কীমী বস্তুতে উভয়ের সম্মতিতে তার তুল্য বস্তু ফেরত দিতে হবে।[৬৩]

শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবের ফকীহগণ ঋণের আলোচনায় ঋণ প্রত্যক্ষ বস্তু হওয়ার শর্তারোপ করেননি; তবে একটি মূলনীতি দাঁড় করিয়েছেন, যার ভিত্তিতে ঋণ শুদ্ধ হবে। তা হচ্ছে, যে বস্তুতে সালাম বিক্রি করা জায়েয তা ঋণ প্রদান জায়েয। আর সালাম অধ্যায়ে তারা প্রত্যক্ষ জিনিসের ন্যায় কল্যাণ ও উপকারে সালাম জায়েয বলেছেন।[৬৪] সুতরাং তাদের মাযহাবের মূলনীতি অনুযায়ী সে সব কল্যাণ ঋণ হতে পারে যেগুলো গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা যায়।[৬৫]

---

৬১. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৭১

৬২. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০০

৬৩. ফাতাওয়ায়ে ইবনে তাইমিয়ার অংশ আল-ইখতিয়ারাত আল-ফিকহিয়্যা, পৃ. ১৩১; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০০

৬৪. রওজাতুত তালেবীন, খ. ৪, পৃ. ২৭; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১২৩; আল-খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২০৩; আল-কাওয়ানীন আল-ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৮০, মুদ্রণ : দারুল আরাবিয়্যা

৬৫. ইমাম নববী কাজী হোসাইনের একটি বক্তব্য উল্লেখ করেছেন, কল্যাণকে ঋণ হিসাবে প্রদান জায়েয নেই, যেহেতু তাতে বায় সালাম করা যায় না। রওজাতুত তালেবীন, খ. ৪, পৃ. ৩৩

www.amarboi.org

তৃতীয় শর্ত : ঋণের সম্পদ জ্ঞাত হওয়া :

শুদ্ধভাবে ঋণচুক্তি অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য তা জ্ঞাত হওয়া শর্ত, এ বিষয়ে ফকীহগণের কোনো মতবিরোধ নেই। কারণ, ঋণগ্রহীতা তাহলে ঋণদাতাকে অনুরূপ পরিমাণ ফেরত দিতে পারবে। জ্ঞাত হওয়া দু ধরনের : পরিমাণ জানা ও বৈশিষ্ট্য জানা।[৬৬] আসনাল মাতালিব নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ঋণ সহীহ হওয়ার জন্য তার পরিমাণ ও বৈশিষ্ট্য জানা শর্ত, যাতে অনুরূপ পরিমাণ ফেরত দেওয়া সম্ভব হয়। সুতরাং এক মুষ্টি পরিমাণ টাকা-পয়সা ধার প্রদান করলে তা শুদ্ধ হবে না। অবশ্য যদি এভাবে ধার দেওয়ার পর তার অংক প্রকাশ করা হয় এবং তা যথার্থ অংকে পরিশোধ করা হয় তাহলে শুদ্ধ হবে।[৬৭]

ইবনে কুদামা তার 'আল-মুগনী' গ্রন্থে এই শর্তারোপের কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন, কেউ যদি অনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ঋণ করে, সেটি জায়েয হবে না। কারণ ঋণের সমপরিমাণ পরিশোধ করা আবশ্যক। আর যখন তার পরিমাণ অজ্ঞাত থাকবে তখন সমপরিমাণ শোধ করাও সম্ভব হবে না। অদ্রূপ কেউ যদি পরিমাপকৃত বা ওজনকৃত বস্তু অনুমান করে ধার নেয়, সেটিও একই কারণে জায়েয হবে না। যদি সাধারণ মানুষের কাছে অপরিচিত কোনো পাত্র দিয়ে পরিমাপ করা হয় তা-ও জায়েয হবে না। যেহেতু ঋণ পরিশোধের আগে ওই পাত্রটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা হারিয়ে যেতে পারে। তখন ঋণের সমপরিমাণ পরিশোধ করা কঠিন হয়ে পড়বে। এ হিসেবে ঋণ সালাম বিক্রির সদৃশ হয়ে গেল।[৬৮]

শাফেয়ীগণ পরোক্ষ ও বিধানগত ঋণকে নির্দিষ্ট ও পরিজ্ঞাত পরিমাণ হওয়া থেকে বাদ দিয়েছেন।[৬৯] যেমন কেউ কাউকে বলল, আমার বাড়ি নির্মাণ করো। তারা পরোক্ষ ঋণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হওয়াকে আবশ্যক করেননি।[৭০]

ঋণের বিধান (أَحْكَامُ الْقَرْضِ)

ক. ঋণের মালিকানায় প্রভাব

ঋণ সাব্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর তার মালিকানা পরিবর্তন নিয়ে ফকীহগণ মতবিরোধ করেছেন। এ মালিকানা পরিবর্তন, ঋণচুক্তি সংঘটিত হওয়ার সাথে

---

৬৬. রওজাতুত তালেবীন, খ. ৪, পৃ. ৩৩; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২২৩; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৪৪; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৫; আল-মুবদি', খ. ৪, পৃ. ২০৫; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০০

৬৭. আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৪২

৬৮. আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৪৩৪

৬৯. পরোক্ষ ঋণ সম্পর্কে জানতে ঋণের সংজ্ঞায় প্রদত্ত শাফেয়ীদের মতামত দ্রষ্টব্য।

৭০. নিহায়াতুল মুহতাজ, হাশিয়া রশীদী সহ, খ. ৪, পৃ. ২২৩

www.amarboi.org

সাথেই হবে না হস্তগত হওয়া পর্যন্ত স্থগিত থাকবে অথবা ঋণগ্রহীতার তাতে কর্তৃত্ব প্রকাশিত হওয়া বা তা ব্যবহার করা পর্যন্ত তা সাব্যস্ত হবে না। এ ভাবে ফকীহদের এ বিষয়ে চারটি মত হয়েছে।

এক. এটি হাম্বলী ফকীহদের মত, হানাফী মাযহাবের প্রচলিত মত এবং শাফেয়ী মাযহাবের বিশুদ্ধতর মত : কব্জা করার সাথে সাথে ঋণগ্রহীতা ঋণের সম্পদের মালিকানা লাভ করবে।[৭১] শাফেয়ীগণ বলেন, তবে এই মালিকানা অপরিপূর্ণ। কারণ দুজনের যে-কোনো জন তা এককভাবে বাতিল করে দিতে পারে।[৭২]

এ ব্যাপারে তাদের দলিল হচ্ছে :

ক. স্বয়ং নামের মধ্যে উপরিউক্ত বক্তব্যের প্রমাণ রয়েছে। কারণ কর্জ (الْقَرْض) (ঋণ)-এর আভিধানিক অর্থ কর্তন করা। সুতরাং বোঝা যায়, মাল হস্তান্তরের মাধ্যমে ঋণদাতার মালিকানা বা কর্তৃত্ব কর্তিত হয়ে যায়।

খ. ঋণগ্রহীতার নিকট মাল হস্তান্তরের পর সে ঋণদাতার অনুমতি ছাড়াই তা ক্রয়-বিক্রয়, হিবা (দান), সদকাসহ যাবতীয় খরচের অধিকার লাভ করে। সে যা করতে চাইবে তা-ই করতে পারবে, তাকে ঋণদাতার অনুমতির অপেক্ষা করতে হয় না। এগুলোই মালিকানা থাকার নিদর্শন। কেউ কোনো কিছুর মালিক হলেই তা খরচ করার অধিকার লাভ করে।

গ. ঋণ এমন একটি চুক্তি যেখানে বিনিময় ও অনুদান দু'টি দিকই বিদ্যমান। বিনিময় এ কারণে যে, ঋণগ্রহীতাকে অবশ্যই গৃহীত ঋণের বিনিময় হিসাবে সমপরিমাণ ঋণদাতাকে ফেরত দিতে হয়। অন্যদিকে এটি ঋণদাতার পক্ষ থেকে ঋণগ্রহীতার জন্য একপ্রকার অনুদান, সে তার সব প্রয়োজনে এ সম্পদ থেকে উপকৃত হতে পারে। তবে অনুদানের দিকটিই ঋণচুক্তিতে প্রাধান্য পেয়েছে। কেননা এর উদ্দেশ্য ও ফলাফল হলো ঋণগ্রহীতা ঋণের সম্পদ থেকে বিনামূল্যে উপকার গ্রহণ করবে এবং ঋণদাতা এই মুহূর্তে তার কোনো বিনিময় গ্রহণ করবে না। যার দান করার কর্তৃত্ব নেই সে ঋণ দিতে পারে না। এ কারণে ঋণের বিধান সদকা, হিবার ন্যায় যাবতীয় অনুদানের অনুরূপ। তাই সম্পদ কব্জা

---

৭১. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৭৩; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৭, পৃ. ৩৯৬; ইবনে নুজাইম-এর আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, খ. ২, পৃ. ২০৪; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ৭৯৭; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৪৩; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৪, পৃ. ৩৫; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩১০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২২৬; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৪৮; ফাতহুল আযীয, খ. ৯, পৃ. ৩৯১; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০১; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৫, আল-মুবদি', খ. ৪, পৃ. ২০৬

৭২. শিরাজীর আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩১০

www.amarboi.org

করার মাধ্যমেই এর মালিকানা স্থানান্তরিত হবে। শুধুমাত্র ঋণচুক্তির মাধ্যমে বা কর্তৃত্বলাভ বা ব্যবহার করে শেষ করার মাধ্যমে মালিকানা স্থানান্তরিত হবে না।

দুই. মালেকী মাযহাবের মত হচ্ছে, ঋণগ্রহীতা ঋণচুক্তির মাধ্যমেই সম্পদের পূর্ণ মালিকানা লাভ করবে, যদিও সে তা কব্জা না করে। এটি তার নিজস্ব সম্পদে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তা দিয়ে সে তার প্রয়োজন পূরণ করবে।[৭৩] আল্লামা শাওকানীও এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়ে দলিল পেশ করেছেন, মানুষের মধ্যে সম্পদের মালিকানা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্মতিই হলো মূল বিষয়।[৭৪]

তিন. শাফেয়ীদের এ মতটি তাদের বিশুদ্ধতর মতের বিপরীত। তা হচ্ছে, ঋণগ্রহীতা ঋণের সম্পদে তাসাররুফ (التَّصَرُّف) করার দ্বারাই তার মালিক হয়ে যাবে। সুতরাং যখনই সে তাতে তাসাররুফ করবে তার পূর্বেই তাতে তার মালিকানা প্রকাশিত হবে। আর তাসাররুফ দ্বারা বুঝায় এমন প্রতিটি কাজ যার মাধ্যমে মালিকানা দূর হয়ে যায়। যেমন, বিক্রয়, হিবা, মুক্তিদান, নষ্ট করা ইত্যাদি।[৭৫] তারা বলেন, কেননা ঋণ শুধুমাত্র অনুদান নয়, এর বিনিময় ফেরত দেওয়া আবশ্যক। আবার এটি নিরেট বিনিময়পূর্ণ লেনদেন নয়। তাই বিনিময়ে স্থিরতা আসার পর তার মালিক হওয়া অপরিহার্য হবে।[৭৬]

চার. ইমাম আবু ইউসুফের অভিমত হলো, ঋণের সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কেবল হস্তগত হওয়ার মাধ্যমে মালিকানা অর্জিত হয় না। এর দলিল, ঋণ হচ্ছে ধারপ্রদানতুল্য (إِعَارَة)। কারণ এক্ষেত্রে মেয়াদ বেঁধে দেওয়া অপরিহার্য নয়। যদি ঋণ বিনিময় হতো তাহলে যাবতীয় বিনিময়ের মতো মেয়াদ সুনির্দিষ্ট করে দিতে হতো। এ ছাড়াও পিতা, অসী, অনুমতিপ্রাপ্ত দাস ও মুকাতাব গোলাম ঋণ দিতে পারে না, অথচ তারা বিনিময় করতে পারে।[৭৭] সুতরাং সাব্যস্ত হলো, ঋণ এক প্রকার সাহায্য ও ধার। তাই ঋণগ্রহীতা ঋণের সম্পদ ব্যবহার করে শেষ না করা পর্যন্ত ঋণদাতাই তার মালিক থাকবে।[৭৮]

---

৭৩. আল-খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২৩২; আল-বাহজা শারহুত তুহফা, খ. ২, পৃ. ২৮৮; কিফায়াতুত তালিব আর-রাব্বানী এবং হাশিয়া আদাভী, খ. ২, পৃ. ১৫০; দারদীর কৃত আশ-শারহুল কাবীর ও হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২২৬

৭৪. শাওকানীর হাদায়েকুল আযহার-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ আস-সাইলুল জাররার, খ. ৩, পৃ. ১৪৪

৭৫. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২২৬; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৪, পৃ. ৩৫; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, প. ৪৮; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১২০; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩১০; সুয়ূতীর আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, পৃ. ৩২০

৭৬. রাফেয়ী কৃত ফাতহুল আযীয, খ. ৯, পৃ. ৩৯২

৭৭. নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধের ভিত্তিতে মুক্তিলাভের চুক্তিতে আবদ্ধ দাসকে মুকাতাব বলে।

৭৮. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৭৩; (মুদ্রণ : বুলাক, ১২৭২ হি.); বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩৯৬

www.amarboi.org

খ. ঋণের বাধ্যবাধকতা

ফকীহগণের মতে, ঋণের সম্পদের মালিকানা লাভ করা মাত্রই ঋণদাতার নিকট তার বিনিময় ফেরত দেওয়া ঋণগ্রহীতার দায়িত্ব। সেই সাথে সে ঋণের বিনিময় ফেরত দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। ঋণের বিনিময় হিসেবে প্রদেয় সম্পদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং পরিশোধের স্থান ও সময় সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

ঋণের বদলের গুণ ও বৈশিষ্ট্য (صِفَةُ بَدَلِ الْقَرْضِ)

ঋণগ্রহীতার উপর ঋণের যে বদল পরিশোধ করা আবশ্যক এ প্রসঙ্গে ফকীহগণ তিন ধরনের মতামত দিয়েছেন :

প্রথম : মালেকীদের মত[৭৯] ও শাফেয়ী মাযহাবের বিশুদ্ধ মত হচ্ছে,[৮০] ঋণ যদি মিছলী হয় অর্থাৎ সদৃশ বস্তু হয়, তাহলে ঋণগ্রহীতা তার অনুরূপ বস্তু পরিশোধ করতে পারবে। কেননা, এটা তার হকের অধিক কাছাকাছি। অথবা গৃহীত ঋণই ফেরত দিতে পারে– যদি তাতে কম-বেশি জাতীয় পরিবর্তন না হয়ে থাকে। হানাফী মাযহাবের আবু ইউসুফও এই মত পোষণ করেন।

আর যদি ঋণ কীমী– মূল্যভিত্তিক হয় তাহলে ঋণগ্রহীতা সরাসরি তা-ই ফেরত দিবে– যদি তার অবস্থায় কোনো পরিবর্তন না হয় অথবা আকৃতিতে অনুরূপ[৮১] কিছু দিয়ে পরিশোধ করতে হবে। কেননা সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে, নবী স. এক ব্যক্তির নিকট হতে একটি কমবয়সী উট ধার নেন এবং (সমগুণের উট না থাকায়) তাকে একটি বয়সী উট ফেরত দিয়েছেন এবং বলেছেন : إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً "উত্তম মানুষ তারা যারা উত্তম পরিশোধকারী।"[৮২] এ ছাড়াও সালাম-চুক্তিতে জিম্মায় যা প্রযোজ্য ঋণচুক্তির সম্পদের ক্ষেত্রেও কিয়াস হিসেবে তা প্রযোজ্য।

হাইতামী (الْهَيْتَمِي) বলেন : বাহ্যিক সমতা বিবেচনাকালে তাতে থাকা বৈশিষ্ট্যও বিবেচনা করতে হবে, যা দ্বারা তার মূল্য বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় আরেকটি বস্তু দিয়ে ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে তা হতে হবে এমন, যার মধ্যে তার সবগুলো বৈশিষ্ট্য বহাল থাকে, কোনো কিছু বাদ না যায়।[৮৩]

---

৭৯. আল-খিরাশী ও হাশিয়া আদাভী, খ. ৫, পৃ. ২৩২; আল-কাওয়ানীন আল-ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৯৩।

৮০. আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৪৩; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৪৪; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২২৩; এবং রওজাতুত তালেবীন, খ. ৪, পৃ. ৩৫, ৩৭

৮১. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২২৪; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৪, পৃ. ৩৭; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৪৫

৮২. আবু রাফে' রা.-এর বর্ণনা। মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১২২৪

৮৩. তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৪৪; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২২৩; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৪৪

www.amarboi.org

দ্বিতীয় : আবু হানিফা ও মুহাম্মদের মতে, ঋণগ্রহীতা কেবল ঋণের বস্তুর মালিক হওয়ার দরুনই তার ঋণের অনুরূপ বস্তু ফেরত দেওয়া আবশ্যক হবে। সরাসরি ঋণের বস্তু পরিশোধ করা লাগবে না– যদিও তা বহাল থাকে। এমনকি ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতার নিকট সরাসরি ঋণ নেওয়া বস্তুটিই ফেরত চায়, তাহলে সে তা করতে পারবে না। ঋণগ্রহীতা তাকে অনুরূপ অন্য বস্তু দ্বারা ঋণ পরিশোধ করতে পারবে।[৮৪] যদি সে পরিমাপযোগ্য বা ওজনযোগ্য বস্তু অথবা স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের মুদ্রা ধার নেয়, এরপর সে বস্তু বা মুদ্রার মূল্য হ্রাস পেল বা বেড়ে গেল– উভয় ক্ষেত্রেই শুধু অনুরূপ বস্তু ফিরিয়ে দেওয়াই তার কর্তব্য। এতে মূল্য হ্রাস বা বৃদ্ধির কোনো প্রভাব পড়বে না।

ঋণগ্রহীতা যদি অনুরূপ বস্তু ফেরত দিতে অক্ষম হয়; যেমন সে তা খরচ করার পর মানুষের হাত থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। এ অবস্থায় আবু হানিফা রহ.-এর মতে, ঋণদাতাকে অনুরূপ বস্তু পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বাধ্য করা হবে এবং উভয়ে সম্মত না হওয়া পর্যন্ত মূল্য দিয়ে পরিশোধ করা হবে না। সাহেবাইন বলেন, এটি মূল্যের হিসাবে চলে আসবে। কারণ, হানাফীদের বক্তব্য- সাধারণভাবে ঋণের অনুরূপ পরিশোধ করা আবশ্যক, মূল্য নয়-এর ভিত্তি হচ্ছে, মিছলী ব্যতীত অন্য কিছু ঋণ দেওয়া তাদের মতে বৈধ নয়।[৮৫]

তৃতীয় : হাম্বলীগণ ঋণ হিসেবে প্রদত্ত বস্তু তিনভাবে ভাগ করেছেন। এক. তা মিছলী হয়ে পরিমাপ কিংবা ওজন যে-কোনো ভাবে পরিমাপযোগ্য হবে অথবা দুই. এমন কীমী হবে যা বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা যায় না যেমন মণিমুক্তা এবং তিন. এ দু অবস্থা ভিন্ন অন্য অবস্থার অধিকারী হবে। তারা বলেন :

ক. যদি ঋণের বস্তু পরিমাপ কিংবা ওজন যে-কোনো ভাবে পরিমাপযোগ্য হয় তাহলে ঋণগ্রহীতার মিছলী বস্তুর সদৃশ বস্তু ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক। ঋণগ্রহীতা ইচ্ছা করলে ঋণের বস্তুই ফিরিয়ে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে ঋণদাতা তা গ্রহণে বাধ্য, যদি তাতে ত্রুটি বা কমতি জাতীয় পরিবর্তন না হয়ে থাকে। এর মূল্য বৃদ্ধি বা কমাতে কোনো সমস্যা নেই। কেননা গ্রহীতা তা যথাযথ অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়েছে, তাই গ্রহণ করা আবশ্যক, যেমন সালাম-বিক্রিতে গ্রহণ করা হয়। আর তাতে যদি উল্লিখিত কোনো পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত

---

৮৪. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২০৭

৮৫. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৭২; আল-উকূদুদ দুররিয়্যা ফী তানকীহি আল-ফাতাওয়া আল-হামিদিয়্যা, খ. ১, পৃ. পৃ. ২৭৯; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ৭৯৭, ৮০৫ ও ৮০৬

www.amarboi.org

হওয়ার কারণে ঋণদাতা তা গ্রহণে বাধ্য থাকবে না। তখন ঋণগ্রহীতার উপর অনুরূপ অপর বস্তু ফেরত দেওয়া আবশ্যক হবে।[৮৬]
ঋণগ্রহীতা যখন ঋণের বস্তুর অনুরূপ ফিরিয়ে দিতে চাইবে, দাতার জন্যে তা গ্রহণ করা আবশ্যক– তার মূল্যে বৃদ্ধি হোক বা হ্রাস হোক কিংবা আগের অবস্থায় বহাল থাকুক। কেউ কোনো সম্পদ লুট করলে বা ধ্বংস করলে তার অনুরূপ বস্তু ক্ষতি পূরণ দিতে হয়। এখানেও তা-ই হবে। যদি কোনো কারণে অনুরূপ বস্তু দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে অসম্ভব হওয়ার দিন তার যা মূল্য তা ফেরত দিবে। সেদিনের মূল্য আবশ্যক হবে যেহেতু সেদিনই মূল্যের বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়।
খ. যদি ঋণের বস্তু পরিমাপযোগ্য বা ওজনযোগ্য না হয়, সেক্ষেত্রে হস্তগত হওয়ার দিনের মূল্য পরিশোধ করা অবশ্যক– যদি তা বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করার উপযোগী না হয়। এর কারণ, সামান্য সময়ের ব্যবধানে গ্রাহক বৃদ্ধি বা হ্রাস পাওয়ার ভিত্তিতে এ জাতীয় পণ্যের মূল্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর যদি গুণ বর্ণনার মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা সম্ভব হয়; যেমন গজ, সংখ্যা এবং পশু– সেক্ষেত্রে ঋণচুক্তির দিনের মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক। কেননা সেদিন তার অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে। এটিই মাযহাবের মত। আরেকটি পদ্ধতি হলো, বাহ্যিক চেহারার দিক থেকে অনুরূপ বস্তু ফেরত দেওয়া। কেননা নবী করীম স. এক ব্যক্তির কাছ থেকে একটি উষ্ট্রী ধার নেন এবং তার অনুরূপ ফেরত দেন।[৮৭]
ইতোপূর্বে ফকীহদের বিভিন্ন মাযহাবের আলোকে ঋণের বদলে প্রদত্ত বস্তুর বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আর তা ছিল ঋণের বস্তুর সদৃশ কিংবা তার মূল্য। এখন ঋণ পরিশোধকালে বস্তুর গুণে উৎকৃষ্টতা ও নিকৃষ্টতা অথবা পরিমাণে কম ও বেশি হওয়ারও একটি দিক রয়েছে। হাম্বলী, শাফেয়ী ও হানাফী মাযহাবের সকল ফকীহ, মালেকী মাযহাবের ইবনে হাবীবসহ অনেকের মতে, ঋণগ্রহীতা যদি পরিমাণ, গুণাগুণ বা অন্য কোনো দিক থেকে ঋণ হিসেবে গৃহীত মালের চেয়েও উত্তম কিছু দ্বারা ঋণ পরিশোধ করে তবে তা জায়েয– যতক্ষণ না তা কোনো প্রকার শর্ত বা সমঝোতা প্রসূত না হবে।[৮৮]
এটি বৈধ হওয়ার দলিল হলো, নবী স. একটি উষ্ট্রী ধার নিয়ে তার চেয়ে উত্তম একটি উষ্ট্রী ফেরত দেন এবং বলেন : إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً "তোমাদের মধ্যে ভালো মানুষ তারা যারা উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করে।"[৮৯]

---

৮৬. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২. পৃ. ২২৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০১; আল-মুবদি, খ. ৪, পৃ. ২০৭; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৪৩১
৮৭. কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ৩১৫; আল-ইনসাফ, খ. ৫, পৃ. ১২৯; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৫২
৮৮. আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৪৩৮; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৪, পৃ. ৩৪; আল-মুবদি, খ. ৪, পৃ. ২১০।
৮৯. প্রাগুক্ত, টীকা নং ৪

www.amarboi.org

এ ছাড়া এরূপ অতিরিক্ত প্রদান ঋণের ক্ষেত্রে বিনিময় কিংবা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে গণ্য নয়। তার দ্বারা প্রাপ্য অর্জন পূর্ণ হয়, তা এমনও নয়। বিষয়টি এমনভাবে সম্পন্ন হলো যেন এখানে ঋণের কোনো প্রসঙ্গ ছিল না। হানাফী ও শাফেয়ীগণ বলেছেন, বরং কোনো শর্ত ছাড়াই গৃহীত জিনিসের চেয়েও উৎকৃষ্ট বস্তু দিয়ে ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধ করা মুস্তাহাব। ঋণদাতার জন্য তা গ্রহণ করা অপছন্দনীয় নয়।[৯০]

মালেকীগণ বিষয়টি সামান্য বিস্তৃতির সাথে আলোচনা করেছেন। তাদের মতে, ঋণগ্রহীতা পরিমাণে ও সংখ্যায় বেশি দেওয়া অপছন্দনীয়, তবে সামান্য অধিক দেওয়া যায়। তারা বলেন, ঋণ পরিশোধে উত্তম আচরণ করা যায় গুণে ও মানে উৎকৃষ্ট বস্তু পরিশোধের মাধ্যমে, পরিমাণ ওজন কিংবা সংখ্যায় বেশি দিয়ে নয়। এসব বিধান হলো, যখন ঋণের ক্ষেত্রে এরূপ কোনো শর্ত না থাকে।[৯১]

ইমাম আহমদের মতে, ঋণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ও উৎকৃষ্ট প্রদান সাধারণভাবে নিষেধ। এ ছাড়া উবাই ইবনে কাব, ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমর রা.-এর মত ছিল, ঋণদাতা প্রদত্ত ঋণের অনুরূপ গ্রহণ করবে। অতিরিক্ত গ্রহণ করবে না– যেন তার ঋণ মুনাফা আকর্ষণকারী ঋণে পরিণত না হয়ে যায়।[৯২]

হানাফীগণ বলেন, গ্রহীতা যদি তার উপর যা পরিশোধ করা আবশ্যক তার চেয়ে উত্তম বস্তু ফেরত দেয়, তবে ঋণদাতা তা গ্রহণে বাধ্য নয়। যেমনটি কম দিলে তা গ্রহণে বাধ্য নয়। তবে সে গ্রহণ করলে তা জায়েয, যেমন সদৃশ বস্তু না দিয়ে অন্য কিছু দিলে ঋণদাতা তা নিতে বাধ্য নয়, তবে নিলে তা জায়েয হবে। আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যায় বলা হয়েছে, এটি সহীহ।[৯৩]

ঋণ পরিশোধের স্থান (مَكَانُ رَدِّ الْبَدَلِ)

এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, যে দেশ বা এলাকায় ঋণ গ্রহণ করা হয়েছিল সেখানেই তা পরিশোধ করা ওয়াজিব। এ কথায় সকল ফকীহ্ একমত। এজন্য ঋণদাতা সংশ্লিষ্ট দেশে তা ফেরত চাইলে ঋণগ্রহীতা সেখানেই তা পরিশোধ করতে বাধ্য।[৯৪] শাওকানী বলেন, ঋণদাতা মূলত একজন অনুগ্রহকারী। আর

---

৯০. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৭, পৃ. ৩৯৫; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৪৩; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৪, পৃ. ৩৭; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৪৭

৯১. আল-কাওয়ানীন আল-ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৯৪; আল-কাফি লি-ইবনে আব্দিল বার, পৃ. ৩৫৮; আল-বাহযা, খ. ২, পৃ. ২৮৮

৯২. আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৪৩৮; আল-মুবদি, খ. ৪, প. ২১০

৯৩. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২০৪; আদ-দুররুল মুখতার, খ. ৪, পৃ. ১৭৪

৯৪. আত-তাজু ওয়াল ইকলীল, খ. ৪, পৃ. ৫৪৮; আল-ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যাহ মিন ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া, পৃ. ১৩২

www.amarboi.org

অনুগ্রহকারীদের অসুবিধার মধ্যে ফেলে দেওয়া সমীচীন নয়। তাই ঋণের পাওনা উসুল করতে গিয়ে তাকে যদি কষ্ট ভোগ করতে হয় তাহলে অবশ্যই এটি ইহসান বা অনুগ্রহের পরিপন্থী হবে।[৯৫]

কিন্তু ঋণগ্রহীতা যদি অন্য স্থানে তা খরচ করে কিংবা ঋণদাতা অন্য কোনো দেশে ফেরত দেওয়ার দাবি করে; এ অবস্থায় ঋণের বস্তু বহন করে নিয়ে যেতে যদি কোনো ব্যয় ও খরচের দরকার না পড়ে, যেমন দীনার-দিরহাম; সেক্ষেত্রে ফকীহদের ঐকমত্য হলো, ঋণপ্রদানের স্থান না হলেও সেখানে ঋণদাতা তা গ্রহণ করতে বাধ্য। কেননা এতে বহন করার কষ্ট বা অসুবিধা নেই।[৯৬] পক্ষান্তরে ঋণের বস্তু সেখানে নিয়ে যেতে যদি কোনো ব্যয় ও খরচের দরকার হয়, যেমন পরিমাপ ও ওজনযোগ্য জিনিস; সেক্ষেত্রে ফকীহগণ একমত যে, ঋণদাতা ভিন্নস্থানে তা গ্রহণ করতে বাধ্য নয়। যেহেতু তাতে অতিরিক্ত কষ্ট রয়েছে। তবে ঋণদাতা রাজি থাকলে তা জায়েয। শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহদের নিকটও একই বিধান, যদি স্থানটি বিপজ্জনক হয়।[৯৭]

যদি ঋণদাতা ও গ্রহীতা যে দেশে ঋণ দিয়েছে নিয়েছে সে দেশ ভিন্ন অন্য কোনো দেশে একত্রিত হয় এবং এ দু দেশে ঋণের বস্তুর মূল্যে পার্থক্য থাকে, এ অবস্থায় ঋণদাতা তা ফেরত চাইলে শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহদের মত এবং হানাফী মাযহাবের একটি বর্ণনা অনুযায়ী ঋণগ্রহীতা সেখানে ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য। তখন ঋণ গ্রহণকালীন স্থানের মূল্য ধর্তব্য হবে। কেননা সেখানেই সে তার মালিক হয়েছিল। আবু ইউসুফ বলেন, যেদিন ঋণ প্রদান করা হয়েছিল সেদিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। আর মুহাম্মদ বলেন, এ ক্ষেত্রে বিতর্কের ফয়সালার দিনের মূল্য ধর্তব্য। হানাফীদের দ্বিতীয় মত হলো, ঋণদাতা যে এলাকায় ঋণ দিয়েছে সেখানে এমন একজনকে প্রতিনিধি নির্ধারণ করবে যার কাছে ঋণের বিনিময় পরিশোধ করা যায়।

মালেকী মাযহাবের ইবনে আব্দুল বার বলেন, যদি ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা লেনদেনের দেশ থেকে ভিন্ন কোনো দেশে একত্রিত হওয়ার পর ঋণ ফেরত চাওয়া হয়, তাহলে ঋণগ্রহীতা সেখানে তা পরিশোধ করতে বাধ্য নয়। বরং ঋণদাতা

---

৯৫. আস-সাইলুল জাররার লিশ শাওকানী, খ. ৩, পৃ. ১৪৪

৯৬. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৭৪; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২০৪; শারহুল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২৩২; আল-বাহযা শারহুত তুহফা, খ. ২, পৃ. ২৮৮; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৪, পৃ. ৩৬; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৪৩; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, প. ২২৪; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৪৬; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৮; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০৬

৯৭. প্রাগুক্ত

www.amarboi.org

লেনদেন যে দেশে করেছে সেখানে এমন কাউকে দায়িত্ব দিবে যে তার পক্ষ থেকে ঋণের বস্তু গ্রহণ করবে। যদি তারা উভয়ে ভিন্ন কোনো দেশে তা পরিশোধের ব্যাপারে সম্মত থাকে এবং নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় তবে তা জায়েয। নির্ধারিত মেয়াদ পার না হলে সেক্ষেত্রেও ঋণদাতা পরিশোধে বাধ্য নয়।[৯৮]

ঋণ পরিশোধের সময় (زَمَانُ رَدِّ الْبَدَلِ)

ফকীহগণ ঋণ পরিশোধের সময়ের ব্যাপারে দুধরনের অভিমত দিয়েছেন :

এক. হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণ বলেন, ঋণগ্রহীতার ওপর ঋণের বিনিময় তাৎক্ষণিক পরিশোধ করা সাব্যস্ত হয়। তাই অন্য সকল তাৎক্ষণিক ঋণের মতোই ঋণদাতা তাৎক্ষণিক ভাবে তা পাওয়ার দাবি করতে পারে। তা ছাড়া ঋণ হচ্ছে এমন একটি নিমিত্ত যা মিছলী-এর ক্ষেত্রে অনুরূপ বস্তু ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক করে। সুতরাং তা নগদ প্রদেয় হবে। যেমন সম্পদ ধ্বংস করা হলে নগদ প্রদেয় হয়। এই মূলনীতির ভিত্তিতে কেউ যদি কাউকে কয়েক ভাগে ঋণ প্রদান করার পর একত্রে ফেরত চায়, তবে তার সে অধিকার রয়েছে। কেননা সবই নগদ প্রদত্ত বলে ধর্তব্য হবে। মাসআলাটি হলো এমন, কেউ কারো কাছে নগদ মূল্যে কোনো পণ্য ভাগে ভাগে বিক্রি করার পর একত্রে মূল্য পরিশোধের দাবি করতে পারে ।[৯৯]

দুই. মালেকী ফকীহবৃন্দ ও ইবনুল কাইয়িম বলেন, ঋণ পরিশোধের ব্যাপারটি তাৎক্ষণিক ঋণগ্রহীতার উপর বর্তায় না। এর ভিত্তিতে তারা বলেন, কেউ যদি পরিশোধের কোনো সময় নির্ধারণ না করে স্বাভাবিকভাবে ঋণ গ্রহণ করে, এ অবস্থায় ঋণদাতা লেনদেনের পরেই তা ফেরত চাইলে গ্রহীতা তা পরিশোধে বাধ্য নয়। বরং দাতাকে প্রদত্ত ঋণ ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহীতার নিকট থাকতে দিতে হবে যতক্ষণ না স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী সে কিছুটা উপকৃত হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে।[১০০]

---

৯৮. হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ১৭২; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২০৫; আল-কাফি লি ইবনে আব্দিল বার, পৃ. ৩৫৮; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৪, পৃ. ৩৬; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৪৩; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, ক. ২, পৃ. ২৮৮; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০৬

৯৯. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩৯৬; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা,খ. ৩, পৃ. ২০২; ফাতহুল আযীয, খ. ৯, পৃ. ৩৫৭; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৪, পৃ. ৩৪; আন-নুতাফ ফিল ফাতাওয়া লিস সুগদী, খ. ১, পৃ. ৪৯৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০১; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৫; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৪৩১; আল-মুবদি,খ. ৪, পৃ. ২০৬

১০০. আল-বাহযা, খ. ২, পৃ. ২৮৮; আয-যুরকানী আলা খলীল, খ. ৫, পৃ. ২২৯; আল-খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২৩২; আত-তাজু ওয়াল ইকলীল, খ. ৪, পৃ. ৫৪৮; ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন, খ. ৩, পৃ. ৩৭৫; মাতবাআতুস সাআদা, মিশর

www.amarboi.org

ঋণের ক্ষেত্রে পরস্পর নির্ধারিত শর্তসমূহ (الشُّرُوطُ الْجَعْلِيَّةُ فِي الْقَرْضِ)

ঋণের মধ্যে দু'পক্ষ যে সকল শর্ত মেনে চলে সে শর্তসমূহ কয়েক প্রকার হতে পারে : বৈধ, অবৈধ; আবার কিছু শর্তের বৈধতার ব্যাপারে ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে। বিস্তারিত নিম্নরূপ :

ক. ঋণের দাবি দৃঢ়করণের শর্তারোপ

ফকীহদের মতে বন্ধক, জিম্মাদার, সাক্ষ্য এ সবই অথবা এর মধ্যে থেকে যে-কোনোটির শর্তে ঋণ লেনদেন বৈধ। কেননা এ সবই প্রত্যয়ন ও সত্যায়ন, এগুলোর দ্বারা ঋণদাতা অতিরিক্ত কিছু লাভ করে না। বন্ধকের বৈধতার দলিল নবী সা.-এর সরাসরি হাদীস। নবী করীম সা. এক ইয়াহুদীর কাছ থেকে কিছু খাদ্য ক্রয় করার সময় তার নিকট নিজের বর্ম বন্ধক রেখেছেন।[১০১] এ ছাড়া যে কাজ করা জায়েয, তাকে শর্ত হিসেবে গ্রহণ করাও জায়েয এবং উপরিউক্ত শর্তগুলো ঋণচুক্তির উদ্দেশ্যের পরিপন্থীও নয়।[১০২]

খ. ভিন্ন কোনো দেশে ঋণ পরিশোধের শর্তারোপ

এ শর্তটি সাধারণত হুন্ডির ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। শাফেয়ী ফকীহদের মতে এবং হাম্বলী মাযহাবের এক মতে এটি হারাম। মালেকীদের মতেও হারাম; তবে তীব্র প্রয়োজন হলে জায়েয। হানাফীদের মতে এরূপ শর্তারোপ মাকরূহ। মালেকী ফকীহদের কেউ কেউ একে বৈধ বলেছেন যা আহমদ ও ইবনে তাইমিয়া-এর এক মত।[১০৩] বিস্তারিত দেখুন : سفتجة

---

[১০১]. বুখারীতে হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। ফাতহুল বারী, খ. ৫, পৃ. ১৪৫, হাদীসটির বর্ণনাকারী আয়েশা রা.।

[১০২]. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৫, পৃ. ১৭১; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৬৫; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৪, পৃ. ৩৪; ফাতহুল আযীয, খ. ৯, পৃ. ৩৮১; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩১০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২২৬; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৪৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০৩; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৭; আল-মুবদি, খ. ৪, পৃ. ২০৮

[১০৩]. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৭, পৃ. ৩৯৫; তাবঈনুল হাকায়েক ও হাশিয়া শালাবী, খ. ৪, পৃ. ১৭৫; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৭৪; মিনাহুল জালীল, খ. ৩, পৃ. ৫০; আয যুরকানী আলা খলীল, খ. ৫, পৃ. ২২৯; আল-বাহযা, খ. ২, পৃ. ২৮৮; আল-খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২৩১; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৪২; ফাতহুল আযীয, খ. ৯, পৃ. ৩৭৫-৩৮৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪,প. ২২৫; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০৪; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৭; আল মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৪৩৬; আল-ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ১৩১

www.amarboi.org

গ. কম পরিশোধের শর্তারোপ

ঋণচুক্তি করার সময় শর্তারোপ করা হলো যে, ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধের সময় ঋণদাতাকে বৈশিষ্ট্যে কিংবা পরিমাণে কম দিবে। এক্ষেত্রে শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহদের মত হলো, এ শর্ত অকার্যকর এবং তা কোনো কিছুকে আবশ্যক করবে না। কিন্তু এরূপ শর্তারোপ কি চুক্তি বাতিল করে দিবে? এ বিষয়ে শাফেয়ীদের দুটি দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তন্মধ্যে বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে, এটি ঋণচুক্তি বাতিল করবে না, যা হাম্বলী মাযহাবের অভিমত। কেননা নিষিদ্ধ হলো, ঋণদাতা ঋণের মাধ্যমে কোনো সুবিধা গ্রহণ করা। অথচ এই শর্তে তার কোনো লাভ নেই; বরং ঋণগ্রহীতাই উপকৃত হচ্ছে। বিষয়টি হয়েছে এমন যে, ঋণদাতা তার কোমলতা ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে আরো একটি উত্তম আচরণ করেছে। শাফেয়ীদের দ্বিতীয় মত হলো, এই শর্ত অকার্যকর। কেননা পরিশোধের সময় বেশি দেওয়ার শর্তের মতোই এটি চুক্তির দাবির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।[১০৪]

ঘ. নির্দিষ্ট মেয়াদের শর্তারোপ

ঋণের ক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণ ও তা পালনে বাধ্যবাধকতা বিষয়ে ফকীহগণ দুধরনের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

প্রথম : অধিকাংশ ফকীহ-হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহবৃন্দ আওযায়ী ও ইবনুল মুনযিরসহ অনেকের মতে, চুক্তিতে এই শর্ত উল্লেখ থাকলেও ঋণ পরিশোধে বিলম্বকরণ মোটে জরুরি নয়। বরং ঋণদাতা মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তা ফেরত চাইতে পারে। কেননা ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদ অকার্যকর।[১০৫] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, তবে ঋণদাতা তার কৃত ওয়াদা পূর্ণ করাই সঙ্গত।[১০৬]

হানাফীগণ ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদ আবশ্যক না হওয়ার এই মূলনীতি থেকে চারটি মাসআলাকে আলাদা করেছেন :

১. ঋণ যখন অস্বীকার করা হয় এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে ঋণ প্রদানকারী ও ঋণগ্রহীতা যদি কোনো পরিমাণ ও সময়ের ব্যাপারে সন্ধি করে, তাহলে সে সময় মানা আবশ্যক।

---

১০৪. ফাতহুল আযীয, খ. ৯, পৃ. ৩৭৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২২৬; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩১১; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৭; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০৩

১০৫. আন-নুতাফ ফিল ফাতাওয়া লিস সুগদী, খ. ১, পৃ. ৪৯৩; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩৯৬; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৭০; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৪, পৃ. ৩৪; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২২৬; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৪২; ফাতহুল আযীয, খ. ৯, পৃ. ৩৫৭-৩৭৯-৩৮০; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০৩; আল-মুবদি, খ. ৪, পৃ. ২০৮; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৭; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৪৩১

১০৬. আল-মুবদি, খ. ৪, পৃ. ২০৮; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০৩

www.amarboi.org

২. মালেকী মাযহাবের ফকীহের নিকট মূল ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার পর তিনি নির্দিষ্ট সময় মেনে চলাও আবশ্যক করে নেন।

৩. যদি ঋণগ্রহীতা তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব কাউকে অর্পণ করে, ঋণদাতা তাকে সময় বেধে দেয়। অথবা ঋণদাতা ঋণী ব্যক্তির মেয়াদী ঋণ অপর কাউকে প্রদানের দায়িত্ব প্রদান করে। এ উভয় ক্ষেত্রে ঋণ নির্ধারিত সময়ে আদায় করতে হবে। এর কারণ, কাউকে দায়িত্ব প্রদান করলে তা মূল ব্যক্তিকে দায়মুক্তি প্রদান করে।

৪. অথবা কেউ যদি তার সম্পদ থেকে অমুককে (উদাহরণ স্বরূপ) এক বছরের জন্য এক হাজার দিরহাম ঋণ প্রদানের অসিয়ত করে।[১০৭]

হাম্বলীগণ ঋণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মেয়াদের শর্তারোপ আবশ্যক নয়- এই মতের পক্ষে দলিল উপস্থাপন করতে গিয়ে বলেন, এটি এমন এক চুক্তি যাতে অতিরিক্ত গ্রহণ নিষেধ। তাই তাতে মেয়াদও হবে নিষিদ্ধ, যেমন সরফের মধ্যে নিষিদ্ধ। কেননা নগদ প্রদেয় বিষয়কে মেয়াদের সঙ্গে নির্দিষ্ট করা যায় না। তা ছাড়া এটি একটি ওয়াদা, আর ওয়াদা পূরণ করা বাধ্যতামূলক নয়।[১০৮]

হানাফীদের নিকট মেয়াদ নির্ধারণ শুদ্ধ না হওয়ার দলিল হলো, সূচনা হিসেবে ঋণ হচ্ছে ধার (إِعَارَةٌ) এবং অনুগ্রহ; এ কারণেই ধার শব্দ দ্বারা ঋণচুক্তি শুদ্ধ হয়। আর অনুগ্রহ ও দানের অধিকারী ছাড়া অন্য কারো ঋণ দেওয়ার অধিকার নেই; যেমন অসী, শিশু। আর পরিণাম হিসেবে ঋণচুক্তি হচ্ছে বিনিময়। সুতরাং প্রথম দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে বলা যায়, এতে সময় নির্ধারণ আবশ্যক নয়; যেমনটি অনুগ্রহ বা দানের ক্ষেত্রে আবশ্যক নয়। অন্য দিকে সর্বশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সময় নির্ধারণ বৈধ নয়। যেহেতু এরূপ করা হলে তা হবে কার্যত দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বিক্রি, যা রিবা নাসিয়া (বিলম্বজনিত সুদ)-এর নামান্তর।[১০৯]

উল্লিখিত ফকীহগণ ঋণ লেনদেনে সময়সীমার শর্ত বাতিল এবং ঋণদাতার জন্য তা আবশ্যক না হওয়ার ব্যাপারে একমত হলেও এ শর্তারোপ স্বয়ং ঋণচুক্তিকে বাতিল করে দেয় কিনা, সে বিষয়ে মতভেদ করেছেন। হানাফী ও হাম্বলীগণ বলেন, ঋণ শুদ্ধ, কিন্তু মেয়াদ নির্ধারণ অকার্যকর।[১১০] শাফেয়ীদের মতে, ঋণের ক্ষেত্রে মেয়াদ নির্ধারণের শর্ত কয়েক রকম হতে পারে :

---

১০৭. আদ-দুররুল মুখতার ও হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ১৭০; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৭, পৃ. ৩৯৬

১০৮. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৭; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০৩

১০৯. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৭০ (বুলাক, ১২৭২ হি.); বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৭, পৃ. ৩৯৬

১১০. আন-নুতাফু লিস সুগদী, খ. ১, পৃ. ৪৯৩; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২০২; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৭; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০৩; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৭০

www.amarboi.org

যদি মেয়াদ নির্ধারণে ঋণদাতার কোনো উপকার নেওয়া উদ্দেশ্য না থাকে তাহলে শুধু শর্তটি বাতিল হয়ে যাবে, কিন্তু বিশুদ্ধতম মতানুসারে ঋণচুক্তি বাতিল হবে না। যেহেতু এই শর্তটি ঋণগ্রহীতারই কল্যাণ বৃদ্ধি করেছে, তাই তার এ শর্ত পূরণ করা মুস্তাহাব। আর যদি এতে ঋণদাতার কোনো উপকার থাকে, যেমন বর্তমান সময় ঋণগ্রহীতা ধনী হওয়ার সময় এবং সে এখন ধনী। তার কাছ থেকে উপকার আদায় করা যাবে। এ অবস্থায় তাদের দুটি মতের মধ্যে বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে, শর্তটি ঋণচুক্তি বাতিল করে দিবে। কেননা এতে ঋণদাতার ফায়দা রয়েছে।[১১১]

দ্বিতীয় : মালেকীগণ, লাইস বিন সাদ, ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িম-এর মতে, শর্ত দিয়ে মেয়াদ নির্ধারণ করা বৈধ। সে নির্ধারিত মেয়াদ উত্তীর্ণের আগে ঋণগ্রহীতাকে তা পরিশোধে বাধ্য করা যাবে না।[১১২] এই মতের পক্ষে তারা নবী স.-এর এ হাদীসটি দলিল হিসেবে পেশ করেন : اَلْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ "মুসলিমগণ শর্ত পূরণে বদ্ধপরিকর।"[১১৩] এরপর মালেকীগণ আরেকটু বিস্তারিত ভাবে বলেন, যদি ঋণগ্রহীতা নির্ধারিত মেয়াদের আগেই ঋণ পরিশোধ করতে চায়, সেক্ষেত্রে ঋণদাতা তা গ্রহণ করতে বাধ্য। কেননা মেয়াদান্তে পরিশোধ করা ঋণগ্রহীতার অধিকার। সে তার অধিকার ছেড়ে দিলে ঋণদাতাকে অবশ্যই তা গ্রহণ করতে হবে, ঋণের বদলটি মুদ্রা অথবা সামগ্রী কিংবা ঋণ হিসেবে প্রদত্ত মাল যা-ই হোক না কেন।[১১৪]

ঙ. হুবহু প্রদত্ত ঋণই ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তারোপ

হাম্বলীগণ বলেছেন, যদি ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে ঋণ হিসাবে প্রদত্ত বস্তুটিই সরাসরি ফিরিয়ে দেওয়ার শর্ত করে, তাহলে তা সঠিক হবে না, যেহেতু শর্তটি চুক্তির মূল দাবির পরিপন্থী। মূল দাবি হলো, ঋণগ্রহীতা গৃহীত ঋণ ব্যবহারের

---

[১১১]. রওজাতুত তালেবীন, খ. ৪, পৃ. ৩৪; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৪২; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২২৬

[১১২]. মিয়ারাতু আলাত তুহফা, খ. ২, পৃ. ১৯৬; আল-বাহযা, খ. ২, পৃ. ২৮৮; আল-মুগনী ইবনে কুদামা, খ. ৬, পৃ. ৪৩১; আল-ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ১৩২; ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন, খ. ৩, পৃ. ৩৭৫ (মাতবাআতুস সাআদা)।

[১১৩] তিরমিযী, খ. ৩,পৃ. ৬২৬; তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। হাদীসটির বর্ণনাকারী আমর বিন আউফ রা.

[১১৪]. আল-বাহজা, খ. ২, পৃ. ২৮৮; কিফায়াতুত তালিব আর রাব্বানী ও হাশিয়াতুল আদাবী, খ. ২, পৃ. ১৫৩; আল-খিরাশী ও হাশিয়া আদাবী, খ. ৫, পৃ. ২৩২; আত-তাজু ওয়াল ইকলীল, খ. ৪, পৃ. ৫৪৮; আয-যুরকানী আলা খলীল, খ. ৫, পৃ. ২২৯; আল-কাফি লি ইবনে আবদিল বার, পৃ. ৩৫৮

www.amarboi.org

মাধ্যমে উপকার লাভ করা এবং তার বিকল্প/বিনিময় ফিরিয়ে দেওয়া। সরাসরি ঋণের বস্তু ফিরিয়ে দেওয়ার শর্ত এটিকে বাধাগ্রস্ত করে। তবে শর্তের অশুদ্ধতার দরুন মূল চুক্তিটি অকার্যকর হবে না; বরং তা বৈধ থাকবে।[১১৫]

চ. ঋণদাতাকে অতিরিক্ত প্রদানের শর্তারোপ

ফকীহদের সর্বসম্মত মতানুসারে ঋণ পরিশোধের সময় দাতাকে অতিরিক্ত প্রদানের শর্তারোপ মূল চুক্তিটিই বাতিল করে দেয়। এ বাড়তি পরিমাণের দিক থেকে হোক; যেমন প্রদত্ত ঋণের চেয়ে বেশি পরিমাণে পরিশোধ করা, অথবা অন্য সম্পদ থেকে উপঢৌকনের মাধ্যমে বাড়তি দেওয়া কিংবা গুণাগুণের দিক থেকে; যেমন ঋণগ্রহীতা গৃহীত বস্তুর চাইতে উত্তম মানের কিছু ফিরিয়ে দেওয়া। এই সকল আধিক্য সুদ হিসেবেই গণ্য হবে।[১১৬]

ইবনু আব্দুল বার বলেন, ঋণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক আধিক্য কিংবা ঋণপ্রদানকারীর উপকার লাভ সুদ হিসেবে গণ্য– যদিও তা এক মুঠো পশুখাদ্য হয়। আর তা হারাম যদি শর্ত করে নেওয়া হয়।[১১৭] ইবনুল মুনযির বলেন, ফকীহগণ একমত যে, ঋণ প্রদানকারী ঋণগ্রহীতাকে অতিরিক্ত বা হাদিয়া প্রদানের শর্তে ঋণদান করল, অতঃপর অতিরিক্ত যা সে পেল তা সুদ।[১১৮] তারা দলিল হিসেবে বলেন : كل قرض جر نفعاً فهو ربا "প্রত্যেক ঋণ যার মাধ্যমে লাভ উপার্জিত হয় তা সুদ।"[১১৯] অর্থাৎ ঋণ প্রদানকারীর লাভ হয়। কেননা ঋণচুক্তির মূল বিষয় হলো, সহানুভূতি প্রকাশ, অনুদান ও সওয়াবপ্রাপ্তি। যখন ঋণ প্রদানকারী এর মধ্যে নিজের লাভের শর্ত জুড়ে দেন তখন তা মূল বিষয় থেকে বেরিয়ে যায়। ফলে সেটি আর বৈধ থাকে না। এর কারণ এখানে অতিরিক্ত প্রাপ্তির জন্য ঋণ দেওয়া

---

১১৫. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৫-২২৭

১১৬. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৭, পৃ. ৩৯৫; আন-নুতাফু লিস সুগদী, খ. ১, পৃ. ৪৯৩; কিফায়াতুত তালিব আর রাব্বানী ও হাশিয়া আদাবী, খ. ২, পৃ. ১৪৯; আল-বাহজা, খ. ২, পৃ. ২৮৭; আল-কাওয়ানীন আল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৯৩; আল-খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২৩২; আয-যুরক্বানী আলা খলীল, খ. ৫, পৃ. ২২৮; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৫৪৬; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৪২; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৪, পৃ. ৩৪; ফাতহুল আযীয, খ. ৯, পৃ. ৩৭৫ ও ৩৮৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২২৫; শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৭; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০৪

১১৭. আল-কাফি ফি আহলিল মদীনা, খ. ২, পৃ. ৩৫৯ (বৈরুত থেকে প্রকাশিত)

১১৮. আল-মুগনী লি ইবনে কুদামা, খ. ৬, পৃ. ৪৩৬

১১৯. হাদীসটি ইবনে হাজার আত-তালখীসুল হাবীর গ্রন্থে হারেছ বিন আবি উসামা সূত্রে উল্লেখ করেছেন, খ. ৩, পৃ. ৩৪। ইবনে হাজার বলেন, এ হাদীসের সনদে সাওয়ার বিন মুসআব নামে একজন রয়েছেন, যিনি প্রত্যাখ্যাত (মাতরুক) বলে অভিযুক্ত।

www.amarboi.org

হয়েছে, সহানুভূতি কিংবা সওয়াবের জন্য নয়। এ ছাড়া শর্তযুক্ত অতিরিক্ত অর্জন সুদের অনুরূপ; কেননা এটা এমন অতিরিক্ত অংশ যার কোনো বদল/বিনিয়োগ ছিল না। আর সুস্পষ্ট সুদ ও সুদের সামঞ্জস্য থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজিব।[১২০] হাম্বলীগণ বলেন, ঋণদাতার উপকার বয়ে আনে এমন প্রতিটি কাজের শর্তারোপের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান। যেমন শর্ত দেওয়া হলো, ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে বিনা ভাড়ায় তার বাড়িতে বসবাস করতে দিবে বা নিজের পশু ধার দেবে বা বিনা পারিশ্রমিকে তার জন্য কাজ করে দেবে বা বন্ধক রাখা বস্তু দ্বারা লাভবান হবে কিংবা অনুরূপ যে কোনো সুবিধা আদায়।[১২১] ঋণপ্রদান অবৈধ পদ্ধতিতে হলে তা বাতিল করা আবশ্যিক। সে ক্ষেত্রে ঋণ নেওয়া বস্তু মিছলী হলে তার তূল্য বস্তু, কীমী হলে তার মূল্য ফেরত দিতে হবে।[১২২]

ঋণদাতার জন্য উপহার অতিরিক্ত প্রদানের একটি মাধ্যম

ঋণ পরিশোধের পূর্বে ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে উপহার প্রদানের বৈধতার বিষয়ে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন :

এক. হানাফীদের অভিমত : ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে ঋণ পরিশোধের পূর্বে উপহার দিতে অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি বোঝা যায়, ঋণসংক্রান্ত কারণেই তাকে উপহার দেওয়া হচ্ছে, তাহলে উত্তম হলো ঋণদাতা সেই উপহার গ্রহণ থেকে বিরত থাকা। আর যদি বোঝা যায়, ঋণদাতা ঋণসংক্রান্ত কোনো উদ্দেশ্যে উপহার দিচ্ছে না; বরং পারস্পরিক নৈকট্য ও বন্ধুত্বের কারণে, তাহলে সে উক্ত উপহার গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে না। ঋণগ্রহীতা যদি আগে থেকেই দানশীলতা ও বদান্যতার জন্য প্রসিদ্ধ হন তাহলেও অনুরূপ বিধান। সারাখসীর আল-মুহীত গ্রন্থেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে। আর যদি উপরিউক্ত কোনো একটির সাথেও মিল না থাকে[১২৩] তবে তা সন্দেহপূর্ণ অবস্থা। এ অবস্থায় সে উপহার গ্রহণ থেকে বিরত থাকবে, যতক্ষণ না একথা স্পষ্ট হবে যে, ঋণগ্রহীতা ঋণের জন্য এ উপহার দিচ্ছে না।[১২৪]

---

১২০. বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৭, পৃ. ৩৯৫

১২১. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৭; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০৪; আল-মুবদি', খ. ৪, পৃ. ২০৯

১২২. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৭২; আন-নুতাফু লিস সুগদী, খ. ১, পৃ. ৪৯৩; আল-খিরাশী ও হাশিয়া আদাবী, খ. ৫, পৃ. ২৩০; আল-কাওয়ানীন আল-ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৯৩

১২৩. অর্থাৎ ঋণদাতার কাছে যদি পরিষ্কার না হয় যে, ঋণগ্রহীতা কি ঋণের দরুন এ উপহার দিচ্ছে, না-কি তা নয়।

১২৪. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২০৩

www.amarboi.org

দুই. মালেকীদের অভিমত : ঋণ পরিশোধ বিলম্বিত করার আশায় ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে ঋণদাতাকে উপঢৌকন দেওয়া বৈধ নয় এবং ঋণদাতার যদি এ উদ্দেশ্যটি জানা থাকে তবে তা গ্রহণ করাও হালাল নয়। এর কারণ, সেটি অতিরিক্ত প্রদানের বিনিময়ে বিলম্বিত করার নামান্তর। এ অবস্থায় উপহার গ্রহণ করার পর তা অবশিষ্ট থাকলে তা ফেরত দেওয়া ওয়াজিব। আর হাতছাড়া হয়ে গেলে অনুরূপ বস্তু ফিরিয়ে দেওয়া ওয়াজিব– যদি তা মিসলী বা সদৃশ বস্তু হয়। যদি কীমী বা অসদৃশ বস্তু হয় তাহলে হস্তগত হওয়ার দিনের মূল্য ফিরিয়ে দিতে হবে।

উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি ঋণগ্রহীতার উল্লিখিত উদ্দেশ্য না থাকে এবং তার নিয়ত শুদ্ধ থাকে তবে সে পাওনাদারকে উপহার দিতে পারে। ইবনে রুশদ বলেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার নিয়ত শুদ্ধ বোঝা গেলেও ঋণদাতার পক্ষে তা গ্রহণ করা অপছন্দনীয়, যদি সে সমাজে অনুসরণীয় ব্যক্তি হয়। নতুবা যাদের নিয়ত শুদ্ধ নয় তারা একে বৈধ মনে করার একটি অজুহাত খুঁজে পাবে, যা জায়েয নয়।[১২৫]

এরপর মালেকীগণ নিয়ত শুদ্ধ থাকা ও নিষিদ্ধ ইচ্ছা থেকে বিরত থাকা সাপেক্ষে উপহার প্রদান জায়েয হওয়ার নীতি ব্যাখ্যা করে বলেন, ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে উপহার দেওয়া হারাম– যদি না ঋণ গ্রহণের আগেও অনুরূপ উপহার প্রদানের অভ্যাস থাকে এবং জানা যায় যে, এই উপহার ঋণের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তাহলে এ অবস্থায় উপহার প্রদান নিষিদ্ধ নয়। যদি ঋণগ্রহণের পর উপহার কবুল করার কোনো কারণ সৃষ্টি হয়, যেমন প্রতিবেশী হওয়া, বৈবাহিক সম্পর্ক হওয়া ইত্যাদি তাহলে উপহার প্রদান ও গ্রহণ হারাম হবে না।[১২৬]

তিন. শাফেয়ীদের মতে, ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে প্রদত্ত উপহার কোনো শর্ত ছাড়া ঋণদাতার গ্রহণ করা মাকরুহ নয়। যদিও তা সুদ-সম্বন্ধীয় বস্তু হয়। আল-মাওয়ারদী বলেন, তবে ঋণ পরিশোধ হওয়ার আগে এসব থেকে দূরে থাকাই উত্তম।[১২৭]

চার. হাম্বলীদের অভিমত হলো, ঋণগ্রহীতা যদি ঋণ পরিশোধের আগে ঋণদাতাকে উপহার দেয় এবং ঋণদাতা সেটিকে ঋণ পরিশোধের অংশ বা বিনিময় হিসেবে গণ্য না করে তাহলে সেটি জায়েয হবে না। তবে ঋণচুক্তির আগেও যদি তাদের মধ্যে এরূপ উপহার প্রদানের অভ্যাস থাকে তবে সেটি জায়েয। আর ঋণ পরিশোধের

---

১২৫. আল-কাওয়ানীন আল-ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৯৩; আল-কাফি লি-ইবনে আব্দিল বার, খ. ২, পৃ. ৩৫৯; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৫৪৬; আল-খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২৩০

১২৬. আয-যুরকানী আলা খলীল, খ. ৫, পৃ. ২২৭; আল-খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২৩০

১২৭. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১১৯; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২২৫; রওজাতুত তালেবীন, খ. ৪, পৃ. ৩৭

www.amarboi.org

পর কোনো শর্ত এবং চুক্তি ছাড়াই উপহার দিলে বিশুদ্ধতম মতানুসারে তা বৈধ। কেননা এটি আর ঋণের বিনিময়ে অতিরিক্ত পাওয়ার পর্যায়ভুক্ত থাকে না এবং বিষয়টি ঋণের সাথে সম্পৃক্ত থাকে না। সেটি ঋণ পরিপূর্ণ ফেরত নেওয়ার কোনো মাধ্যমও হয় না। ফলে সে তখন হয়ে যায়, যেন সে এ লোকের নিকট থেকে ঋণ নেয়ইনি।[১২৮] এক্ষেত্রে তাদের দলিল হচ্ছে, আনাস বিন মালিক রা. থেকে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন :

إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا ، فَأَهْدَى إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ ، فَلاَ يَرْكَبْهَا وَلاَ يَقْبَلْهُ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ

"তোমাদের মধ্যে যখন কেউ কাউকে ধার দেবে, অতঃপর (ঋণগ্রহীতা) ঋণদাতাকে উপহার দিতে চাইলে অথবা তাকে তার পশুর পিঠে আরোহণ করাতে চাইলে; এ অবস্থায় ঋণদাতা পশুতে আরোহণ করবে না এবং উপহার গ্রহণ করবে না, যদি না পূর্ব থেকেই তাদের মধ্যে এর প্রচলন থাকে।"[১২৯]

তবে ইবনে সীরীন বর্ণনা করেন, উমর রা. উবাই বিন কাব রা. -কে দশ হাজার দিরহাম ঋণ দিয়েছিলেন। এরপর উবাই বিন কাব রা. তাকে নিজ জমিতে উৎপাদিত কিছু খেজুর উপহার দিতে চেয়েছেন, কিন্তু উমর রা. গ্রহণ না করে তা ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর উবাই বিন কাব ওমর রা.-এর কাছে এসে বললেন, মদীনাবাসীগণ জানে আমার বাগানের খেজুর সবার চাইতে উত্তম, আর আমাদের এত খেজুরের প্রয়োজনও হয় না। তো আমার হাদিয়া গ্রহণ করতে আপনাকে কিসে বারণ করল? এরপর তিনি ওমর রা.-কে পুনরায় হাদিয়া দিলেন এবং তিনি তা গ্রহণ করলেন।

ইবনুল কাইয়িম বলেন, প্রথমে উমর রা.-এর ধারণা ছিল নিছক ঋণের কারণে তাকে খেজুর উপহার দেওয়া হয়েছিল, তাই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পরে যখন তার কাছে পরিষ্কার হলো, সেটি ঋণের কারণে ছিল না, তখন তা গ্রহণ করেছেন। বস্তুত ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে উপহার দেওয়ার মাসআলায় এটিই বিতর্কের মূল বিভেদরেখা।[১৩০] এ ছাড়া আব্দুল্লাহ বিন সালাম রা. থেকে বর্ণিত, তিনি আবু বুরদা বিন আবু মুসা আশআরী রা.-কে বললেন, "তুমি এমন এক

---

১২৮. মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৭; কাশশাফুল কিনা, খ. ৩, পৃ. ৩০৫; আল-মুবদি, খ. ৪, পৃ. ২১০; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৪৩৭

১২৯. হাদীসটি ইবনে মাজাহ (খ. ২, পৃ. ৮১৩) উদ্ধৃত করেছেন এবং বুসীরি মিসবাহুয যুজাজায় (খ. ২, পৃ. ৪৮) উল্লেখ করেছেন, এর সনদে দুর্বলতা ও অস্পষ্টতা রয়েছে।

১৩০. তাহযীবু ইবনিল কাইয়িম লি মুখতাসারি সুনানে আবি দাউদ লিল-মুনযীরি, খ. ৫, পৃ. ১৫০

www.amarboi.org

এলাকায় রয়েছ যেখানে সুদী কারবার বিস্তার লাভ করেছে। সুতরাং যখন কোনো ব্যক্তির নিকট তোমার কোনো পাওনা থাকবে, সে যদি তোমাকে একটি গমের আঁটি বা যবের আঁটি কিংবা ঘাসের আঁটিও উপহার দেয় সেটি সুদ হবে।"[১৩১]

ইবনুল কাইয়িম বলেন, এ সকল বিধান ঋণ থেকে অতিরিক্ত গ্রহণের উৎস ও মূলকে বন্ধ করার উদ্দেশ্যে। কেননা ঋণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সে পরিমাণ সদৃশবস্তু পরিশোধ করাই আবশ্যক।[১৩২] ইমাম আহমদের একটি বর্ণনা রয়েছে, যেখানে ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে ঋণদাতাকে কোনো প্রকার শর্ত ছাড়া উপহার প্রদান করা হলে তা জায়েয বলা হয়েছে।[১৩৩]

ছ. ঋণের মধ্যে আরেকটি চুক্তির শর্তারোপ

একটি ঋণচুক্তির মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, বর্গা চাষ, সেচ বা আরেকটি ঋণের শর্তারোপের বিধান সম্পর্কে ফকীহগণ আলোচনা করেছেন। তারা ভিন্ন ভিন্ন সুরতে ঋণচুক্তির চাহিদার সাথে অসঙ্গতির মাত্রা সাপেক্ষে এসবের বিধানেও পার্থক্য করেছেন। এ সংক্রান্ত সুরত ও পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

প্রথম সুরত

যখন একটি ঋণচুক্তিতে আরেকটি সম্পদ কর্জ দেওয়ার শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়। যেমন ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে বলল, আমি তোমাকে এই শর্তে ঋণ দিলাম যে, এটি ছাড়াও অমুক অমুক জিনিস তোমাকে ঋণ হিসেবে দেব। শাফেয়ীগণ বলেন, এক্ষেত্রে ঋণচুক্তি শুদ্ধ; তবে ঋণদাতার শর্তটি মূল্যহীন। তাই সে নিজের উপর যে শর্ত আরোপ করেছে তা আবশ্যক হবে না। যেহেতু এটি এমন ওয়াদা যা বাধ্যতামূলক নয়, যেমন যদি কেউ কাউকে এই শর্তে একটি কাপড় উপহার দেয় যে, সে কাপড়টি অন্য কাউকে দান করে দেবে তাহলে এ শর্ত আবশ্যক হয় না।[১৩৪]

দ্বিতীয় সুরত

যখন ঋণচুক্তিতে প্রথম ঋণের বিপরীতে ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে ঋণদাতাকে অন্য একটি ঋণ দেওয়ার শর্তারোপ করা হয়। ফকীহদের নিকট এই মাসআলাটি 'আমাকে ধার দাও আমি তোমাকে ধার দেব' নামে পরিচিত। হাম্বলীগণের মতে, এরূপ করা জায়েয নেই। তবে শর্তটি নাজায়েয হলেও চুক্তি শুদ্ধ থাকবে।[১৩৫] কেননা তাদের মাযহাব মতে, অকার্যকর শর্তের প্রভাবে চুক্তির বৈধতা নষ্ট হয়

---

১৩১. হাদীসটি ইমাম বুখারী তাঁর হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। ফাতহুল বারী, খ. ৭, পৃ. ১২৯

১৩২. ইগাসাতুল লাহফান, খ. ১, পৃ. ৩৬৪; ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন, খ. ৩, পৃ. ১৫৪ ও ১৮৪।

১৩৩. আল-মুবদী,খ. ৪, পৃ. ২১০

১৩৪. রওজাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ৩৫; ফাতহুল আযীয, খ. ৯, পৃ. ৩৭১ ও ৩৮২; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২২৬

১৩৫. আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৪৩৭

www.amarboi.org

না।[১৩৬] মালেকীদের অভিমত হলো, এরূপ শর্ত থাকলে ঋণ মাকরূহ হবে।[১৩৭] আর হানাফীগণ বলেন, ঋণের ক্ষেত্রে শর্তারোপ হারাম। যেমন ইবনে আবেদীন বলেছেন : শর্তযুক্ত ঋণ হারাম এবং শর্তটি অকার্যকর হয়ে যাবে।[১৩৮]

তৃতীয় সুরত

যখন ঋণচুক্তিতে শর্তারোপ করা হয় যে, ঋণদাতা গ্রহীতার কাছে কোনো কিছু বিক্রি করবে অথবা গ্রহীতার কাছ থেকে কিছু কিনবে অথবা গ্রহীতার কাছে কিছু ভাড়া দেবে কিংবা তার কাছ থেকে কিছু ভাড়া নেবে ইত্যাদি। মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে, এ জাতীয় শর্তারোপ বৈধ নয়।[১৩৯] এ ব্যাপারে তাদের দলিল হলো, যা আমর বিন শুয়াইব তার পিতার সূত্রে তার দাদার নিকট থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ স. বলেন : لاَ يَحِل سَلَفٌ وَبَيْعٌ "ঋণ ও ক্রয়-বিক্রয় একত্রে বৈধ নয়।"[১৪০]

ইবনুল কাইয়িম বলেন, একত্রে ঋণ ও ক্রয়-বিক্রয় হারাম হওয়ার কারণ হলো, সেখানে প্রদত্ত ঋণের চেয়ে বেশি গ্রহণের মাধ্যমে মুনাফা করার অজুহাত রয়েছে এবং ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়ার মাধ্যমে তা অর্জনের উপায় তৈরি হয় এবং বাস্তবে ঘটে থাকে।[১৪১]

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, উদাহরণস্বরূপ ঋণগ্রহীতাকে একশত (টাকা) এক বছরের জন্য ধার দেওয়া হলো, এরপর পঞ্চাশ টাকা সমমানের কোনো পণ্য তার কাছে একশত টাকায় বিক্রি করল। ফলে এই ক্রয়-বিক্রয় ঋণের মধ্য থেকে অতিরিক্ত অর্জনের সুযোগ করে দিল। অথচ ঋণ শুধুমাত্র সমপরিমাণ পরিশোধকেই আবশ্যক করে থাকে। এখানকার অবস্থা হলো, যদি এই বিক্রয়ের সুযোগ না থাকত তাহলে ঋণদাতা ঋণ দিত না এবং যদি এই ঋণচুক্তি না থাকত তাহলে ঋণগ্রহীতা ওই পণ্য তার কাছ থেকে ক্রয় করত না।[১৪২] এরপর তিনি বলেন, এটিই সুদের তাৎপর্য।[১৪৩]

---

১৩৬. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৭

১৩৭. আল-মুকাদ্দামাত আল-মুমাহহাদাত লি ইবনে রুশদ আল-জাদ্দ, খ. ২, পৃ. ৫১৯; দারুল গারব আল-ইসলামী; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ৮, পৃ. ৯৩

১৩৮. ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ১৭৪

১৩৯. আল-কাওয়ানীন আল-ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৯৩; কিফায়াতুত তালেব আর-রাব্বানী, খ. ২, পৃ. ১৪৯; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩১১; ফাতহুল আযীয, খ. ৯, পৃ. ৩৮৪; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২২৫; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০৫

১৪০. হাদীসটি ইমাম তিরমিযী উদ্ধৃত করেছেন (খ. ৩, পৃ. ৫২৭)। তিনি বলেন, এটি হাসান সহীহ।

১৪১. ইগাসাতুল লাহফান মিন মাসাইদিশ শায়তান, খ. ১, পৃ. ৩৬৩

১৪২. তাহযীবু ইবনিল কাইয়িম লি মুখতাসারি সুনানে আবি দাউদ লিল মুনযিরী, খ. ৫, পৃ. ১৪৯

১৪৩. ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন আন রাব্বিল আলামীন, খ. ৩, পৃ. ১৫৩; মিশর

www.amarboi.org

এ ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় ও ঋণ ঋণের অনুগ্রহকে মূল্যে পরিণত করে। আর শর্তটি মূল্যহীন হওয়ায় তা বাতিল হওয়ার পর আংশিক মূল্য বাদ পড়ে। কিছু মূল্য অবশিষ্ট থাকে যা অস্পষ্ট। খাত্তাবী বলেন, এটি ত্রুটিপূর্ণ ও অকার্যকর; কেননা সে ঋণ দিয়েছে মূল্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে। আর মূল্যটা এখানে অজানা।[১৪৪]

তা ছাড়া যেহেতু এটি এক চুক্তির মধ্যে আরেক চুক্তি, তাই তা বৈধ নয়। যেমন কেউ এই শর্তে নিজের বাড়ি বিক্রি করল যে, দ্বিতীয় জন তার কাছে নিজ বাড়ি বিক্রি করবে। যদি ঋণদাতা শর্ত দেয়, ঋণগ্রহীতা তার কাছে প্রচলিত ভাড়ার চাইতে কম মূল্যে বাড়ি ভাড়া দিতে হবে অথবা ঋণদাতার বাড়ি নিয়মিত ভাড়ার চেয়ে বেশি অঙ্কে ভাড়া নিতে হবে, তাহলে তা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।[১৪৫]

এ ছাড়াও যেহেতু ঋণ নিছক কোনো লেনদেনের চুক্তি নয়; বরং তা পারস্পরিক আন্তরিকতা ও সদাচারের চুক্তি। সুতরাং তার কোনো বিনিময় থাকা সঠিক নয়। যদি ঋণকে বিনিময়চুক্তির সাথে তুলনা করা হয় তাহলে তার একটি বিনিময় থাকবে। ফলে তার চাহিদা ও তাৎপর্য থেকে তা বের হয়ে যাবে। ফলে সেটি অকার্যকর হওয়ার পাশাপাশি যে বিনিময়চুক্তির সাথে তুলনা করা হয়েছে তা-ও অকার্যকর হয়ে যাবে।

এখানে আরেকটি দৃষ্টিকোণ রয়েছে, যদি ঋণ পরিশোধের সময় নির্ধারিত না থাকে তাহলে ঋণপ্রদান ঋণদাতার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। অন্যদিকে ক্রয়-বিক্রয় এবং এ জাতীয় অন্যান্য আবশ্যিক চুক্তি; যেমন ইজারা, বিবাহ ইত্যাদিকে বিধানগত ভিন্নতার কারণে আবশ্যিক নয় বরং ঐচ্ছিক, এমন চুক্তির সাথে তুলনা করা বৈধ নয়।[১৪৬]

হানাফীগণ এই সুরতের সাথে সম্পর্কিত একটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে, ঋণগ্রহীতা তার ঋণের প্রয়োজনে ঋণদাতার নিকট থেকে অল্পমূল্যের জিনিস অধিক মূল্যে খরিদ করা। তারা বলেন, এরূপ করা জায়েয তবে মাকরূহ। ইবনে আবেদীন এই বিষয়ে মন্তব্য করে বলেন, মাকরূহ অবস্থায় তা বৈধ হবে, যদি ঋণ গ্রহণের পর ক্রয় করা হয় এবং লাভবান হওয়া ঋণের ক্ষেত্রে শর্ত করা না হয়।

কারখীর বক্তব্য, এতে কোনো অসুবিধা নেই। এর সমালোচনা করে খাসসাফ বলেন, আমি তার পক্ষ থেকে এই বক্তব্য পছন্দ করিনি। অন্যদিকে হালওয়ানী বলেন, এটি হারাম। কেননা এখানে ঋণগ্রহীতার আশঙ্কা হলো, যদি আমি

---

১৪৪. মাআলিমুস সুনান লিল খাত্তাবী, খ. ৫, পৃ. ১৪৪

১৪৫. আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৪৩৭

১৪৬. আল-মুনতাকা শারহুল মুয়াত্তা লিল বাযি, খ. ৫, পৃ. ২৯

www.amarboi.org

ঋণদাতার কাছ থেকে এটি ক্রয় না করি তবে সে তাৎক্ষণিকভাবে ঋণ পরিশোধের জন্য তাগাদা দেবে। ইমাম মুহাম্মদ এতে কোনো অসুবিধা দেখেন না। খাহারযাদা বলেন, উল্লিখিত যে পূর্বসূরিগণ এ কাজটিতে নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন, তারা মূলত চুক্তিতে লাভবান হওয়ার শর্ত থাকার ভিত্তিতে তাদের মতামত দিয়েছেন। এটি সর্বসম্মতিক্রমে অন্যূন মাকরূহ। অন্যদিকে ইমাম মুহাম্মদ চুক্তিতে লাভবান হওয়ার শর্ত না থাকার ভিত্তিতে তার মত ব্যক্ত করেছেন, মাকরূহ না হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। আর এ সকল বিধান হলো, যদি ক্রয়-বিক্রয়ের আগেই ঋণ প্রদান সম্পন্ন হয়।

এর বিপরীত যদি ঋণ প্রদানের আগে ক্রয়-বিক্রয় হয়; যেমন ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছে বিশ দীনারের কাপড় আরো বিশ দীনার লাভে মোট চল্লিশ দীনারে বিক্রি করল। এরপর তাকে আরো ৬০ দীনার কর্জ দিল। এতে ঋণগ্রহীতার নিকট তার মোট পাওনা দাঁড়াল ১০০ দীনার– যদিও গ্রহীতার অর্জন ৮০ দীনার। খাসসাফ একে জায়েয বলেছেন। এটি বালখের ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সালামার মাযহাব, তবে বালখের[১৪৭] অনেক পণ্ডিত এটিকে অপছন্দ করে বলেছেন, এটি এমন ঋণ যাতে মুনাফা রয়েছে। যদি লাভ না থাকত তাহলে ঋণগ্রহীতাকে চড়া মূল্য গুনতে হতো না। কোনো কোনো পণ্ডিত বলেছেন, উভয় চুক্তি একই মজলিসে হলে তা মাকরূহ, অন্যথায় সমস্যা নেই। যেহেতু একই বৈঠকে কথা হলে সকল কথা একই সাথে হওয়া ধরা হয়। সে ক্ষেত্রে ঋণের সাথে মুনাফাকে শর্ত করা হয়ে যায়। আল্লামা হালওয়ানী খাসসাফ ও ইবনে সালামার মতামত সমর্থন করে বলেন, এটি এমন ঋণ নয়, যার মাধ্যমে মুনাফা অর্জিত হয়; বরং এটি এমন ক্রয়-বিক্রয় যার মধ্যে মুনাফা আছে, আর তা হচ্ছে ঋণ।[১৪৮]

সুনামের মাধ্যমে ঋণ পাইয়ে দেওয়ার বিনিময় প্রদানের শর্তারোপ :

যে নিজের খ্যাতি বা সুনাম ব্যবহার করে অন্যকে ঋণ পাইয়ে দেয়, সে তার সুনামের বিনিময়ে পারিশ্রমিক (কমিশন) নেওয়ার শর্ত করা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। শাফেয়ীগণ বলেন, কেউ যদি অন্যকে বলে, আমাকে ১০০ (টাকা) ঋণ নিয়ে দাও তাহলে তোমাকে ১০ (টাকা) দেব। তাহলে এটি কমিশন।[১৪৯]

---

১৪৭. আফগানিস্তানের একটি এলাকা।

১৪৮. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৭৫; (বুলাক : ১২৭২ হি.); আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২০৩

১৪৯. মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১২০

www.amarboi.org

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, কেউ তার ভাইদেরকে নিজের প্রভাব খাটিয়ে ঋণ পাইয়ে দেবে, এটি আমি পছন্দ করি না। কাজী আবু ইয়ালা এ কথাটির ব্যাখ্যা করে বলেন, ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে আস্থাভাজন হিসাবে পরিচিত নয়, এমন কাউকে ঋণ পেতে যখন কেউ প্রভাব খাটায়, সেক্ষেত্রে ঋণদাতার সম্পদের সাথে প্রতারণার কারণে তা পছন্দনীয় নয়।

আর যদি সে আস্থাভাজন হিসাবে পরিচিত হয় তাহলে এতে দোষ নেই। কেননা এটি অপরকে সহযোগিতা করা এবং তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার মতো মহৎ কাজ।[১৫০]

সুতরাং কেউ যদি নিজ সুনাম ব্যবহার করে অন্যকে ঋণ পেতে সহযোগিতা করে তাহলে হাম্বলীদের মতে, সে তার সুনাম ব্যবহার করে ঋণের ব্যবস্থা করার বিনিময়ে নির্ধারিত কমিশন পেতে পারে। তবে দায়িত্বের বিনিময়ে কমিশন গ্রহণ জায়েয নেই।[১৫১]

ইবনে কুদামা বলেন : যদি কেউ বলে, আমাকে অমুকের কাছ থেকে ১০০ (টাকা) ঋণ এনে দাও তাহলে তোমাকে ১০ (টাকা) দেব। এতে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যদি বলে, আমার পক্ষে জিম্মাদার হও, তোমাকে এতো দেব, সেটি জায়েয হবে না। কেননা আমাকে ঋণ এনে দাও তোমাকে ১০ (টাকা) দেব, এটি হচ্ছে একটি বৈধ কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক। সুতরাং তা জায়েয। যেমন কেউ বলল, আমার জন্য তুমি এই প্রাচীরটি নির্মাণ করে দাও তোমাকে ১০ (টাকা) দেব।

অন্যদিকে জিম্মাদারির ক্ষেত্রে জিম্মাদারকে অবশ্যই দেনা পরিশোধ করতে হবে। সুতরাং এটি ঋণের অনুরূপ। তাই সে যদি এর বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করে তাহলে সেটি মুনাফা অর্জনকারী ঋণে পরিণত হবে, যা বৈধ নয়।[১৫২]

সুনামের মূল্যের ব্যাপারে মালেকী মাযহাবে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন, এটি সরাসরি হারাম। কারো মতে, সাধারণভাবে মাকরূহ। আবার কেউ একটু ব্যাখ্যা করে বলেছেন, সুনামধারী ব্যক্তি যদি এ কাজ করতে গিয়ে কষ্ট ও সফর করার কারণে তার বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করেন তাহলে তা জায়েয; অন্যথায় হারাম। আত-তাছাওউলী (التَّسَوُّلِي) বলেন, এটিই সঠিক।[১৫৩]

–মুহাম্মদ নাজমুল হুদা সোহেল

---

[১৫০]. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০৬; আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৪৩০

[১৫১]. শারহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৫; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০৬; আল-মুবদি, খ. ৪, পৃ. ২১২

[১৫২]. আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৪৪১

[১৫৩]. আল-বাহজা শারহুত তুহফা, খ. ২, পৃ. ২৮৮

www.amarboi.org

دَيْنٌ : দেনা : Debt / Liability

পরিচিতি

দায়ন (الدَّيْنُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

দায়ন (الدَّيْنُ) অর্থ ঋণ আদান প্রদান করা, ঋণের লেনদেন করা। যেমন বলা হয় : دَانَ الرَّجُلُ يَدِينُ دَيْنًا 'সে ঋণের লেনদেন করল।' আরও বলা হয় : دَايَنْتُ فُلَانًا 'আমি তার সাথে ঋণের লেনদেন করলাম।' এর দ্বারা ঋণ দেওয়াও হতে পারে, ঋণ নেওয়াও হতে পারে। এই শব্দের উৎপত্তি হয়েছে أَدَنْتُ থেকে। এর অর্থ : আমি তাকে ঋণ দিলাম।[১]

ফকীহদের দৃষ্টিতে দায়ন (الدَّيْنُ)-এর পারিভাষিক অর্থ

এ বিষয়ে বিভিন্ন বক্তব্য আলোচিত হলেও সবচেয়ে স্পষ্ট ও ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়েছেন আল্লামা ইবনে নুজাইম রহ.। তিনি বলেন : الدَّيْنُ لُزُومُ حَقٍّ فِي الذِّمَّةِ 'দায়ন বা দেনা হচ্ছে ব্যক্তির দায়ে কোনো অধিকার সাব্যস্ত হওয়া।' ফলে এর আওতায় আর্থিক ও আর্থিক নয় এমন সকল অধিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন : কাযা নামায, কাযা রোযা, অনাদায়ী যাকাত ইত্যাদি। অনুরূপভাবে ঋণ গ্রহণ, ক্রয় ও ইজারার দরুন বিনিময় প্রদান, বস্তু নষ্ট করা এবং কারো ক্ষতি করা ইত্যাদি কারণে আবশ্যক ক্ষতিপূরণও এর অন্তর্ভুক্ত।[২]

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

ক. الْعَيْنُ (আল-আয়ন) : নগদ বস্তু

পারিভাষিকভাবে ফকীহগণ এ শব্দকে দায়ন (الدَّيْنُ)-এর বিপরীত অর্থে ব্যবহার করেন। যেহেতু দায়ন হলো ব্যক্তির দায়ে আবশ্যক কোনো অধিকার, সেটা

---

১. লিসানুল আরব, মু'জামু মাকায়ীসিল লুগাহ্

২. ফাতহুল গাফফার শরহুল মানার, খ. ৩, পৃ. ২০, (প্রকাশক : মুস্তফা বাবী আল-হালাবী, মিসর, ১৩৫৫ হি.); আল-ইনায়া, শরহুল হিদায়া, (মায়মানিয়্যাহ, মিসর, ১৩০৬ হি.), খ. ৬, পৃ. ৩৪৬; আল-ফুরূক, কারাফী কৃত, খ. ২, পৃ. ১৩৪; মিনাহুল জালীল, খ. ১, পৃ. ৩৬২; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ১৩০; আসনাল মাতালিব, খ. ১, পৃ. ৩৫৬, ৫৮৫; আল-আযবুল ফায়েয, শরহু উমদাতুল ফারিয, খ. ১, পৃ. ১৫; আয-যুরকানী, 'আলা খলীল, খ. ২, পৃ. ১৬৪, ১৭৮; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ১, পৃ. ৩৬৮; আল-কাওয়াইদ, ইবনু রজবকৃত, পৃ. ১৪৪

www.amarboi.org

নির্দিষ্ট একক কোনো বস্তু নয়, তা অর্থ সংশ্লিষ্ট হতে পারে বা অন্য কিছু।[৩] তাই তার বিপরীতে العين হবে নির্দিষ্ট ও একক বস্তু। যেমন, একটি ঘর।[৪]

খ. الْكَالِئُ (আল-কালী) : বাকি পণ্য

আভিধানিক অর্থ : বিলম্বিত বস্তু।[৫] হাদীস শরীফে আছে :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'কালী'র পরিবর্তে 'কালী' বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।"[৬]

ফকীহদের মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য, বাকি মূল্যের বিনিময়ে বাকি পণ্য বিক্রি করা অথবা বিলম্বিত ঋণের বিপরীতে বিলম্বিত ঋণ দেওয়া থেকে নিষেধ করা।[৭]

গ. الْقَرْضُ (আল-কর্জ) : ঋণ

কর্জ (الْقَرْضُ) বা ঋণ বলা হয় : عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يَرِدُ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِآخَرَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ "এমন বিশেষ চুক্তি, যাতে কাউকে (মিছলী) সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তু দেওয়া হয়, যেন গ্রহীতা অনুরূপ বস্তু দাতাকে ফেরত দিতে পারে।"[৮] এ অর্থে কখনো দায়ন (الدَّيْنُ) শব্দও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় : دَانَ فُلَانٌ يَدِينُ دَيْنًا অর্থাৎ সে ঋণ গ্রহণ করল। আর دِنْتُ الرَّجُلَ অর্থাৎ আমি লোকটিকে ঋণ দিয়েছি।[৯] তবে কর্জ (الْقَرْضُ) শব্দের

---

৩. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২৫, (বুলাক, ১২৭২ হি.); মাজাল্লাতুল আহকামিল 'আদলিয়্যা, ধারা : ১৫৮

৪. মাজাল্লাতুল আহকামিল 'আদলিয়্যা, ধারা : ১৫৯

৫. লিসানুল আরব, মু'জামু মাকায়ীসিল লুগাহ, আস-সিহাহ

৬. দারাকুতনী রহ. ইবনে উমর রা.-এর সূত্রে হাদীছটি উল্লেখ করেছেন। খ. ৩, পৃ. ৭১, দারুল মাহাসিন। ইবনে হাজার রহ. শাফেয়ী রহ.-এর উদ্ধৃতিতে বলেন, হাদীস বিশারদগণ এই হাদীসটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করেন। এরপর ইবনে হাজার সনদের বিচারে হাদীসটি দুর্বল হওয়ার কারণ উল্লেখ করেছেন।- আত-তালখীসুল হাবীর, খ. ৩, পৃ. ২৬-২৭, প্রকাশ. শারিকাতুত তিবাআতিল ফান্নিয়্যা

৭. মুওয়াত্তা, খ. ২, পৃ. ৬২৮; আল-উম, খ. ৩, পৃ. ৩৩; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৭৮; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২০০; আল-বিনায়া, শরহুল হিদায়া, খ. ৬, পৃ. ৫০০; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫৩; নাযারিয়্যাতুল আকদ, ইবনে তাইমিয়া কৃত, পৃ. ২৩৫; তাকমিলাতুল মাজমূ', (প্রকাশ. মুনীরীয়্যা), খ. ১০, পৃ. ১০৭; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ১৬২; আল-ইজমা', ইবনুল মুনযির কৃত, পৃ. ১১৭

৮. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৭১

৯. আস-সিহাহ, আল-মিসবাহুল মুনীর, মাদ্দাহ : دين; কাশশাফু ইসতিলাহাতিল ফুনূন, থানবীকৃত, খ. ২, পৃ. ৫০২, (প্রকাশ. কলকাতা)

www.amarboi.org

তুলনায় দায়ন ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থাৎ কর্জ/ঋণ কেবল আর্থিক বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; আর দায়ন আর্থিক ও অ-আর্থিক সকল বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত।

যে সম্পদ দায়ে আবশ্যক হওয়ার যোগ্য (مَا يَقْبَلُ الثُّبُوتَ فِي الذِّمَّةِ دَيْنًا مِنَ الأَمْوَالِ)

হানাফীগণ দায়ন (الدَّيْنُ)-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন : مَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ مِنْ مَالٍ فِي مُعَاوَضَةٍ ، أَوْ إِتْلَافٍ ، أَوْ قَرْضٍ 'বিনিময়মূলক চুক্তি, বস্তু নষ্ট করার ক্ষতিপূরণ বা ঋণের কারণে দায়ে আবশ্যক সম্পদ।' আর অধিকাংশ ফকীহ্ মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলীদের মতে এর পরিচয় হলো : مَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ مِنْ مَالٍ بِسَبَبٍ يَقْتَضِي ثُبُوتَهُ 'যে সম্পদ প্রদান ব্যক্তির দায়ে আবশ্যক হয় এমন কারণে, যা ব্যক্তির দায়িত্বে সম্পদ সাব্যস্ত হওয়া দাবি করে।'

তবে ব্যক্তির দায়ে সম্পদ আবশ্যক হওয়ার কার্যকারণের প্রতি লক্ষ করে الدَّيْنُ -এর সংজ্ঞার এ মতভেদ, এ বিষয়ে কোনো প্রভাব সৃষ্টি করে না যে, কোন্ সম্পদ ঋণ হতে পারে, আর কোন্ সম্পদ ঋণ হতে পারে না। এর বিশ্লেষণ হচ্ছে : মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহ্দের মতে সম্পদ দু'ভাগে বিভক্ত : সত্তাগত বস্তু (أَعْيَان) এবং বস্তুর উপকারিতা, সুবিধা ও লাভ (مَنَافِع)। সত্তাগত বস্তু দু'প্রকার : মিছ্লী (مِثْلِيٌّ) ও কীয়ামী (قِيَمِيٌّ)।

ক. মিছ্লী বস্তু (যে বস্তুর নমুনা বাজারে বিদ্যমান)

মিছ্লী বস্তু দায়িত্বে সাব্যস্ত ঋণ হওয়ার বিষয়ে ফকীহ্দের মাঝে কোনো মতভেদ নেই। এ কারণে মিছ্লী বস্তু কর্জ দেওয়া এবং তা সালামের মূলধন বানানো ফকীহ্দের মতে বৈধ। কোনো মিছ্লী বস্তু দায়ে আবশ্যক হলে তার তাগাদা সম্পৃক্ত হবে নির্দিষ্ট গুণাবলির অনির্দিষ্ট বস্তুর সাথে। ফলে যে সকল বস্তুর মাঝে ঐ নির্দিষ্ট গুণাবলি বিদ্যমান সেগুলো দ্বারা দেনাদার ঋণ শোধ করতে পারবে এবং পাওনাদার তা গ্রহণে আপত্তি করতে পারবে না।[১০]

খ. কীমী (মূল্যের বিচারে যে বস্তুর সদৃশ বাজারে বিদ্যমান)

তা দু প্রকার :

প্রথম প্রকার : গুণ বর্ণনার মাধ্যমে যার পরিচয় লাভ করা যায়। এমন বস্তু দায়িত্বে আবশ্যক ঋণ হওয়ার বিষয়ে ফকীহ্দের কোনো মতভেদ নেই। হানাফী ফকীহ্গণ অর্ডারের আলোচনায় এবং মালেকী, হাম্বলী ও শাফেয়ীগণ কর্জ ও সালাম-চুক্তির আলোচনায় স্পষ্টভাবে এ মত ব্যক্ত করেছেন।[১১]

---

১০. মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ৫২২ ও ৭৯৮

১১. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২১২; ফাতহুল আযীয, খ. ৯, পৃ. ২৬৮; ইখতিলাফুল ফুকাহা, তাবারীকৃত, পৃ. ১০১, ১০৯; আল-ইশরাফ আলা মাসায়িলিল খিলাফ, কাজী আবদুল

www.amarboi.org

শীরাযী রচিত 'আল-মুহাযযাব' গ্রন্থে আছে, যে সম্পদ বিক্রির মাধ্যমে মালিক হওয়া যায় এবং গুণ বর্ণনার দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায় তা ঋণ দেওয়াও জায়েয। যেহেতু কর্জ হচ্ছে মালিকানা প্রদানমূলক চুক্তি, ব্যক্তির দায়ে যার বিনিময় প্রদান করা আবশ্যক হয়। সুতরাং এই চুক্তি এমন বস্তুর ক্ষেত্রে জায়েয, যার মালিক হওয়া যায় এবং গুণ বর্ণনার দ্বারা নির্দিষ্ট করা যায়, যেমন এমন বস্তুতে সালাম-চুক্তি করা যায়। তিনি বলেন, সালাম-চুক্তি এমন প্রতিটি সম্পদের ক্ষেত্রে জায়েয, যা বিক্রি করা জায়েয এবং গুণ বর্ণনার মাধ্যমে যার পরিচয় নির্ধারণ সম্ভব। যেমন মূল্যজাতীয় বস্তু, বিভিন্ন প্রকার শস্য, ফল ও কাপড়"।[১২]

দ্বিতীয় প্রকার : গুণ বর্ণনার মাধ্যমে যা নির্দিষ্ট করা যায় না। যেমন মোতি, হীরা, আকীক, ফিরোজ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার মণিমুক্তা, যেগুলোর এককগুলো ভিন্ন ভিন্ন এবং যেগুলোর একটির সাথে অন্যটির গুণগত পার্থক্য রয়েছে। গুণ বর্ণনার মাধ্যমে এগুলোর পরিচয় নির্ধারণ এবং এগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। এ জাতীয় বস্তু দায়ে আবশ্যক ঋণ হতে পারে কি-না, তা নিয়ে ফকীহদের দুটি মত রয়েছে।

প্রথম মত : সকল ফকীহ হানাফী, মালেকী, হাম্বলী এবং বিশুদ্ধতম বর্ণনামতে শাফেয়ীদের মত হলো, এমন বস্তু ঋণ (الدَّيْنُ) হওয়ার যোগ্য নয়। কারণ, যদি কারো দায়িত্বে এমন বস্তু সাব্যস্ত হওয়া জায়েয হতো, তাহলে তা হতো অনির্দিষ্ট বস্তুর দায়গ্রহণ। তখন তার ওপর আবশ্যক হতো এ বস্তুর সদৃশ কোনো বস্তু দেওয়ার মাধ্যমে দায়মুক্ত হওয়া এবং আবশ্যক দায় পূর্ণ করা; অথচ এই প্রকারভুক্ত বস্তুর কোনো সদৃশ নেই।

এ মতের ভিত্তিতেই তারা শর্ত করেছেন : কর্জ, সালাম ও ইসতিসনা' বা অর্ডারের ক্ষেত্রে দায়ে আবশ্যক সম্পদ অবশ্যই গুণ বর্ণনার মাধ্যমে বাস্তব ক্ষেত্রে নির্ধারিত হবে এবং তা নির্ধারিত হওয়ার যোগ্য হতে হবে। কারণ গুণের মাধ্যমে যে বস্তু নির্দিষ্ট করা যায় না, সে বস্তুর এককগুলোর মাঝে অনেক পার্থক্য থাকে। এই পার্থক্যের কারণে ঋণ আদায়ের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঝগড়া বিবাদ হতে পারে। অথচ ঝগড়া না হওয়াই শরীয়তের একান্ত কাম্য।[১৩]

ওয়াহহাব কৃত, খ. ১, পৃ. ২৮১, (প্রকাশ, তিউনিস); আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৯৫ ও ৩১৫; শরহুল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২১২; আয-যুরকানী আলা খলীল, খ. ৫, পৃ. ২১৩; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২১৪; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৭৭ ও ৩০০; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ৩৮৮-৩৯২; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ৫৭১

১২. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩১০

১৩. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৭১, ২০৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৭৬, ২৭৮; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২১৪, ২১৫; শরহুল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২১২, ২২৯;

www.amarboi.org

হানাফী ও মালেকীগণ এই মূলনীতি থেকে বিয়ের মহ্‌রকে ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেছেন। সুতরাং কীমী বস্তু জ্ঞাত শ্রেণীভুক্ত হলে তাদের মতে এটি মহ্‌র হতে পারে; যদিও তার গুণ অজানা থাকে। ইমাম মালেক রহ.-এর মতে এভাবে মহ্‌র উল্লেখ করে বিয়ে করা হলে স্ত্রী মধ্যম পর্যায়ের বস্তু মহ্‌র হিসেবে পাবে। হানাফী ফকীহ্‌গণ বলেন, মধ্যম পর্যায়ের বস্তু অথবা তার মূল্য দেওয়ার অধিকার স্বামীর থাকবে।

এভাবে মহ্‌র অনির্দিষ্ট করা সত্ত্বেও কোনো সমস্যা না থাকার কারণ হিসেবে তারা বলেন, এ ক্ষেত্রে মহ্‌রের গুণ অজানা থাকা দূষণীয় নয়; যেহেতু বিয়ের ক্ষেত্রে সম্পদ মৌল বিষয় নয়। তাই বিয়ের মধ্যে সে ক্ষেত্রগুলোতে ছাড় দেওয়া হয়, যে ক্ষেত্রগুলোতে অর্থ বিনিময়মূলক চুক্তিতে ছাড় দেওয়া হয় না। এর কারণ, বিনিময়মূলক চুক্তির ভিত্তি হলো দর কষাকষি ও ব্যবসায়ে বুদ্ধি খাটানো। সুতরাং বিনিময় বস্তুর গুণ অজানা থাকা এ ক্ষেত্রে চুক্তির উদ্দেশ্য হাসিলের পথে প্রতিবন্ধক। অপরদিকে বিয়ের ভিত্তি হলো সহজতা ও উদারতা। তা ছাড়া মহ্‌র নেওয়ার উদ্দেশ্য সমান বিনিময় গ্রহণ করা নয়। এ কারণে শরীয়তে মহ্‌রের আরেক নাম 'নিহ্‌লা' (نِحْلَة); যা গুণগতভাবে হিবার অনুরূপ। এ কারণে গুণ অজানা থাকা দূষণীয় নয়, যেমন হিবার ক্ষেত্রে বস্তুটি অজানা গুণের হওয়া দূষণীয় নয়।[১৪]

দ্বিতীয় মত : দ্বিতীয় মতটি শাফেয়ী ফকীহ্‌দের– তবে এটি বিশুদ্ধতম মত নয় : এমন বস্তু দায়ে সাব্যস্ত হতে পারে– যদি তার পরিমাণ জানা থাকে।[১৫] এ অবস্থায় যে বস্তু দ্বারা ঋণ শোধ করবে তার দু'অবস্থা :

১. আর্থিকভাবে বাজারমূল্য পরিশোধের বিষয়টি নিশ্চিত হবে। যেমন কেউ অন্যের নগদ কীমী বা মূল্যজাতীয় বস্তু নষ্ট করলে এই বস্তুর বাজারমূল্য দেওয়া তার জন্য আবশ্যক হয়। শীরাযী বলেন, কেননা সদৃশ বস্তু দ্বারা ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায়– যদি তার নমুনা বাজারে বর্তমান থাকে। কিন্তু যে বস্তুর নমুনা বাজারে নেই, যেমন নষ্ট করা বিভিন্ন বস্তু, সেক্ষেত্রে বাজারমূল্যের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।[১৬]

আয-যুরকানী আলা খলীল, খ. ৫, পৃ. ২১৩; আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৯৫ ও ৩১৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৯৪ ও ২২২; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৪১; ইখতিলাফুল ফুকাহা, তাবারী কৃত, পৃ. ১০১ ও ১১৪; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা; ধারা : ৩৮১; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ৫৫২

১৪. রদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৩৪৭; আল-কাফী, ইবনে আবদুল বার কৃত, খ. ১, পৃ. ৪৫৩; বিদায়াতুল মুজতাহিদ , খ. ২, পৃ. ১৯; আল-মাবসূত, খ. ৫, পৃ. ৬৭

১৫. ফাতহুল আযীয, খ. ৯, পৃ. ৩৪৫ ও ৩৬৩; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩১০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২২২

১৬. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩১১

www.amarboi.org

২. বাজারমূল্যে সামান্য পার্থক্য থাকলেও তা লক্ষ না করে ঐ বস্তুর কায়িক ও সৃষ্টিগত তুল্য বস্তু ফেরত দেবে।

উপকার (المَنَافِع)

উপকার ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্র :

মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহদের মতে বস্তুর মুনাফা ও উপকার সত্তাগতভাবে সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। এ মুনাফা ও উপকার তার মূল ও উৎস সংরক্ষিত হওয়ার মাধ্যমে গৃহীত ও সংরক্ষিত হয়। এ কারণে ইজারার বিভিন্ন সুরতে অর্থ দ্বারা এগুলোর বিনিময় দেওয়া যায়। এ সম্পর্কে তারা আরো বলেন, এ মুনাফা ও উপকার, তা নির্দিষ্ট বস্তুর উপকারিতা হোক বা ব্যক্তির উপকার হোক দায়ে আবশ্যক হওয়ার যোগ্য, যদি এগুলো মিছলী হয় বা গুণ বর্ণনার মাধ্যমে এগুলোর পরিচয় নির্ধারণ করা যায়। যেমন আইয়ান (الأَعْيَان) বা সত্তাগত বস্তুর এমন বৈশিষ্ট্যাবলি ও সার্বিক অবস্থা। এক্ষেত্রে বস্তু ও উপকারে কোনো পার্থক্য নেই।

এ মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে তারা ইজারায় বলেছেন, অনির্দিষ্ট বস্তুর নির্দিষ্ট গুণাবলির উপকার- দায়িত্বে আবশ্যক হওয়ার ভিত্তিতে ইজারা-চুক্তি করা জায়েয। তারা এর নাম দিয়েছেন দায়িত্বের ইজারা (إِجَارَة الذِّمَّة); যেহেতু মুনাফা-যা চুক্তিবদ্ধ বিষয়- এখানে যে ইজারা দিচ্ছে তার দায়িত্বের সাথে যুক্ত হচ্ছে; কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর সাথে যুক্ত হচ্ছে না।

যেমন কেউ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট গুণের জন্তু ভাড়া নিল, এ ক্ষেত্রে চুক্তির মাধ্যমে দাবিকৃত উপকার প্রদান ভাড়াদানকারীর দায়িত্বে ন্যস্ত থাকবে। ভাড়া প্রদানকারী যে জন্তুই উপস্থিত করবে তা দ্বারা এই জায়গা থেকে নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত গমন করা ভাড়া গ্রহণকারীর কর্তব্য। উপরিউক্ত কারণেই ভাড়াদানকারী যে জন্তু নির্দিষ্ট করে তা ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা এর হকদার বের হলে চুক্তি বাতিল হয় না। বরং তখন ভাড়া গ্রহণকারী তার কাছে সে জন্তু ফিরিয়ে দিয়ে অন্য জন্তু দেওয়ার দাবি করবে। কারণ, চুক্তিকৃত বিষয় এখানে অনির্দিষ্ট, তাই তা ভাড়া দানকারীর দায়িত্বভুক্ত। সুতরাং ভাড়া দানকারীর কর্তব্য, অন্য যে কোনো জন্তু উপস্থিত করে ভাড়া গ্রহণকারীকে চুক্তির মাধ্যমে দাবিকৃত উপকার পরিপূর্ণভাবে গ্রহণের সুযোগ দেওয়া।

মালেকী ও শাফেয়ী ফকীহগণ 'ইজারাতুয যিম্মাহ'কে উপকারের ক্ষেত্রে সালাম-চুক্তি হিসেবে বিবেচনা করেন। এ কারণে এই ইজারা সহীহ হওয়ার জন্য তারা মজুরি আগে দেওয়ার শর্ত করেন, যেমন সালামচুক্তিতে হয়ে থাকে। এ চুক্তি ইজারা বা সালাম বা অন্য যে শব্দেই হোক না কেন। এ শর্তে হাম্বলী ফকীহগণ

www.amarboi.org

তাদের সাথে একমত– যদি চুক্তি সালাম শব্দে হয়ে থাকে। অন্য কোনো শব্দে চুক্তি হলে তারা মজুরি আগে দেওয়া শর্ত বলে মনে করেন না।[১৭]

হানাফী ফকীহদের মতে, উপকারিতা সম্পদ গণ্য হয় না। কারণ তাদের মতে সম্পদের পরিচয় হলো : مَا يَمِيل إِلَيْهِ طَبْعُ الإِنْسَان ، وَيُمكِنُ ادِّخَارُهُ لِوَقْتِ الْحَاجَة 'মানবস্বভাব যে বস্তুর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে এবং প্রয়োজনের সময় ব্যবহারের জন্য যা সঞ্চিত রাখা যায়।'[১৮] আর উপকারিতা সংরক্ষণ ও সঞ্চয়ের উপযুক্ত নয়। যেহেতু এটি স্বনির্ভর কোনো বস্তু নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে এটি সৃষ্টি হয় এবং সময়ের সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। মুনাফাকে সম্পদ বিবেচনা না করা এবং দাইন ও দেনাকে সম্পদের সাথে নির্দিষ্ট করার কারণে তাদের মাযহাবমতে মুনাফা দায়িত্বে সাব্যস্ত ঋণ হওয়ার উপযুক্ত নয়। এ কারণে দায়িত্বে থাকা মুনাফা ও উপকারের উপর ভিত্তি করে সম্পাদিত ইজারা-চুক্তি তারা অনুমোদন করেন না; বরং ইজারা সহীহ হওয়ার জন্য ভাড়া দেওয়া বস্তু নির্দিষ্ট হওয়ার শর্ত করেন।[১৯]

দাইন যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্র ও ব্যতিক্রম অবস্থাগুলো (مَحَل تَعَلُّق الدَّيْن وَاسْتِثْنَاءَاتُه)

পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, ফকীহদের পরিভাষায় দাইন অর্থ : 'যে সম্পদ প্রদান ব্যক্তির দায়িত্বে আবশ্যক হয়।' সুতরাং দাইন যুক্ত হবে ঋণগ্রহীতার দায়িত্বের সাথে; তার সম্পদের সাথে নয়। সে সম্পদ ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার সময় তার মালিকানাধীন থাকুক বা তার পরে মালিকানাধীন হোক। তার সমুদয় সম্পদ তার দায়িত্বে সাব্যস্ত যে কোনো ঋণ পরিশোধের যোগ্য। অপরদিকে তার দায়ে থাকা ঋণ নিজ সম্পদে যে-কোনো হস্তক্ষেপে প্রতিবন্ধকও নয়।

সকল ঋণের ক্ষেত্রে এটাই মূলনীতি। তবে এই মূলনীতির ব্যতিক্রম কিছু অবস্থা রয়েছে; যে অবস্থাগুলোতে ঋণদাতার অধিকার সুদৃঢ় ও মজবুত করার জন্যে ঋণগ্রহীতার সম্পদের সাথে ঋণ যুক্ত হয়। যেমন :

---

১৭. ফাতহুল আযীয, খ. ১২, পৃ. ২০৫; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪০৬; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ৩৩৪; রওযাতুত তালিবীন, খ. ৫, পৃ. ১৭৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২০৮, ৩০১, খ. ৫, পৃ. ২৬২; হাশিয়া শাবরামাল্লিসী, আলা নিহায়াতিল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪১৮; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ৩৬০; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৫৫৬; আল-ফুরূক, কারাফীকৃত, খ. ২, পৃ. ১৩৩; মাইয়ারাতি আলা তুহফাতি ইবনি আসিম, খ. ২, পৃ. ৯৮; আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ৩০২; শরহুল খিরাশী, খ. ৭, পৃ. ৩; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, সুয়ূতী কৃত, পৃ. ২৮১; শরহুল উব্বী, আলা সহীহ মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ২৪৫

১৮. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১২৬

১৯. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা (৪৪৯ নং ধারা)য় আছে, ভাড়া দেওয়া বস্তু নির্দিষ্ট করা আবশ্যক। এ কারণে নির্ধারণ বা নির্দিষ্ট করা ছাড়া দুই দোকানের এক দোকান ভাড়া দেওয়া জায়েয নেই। মুরশিদুল হায়রান (৫৮০ নং ধারা)-য় আছে, ইজারা সহীহ হওয়ার জন্যে শর্ত হলো উভয় পক্ষের সম্মত হওয়া এবং ভাড়া দেওয়া বস্তু নির্দিষ্ট হওয়া।

www.amarboi.org

ঋণদাতা বন্ধক রাখার মাধ্যমে যে ঋণ মজবুত করেছে। এ ক্ষেত্রে ঋণের সম্পর্ক হবে বন্ধক রাখা বস্তুর সাথে। সুতরাং বন্ধককৃত বস্তুর মালিকের জন্য ঋণদাতার অনুমতি ছাড়া এই বস্তুতে হস্তক্ষেপ করার কোনো সুযোগ নেই। এ বস্তু দিয়ে ঋণ শোধ করার ক্ষেত্রে অন্য ঋণদাতার তুলনায় এই বন্ধকগ্রহীতা ঋণদাতার অধিকার অগ্রবর্তী হবে– এ বিষয়ে ফকীহদের কোনো মতভেদ নেই। দ্রষ্টব্য : رَهْن ، تَرِكَة ، إفْلاس

যে ঋণের কারণে ঋণগ্রহীতাকে লেনদেন করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে, ফকীহদের সবার মতে সে ঋণ ব্যক্তির সম্পদের সাথে যুক্ত হবে।[২০] কেননা কোনো দেউলিয়া ব্যক্তিকে লেনদেন-নিষিদ্ধ করার অর্থ ঋণদাতাদের স্বার্থে তাকে নিজ সম্পদ থেকে পৃথক করে দেওয়া।[২১] তা ছাড়া ঋণদাতাদের অধিকার যদি তার সম্পদের সাথে যুক্ত না হতো তাহলে তাকে লেনদেন-নিষিদ্ধ করায় কোনো উপকার হতো না। উপরন্তু তাদের দেওয়া ঋণ শোধ করার জন্যে এই দেউলিয়ার সম্পদ বিক্রি করা হবে। সুতরাং বোঝা গেল, পাওনাদারদের হক এই সম্পদের সাথে বন্ধককৃত সম্পদের মত যুক্ত।[২২]

স্মর্তব্য, এখানে ঋণ সংশ্লিষ্ট হবে ঋণগ্রহীতার মালিকানাধীন বস্তুর মূল্যমানের সাথে; অর্থাৎ ঋণগ্রহীতার এমন কোনো হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই, যা মালিকানাধীন বস্তুর মূল্যমান ক্ষুণ্ন করে। সুতরাং এই সম্পদের কোনো অংশ স্বেচ্ছাদান করা এবং এর দ্বারা লোকসানের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা- কোনোটাই করার সুযোগ নেই। কারণ, এর দ্বারা পাওনাদারদের অধিকার নষ্ট করা হয়। তবে এগুলোর দ্বারা লোকসানশূন্য আর্থিক বিনিময় গ্রহণ করা যাবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে বিনিময়ের কারণে যদিও একটি বস্তু মালিকানাশূন্য হচ্ছে, কিন্তু এর পরিবর্তে সমমূল্যের আরেকটি বস্তু মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। সুতরাং এই বস্তুগুলোর মূল্যমান অক্ষুণ্ন থাকছে।[২৩]

---

২০. আল-হিদায়া, খ. ৮, পৃ. ২০৭, (ছাপা. মায়মানিয়্যাহ, ফাতহুল কাদীরসহ); লক্ষণীয়, ইমাম আবু হানীফা রহ. দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ব্যক্তির লেনদেন নিষিদ্ধ করার পক্ষে মত দেন না। শরহুল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২৬২; ফাতহুল আযীয, খ. ১০, পৃ. ১৯৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৪১১, (সরকারী ছাপাখানা, মক্কা মুকাররমা); নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৩০৫

২১. শরহুল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২৬২

২২. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৪১১

২৩. আল হিদায়া, (মায়মানিয়্যা), খ. ৮, পৃ. ২০৬

www.amarboi.org

মৃত্যু পূর্ব শয্যাশায়ী অসুস্থ ব্যক্তির সম্পদে পাওনাদার ও ওয়ারিসদের অধিকার। এ ক্ষেত্রে তাদের অধিকার যুক্ত হবে তার সম্পদের সাথে, অথচ সুস্থ অবস্থায় এগুলোর সম্পর্ক ছিল তার দায়িত্বের সাথে। কারণ, মৃত্যুপূর্ব অসুস্থতা এমন অবস্থা, যে অবস্থায় মানুষের ব্যক্তিসত্তা ও যোগ্যতা শেষ হওয়ার উপক্রম হয়। পাশাপাশি এ অবস্থা, মৃত্যু পরবর্তী সময়ে যে পাওনাদার ও ওয়ারিসদের মালিকানায় তার সম্পদ চলে যাবে তাদের মালিকানা প্রতিষ্ঠার এটি ভূমিকা। এ থেকে যে ফলাফলে পৌছা যায় তা হচ্ছে, ঋণের সম্পর্ক হবে সরাসরি মুমূর্ষু রোগীর সম্পদের সাথে, অসুস্থতার পূর্বে যা ছিল তার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট। এর কারণ, অসুস্থতার কারণে দায় দুর্বল হয়ে পড়ে, অসুস্থতার কারণে মানুষ পরিশ্রম ও উপার্জন করায় অক্ষম হয়ে যায়। ফলে এই মুমূর্ষু ব্যক্তির ঋণের সংশ্লিষ্টতা - তার দায়িত্বের সাথে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও - ঋণ আদায়ের বিষয় সুদৃঢ় করার জন্যে তার দায়িত্ব থেকে পরিবর্তিত হয়ে যুক্ত হয় তার সম্পদের সাথে। তাই তাকে সম্পদ সংক্রান্ত এমন কার্যক্রমে সীমিত থাকতে হয়, যা পাওনাদারদের অধিকার ক্ষুণ্ন করে না। এ থেকে এ সমাধানেও পৌছা যায় যে, ওয়ারিসদের হক যুক্ত হবে তার সম্পদের সাথে, যেন তারা নিষ্কণ্টকভাবে তার দুই তৃতীয়াংশ সম্পদের মালিক হতে পারে– যদি ঋণ থাকে তবে সে ঋণ শোধ করার পর। তাই এই ব্যক্তির নিজ সম্পদ-সংক্রান্ত এমন হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ, যা ওয়ারিসদের হক নষ্ট করে। এক তৃতীয়াংশ সম্পদকে শরীয়ত অসুস্থ ব্যক্তির অধিকার সাব্যস্ত করেছে। অসুস্থ ব্যক্তির যে কল্যাণজনক খাত ভালো মনে হয় সেই খাতে সে এই সম্পদ ব্যয় করবে। সেটা অসুস্থ অবস্থায় নগদ দান হোক অথবা পরবর্তী সময়ের জন্যে অসিয়ত বা অন্য কোনোভাবে কৃত দান হোক।[২৪]

তবে এই অসুস্থ ব্যক্তির সম্পদের সাথে পাওনাদারদের অধিকার যুক্ত হওয়া এবং ওয়ারিসদের অধিকার যুক্ত হওয়ার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্য দু'টি বিষয়ে প্রতিভাত হয় :

প্রথম : পাওনাদারদের অধিকার অসুস্থ ব্যক্তির সম্পদের সাথে যুক্ত হয় গুণগত বিচারে; মূল বস্তুর সাথে নয়। অর্থাৎ তাদের অধিকার অসুস্থ ব্যক্তির মালিকানাধীন বস্তুগুলোর সত্তার সাথে যুক্ত হয় না। বরং এগুলোর মাঝে বিদ্যমান

---

২৪. কুররাতু উয়ূনিল আখয়ার, খ. ২, পৃ. ১২৭; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৬৫; শরহুল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ৩০৫; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫০৮, (প্রকাশ. আল-মানার, ১৩৪৮ হি.); কাশফুল আসরার, 'আলা উসূলিল বাযদাবী, খ. ৪, পৃ. ১৪২৭, (প্রকাশ. ইস্তাম্বুল, ১৩০৭ হি.); ফাওয়াতিহুর রাহামূত, খ. ১, পৃ. ১৭৪; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৭, পৃ. ২২৪

www.amarboi.org

মূল্যমানের সাথে অধিকার যুক্ত হয়। কেননা তার সম্পদের সাথে এদের হক যুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে ঋণ আদায়ের সুযোগ করে দেওয়া।[২৫]

অসুস্থ ব্যক্তির সম্পদের সাথে ওয়ারিসদের অধিকার যুক্ত হওয়ার বিষয়ে ফকীহদের মতভেদ রয়েছে। তাদের অধিকার যুক্ত হবে কি মালিকানাধীন বস্তুগুলোর সত্তার সাথে না সেগুলোর মূল্যমানের সাথে?

এ ক্ষেত্রে ফকীহদের দু'টি মত রয়েছে :
মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণ, ইবনে আবী লায়লা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.-এর মতে : এই অধিকার অন্য পাওনাদারের অধিকারের মতো মুমূর্ষু রোগীর সম্পদের সাথে যুক্ত হবে গুণগত বিচারে; সত্তাগতভাবে নয়। সুতরাং তৃতীয় ব্যক্তি বা ওয়ারিসের সাথে এই ব্যক্তির কেনাবেচা বৈধ হবে। কেননা তার এই কার্যক্রমের দরুন ওয়ারিসদের হক অর্থাৎ সমুদয় বস্তুর মূল্যমান ক্ষুণ্ন হচ্ছে না। সুতরাং ওয়ারিস ও তৃতীয় ব্যক্তি এই কেনাবেচার ক্ষেত্রে সমান।[২৬]

আবু হানীফা ও হাম্বলী ফকীহ আবুল খাত্তাব রহ.-এর মতে এই অধিকার কখনো গুণগত ও সত্তাগত বিচারে মুমূর্ষু রোগীর সম্পদের সাথে যুক্ত হবে, আবার কখনো শুধু গুণগতভাবে যুক্ত হবে; সত্তাগতভাবে নয়। সুতরাং মুমূর্ষু রোগী যদি ওয়ারিস ছাড়া অন্য কারো সাথে কেনাবেচা করে, তাহলে ওয়ারিসদের হক যুক্ত হবে সম্পদের মূল্যমানের সাথে। সুতরাং বাজারমূল্যে সম্পদ বিক্রি করা যাবে; বাজারমূল্যের কমে নয়। অপরদিকে যদি কোনো ওয়ারিসের সাথে কেনাবেচা করে তাহলে তখন ওয়ারিশদের অধিকার যুক্ত হবে যুগপৎ মালিকানাধীন সম্পদের সত্তা ও মূল্যমানের সাথে। সুতরাং মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্য সবাইকে বাদ দিয়ে কোনো এক ওয়ারিসকে কোনো বস্তু দেওয়ার সুযোগ নেই, যদিও সে বাজারমূল্যেই তার নিকট তা বিক্রি করে। কেননা অগ্রাধিকার দেওয়া যেমন বিনিময় ছাড়া স্বেচ্ছাদানের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তেমনি নিজের পছন্দমতো সম্পদ কাউকে একান্ত করে দেওয়ার মাধ্যমেও হয়ে থাকে, যদিও এর বিনিময়ে নেওয়া হয় বস্তুটির বাজারমূল্যের সমান মূল্য।[২৭]

---

[২৫]. হাশিয়া দুসূকী 'আলাশ শারহিল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ৩০৭

[২৬]. কাশফুল আসরার, খ. ৪, পৃ. ১৪৩১; আল-মাবসূত, খ. ১৪, পৃ. ১৫০; ইখতিলাফু আবী হানীফা ও ইবনি আবী লায়লা, পৃ. ২৯; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৯৩, (বুলাক, ১২৯৯ হি.); আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪৬০; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৪০৮, ৪১৭; আল-মুদাওয়ানা, খ. ৩, পৃ. ২২২, (আল মাতবাআতুল খায়রিয়্যাহ, ১৩৪৮ হি.); আল-মুগনী, খ. ৬, পৃ. ৪২১, (প্রকাশ. আলমানার, ১৩৪৮ হি.); আল-ইনসাফ, খ. ৭, পৃ. ১৭২

[২৭]. কাশফুল আসরার, খ. ৪, পৃ. ১৪৩২; আল-মাবসূত, খ. ১৪, পৃ. ১৫০; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৯৩, (বুলাক, ১২৯৯ হি.); আল-উকূদুদ দুররিয়্যা, ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ২৬৮; ফাতাওয়া কাযীখান, খ. ২, পৃ. ১৭৭; আল-ইনসাফ, খ. ৭, পৃ. ১৭২

www.amarboi.org

ওয়ারিস ও পাওনাদারদের মাঝে অপর একটি পার্থক্য হলো, মুমূর্ষু ব্যক্তির সম্পদে পাওনাদারদের অধিকার ওয়ারিসদের অধিকার থেকে অগ্রবর্তী। কেননা ঋণ পরিশোধ করার পরই মীরাছ বণ্টন করা হয়। সুতরাং পাওনাদারদের অধিকার যুক্ত হবে তার সমুদয় সম্পদের সাথে, যদি তার ঋণ হয়ে থাকে পূর্ণ সম্পদ পরিমাণ। অথচ ওয়ারিসদের অধিকার ঋণ পরিশোধ করার পর দুই তৃতীয়াংশ সম্পদের চেয়ে বেশি অংশের সাথে যুক্ত হয় না, যেহেতু নিজ সম্পদের এক-তৃতীয়াংশে স্বেচ্ছাদানমূলক কার্যক্রমের সুযোগ মুমূর্ষু ব্যক্তির রয়েছে, সে দান নগদ হোক বা মৃত্যু পরবর্তী সময়ের সাথে যুক্ত হোক। মৃত্যু পরবর্তী হলে তার এই কার্যক্রম অসিয়তের বিধান গ্রহণ করবে।

লেনদেন-নিষিদ্ধ ঋণগ্রহীতার ঋণ শোধ করার জন্যে তার সম্পদ বিক্রি করার সময় বিক্রি খাতে যা ব্যয় হবে, যেমন নিলাম আহ্বানকারী, কুলি ও ওজনকারী ইত্যাদি খাতের খরচ যুক্ত হবে ঋণগ্রহীতার সম্পদের সাথে। এই খরচগুলো সকল ঋণের আগে শোধ করতে হবে।[২৮]

নিঃস্ব ঋণগ্রহীতার সম্পদ থেকে যে আসবাব শাসক বিক্রি করবেন সে আসবাবের ক্রেতার পক্ষ থেকে প্রদত্ত মূল্য, যদি এই আসবাবের কোনো হকদার বের হয় (ফলে আসবাব সে হকদারকে দিয়ে দিতে হয়) এবং কব্জাকৃত মূল্য অবশিষ্ট না থাকে তাহলে তা ঋণগ্রহীতার সম্পদের সাথে যুক্ত হবে। এই ক্রেতা পণ্যের যে মূল্য দিয়েছে তা শোধ করা হবে সকল পাওনার আগে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতাকে অন্য পাওনাদারদের সাথে মিলানো হবে না, যেন মানুষ নিঃস্ব ব্যক্তির সম্পদ কিনতে অনাগ্রহী না হয়।[২৯]

শিল্পশ্রমিক যেমন- রঞ্জক, তাঁতি ও দর্জি যে পাওনার হকদার হয় নিজ কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে, যদি কাপড়ের মালিক দেউলিয়া হয়ে যায় আর কাপড় এদের হাতে থাকে, তাহলে তাদের পাওনা তাদের হাতে থাকা কাপড়ের সাথে সম্পৃক্ত হবে এবং এ পাওনা অন্য পাওনাদারের আগে শোধ করতে হবে।[৩০]

আল-মুদাওওয়ানা গ্রন্থে এসেছে, "কেউ যদি নিঃস্ব হয়, আর তার অলংকার থাকে অলংকার প্রস্তুতকারকের হাতে প্রস্তুত অবস্থায়, তাহলে এ ব্যক্তি অলংকার

---

২৮. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ,. ৪, পৃ. ৩১৭; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৪৩৪; হাশিয়া শিরওয়ানী আলা তুহফাতিল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ১৩৫; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২৮৪

২৯. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৩১৭; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ১৩৫

৩০. আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ৩৪৭; আল-বাহজা শরহুত তুহফা, তাসাওউলী কৃত, খ. ২, পৃ. ৩৩৩; শরহু মাইয়ারা আলা তুহফাতি ইবনি আসিম, খ. ২, পৃ. ২৪২

www.amarboi.org

থেকে নিজ পারিশ্রমিক গ্রহণের বেশি হকদার। এ ক্ষেত্রে অন্য পাওনাদার তার সাথে যোগ হবে না। তার হাতে থাকা এই অলংকারকে বন্ধককৃত সম্পদের মতো বিবেচনা করা হবে"।[৩১]

"প্রত্যেক শিল্প কারিগর যেমন দর্জি, রঞ্জক, অলংকার-কারিগর ইত্যাদি ব্যক্তি তাদের হাতে থাকা অন্যের সম্পদ থেকে -সে সম্পদের মালিক মারা গেলে বা দেউলিয়া হলে উভয় অবস্থায়- নিজ পাওনা উসুল করার ক্ষেত্রে অন্য পাওনাদার থেকে বেশি হকদার। এমনিভাবে যাকে পণ্য বহনের জন্য মজুরির বিনিময়ে নিয়োগ দেওয়া হয়, সে যদি এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পণ্যটি বহন করে, আর পণ্যের মালিক মারা যায় বা দেউলিয়া হয় তাহলে উভয় অবস্থায় সে পণ্য থেকে নিজ পাওনা উসুল করার ক্ষেত্রে অন্য পাওনাদার থেকে বেশি হকদার।"[৩২]

ভাড়া দেওয়া জমির মালিক জমির ভাড়া হিসেবে যে পাওনার হকদার হয়, যদি ভাড়াগ্রহীতা চাষাবাদের পর নিঃস্ব হয়, তাহলে এই পাওনা চাষকৃত ফসলের সাথে যুক্ত হবে। এই ফসল থেকে পাওনা প্রদানকালে ভাড়াগ্রহীতা অন্য পাওনাদারের আগে জমির মালিককে তার পাওনা বুঝিয়ে দিতে হবে।[৩৩]

তাসাওউলী বলেন, কেননা জমির ভাড়া আদায়ের ক্ষেত্রে জমির মালিকের হাতে ফসল যেন বন্ধকরূপে রয়েছে। সুতরাং ফসল বিক্রি করে ফসলের মূল্য থেকে জমির ভাড়া উসুল করা হবে।[৩৪] অনুরূপভাবে যাকে জমি ও খেজুর বাগান ইত্যাদিতে পানি সিঞ্চনের জন্য শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়, আর সে পানি দেয়, এরপর জমি বা খেজুর বাগানের মালিক নিঃস্ব হয়ে যায়, তাহলে এই জমি বা বাগান থেকে নিজ পাওনা বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রে এই শ্রমিক মালিকের অন্য পাওনাদার থেকে বেশি হকদার, যে পর্যন্ত না তার পাওনা সে পূর্ণরূপে উসুল করে নেয়।[৩৫]

যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে মারা যায়, তার দায়িত্বে ঋণ ছিল যা পরিশোধ করা আবশ্যক ছিল, সে ঋণ তার পরিত্যক্ত সম্পদের সাথে যুক্ত হবে, যেভাবে বন্ধকের সাথে ঋণ যুক্ত থাকে। শরীয়ত এই যুক্ত থাকাকে সাব্যস্ত করেছে, যেন মৃত ব্যক্তি নিজ ঋণের

---

৩১. আল-মুদাওয়ানা, খ. ১৩, পৃ. ২৩৯, মাতবাআতুস সাআদাহ, মিসর, ১৩২৩ হি.

৩২. প্রাগুক্ত

৩৩. শরহু মাইয়ারা আলা তুহফাতি ইবনি আসিম, খ. ২, পৃ. ২৪২; আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ৩৪৭

৩৪. আল-বাহজা শরহুত তুহফা, তাসাওউলী কৃত, খ. ২, পৃ. ৩৩৩

৩৫. আল-মুদাওয়ানা, খ. ১৩, পৃ. ২৩৮

www.amarboi.org

দায় থেকে মুক্ত হতে পারে। সুতরাং এমন ঋণের ক্ষেত্রে যা সঙ্গত তা হচ্ছে, ওয়ারিস মৃত ব্যক্তির সম্পদে কোনো প্রভাব বিস্তার করবে না।[৩৬]

যে ভাড়াগ্রহীতা আগে মজুরি পরিশোধ করেছে এবং ভাড়া দেওয়া বস্তু হস্তগত করেছে, যদি ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ভাড়াদাতা ব্যক্তির মৃত্যুর দরুন ইজারা চুক্তি বাতিল হয়ে যায়, তাহলে ইজারা দেওয়া বস্তুটির সাথে ইজারার অবশিষ্ট সময়ের পরিবর্তে প্রদত্ত মজুরি ঋণ হিসেবে যুক্ত থাকবে। মারা যাওয়া ব্যক্তির সম্পদ যদি ঋণের দায়ে বিক্রি করা হয় তাহলে ভাড়াগ্রহীতা ব্যক্তির ঋণ অন্যদের থেকে আগে উসুল করা হবে। এই মত হানাফী ফকীহদের মত অনুসারে, যারা বলেন, ইজারার দুই পক্ষের একপক্ষ মারা গেলে চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। ইবনে আবিদীন বলেন, যদি সে আগে ভাড়া দেয়, এরপর ভাড়াটিয়া মারা যায়, তাহলে ভাড়া নেওয়া বাড়িটি অবশিষ্ট ভাড়ার দিন পর্যন্ত তার দখলে থাকবে।[৩৭]

ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার কারণসমূহ (أَسْبَابُ ثُبُوتِ الدَّيْنِ)

মৌলিকভাবে প্রত্যেক মানুষ সকল ঋণ, দেনা ও দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকবে, এটিই স্বাভাবিক, যতক্ষণ না এমন কোনো কারণ পাওয়া যায় যা ঋণ বা দায় আবশ্যক করে। এ কারণে যে কোনো দেনা সাব্যস্ত হওয়ার জন্যে এমন আবশ্যকীয় কারণ থাকা জরুরি যা দেনা সাব্যস্ত হওয়া দাবি করে। ফিকহের কিতাবাদি ঘাঁটলে দেনা সাব্যস্ত হওয়ার বিভিন্ন কারণ পাওয়া যায়। তবে নয়টি কারণের মাঝে কারণগুলোকে সীমিত করা যায় :

প্রথম কারণ : সম্পদ আদায়ের দায়গ্রহণ (الِالْتِزَامُ بِالْمَالِ) : তা এমন চুক্তিতে হতে পারে যা উভয় পক্ষের সম্মতিতে হয়েছে, যেমন কেনাবেচা, সালাম, ইজারা, বিয়ে, সম্পদের বিনিময়ে তালাক, হাওয়ালা, সম্পদের কাফালাত, অর্ডারগ্রহণ ইত্যাদি অথবা তা একপক্ষের ইচ্ছায় হয়েছে; যেমন সকল ফকীহের মতে সম্পদের মানত অথবা কোনো ভালো কাজ আবশ্যক করা, যা মালেকী ফকীহদের মত।[৩৮]

---

৩৬. আল-হিদায়া, খ. ৯, পৃ. ৪৩৬, (মায়মানিয়্যা, ১৩১৯হি.); রওযাতুত তালিবীন, খ. ৪, পৃ. ৮৪; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৩৪; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২৮৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৪২৭; আয-যুরকানী আলা খলীল, খ. ৮, পৃ. ২০৩; মিনাহুল জলীল, খ. ৪, পৃ. ৬৯৭

৩৭. রদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ৪৮৪, (বুলাক, ১২৭২ হি.)

৩৮. যেহেতু মালেকীদের মতে হিবা, দান, পুরস্কার বা কর্জ ইত্যাদির মাধ্যমে মানুষ ব্যক্তিগত পর্যায়ে যা কিছু আবশ্যক করে নেয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, সদাচার ও সওয়াব কামনায় মানুষের মাঝে যা প্রচলিত, সওয়াব ও উত্তম আচারের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে যেগুলো করা

www.amarboi.org

উদাহরণ হিসেবে কর্জের ক্ষেত্রে কর্জগ্রহীতা এই দায় আবশ্যক করে নেয় যে, সে কর্জদাতাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ফেরত দেবে অথবা মিছলী বস্তুর একটা পরিমাণ ফেরত দেবে, যা সে তার নিকট থেকে কর্জ নিয়েছিল এবং তার দায়িত্বে সেটা ঋণ হিসেবে আবশ্যক হয়েছিল।

তবে বিনিময়মূলক চুক্তিতে যে পাওনা আবশ্যিক হয়, সে পাওনার পরিবর্তে যে বস্তুটি প্রদত্ত হয় তা কব্জা করা ছাড়া তা আবশ্যক হওয়ার পর দায়িত্বে স্থির থাকে না। যেহেতু কব্জা করা হলে পাওনা পরিশোধ অসম্ভব হওয়ার কারণে চুক্তি বাতিল হওয়ার আশঙ্কা থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তবে একপ্রকার পাওনা এই নিয়মের বহির্ভূত। তা হলো সালাম চুক্তির পাওনা। এই পাওনা যদিও আবশ্যক, তবু তা দায়িত্বে স্থির ঋণ নয়। যেহেতু সালামকৃত বস্তু হঠাৎ বাজারশূন্য হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে। আর তা হলে সালাম চুক্তি বাতিল হবে এবং পাওনা রহিত হয়ে যাবে।

এর কারণ, যে কোনো বিনিময়মূলক চুক্তিতে পাওনা দায়িত্বে স্থির হওয়ার অর্থ, উল্লিখিত পাওনা ফিরে পাওয়া অসম্ভব হওয়ার কারণে চুক্তি বাতিল হওয়ার আশঙ্কা থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া। উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ অসম্ভব হয়ে পড়ে, যদি সে পাওনা জাতীয় জিনিস না থাকে এবং পাওনার বদলে অন্য বস্তু দিয়ে বিনিময় প্রদান অসম্ভব হয়। ব্যতিক্রমী বিধান শুধু সালামচুক্তির ক্ষেত্রেই হতে পারে; অন্য কোনো চুক্তির ক্ষেত্রে নয়। কারণ অন্য চুক্তির ক্ষেত্রে বদল বস্তু বাজারশূন্য হয়ে গেলেও এর বিনিময় দেওয়ার সুযোগ আছে।[৩৯]

দ্বিতীয় কারণ : অবৈধ কাজের কারণে ব্যক্তির উপর আবশ্যক হওয়া দেনা। যেমন : হত্যার কারণে আবশ্যক দিয়্যত, অঙ্গহানির কারণে আবশ্যক

হয়- এগুলো যে আবশ্যক করে তার জন্য আবশ্যক হয়ে যায়। এগুলোর কোনোটা আবশ্যক করে তা ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ নেই। এ ক্ষেত্রে হকগ্রহীতার অধিকার রয়েছে যদি বস্তু নির্দিষ্ট হয় তা নিয়ে কাজীর দরবারে ঝগড়া করার, যেন কাজী ঐ বস্তু তার বলে রায় দেন।

হাত্তাবী কৃত 'তাহরীরুল কালাম ফী মাসাইলিল ইলতিযাম' (উলায়শ কৃত ফাতহুল আলী আল-মালিক, (ছাপা. ১৯৫৮ খৃ.) কিতাবের সাথে মুদ্রিত) কিতাবের খ. ১, পৃ. ২১৯-এ এসেছে, যদি কেউ অপরকে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত, খরচদাতা বা খরচগ্রহীতা কারোর জীবনভর, বা যায়েদ আসা পর্যন্ত বা অনির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত খরচ দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে তার জন্য অপরকে (মেয়াদস্থ পূর্ণসময়) খরচ দেওয়া আবশ্যক, যে পর্যন্ত না সে মারা যায় বা দেউলিয়া হয়। কেননা ইবনে রুশদের বক্তব্য হলো, ইমাম মালিক রহ. এবং তাঁর শিষ্যদের মাযহাবমতে- সদাচার যে নিজের জন্য আবশ্যক করে নেয় তার দায়ে আবশ্যক হয়ে যায়, যে পর্যন্ত সে মারা না যায় বা দেউলিয়া না হয়।

৩৯. আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, সুয়ূতী কৃত, পৃ. ৩২৬; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, ইবনে নুজাইম কৃত, পৃ. ৩৫০

www.amarboi.org

ক্ষতিপূরণ, অন্যের সম্পদ নষ্ট করার কারণে আবশ্যক ক্ষতিপূরণ, আমানতের বস্তুতে অন্যায় হস্তক্ষেপের জরিমানা, নিজ জিম্মায় থাকা সম্পদ সংরক্ষণে অবহেলার ক্ষতিপূরণ, যেমন 'ব্যক্তিগত/নিজস্ব' শ্রমিকের কর্তৃত্বে থাকা সম্পদ সে ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করা বা ইচ্ছাকৃতভাবে সংরক্ষণে ত্রুটি করার অর্থদণ্ড।[৪০]

এ জাতীয় আরেকটি হলো, যদি কেউ এমন কোনো দলিল বা প্রমাণপত্র বিনষ্ট করে, যাতে অন্যের কাছে তার কোনো পাওনা লেখা ছিল, আর এ প্রমাণ নষ্ট হওয়ার কারণে তার পাওনা বাতিল হয়ে যায়, তাহলে এ বিনষ্টকারী ব্যক্তির জন্যে ঐ পাওনা আদায় করা আবশ্যক হবে।[৪১]

তৃতীয় কারণ : সংরক্ষকের কর্তৃত্বে থাকা অবস্থায় কোনো সম্পদ নষ্ট হওয়া, যদি তার কর্তৃত্ব জিম্মাদারির হয়ে থাকে। নষ্ট হওয়ার কারণ যা-ই হোক না কেন, যেমন জবরদখলকারীর হাতে দখলকৃত বস্তু নষ্ট হওয়া, সাধারণ শ্রমিকের হাতে বা দরদামের জন্যে কব্জাকারীর হাতে পণ্য নষ্ট হওয়া ইত্যাদি।

চতুর্থ কারণ : শরীয়ত যে বিষয়কে সম্পদ প্রদানের মৌলিক কারণ নির্ধারণ করেছে তা বাস্তবায়িত হওয়া। যেমন যাকাতের সম্পদের ক্ষেত্রে বছর অতিক্রান্ত হওয়া, বিয়ের খোরপোষের জন্যে স্ত্রীকে নিজের আওতায় রাখা, নিকটাত্মীয়ের খরচের ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজন ইত্যাদি। এ জাতীয় কোনো কারণ পাওয়া গেলে তখন এই পাওনা প্রদান ঐ ব্যক্তির দায়িত্বে আবশ্যক হয়, শরীয়ত যার ওপর তা দেওয়া আবশ্যক করেছে।

পঞ্চম কারণ : শাসকের পক্ষ থেকে সক্ষমদের উপর আবশ্যককৃত অর্থসংক্রান্ত দায়, সাধারণ জনগণের প্রয়োজন পূরণ করার জন্যে, বিপদগ্রস্তদের সহযোগিতায় অথবা প্রচণ্ড ভূমিধস, ব্যাপক অগ্নিকাণ্ড বা তীব্র যুদ্ধ ইত্যাদি কারণে (যে কারণগুলো হঠাৎ আপতিত হয় এবং শাসক সে ক্ষতিগুলোকে তৎক্ষণাৎ সামাল দিতে বা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে অসমর্থ হয়) ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় অংশ নেওয়ার জন্যে, যদি বাইতুল মাল থেকে শাসক সে প্রয়োজন পূরণে অক্ষম হয়।[৪২]

---

৪০. আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, ইবনু জুযাই কৃত, পৃ. ৩৬০; আল-ফুরূক, কারাফী কৃত, খ. ২, পৃ. ২০৬

৪১. এ মত বলেছেন ইমাম তাকীউদ্দীন সুবকী রহ.। উদ্ধৃত করেছেন তাঁর পুত্র তাজুউদ্দীন সুবকী, তাবাকাতুশ শাফিয়ীয়্যা আল-কুবরা গ্রন্থে, খ. ১০, পৃ. ২৩২, (প্রকাশক : ঈসা হালাবী); আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ৩৬১; আল-ফুরূক, কারাফীকৃত, খ. ২, পৃ. ২০৬

৪২. রদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৩৩৬, (প্রকাশক : মুস্তফা হালাবী); নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৮, পৃ. ৫০; হাশিয়াতুল জুমাল, খ. ৩, পৃ. ৫৮৮, খ. ৪, পৃ. ১৮৩; আল-জামি' লি

www.amarboi.org

তবে কিছু শর্ত ছাড়া এই দায় চাপানো যাবে না :

প্রথম শর্ত : প্রয়োজন নির্দিষ্ট হওয়া। যদি সে প্রয়োজন পূরণে বাইতুল মাল সমর্থ হয় তাহলে আর্থিকভাবে সক্ষমদের উপর কোনো দায় চাপানো যাবে না।

দ্বিতীয় শর্ত : এই খাতে জমাকৃত সম্পদে ইনসাফভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ করা। মুসলিমদের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কাউকে এই সম্পদের অংশ প্রদান না করা। কোনো অপচয়ে এ সম্পদ ব্যবহৃত হতে না দেওয়া। হকদার ছাড়া কাউকে এ সম্পদে অংশ না দেওয়া এবং কোনো হকদারকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রদান না করা।

তৃতীয় শর্ত : প্রয়োজন ও উপকার অনুপাতে যথাযথ খাতে এই সম্পদ খরচ করা, নিজের মর্জিমাফিক ব্যয় না করা।

চতুর্থ শর্ত : এ দায় এমন ব্যক্তির উপর চাপানো যাবে যে কোনো ক্ষতি বা বিরাট কষ্ট ছাড়া এই দায় পূরণে সক্ষম। আর যে ব্যক্তির কিছুই নেই, অথবা যার সামান্য সম্পদ আছে; তার ওপর কোনো দায় চাপানো যাবে না।

পঞ্চম শর্ত : সদাসর্বদা এই পরিস্থিতির খোঁজ রাখতে থাকা। কেননা এমন সময় আসতে পারে, যখন লোকজনের কাছে প্রচুর সম্পদ থাকার দরুন তাদের বাইতুল মালে থাকা সম্পদের প্রয়োজন পড়বে না। তখন আর সম্পদ বিতরণ করা হবে না। তেমনিভাবে যদি শারীরিক শ্রমদানের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন হয়, অর্থ সে প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট না হয় এবং তখন লোকদেরকে প্রয়োজনের চাহিদা অনুসারে সহযোগিতা করতে বাধ্য করা হবে সক্ষমতা থাকা এবং কল্যাণ নির্ধারিত হওয়ার শর্তে।[৪৩]

ষষ্ঠ কারণ : কোনো সম্পদ আদায় আবশ্যক মনে করে তা প্রদান করা; এরপর প্রতিভাত হলো যে, তার এ সম্পদ প্রদানের দায়িত্ব ছিল না। যেমন কেউ অপরকে অর্থ দেয় এ কথা মনে করে যে, তার উপর এটা পাওনা হিসেবে দেওয়া আবশ্যক ছিল। অথচ বাস্তবে তার পাওনা ছিল না। এ ক্ষেত্রে তার অধিকার আছে গ্রহীতার নিকট থেকে নাহক ভাবে নেওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনা। আর এ সম্পদ গ্রহীতার দায়ে ঋণ হিসেবে থাকবে। এর কারণ, যে অন্যের সম্পদ অধিকার ছাড়া নেয়, তার জন্যে ঐ সম্পদ ফেরত দেওয়া আবশ্যক।[৪৪]

আহকামিল কুরআন, কুরতুবী কৃত, খ. ২, পৃ. ২৪২; আল-মি'য়ার, ওয়ানশারীসী কৃত, খ. ১১, পৃ. ১৩১, (প্রকাশ. আল-আওকাফুল মাগরিবিয়্যা); আল-মুসতাসফা, খ. ১, পৃ. ৩০৪

৪৩. আল-মি'য়ার, ওয়ানশারীসী কৃত, খ. ১১, পৃ. ১২৭-১২৮

৪৪. এ মাসআলা এ মৌলিক ফিকহী মূলনীতির শাখা-(لا يجوز لأحد اخذ مال أحد بلا سبب شرعي) কারো জন্যে অপরের সম্পদ শরয়ী কারণ ছাড়া নেওয়া জায়েয নেই। মাজাল্লাতুল

www.amarboi.org

'মুরশিদুল হায়রান' গ্রন্থের ২০৭ নং ধারায় আছে, যদি কেউ অন্যকে কোনো কিছু দেওয়া আবশ্যক মনে করে দেয়; এরপর স্পষ্ট হয় যে, তার জন্য দেওয়া আবশ্যক ছিল না, তাহলে নাহকভাবে নেওয়া অর্থ গ্রহীতার নিকট থেকে নিজ সম্পদে ফেরত আনার সুযোগ রয়েছে তার।

সপ্তম কারণ : আবশ্যক আর্থিক দায়, যা একজনের অনুরোধে অন্যজন তার পক্ষ থেকে আদায় আবশ্যক করে নেয়। যেমন কেউ অপরকে নিজ পাওনা শোধ করার আদেশ করল, এরপর সে ব্যক্তি নিজ সম্পদ থেকে তার ঋণ আদায় করল। তাহলে সে যা শোধ করবে তা আদেশকারীর দায়িত্বে ঋণ হিসেবে থাকবে। তার নিকট থেকে সে এ ঋণ উসুল করবে। আদেশদাতা উসুল করার শর্ত করুক, যেমন সে বলল, তুমি আমার পক্ষ থেকে উসুল করে দাও এই শর্তে যে, আমি তোমার পাওনা উসুল করে দেব; অথবা শর্ত না করে শুধু পরিশোধের অনুরোধ করল, যেমন বলল, তুমি আমার পাওনা আদায় করে দাও, এরপর সে পাওনা আদায় করল, উভয় অবস্থায় হুকুম অভিন্ন।[৪৫]

এর উদাহরণ হলো, একজন অপরজনকে তার জন্য কোনো কিছু কেনার অথবা ভবন, দোকান বা অন্য কিছু নির্মাণের অনুরোধ করল। এরপর সে ব্যক্তি উক্ত কাজ করল, তাহলে সে অনুরোধকারীর নিকট থেকে নিজের ব্যয়িত সম্পদ উসুল করবে। তার সাথে উসুল করার শর্ত করা হোক বা না হোক।[৪৬] অনুরূপভাবে কেউ অপরকে অনুরোধ করল, তার পক্ষ থেকে সম্পদের কাফীল হওয়ার, এরপর সে কাফালাত গ্রহণ করল। এরপর কাফীল তার নেওয়া আর্থিক দায় পূর্ণ করল, তাহলে সে যার অনুরোধে কাফালাত গ্রহণ করেছে সে ব্যক্তির পক্ষ থেকে যা প্রদান করেছে, তা তার নিকট থেকে গ্রহণ করবে।[৪৭]

আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ৯৭; আল-মুবদি', শরহুল মুকান্না, ইবনু মুফলিহ কৃত, খ. ৪, পৃ. ২০২।

৪৫. রদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৬৭৪, (প্রকাশক : হালাবী, ১৩৮৬হি.); তাকমিলা রদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৩৩৪; ইখতিলাফুল ফুকাহা, ইবনু জারীর তবারীকৃত, খ. ২, পৃ. ৬২; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪৪৮; ফাতহুল আযীয, খ. ১০, পৃ. ৩৮৯; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১৫০৬; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ১৯৮ ও ১৯৯

৪৬. তাকমিলা রদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ৩৩৪; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১৫০৮; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ২০০

৪৭. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২৭১; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৮৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪৪৭; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৪৯; ফাতহুল আযীয, খ. ১০, পৃ. ৩৯০; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ৮৬২; আল-ইশরাফ, কাযী আবদুল ওয়াহহাব কৃত, খ. ২, পৃ. ২১, (প্রকাশ. তিউনিস)

www.amarboi.org

অনুরূপভাবে কোনো ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে এমন কারো কাছে হাওয়ালা করল যার নিকট ঋণদাতার পাওনা নেই। যার নিকট হাওয়ালা করা হয়েছে সে সন্তুষ্টচিত্তে হাওয়ালা গ্রহণ করল এবং ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে অনুরোধের ভিত্তিতে হাওয়ালা করা ঋণ শোধ করল, তাহলে হাওয়ালা করা ব্যক্তি ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে তার শোধ করা সম্পদ আদায় করবে।[৪৮]

অষ্টম কারণ : তীব্র প্রয়োজনের সময় শরীয়ত অনুমোদিত কাজ, যার দরুন অন্যের সম্পদ নষ্ট হয়। যেমন কেউ নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যে অনুমতি ছাড়া অন্যের খাবার খেল। শরীয়তের পক্ষ থেকে তীব্র প্রয়োজনের ভিত্তিতে এভাবে অনুমতি ছাড়া অন্যের খাবার গ্রহণের সুযোগ প্রদানের অর্থ এই নয় যে, খাবার গ্রহণকারীর নিকট থেকে এই খাবারের আর্থিক দায় রহিত করা হয়েছে। সে যা নষ্ট করেছে এর অনুরূপ বস্তু ঋণ হিসেবে সাব্যস্ত হবে না এবং এর মূল্য মালিকের কাছে প্রদেয় হিসেবে নিজ জিম্মায় আবশ্যক হবে না– ব্যাপারটি তা নয়। অতএব, জরিমানা দিতে হবে। শরীয়তের ওজর কোনো চুক্তিক্ষেত্রের সুরক্ষার পরিপন্থী নয়। এবং তীব্র প্রয়োজনের কারণে কোনো কিছু বৈধ হওয়ার অর্থ বস্তুর জামানত রহিত হওয়া নয়।[৪৯] বরং শরীয়তের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপের সাধারণ অনুমতি দানের অর্থ হচ্ছে, গুনাহ ও শাস্তির পাকড়াও রহিত করা। কোনো বস্তু নষ্ট করার দায় থেকে মুক্তি দেওয়া নয়। তবে বস্তুর মালিক অনুমতি দিলে ভিন্ন কথা।[৫০] ফিকহের মৌলিক মূলনীতি : الاضْطِرَارُ لاَ يُبْطِل حَقَّ الْغَيْر 'তীব্র প্রয়োজন অন্যের অধিকার বাতিল করে না' এর পক্ষে অন্যতম দলিল। এটি মাজাল্লায় অন্তর্ভুক্ত ৩৩ নং মূলনীতি। এই মাসআলার পক্ষে মত দিয়েছেন সকল মাযহাবের ফকীহগণ, হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী ও প্রসিদ্ধ বর্ণনা অনুসারে মালেকী ফকীহগণ এবং অন্যরাও।[৫১]

---

৪৮. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩৪৪৩, (প্রকাশ. মাতবাআতুল ইমাম); রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২৯৪; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ১৭৪; ফাতহুল আযীয, খ. ১০, পৃ. ৩৩৯; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫৭৯; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ২৩১; আল মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৪৫; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৭২; আল-বাহজা শরহুত তুহফা, খ. ২, পৃ. ৫৮; শরহুত তাওয়াদী আলাত তুহফা, খ. ২, পৃ. ৫৭; আশ-শারহুল কাবীর আলাল মুকান্না, খ. ৫, পৃ. ৫৮

৪৯. রদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ২১৫

৫০. এ বিষয়টি আল্লামা কারাফী ব্যক্ত করেছেন এভাবে–শরীয়তদাতার পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপের সাধারণ অনুমতি জরিমানা রহিত করে না। কিন্তু মানুষের হস্তক্ষেপের সাধারণ অনুমতি জরিমানা রহিত করে। -আল-ফুরূক, খ. ১, পৃ. ১৯৫

৫১. কাওয়াইদুল আহকাম, ইয ইবনু আবদিস সালাম কৃত, খ. ১, পৃ. ৯৪, খ. ২, পৃ. ১৭৬; কাওয়াইদ, ইবনু রজব কৃত, পৃ. ৩৭, ৬৯, ৭২; আল-ফুরূক, খ. ১, পৃ. ১৯৬; রদ্দুল

www.amarboi.org

এ ক্ষেত্রে কতক মালেকী ফকীহ্ ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, এ অবস্থায় খাবার গ্রহণকারী কোনো ক্ষতিপূরণ বহন করবে না। কেননা প্রাণ রক্ষা করা খাবারের মালিকের উপর আবশ্যক ছিল। আর ওয়াজিব বিষয়ের কোনো বিনিময় নেওয়া যায় না।[৫২]

এ বিষয়ে মালেকীদের তৃতীয় আরেকটি মত রয়েছে। প্রাণ রক্ষার তীব্র প্রয়োজনে অন্যের মালিকানাধীন খাবার গ্রহণকারী খাবারের মালিককে এর বাজারমূল্য জরিমানা দেবে, যদি তার সাথে নগদ অর্থ থাকে। আর না থাকলে তাকে কিছু দিতে হবে না, যেহেতু তাকে খাবার দেওয়া খাবারের মালিকের আবশ্যক ছিল।[৫৩]

নবম কারণ : অন্যের অনুমতি ছাড়া তার জন্যে উপকারী কাজ আঞ্জাম দেয়া :

এটা দুই প্রকার :

প্রথম প্রকার : কারো জন্য করা আবশ্যক বা একান্ত প্রয়োজন এমন কাজ, তা অনুমতি ছাড়া করা। যেমন কেউ কারো পক্ষ থেকে তার আবশ্যক খরচ বহন করল বা তার আবশ্যক ঋণ শোধ করল। কিন্তু এই খরচদাতা স্বেচ্ছাদানের নিয়ত করল না- তাহলে এই ব্যক্তির ব্যয়কৃত অর্থ যার পক্ষ থেকে খরচ করা হয়েছে তার দায়িত্বে আবশ্যক পাওনা হিসেবে থাকবে। মালেকী ও হাম্বলী ফকীহ্গণ এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলেছেন।[৫৪]

তবে এ ক্ষেত্রে হানাফী ও শাফেয়ী ফকীহ্দের ভিন্নমত রয়েছে।[৫৫] 'মুরশিদুল হায়রান' গ্রন্থের ২০৫ নং ধারায় রয়েছে, কেউ যদি অপরের ঋণ তার অনুমতি ছাড়া শোধ করে, তাহলে ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে ঋণ রহিত হয়ে যাবে। ঋণীব্যক্তি তা গ্রহণ করুক বা না করুক, তাতে বিধানগত পরিবর্তন হবে না। পরিশোধকারী হবে স্বেচ্ছাদানকারী, এই ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে শোধ করা

মুহতার, খ. ৫, পৃ. ২১৫; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৫৭; আত-তাম্বীহ, শীরাযী কৃত, পৃ. ৫৩, (প্রকাশক : হালাবী); নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৮, পৃ. ১৫২; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ৩৩

৫২. আল-ফুরূক, খ. ১, পৃ. ১৯৬।

৫৩. আয-যুরকানী আলা খলীল, হাশিয়াতুল বুনানীসহ, খ. ৩, পৃ. ৩০; মিনাহুল জালীল, উলায়শ কৃত হাশিয়াসহ, খ. ১, পৃ. ৫৯৯; আল-মুহাল্লা, ইবনু হাযম কৃত, খ. ৮, পৃ. ৩০৩

৫৪. শরহুল খিরাশী, খ. ৭, পৃ. ৬৪, ১২৮; আয-যুরকানী আলা খলীল, খ. ৭, পৃ. ৬৩, ১১৬; কাওয়াইদ, ইবনু রজব কৃত, পৃ. ১৪৩; মিনাহুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ১২৯; আল-জামি' লি আহকামিল কুরআন, খ. ৯, পৃ. ২৩২; ই'লামুল মুওয়াক্কিয়ীন, খ. ২, পৃ. ৪১৪-৪২০; আল-কিয়াস, ইবনে তাইমিয়াকৃত, পৃ. ৩৮

৫৫. ফাতহুল আযীয, খ. ১০, পৃ. ৩৮৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪৪৮

www.amarboi.org

অর্থের কোনো অংশ সে ফেরত আনতে পারবে না। অপরদিকে ঋণদাতা থেকেও শোধ করা অর্থের কোনো অংশ ফেরত আনতে পারবে না।

এর পক্ষে তাদের দলিল হলো, যে অপরের পক্ষ থেকে তার আবশ্যক পাওনা, নিকটাত্মীয় বা স্ত্রীর প্রদেয় খরচ ইত্যাদি তার অনুমতি ছাড়া প্রদান করে, সে হয়তো অভিভাবক বা প্রতিনিধি ভিন্ন কোনো তৃতীয় ব্যক্তি। আর এ ধরনের তৃতীয় ব্যক্তি যা কিছু করে তার পুরোটাই তার নিজের পক্ষ থেকে করা হয়। অথবা সে অনুগ্রহকারী, তাহলে তার অনুগ্রহের বিনিময় আল্লাহর কাছে; যার পক্ষ থেকে খরচ করেছে তার ওপর নয়। সুতরাং সে তার নিকট থেকে অর্থ উসুল করার তাগাদা করতে পারবে না।[৫৬]

আলী হায়দার রচিত 'দুরারুল হুক্কাম শরহু মাজাল্লাতিল আহকাম' (دُرَرُ الْحُكَّامِ شَرْحُ مَجَلَّةِ الأَحْكَامِ) গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয়ে হানাফী ফকীহদের মূলনীতি উল্লেখ করে বলেন, যে অন্যের তরফ থেকে তার কর্তব্যে আবশ্যক খরচ তার অনুরোধ বা শাসকের অনুমোদন ছাড়া বহন করে, সে স্বেচ্ছাদানকারী বলে গণ্য হবে। এরপর তিনি বেশকিছু শাখা মাসআলা উল্লেখ করেছেন। যেমন :

ক. কেউ অপরের অনুমতি ছাড়া তার ঋণ শোধ করলে সে স্বেচ্ছাদানকারী বলে গণ্য হবে।[৫৭]

খ. বন্ধকদাতা বা বন্ধকগ্রহীতা যদি নিজের পক্ষ থেকে বন্ধক রাখা বস্তুর জন্যে কোনো খরচ করে– যে খরচ অন্যের দেওয়া আবশ্যক ছিল– তার অনুরোধ বা শাসকের অনুমতি ছাড়া, তাহলে সে স্বেচ্ছাদানকারী গণ্য হবে। এই খরচ সে অপরের নিকট থেকে আদায়ের তাগাদা করার অধিকার রাখে না। কারণ, সে এই খরচ দিতে বাধ্য ছিল না। তা ছাড়া সে শাসকের পক্ষ থেকে ব্যয়-সংক্রান্ত অনুমতি গ্রহণে সক্ষম ছিল, যে অনুমতির মাধ্যমে সে যার পক্ষ থেকে ব্যয় করেছে তার নিকট থেকে তা উসুল করার মাধ্যমে নিজ অধিকার সংরক্ষণ করতে পারত। মাজাল্লার ৭২৫ নং ধারায় এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে।[৫৮]

গ. ভাড়াগ্রহীতা যদি ভাড়াদাতার আবশ্যকীয় বিভিন্ন খরচ তার অনুরোধ ছাড়া বহন করে, তাহলে সে স্বেচ্ছাদান করেছে বলে ধরা হবে। মাজাল্লাতুল আহকামিল 'আদলীয়্যা, ধারা নং ৫২৯ থেকে গৃহীত।[৫৯]

---

[৫৬]. ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন, খ. ২, পৃ. ৪১৮
[৫৭]. দুরারুল হুক্কাম, খ. ২, পৃ. ১১৪, খ. ৩, পৃ. ৬৩৮
[৫৮]. দুরারুল হুক্কাম, খ. ২, পৃ. ১১২, খ. ৩, পৃ. ৬৪৩
[৫৯]. দুরারুল হুক্কাম, খ. ১, পৃ. ৫১৭, খ. ২, পৃ. ১১৪

www.amarboi.org

ভাড়াগ্রহীতা ভাড়া প্রদানকারীর অনুমতি ছাড়া ভাড়া নেওয়া জন্তুকে খাবার খাওয়ালে সে স্বেচ্ছাদানকারী বলে গণ্য হবে।[৬০]

ঘ. কেউ অপরের অনুরোধ ছাড়া তার ঋণের কাফীল হলে তা স্বেচ্ছাসেবা বলে গণ্য হবে।[৬১]

ঙ. আমানত-রক্ষক মালিকের অনুরোধ বা শাসকের অনুমতি ছাড়া আমানত রাখা বস্তুর বাবদে খরচ করলে ওই খরচ স্বেচ্ছাদান বলে বিবেচিত হবে।[৬২]

চ. এক শরীক অপর শরীকের অনুরোধ বা শাসকের অনুমতি ছাড়া যৌথ মালিকানার ভবন নির্মাণ করলে তা স্বেচ্ছানির্মাণ গণ্য হবে।[৬৩]

ছ. কেউ অপরের অনুরোধ ছাড়া তার জমিতে তার জন্য কোনো বাড়ি তৈরি বা ভবন নির্মাণ করলে ভবন বা বাড়ি হবে জমির মালিকের অধীন। আর নির্মাতা যা খরচ করেছে তা স্বেচ্ছাদান বলে গণ্য হবে।[৬৪]

জ. অন্যের বিয়েতে তার অনুমতি ছাড়া কেউ খরচ করলে তা স্বেচ্ছাদান বলে বিবেচিত হবে।[৬৫]

দ্বিতীয় প্রকার নিজ স্বার্থে একান্ত প্রয়োজনে এমন কোনো কাজ আঞ্জাম দেওয়া, যা সে করতে পারছিল না অন্যের জন্যে উপকারী কাজ করা ছাড়া, সে কাজটি অন্যের একান্ত প্রয়োজন কিন্তু সে তাকে ঐ কাজ করার অনুমতি দেয়নি। যেমন একজন অপর জনের নিকট থেকে নেওয়া ঋণের দরুন বন্ধক রাখবে, এ জন্যে তৃতীয় কারোর নিকট থেকে কোনো বস্তু ধার নিল। পরে যখন ধারপ্রদানকারী তার বস্তুটি ফেরত চাইল, তখন ঋণগ্রহীতা তার নিজের দায়িত্বে ঋণ থাকার কারণে এবং তাতে সে বস্তুটি দায়বদ্ধ থাকার দরুন সে বস্তু ফেরত দিতে পারল না। তখন বস্তু ধারদাতা ঋণীর ঋণ আদায় করে দিল। এ অবস্থায় সে ধারগ্রহীতার নিকট থেকে সে ঋণ উসুল করবে। এ মত দিয়েছেন হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী

---

৬০. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ৫৬১; দুরারুল হুক্কাম, খ. ১, পৃ. ৫৫১ এবং খ. ২, পৃ. ১১৪, খ. ৩, পৃ. ৬৪২

৬১. দুরারুল হুক্কাম, খ. ১, পৃ. ৬৯৪, খ. ২, পৃ. ১১৪

৬২. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ৭৮৬; দুরারুল হুক্কাম, খ. ২, পৃ. ১১৪ ও ২৫২, খ. ৩, পৃ. ৬৪২

৬৩. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১৩১১; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ৭৬৫-৭৬৯; দুরারুল হুক্কাম, খ. ২, পৃ. ১১৪ ও ২৫২ এবং খ. ৩, পৃ. ৩৩৪

৬৪. দুরারুল হুক্কাম, খ. ৩, পৃ. ৬৪২

৬৫. প্রাগুক্ত

www.amarboi.org

সকল ফকীহ।[৬৬] মাজাল্লাতুল আহকামিল 'আদলিয়্যা (ধারা নং ৭৩২)-এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ঋণের প্রকারভেদ (أَقْسَامُ الدَّيْنِ)

সম্পর্কের বিবেচনায় ঋণ দুই প্রকার।

ক. নিঃশর্ত বা সাধারণ (دَيْنٌ مُطْلَقٌ) ঋণ। তা হচ্ছে শুধু দায়িত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত শর্তমুক্ত সাধারণ ঋণ।

খ. দৃঢ় ঋণ (دَيْنٌ مُوَثَّقٌ) অর্থাৎ মূল্যমানসম্পন্ন বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত শক্তিশালী ঋণ, যেন এই বস্তু ঋণ পরিশোধের প্রমাণ হতে পারে। যেমন : বন্ধক রাখা অবস্থায় ঋণ।

এই প্রকারভেদের ফলাফল দু'টি বিষয়ে প্রকাশিত হবে :

প্রথম : ফকীহদের ঐকমত্যে, ঋণগ্রহীতার জীবদ্দশায় মজবুত ঋণের পাওনা অন্য পাওনাদারের আগে শোধ করা হবে, প্রয়োজনে যে বস্তুর সাথে এ ঋণদাতার হক সম্পৃক্ত সে বস্তুর মূল্য দিয়ে তা পরিশোধ করা হবে।

দ্বিতীয় : ঋণগ্রহীতা মারা গেলে মীরাছের সাথে যুক্ত মজবুত ঋণ তার কাফন-দাফনেরও আগে শোধ করা হবে, এটি হানাফী, মালেকী ও শাফেয়ী সকল ফকীহের মত।[৬৭] যেহেতু অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আগে করা দরকার, যেভাবে জীবদ্দশায় এই হকগুলো অন্য হকের আগে আদায় করা আবশ্যক।[৬৮] তবে স্রেফ জিম্মায় থাকা ঋণ শোধ করার আগে মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হবে।

ইবনে আবিদীন বলেন, যদি সে বন্ধক রাখে এবং তা ঋণদাতাকে প্রদান করে, এছাড়া মৃত ব্যক্তি কোনো কিছু না রেখে যায়, তাহলে বন্ধকগ্রহীতার ঋণ শোধ করা হবে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করারও আগে। যদি শোধ করার পর অতিরিক্ত কিছু থাকে তাহলে তা কাফন-দাফনের কাজে খরচ করা হবে।[৬৯] মজবুত ঋণ

---

৬৬. তাবয়ীনুল হাকায়েক, যায়লায়ী কৃত, খ. ৬, পৃ. ৮৯; রদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ৩৩১; কাওয়াইদ, ইবনু রজব কৃত, পৃ. ১৪৬-১৪৮; ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন, খ. ২, পৃ. ৪১৭; দুরারুল হুক্কাম শরহু মাজাল্লাতিল আহকাম, আলী হায়দার কৃত, খ. ২, পৃ. ১১৩ এবং খ. ৩, পৃ. ৩৩১, ৩৪২; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১৩১০-১৩১৬; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ৮৬৭, ৭৭২

৬৭. রদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ৪৮৩; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৫, ৭ ও ৮; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৩৮৫; আয-যুরকানী আলা খলীল, খ. ৮, পৃ. ২০৩

৬৮. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৬, পৃ. ৮

৬৯. রদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ৪৮৩

www.amarboi.org

আগে শোধ করার কারণ হচ্ছে, এই ঋণের সম্পর্ক ব্যক্তির সম্পদের সাথে, তা মীরাছে পরিণত হওয়ার পূর্বে। আর মূলনীতি হল জীবদ্দশায় যে হকগুলো অগ্রবর্তী, মারা গেলে সে হকগুলো আগে আদায় করতে হয়।[৭০]

এ বিষয়ে হাম্বলী ফকীহগণ দ্বিমত পোষণ করে বলেন, মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা হবে পাওনাদারদের ঋণ উসুল করার আগে। যদি তাদের পাওনা মীরাছের দ্রব্যাদির সাথে যুক্ত থাকে তবুও। যেমন পাওনাদারকে দেওয়ার পূর্বে নিঃস্ব ব্যক্তিকে তার খরচ দেওয়া হয়। তা ছাড়া নিঃস্ব ব্যক্তির পোশাক পরিধান তার পাওনাদারদের ঋণ উসুল করার চেয়ে অগ্রবর্তী। অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তির কাফন পরিধান করানো হবে তার দেনা উসুল করার আগে। তা ছাড়া তার সতর হেফাযত করা জীবদ্দশায় ফরয ছিল। মৃত্যুর পরও তার কাফনের ব্যবস্থা করা ফরয।[৭১]

শক্তি ও দুর্বলতার বিচারে ঋণ দুই প্রকার :

ক. সুস্থ অবস্থার ঋণ (دَيْنُ الصِّحَّةِ) : এমন ঋণ, যা সুস্থ অবস্থায় কারো দায়িত্বে আবশ্যক হয়। এই ঋণ তার স্বীকারোক্তি দ্বারা সাব্যস্ত হোক বা প্রমাণ দ্বারা, এর বিধান এক। মৃত্যুশয্যায় যে ঋণ প্রমাণের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে তা বিধানগতভাবে এই প্রকার ঋণের সাথে যোগ হবে।

খ. অসুস্থতার ঋণ (دَيْنُ الْمَرَضِ) : এমন ঋণ, যা মৃত্যুশয্যায় স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ব্যক্তির দায়ে সাব্যস্ত হয়, স্বীকারোক্তি ছাড়া যে ঋণ প্রমাণের অন্য কোনো পন্থা ছিল না।[৭২]

ফকীহদের ঐকমত্যে মীরাছ থেকে শোধ করার ক্ষেত্রে এই দুই প্রকার ঋণ সমান– যদি মীরাছ থেকে উভয় প্রকার ঋণ পরিশোধ করার সুযোগ থাকে।[৭৩]

মীরাছের সম্পদ যদি উভয় প্রকার ঋণ শোধ পরিমাণ না হয়, তাহলে মীরাছ থেকে সুস্থ সময়ের ঋণ অসুস্থ সময়ের ঋণের আগে শোধ করা হবে কিনা সে বিষয়ে ফকীহদের দু'টি মত রয়েছে :

---

৭০. রদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ৪৮৪

৭১. আল-আযবুল ফায়েয, শরহু উমদাতিল ফারিয, খ. ১, পৃ. ১৩

৭২. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ২২৫; তাকমিলা ফাতহুল কাদীর, খ. ৭, পৃ. ২, (প্রকাশক : মুস্তফা মুহাম্মদ, ১৩৫৬ হি.); তাকমিলা রদ্দুল মুহতার, খ. ২, পৃ. ১৩০, (মিসর, ১৩৩০ হি.)

৭৩. আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩৪৩, (প্রকাশ. মাতবাআতুল মানার, ১৩৪৮ হি.); আশ-শারহুল কাবীর আলাল মুকনি', খ. ৫, পৃ. ২৭৫; ই'আনাতুত তালিবীন, খ. ৩, পৃ. ১৯৪; জাওয়াহিরুল উকূদ, সুয়ূতী কৃত, খ. ১, পৃ. ১৮, (প্রকাশ. কায়রো, ১৯৫৫ ঈ.)

www.amarboi.org

প্রথম. মালেকী ফকীহগণ এবং বিশুদ্ধতম বর্ণনামতে শাফেয়ী ফকীহগণ, ইবনে আবী লায়লা ও হাম্বলী ফকীহ তামীমী-র মত হলো, মীরাছ থেকে শোধ করার ক্ষেত্রে অসুস্থ সময়ের ঋণ সুস্থ সময়ের ঋণের বরাবর। সকল পাওনাদারের অংশ অনুপাতে মীরাছ থেকে ঋণ শোধ করা হবে।[৭৪]

এর পক্ষে তারা দলিল দেন নিম্নের আয়াতের বিধানগত ব্যাপকতা দিয়ে। مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْ بِهَا أَوْ دَيْنٍ "মীরাছ বন্টন করা হবে যে অসীয়ত করা হয় তা পূরণ করা এবং ঋণ পরিশোধের পর।"[৭৫] যেহেতু আয়াতে বিধানগতভাবে দুই ঋণের মাঝে পার্থক্য করা হয়নি; তাই পরিশোধ করার ক্ষেত্রে উভয় ঋণ এক সমান হওয়া আবশ্যক। তা ছাড়া এ দুইয়ের প্রত্যেকটি অপরের হক, মূল সম্পদ থেকে এগুলো আদায় করা আবশ্যক। যেহেতু আবশ্যক হওয়ার কারণ এবং আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে এ উভয়টি সমান।

আবশ্যক হওয়ার কারণ হলো ধার্মিক ও বুঝমান ব্যক্তির স্বীকারোক্তি। ধর্ম ও বোধের কাজ হলো সংবাদ দেওয়ার বেলায় ব্যক্তিকে মিথ্যা বলতে বাধা দেওয়া। যেহেতু স্বীকারোক্তি হচ্ছে ব্যক্তির নিজ দায়ে আবশ্যক বিষয়ের সংবাদ প্রদান, এ ক্ষেত্রে সুস্থ ও অসুস্থ হওয়ায় কোনো পার্থক্য নেই। বরং অসুস্থ অবস্থায় যে কোনো বিষয়ে সত্য বলার দিক প্রবল। কেননা মুমূর্ষু কাল হলো গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং অতীতে যা হয়ে গেছে তা থেকে তাওবা করে আল্লাহমুখী হওয়ার সময়, যেহেতু সে সময় এ অসুস্থ ব্যক্তির দুনিয়ার শেষ সময় এবং আখেরাত শুরুর সময়। তাই স্বীকারোক্তি দেওয়া ব্যক্তির আখেরাতের ভয় থাকে বেশি, যেমন তার মিথ্যা বলার আশঙ্কা থাকে কম। এসব কিছু সামনে রেখে বলা যায়, মুমূর্ষু ব্যক্তির স্বীকারোক্তি যদি অধিক গুরুত্বপূর্ণ নাও হয়, তাহলে অন্তত সুস্থ অবস্থায় স্বীকারোক্তির সমান তো হবে।

পাওনা আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্র হলো দায় দায়িত্ব। এ দায় সুস্থ ও অসুস্থ উভয় অবস্থায় ব্যক্তির উপর বিভিন্ন বিষয় আবশ্যক করে। যেহেতু উভয় পাওনা

---

৭৪. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৭১; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৪০; আল-উম্ম, খ. ৭, পৃ. ১১০, (প্রকাশ. বুলাক ১৩২২ হি.); ই'আনাতুত তালিবীন, খ. ৩, পৃ. ১৯৪; আল-বাজীরিমী আলাল খতীব, খ. ৩, পৃ. ১৩৬; আল-মাবসূত, খ. ১৮, পৃ. ২৬; ইখতিলাফু আবী হানীফা ও ইবনি আবী লায়লা, পৃ. ৬৩; আল-মুহাযযাব, খ. ২, পৃ. ৩৪৫; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ২২৫; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৫, পৃ. ২৩; তাকমিলা ফাতহুল কাদীর, খ. ৭, পৃ. ৩; আল-গুররাতুল মুনীফা, গযনবী কৃত, পৃ. ১০৮, (মাতবাআতুস সাআদাহ, মিসর, ১৯৫০ ঈ.)

৭৫. সূরা নিসা, আয়াত ১১

www.amarboi.org

আবশ্যক হওয়ার কারণ ও ক্ষেত্রের বিচারে সমান, তাই উসুল করার ক্ষেত্রেও উভয় ঋণ সমান হবে।

দ্বিতীয়. হানাফী ও হাম্বলী ফকীহদের মত যা বিশুদ্ধতম বর্ণনার বিপরীত শাফেয়ী ফকীহদের মত, সুস্থ অবস্থার ঋণ এবং বিধানগত বিচারে এর সমপর্যায়ের পাওনা অসুস্থ সময়ের ঋণের আগে উসুল করা হবে। যদি মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ সুস্থ সময়ের সমুদয় ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়, তাহলে এ ঋণের পাওনাদারদের মাঝে পাওনার অংশ অনুপাতে অবশিষ্ট সম্পদ বণ্টন করা হবে। অনুরূপভাবে যদি সুস্থ সময়ের ঋণ না থাকে, বরং অসুস্থ সময়ের ঋণ থাকে, আর রেখে যাওয়া সম্পদ সে ঋণ পুরোপুরি পরিশোধে অক্ষম হয়, তাহলে পাওনাদারদের মাঝে ঋণের অংশ অনুপাতে সে সম্পদ বণ্টন করা হবে। অনুরূপভাবে যদি শুধু সুস্থ সময়ের ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হয়, অসুস্থ সময়ের ঋণ পূরণে সক্ষম না হয়, তাহলে সুস্থ সময়ের পাওনাদারদের মাঝেই তার সম্পদ বণ্টন করা হবে।[৭৬]

সুস্থ সময়ের ঋণ আগে শোধ করার পক্ষে তাঁদের দলিল হলো, মৃত ব্যক্তির সম্পদে একাধিক হক একত্র হলে সবল হক আগে শোধ করা হয়। যেমন অসিয়তের আগে ঋণ শোধ করা হয়। মীরাছ বণ্টনের আগে অসিয়ত কার্যকর করা হয়। তো আলোচ্য ক্ষেত্রে সুস্থ সময়ের ঋণ অধিক সবল। কারণ, স্বীকারোক্তির মাধ্যমে এ ঋণ এমন সময় দায়িত্বে আবশ্যক হয়েছে, যখন তার সম্পদের সাথে আর কোনো হক যুক্ত ছিল না। আর তার লেনদেনে কোনো প্রকার বিধিনিষেধ ছিল না। এ কারণে তখন তার জন্য সমুদয় সম্পদ থেকে গোলাম আযাদ করা ও হেবা করা জায়েয ছিল। পক্ষান্তরে অসুস্থ সময়ের ঋণ এমন সময়ে সাব্যস্ত হয়েছে, যখন তার সম্পদের সাথে সুস্থ অবস্থার ঋণ যুক্ত। আর এ সম্পদ সে ঋণ পূরণের ক্ষেত্র এবং দায়বদ্ধ বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এদিকে তার লেনদেনে একপ্রকার নিষেধাজ্ঞাও এসেছে। এ কারণেই এই ব্যক্তির স্বেচ্ছাদান মাত্র এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে কার্যকর হয়। সুতরাং সবল ঋণ পরিশোধের অধিক যোগ্য।

---

৭৬. জামিউল ফুসূলাইন, খ. ২, পৃ. ১৮২, (প্রকাশ. বুলাক,, ১৩০০ হি.); আল-মাবসূত, খ. ১৮, পৃ. ২৬; তাবয়ীনুল হাকায়েক, হাশিয়া শালবীসহ, খ. ৫, পৃ. ২২; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ২২৫; তাকমিলা ফাতহুল কাদীর, খ. ৭, পৃ. ২; আল-মুগনী, খ. ৫, পৃ. ৩৪৩; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ২৪০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৭১; আশ শারহুল কাবীর আলাল মুকনি', খ. ৫, পৃ. ২৭৫; আল-গুররাতুল মুনীফা, গযনবী কৃত, পৃ. ১০৮; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১৬০২; আল আহকামুশ শরঈয়্যাহ ফীল আহওয়ালিশ শাখছিয়্যাহ, ধারা : ৫৬৯

www.amarboi.org

অসুস্থ অবস্থায় প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত ঋণকে সুস্থ অবস্থার ঋণের সাথে বিধানগত বিচারে এক করা হয়েছে, যেহেতু এই উভয় প্রকার ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহমুক্ত। কারণ, দলিল দ্বারা সাব্যস্ত বিষয় অবশ্য পালনযোগ্য। সুতরাং এমন পাওনাকে অসুস্থ অবস্থায় স্বীকার করা ঋণের আগে উসুল করা হবে।[৭৭]

পাওনাদারের বিবেচনায় ঋণ দু প্রকার :

ক. আল্লাহর পাওনা (دَيْنُ اللهِ) : এমন পাওনা, যা কোনো বান্দা নিজের হক বলে আদায়ের তাগাদা করবে না। এটা দু'প্রকার :

প্রথম প্রকার : যে পাওনায় ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্যের দিকটিই প্রকাশিত হয়। যে পাওনার বিপরীতে পার্থিব কোনো উপকার বা স্বার্থ অনুপস্থিত। যেমন : সাদাকাতুল ফিতর, রোযার ফিদয়া, মানতের দেনা, বিভিন্ন প্রকার কাফফারা ইত্যাদি। এসবই ইবাদত, আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পালনার্থে মুসলিম যেগুলো আদায় করে থাকে।

দ্বিতীয় প্রকার : যে পাওনা ধার্য করা হয় রাষ্ট্র জনগণের ব্যাপক সুবিধা আঞ্জাম দেওয়ার উদ্দেশ্যে। সাধারণত এর পরিবর্তে বান্দার পার্থিব উপকার হয়ে থাকে। যেমন : গনীমতের এক পঞ্চমাংশ, লড়াই ছাড়া শত্রুপক্ষ থেকে যে সম্পদ আল্লাহ মুসলিমদের দান করেন, সক্ষম জনসাধারণের উপর শাসক যে কর ধার্য করেন এমন ব্যাপক প্রয়োজনে, যে প্রয়োজন পূরণে বাইতুল মাল অক্ষম। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্যে দ্রষ্টব্য : دَيْنُ اللهِ

খ. বান্দার ঋণ (دَيْنُ الْعَبْدِ) : এমন প্রতিটি ঋণ, যা যে কেউ নিজ অধিকার বলে তা পরিশোধের তাগাদা করবে। যেমন : বিক্রীত বস্তুর মূল্য, ঘরভাড়া, কর্জের বদল, বস্তু নষ্ট করার ক্ষতিপূরণ, আঘাত করার ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে দেনাদারকে তাগাদা দেওয়ার এবং অধিকার আদায় না করলে দেনাদারের বিপক্ষে বিচারকের দরবারে মামলা করার অধিকার এই পাওনাদারের আছে, যেন আইনসম্মত পন্থায় সে অধিকার প্রদানে বিচারক দেনাদারকে বাধ্য করেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : حَبْس ، حَجْر

রহিত হওয়া এবং না হওয়ার বিচারে ঋণ দুই প্রকার :

ঋণ রহিত হতে পারে আবার রহিত নাও হতে পারে– এ হিসেবে ঋণ দু প্রকার : বিশুদ্ধ বা সহীহ ও অশুদ্ধ বা গায়রে সহীহ।[৭৮]

---

৭৭. কুররাতু উয়ূনিল আখয়ার, খ. ২, পৃ. ১৩০; তাকমিলা ফাতহুল কাদীর, খ. ৭, পৃ. ৫; হাশিয়া শালবী আলা তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৫, পৃ. ২৩; আল-মাবসূত, খ. ১৮, পৃ. ২৭

৭৮. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২৬৩; কাশশাফু ইসতিলাহাতিল ফুনূন, খ. ২, পৃ. ৫০২, (প্রকাশ. কলকাতা); আত-তা'রীফাত, জুরজানী কৃত, পৃ. ৫৬, (প্রকাশ. আদ-দারুত তিউনিসিয়্যা, ১৯৭১ ঈ.); মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ৮৫২, ৮৫৩

www.amarboi.org

ক. দাইনে সহীহ (الدَّيْنُ الصَّحِيحُ) : আদায় করা বা পাওনাদারের মাফ করা ছাড়া যে ঋণ রহিত হয় না। যেমন কর্জের পাওনা, মহরের পাওনা, বস্তু ব্যবহার ও ভোগের পাওনা ইত্যাদি।

খ. দাইনে গায়রে সহীহ (الدَّيْنُ غَيْرُ الصَّحِيحِ) : আদায় বা মাফ করা ছাড়াও রহিত হওয়ার অন্যান্য কারণে যে ঋণ দায় থেকে রহিত হতে পারে। যেমন কিতাবাত চুক্তির পাওনা। চুক্তির পাওনা পরিশোধে গোলাম অক্ষম হলে অক্ষমতার কারণে পাওনা রহিত হয়ে যায়।

যৌথ হওয়া বা না হওয়ার বিচারে ঋণ দুই প্রকার :

ঋণ যৌথ হওয়া বা না হওয়া হিসাবে দু প্রকার : যৌথ ও একক।[৭৯]

ক. যৌথ ঋণ (الدَّيْنُ الْمُشْتَرَكُ) : যে ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার কারণ এক। তা এক চুক্তিতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির যৌথ মালিকানাধীন বিক্রীত পণ্যের মূল্য হতে পারে, যা বিক্রির সময় প্রত্যেকের মূল্যের অংশ আলাদা করে উল্লেখ করা হয়নি, মীরাছসূত্রে একাধিক ওয়ারিসের দায়ে সাব্যস্ত পাওনা হতে পারে, যৌথ ভোগকৃত বস্তুর বাজারমূল্য হতে পারে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির যৌথ সম্পদ থেকে নেওয়া কর্জের দেনা হতে পারে।

খ. একক বা গায়রে মুশতারাক ঋণ (الدَّيْنُ غَيْرُ الْمُشْتَرَكِ) : যে ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার কারণ ভিন্ন। যেমন : একব্যক্তি থেকে দু'জন আলাদাভাবে কিছু অর্থ ঋণ নিল অথবা একব্যক্তির কাছে দু'জন তাদের যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ বিক্রি করল আর বিক্রির সময় প্রত্যেকে নিজ অংশের মূল্য আলাদা করে উল্লেখ করল।

এই প্রকারভেদের ফলাফল প্রকাশিত হয় নিম্নের মাসআলাগুলোতে :

প্রথম : ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে তাগাদাকৃত ঋণ যদি যৌথ না হয়, তাহলে প্রত্যেক পাওনাদারে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে নিজ নিজ পাওনা আলাদা করে উসুল করে নেওয়ার অধিকার রয়েছে। নিজ পাওনা হিসেবে প্রত্যেকে যে অর্থ কব্জা করবে তাতে অন্য পাওনাদার শরীক হতে পারবে না।[৮০]

যদি এ পাওনা দুই বা ততোধিক জনের মাঝে যৌথ হয়, তাহলে প্রত্যেক শরীকের অধিকার রয়েছে কব্জাকারীর নিকট থেকে নিজ অংশ আদায় করার। যে

---

৭৯. আদ-দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৪৮০; দুরারুল হুক্কাম, শরহু মাজাল্লাতিল আহকাম, খ. ৩, পৃ. ৫৩; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ১৬৯, ১৭০; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১০৯১; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩৩৬

৮০. মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ১৭২; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১০৯৯; আল ফাতাওয়া আল হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩৩৭; দুরারুল হুক্কাম, খ. ৩, পৃ. ৬২

www.amarboi.org

শরীক কব্জা করবে কব্জাকৃত পূর্ণ অর্থ তার এককভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। বরং কব্জাকৃত অর্থ শরীকদের যৌথ মালিকানাধীন হবে। নিজ অংশ অনুপাতে প্রত্যেকে সে অর্থ থেকে নিজ নিজ হক পাবে।[৮১]

দ্বিতীয় : কোনো শরীক যদি যৌথ ঋণে থাকা তার অংশ কব্জা করে, এরপর হিবা, নিজ দেনা পরিশোধ বা ভোগ করা ইত্যাদি কোনো এক পন্থায় নিজ কর্তৃত্বের আওতামুক্ত করে, তাহলে ঋণের অংশ অনুপাতে তার নিকট থেকে অপর শরীকদের নিজ নিজ প্রাপ্য আদায়ের সুযোগ আছে। সুতরাং দু'জনের যৌথ পাওনা যদি হয় এক হাজার দীনার, তাদের অংশ হয় অর্ধেক অর্ধেক হিসেবে, তাদের একজন ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে পাঁচশ দীনার কব্জা করে ভোগ করে, তাহলে অপর পাওনাদারের তার নিকট নিজের অংশ আড়াইশ দীনার ক্ষতিপূরণ আদায়ের অধিকার আছে। ঋণের অবশিষ্ট পাঁচশ দীনার উভয়ের যৌথ পাওনা হিসেবে বাকি থাকবে।[৮২]

তৃতীয় : যৌথ ঋণ থেকে এক শরীক যদি নিজ অংশ কব্জা করে, এরপর কোনো অবহেলা বা ত্রুটি ছাড়া সে অংশ নষ্ট হয়, তাহলে কব্জাকৃত সম্পদে অপর শরীকের অংশের ক্ষতিপূরণ সে দেবে না। তবে সে নিজ অংশ উসূল করেছে বলে ধরা হবে। ঋণগ্রহীতার দায়িত্বে যে পাওনা অবশিষ্ট আছে তা অপর শরীকের প্রাপ্য হয়ে যাবে।[৮৩]

চতুর্থ : কোনো শরীক যদি কাউকে যৌথ ঋণে নিজ অংশের কাফীল বানায়, অথবা ঋণগ্রহীতা তাকে তৃতীয় কারো হাওয়ালা করে, তাহলে অপর পাওনাদারের অধিকার রয়েছে তার সাথে ঐ পরিমাণ ঋণে শরীক হওয়ার, যা সে কাফীল বা হাওয়ালা করা ব্যক্তির নিকট থেকে কব্জা করবে।[৮৪]

আদায়ের সময় হিসেবে ঋণ দুইভাগে বিভক্ত : নগদ ও মেয়াদী।[৮৫]

ক. নগদ ঋণ (الدَّيْنُ الْحَال) : এমন ঋণ, যা পাওনাদারের তাগাদা দেওয়ার সাথে সাথে আদায় করা আবশ্যক। সুতরাং ঋণ দেওয়ার সাথে সাথে আদায়ের

---

৮১. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩৩৬, (প্রকাশ. বুলাক, ১৩১০ হি.); দুরারুল হুক্কাম, খ. ৩, পৃ. ৬৩; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১১০০, ১১০১; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ১৭৩

৮২. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩৩৭; দুরারুল হুক্কাম, খ. ৩, পৃ. ৬৬; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১১০২, ১১০৩; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ১৭৫

৮৩. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩৩৭; দুরারুল হুক্কাম, খ. ৩, পৃ. ৭৩; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১১০৬; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ১৭৬

৮৪. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ২, পৃ. ৩০৪; দুরারুল হুক্কাম, খ. ৩, পৃ. ৭৫; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১১০৯; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ১৮১

৮৫. কাশশাফু ইসতিলাহাতিল ফুনূন, খ. ২, পৃ. ৫০২, কলকাতা

www.amarboi.org

তাগাদা করলে যদি শোধ না করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে ঝগড়া করার সুযোগ আছে। এ ধরনের পাওনাকে নগদ আদায়যোগ্য পাওনা-ও বলা হয়।

খ. মেয়াদী ঋণ (الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ) : সময় হওয়ার পূর্বে যে ঋণ পরিশোধ করা আবশ্যক হয় না। তবে দেনাদার যদি সময়ের আগে শোধ করে তাহলে শোধ হয়ে যাবে এবং দেনাদারের দায় থেকে পাওনা রহিত হয়ে যাবে।

এখানে এ আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক, কোনো কোনো ঋণ নগদে পরিশোধ করা আবশ্যক, সেগুলোকে মেয়াদী করা যায় না। যদি এমন কোনো ঋণকে মেয়াদী করা হয় তাহলে চুক্তি ফাসিদ হয়ে যায়। যেমন সকল ফকীহের ঐকমত্যে সালাম বিক্রির মূলধন, সরফ-চুক্তিতে উভয়ের প্রদেয়, হানাফী মালেকী ও শাফেয়ী ফকীহদের মতে মুদারাবার মূলধন, মালেকী ও শাফেয়ী ফকীহদের মতে ইজারাতুয যিম্মা'র মজুরি এমন ঋণের শ্রেণীভুক্ত। বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : أَجَل ,إِجَارَة ,مُضَارَبَة ,الصَّرْفُ ,السَّلَمُ

ঋণ মজবুত করা (تَوْثِيقُ الدَّيْنِ)

ঋণ মজবুত করার অর্থ :

তাওছীক অর্থ মজবুত করা। এ অর্থ থেকেই موثق ،ميثاق অর্থ প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার, যেহেতু এর মাধ্যমে মজবুত ওয়াদা করা হয়।[৮৬]

ফিকহী পরিভাষায় এর অর্থ :

ইলকিয়া আল-হিররাসী (إِلْكِيَا الْهِرَّاسِيُّ) 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে লিখেছেন : الْوَثِيقَة (আল-ওয়াছীকাহ্) অর্থ যা দ্বারা পাওনা যথেষ্ট মজবুত হয়।[৮৭] ফকীহদের ব্যবহার অনুসন্ধান করার পর দেখা যায় توثيق الدين শব্দকে তারা দু'টি অর্থে ব্যবহার করেছেন :

প্রথম. ঋণদাতার অধিকার দৃঢ় ও মজবুত করা। যে ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার দায়িত্বে কোনো সম্পদ থাকে, তা দৃঢ় ও মজবুত করা, লিখে রাখা বা সাক্ষী রাখা এমন কোনো কিছুর মাধ্যমে যার উপর ভরসা করা যায়; যেন ঋণগ্রহীতা অস্বীকার করার সুযোগ না পায়। ভুলে গেলে মনে করতে পারে। ঋণের পরিমাণ কমিয়ে বললে বা ঋণদাতা পরিমাণ বাড়িয়ে বললে বা পরিশোধের সময় হওয়ার বা আদায়ের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার দাবি করলে বাধা দেওয়ার জন্যে, যেন

---

৮৬. লিসানুল আরব; মু'জামু মাকায়ীসিল লুগাহ; আল-মিসবাহুল মুনীর, মাদ্দাহ : وثق; আল মুসতালাহ, বা'লী কৃত, পৃ. ২৪৭

৮৭. আহকামুল কুরআন, ইলকিয়া আল-হিররাসী কৃত, খ. ১, পৃ. ৪২১, (প্রকাশ. দারুল কুতুবিল হাদীছীয়্যাহ, মিসর)

www.amarboi.org

পরবর্তী সময়ে ঝগড়া হলে এ দলিলের মাধ্যমে বিচারক কর্তৃক সঠিক বিষয় নির্ধারণ করা যায়।

দ্বিতীয় : পাওনাদারের অধিকার মজবুত করা। যে ক্ষেত্রে পাওনাদারের দায়িত্বে কোনো সম্পদ মজবুতভাবে থাকে। এমনভাবে যে, যে কোনো কারণে দেনাদার ঋণ পরিশোধ না করলে সেটা দ্বারা পাওনা আদায় করা যায়। তার পাওনা হয়তো সে আদায় করবে তৃতীয় ব্যক্তি থেকে, যে পাওনাদারের পক্ষ থেকে সম্পদের কাফীল হবে অথবা এমন কোনো বস্তু থেকে যার সাথে পাওনাদারের হক যুক্ত এবং তা পাওনাদারের কর্তৃত্বে বন্ধক হিসেবে থাকবে।

পাওনা মজবুত করার পন্থা

ফকীহদের ঐকমত্যে পাওনা মজবুত করার পন্থা চারটি :

ক. লিখে রাখার মাধ্যমে পাওনা মজবুত করা :

ঋণের বিধান সংবলিত আয়াত :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

"হে মুমিনগণ! তোমরা যখন একে অন্যের সাথে নির্ধারিত সময়ের জন্যে ঋণের লেনদেন কর তখন তা লিখে রাখো।"[৮৮]

এ আয়াত প্রমাণ করে, সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার লেখার মাধ্যমে ঋণকে মজবুত করা জায়েয, বিচারকের দরবারে মামলা হলে যা দেখে তিনি সবকিছু বুঝে যে ফয়সালা দেওয়ার দেবেন। তা লিখতে হবে পরিষ্কারভাবে ঋণের সকল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে।[৮৯] তবে পাওনা মজবুত করার ক্ষেত্রে লেখার দালিলিক অবস্থান নিয়ে ফকীহদের দুটি মত রয়েছে।

ক. অধিকাংশ ফকীহ অর্থাৎ হানাফী, মালেকী ও হাম্বলী ফকীহদের মতে লিখে রাখার মাধ্যমে ঋণ মজবুত করা জায়েয। প্রমাণ করার ক্ষেত্রে এটি নির্ভরযোগ্য দলিল, যদি প্রকৃতপক্ষে যার তা লেখানোর দায়িত্ব দেনাদার সে-ই তা লিখিয়ে থাকে।[৯০]

---

৮৮. সূরা বাকারা, আয়াত ২৮২

৮৯. আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী কৃত, খ. ১, পৃ. ২৪৮

৯০. শরহু আদাবিল কাজী, জাসসাস কৃত, পৃ. ২৫৪; মুখতাসারুল ফাতাওয়া আল-মিসরিয়্যা, ইবনু তাইমিয়া, পৃ. ১০১; তাবসিরাতুল হুক্কাম, ইবনু ফারহুন, খ. ১, পৃ. ৩৬৩, (ফাতাওয়া উলায়শ-এর সাথে মুদ্রিত); কাশশাফুল কিনা', খ. ৪, পৃ. ৩৭৩; যাফারুল লাযী ফী মা ইয়াজিবু ফীল কাযা আলাল কাযী, সিদ্দীক হাসান খান কৃত, পৃ. ১৩০; আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, পৃ. ২০৫; কাশফুল আসরার, খ. ৩, পৃ. ৫২; মুঈনুল হুককাম, পৃ. ১২৫; ফাতহুল আলী আল-মালিক, উলায়শকৃত, খ. ২, পৃ. ৩১১; দুরারুল হুক্কাম, খ. ৪, পৃ. ১৩৭

www.amarboi.org

খ. ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী রহ., এক বর্ণনামতে ইমাম আহমদ রহ. এবং একদল ফকীহের মত হলো, স্রেফ লেখার উপর নির্ভর করা যাবে না– যদি লেখার বিষয়ে কাউকে সাক্ষী না বানানো হয়। কারণ একাধিক লেখা কাছাকাছি হয়ে থাকে। আর লেখায় বিভ্রাট ঘটানো অসম্ভব নয়। কখনো কখনো লেখা হয়ে থাকে অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বা খেলার ছলে। এ জাতীয় সম্ভাবনা ও সন্দেহ থাকার কারণে শুধু লেখার কোনো দালিলিক অবস্থান নেই। তাই শুধু লেখার উপর নির্ভর করা যাবে না। লেখার বিষয়ে সাক্ষী বানানো হলে লেখা স্বতন্ত্র দলিল ও প্রমাণ হিসেবে বিবেচ্য হবে। কারণ সাক্ষ্যদান সন্দেহ দূর করে এবং অন্য সম্ভাবনা রোধ করে।[৯১]

লেখার মাধ্যমে পাওনা মজবুত করার মূল ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ :

প্রথম : যদি কেউ অপরকে নিজ স্বীকারোক্তি লিখে দেওয়ার আদেশ করে, এ আদেশ তার পক্ষ থেকে বিধানগত স্বীকারোক্তি হিসেবে গণ্য হবে।[৯২]

'আদ-দুররুল মুখতার' গ্রন্থে আছে, স্বীকারোক্তি লেখার আদেশ বিধানগত বিচারে স্বীকারোক্তি বলে গণ্য। স্বীকারোক্তি যেভাবে মুখে বলার মাধ্যমে হয়, তেমনি আঙ্গুলের ইশারার মাধ্যমেও হয়। সুতরাং কেউ যদি দলিল লেখককে বলে, এক হাজার দিরহাম আমার দেনা থাকার বিষয়ে আমার স্বীকারোক্তি লেখো, অথবা বাড়ি বিক্রির বিষয় বা স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার বিষয় লিখে দাও, তাহলে এ স্বীকারোক্তি সহীহ হবে।[৯৩]

দ্বিতীয় : ব্যবসায়ীদের; যেমন সরফের কারবারকারী মুদ্রা ব্যবসায়ী হুন্ডিকারী বিক্রেতা ও দালাল ইত্যাদি লোকদের কাগজপত্র, যে কাগজপত্র তাদের নিজস্ব

---

৯১. ভরহুত তাহযীব, খ. ৬, পৃ. ১৯১; আল-উব্বী আলা সহীহি মুসলিম, খ. ৪, পৃ. ৩৩৮; আদাবুল কাযী, মাওয়ারদী কৃত, খ. ২, পৃ. ৯৮; উসূলুস সারাখসী, খ. ১, পৃ. ৩৫৮; কাশফুল আসরার, আবদুল আযীয বুখারী কৃত, খ. ৩, পৃ. ৫২; আল-মুহাযযাব, খ. ২, পৃ. ৩০৫; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৩৫২, (প্রকাশ. বুলাক); আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, ইবনু নুজাইম কৃত, পৃ. ২১৭; মুয়ীনুল হুক্কাম, তারাবলুসী কৃত, পৃ. ১২৫, (প্রকাশক : হালাবী); আত-তুরুকুল হুকমিয়্যাহ, পৃ. ৩০৪, (প্রকাশ. আস-সুন্নাতুল মুহাম্মাদিয়্যা); মিরকাতুল মাফাতীহ, মুল্লা আলী কারী কৃত, খ. ৩, পৃ. ৩৯৭; আল-ইশরাফ, কাযী আবদুল ওয়াহহাব কৃত, খ. ২, পৃ. ২৮০; কাশশাফুল কিনা', খ. ৪, পৃ. ৩৭৩; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ৫৩৯

৯২. কুররাতু উয়ূনিল আখয়ার, খ. ২, পৃ. ৯৭, (ছাপা. মায়মানিয়্যাহ, ১৩২১ হি.); আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ১৬৭, (প্রকাশ. বুলাক, ১৩১০ হি.); দুরারুল হুক্কাম, খ. ৪, পৃ. ১৩৮; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১৬০৭

৯৩. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৪৫৫, (প্রকাশ. বুলাক, ১২৭২ হি.)

www.amarboi.org

আলমারিতে থাকে এবং সেগুলোতে তাদের দেনা ও ঋণের বিষয় পরিষ্কারভাবে লেখা থাকে, সেগুলো তাদের ক্ষেত্রে প্রমাণ হিসেবে গণ্য হবে; যদিও এগুলো দলিল বা প্রথাগত কাগজ না হয়।

এর কারণ, সাধারণত ব্যবসায়ী নিজ দেনা-পাওনা রেজিস্টার খাতায় লিখে রাখে, যেন সে এগুলো ভুলে না যায়। এগুলো সে খেলতামাশার জন্যে লেখে না। সুতরাং এ খাতায় তার কাছে অন্যদের যে পাওনা লেখা থাকবে সে দেনার ক্ষেত্রে এ খাতাই দলিল বলে গণ্য হবে। কিন্তু তাতে অন্যদের কাছে তার যে পাওনা লেখা থাকবে সে ক্ষেত্রে এ খাতা দলিল হিসেবে বিবেচ্য হবে না। বরং তাকে সে পাওনা প্রমাণের জন্যে অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করতে হবে।[১৪]

তৃতীয়. প্রথাগত বিভিন্ন কাগজ ও হিসাবনামা দেনা সাব্যস্ত ও মজবুত করার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য দলিল বিবেচিত হবে।[১৫] কারীউল হিদায়া'র ফাতাওয়ায় আছে, দলিলের উপর যদি কেউ লেখে, তাহলে সম্পদ প্রদান আবশ্যক হবে। এভাবে লেখবে, অমুক এলাকার অমুক বলেছে, আমার জিম্মায় অমুকের এত এত দিরহাম পাওনা রয়েছে। এভাবে লিখলে এটা আবশ্যক স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে।[১৬]

চতুর্থ. নিজ দস্তখত বা মোহর দেয়া প্রথাগত কাগজ যে লিখেছে বা লিখিয়েছে সে যদি পাওনা অস্বীকার করে, যে পাওনা ঐ কাগজে লেখা আছে, পাশাপাশি এটা স্বীকার করে যে, ঐ লেখা ও মোহর তার, তাহলে তার অস্বীকার করা বিবেচ্য নয়। এ পাওনা পরিশোধ করা তার জন্যে আবশ্যক, অন্য কোনো পন্থায় এ পাওনা প্রমাণের প্রয়োজন নেই।[১৭] তবে সে যদি কাগজের লেখা অস্বীকার করে ও বলে, এটা আমার লেখা নয় তাহলে দেখা হবে- প্রতিবেশী ও আশপাশের লোকদের মাঝে যদি তার লেখা প্রসিদ্ধ ও পরিচিত হয় এবং

---

১৪. ফাতহুল আলী' আল-মালিক, খ. ২, পৃ. ৩১১; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, ইবনে নুজাইম কৃত, পৃ. ২১৮; নাশরুল উরফ, ইবনে আবিদীন কৃত, খ. ২, পৃ. ১৪৪, (রাসায়িলু ইবনি আবিদীন-এর মাঝে মুদ্রিত, ইস্তাম্বুল); মুয়ীনুল হুক্কাম, পৃ. ১২৬; কুররাতু উয়ূনিল আখয়ার, খ. ১, পৃ. ৬০, খ. ২, পৃ. ৯৭; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৪, পৃ. ১৬৭; দুরারুল হুক্কাম, খ. ৪, পৃ. ১৩৮; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১৬০৮; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৩৫৩

১৫. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৩৫৪; দুরারুল হুক্কাম, খ. ৪, পৃ. ১৩৯, ১৪০; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১৬০৯

১৬. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৩৫৪

১৭. কুররাতু উয়ূনিল আখয়ার, খ. ১, পৃ. ৫৯; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৩৫৪ ও ৩৭৪; দুরারুল হুক্কাম, খ. ৪, পৃ. ১৪১; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১৬১০

www.amarboi.org

প্রমাণিত হয় যে এটা তার লেখা, তাহলে তার অস্বীকার বিবেচনা করা হবে না। সে কাগজের বিধান কার্যকর হবে, অন্য কোনো পন্থায় এর বিষয়বস্তু প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই।[৯৮]

পক্ষান্তরে যদি তার লেখা অপ্রসিদ্ধ ও অপরিচিত হয় তাহলে তাকে কিছু লেখতে বলা হবে। এরপর তার লেখা অভিজ্ঞদের সামনে পেশ করা হবে। যদি তারা বলে, কাগজের লেখা এবং বর্তমান লেখা এক ব্যক্তির, তাহলে কাগজের উল্লেখমতে দেনাদারকে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে আদেশ দেওয়া হবে। আর যদি তারা দুই লেখাকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির লেখা বলে, তাহলে কাগজে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধের আদেশ করা হবে না।[৯৯]

পঞ্চম. কেউ যদি অপরকে দলিলের কাগজ দেয় এ কথা লিখে যে, সে আমার কাছে এই পরিমাণ সম্পদ পাবে, এরপর লোকটি মারা যায়। ওয়ারিসদের কর্তব্য হলো, পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে সে দেনা শোধ করা, যদি তারা স্বীকার করে যে, কাগজটি মৃত ব্যক্তির; যদিও তারা পাওনা অস্বীকার করে।

তবে যদি তারা এ কাগজ মৃত ব্যক্তির বলতে অমত করে, তাহলে দেখা হবে- মৃত ব্যক্তির লেখা ও মোহর যদি পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হয়, আর প্রমাণিত হয় যে কাগজের লেখা তার এবং এ মোহর তার মোহর, তাহলে ওয়ারিসদের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে ঋণ শোধ করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে তাদের অস্বীকার বিবেচ্য নয়। আর যদি এর বিপরীত অবস্থা হয় তাহলে কাগজ অনুযায়ী কোনো বিধান প্রয়োগ হবে না, যেহেতু এ ক্ষেত্রে মিথ্যা কাগজ বানানোর সন্দেহ রয়েছে।[১০০]

ষষ্ঠ. ওয়ারিস যদি মৃত ব্যক্তির কোনো লেখা পায়, যা প্রমাণ করে অমুকের কাছে মৃত ব্যক্তির এই পরিমাণ সম্পদ দেনা আছে, তাহলে ওয়ারিসের জন্যে আবশ্যক মৃত ব্যক্তির লেখা অনুযায়ী আমল করা এবং কাগজে যার নাম লেখা আছে তাকে ঐ পরিমাণ দেনা শোধ করা।[১০১]

---

৯৮. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৩৫৪

৯৯. কুররাতু উয়ূনিল আখয়ার, খ. ২, পৃ. ৯৭, ৯৮; দুরারুল হুক্কাম, খ. ৪, পৃ. ১৪১; মুয়ীনুল হুক্কাম, তারাবলুসী কৃত, পৃ. ১২৫; তাবসিরাতুল হুক্কাম, ইবনু ফারহুন কৃত, খ. ১, পৃ. ৩৬৩; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১৬১০

১০০. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৩৫৪; দুরারুল হুক্কাম, খ. ৪, পৃ. ১৪২; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১৬১১। বর্তমান সময়ে এমন একাধিক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলো দ্বারা জাল চিঠি ও আসল চিঠি আলাদা করা যায়। সুতরাং এদিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া উচিত, যেহেতু এ পদ্ধতিগুলো অনেকটা বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে গৃহীত হচ্ছে।

১০১. শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ৪৫৭; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ৩৫৪; মুখতাসারুল ফাতাওয়া আল-মিসরিয়্যা, ইবনে তাইমিয়া কৃত, পৃ. ৪১৭; আল-ইফসাহ, ইবনে হুবায়রা কৃত, খ. ২, পৃ. ২৭, (প্রকাশ. রিয়াদ); কাশশাফুল কিনা', খ. ৪, পৃ. ২০৩

www.amarboi.org

ক. লেখার মাধ্যমে ঋণ মজবুত করার বিধান

লেখার মাধ্যমে ঋণ মজবুত করার বিধান সম্পর্কে ফকীহদের দু'টি মত রয়েছে : **প্রথম মত :** সকল ফকীহের মতে লেখার মাধ্যমে ঋণ মজবুত করা উত্তম, তবে তা ওয়াজিব নয়।[১০২] যেহেতু আয়াতে فَاكْتُبُوْهُ সে ব্যক্তির জন্য পথ নির্দেশনা যে ভুলে যাওয়া বা অস্বীকার করার কারণে নিজ অধিকার নষ্ট হওয়ার ভয় করে, যে ক্ষেত্রে পাওনাদার দেনাদারের পরিপূর্ণ আশ্বস্ত নয়। এ মর্মটি প্রমাণ করে এ আয়াত فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ "তোমরা একে অপরকে বিশ্বাস করলে যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন আমানত অর্পণ করে।"[১০৩] এই আয়াত প্রমাণ করে, লিখে রাখা জরুরি নয়; যদি ঋণের কারবারীদের মাঝে আমানতদারী ও আস্থা থাকে। তা ছাড়া সাহাবা যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সবাই দেনা-পাওনা লিখছে না, যদি লেনদেনকারী পক্ষগুলোর মাঝে আস্থা থাকে। এ কর্মপন্থা ব্যাপক হওয়া সত্ত্বেও সমকালীন ফকীহগণ এ বিষয়ের সমালোচনা করেছেন, মর্মে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায়নি।

দ্বিতীয় মত : ইবনে জারীর তাবারী রহ. ও কতক ফকীহের মতে, দেনা-পাওনা লিখে রাখা ওয়াজিব, যেহেতু আয়াতে فَاكْتُبُوْهُ 'তোমরা তা লিখে রাখো' নির্দেশবাচক ক্রিয়া। আর নির্দেশবাচক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে মূল বিধান হলো, বর্ণিত বিধানটি ওয়াজিব হবে। নির্দেশবাচক ক্রিয়া দ্বারা এখানে বর্ণিত বিষয় ওয়াজিব হওয়ার মতকে মজবুত করে আয়াতে গুরুত্বের সাথে আলোচিত হওয়া : কার লেখানোর হক রয়েছে, লেখকের গুণ, লেখককে লিখতে আদেশ করা হলে সে যেন গুরুত্বের সাথে লেখে, অল্প-বেশি সব ঋণ লেখায় উৎসাহদান-ইত্যাদি বিষয়। এরপর তাৎক্ষণিক লেনদেন হলে তা না লেখা হলে কোনো গুনাহ হবে না- ইত্যাদি বিধান বর্ণিত হওয়া। এসব বিধান ইঙ্গিত করে, ঋণের লেনদেন না লেখা নিন্দাযোগ্য বিষয়।[১০৪]

---

১০২. আহকামুল কুরআন, জাসসাস কৃত, খ. ১, পৃ. ৪৮২; আহকামুল কুরআন, ইমাম শাফেয়ী কৃত, খ. ১, পৃ. ১৩৭, (প্রকাশ. দারুল মা'রিফা, ১৩৯৩ হি.); আল-উম্ম, খ. ৩, পৃ. ৮৯; আল-মুগনী, ইবনে কুদামা কৃত, খ. ৪, পৃ. ৩৬২; জামি'উল বায়ান, তাবারী কৃত, খ. ৩, পৃ. ৭৭; তাফসীরুত তাবারী, খ. ৩, পৃ. ৩৮৩

১০৩. সূরা বাকারা, আয়াত ২৮৩

১০৪. আল-মুহাল্লা, ইবনে হাযম কৃত, খ. ৮, পৃ. ৮০; তাফসীরুত তাবারী, (প্রকাশ. বুলাক), খ. ৩, পৃ. ৭৭, ৭৯; তাফসীরুত তাবারী, (প্রকাশ. দারুল কুতুব), খ. ৩, পৃ. ৩৮৩

www.amarboi.org

খ. সাক্ষীর মাধ্যমে ঋণ মজবুত করা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ

"সাক্ষীদের মধ্যে যাদের প্রতি তোমরা সন্তুষ্ট তাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ সাক্ষী রাখবে। যদি দুইজন পুরুষ না থাকে তাহলে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা, মহিলাদের একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।"[১০৫]

আয়াতের শেষ পর্যন্ত পূর্ণ অংশ প্রমাণ করে, সাক্ষী রাখার মাধ্যমে ঋণ মজবুত করা বৈধ এবং পাওনাদারের জন্যে সাক্ষী থাকা মজবুত প্রমাণ এবং সতর্কতামূলক বিধান। কেননা সাক্ষীদের সাক্ষ্যদান সন্দেহ দূর করা, ব্যক্তির অধিকার রক্ষা ও ঝগড়া-বিবাদ রোধ করার ক্ষেত্রে অধিক কার্যকর। আর এ সব কিছুর মাঝে দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ নিহিত।

এই আয়াত প্রমাণ করে, পাওনার বিষয়ে সাক্ষী রাখার সংখ্যা হলো বিশ্বস্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ হিসাবে পছন্দনীয় দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা। উল্লিখিত গুণ ও সংখ্যার সাক্ষী পাওয়া গেলে তাদের সাক্ষ্য ঋণ প্রমাণের ক্ষেত্রে বিবেচনাযোগ্য শরয়ী প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে। এই সাক্ষ্য মজবুত প্রমাণের স্থান লাভ করবে, পাওনাদারের বিষয়ে ফয়সালা দেওয়ার ক্ষেত্রে বিচারক এ সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করতে পারবেন।

সাক্ষীর মাধ্যমে ঋণ মজবুত করার বিধান

সাক্ষীর মাধ্যমে ঋণ মজবুত করার বিষয়ে ফকীহদের দুটি মত রয়েছে।

হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের সকল ফকীহের মতে ঋণের বিষয়ে সাক্ষী রাখা উত্তম; ওয়াজিব নয়।[১০৬] কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ

"তোমরা একে অপরকে বিশ্বাস করলে যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন আমানত অর্পণ করে।"

ইলকিয়া আল-হির্রাসী বলেন : জানা কথা, এই বিশ্বস্ততা ও আশঙ্কামুক্তি শুধু ধারণার ভিত্তিতে হয়ে থাকে; একেবারে বাস্তব অবস্থার বিচারে নয়। এটা প্রমাণ করে, সাক্ষী রাখার আদেশ করা হয়েছে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে, অন্তরের প্রশান্তির

---

১০৫. সূরা বাকারা, আয়াত, ২৮২

১০৬. আহকামুল কুরআন, ইবনুল আরাবী কৃত, খ. ১, পৃ. ২৬২; আহকামুল কুরআন, জাসসাস কৃত, খ. ১, পৃ. ৪৮২; আহকামুল কুরআন, ইলকিয়া আল-হিররাসী কৃত, খ. ১, পৃ. ৩৬৫

www.amarboi.org

জন্যে; শরীয়তের হক রক্ষার্থে নয়। এর দলিল, فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا এ আয়াত। কারণ, বান্দার প্রশান্তি নির্ভর করার মতো বিষয় নয়। নির্ভরযোগ্য হলো শরীয়ত যে বিষয়কে বান্দার জন্য কল্যাণ মনে করে। (কল্যাণ বিবেচনা করার কারণে) বিয়ের ক্ষেত্রে শরীয়ত সাক্ষী নির্ধারণের নির্দেশ দিয়েছে। উভয়ের সম্মতি ও নিশ্চিন্ত হওয়ার কারণে সাক্ষী রাখার বিধান এখানে বাদ দেওয়া হয়নি। এটা প্রমাণ করে, বিয়ে ছাড়া অন্য ক্ষেত্রেও সাক্ষী বানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্যে। তা ছাড়া শরীয়তে ঋণ মজবুত করার বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। যেমন লিখে রাখা, বন্ধক রাখা, সাক্ষী রাখা। বিভিন্ন প্রান্তের আলেমদের এ বিষয়ে মতপার্থক্য নেই যে, বন্ধক রাখার বিধান দেওয়া হয়েছে উত্তম হিসেবে; আবশ্যক হিসেবে নয়। সুতরাং সাক্ষী রাখার বিষয়টিও তেমন হবে। তাই সাক্ষী বানানো উত্তম; আবশ্যক নয়।[১০৭]

কতক আলেমের মতে ঋণের বিষয়ে সাক্ষী রাখা ওয়াজিব। এর দলিল হলো ঋণের বিধান সম্বলিত আয়াতে আছে :

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّ امْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ.....

"সাক্ষীদের মধ্যে যাদের প্রতি তোমরা সন্তুষ্ট তাদের মধ্য থেকে দুইজন পুরুষকে সাক্ষী বানাবে। যদি দুইজন পুরুষ না হয় তাহলে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা, মহিলাদের একজন ভুলে গেলে অপরজন তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।"[১০৮]

গ. বন্ধক রাখার মাধ্যমে ঋণ মজবুত করা

বন্ধক হচ্ছে এমন সম্পদ, যা প্রদত্ত ঋণের প্রমাণ হিসেবে তা মজবুত করে। বন্ধক রাখা হয় যেন এর মূল্য থেকে ঋণ শোধ করা যায়, যদি দেনাদার ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়।[১০৯] এই বন্ধক রাখার দরুন মুরতাহিন (বন্ধকগ্রহীতা) অন্য পাওনাদারের তুলনায় এই সম্পদের ক্ষেত্রে অধিক হকদার হয়। সুতরাং যদি দেনাদারের আরো ঋণ থাকে, যা তার বর্তমান সম্পদ দ্বারা পরিশোধ করা অসম্ভব, আর এই ঋণ শোধ করার জন্যে বন্ধক রাখা বস্তু বিক্রি করা হয়, তাহলে প্রথমেই এ বস্তুর মূল্য থেকে নিজ পাওনা উসুল করে নেওয়ার অধিকার মুরতাহিনের রয়েছে। তার পাওনা উসুল করার পর যদি অর্থ অবশিষ্ট থাকে তাহলে অন্যেরা তা থেকে পাবে।[১১০]

---

[১০৭]. আহকামুল কুরআন, ইলকিয়া আল-হিররাসী কৃত, খ. ১, পৃ. ৩৬৫

[১০৮]. আল-মুহাল্লা, খ. ৮, পৃ. ৮০; আহকামুল কুরআন, জাসসাস কৃত, খ. ১, পৃ. ৪৮১

[১০৯]. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৬১; রদ্দুল মুহতার, খ. ৫, পৃ. ৩০৭; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৮

[১১০]. আহকামুল কুরআন, জাসসাস কৃত, খ. ১, পৃ. ৫২৩

www.amarboi.org

বন্ধকের মাধ্যমে ঋণ মজবুত করার বিধান

সকল ফকীহের মতে বন্ধকের মাধ্যমে ঋণ মজবুত করা ওয়াজিব নয়। আয়াতে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পথনির্দেশনা হিসেবে।[১১১] ইবনে কুদামা রহ. বলেন, বন্ধক রাখা ওয়াজিব নয়। এ বিষয়ে কারো দ্বিমত রয়েছে বলে আমরা জানি না। কারণ, বন্ধক হলো ঋণের বিপরীতে দলিল। সুতরাং এটা রাখা ওয়াজিব হবে না, যেমন কাফালাত গ্রহণ ও লিখে রাখা ওয়াজিব নয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَ لَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوْضَةٌ "যদি তোমরা সফরে থাকো এবং কোনো লেখক না পাও তাহলে বন্ধক-যা কব্জা করা হবে।"[১১২] এ বিধান পথনির্দেশনা ও পরামর্শ, আবশ্যক বিধান নয়। এর প্রমাণ হলো আয়াতে এর পরের অংশ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ "তোমরা একে অপরকে বিশ্বাস করলে যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন আমানত অর্পণ করে"। তা ছাড়া লিখে রাখা অসম্ভব অবস্থাতেই বন্ধক রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যেহেতু লেখা আবশ্যক নয়, সুতরাং লেখার পরিবর্তে যে বিধান দেওয়া হয়েছে তা-ও অনুরূপ হবে, আবশ্যক হবে না।[১১৩]

ঘ. কাফালাতের মাধ্যমে ঋণ মজবুত করা

ঋণের কাফালাত গ্রহণের অর্থ নিয়ে ফকীহদের চারটি মত রয়েছে :

১. শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহদের মতে, ঋণের তাগাদা দেওয়ার ক্ষেত্রে মূল দেনাদারের দায়িত্বের পাশাপাশি কাফীলের দায়গ্রহণ। সুতরাং উভয়ের দায়িত্বে ঋণ যুক্ত হবে। পাওনাদার দুজনের যে কোনো একজনের কাছে ঋণ পরিশোধের তাগাদা দিতে পারবে।[১১৪]

এক ঋণ দু'জনের দায়ে যুক্ত হয় সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং তা মজবুত করার জন্যে। যেমন বন্ধক রাখা বস্তু ও ব্যক্তি উভয়ের সাথেই ঋণ সংশ্লিষ্ট হয়।[১১৫]

---

১১১. আহকামুল কুরআন, ইলকিয়া আল-হিররাসী কৃত, খ. ১, পৃ. ৩৬৫; আহকামুল কুরআন, জাসসাস কৃত, খ. ১, পৃ. ৪৮২; আল-বুরহান, যারকাশী কৃত, খ. ৩, পৃ. ৩৯; আল-উম্ম, খ. ৩, পৃ. ১৩৮, (প্রকাশ. দারুল মারিফা); আল-মুহাল্লা, খ. ৮, পৃ. ৮০; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০৭, (প্রকাশ. মক্কা)

১১২. সূরা বাকারা, আয়াত, ২৮৩

১১৩. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৬২

১১৪. আল-উম্ম, খ. ৩, পৃ. ২২৯; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩৪৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪৪৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩৫০; আশ-শারহুল কাবীর আলাল মুকনি', খ. ৫, পৃ. ৭০; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২৪৫; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫৯০

১১৫. শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২৪৬

www.amarboi.org

উভয়ের দায়ে যুক্ত হওয়ার এ বিধান ফরযে কেফায়ার ন্যায়, যা সকলের দায়িত্বে আবশ্যক হয়, কিন্তু কেউ আদায় করলে বাকিরা দায়মুক্ত হয়ে যায়। এ সম্পর্ক একাধিক পাওনা আবশ্যক করে না, যেহেতু প্রকৃত বিচারে এটি একটি পাওনা। পাওনা একাধিক হয় কেবল যাদের দায়িত্বে যুক্ত হয় তাদের বিবেচনায়।[১১৬] তাই এ দায়যুক্ত হওয়ার কারণে ঋণের পরিমাণ বাড়ে না, যেহেতু ঋণ একজন থেকেই শোধ করা হয়।[১১৭]

২. মালেকীদের মতে ঋণের কাফালাত গ্রহণের অর্থ : ঋণপ্রদান দায়িত্বে আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে কাফীলের দায় মাকফুল (ঋণগ্রহীতা)-র দায়ের সাথে যুক্ত হওয়া। তবে তারা বলেন, মাকফুল লাহু (ঋণদাতা) কাফীলের নিকট ঋণ পরিশোধের তাগাদা করবে না। তবে তার জন্যে মাকফুল (ঋণগ্রহীতার) নিকট থেকে ঋণ উসুল করা কষ্টকর হলে ভিন্ন কথা।

কারণ দায়গ্রহণ হল প্রমাণ। সুতরাং দায়গ্রহণের দরুন তার নিকট থেকে ঋণ উসুল করা যাবে না। তবে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে উসুল করা কষ্টকর হলে দায় নেওয়া ব্যক্তির নিকট থেকে উসুল করা যাবে, যেমন নিকট রাখা বস্তুর বিধান। যদি ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয় তাহলে বন্ধক রাখা বস্তু থেকে ঋণ উসুল করা যায়।[১১৮]

৩. হানাফী ফকীহদের মতে, কাফালাত হলো আদায় করার ক্ষেত্রে কাফীলের দায়িত্বের সাথে মূল ব্যক্তির দায় যুক্ত করা। ঋণ আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে কাউকে দায়যুক্ত করা নয়, যেহেতু দায়িত্বে ঋণ আবশ্যক হওয়া একটি শরয়ী বিবেচনাযোগ্য বিষয়, যা প্রমাণ ছাড়া সাব্যস্ত হয় না। আর কাফীলের দায়ে এ সম্পদ আবশ্যক হওয়ার কোনো দলিল নেই। তা ছাড়া মজবুত করার বিষয়টি পরিশোধের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের মাধ্যমে হয়ে যায়; ঋণ আবশ্যক করা ছাড়াই। যেমন কেনার উকীলকে মূল্য পরিশোধের তাগাদা দেওয়া হয়। অথচ মূল্য শুধু ওকীল নিয়োগকারী মূল ব্যক্তির দায়েই আবশ্যক হয়। এ সবকিছুর ভিত্তিতে তারা কাফালাতের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে- ঋণ পরিশোধের তাগাদা দেওয়ার ক্ষেত্রে মূল ব্যক্তির সাথে কাফীলের দায়িত্ব যুক্ত করা।[১১৯]

---

১১৬. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪৪৪

১১৭. তাবয়ীনুল হাকায়েক, যায়লায়ী কৃত, খ. ৪, পৃ. ১৪৬

১১৮. শরহুল খিরাশী আলা খলীল, হাশিয়া আদাভীসহ, খ. ৬, পৃ. ২১, ২৮; আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ৩৫৪; আয-যুরকানী আলা খলীল, খ. ৬, পৃ. ২২, ২৯; মিনাহুল জলীল, খ. ৩, পৃ. ২৪৩, ২৫৮

১১৯. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২৪৯; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ১৪৬; আত-তা'রীফাত, জুরজানী কৃত, (প্রকাশ. তিউনিস); মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ৮৩৯; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলীয়্যা, ধারা : ৬১২

www.amarboi.org

৪. ইবনে আবী ইয়া'লা, ইবনে শুবরুমা, আবু ছাওর ও এক বর্ণনামতে ইমাম আহমদ রহ.-এর মত হলো, কাফালাতের মাধ্যমে ঋণ কাফীলের দায়ে স্থানান্তরিত হয়। যেমন কারো নিকট হাওয়ালা করা। সুতরাং এরপর ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে তাগাদা দেওয়া জায়েয হবে না।[১২০]

যাই হোক, ঋণের কাফালাত গ্রহণের অর্থ ঋণী ব্যক্তির দায়িত্বের সাথে কাফীলের দায় যুক্ত করা। ঋণ দায়িত্বে আবশ্যক হওয়ার ক্ষেত্রে হোক, বা পরিশোধের তাগাদা দেওয়ার ক্ষেত্রে হোক বা ঋণগ্রহীতার দায় থেকে কাফীলের দায়ে ঋণ স্থানান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে হোক– সকল ফকীহের ঐকমত্যে কাফালাতের কারণে ঋণদাতা কাফীলের কাছে ঋণ পরিশোধের দাবি করতে পারে– যদি মূল ঋণগ্রহীতা থেকে ঋণ উসুল করা কষ্টকর হয়। এটাই হলো ঋণ মজবুত করার অর্থ এবং এর উপকার ও ফলাফল।

দেনায় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ (التَّصَرُّفُ فِي الدَّيْنِ)

দেনায় কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ কখনো পাওনাদারের পক্ষ থেকে হয়, কখনো দেনাদারের পক্ষ থেকে হয়।

পাওনাদারের নিয়ন্ত্রণ : পাওনাদারের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্র সীমিত–মালিকানা প্রদানের বৈধ কোনো পন্থায়, বিনিময় নিয়ে বা বিনিময়শূন্য অবস্থায় দেনাদার বা অন্য কাউকে সে দেনার মালিক বানিয়ে দেওয়া।

প্রথম অবস্থা : দেনাদারকে দেনার মালিক বানানো

দেনার প্রকার ও দেনাতে পাওনাদারের মালিকানা কতোটা দৃঢ় সে বিবেচনায় দেনাদারকে দেনার মালিক বানানোর বিভিন্ন বিধান হয়।

প্রথম প্রকার : যে দেনায় পাওনাদারের মালিকানা দৃঢ় : যেমন নষ্টকৃত বস্তুর ক্ষতিপূরণ, কর্জের বিনিময়, গসবকৃত বস্তুর বাজারমূল্য, সম্পদের বিনিময়ে নেওয়া তালাকের বিনিময়, বিক্রীত পণ্যের মূল্য, উপকার ও মুনাফা প্রাপ্তির পর পারিশ্রমিক, সহবাসের পর মহর ইত্যাদি। এ ধরনের দেনার ক্ষেত্রে ফকীহদের কারো মতবিরোধ নেই যে, পাওনাদার বিনিময় কিছু গ্রহণ করে বা না করে দেনাদারকে তার মালিক বানাতে পারবে।[১২১]

---

[১২০]. আল-মুহাল্লা, খ. ৮, পৃ. ১১১; আশ-শারহুল কাবীর, আলাল মুকনি', খ. ৫, পৃ. ৭১

[১২১]. আল-মাজমূ', শরহুল মুহাযযাব, খ. ৯, পৃ. ২৭৪; ফাতহুল আযীয, খ. ৮, পৃ. ৪৩৪; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৬৯; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৮৮; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৮৪; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, সুয়ূতীকৃত, পৃ. ৩৩১; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৬৬, ২৪৪; তাবয়ীনুল হাকায়েক, যায়লায়ী কৃত, খ. ৪, পৃ. ৮২; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, ইবনে নুজাইম কৃত, পৃ. ৩৫৮; আল-মুগনী, ইবনে কুদামা কৃত, খ. ৪,

www.amarboi.org

তবে হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলীসহ অধিকাংশ ফকীহের মতে সরফ-চুক্তির বিনিময় ও সালামচুক্তির মূলধন– বিনিময় নিয়ে দেনাদারকে দেনার মালিক বানিয়ে দেওয়ার এ মূলনীতির ব্যতিক্রম। তাই তারা কজা করার পূর্বে এ দু'সম্পদে নিয়ন্ত্রণ অনুমোদন করেননি। কারণ, কজার পূর্বে নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেওয়া হলে তা এই দুই চুক্তি সহীহ হওয়ার শর্ত পরিপন্থী হবে। শর্ত হলো, মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে উভয় পক্ষের সরফচুক্তির বিনিময় এবং পণ্য দাতা সালামচুক্তির মূলধন কজা করা।[১২২]

সেই সাথে শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণ দেনাদারকে দেনার মালিক বানানোর জন্যে শর্ত করেছেন, চুক্তিটা বিলম্বে বিনিময়-সংশ্লিষ্ট সুদ থেকে মুক্ত হতে হবে। সুতরাং পাওনাদার যদি দেনাদারের কাছে তার পাওনা বিক্রি করে এমন সম্পদের বিনিময়ে, যা বাকিতে বিক্রি করা যায় না, যেমন রুপার বিনিময়ে সোনা বা যবের বিনিময়ে গম অথবা এ জাতীয় সুদজাতীয় বস্তুর বিনিময়, তাহলে এ মালিকানা প্রদান সহীহ হবে না। তবে যদি পাওনাদার মজলিস থেকে আলাদা হওয়ার পূর্বে বিনিময় কজা করে, তাহলে এ লেনদেন সহীহ হবে। এর দলিল ইবনে উমর রা.-এর হাদীস। তিনি বলেন : বাকী' অঞ্চলে আমি উট বিক্রি করতাম। দীনার দিয়ে বিক্রি করতাম আর গ্রহণ করতাম দিরহাম। বিক্রি করতাম দিরহামের বিনিময়ে, গ্রহণ করতাম দীনার। আমি এটার পরিবর্তে সেটা নিতাম। আর এটার পরিবর্তে সেটা দিতাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন : لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا شَيْءٌ وَبَيْنَكُمَا "সে দিনের বাজারদরে লেনদেন হলে কোনো সমস্যা নেই, যতক্ষণ না তোমরা কোনো লেনদেন বাকি রেখে বিচ্ছিন্ন না হও।"[১২৩] এ হাদীসে নবী স. পৃথক হওয়ার পূর্বে কজা করার শর্ত ব্যক্ত করেছেন।[১২৪]

পৃ. ১৩৪; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২২; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৯৩; আল-মুবদি', শরহুল মুকনি', খ. ৪, পৃ. ১৯৮; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৭, পৃ. ৩১০৩, (প্রকাশ. মাতবাআ'তুল ইমাম); মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ৪২৪

১২২. তাবয়ীনুল হাকায়েক, হাশিয়াতুশ শালবীসহ, খ. ৪, পৃ. ৮২, ১১২, ১৩৬; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৬৬, ২০৯, ২৪৪; বাদায়েউস সানায়ে', খ. ৭, পৃ. ৩১০২, ৩১৮৮; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৮৫; আল-কাওয়াইদ, ইবনু রজব কৃত, পৃ. ৮২; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ৫৫৯

১২৩. ইবনে উমর রা.-এর বর্ণিত হাদীস ইমাম আবু দাউদ উল্লেখ করেছেন। খ. ৩, পৃ. ৬৫০-৬৫১, (তাহকীক. ইযযত উবায়দ); বায়হাকী শু'বা রহ.-এর সূত্রে এ হাদীসকে মাওকূফ বলেছেন। আত-তালখীসুল হাবীর-এ এমনটি রয়েছে। খ. ৩, পৃ. ২৬, প্রকাশ. শারিকাতুত তিবাআ'তিল ফান্নিয়্যা।

১২৪. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৮৮; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, সুয়ূতীকৃত, পৃ. ৩৩১; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২২; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫৪, ১৩৪; আল-

www.amarboi.org

এ মত অনুযায়ী, পাওনাদার যদি মজলিসে বিনিময় কব্জা করে, তাহলে দেনাদারের নিকট দেনা বিক্রি করা এবং মালিকানা প্রদান করা সহীহ হবে, যেহেতু এ ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ অনুপস্থিত। বরং এখন উল্লিখিত বিষয়কে উভয়ের কব্জা গণ্য করা হবে। যেহেতু পাওনাদার তার বিনিময় মৌলিকভাবে কব্জা করেছে, আর দেনাদারের দায়ে থাকা পাওনার ক্ষেত্রে বিধানগত কব্জা হয়েছে। ফলে দেনাদার যেন পাওনা দারের নিকট থেকে দেনা গ্রহণ করে তার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে।[১২৫]

অনুরূপভাবে একদল ফকীহ দেনাদারকে দেনার মালিক বানানো সহীহ হওয়ার জন্যে দেনার বিনিময়ে দেনা বিক্রি না হওয়ার শর্ত করেছেন। ইমাম আহমদ, ইবনুল মুনযির, ইবনে রুশদ, সুবকী ও অন্যান্য ফকীহ আহলে ইলমের এই ঐকমত্য উদ্ধৃত করেছেন যে, দেনার বিনিময়ে দেনা বিক্রি জায়েয নয়।[১২৬]

নাজায়েযের ভিত্তি হচ্ছে :

ক. শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণ বলেছেন, দায়ে থাকা সম্পদে সরফের লেনদেন করা জায়েয নেই। সুতরাং কারো যদি অপর কারো নিকট কিছু দীনার পাওনা থাকে, আর দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রথম ব্যক্তির কাছে পাওনা থাকে কিছু দিরহাম, এরপর তারা পরস্পরে দায়ে থাকা সম্পদে অদলবদল করে সরফ সম্পাদন করে, তাহলে এ লেনদেন সহীহ হবে না।[১২৭] শাফেয়ী রহ. আল-উম-এ বলেছেন, যার নিকট অন্যের পাওনা থাকে কিছু দিরহাম, আর লোকটির পাওনা থাকে তার কাছে কিছু দীনার, সে পাওনা উসুল করার সময় হোক বা না হোক, তারা যদি উভয়ে সরফ করে, তাহলে এ সরফ চুক্তি জায়েয হবে না। এর কারণ, এ ক্ষেত্রে দেনার বিনিময়ে দেনার লেনদেন হয়েছে।[১২৮]

এ ক্ষেত্রে হানাফী ও মালেকী ফকীহগণ এবং শাফেয়ী ফকীহ তাকী উদ্দীন সুবকী ও হাম্বলী ফকীহ ইবনে তাইমিয়া ভিন্নমত পোষণ করে বলেন, দায়ে থাকা সম্পদে সরফের লেনদেন বৈধ। কারণ উপস্থিত দায় উপস্থিত সম্পদের ন্যায়।

মুবদি', খ. ৪, পৃ. ১৯৮; আশ-শারহুল কাবীর, আলাল মুকান্না', খ. ৪, পৃ. ১৭২; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৯৪; ফাতহুল আযীয, খ. ৮, পৃ. ৪৩৬; আল মাজমূ', শরহুল মুহাযযাব, খ. ৯, পৃ. ২৭৪, প্রকাশ. মাতবা'আতি তাযামুনিল আখাঊী

১২৫. হাশিয়াতুশ শাবরামাল্লিসী, আলা নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৮৯; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৫৭; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২০০; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫৪।

১২৬. তাকমিলা আল-মাজমূ', সুবকী কৃত, খ. ১০, পৃ. ১০৭, (প্রকাশ. মাতবা'আতুত তাযামুনিল আখাঊী); আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫৩; বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ১৬২

১২৭. শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২০০; আল-মুবদি', খ. ৪, পৃ. ১৫৬; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫৩; তাকমিলা আল-মাজমূ', সুবকী কৃত, খ. ১০, পৃ. ১০৭; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৫৭।

১২৮. আল-উম্ম, খ. ৩, পৃ. ৩৩, (প্রকাশ. দারুল মারিফা, লেবানন, ১৩৯৩ হি.)

www.amarboi.org

তবে মালেকীগণ শর্ত করেন, উভয় ঋণ একই সময়ে পরিশোধযোগ্য হবে। এভাবে তারা উভয় ঋণ সমমেয়াদী হলে তাকে নগদ সম্পদের বিনিময়ে নগদ সম্পদের লেনদেনের স্থলবর্তী গণ্য করেন।[১২৯]

খ. হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলীসহ অধিকাংশ ফকীহের মতে, সালামচুক্তির শ্রমিকের দায়ে থাকা সম্পদকে সালামের মূলধন বানানো জায়েয নেই। এর কারণ, পরিণতির বিচারে এটি হবে পাওনাকে পাওনার বিনিময়ে বিক্রি করা। আর তা জায়েয নেই।[১৩০]

তাকী উদ্দীন, ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িম ভিন্নমত ব্যক্ত করেছেন। তারা বলেন, লেনদেনের নিষিদ্ধ বিষয় -অর্থাৎ বাকির বিনিময়ে বাকি বিক্রি, এখানে কথাটি অনুপস্থিত হওয়ায় উল্লিখিত কারবার জায়েয।[১৩১]

গ. হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহগণ বলেন, পাওনাদার দেনাদারের কাছে দায়িত্বে থাকা কোনো বস্তুর বিনিময়ে দেনা বিক্রি করলে এ কারবার সহীহ হওয়ার জন্যে শর্ত হচ্ছে, পাওনাদার মজলিস থেকে পৃথক হওয়ার আগে বিনিময় কব্জা করবে। যেন এ কারবার পরিণতিতে দেনার/বাকীর বিনিময়ে দেনা/বাকী বিক্রি করা না হয়ে যায়। এমন বিক্রি করা তো জায়েয নেই।[১৩২]

---

১২৯. বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খ. ২, পৃ. ২২৪, (প্রকাশ. দারুল কুতুবিল হাদীসা, মিসর); তাবয়ীনুল হাকায়েক, যায়লায়ী কৃত, খ. ৪, পৃ. ১০৪; শরহুল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২৩৪; আয যুরকানী 'আলা খলীল, খ. ৫, পৃ. ২৩২; মিনাহুল জালীল, খ. ৩, পৃ. ৫৩; ইখতিলাফুল ফুকাহা, তাবারী কৃত, পৃ. ৬০; ঈযাহুল মাসালিক, ওনশারীসী, পৃ. ১৪১, ৩২৮; তাবাকাতুশ শাফীঈয়্যা, ইবনে সুবকী কৃত, খ. ১০, পৃ. ২৩১, (প্রকাশক : হালাবী); মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৩১০; আল ইখতিয়ারাতুল ফিকহিয়্যা, মিন ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া, বা'লী কৃত, পৃ. ১২৮; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২৩৯; তাকমিলা আল-মাজমূ', সুবকী কৃত, খ. ১০, পৃ. ১০৭, (প্রকাশ. মাতবা'আতুত তাযামুনিল আখাওয়ী); আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, ইবনে জুযাই কৃত, পৃ. ৩২০; মাজমূ'উ ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়া, খ. ২০, পৃ. ৫১২, (প্রকাশ. রিয়াদ); নাযারিয়্যাতুল আকদ, ইবনে তাইমিয়া কৃত, পৃ. ২৩৫

১৩০. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২০৯; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ১৪০; ফাতহুল আযীয, খ. ৯, পৃ. ২১২; আশ-শারহুল কাবীর আলাল মুকান্না', খ. ৪, পৃ. ৩৩৬; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩১৫৫, (প্রকাশ. মাতবাআতুল ইমাম); নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ১৮০; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩২৯; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২১

১৩১. ইলামুল মুওয়াক্কিয়ীন, খ. ২, পৃ. ৯

১৩২. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩২৩০; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২২; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৯৪; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১৩৪; আল মুবদি', খ. ৪, পৃ. ১৯৯; আল-মাজমূ' শরহুল মুহাযযাব, খ. ৯, পৃ. ১৭৪; ফাতহুল আযীয, খ. ৮, পৃ. ৪৩৭

www.amarboi.org

তবে যদি পাওনাদার নির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করে, তাহলে হানাফী মাযহাবমতে ক্রেতার কব্জা করা কারবার সহীহ হওয়ার জন্যে শর্ত নয়, যেহেতু বাকীর বিনিময়ে বাকী বিক্রির বিষয়টি এখানে অনুপস্থিত। কাসানী বলেন, পাওনাদারের পাওনা হয়তো দীনার-দিরহাম বা নগদ পয়সা হবে, পাত্র দ্বারা বা ওজন দ্বারা পরিমাপকৃত বস্তু বা ভোগকৃত বস্তুর বাজারমূল্য হবে। যদি দীনার বা দিরহাম হয়, এরপর তা দ্বারা কোনো বস্তু কিনে, তাহলে কেনা সহীহ হবে। এক্ষেত্রে কারবার সহীহ হওয়ার জন্য ক্রেতার কব্জা করা শর্ত নয়, যেহেতু এ কারবার হলো বাকির বিনিময়ে নগদ বস্তুর ক্রয়। বিলম্বের সুদ থেকে মুক্ত বস্তু হলে এ কারবার জায়েয; এ ক্ষেত্রে সে রকম সুদজাতীয় কোনো বস্তুও নেই। অনুরূপভাবে দেনা যদি হয় পাত্র বা ওজন দ্বারা পরিমাপকৃত বস্তু অথবা ভোগ্য বস্তুর বাজারমূল্য, তাহলে বিক্রি সহীহ হবে, উপরে আলোচিত কারণে।[১৩৩]

ঋণের দ্বিতীয় প্রকার : যে দেনায় পাওনাদারের মালিকানা স্থির নয়। যেমন সালামকৃত পণ্য, মুনাফাপ্রাপ্তি ও ভাড়াকৃত বস্তু ব্যবহারের পূর্বে বা ব্যবহারের সময় অতিবাহিত হওয়ার আগে এ বাবদ পারিশ্রমিক, সহবাসের পূর্বে মহর ইত্যাদি। এ ধরনের পাওনায় বিনিময় ছাড়াই দেনাদারকে মালিক বানিয়ে দেওয়া জায়েয। কেননা, এই মালিক বানানোকে বিবেচনা করা হবে, দেনাদারের দেনা মাফ করে দেওয়া হয়েছে। আর মাফ করা নিষিদ্ধ হওয়ার কোনো দলিল নেই।[১৩৪]

বিনিময় নিয়ে মালিকানা প্রদানের ক্ষেত্রে ফকীহগণ সালামের পাওনা ও অন্য যে সকল পাওনা স্থির নয় সেগুলোর মাঝে পার্থক্য করেছেন। এর বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হলো :

ক. সালামচুক্তির পাওনা :

সালামচুক্তির পুঁজিদাতা ক্রেতা কি সালামকৃত বস্তুর বিক্রেতা দেনাদারের কাছে পণ্য বিক্রি করতে বা পণ্যের বদলে অন্য কিছু নিতে পারে, তা নিয়ে ফকীহদের দু'টি মত আছে :

প্রথম মত : হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের সকল ফকীহ এবং হাম্বলী ফকীহদের অধিকাংশের মত হলো, সালামকৃত বস্তু বিক্রি করা জায়েয নয়, যার দায়ে তা রয়েছে তার কব্জা করার পূর্বে। কেননা সালামকৃত বস্তু (ক্রেতার হাতে তুলে দেওয়ার পূর্বে তা) বাজারশূন্য হয়ে যাওয়া বা বস্তুর বিনিময়ে অপর কিছু দেওয়া

---

১৩৩. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩২২৯

১৩৪. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২০৯; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩১৭৮; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৯৩; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২২

www.amarboi.org

অসম্ভব হওয়ার মাধ্যমে চুক্তি বাতিল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং এ কারবার কব্জা করার পূর্বে পণ্যবিক্রির ন্যায় হলো। এটি নিষিদ্ধ হওয়ার আরেকটি দলিল হলো নিম্নোক্ত হাদীস। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلاَ يَصْرِفْهُ فِي غَيْرِهِ "যদি কেউ কোনো পণ্যে সালামচুক্তি করে তাহলে সে যেন অন্যদিকে সেটাকে ঘুরিয়ে না দেয়।"[১৩৫]

ফকীহগণ বলেন : এ হাদীস প্রমাণ করে, সালাম ক্রেতার উচিত সালামচুক্তির পণ্য বিক্রি না করা, না ক্রেতার নিকট না অন্য কারো কাছে ।[১৩৬]

দ্বিতীয় মত : মালেকী ফকীহগণ এবং এক বর্ণনামতে ইমাম আহমদ রহ.-এর মত হলো, এ মতকে সঠিক বলেছেন ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িম, পুঁজিদাতা পণ্য কব্জা করার আগে তা বিক্রি করা জায়েয, সালামকৃত পণ্যের যে মূল্য প্রদান করা হয়েছে সে মূল্যে বা তার চেয়ে কম মূল্যে; বেশি মূল্যে বিক্রি জায়েয নেই।[১৩৭]

এ পণ্য পুঁজিগ্রহীতা দেনাদারের কাছে সমমূল্যে বা কম মূল্যে বিক্রি করা এবং বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয হওয়ার পক্ষে তারা শরয়ী কোনো নিষেধাজ্ঞা না থাকাকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। তারা বলেন, বিক্রি বৈধ না হওয়ার পক্ষে যারা আছেন তাদের পেশকৃত হাদীসটি হাদীসবিশারদদের মতে জঈফ। যদি এ হাদীস সনদের বিচারে সহীহ হয়েও থাকে, তাহলে এ হাদীসের অর্থ অন্য আরেক সালামে পরিণত না করা বা নির্ধারিত বকেয়া মূল্যে পণ্যটি বিক্রি না করা। সুতরাং এ হাদীস আলোচ্য মাসআলা বহির্ভূত বিষয়।

---

১৩৫. আস-সুনান, আবু দাউদ,খ. ৩, পৃ. ৭৪৪-৭৪৫, তাহকীক : ইযযত উবায়দ; দারাকুতনী, খ. ৩, পৃ. ৪৫, প্রকাশ. দারুল মাহাসিন; আবু সাঈদ খুদরী রা. হাদীসটির বর্ণনাকারী, উল্লিখিত শব্দে দারাকুতনীতে বর্ণিত। ইবনে হাজার রহ. হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন এবং অন্যের সূত্রে উল্লেখ করেছেন, সনদের দুর্বলতা ও শব্দে বা সনদে চরম বিশৃঙ্খলার দরুন তিনি একে দুর্বল বলেছেন –আত-তালখীসুল হাবীর, খ. ৩, পৃ. ২৫, প্রকাশ. শারিকাতুত তিবাআতিল ফান্নিয়্যা

১৩৬. আল-উম্ম, খ. ৩, পৃ. ১৩৩; রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৬৬, ২০৯; তাবয়ীনুল হাকায়েক, হাশিয়া শালবীসহ, খ. ৪, পৃ. ১১৮; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৮৪; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৮৭; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৭০; ফাতহুল আযীয, খ. ৮, পৃ. ৪৩৩; মাজমূআ' ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়া, খ. ২৯, পৃ. ৫০০, ৫০৩ ও ৫০৬; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৩৪; আল-মুবদি', খ. ৪, পৃ. ১৯৭; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২২; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, সুয়ূতীকৃত, পৃ. ৩২৬ ও ৩৩১; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ৫৫৯

১৩৭. মাজমূআ' ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়া, খ. ২৯, পৃ. ৫০৩, ৫০৪, ৫১৮ ও ৫১৯; তাহযীবু সুনানি আবি দাউদ ও ঈযাহু মুশকিলাতিহী, ইবনুল কাইয়িম কৃত, খ. ৫, পৃ. ১১৭; আল-কাওয়ানীনুল ফিকহিয়্যা, পৃ. ২৯৬; মুখতাসারুল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া কৃত, পৃ. ৩৪৫

www.amarboi.org

ইবনুল কাইয়িম বলেন, সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, এ কারবার হারাম হওয়া সংক্রান্ত কোনো হাদীস, ইজমা বা কিয়াস নেই। বরং হাদীস ও কিয়াস এ কারবার বৈধ হওয়া দাবি করে।[১৩৮]

এ পণ্য প্রদত্তমূল্যের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি জায়েয না হওয়ার কারণ, সালাম বিক্রির পণ্য এখনও বিক্রেতার দায়ে যুক্ত রয়েছে, ক্রেতার দায়ে স্থানান্তরিত হয়নি। সুতরাং ক্রেতা যদি বিক্রেতার কাছে প্রদত্তমূল্যের বেশি দামে বিক্রি করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে সালাম বিক্রির ক্রেতা দায়মুক্ত বস্তুতে লাভ করবে। অথচ সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দায়মুক্ত জিনিসের লাভ নিতে নিষেধ করেছেন।[১৩৯]

যে সকল পাওনায় পাওনাদারের মালিকানা সুস্থির নয়, দেনাদার এর বিপরীতে বিনিময় না নেওয়ার কারণে, যেমন ভোগ্য বস্তু ব্যবহার করা বা ব্যবহারেরর সময় পেরিয়ে যাওয়ার পূর্বে এ বাবদ মজুরি, সহবাসের পূর্বে মহরের দায় ইত্যাদি। এ জাতীয় ঋণের ক্ষেত্রে বিনিময় নিয়ে দেনাদারকে এগুলোর মালিকানা প্রদান করার বিষয়ে ফকীহদের দু'টি মত রয়েছে। একটি মত হাম্বলী ফকীহদের, দেনাদারকে এগুলোর মালিক বানানো জায়েয নেই। কারণ, পাওনাদারের মালিকানা অসম্পূর্ণ।[১৪০]

দ্বিতীয় মত হানাফী ও শাফেয়ী ফকীহদের- দেনাদারকে এগুলোর মালিক বানানো জায়েয। সে ঋণগুলোর ন্যায়, যেগুলোতে পাওনাদারের মালিকানা সুস্থির। কারণ, এ ক্ষেত্রে উভয় প্রকারে কোনো পার্থক্য নেই।[১৪১]

দ্বিতীয় অবস্থা : দেনাদার ছাড়া অন্যকে দেনার মালিক বানানোঃ

দেনাদার ছাড়া অন্যকে এই দেনার মালিক বানানোর ক্ষেত্রে ফকীহদের চারটি মত রয়েছে।

---

১৩৮. তাহযীবু সুনানি আবি দাউদ ও ঈযাহু মুশকিলাতিহী, ইবনুল কাইয়িম কৃত, খ. ৫, পৃ. ১১৭।

১৩৯. হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-এর সূত্রে বর্ণিত। এ হাদীস এভাবেও বর্ণিত হয়েছে, لايحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما لم يضمن অর্থাৎ 'সালাম ও বিক্রি এক চুক্তিতে সহীহ নয়। এক বিক্রিতে দুই শর্ত সহীহ নয়। যে বস্তু দায়বদ্ধ নয় তার লাভ বৈধ নয়।' তিরমিযী রহ. হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ, খ. ৩, পৃ. ৫২৭, প্রকাশক : ঈসা হালাবী

১৪০. শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৩; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৯৪।

১৪১. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৬৬; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৮৮; আল-মাজমূ', শরহুল মুহাযযাব, খ. ৯, পৃ. ২৭৫; ফাতহুল আযীয, খ. ৮, পৃ. ৪৩৪; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, সুয়ূতী কৃত, পৃ. ৩৩১

www.amarboi.org

প্রথম মত : ইমাম আহমদের এক বর্ণনা এবং শাফেয়ীদের মত হলো, বিনিময় নিয়েই হোক বা না নিয়েই হোক, দেনাদার ছাড়া অন্যকে দেনার মালিক বানানো জায়েয।[১৪২]

দ্বিতীয় মত : হানাফী ও হাম্বলী ফকীহদের মত এবং শাফেয়ী মাযহাবের প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো, দেনাদার ছাড়া অন্য কাউকে দেনার মালিক বানানো যাবে না, বিনিময়সহ হোক বা বিনিময়হীন– বিধান অভিন্ন।

যেমন কেউ অন্যকে বলল, অমুকের কাছে আমার যা পাওনা আছে আমি তোমাকে সেটা হেবা করলাম। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি সেটা কবুল করল। অথবা প্রথম ব্যক্তি তাকে বলল, আমি তোমার নিকট থেকে অমুক বস্তুটি কিনলাম, অমুকের কাছে আমার যা পাওনা আছে তার বিনিময়ে। এরপর সে সেটা কবুল করল। বা প্রথম ব্যক্তি তাকে বলল, অমুকের কাছে আমার প্রতিষ্ঠিত পাওনার বিনিময়ে আমি তোমার নিকট থেকে অমুক জিনিসটি ভাড়া নিলাম, দ্বিতীয়জন তা গ্রহণ করল। এ জাতীয় সকল সুরত নাজায়েয। এর কারণ, হেবাকারী, ক্রেতা বা ভাড়া গ্রহণকারী যথাক্রমে হেবা করছে অথবা ক্রয় করছে অথবা ভাড়া নিচ্ছে এমন কিছুর বিনিময়ে, যা তার কর্তৃত্বে নেই। আর শরয়ীভাবে তার এ কর্তৃত্বও নেই, যার মাধ্যমে সে দেনাদারের নিকট থেকে নিজ অধিকার কব্জা করতে পারবে। কারণ, অনেক সময় এমনও হতে পারে যে, পুঁজিগ্রহীতা তার দেনা পরিশোধ করতে চাইবে না কিংবা অস্বীকার করে বসবে। সুতরাং এ ধরনের লেনদেনের মধ্যে ধোঁকা ও প্রতারণা থাকার কারণে তা নাজায়েয।[১৪৩]

দেনাদার ছাড়া অন্য কাউকে দেনার মালিক বানানো নাজায়েয হওয়ার মাসআলায় হানাফী ফকীহগণ তিনটি অবস্থাকে ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেছেন :[১৪৪]

---

১৪২. আল-মুবদি', শরহুল মুকনি', খ. ৪, পৃ. ১৯৯; মাজমূআ ফাতাওয়া ইবনি তাইমিয়া, খ. ২৯, পৃ. ৫০৬; তাহযীবু সুনানি আবি দাউদ ও ঈযাহু মুশকিলাতিহী, ইবনুল কাইয়িম কৃত, খ. ৫, পৃ. ১১৪; আল-মানছূর ফীল কাওয়াইদ, যারকাশী কৃত, খ. ২, পৃ. ১৬১

১৪৩. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৬৬; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ৮৩; আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, ইবনে নুজাইম কৃত, পৃ. ৩৫৭, ৩৫৮; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৮৫; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৮৯; ফাতহুল আযীয, খ. ৮, পৃ. ৪৩৯; আল-মাজমূ' শরহুল মুহাযযাব, খ. ৯, পৃ. ২৭৫; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, সুয়ূতীকৃত, পৃ. ৩৩১; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২২; আল-মুবদি', খ. ৪, পৃ. ১৯৯; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ২৯৩, ২৯৪; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ১৬৬; আশ-শারহুল কাবীর, আলাল মুকনি', খ. ৪, পৃ. ৩৪২

১৪৪. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ১৬৬; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, ইবনে নুজায়েম কৃত, পৃ. ৩৫৭, ৩৫৮; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩১০৪

www.amarboi.org

প্রথম : পাওনাদার যদি দেনাদার ছাড়া অন্য যাকে মালিক বানিয়েছে তাকে ঋণ উসুল করার ক্ষেত্রে উকীল নিযুক্ত করে, তাহলে এ ক্ষেত্রে মালিক বানানো যাবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি পাওনাদারের উকীল হিসেবে দেনাদারের নিকট থেকে ঋণ উসুল করবে। শুধু কব্জা করার মাধ্যমেই সে নিজের জন্য তা কব্জা করেছে বলে গণ্য হবে। এবং ঋণের মালিকানা সে লাভ করবে।

দ্বিতীয় : পাওনাদার দেনাদার ছাড়া অন্য যাকে মালিক বানিয়েছে তার উপর যদি দেনাদারকে হাওয়ালা করে, তাহলে দেনার মালিক বানানো যাবে। সে পাওনাদারের প্রতিনিধি হিসাবে দেনাদারের নিকট থেকে ঋণ উসুল করবে, পাওনাদার এ দেনাদারকে এই বিবেচনায়ই তার হাওয়ালা করেছে। ফলে শুধু কব্জা করার মাধ্যমেই সে ঋণের মালিকানা লাভ করবে।

তৃতীয় : অসীয়ত। দেনাদার ছাড়া অন্য কাউকে দেনার অসীয়ত করা জায়েয। কেননা অসীয়ত মৃত্যু পরবর্তী সময়ের সাথে যুক্ত মালিকানা প্রদান। সুতরাং এ ক্ষেত্রে মালিকানা স্থানান্তরিত হতে পারে, যেভাবে ওয়ারিস হওয়ার মাধ্যমে ঋণের মালিকানা স্থানান্তরিত হয়।

তৃতীয় মত : শাফেয়ীদের একটি মত -তাদের অনেকে এ মতকে সঠিক বলেছেন, যেমন আল-মুহাযযাব গ্রন্থে শীরাযী, যাওয়াইদুর রওযা গ্রন্থে নববী রহ., সুবকী রহ. এ মত পছন্দ করেছেন এবং যাকারিয়া আনসারী এ মত অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছেন- পাওনাদার দেনাদার ছাড়া অন্য কারো কাছে সালাম চুক্তির পাওনা ছাড়া সকল পাওনা বিক্রি জায়েয, যেমন দেনাদারের কাছে সেগুলোর বিক্রি জায়েয। দেনাদার ও অন্য কাউকে মালিক বানানোর মাঝে এ ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য নেই। এ বিধান তখন, যখন পাওনা নগদে পরিশোধযোগ্য হয়, আর দেনাদার হয় সুস্থির ও স্বচ্ছল, অথবা তার ঋণের বিষয়ে প্রমাণ থাকে, ফলে ঋণ প্রমাণের বিষয়ে কোনো কষ্ট করতে হবে না। বিক্রি বৈধ হওয়ার কারণ, পাওনাদারের দেনাদারকে অন্য পাওনা অর্পণের ক্ষমতা না থাকার দরুন ধোঁকার আশঙ্কা এখানে অনুপস্থিত।[১৪৫]

বাকিতে বিক্রি করা যায় না এমন বস্তু- যেমন সুদজাতীয় বস্তুসমূহ-র বিনিময়ে পাওনাদারের দেনাদারের কাছে তার পাওনা বিক্রি বৈধ হওয়ার জন্যে যেমন মজলিসে উভয়ের কব্জা করা শর্ত, দেনাদার ছাড়া অন্য কাউকে মালিক বানানো হলে সে ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরস্পরের কব্জা করা শর্ত।

---

[১৪৫]. আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ২৭০; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, সুয়ূতী কৃত, পৃ. ৩৩১; আল-মাজমূ' শরহুল মুহাযযাব, খ. ৯, পৃ. ২৭৫; ফাতহুল আযীয, খ. ৮, পৃ. ৪৩৯; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৯০; রওযাতুত তালিবীন, নববীকৃত, খ. ৩, পৃ. ৫১৪; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৮৫

www.amarboi.org

চতুর্থ মত : চতুর্থ মতটি হলো মালেকীদের। দেনাদার ছাড়া অন্য কারো কাছে দেনা বিক্রি করা জায়েয, এমন কিছু শর্তসাপেক্ষে, যেগুলো সে ব্যক্তির মালিকানা লাভ করার ক্ষেত্রে ধোঁকার আশঙ্কা রোধ করে এবং মালিকানা লাভে প্রতিবন্ধক বিষয়গুলো দূর করে। এ শর্ত আটটি :[১৮৬]

১. ক্রেতা মূল্য নগদ পরিশোধ করবে। কেননা সে যদি নগদে পরিশোধ না করে তাহলে তা হবে ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রি।

২. এলাকায় দেনাদারের উপস্থিতি, যেন তার স্বচ্ছলতা ও দারিদ্র্যের অবস্থা জানা সম্ভব হয়। কারণ দেনার বিনিময় দেনাদারের অবস্থা অনুপাতে বিভিন্ন হয়ে থাকে। অথচ বিক্রির পণ্য অজানা থাকা সহীহ নয়।

৩. দেনাদারের দেনার বিষয়ে স্বীকারোক্তি থাকা। যদি সে দেনা অস্বীকার করে, তাহলে ঝগড়া রোধ করার স্বার্থে তা বিক্রি জায়েয নয়, যদিও প্রমাণের মাধ্যমে দেনা সাব্যস্ত ও প্রমাণিত হয়।

৪. দেনার বিক্রি তার সমশ্রেণীর বস্তুর বিনিময়ে না হওয়া। অথবা সমশ্রেণীর বস্তুর বিনিময়ে এ শর্তে হওয়া যে, বিনিময় বস্তু হবে ঋণের সমান।

৫. সোনার বিনিময়ে রুপা বা রুপার বিনিময়ে সোনা বিক্রি না হওয়া, যেহেতু এগুলোর বিক্রি বৈধ হওয়ার জন্যে উভয়টি একই সময়ে কব্জা করা শর্ত। (আর এক্ষেত্রে উভয়টি একসাথে কব্জা করার সুযোগ নেই, যেহেতু দু'টি বস্তুর একটি অবর্তমান।)

৬. ক্রেতা ও দেনাদারের মাঝে শত্রুতা না থাকা।

৭. দেনার বস্তুটি এমন হওয়া, কব্জা করার পূর্বে যা বিক্রি করা জায়েয। এর দ্বারা খাদ্যদ্রব্য থেকে বিরত থাকা উদ্দেশ্য, যেহেতু খাদ্যদ্রব্য কব্জা করার পূর্বে বিক্রি জায়েয নয়।

৮. দেনাদারকে ক্ষতি বা কষ্টে ফেলার কোনো ইচ্ছা ক্রেতার না থাকা।

দেনাদারের হস্তক্ষেপ (تَصَرُّفُ الْمَدِيْنِ)

নিজ দায়ে আবশ্যক দেনায় দেনাদারের হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র দুটি বিষয়ে সীমিত- হাওয়ালা ও সাফতাজা (হুন্ডি)।

প্রথম ক্ষেত্র : হাওয়ালা। দ্রষ্টব্য : حَوَالَة দ্বিতীয় ক্ষেত্র : হুন্ডি। দ্রষ্টব্য : سَفْتَجَة

---

১৮৬. মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৫৬৪; আয-যুরকানী, আলা খলীল, খ. ৫, পৃ. ৮৩; আল-বাহজা শরহুত তুহফা, খ. ২, পৃ. ৪৭; আল-মুয়াত্তা, খ. ২, পৃ. ৬৭৫, (প্রকাশক : ঈসা হালাবী); শরহুল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ৭৭; আত-তাওদী আলাত তুহফা, খ. ২, পৃ. ৪৭

www.amarboi.org

মুদ্রার বিভিন্ন পরিবর্তনে ঋণের অবস্থা

ফকীহগণ মুদ্রায় পরিবর্তন হলে ঋণে থাকা মুদ্রার বিধান কী হবে তা বর্ণনা করেছেন। যদি দায়িত্বে আবশ্যক ঋণ হয় সত্তাগতভাবে মুদ্রা, (যেমন সোনা-রুপা) অথবা সৃষ্টিগত মুদ্রা না হলেও পারিভাষিকভাবে তা মুদ্রা হিসেবে সাব্যস্ত হয়, অর্থাৎ সোনা রুপা না হয়ে অন্য কিছুর মুদ্রা হলেও সেটার ব্যবহার সৃষ্টিগত মুদ্রার ন্যায় হয়। যেমন বর্তমান প্রচলিত বিভিন্ন পয়সা ও নোট। তাহলে পরিবর্তনকালে মুদ্রার বিধানে পার্থক্য হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

মুদ্রার পরিবর্তন, যদি ঋণ সৃষ্টিগত মুদ্রা হয়

দায়ে সাব্যস্ত ঋণ যদি হয় সোনা বা রুপার তৈরি নির্ধারিত ছাঁচের নির্দিষ্ট মুদ্রা, এরপর পরিশোধের সময় তার মূল্য বেড়ে যায় বা কমে যায়, তাহলেও ঋণগ্রহীতার সে মুদ্রা ছাড়া অন্য কিছু পরিশোধ করা আবশ্যক নয়। মূল্যের এই পরিবর্তনের কোনো প্রভাব ঋণে পড়বে না।[১৪৭] মুরশিদুল হায়রান (ধারা : ৮০৫)-এ আছে, যদি কেউ ঋণ নেয় পাত্র বা ওজন দ্বারা পরিমাপকৃত কোনো বস্তু অথবা সোনা বা রুপার ছাঁচে তৈরি কোনো মুদ্রা, এরপর এর বাজারদর বাড়ে বা কমে, তাহলে তার জন্য অনুরূপ বস্তু বা মুদ্রা ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক। এক্ষেত্রে বাজারদরের উঠানামার কোনো বিবেচনা করা হবে না।

এমনকি যদি এই মুদ্রার উৎপাদক সংস্থা এর মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস করে, তবুও দেনাদারের জন্যে চুক্তিকৃত বস্তুর বাইরে অন্য কিছু দেওয়া আবশ্যক হবে না।[১৪৮] ইবনে আবিদীন বলেন : জেনে রাখা ভালো, এ সময়ে শাসকদের নির্দেশে প্রচলিত বিভিন্ন মুদ্রার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি হচ্ছে। এ সংক্রান্ত ফতোয়ায় মতভেদ রয়েছে। বর্তমানে যে ফতোয়া স্থিরীকৃত তা হলো, যে প্রকার মুদ্রার চুক্তি হয়েছে তা প্রদান করা, যদি সে মুদ্রার প্রকার নির্দিষ্ট থাকে। যেমন কেউ একশ ফরাসী রিয়াল দিয়ে বা একশ আতীক স্বর্ণের বিনিময়ে কোনো পণ্য কিনল।[১৪৯]

যদি এ মুদ্রার উৎপাদক সংস্থা এর প্রচলন বন্ধ করে দেয়, তবু দেনাদারের জন্যে চুক্তির দাবি রক্ষার্থে অন্য কিছু দেওয়া আবশ্যক হবে না, যেহেতু এ মুদ্রারই চুক্তি করা হয়েছে। আর এ মুদ্রা-ই তার দায়ে সাব্যস্ত ঋণ ছিল, অন্য কিছু নয়। এ

---

১৪৭. তাম্বীহুর রুকূদ, আলা মাসাইলিল উকূদ, ইবনে আবিদীন কৃত, খ. ২, পৃ. ১৪, (মাজমূআ রাসাইলি ইবনি আবিদীন-এর সাথে মুদ্রিত)

১৪৮. মিনাহুল জালীল, উলাইশ কৃত, খ. ২, পৃ. ৫৩৪; কুররাতুল মুজাদালা ইনদা তাগয়ীরিল মুআমালা, সুয়ূতী কৃত, খ. ১, পৃ. ৯৭ (সুয়ূতী কৃত আলহাভী কিতাবের সাথে মুদ্রিত)

১৪৯. তাম্বীহুর রুকূদ, খ. ২, পৃ. ৬৬

www.amarboi.org

বিষয়টি স্পষ্টভাবে বলেছেন শাফেয়ী রহ. আল-উম গ্রন্থে, আর মালেকী ফকীহগণ তাদের বিশুদ্ধ বর্ণনায়।[১৫০] শাফেয়ী রহ. বলেন, যদি কেউ পয়সা বা দিরহাম ঋণ নেয়, অথবা এগুলোর বিনিময়ে কেনাবেচা করে, এরপর শাসক এ পয়সাকে বাতিল ঘোষণা করেন, তাহলে তার দায়ে আবশ্যক হবে অনুরূপ দিরহাম বা পয়সা, যেগুলো দ্বারা সে ঋণ বা কেনাবেচা করেছে।[১৫১]

কতক মালেকী ফকীহ বলেন, যদি এর প্রচলন বন্ধ করা হয় এবং এর পরিবর্তে অন্য পয়সার প্রচলন হয়, তাহলে বাতিল পয়সার স্বর্ণের বাজারদর ধর্তব্য হবে এবং ঋণদাতা স্বর্ণ হিসেবে ঋণের বাজারমূল্য উসুল করবে।[১৫২] তবে এই পয়সা যদি নাই হয়ে যায়, বাজারশূন্য হয় বা অনুপস্থিত হয়, দেনাদারের অঞ্চলে, সে ক্ষেত্রে এর বাজারমূল্য আবশ্যক হবে, নতুন ও বহুল প্রচলিত মুদ্রা দ্বারা।[১৫৩]

আর যদি লোকদের কাছে এ মুদ্রা কম পাওয়া যায় বা পাওয়া কষ্টকর হয়, তাহলে এ ছাড়া অন্য কিছু প্রদান আবশ্যক হবে না, যেহেতু কষ্টকর হলেও এটা পাওয়া সম্ভব। বাজারশূন্য বা নাই হলে অথবা একেবারে অনুপস্থিত হলে সে অবস্থা ভিন্ন।[১৫৪] হায়ছামী বলেন, যদি মুদ্রার বিনিময়ে দীনার বা দিরহাম বিক্রি করে, আর কোনো মুদ্রা নির্দিষ্ট করে, তাহলে সে মুদ্রাই দিতে হবে, যদি তা দুষ্প্রাপ্য হয় তবুও।[১৫৫]

এখানে এদিকে ইশারা করা সঙ্গত যে, হাম্বলী ফকীহদের মতে পাওনাদারের কর্তব্য, ঋণীর দায়িত্বে যে মুদ্রা আবশ্যক হয়েছে তার অনুরূপ মুদ্রা গ্রহণ করা। আর দেনাদারের তা আদায় করা আবশ্যক যদি তা পর্যাপ্ত হয়, মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি উভয় অবস্থায়, যেহেতু এ মুদ্রা দিয়ে লেনদেন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে অনুমোদিত।

যদি রাষ্ট্র জনসাধারণকে এ মুদ্রা দ্বারা লেনদেন করতে নিষেধ করে, তাহলে পাওনাদারকে এ মুদ্রা গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। ঋণ সাব্যস্ত হওয়ার সময় এ মুদ্রার বাজারদর হিসেবে অন্য জাতীয় মুদ্রার বাজারমূল্য তার পাওনা হবে, যদি তার সমজাতীয় মুদ্রার বাজারমূল্য গ্রহণ করলে কমবেশ-এর সুদী কারবার হয়। লোকেরা সে মুদ্রা দ্বারা লেনদেন করা বাদ দেওয়ার বিষয়ে একমত হোক বা না হোক।

---

১৫০. হাশিয়াতুর রাহূনী, খ. ৫, পৃ. ১১৮; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৫৩৪; হাশিয়াতুল মাদানী আলা কানুন, খ. ৫, পৃ. ১১৮

১৫১. আল-উম, খ. ৩, পৃ. ৩৩

১৫২. হাশিয়াতুর রাহূনী, খ. ২, পৃ. ১১৯

১৫৩. মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৫৩৫

১৫৪. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৯৭

১৫৫. তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৫৫

www.amarboi.org

পক্ষান্তরে সে মুদ্রার সমজাতীয় মুদ্রা নিলে যদি কমবেশ-এর সুদী কারবার না হয়, তাহলে সে জাতীয় মুদ্রা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করতে কোনো বাধা নেই।[১৫৬]

ঋণ হিসেবে গৃহীত মুদ্রার মূল্যমান পরিবর্তন

দায়িত্বে থাকা ঋণ যদি হয় লোকদের প্রচলনের মুদ্রা; সৃষ্টিজাত মুদ্রা নয়, যেমন সোনা-রুপা ছাড়া অন্য পদার্থের তৈরি মুদ্রা, এরপর ঋণ পরিশোধের সময় এতে কোনো পরিবর্তন হলে, সে ক্ষেত্রে ফকীহদের মতে পাঁচটি অবস্থা রয়েছে :

প্রথম অবস্থা : মুদ্রা অচল হওয়া (الْكَسَادُ الْعَامُّ لِلنَّقْدِ)

এর ব্যাখ্যা হলো, মুদ্রা উৎপাদক প্রতিষ্ঠান এই মুদ্রার ব্যবহার স্থগিত ঘোষণা করল, ফলে পুরো দেশে এ মুদ্রা ব্যবহার পরিত্যক্ত হলো। ফকীহদের মতে এ অবস্থার নাম মুদ্রা অচল হওয়া বা মন্দাভাব।[১৫৭] এ অবস্থা হলে কেউ কোনো পণ্য কিনল নির্দিষ্ট নির্ধারিত মুদ্রার বিনিময়ে, এরপর মূল্য পরিশোধের পূর্বে মুদ্রা মন্দাভাবের শিকার হলো, অথবা কেউ নির্দিষ্ট মুদ্রা ঋণ নিল, এরপর পরিশোধ করার পূর্বে মুদ্রা মন্দাভাবের শিকার হলো, অথবা কারো দায়ে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত মুদ্রার নগদ মহর আবশ্যক হলো, এরপর পরিশোধের পূর্বে সে মুদ্রা অচল হয়ে গেল, এ জাতীয় অবস্থায় ফকীহদের চারটি মত রয়েছে।

প্রথম মত : আবু হানীফা রহ.-এর মত, যে মুদ্রা অচল হয়ে গেছে যদি তা কোনো পণ্যের মূল্য হয়ে থাকে, তাহলে চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। এবং চুক্তি বাতিল করা আবশ্যক হবে, যতটুকু সম্ভব। কেননা অচল হওয়ার মাধ্যমে এ মুদ্রা তার মূল্যমান হারিয়ে ফেলেছে, যেহেতু এর মূল্যমান নির্ধারিত হয়েছিল মানুষের প্রচলনের কারণে। সুতরাং জনসাধারণ যখন এর ব্যবহার ছেড়ে দিবে, তখন এ থেকে মূল্যমানের গুণ দূর হয়ে যাবে। ফলে চুক্তির পণ্য তখন মূল্যহীন হয়ে পড়বে। এর ফলে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে।

তবে যদি এ মুদ্রা কর্জ-এর বিনিময় বা নগদ মহর হয়, তাহলে এর মিছিল (সমশ্রেণীর সদৃশ বস্তু) ফেরত দেওয়া আবশ্যক, যদিও মুদ্রা অচল হয়ে পড়ে।

---

[১৫৬]. কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০১; আশ-শারহুল কাবীর, আলাল মুকনি', খ. ৪, পৃ. ৩৫৮; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৬; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৬৫; আল-মুবদি', খ. ৪, পৃ. ২০৭; আল মুহাররার, মাজদুদ্দীন ইবনে তাইমিয়া কৃত, খ. ১, পৃ. ৩৩৫

[১৫৭]. আরবী শিরোনামে যে কাসাদ শব্দ এসেছে-এর আভিধানিক অর্থ : অনাগ্রহের কারণে অচলাবস্থা। -আল-মিসবাহুল মুনীর, খ. ২, পৃ. ৬৪৪। ফকীহদের পরিভাষায় এর অর্থ : কোনো মুদ্রার প্রচলন বন্ধ হওয়া এবং পুরো দেশেই তা অচল হয়ে যাওয়া। -শরহুল মাজাল্লা, আলী হায়দার কৃত, খ. ১, পৃ. ১০৮; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ১৪৩; তাম্বীহুর রুকুদ, ইবনে তাইমিয়া কৃত, খ. ২, পৃ. ৬০

www.amarboi.org

কেননা এ মুদ্রাই দায়ে আবশ্যক হয়েছে; অন্য কিছু নয়।[১৫৮] যেহেতু কর্জ হলো ধার দেওয়া, আর ধার দেওয়া হলে সে ক্ষেত্রে গুণগতভাবে অনুরূপ বস্তু ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক। আর সেটা তখনই বাস্তবায়িত হবে, যখন গুণগত বিচারে অনুরূপ বস্তু ফিরিয়ে দেওয়া হবে; যদি তা অচলও হয়। এর কারণ, মূল্যমান এ বস্তুর অতিরিক্ত গুণ। যেহেতু কর্জ সহীহ্ হওয়ার জন্য মূল্যমানসম্পন্ন বস্তু হওয়া আবশ্যক নয়। বরং সদৃশ বস্তু হওয়াই কর্জ-এর ক্ষেত্রে মূল বিবেচ্য বিষয়। অচল হওয়ার মাধ্যমে এ মুদ্রা তার সদৃশতার গুণ হারিয়ে ফেলেনি। এ কারণে অচল হওয়ার পরও এ মুদ্রা কর্জ নেওয়া সহীহ্ আছে। এবং যে বস্তুর মূল্যমান নেই, - যেমন আখরোট, ডিম, পাত্র বা ওজন দ্বারা পরিমাপকৃত বস্তু- সে সকল বস্তুও কর্জ নেওয়া সহীহ্ আছে। এগুলোর কোনোটাই মূল্যমান গুণসম্পন্ন নয়। যদি কর্জ প্রকারান্তরে ধার নেওয়া না হতো, তাহলে এ জাতীয় বস্তু কর্জ নেওয়া সহীহ্ হতো না। কেননা সেক্ষেত্রে এ বস্তুগুলোর কর্জ নেওয়ার অর্থ হতো, বাকিতে এক শ্রেণীর বস্তু তার সমশ্রেণীর বস্তুর বিনিময়ে অদলবদল করা। ফলে সেটা সুদ হওয়ার কারণে হারাম হতো। সুতরাং এখানে যা ফেরত দেওয়া হয় তা বিধানগত বিচারে মূল কব্জাকৃত বস্তুর ন্যায়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে প্রচলন থাকা না থাকা কর্জ সহীহ্ হওয়ার জন্যে শর্ত হিসেবে বিবেচিত হবে না, যেমন গসবকৃত বস্তুর বিধান। কর্জও এ অর্থে গসবের ন্যায়, যেহেতু উভয়টিতে সদৃশ বস্তু দ্বারা দায়পূরণ করতে হয়।[১৫৯]

দ্বিতীয় মত : আবু ইউসুফ রহ.-এর মত, হাম্বলীদের অগ্রগণ্য মত এবং মালেকীদের অপ্রসিদ্ধ মত হলো, অচল হওয়ার পর সাদৃশ্যপূর্ণ মুদ্রা ফেরত দেওয়া যথেষ্ট নয়। দেনাদারের জন্যে যে মুদ্রার ভিত্তিতে চুক্তি হয়েছে সে মুদ্রার বাজারমূল্য ফেরত দেওয়া আবশ্যক হবে, অন্য মুদ্রা দ্বারা।[১৬০] এ মৌলনীতি নিয়ে আলোচনা করেছে

---

১৫৮. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২২৫; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩২৪৪; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ১৪২; দুরারুল হুক্কাম, আলী হায়দার কৃত, খ. ৩, পৃ. ৯৪

১৫৯. তাবয়ীনুল হাকায়েক, যায়লায়ী কৃত, খ. ৪, পৃ. ১৪৪

১৬০. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২২৫; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ১৪২; দুরারুল হুক্কাম, শরহু মাজাল্লাতিল আহকাম, খ. ৩, পৃ. ৯৪; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০১; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৬; আশ-শারহুল কাবীর 'আলাল মুকান্না, খ. ৪, পৃ. ৩৫৮; হাশিয়াতুর রাহুনী, খ. ৫, পৃ. ১২০; হাশিয়াতুল মাদানী, খ. ৫, পৃ. ১১৮
আয যাখীরাতুল বুরহানিয়্যা-এর গ্রন্থকার বলেন, এ মতটিই হানাফী মাযহাবে ফতোয়া হিসেবে গৃহীত। এর কারণ, এ পন্থা তুলনামূলক সহজ। যেহেতু লেনদেনের দিনে বাজারমূল্য জানা থাকে, কিন্তু অচল হওয়ার সময়ে বাজারমূল্য অজানা থাকে। তাই সেদিনের বাজারমূল্য জানতে অনেক কষ্ট করতে হয়। (আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২২৫; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ১৪৪; আশ-শালবী আলা তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ১৪২; তান্‌খীহুর রুকূদ, খ. ২, পৃ. ৫৯।)

www.amarboi.org

মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ৮০৫। সেখানে আছে, প্রচলিত মুদ্রা বা বেশির ভাগ খাদ দিয়ে বানানো মুদ্রার[১৬১] নির্দিষ্ট পরিমাণ যদি কেউ ঋণ নেয়, এরপর তা অচল হয় এবং এর প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে কব্জা করার দিন হিসেবে এর বাজারমূল্য ফেরত দিতে হবে; পরিশোধের দিন হিসেবে নয়।

এর দলিল হিসেবে তারা উল্লেখ করেছেন :

প্রথম. উৎপাদক প্রতিষ্ঠান থেকে এর স্থগিত হওয়ার ঘোষণা মূলত এর প্রচলন বন্ধ করে ও মূল্যমান বাতিল করে দেয়, যেহেতু এগুলো সৃষ্টিগত মুদ্রা নয়; পারিভাষিক মুদ্রা। তাই স্থগিতের ঘোষণা মূলত এগুলোকে বাতিল করা বলে গণ্য হবে। সুতরাং এ অবস্থায় এর পরিবর্ত অর্থাৎ বাজারমূল্য আবশ্যক হবে, বিভিন্ন ক্ষতিপূরণের বিধান অনুসারে।

দ্বিতীয়. পাওনাদার উপকার গ্রহণ করা যায় এমন বস্তু দিয়েছে, যেন এর পরিবর্তে সে উপকারযোগ্য বিনিময় গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং তাকে উপকার যোগ্যতাশূন্য বস্তু দিয়ে জুলুম করা যাবে না। তারা বলেন, লেনদেনের দিনের বাজারমূল্য বিবেচনা করা হবে; কারণ, দায়িত্বে ঋণ তখনই আবশ্যক হয়েছিল।

তৃতীয় মত : মুহাম্মদ রহ. ও কতক হাম্বলী ফকীহের মত হলো, দেনাদারের দায়ে আবশ্যক হবে যে মুদ্রায় লেনদেন হয়েছে সে মুদ্রা অচল হওয়ার সময় অর্থাৎ শেষ যে দিন লেনদেন হয়েছে সেদিনের হিসাবে তার বাজারমূল্য অন্য মুদ্রা দ্বারা ফেরত দেওয়া। যেহেতু সে দিন লোকেরা সর্বশেষ সে মুদ্রায় লেনদেন করেছে। আর সে সময়ই এ মুদ্রা বাজারমূল্যে পরিণত হওয়ার সময়। মূলত তার দায়ে আবশ্যক ছিল অনুরূপ মুদ্রা ফেরত দেওয়া। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত এ মুদ্রা সচল ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত সদৃশ মুদ্রা দেওয়া তার দায়ে আবশ্যক ছিল। এখন যখন এ মুদ্রা অচল তখন এর বাজারমূল্য দেওয়া আবশ্যক হবে।[১৬২]

---

১৬১. অধিক খাদমিশ্রিত মুদ্রা দ্বারা উদ্দেশ্য এমন মুদ্রা, যার মাঝে সোনা-রুপার তুলনায় অন্য পদার্থ বেশি থাকে।

১৬২. আশ-শরহুল কাবীর 'আলাল মুকনি', খ. ৪, পৃ. ৩৫৮; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২২৫; আয-যায়লায়ী, খ. ৪, পৃ. ১৪৩; হাশিয়া শালবী 'আলা তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ১৪২; তাম্বীহুর রুকূদ, খ. ২, পৃ. ৫৯; দুরারুল হুক্কাম, শরহু মাজাল্লাতিল আহকাম, খ. ৩, পৃ. ৯৪
হানাফী মাযহাবের উল্লিখিত এ কিতাবগুলোতে আল-মুহীত, তাইমা ও হাকায়েক থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, বর্তমানে এ বিষয়ে ইমাম মুহাম্মদ রহ.-এর মতেই ফতোয়া, যেহেতু এতে শহরবাসীদের সুবিধা হয়। যেহেতু সচল থাকার সর্বশেষ দিনের বাজারমূল্য লেনদেনের সময়ের বাজারমূল্য থেকে সাধারণত কম হয়ে থাকে।

www.amarboi.org

চতুর্থ মত : মালেকী ফকীহদের প্রসিদ্ধ মত ও শাফেয়ী ফকীহদের মত হলো, দায়ে আবশ্যক হওয়ার পর পরিশোধ করার পূর্বে মুদ্রা অচল হয়ে গেলে এ ছাড়া অন্য কিছু নেওয়ার অধিকার পাওনাদারের থাকবে না। এ অচলতাকে বিবেচনা করা হবে পাওনাদারের উপর হঠাৎ আপতিত বিপদস্বরূপ। এ ক্ষেত্রে দেনা কর্জ, পণ্যের মূল্য বা অন্য কোনো পাওনা হওয়ার মাঝে বিধানগত কোনো পার্থক্য নেই।[১৬৩]

দ্বিতীয় অবস্থা : অঞ্চলভেদে মুদ্রা অচল হওয়া

এর রূপ হলো, কোনো কোনো অঞ্চলে একটি মুদ্রা অচল হয়ে গেছে; পুরো দেশে নয়। এর নমুনা হলো বর্তমানে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত মুদ্রা, যেগুলো সে দেশের টাকশাল তৈরি করে এবং সে দেশের সীমানার বাইরে এর প্রচলন নিষিদ্ধ। এ অবস্থায় প্রচলিত মুদ্রা দ্বারা যদি কেউ কোনো কিছু কিনে, এরপর মূল্য পরিশোধ করার পূর্বে যে দেশে বিক্রি হয়েছিল সে দেশে ঐ মুদ্রা অচল হয়ে যায়, তাহলে বিক্রি ফাসিদ হবে না। বিক্রেতার ইচ্ছা ও খিয়ার থাকবে, ইচ্ছা করলে যে মুদ্রার ভিত্তিতে বিক্রি হয়েছে সে মুদ্রা পরিশোধের তাগাদা করবে, অথবা প্রচলিত যে কোনো মুদ্রায় সে মুদ্রার বাজারমূল্য গ্রহণ করবে। হানাফী মাযহাবে গ্রহণযোগ্য মত এটিই।[১৬৪] আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ রহ.-এর সূত্রে উদ্ধৃত করা হয়, এক অঞ্চলে কোনো মুদ্রা অচল হলে, ঐ অঞ্চলবাসীর প্রচলনের বিবেচনা করে পুরো দেশে মুদ্রা অচল হওয়ার বিধান দেওয়া হবে।[১৬৫]

তৃতীয় অবস্থা : মুদ্রার বিলুপ্তি

এর রূপ হলো, লোকদের হাত থেকে মুদ্রা হারিয়ে গেছে, বাজারে প্রয়োজন হলেও সে মুদ্রা পাওয়া যাচ্ছে না।[১৬৬]

---

১৬৩. তুহফাতুল মুহতাজ, হাশিয়া শিরওয়ানী সহ, খ. ৪, পৃ. ২৫৮, খ. ৫, পৃ. ৪৪; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৪৩; ক্বাতউল মুজাদালা ইনদা তাগয়ীরিল মু'আমালা, সুয়ূতী কৃত, খ. ১, পৃ. ৯৭; আল-মাজমূ' শরহুল মুহাযযাব, খ. ৯, পৃ. ২৮২, ৩৩১; আল-উম্ম, খ. ৩, পৃ. ৩৩; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৯৯, খ. ৪, পৃ. ২২৩; শরহুল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ৫৫; আয-যুরকানী, 'আলা খলীল, খ. ৫, পৃ. ৬০; হাশিয়াতুর রাহূনী, খ. ২, পৃ. ১২০, ১২১; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৫৩৪

১৬৪. তাবয়ীনুল হাকায়েক, হাশিয়া শালবী সহ, খ. ৪, পৃ. ১৪৩; তাম্বীহুর রুকূদ, খ. ২, পৃ. ৫৯

১৬৫. তাবয়ীনুল হাকায়েক, হাশিয়া শালবী সহ, খ. ৪, পৃ. ১৪৩

১৬৬. বাজারশূন্য হওয়ার অর্থ হলো, যেমনটা আছে তাবয়ীনুল হাকায়েক ও আয যাখীরাতুল বুরহানিয়া-তে : বাজারে না পাওয়া যাওয়া, যদিও তা মুদ্রাকারকের কাছে ও ঘরবাড়িতে পাওয়া যায়। (তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ১৪৩; তাম্বীহুর রুকূদ, খ. ২, পৃ. ৬০।)

www.amarboi.org

এমনি অবস্থায়, নির্দিষ্ট মুদ্রার বিনিময়ে কেউ কোনো পণ্য কেনার পর সে মুদ্রা বাজারশূন্য হওয়ার প্রেক্ষিতে ফকীহদের চারটি মত রয়েছে।

প্রথম মত : হাম্বলী ফকীহগণ ও মুহাম্মদ রহ.-এর মত, হানাফী মাযহাবে এটাই ফতোয়া, ক্রেতার জন্যে আবশ্যক হবে বাজারশূন্য হওয়ার আগে শেষ দিন বাজারদর হিসেবে সে মুদ্রার বাজারমূল্যের সমান অর্থ শোধ করা, যেহেতু বাজারশূন্য হওয়ার পর সে মুদ্রার সদৃশ পরিশোধ করা অসম্ভব হয়ে গেছে। তাই এ মুদ্রার পরিবর্ত হিসাবে বাজারমূল্য বিবেচ্য হবে। কর্জ-এর পাওনা এবং অন্যান্য পাওনার ক্ষেত্রে ও এই বিধানই হবে। বাজারশূন্য হওয়ার আগমুহূর্তের বাজারমূল্য হিসাব করার কারণ, সে সময়েই তার পাওনা সদৃশ বস্তু থেকে বাজারমূল্যে পরিণত হয়েছে।[১৬৭]

দ্বিতীয় মত : আবু ইউসুফ রহ.-এর। তা হলো, দেনাদারের জন্যে আবশ্যক হবে প্রচলিত থাকার সময়ে এর বাজারমূল্য হিসাব করে তার মূল্যপরিমান অর্থ শোধ করা। এর কারণ, সে সময় তার দায়ে এ মুদ্রা আবশ্যক হয়েছে।[১৬৮]

তৃতীয় মত : আবু হানীফা রহ.-এর। তা হলো, বাজারশূন্য হওয়া অচল হওয়ার ন্যায়। সুতরাং এ কারণে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে।[১৬৯]

চতুর্থ মত : মালেকী ও শাফেয়ী ফকীহদের। তা হলো, দুষ্প্রাপ্য ও বাজারশূন্য হওয়ার পরও যদি সে মুদ্রা পাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে তা-ই পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। অন্যথায় এর বাজারমূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। সে পাওনা কর্জ, বিক্রীত পণ্যের মূল্য বা অন্য যা-ই হোক না কেন।

কিন্তু এ মতের অনুসারীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, কোন্ সময়ের বাজারমূল্য আবশ্যক হবে, যখন মুদ্রা না পাওয়ার কারণে বাজারমূল্য প্রদান আবশ্যক হবে।

আলী হায়দার কৃত মাজাল্লা-য় আছে, বাজারশূন্য হওয়ার অর্থ : বস্তুর নমুনা বাজারে না পাওয়া যাওয়া, যদিও তার নমুনা ঘরবাড়িতে পাওয়া যায়। তবুও ধরা হবে এ বস্তু বাজারশূন্য। (দুরারুল হুক্কাম, খ. ১, পৃ. ১০৮।)

বাজারশূন্য হওয়ার অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যুরকানী ও খিরাশী বলেছেন, লেনদেনের অঞ্চলে মুদ্রা না থাকা হলো বিবেচ্য। অর্থাৎ যে অঞ্চলে উভয়ের লেনদেন হয়েছে সে অঞ্চলের অবস্থা দেখা হবে। সুতরাং অন্য এলাকায় পাওয়া গেলেও তা বাজারে নেই বলে ধর্তব্য হবে। (শরহুল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ৫৫; আয-যুরকানী 'আলা খলীল, খ. ৫, পৃ. ৬০।)

১৬৭. আশ-শারহুল কাবীর 'আলাল মুকান্না', খ. ৪, পৃ. ৩৫৮; তাবয়ীনুল হাকায়েক, হাশিয়া শালবী সহ, খ. ৪, পৃ. ১৪২; তান্বীহুর রুকূদ, খ. ২, পৃ. ৫৯, ৬০

১৬৮. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২২৫; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ১৪২।

১৬৯. তান্বীহুর রুকূদ, খ. ২, পৃ. ৫৯; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ১৪২; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৩, পৃ. ২২৫

www.amarboi.org

শাফেয়ী ফকীহদের মত হলো, তাগাদা করার সময়ে প্রচলিত বাজারমূল্য প্রদান আবশ্যক হবে।[১৭০]

মালেকী ফকীহদের প্রসিদ্ধ মত হলো,[১৭১] হকদার হওয়া অর্থাৎ পরিশোধ করার সময় এবং বাজারশূন্য হওয়ার সময় -এ দু'সময়ের মাঝে বিলম্বের সময়ের মূল্য হিসাব করে বাজারমূল্য প্রদান আবশ্যক হবে।[১৭২] কতক মালেকী ফকীহের মত হলো, ফয়সালা দেওয়ার সময় যে বাজারমূল্য রয়েছে তা-ই আবশ্যক হবে।[১৭৩]

চতুর্থ অবস্থা : মুদ্রার মূল্যমান হ্রাস-বৃদ্ধি

এর সুরত হলো, সোনা-রুপার হিসেবে মুদ্রার মূল্যমান কমা বা বাড়া, যেহেতু সোনা-রুপা হল পরিমাপক, যেগুলোর মাধ্যমে অন্য বস্তুর স্বাভাবিক মূল্য ও বাজারমূল্য নির্ধারিত হয় এবং এ দুটোকে মুদ্রা বিবেচনা করা হয়। এ ক্ষেত্রে ফকীহদের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি শিরোনামে এটাই উদ্দেশ্য। এমতাবস্থায়, দেনাদারের ওপর কর্জ-এর বিনিময়, মহর, পণ্যের মূল্য বা অন্য কোনো বাবদে আবশ্যক হওয়ার পর পরিশোধ করার পূর্বে মুদ্রার বাজারমূল্য কমলে বা বাড়লে, দেনাদারের জন্যে কী পরিশোধ করা আবশ্যক হবে- তা নিয়ে ফকীহদের তিনটি মত রয়েছে।

প্রথম মত : আবু হানীফা এবং শাফেয়ী ও হাম্বলী ফকীহদের মত এবং মালেকী ফকীহদের প্রসিদ্ধ মত অনুসারে দেনাদারের জন্যে আবশ্যক হবে চুক্তিতে যা উল্লেখ করা হয়েছে এবং দায়ে সাব্যস্ত হয়েছে সে মূল মুদ্রা কোনো প্রকার কমবেশ করা ছাড়া পরিশোধ করা, পাওনাদারের এ ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণের

---

১৭০. তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২৫৮; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৩, পৃ. ৩৯৯; কাত'উল মুজাদালা, সুয়ূতী কৃত, খ. ১, পৃ. ৯৭

১৭১. মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৫৩৫; আল-খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ৫৫; আয-যুরকানী 'আলা খলীল, খ. ৫, পৃ. ৬০

১৭২. এ ক্ষেত্রে দেনাদার টালবাহানা করুক বা না করুক- বিধান অভিন্ন, যেমনটা খিরাশী ও আল-মুদাওওয়ানা-র বক্তব্য থেকে বোঝা যায়। খিরাশী ও অন্য ফকীহদের মতে, এ বিধান সীমিত ঐ ক্ষেত্রে যেখানে দেনাদার টালবাহানা না করে। অন্যথায় বর্তমানে সে যে অবস্থায় পৌঁছেছে তা-ই দেনাদারের হিসাব করা আবশ্যক। অর্থাৎ নতুন মুদ্রা দিয়ে বাজারমূল্য, পুরোনো ছাঁচের মুদ্রার অতিরিক্ত বাজারমূল্য নয়। তাকমীলুল মিনহাজ গ্রন্থকার বলেন, এ মত স্পষ্ট ঐ সময়, যখন বর্তমান মুদ্রা হবে পূর্বের মুদ্রা থেকে উত্তম। যদি বর্তমান মুদ্রা হয় আরো নিকৃষ্ট ও নিম্নমানের, তাহলে সে তার দায়ে যা আসে তা প্রদান করবে। (খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ৫; আয-যুরকানী, খ. ৫, পৃ. ৬০; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৫৩৫; হাশিয়াতুর রাহুনী, খ. ৫, পৃ. ১২১।)

১৭৩. মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৫৩৫; আয-যুরকানী আলা খলীল, খ. ৫, পৃ. ৬০

www.amarboi.org

সুযোগ নেই।[১৭৪] আবু ইউসুফ রহ. প্রথমে এ মত পোষণ করলেও পরে তা প্রত্যাহার করেছেন।

দ্বিতীয় মত : আবু ইউসুফ রহ.-এর -এটিই হানাফী মাযহাবে ফতোয়া-, দেনাদারের জন্যে আবশ্যক হবে তার দায়িত্বে আবশ্যক হওয়ার দিনের হিসাবে প্রচলিত কোনো মুদ্রা দ্বারা সে মুদ্রার বাজারমূল্য পরিশোধ করা, যার মূল্যে কমবেশ হয়েছে। সুতরাং কেনাবেচার ক্ষেত্রে চুক্তির দিনের হিসেবে বাজারমূল্য আবশ্যক হবে, আর কর্জ-এর ক্ষেত্রে কব্জা করার দিনের হিসেবে বাজারমূল্য আবশ্যক হবে।[১৭৫]

তৃতীয় মত : মালেকীদের এক মতে, মুদ্রার মূল্যমানের বাড়া-কমা যদি বেশি হয়, তাহলে সে মুদ্রার বাজারমূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হবে, যে মুদ্রার মূল্যমানে কম-বেশ হয়েছে। আর যদি কমবেশটা খুব বেশি না হয়, তাহলে চুক্তিতে থাকা মুদ্রাই পরিশোধ করবে।[১৭৬] রাহুনী (الرُّهُونِيُّ) বলেন, মুদ্রার মূল্যমান কমবেশ হলেও মালেকীদের প্রসিদ্ধ মত হিসেবে, অনুরূপ মুদ্রা ফেরত দেওয়ার যে মত তাতে টীকা হিসেবে- আমি বলি, এ মতকে সীমিত করা উচিত, বেশি-কমের এ অবস্থা অনেক বেশি না হওয়ার শর্ত দ্বারা। নয়তো যদি মূল্যমান অনেক বাড়ে পরিণতিতে এ কব্জাকারী বড় ধরনের উপকারযোগ্য বস্তু গ্রহণকারী হবে। তিনি বলেন, আমি এ শর্তের কথা বলি, সে কারণে,[১৭৭] যে কারণ বিপরীত পক্ষ, মুদ্রা অচল হওয়ার বিষয়ে উল্লেখ করেছেন।[১৭৮]

---

[১৭৪]. তাম্বীহুর রুকূদ, খ. ২, পৃ. ৬০; হাশিয়া শালবী আলা তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৪, পৃ. ১৪২; ক্বাত'উল মুজাদালা 'ইনদা তাগয়ীরিল মুআমালা, সুয়ূতী কৃত, খ. ১, পৃ. ৯৭-৯৯; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩২৪৫; আশ-শারহুল কাবীর 'আলাল মুকনি', খ. ৪, পৃ. ৫৮; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ২, পৃ. ২২৬; কাশশাফুল কিনা', খ. ৩, পৃ. ৩০১; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৬৫; আয-যুরকানী 'আলা খলীল, খ. ৫, পৃ. ৬০; হাশিয়াতুর রাহুনী, খ. ৫, পৃ. ১২১; মিনাহুল জালীল, খ. ২, পৃ. ৫৩৪, ৫৩৫

[১৭৫]. তাম্বীহুর রুকূদ, খ. ২, পৃ. ৬০, ৬১, ৬২

[১৭৬]. হাশিয়াতুল মাদানী, (হাশিয়াতুর রাহুনী-র সাথে পাদটীকা হিসেবে মুদ্রিত), খ. ৫, পৃ. ১১৮

[১৭৭]. মুদ্রা অচল হওয়ার মাসআলায় প্রসিদ্ধ মতের বিপরীত মতের পক্ষে যারা, কারণ পেশ করে তারা বলেন, পাওনাদার উপকারযোগ্য বস্তু প্রদান করেছে, অনুরূপ উপকারযোগ্য বস্তু গ্রহণ করার জন্যে। সুতরাং উপকার যোগ্যতাশূন্য বস্তু দিয়ে তার প্রতি জুলুম করা যাবে না। (হাশিয়াতুর রাহুনী, খ. ৫, পৃ. ১২০; হাশিয়াতুল মাদানী, খ. ৫, পৃ. ১১৮ ।)

[১৭৮]. হাশিয়াতুর রাহুনী, খ. ৫, পৃ. ১২১

www.amarboi.org

ঋণ পরিশোধ হওয়া (اَلْقَضَاءُ الدَّيْنِ)

একবার দায়িত্বে ঋণ আবশ্যক হলে এ ঋণ দায়ে থাকবে, নিম্নে আলোচিত কোনো কারণ না হওয়া পর্যন্ত :

প্রথম : পরিশোধ করা

দেনাদার, তার স্থলবর্তী বা কাফীল অথবা অন্য কেউ যদি পাওনাদার বা তার স্থলবর্তী এমন কারো নিকট ঋণ পরিশোধ করে, যার পাওনাদারের পাওনা কব্জা করার অধিকার রয়েছে, তাহলে দেনাদার দায়মুক্ত হবে এবং তার দায় থেকে ঋণ রহিত হবে। পক্ষান্তরে পাওনাদারের পাওনা কব্জা করার অধিকার নেই এমন কারো কাছে দেনাদার যদি অর্পণ করে, তাহলে পাওনা রহিত হবে না এবং দেনাদার ঋণের দায় থেকে মুক্ত হবে না।[১৭৯] দ্রষ্টব্য : أداء

স্থলবর্তী হিসেবে অন্যের পাওনা কব্জা করার ক্ষমতা সাব্যস্ত হয় দু'টি পন্থায় : পাওনাদার ক্ষমতা অর্পণ করলে বা শরীয়ত ক্ষমতা প্রদান করলে। পাওনাদারের ক্ষমতা অর্পণের মাধ্যমে যা সাব্যস্ত হয় তা হচ্ছে উকীলের ক্ষমতা। নিয়ম হচ্ছে, কেউ মূল ব্যক্তি হিসেবে যে বিষয়ে হস্তক্ষেপের অধিকার রাখে, সে সে বিষয়ে অন্যকে উকিল বানানোর অধিকারও রাখে। তা ছাড়া কব্জা করা ও উসুল করা এমন বিষয়, যেগুলোর উকিল বানানো যায়। তাই উকিলের কব্জা করা মূল ব্যক্তির কব্জা করার ন্যায়, তাতে কোনো পার্থক্য নেই। তবে এ কারণে উকিল ও মূল ব্যক্তি উভয়ের কব্জা করার যোগ্য হওয়া আবশ্যক। দ্রষ্টব্য : قَبْض

শরীয়তের পক্ষ থেকে যাকে ক্ষমতা প্রদান করা হয় সে লেনদেননিষিদ্ধ ব্যক্তির সম্পদের দায় এবং তার হকগুলো কব্জা করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এ অধিকার পাওনাদারের দেওয়া অধিকারবলে সাব্যস্ত হয় না। যেহেতু তার এ অধিকার প্রদানের যোগ্যতা নেই। এ অধিকার প্রদানের ক্ষমতা একমাত্র শরীয়ত প্রণেতার রয়েছে। দ্রষ্টব্য : وِلَايَة

ঋণ পরিশোধ করে দায়মুক্ত হওয়ার জন্যে শর্ত হলো, প্রদানকারী যা প্রদান করছে সে তার মালিক হবে। প্রমাণের মাধ্যমে যদি তার কোনো হকদার বের হয়, এবং হকদার সে ঋণ নিয়ে যায় তাহলে পাওনাদারের অধিকার রয়েছে এ পাওনা দেনাদার থেকে ফের উসুল করার।[১৮০]

---

[১৭৯]. মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ২০৫, ২১৭, ২১৮

[১৮০]. মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ২২১

www.amarboi.org

দ্বিতীয় : দায়মুক্ত করে দেওয়া

এটা এভাবে যে, বকরের নিকট যায়েদের পাওনা রয়েছে একশ দীনার বিক্রীত পণ্যের মূল্য, কর্জের বিনিময় বা অন্য কোনো পাওনা হিসেবে। এরপর যায়েদ তাকে সমুদয় পাওনা থেকে দায়মুক্ত করে দেয়, তাহলে এ দায়মুক্তির মাধ্যমে দেনাদারের দায়িত্বের সমাপ্তি ঘটবে এবং ঋণ শেষ হয়ে যাবে। এমনিভাবে পাওনা থেকে কাফীলের দায়মুক্তি হবে, পাওনা থেকে মূল দেনাদারের দায়মুক্তির অনুগামী হিসেবে, যদি পাওনা হয়ে থাকে দায়বদ্ধ। তবে যদি তাকে আংশিক ঋণ থেকে মুক্ত করে, তাহলে অবশিষ্ট অংশ আদায়ের তাগাদা করার সুযোগ থাকবে।

দায়মুক্ত করা পাওনাদারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করার মাধ্যমেই পূর্ণ হবে, দেনাদারের দায়মুক্তি গ্রহণ করা শর্ত নয়। তবে সে তা প্রত্যাখ্যান করলে দায়মুক্তি বাদ হয়ে যাবে। কেননা পাওনা থেকে দায়মুক্তি এক বিবেচনায় পাওনা রহিতকরণ, অন্য বিবেচনায় মালিকানা প্রদান। তো রহিত করার বিবেচনায় দায়মুক্তি অপর পক্ষের কবুল করার উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু মালিকানা প্রদানের বিবেচনায় দায়মুক্তি প্রত্যাখ্যান করলে প্রত্যাখ্যাত হবে। কেননা কারো অনুমোদন ছাড়া তার মালিকানায় কোনো কিছু অন্তর্ভুক্ত করতে কাউকে বাধ্য করা যায় না, শুধু মীরাছের বিষয়টি ভিন্ন।[১৮১] দ্রষ্টব্য : إبراء

তৃতীয় : দেনা পাওনায় কাটাকাটি (المُقَاصَّةُ)

তা হল, কোনো লোকের দেনাদারের দেনা রহিত হবে, এই পাওনাদারের কাছে ঐ দেনাদারের পাওনার বিনিময়ে। তা হতে হবে শ্রেণি, গুণ ও পরিশোধের সময়ের ক্ষেত্রে এক বরাবর। সেক্ষেত্রে কাটাকাটি সম্পন্ন হবে এবং উভয়ের পাওনা রহিত হয়ে যাবে, যদি পরিমাণে উভয়টি সমান হয়ে। পরিমাণে বেশ কম হলে যার দায়ে অধিক পাওনা তার পাওনা থেকে কম পরিমাণ রহিত হবে এবং অতিরিক্ত অংশ বহাল থাকবে। এভাবে উভয়ের সমপরিমাণ অংশ বাদ যাবে আর একজনের দায়ে থাকবে অতিরিক্ত অংশ।[১৮২] দ্রষ্টব্য : مُقَاصَّةٌ

চতুর্থ : দায় অভিন্ন হওয়া (اتِّحَادُ الذِّمَّةِ)

এর সুরত হলো, যায়েদ তাঁর সহোদর বকরের কাছে আনুমানিক পাঁচশ দীনারের দেনাদার। এ অবস্থায় পাওনাদার বকর মারা গেল, আর তার ওয়ারিস একমাত্র তার ভাই যায়েদ। তখন যায়েদ মীরাছের মালিকানা লাভের আওতায় এ পাওনারও মালিক হয়ে যাবে। এর মাধ্যমে যায়েদ একই সাথে দেনাদার ও পাওনাদার হয়ে

---

[১৮১]. মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১৫৬৮; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ২৩৪, ২৩৬, ২৪৬

[১৮২]. মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ২২৪, ২২৬, ২৩০ ও ২৩১

www.amarboi.org

যাবে, যেহেতু সে এখন মীরাছের মালিকানা প্রদানকারী পাওনাদারের স্থলবর্তী। সুতরাং সে যদি এখন পাওনা পরিশোধের তাগাদা করে, তাহলে সে তা নিজের কাছেই তাগাদা করবে, নিজেই তা কব্জা করবে। এমনটা হচ্ছে এ সবকিছুর দায় এক হয়ে যাওয়ার কারণে। সুতরাং পাওনা রহিত হবে এবং শেষ হয়ে যাবে তাগাদা করা ফায়দাশূন্য হওয়ার কারণে। দ্রষ্টব্য : إِرْث

পঞ্চম : তামাদী হওয়া (التَّقَادُمُ)

শরীয়তের বিবেচনায় তামাদী হওয়া ঋণ রহিত হওয়ার কারণ হতে পারে না। এর কারণ, যার দায়িত্বে ঋণ আবশ্যক হয়েছে তার সে ঋণ অবশ্য পরিশোধযোগ্য। সময় যতই গড়াক, সময় অতিবাহিত হওয়া কখনো ঋণ রহিত হওয়ার কারণ হতে পারে না। কিন্তু দীর্ঘদিন হয়ে যাওয়া দাবি অগ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে, যদি বিবাদী দাবি অস্বীকার করে। আর বাদীর নিজ দাবি বিলম্বিত করার কোনো উপযুক্ত কারণ না থাকে। এ বিষয় যথাস্থানে বিস্তারিত বিবৃত হয়েছে।[১৮৩] দ্রষ্টব্য : تَقَادُم

ষষ্ঠ : আবশ্যক হওয়ার কারণ রহিত হয়ে যাওয়া

এর সুরত হলো, মূল্যমানসম্পন্ন বিভিন্ন বস্তুকে কেন্দ্র করে সংঘটিত বিনিময়মূলক চুক্তি কখনো বাতিল হয়ে যায় কোনো খিয়ার প্রয়োগের ফলে বা বাতিল হওয়ার কোনো অন্য কারণ হেতু। তাহলে খিয়ার প্রয়োগকারী বা চুক্তি বাতিলকারীর দায়িত্বে যে দেনা এসেছিল তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। সে দায়মুক্ত হবে। এর উদাহরণ হলো, ভাড়ার বস্তু নষ্ট হওয়া এবং বস্তু ভাড়া নেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট উপকার না পাওয়া। এ ক্ষেত্রে অবশিষ্ট সময়ের মজুরি রহিত হবে এবং ভাড়াগ্রহীতা তা থেকে দায়মুক্ত হবে। আর যদি মজুরির কিছু অংশ আগে দিয়ে থাকে, তাহলে ইজারাকৃত বস্তু নষ্ট হওয়ার আগের সময় বাদ দিয়ে বাকি সময়ের মজুরি সে ফেরত নেবে।[১৮৪] দ্রষ্টব্য : خِيَار ، بَيْع ، إِجَارَة ، فَسْخ

সপ্তম : ঋণের নবায়ন (تَجْدِيدُ الدَّيْنِ)

এর সুরত হলো মূল দেনাকে নতুন দেনা দিয়ে পরিবর্তন করা। এ ক্ষেত্রে ফকীহগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন, প্রথম দেনাচুক্তি বাতিল হবে এবং উভয় পক্ষের সম্মতি থাকলে দ্বিতীয় চুক্তিতে তার নবায়ন করা জায়েয হবে। যেমন, যায়েদ বকরের মালিকানাধীন একটি বাড়ি তার কাছ থেকে ভাড়া নিয়েছিল, বাড়ির ভাড়া হিসেবে বকরের কাছে তার দেনা হয়েছে বিশ দীনার। এরপর বকর যায়েদের

---

১৮৩. মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ২৫৬-২৬১; মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যা, ধারা : ১৬৬০-১৬৭৫
১৮৪. মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ২৫৩-২৫৫

www.amarboi.org

সাথে একমত হলো যে, এ বিশ দীনার কর্জ হিসেবে তার দায়িত্বে থাকবে, ভাড়া হিসাবে নয়।[১৮৫]

স্পষ্ট, প্রথম দেনাচুক্তি যখন বাতিল হবে এবং নতুন চুক্তিতে তার নবায়ন হবে, তখন প্রথম চুক্তিতে আবশ্যকীয় দেনা রহিত হবে এবং দ্বিতীয় চুক্তি হিসেবে দেনাদারের দায়ে নতুন দেনা আবশ্যকীয় হবে।[১৮৬] এ অবস্থায় পূর্বতন দেনা রহিত হওয়ার ফলাফল হলো, প্রথম দেনা যদি কাফালাতের সূত্রে আবশ্যক হয়ে থাকে, যদি মূল চুক্তি বাতিল হয়ে যায়, আরেক চুক্তিতে আগের দেনা নবায়িত হয়, তাহলে কাফালাত বাতিল হবে এবং কাফীল কাফালাতের দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। সুতরাং নতুন চুক্তিতে আবশ্যক দেনার দাবি করা হবে না যতক্ষণ না কাফালাত চুক্তি নতুন করে করা হয়।[১৮৭]

অষ্টম : হাওয়ালা

এর সুরত হলো, মুহাল (যার দেনা হাওয়ালা করা হয় অর্থাৎ ঋণদাতা) যখন হাওয়ালা গ্রহণ করবে, এবং মুহাল আলাইহি (যার নিকট হাওয়ালা করা হবে) হাওয়ালা চুক্তিতে রাজি থাকবে, তখন মুহীল (যে হাওয়ালা করবে অর্থাৎ ঋণী) ও কাফীল– যদি দেনাদারের কাফীল থাকে- দায়মুক্ত হবে, যুগপৎ দেনা এবং তা পরিশোধের তাগাদা থেকে, যেহেতু হাওয়ালার মাধ্যমে তার দায়িত্বে থেকে দেনা রহিত হয়ে গেছে। আর মুহালের জন্যে মুহাল আলাইহিকে তাগাদা দেওয়ার অধিকার সাব্যস্ত হবে। তবে মুহীল ও কাফীলের দায়মুক্তির জন্যে শর্ত হলো, হানাফী ফকীহগণের মতে মুহাল আলাইহির নিকট মুহালের অধিকার নিরাপদ হওয়া।[১৮৮] দ্রষ্টব্য : حَوَالَة

নবম : নিঃস্ব অবস্থায় দেনাদারের মৃত্যুবরণ (مَوْتُ الْمَدِينِ مُفْلِسًا)

এটি হানাফী ফকীহদের মত, যারা মনে করেন, দুনিয়ার বিচারে দেনাদারের দায় থেকে দেনার বিধান রহিত হয়– যদি দেনাদার নিঃস্ব হয়ে মারা যায় আর তার দেনার বিষয়ে কোনো কাফীল না থাকে অথবা মৃত্যুর পূর্বে রেখে যাওয়া কোনো বন্ধকের সম্পদ না থাকে। ইবনে আবিদীন বলেন, নিঃস্ব মৃত ব্যক্তির দায় থেকে

---

১৮৫. আল-ফাতাওয়া আল-খানিয়া, খ. ২, পৃ. ২১৮; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ১৫০

১৮৬. আল-'উকূদুদ দুররিয়্যা ফী তানকীহিল ফাতাওয়াল হামীদিয়্যা, খ. ১, পৃ. ২৮৮; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ২৫১

১৮৭. আল-'উকূদুদ দুররিয়্যা ফী তানকীহিল ফাতাওয়াল হামীদিয়্যা, খ. ১, পৃ. ২৮৮; মুরশিদুল হায়রান, ধারা : ২৫২

১৮৮. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২৯১, ২৯২

www.amarboi.org

দেনা রহিত হয়। তবে যদি তার জীবদ্দশায় সে দেনার কোনো কাফীল বা বন্ধক রাখা কোনো সম্পদ থাকে তাহলে ভিন্ন বিধান।[১৮৯] এ কারণে তাদের মতে মৃত্যুর পর নিঃস্ব মৃত ব্যক্তির পক্ষে অন্যের কাফালাত গ্রহণ সহীহ নয়।[১৯০] এ ক্ষেত্রে অন্যান্য মাযহাবের ফকীহগণ ভিন্নমত পোষণ করেন, সে সকল হাদীসের আলোকে, যেগুলো প্রমাণ করে, মারা যাওয়ার পরও ব্যক্তির দায়ে দেনা বহাল থাকে।[১৯১] দ্রষ্টব্য : إِفْلاَس ، كَفَالَة ، تَرِكَة

—নাজিদ সালমান

১৮৯. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২৭০

১৯০. রদ্দুল মুহতার, খ. ৪, পৃ. ২৭০

১৯১. আল-ইশরাফ, 'আলা মাসাইলিল খিলাফ, কাযী আবদুল ওয়াহহাব কৃত, খ. ২, পৃ. ২১; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫৯৩

www.amarboi.org

اسْتِدَانَةٌ : ঋণগ্রহণ : Borrowing money

পরিচিতি

ইসতিদানাহ (الاسْتِدَانَةُ)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

ইসতিদানাহ (الاسْتِدَانَةُ) শব্দটি اسْتَدَانَ -এর মাসদার বা ক্রিয়ামূল। এর অর্থ : ঋণ চাওয়া, ঋণ গ্রহণ করা, ঋণগ্রহীতা হওয়া। اَلْمُدَايَنَةُ-এর অর্থ : নির্ধারিত মেয়াদে পারস্পরিক ঋণ আদান-প্রদান। التداين-এর অর্থ : পারস্পরিক ঋণ আদান-প্রদান। الدين এর অর্থ : ঋণ, কর্জ, দেনা, ঋণ হিসাবে প্রদত্ত অর্থ।[১]

শরীয়তের পরিভাষায় অর্থ হলো, এমন সম্পদ অন্বেষণ যার ভিত্তিতে ব্যক্তি দায়যুক্ত হয়। সে সম্পদ সাধারণ বিক্রি বা সালাম (দাদন) চুক্তির দরুন প্রদানযোগ্য হোক, বিক্রির পণ্যের বিনিময়ে হোক, ইজারাকৃত পণ্যের বিনিময়ে হোক অথবা ঋণ বা নষ্টকৃত বস্তুর ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদত্ত হোক ।

সংশ্লিষ্ট পরিভাষা

ক. الاسْتِقْرَاضُ (আল-ইসতিকরায)

এর অর্থ কর্জ ও ঋণ চাওয়া। আর اَلْقَرْضُ (কর্জ) ও الدَّيْنُ (দায়ন) উভয়টিই ব্যক্তির দায়িত্বে আবশ্যক হয়। এ হিসেবে الاسْتِدَانَةُ (ইসতিদানাহ) শব্দ الاسْتِقْرَاضُ (ইসতিকরায) থেকে ব্যাপক অর্থবোধক। কারণ, দায়ন (الدَّيْنُ) শব্দ অতি ব্যাপক; তা কর্জ ও অন্য শব্দকেও অন্তর্ভুক্ত করে। মুরতাযা যুবাইদী রহ. ইসতিদানাহ ও ইসতিকরায এ দুই শব্দের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ইসতিদানায় নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকা আবশ্যক; অন্যদিকে ইসতিকরায অধিকাংশের মতে নির্দিষ্ট মেয়াদে পরিশোধযোগ্য নয়। কেবল মালেকীদের মতে, ঋণদাতার বিবেচনায় ঋণ বা কর্জে নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকা আবশ্যক। দ্রষ্টব্য : أَجَل শিরোনাম।[২]

খ. الاسْتِسْلَافُ (আল-ইসতিলাফ)

ইসতিলাফ-এর অর্থ : সালাফ গ্রহণ করা। মূল্য পূর্বে দেওয়া হলে বলা হয়, سَلَفَ فِي كَذَا وَأَسْلَفَ অর্থাৎ সে ঐ বস্তুর মূল্য পূর্বে পরিশোধ করেছে। সালাফ শব্দটি

---

১. লিসানুল আরব, তাজুল আরূস, دين-مادة

২. কাশশাফু ইসতিলাহাতিল ফুনূন, আশরাফ আলী থানভী কৃত, খ. ৫, পৃ. ১১৯৮; দুসতুরুল উলামা, খ. ২, পৃ. ১১৮

www.amarboi.org

সালাম ও কর্জের মতোই, তাতে পার্থিব কোনো উপকার নেই। বলা হয় : أَسْلَفَهُ مَالًا অর্থাৎ সে তাকে সম্পদ কর্জ দিল।[৩]

ইসতিদানাহ বা ঋণগ্রহণের শরয়ী বিধান

ইসতিদানার মূল বিধান হলো তা মুবাহ ও বৈধ। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ "হে মুমেনগণ! যখন তোমরা একে অন্যের সাথে নির্ধারিত মেয়াদে ঋণের আদান-প্রদান করো তখন তা লিখে রাখো।"[৪]

তা ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋণ গ্রহণ করতেন। বস্তু বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক কারণে ঋণগ্রহণের বিধানে পরিবর্তন হয়। যেমন ঋণগ্রহীতার অসচ্ছলতার সময় তা মুস্তাহাব; আর একেবারে নিরূপায় ব্যক্তির জন্য ঋণগ্রহণ আবশ্যক। এবং ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করার বা ঋণ অস্বীকারের ইচ্ছা আছে যার তার জন্য হারাম।[৫] ঋণ পরিশোধে অক্ষম, তবে নিরূপায় নয় এবং ঋণ পরিশোধে টালবাহানা করার ইচ্ছাও করে না এমন ব্যক্তির জন্য ঋণগ্রহণ মাকরূহ।

ইসতিদানার সংঘটিত হওয়ার শব্দ

ব্যক্তির দায়িত্বে আবশ্যক হওয়া প্রকাশ করে এমন প্রত্যেক শব্দ দ্বারা ইসতিদানা সম্পাদিত হয়। তা কর্জ হোক বা সালাম অথবা মেয়াদে পরিশোধযোগ্য বিক্রীত পণ্যের মূল্য হোক।[৬] ফকীহগণ এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আগত শিরোনামগুলোতে : عَقْد قَرْض دَيْن

ঋণগ্রহণের কারণসমূহ

প্রথম : আল্লাহর বিভিন্ন হকের জন্য ঋণগ্রহণ

সম্পদসংশ্লিষ্ট আল্লাহ তাআলার বিভিন্ন হক; যেমন- যাকাত। আদায়ে সক্ষম সচ্ছল ব্যক্তি ছাড়া কারো ওপর যাকাত আবশ্যক হয় না। প্রতিটি আর্থিক ইবাদতে সাচ্ছলতার বিবেচনা করা হয়। সুতরাং সর্বসম্মতিক্রমে ঋণ গ্রহণে তাকে বাধ্য করা যাবে না, যেন যাকাত বা এ জাতীয় কোনোটি আদায় তার জন্য আবশ্যক হয়ে পড়ে।[৭]

---

৩. আল-মুগরিব, مادة -سلف; ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ২০৩

৪. সূরা বাকারা, আয়াত ২৮২

৫. হাশিয়াতুশ শিরবিনী, আলাত তুহফা, খ. ৫, পৃ. ৩৭; হাশিয়া দুসূকী আলাশ শারহিল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ২২৩; প্রকাশ, দারুল ফিকর, বৈরুত

৬. তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৩৮; আল মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩১৫; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ১০, পৃ. ৪৯৮০; ২য় মুদ্রণ

৭. মাওয়াহিবুল জলীল, খ. ১, পৃ. ৩৪৩; মুগনিল মুহতাজ, খ. ১,পৃ. ১৮৭; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ১, পৃ. ৩৩৯; প্রকাশ, আল-মাকতাবুল ইসলামী; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৩,

www.amarboi.org

যে ইবাদত ফরজ হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা সক্ষমতার শর্ত করেছেন; যেমন হজ। যদি ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধের আশা না রাখে, তাহলে মালেকীদের মতে উল্লিখিত শ্রেণীর লোকদের আর্থিক ইবাদতের জন্য ঋণগ্রহণ করা মাকরূহ বা হারাম; আর হানাফীদের মতে অনুত্তম। পক্ষান্তরে ঋণগ্রহীতা যদি ঋণশোধের আশা রাখে, তাহলে এ জাতীয় ইবাদতের জন্য ঋণগ্রহণ মালেকী ও শাফেয়ী ফকীহদের মতে ওয়াজিব এবং হানাফীদের মতে উত্তম।[৮] আল-মুগনী কিতাব হতে হাম্বলীদের মত যা প্রতিভাত হয় তা হলো, ঋণগ্রহণের মাধ্যমে হজ আদায় করা সম্ভব হলেও ঋণগ্রহণ করা তার জন্য আবশ্যক নয়। তবে নিজের বা অন্যের ক্ষতির আশঙ্কা না হলে এক্ষেত্রে প্রয়োজনে ঋণগ্রহণ করা মুস্তাহাব।[৯]

সচ্ছল অবস্থায় কারো ওপর আল্লাহর আর্থিক কোনো হক আবশ্যক হয়, এরপর ওই হক আদায়ের পূর্বে সে দরিদ্র হয়ে যায়, তাহলে কি সে হক আদায়ের জন্য তাকে ঋণগ্রহণে বাধ্য করা হবে?

এক্ষেত্রে হানাফী ফকীহগণ দুটি অবস্থার পৃথক পৃথক বিধানের কথা বলেছেন। যদি এই ব্যক্তির কাছে সম্পদ না থাকায় সে ঋণ করতে চায়, আর তার প্রবল ধারণা হয় যে, ঋণ নিয়ে সে যাকাত আদায় করতে পারবে এবং ঋণ আদায়ের চেষ্টা করে সে ঋণ আদায়ে সক্ষম হবে, তাহলে তার জন্য ঋণ নেওয়া অধিক উত্তম। এ অবস্থায় যদি সে ঋণ করে আল্লাহর আর্থিক হক আদায় করে, কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত ঋণ আদায়ে সক্ষম না হয়, তবে আশা করা যায় যে, আখেরাতে আল্লাহ তার ঋণ শোধ করে দেবেন।

পক্ষান্তরে যদি তার প্রবল ধারণা হয়, ঋণ গ্রহণ করলে পরবর্তী সময়ে ঋণ পরিশোধে সে সক্ষম হবে না, তাহলে তার জন্য উত্তম হলো ঋণ না করা, যেহেতু ঋণদাতার ঝগড়া ও শত্রুতা তীব্র হয়ে থাকে।[১০] উল্লিখিত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কোনো অবস্থাতেই ঋণ করা তার জন্য আবশ্যক নয়।

হাম্বলী মাযহাবের মত হলো, কারো ওপর যাকাত আবশ্যক হওয়ার পর সম্পদ নষ্ট হলে/খোয়া গেলে, যদি তার পক্ষে যাকাত আদায় করা সম্ভব হয় যাকাত আদায় করবে। অন্যথায় সচ্ছল হওয়া এবং নিজের বা অপরের ক্ষতি-কষ্ট ছাড়া

পৃ. ৩৪৬; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৫, পৃ. ৩০৭; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, ইবনু নুজাইমকৃত, পৃ. ৩৫৮, মুদ্রণ : দারুল হেলাল বৈরুত

৮. ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ১১৪ ও ১৪১; আল-হাত্তাব, খ. ২, পৃ. ৫০৫; আল-উম্ম, খ. ২, পৃ. ১১৬; মুদ্রণ : বৈরুত; আদ-দুসুকী, খ. ২, পৃ. ৭

৯. আল-মুগনী ও আশ-শারহুল কাবীর, খ. ৩, পৃ. ১৭০

১০. ফাতাওয়া কাযীখান, খ. ১, পৃ. ২৫৬; ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ১৪০

www.amarboi.org

যাকাত আদায়ে সক্ষম হওয়া পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া হবে। তারা বলেন, নির্দিষ্ট কোনো মানুষের ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অসচ্ছল হলে অবকাশ দেওয়া যদি আবশ্যক হয়, তাহলে আল্লাহর হক পরিশোধের ক্ষেত্রে অবকাশ দেওয়া তো আরো যুক্তিযুক্ত।[১১] আমাদের জানামতে শাফেয়ী মাযহাবে এ মাসআলা নিয়ে কোনো আলোচনা করা হয়নি।

দ্বিতীয় : বান্দাদের হক আদায়ের জন্য ঋণগ্রহণ

ক. প্রাণের হক রক্ষায় ঋণগ্রহণ

নিরূপায় ব্যক্তির নিজ প্রাণ রক্ষার্থে ঋণগ্রহণ করা আবশ্যক। কারণ, প্রাণরক্ষা সম্পদ রক্ষার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহগণ স্পষ্টভাবে এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অন্য মাযহাবের মূলনীতি থেকেও তা অনুমিত হয়। কারণ তীব্র প্রয়োজন পূরণের পক্ষে শরীয়তের সুস্পষ্ট অনেক দলিল রয়েছে।[১২]

ঋণ পরিশোধের আশা থাকলে যে-কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য ঋণগ্রহণ জায়েয; যদিও ঋণগ্রহণ না করে ধৈর্য ধরা উত্তম। কারণ, কর্জ চাওয়ার মাঝে অনুগ্রহ কামনার ভাব থাকে। ফাতাওয়া হিন্দিয়াতে লিপিবদ্ধ আছে, ব্যক্তির যদি অবশ্যপূরণীয় প্রয়োজন থাকে, তবে পরিশোধের ইচ্ছা থাকলে ঋণগ্রহণ করাতে সমস্যা নেই।[১৩] এক্ষেত্রে لَا بَأْسَ 'সমস্যা নেই' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। হানাফী ফকীহগণ এই শব্দ প্রয়োগ করেন এমন কাজের ক্ষেত্রে যা করার চেয়ে না করা ভালো।

যদি ঋণ পরিশোধের আশা না থাকে তাহলে ঋণ নেওয়া হারাম এবং ধৈর্য ধরা ওয়াজিব। কেননা এ অবস্থায় ঋণ নেওয়া বৈধ হলে এর মাধ্যমে অন্যের সম্পদ ধ্বংসের সম্মুখীন করা হবে।[১৪]

শরীয়তসম্মত নয় এমন কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য ঋণ নেওয়া জায়েয নেই। যথা- অবৈধ পন্থায় ব্যয় করার জন্য কেউ ঋণ করল, প্রয়োজন পূরণ পরিমাণ সম্পদ তার কাছে থাকা সত্ত্বেও সে অতিরিক্ত খরচ করে এবং যাকাতের সম্পদ গ্রহণ করার লক্ষ্যে ঋণ করে, এমন ব্যক্তিকে যাকাত দেওয়া যাবে না, যেহেতু এর উদ্দেশ্য মন্দ।[১৫]

---

১১. আশ-শারহুল কাবীর ও আল-মুগনী, খ. ২, পৃ. ৪৬৫
১২. মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ৫৪৫; আশ-শিরওয়ানী, খ. ৫, পৃ. ৩৭
১৩. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৫, পৃ. ৩৬৬
১৪. হাশিয়া শিরওয়ানী আলাত তুহফা, খ. ৫, পৃ. ৩৭
১৫. আদ-দুসূকী, আলাশ শারহিল কাবীর, খ. ১, পৃ. ৪৯৭; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৪৪৮

www.amarboi.org

খ. অন্যের হক আদায়ের জন্য ঋণগ্রহণ

প্রথম : ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহণ

অসচ্ছল ব্যক্তিকে পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহণ করতে বাধ্য করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ "যদি ঋণগ্রহীতা অসচ্ছল হয় তাহলে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া উচিত।"[১৬] তা ছাড়া এতে অনুগ্রহ প্রদর্শনের নির্দেশ রয়েছে।[১৭] উপরন্তু স্বীকৃত মূলনীতি হচ্ছে : الضَّرَرُ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ "কোনো ক্ষতিকে অনুরূপ ক্ষতি দ্বারা দূর করা যাবে না।" মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহগণ স্পষ্টভাবে একথা বলেছেন। আর অন্য ফকীহদের মূলনীতিও তার অনুকূলে।

দ্বিতীয় : স্ত্রীকে খোরপোষ প্রদানের জন্য ঋণগ্রহণ

ফকীহদের ঐকমত্যে স্ত্রীকে খোরপোষ দেওয়া ওয়াজিব, স্বামী সচ্ছল হোক বা অসচ্ছল। যদি স্বামী বর্তমান থাকে আর স্বামীর সম্পদও থাকে, তাহলে বলপ্রয়োগ করে হলেও স্বামীর সম্পদ থেকে খোরপোষ দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে যদি স্বামী অসচ্ছল হয়, তাহলে হানাফী ফকীহদের মতে, বিচারক স্ত্রীর খোরপোষের পরিমাণ নির্ধারণ করবেন। এরপর স্বামীর উদ্ধৃতি দিয়ে/নাম বলে স্ত্রীকে ঋণগ্রহণ করতে আদেশ করবেন। এখন ঋণ নেওয়ার মতো কাউকে যদি স্ত্রী খুঁজে না পায়, তবে বিচারক স্ত্রীর এমন আত্মীয়ের ওপর খোরপোষ দেওয়া আবশ্যক করবেন মহিলার বিয়ে না হলে, তার খরচ দেওয়া যার ওপর আবশ্যক হতো।

স্বামী যদি অনুপস্থিত থাকে, আর তার কোনো সম্পদও উপস্থিত নেই, তাহলে স্বামীর ওপর স্ত্রীর খরচের কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে না। এক্ষেত্রে যুফার রহ.-এর ভিন্নমত রয়েছে। তাঁর মতানুসারেই হানাফী মাযহাবে ফতোয়া দেওয়া হয়।

হাম্বলী মাযহাবমতে, স্ত্রীর নিজের ও সন্তানদের জন্য বিচারকের অনুমতি ছাড়াও ঋণ গ্রহণের অধিকার রয়েছে। স্ত্রী যা ঋণ করবে তা স্বামীর নিকট থেকে উসুল করা হবে। মালেকী মাযহাব মতে, স্বামীর অসচ্ছলতা প্রমাণিত হলে অসচ্ছলতার কারণে স্ত্রীর খোরপোষের দায় স্বামীর ওপর থেকে রহিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে অসচ্ছলতা প্রমাণিত না হলে স্বামীর নাম দিয়ে ঋণ গ্রহণের অধিকার স্ত্রীর রয়েছে।

শাফেয়ী মাযহাব মতে, স্বামীর সম্পদ থাকলে বলপ্রয়োগ করে হলেও স্ত্রীকে সে সম্পদ থেকে খোরপোষ দিতে বাধ্য করা হবে। আর যদি সম্পদ না থাকে, তবে

---

১৬. সূরা বাকারা, আয়াত ২৮০

১৭. জাওয়াহিরুল ইকলীল, খ. ২, পৃ. ৯০; প্রকাশ, দারুল মারিফা; হাশিয়া আদ-দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২৭০; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৪৪৮; প্রকাশ, আল-মানার, তৃতীয় মুদ্রণ

www.amarboi.org

স্বামী উপার্জনে সক্ষম, তাহলে তাকে উপার্জন করতে বাধ্য করা হবে। আর বর্তমান খরচের জন্য স্বামী ঋণ নেবে। পক্ষান্তরে যদি স্বামীর সম্পদ না থাকে তাহলে তাকে ঋণগ্রহণে বাধ্য করা হবে। যদি স্বামী ঋণ না নেয় তবে এক্ষেত্রে স্ত্রী বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়ার দাবি করতে পারবে।[১৮]

তৃতীয় : সন্তান-সন্ততি ও আত্মীয়স্বজনের খরচের জন্য ঋণগ্রহণ করা

অসচ্ছল, উপার্জনে অক্ষম ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের খরচ দেওয়া মৌলিকভাবে পিতার ওপর আবশ্যক। সচ্ছল পিতা খরচ প্রদানে অসম্মত হলে খরচ প্রদানে তাকে বাধ্য করা হবে; আর সন্তানদেরকে পিতার নাম দিয়ে ঋণগ্রহণ করার আদেশ করা হবে।

পক্ষান্তরে বাবা যদি অসচ্ছল হন, তাহলে মাকে নিজ সম্পদ থেকে খরচ দেওয়ার আদেশ দেওয়া হবে– যদি মা সচ্ছল হন। অন্যথায় বাবা মারা গেলে এদের খরচের দায় যার ওপর আবশ্যক হতো তাকে এদের খরচ দিতে বাধ্য করা হবে। এরপর পিতা সচ্ছল হলে খরচদাতা পিতার নিকট থেকে প্রদত্ত সম্পদ উসুল করে নেবে।[১৯] যদি বাবা দীর্ঘমেয়াদী রোগে আক্রান্ত হন, তাকে মৃত বিবেচনা করা হবে। তাই খরচদাতা বাবার নিকট থেকে প্রদত্ত খরচ উসুল করতে পারবে না; বরং তার দেওয়া খরচ স্বেচ্ছাদান ও অনুদান বলে বিবেচিত হবে।

পিতা সচ্ছল হলে মালেকী ফকীহদের মত হানাফী ফকীহদের মতো। তবে মালেকীদের মতে, বিচারকের অনুমতির স্থলবর্তী হিসেবে খরচদাতা সাক্ষ্য রাখবে যে, সে উসুল করার নিয়তে খরচ করছে অথবা এ মর্মে সে কসম খাবে।[২০] পক্ষান্তরে পিতা যদি অসচ্ছল হন, তাহলে সন্তানদের জন্য প্রদত্ত খরচ স্বেচ্ছাদান বিবেচিত হবে, খরচদাতা পিতার নিকট থেকে উসুল করতে পারবে না, যদিও পরবর্তী সময়ে তিনি সচ্ছল হন।

শাফেয়ী ফকীহদের মতে, বিচারকের অনুমতিক্রমে সন্তানদের ঋণ গ্রহণের অধিকার রয়েছে। এ ঋণ উসুলযোগ্য হবে না, তবে যদি অনুমোদনপ্রাপ্ত

---

১৮. নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৭, পৃ. ২০৩, প্রকাশ, আল-মাকতাবা আল-ইসলামিয়্যা, হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৬৮৬; মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ২০২; আল-হাত্তাব, খ. ৪, পৃ. ২০৫; শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ৩, পৃ. ২৫২ ও ২৫৭; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৫, পৃ. ৬৪৬ ও ৬৪৯

১৯. হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৬৭৩, ৬৭৭ ও ৬৮৬; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৩, পৃ. ৫৪; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ১, পৃ. ৫৫১; ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ৩২৫, মুদ্রণ বুলাক; আল-হিদায়া ও ফাতহুল কাদীর, খ. ৩, পৃ. ৩৪৬, মুদ্রণ : বুলাক

২০. মাওয়াহিবুল জালীল, খ. ৪, পৃ. ১৯৩; হাশিয়া আদ-দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২৭৪

www.amarboi.org

খরচদাতার মাধ্যমে ঋণগ্রহণ সম্পন্ন হয় তাহলে ভিন্ন কথা; [অর্থাৎ তখন খরচদাতা পিতার কাছ থেকে নিতে পারবে।][২১]

হাম্বলী ফকীহদের মতে, অনুমতির মাধ্যমে সন্তানদের জন্য ঋণগ্রহণ করা যাবে। তবে স্ত্রী যদি নিজের ও নিজ সন্তানের জন্য অনুমতি ছাড়া ঋণ করে তাহলে মায়ের অনুগামী হিসেবে সন্তানদের ঋণ করা জায়েয হবে। স্ত্রী ও সন্তান ছাড়া অন্যদের জন্য ঋণ করার বিষয়ে বিশদ আলোচনা ও প্রচুর মতপার্থক্য রয়েছে; যার জন্য দ্রষ্টব্য نفقة শিরোনামের আলোচনা।[২২]

সম্পদ পূর্ণ হালাল বানানোর জন্য ঋণগ্রহণ

হালাল সম্পদ দ্বারা হজ করা মুস্তাহাব। যদি কারো কাছে হজ পরিমাণ সম্পদ হালাল না থাকে, কিছু সম্পদ সন্দেহযুক্ত হয়; আর সে পূর্ণ হালাল সম্পদ দিয়ে হজ করতে চায়, তবে ফাতাওয়ায়ে কাজীখানে বিবৃত হয়েছে, হজের জন্য সে ঋণ করবে। আর এ ঋণ নিজ সম্পদ থেকে শোধ করবে।[২৩]

ঋণগ্রহণ বৈধ হওয়ার শর্তসমূহ

প্রথম শর্ত : ঋণদাতা কোনো উপকার গ্রহণ না করা :

ঋণদানের প্রেক্ষিতে ঋণদাতার উপকার গ্রহণ হয় তো চুক্তিতে কৃত শর্ত অনুসারে হবে অথবা শর্ত ছাড়া। যদি চুক্তিতে কৃত শর্তের ভিত্তিতে হয় তাহলে সবার মতে এই উপকার গ্রহণ হারাম। ইবনুল মুনযির বলেন, ফকীহদের ঐকমত্য রয়েছে, ঋণদাতাকে ঋণগ্রহীতা হাদিয়া বা প্রদত্ত সম্পদের চেয়ে বেশি দিবে, ঋণদাতা যদি এ শর্ত করে, এরপর এ শর্ত মতে সে ঋণ দেয়, তাহলে প্রদত্ত সম্পদের অতিরিক্ত সম্পদ হবে সুদ। আলী রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : كل قرض جر منفعة فهو ربا "প্রতিটি এমন ঋণ যা উপকার বহন করে তা সুদ।" [২৪] হাদীসটি সনদের বিচারে দুর্বল হলেও মর্মের

---

২১. আল-ইকনা, খ. ৪, পৃ. ১৪৪; হাশিয়া কালয়ূবী, খ. ৪, পৃ. ৮৫; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৮, পৃ. ৩৪৬; মুগনিল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ৪৪৮

২২. শরহু মুনতাহাল ইরাদাত, খ. ৩, পৃ. ২৫৭

২৩. আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ১, পৃ. ২২০

২৪. হারিছ ইবনু আবী উসামা তার মুসনাদ গ্রন্থে আলী রা.-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন। সনদে সাওয়ার বিন মুসআব নামের এক বর্ণনাকারী আছে যার বর্ণনা পরিত্যাগযোগ্য। আল-মুগনী গ্রন্থে ওমর বিন বদর বলেন, এ বিষয়ে কোনো প্রমাণযোগ্য হাদীস বর্ণিত নেই। আত-তালখীসুল হাবীর, খ. ৩, পৃ. ২৪, প্রকাশ, শারিকাতুত তিবাআতিল ফান্নিয়্যা, ১৩৮৪ হি.; ফায়যুল কাদীর, খ. ৫, পৃ. ২৮, প্রকাশ, আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যা, ১৩৫৬ হি.। ফাযালা বিন উবায়দ-এর সূত্রে বায়হাকী আল-মারিফা গ্রন্থে মাওকুফ সনদে উল্লেখ

www.amarboi.org

বিচারে সহীহ। উবাই বিন কা'ব, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ও আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত, তারা এমন ঋণ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন যা ঋণদাতার জন্য সুবিধা বহন করে।

তাছাড়া ঋণদানের চুক্তি হল সহমর্মিতা, সহযোগিতা করা ও সওয়াবপ্রাপ্তির চুক্তি। এ চুক্তিতে ঋণদাতার সুবিধার শর্ত করা হলে ঋণদানের মূল উদ্দেশ্য লঙ্ঘিত হয়। আর সুবিধার শর্ত এমন, যা ঋণ চুক্তির চাহিদাও নয়, চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণও নয়।

ঋণদাতার জন্য সুবিধা বহন করে ফকীহগণ ঋণের এমন অনেক পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন ।[২৫] এর অন্যতম হলো :

ঋণদাতা শর্ত করল, ঋণগ্রহীতা যা নিয়েছে তার থেকে বেশি বা উত্তম সম্পদ পরিশোধ করবে। এটাই হল মূল সুদ। দ্রষ্টব্য : ربا শিরোনাম; তবে ঋণের প্রেক্ষিতে বন্ধক দেওয়ার বা ঋণের জামিনদার দেওয়ার শর্ত উল্লিখিত অবৈধ শর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়। এর কারণ, এটি ঋণদানের চুক্তির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, এর দ্বারা চুক্তি শক্তিশালী হবে এবং ঋণদাতা নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে ঋণ দিতে আগ্রহ বোধ করবে।

তবে ঋণদাতা যদি ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে এমন কোনো সুবিধা ভোগ করে যা চুক্তিতে শর্ত করা হয়নি, তবে তা হানাফী, শাফেয়ী মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের সকল ফকীহর মতে বৈধ।[২৬] এ মত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা., সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, হাসান বসরী, আমের শাবী, যুহরী, মাকহুল, কাতাদা ও ইসহাক বিন রাহওয়াই রহ. থেকে বর্ণিত। এটি ইবরাহীম নাখায়ী রহ. থেকে বর্ণিত দুটি মতের একটি।

তাঁদের দলিল হলো ইমাম মুসলিম রহ. কর্তৃক বর্ণিত জাবের বিন আবদুল্লাহ রা.-এর হাদীস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমরা মক্কা থেকে মদীনায় ফিরছিলাম। পথিমধ্যে আমার উট অসুস্থ হয়ে পড়ল। ইমাম মুসলিম পুরো ঘটনাসহ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

করেছেন। তার শব্দ এই, كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا বায়হাকী তাঁর আস-সুনানুল কুবরা গ্রন্থে ইবনে মাসউদ, উবাই বিন কাব, আবদুল্লাহ বিন সালাম ও ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে মাওকূফ সনদে বর্ণনা করেছেন। (নাইলুল আওতার, খ. ৫, পৃ. ৩৫০-৩৫১, প্রকাশনা : দারুল জীল, বৈরুত।)

২৫. ফাতহুল কাদীর, খ. ৪, পৃ. ৪৫২; আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৪২

২৬. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩২১; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৪৭; আসহালুল মাদারিক, খ. ২, পৃ. ২১৮; ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ২৯৫

www.amarboi.org

এ হাদীসে আছে, নবী স. জাবেরকে বললেন, তোমার এই উটটি আমার কাছে বিক্রি করো। তিনি (জাবের রা.) বলেন, আমি বললাম, বিক্রি করব না, এ উট আপনার, আপনাকে হাদিয়া দিলাম। নবী স. বললেন, বরং তুমি আমার কাছে তা বিক্রি করো। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটি আপনার জন্য। নবী স. বললেন, তা হবে না, তুমি আমার কাছে তা বিক্রি করো। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমার কাছে এক ব্যক্তি এক উকিয়া স্বর্ণ পাবে। সে স্বর্ণের বিনিময়ে এটি আপনার। নবী স. বললেন, আমি এটি গ্রহণ করলাম। তুমি এতে চড়ে মদীনায় যাবে। এরপর রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বেলাল রা. -কে বললেন, তুমি তাকে এক উকিয়া ও কিছু বেশি স্বর্ণ দিয়ে দাও। তিনি বলেন, তখন বেলাল রা. আমাকে এক উকিয়া স্বর্ণ-এর সাথে এক কীরাত বাড়িয়ে দিলেন।[২৭] এটি হলো পরিমাণে বেশি দেওয়া।

গুণের ক্ষেত্রে বাড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে আবু রাফে রা. কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট থেকে অল্পবয়সী উট ঋণ নিলেন। নবী স.-এর দরবারে সদকার উট এলো। তখন নবী স. আবু রাফেকে আদেশ করলেন, লোকটিকে তার উটের ঋণশোধ করে দেওয়ার জন্যে।[২৮] আবু রাফে রা. উটের পাল দেখে এসে বললেন, এ পালে আমি উত্তম ও সপ্তবর্ষী উট ছাড়া কোনো উট পাইনি। নবী স. বললেন, তাকে এমন একটি উটই দিয়ে দাও। মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হলো সে যে উত্তমভাবে ঋণ শোধ করে।[২৯]

তাছাড়া ঋণগ্রহীতা এই অতিরিক্ত অংশটুকু ঋণের পরিবর্তে দেয়নি। এবং তা ঋণ প্রাপ্তির মাধ্যম হিসেবে দেয়নি।

কতক মালেকী ফকীহ বলেন– এটি হাম্বলীদের একটি মত; এটি উবাই, ইবনে আব্বাস, ইবনে উমর রা. এবং ইবরাহীম নাখায়ী রহ.-এর একটি মত– : ঋণদাতার জন্য ঋণগ্রহীতার হাদিয়া কবুল করা, ঋণগ্রহীতার মালিকানাধীন বস্তুর উপকার গ্রহণ করা; যথা তার বাহনে আরোহণ করা কিংবা ঋণগ্রহীতার বাড়িতে কোনো পানীয় পান করা ইত্যাদি বিষয় জায়েয নেই– যদি ঋণদানের পূর্বে

---

২৭. জাবের বিন আবদুল্লাহ রা.-এর সূত্রে ইমাম মুসলিম হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। খ. ৩, পৃ. ১২২২, প্রকাশক : ঈসা হালাবী

২৮. হাদীসে যে শব্দ এসেছে তা বোঝায় এমন উট, যা সপ্তম বছরে পদার্পণ করেছে

২৯. আবু রাফি রা.-এর সূত্রে ইমাম মুসলিম হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। খ. ৩, পৃ. ১২২৪, প্রকাশক : ঈসা হালাবী

www.amarboi.org

উভয়ের মাঝে এ জাতীয় আচার-ব্যবহার প্রচলিত না থাকে অথবা এমন কিছু না ঘটে যা উল্লিখিত আচরণ দাবি করে, যেমন বিয়ে, সন্তান জন্মদান ইত্যাদি।[৩০]

আল্লামা দুসূকী বলেন, নির্ভরযোগ্য মত হলো, কিছু পান করা এবং ছায়া গ্রহণ করা জায়েয। অনুরূপভাবে খাওয়াও জায়েয– যদি এসব হয় ঋণদাতার সমাদর ও সম্মানার্থে; ঋণের কারণে নয়। এর কারণ, যদি সে অতিরিক্ত বস্তুগ্রহণ করে বা কোনো উপকার গ্রহণ করে তাহলে সে এমন ঋণের লেনদেন করল, যা কার্যত উপকার বহন করল। আছরাম রহ. বর্ণনা করেন, এক জেলের কাছে এক ব্যক্তি বিশ দিরহাম পেত। জেলে ঋণদাতাকে মাছ হাদিয়া দিত এবং মূল্য নির্ধারণ করত। এভাবে মাছের মূল্য তের দিরহামে পৌঁছল। সে জেলে ইবনে আব্বাস রা. -কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তাকে অবশিষ্ট সাত দিরহাম দিয়ে দাও।

ইবনে সীরীন রহ. থেকে বর্ণিত, উমর রা. উবাই বিন কা'বকে দশ দিরহাম ঋণ দিয়েছিলেন। উবাই বিন কা'ব রা. উমর রা. -কে নিজ জমির কিছু ফসল হাদিয়া দিলে উমর রা. এ ফসল ফেরত পাঠালেন, গ্রহণ করলেন না। তখন উবাই রা. তাঁর কাছে এসে বললেন, মদীনাবাসীর জানা আছে, আমার ফসল তাদের মধ্যে সর্বোত্তম। আর আমাদের এ ফসলের প্রয়োজনও নেই। (অর্থাৎ আমরা অসচ্ছল নই।) তবে কোন্ কারণে আপনি আমাদের হাদিয়া ফেরত দিলেন? এরপর উবাই রা. তাকে পুনরায় হাদিয়া দিলে তিনি তা কবুল করেন। এ আমল প্রমাণ করে, সন্দেহ হলে হাদিয়া ফেরত দেওয়া এবং সন্দেহ না থাকলে হাদিয়া গ্রহণ করা যায়।

তাবেয়ী যির ইবনে হুবাইশ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবাই ইবনে কা'ব রা. কে বললাম, আমি তো জিহাদভূমি ইরাকে যেতে চাচ্ছি। তিনি আমাকে বললেন, তুমি এমন এক ভূমিতে যাচ্ছো, যেখানে সুদের ব্যাপক প্রচলন আছে। সুতরাং যদি তুমি কাউকে কর্জ দাও, আর সে কর্জ পরিশোধের সময় কর্জ ও হাদিয়া নিয়ে আসে তাহলে তুমি তার কাছ থেকে কর্জ নেবে; হাদিয়া ফেরত দেবে।[৩১]

দ্বিতীয় শর্ত : অন্য চুক্তি যোগ না হওয়া

ইসতিদানা চুক্তি সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, এই চুক্তির সাথে অন্য চুক্তি যুক্ত না হওয়া। অন্য চুক্তি মূল ইসতিদানা চুক্তিতে যোগ করা হোক অথবা অন্য চুক্তির বিষয়ে উভয়পক্ষ ইসতিদানা চুক্তির পর একমত হোক, বিধান অভিন্ন। যেমন কর্জগ্রহীতা তার বাড়ি কর্জদাতার কাছে ভাড়া দেবে, অথবা কর্জগ্রহীতা

---

[৩০]. হাশিয়া আদ-দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২২৪; আসহালুল মাদারিক, খ. ২, পৃ. ৩১৮; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩২২; আল-মুহাল্লা, খ. ৮, পৃ. ৮৬; আল-আছার, মুহাম্মদ বিন হাসান, পৃ. ১৩২

[৩১]. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩২০

www.amarboi.org

করযদাতার বাড়ি ভাড়া নেবে।[৩২] কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋণ ও বিক্রি একসাথে করতে নিষেধ করেছেন।[৩৩] তবে এ বিষয়ে ফকীহদের বিশদ বিবরণ ও মতভেদ রয়েছে, যার জন্য দ্রষ্টব্য; শিরোনাম : البيوع المنهي عنها নিষিদ্ধ বিক্রিসমূহ।

বাইতুল মাল থেকে ঋণগ্রহণ অথবা বাইতুল মালের জন্যে ঋণগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়, যেমন ওয়াকফ করা :
এক্ষেত্রে মুলনীতি হলো, বাইতুল মালের জন্যে অথবা বাইতুল মাল থেকে ঋণগ্রহণ করা জায়েয।

বাইতুল মাল থেকে ঋণগ্রহণ : এটি জায়েয হওয়ার প্রমাণ হলো এ হাদীস। বর্ণিত আছে, আবু বকর রা. বাইতুল মাল থেকে সাত হাজার দিরহাম ঋণ নিয়েছিলেন। এ কারণে তিনি এই ঋণ পরিশোধের অসিয়ত করেছিলেন। উমর রা. বলেন, আমি আল্লাহর সম্পদকে আমার ক্ষেত্রে একজন ইয়াতীমের সম্পদের স্থান দান করেছি। সুতরাং প্রয়োজন হলে আমি তা থেকে নেব, এরপর যখন স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে তখন পরিশোধ করব।

বাইতুল মালের পক্ষ থেকে ঋণ নেওয়া : এর প্রমাণ হলো আবু রাফে' রা. থেকে বর্ণিত হাদীস, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি উট ঋণ নিয়েছিলেন। এরপর নবী স.-এর দরবারে যাকাতের উট এলো। তখন নবীজী আবু রাফে' রা. কে আদেশ করলেন, ঐ ব্যক্তিকে উটটি পরিশোধ করার।[৩৪]

এটি হলো বাইতুল মালের পক্ষ থেকে ঋণগ্রহণ। কেননা এ অবস্থায় ঋণ পরিশোধ করা হয়েছিল যাকাতের সম্পদ থেকে। আর এ জাতীয় সম্পদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখা হয় সর্বসাধারণের হকের প্রতি। আর ঋণকে দৃঢ় করতে অধিক সতর্কতা এবং তা পরিশোধে সক্ষম হওয়ার প্রতি।

তবে এ জন্য শর্ত হলো- যেমনটা ওয়াকফের আলোচনায় হানাফী ফকীহগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন, বায়তুল মালের বিধান ওয়াকফ সম্পত্তির ন্যায়, এ ঋণগ্রহণ

---

৩২. আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩২০; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৪৭; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৩৯

৩৩. হাদীসটি ইমাম মালেক বালাগ সূত্রে, বায়হাকী অবিচ্ছিন্ন সনদে উল্লেখ করেছেন। তিরমিযী হাদীছটিকে সহীহ বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন নাসায়ী ও হাকিম। বায়হাকী এটিকে দুর্বল সনদে ইবনে আব্বাস রা.-এর সূত্রে উল্লেখ করেছেন। তাবারানী এটিকে হাকীম বিন হিযাম-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আত-তালখীসুল হাবীর, খ. ৩, পৃ. ১৭, প্রকাশনা: শারিকাতুত তিবাআতিল ফান্নিয়্যা, ১৩৮৪ হি.

৩৪. হাদীসের আলোচনা দেখুন, ২৯ নং টীকায়।

www.amarboi.org

হতে হবে বায়তুল মালের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব যার কাঁধে তার সম্মতিক্রমে। আর এ ঋণ প্রদান করা হবে স্বচ্ছল আমানতদার ব্যক্তিকে। এর সাথে সাথে এ ক্ষেত্রে এমন কোনো ব্যক্তি উপস্থিত থাকতে পারবে না, যে এ সম্পদকে মুদারাবার পুঁজি হিসেবে গ্রহণ করবে, এবং তা এমন কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদও হবে না, যা উক্ত সম্পদের বিনিময়ে ক্রয় করা যাবে।

শাফেয়ী ফকীহগণ ওয়াকফের সাথে মিল রেখে স্পষ্টভাবে বলেছেন, ওয়াকফকারী ওয়াকফ করতে বিচারক বা প্রশাসকের অনুমতির প্রয়োজন পড়ে না। ইয়াতীমের সম্পদ, নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সম্পদ ও কুড়িয়ে পাওয়া সম্পদের ক্ষেত্রে একই বিধান প্রযোজ্য।[৩৫] এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ এবং ফকীহদের মতবিরোধ জানার জন্য দ্রষ্টব্য : قرض ও دين শিরোনামদ্বয়।

ইসতিদানার বিধান

ক. মালিকানা সাব্যস্ত হওয়া

স্রেফ চুক্তির মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা ঋণের পরিবর্তে সম্পদের মালিকানা লাভ করে। তবে কর্জ চুক্তির বিধান ভিন্ন। কর্জ চুক্তিতে তিনটি অভিমত রয়েছে। চুক্তির মাধ্যমে, কবজা করার মাধ্যমে এবং ভোগ করে নিঃশেষ করার মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা কর্জকৃত সম্পদের মালিকানা লাভ করবে।[৩৬] এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্যে দ্রষ্টব্য : قَرْضٌ

খ. তাগাদা দেওয়ার অধিকার সাব্যস্ত হওয়া

ইসতিদানার একটি বিধান হলো, মেয়াদ হয়ে গেলে ঋণগ্রহীতার ঋণ পরিশোধ করা আবশ্যক। এর দলিল হলো পবিত্র কুরআনের আয়াত : وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ "উত্তমরূপে ফিরিয়ে দেওয়া তার কর্তব্য।"[৩৭] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ "স্বচ্ছল ব্যক্তির টালবাহানা করা এক প্রকার জুলুম।"[৩৮]

---

[৩৫]. ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৩৪১; আল মুগনী, খ. ৪,পৃ. ২৪৩; কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ১০৯; আল-আছার, আবু ইউসুফ, পৃ. ৯১৩; আল-মুহাল্লা, খ. ৮, পৃ. ৩২৪; প্রকাশ, মুনিরিয়্যা

[৩৬]. শারহুল খিরাশী, খ. ৫, পৃ. ২৩২; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ১০, পৃ. ৪৯৮৪; আহকামুল কুরআন, জাসসাসকৃত, খ. ১, পৃ. ৫৭৪; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩১৭; মাতালিবু উলিন নুহা, খ. ৩, পৃ. ২৪০; তুহফাতুল মুহতাজ, খ. ৫, পৃ. ৪৮

[৩৭]. সূরা বাকারা, আয়াত ১৭৮

[৩৮]. আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে ইমাম মুসলিম হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। খ. ৩,পৃ. ১১৯৭, প্রকাশক : ঈসা হালাবী

www.amarboi.org

সকলের মতেই উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধের তাগাদা দেওয়া এবং অস্বচ্ছল ব্যক্তিকে স্বচ্ছলতার সময় পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া মুস্তাহাব।[৩৯] এর পক্ষে তাদের দলিল হলো আয়াত : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ "আর যদি খাতক অসচ্ছল হয় তাহলে তাকে সচ্ছলতার সময় পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া....।"[৪০] এ আয়াতের বিধান সকল ঋণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; শুধু সুদজাতীয় ঋণের ক্ষেত্রে তা সীমিত নয়।

গ. সফর করতে বাধা দেওয়া

মৌলিকভাবে ঋণদাতার অধিকার রয়েছে নগদে উসুলযোগ্য ঋণের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতাকে সফর করতে বাধা দেওয়ার, যদি ঋণগ্রহীতার বর্তমান সম্পদ এই পরিমাণ না হয়, যা দ্বারা উক্ত ঋণ উসূল করা সম্ভব। অথবা সম্পদের পরিবর্তে কাফীল বা বন্ধককৃত সম্পদ যদি না থাকে। এ অধিকার সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হলো, ঋণগ্রহীতা সফর করলে এর কারণে ঋণদাতার ঋণ পরিশোধের তাগাদা করা এবং দাবি করা বাধাগ্রস্ত হয়। তবে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে ঋণ, পরিশোধের মেয়াদ, সফর ও ঋণগ্রহীতার প্রকারভেদে।[৪১] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য الدين দেনা শিরোনামে।

ঘ. ঋণগ্রহীতার পেছনে লেগে থাকার অধিকার

ঋণদাতার আরেকটি অধিকার হলো ঋণগ্রহীতার পেছনে সে লেগে থাকতে পারবে। তবে এই অনুসরণ করার বিষয়ে বিশদ বিবরণ রয়েছে। তবে ঋণদাতা যদি পুরুষ হয় আর ঋণগ্রহীতা হয় মহিলা, তবে ঋণগ্রহীতাকে অনুসরণ করার সুযোগ নেই। যেহেতু এই অনুসরণ করার কারণে মাহরাম নয় এমন নারীর সাথে একান্তে মিলনের আশঙ্কা রয়েছে। তবে ঋণদাতা কোনো মহিলাকে তার অনুসরণ করতে পাঠানো জায়েয, তাহলে মহিলা অনুসরণ করার ক্ষেত্রে সে পুরুষের স্থলবর্তী হবে। অনুরূপভাবে যদি ঋণদাতা হয় মহিলা আর ঋণগ্রহীতা হয় পুরুষ, তাহলে মহিলা অনুসরণ না করে তার পক্ষ থেকে কোন পুরুষকে ঋণগ্রহীতার অনুসরণ করার জন্যে পাঠাবে।[৪২]

---

৩৯. আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৮৬; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৫, পৃ. ৬৩; তাফসীরুল কুরতুবী, খ. ৩, পৃ. ৩৭২

৪০. সূরা বাকারা, আয়াত ২৮০

৪১. আসনাল মাতালিব, খ. ৪, পৃ. ১৭৭; হাশিয়া আদ-দুসূকী, খ. ২, পৃ. ১৭৫; খ. ৩, পৃ. ২৬২; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৩, পৃ. ২২১; আল-মুগনী, খ. ৮, পৃ. ৩৬০; খ. ৪, পৃ. ৪৫৫

৪২. আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ৪৪; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৫, পৃ. ৬৩

www.amarboi.org

ঙ. ঋণ পরিশোধের জন্যে চাপ প্রয়োগ করে দাবি জানানোর অধিকার

ঋণগ্রহীতার জন্যে ঋণ পরিশোধ করা আবশ্যক, যতক্ষণ সে পরিশোধে সক্ষম থাকে। যদি সে অসমর্থ হয় আর ঋণ ছিল মিছলী বস্তু, আর তার কাছে অনুরূপ মিছলী বস্তু থাকে, তাহলে বিচারক বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তার কাছে থাকা বস্তুর মাধ্যমে তার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করবে।

কিন্তু যদি ঋণ হয় মিছলী বস্তু আর ঋণগ্রহীতার কাছে থাকে কীমী বস্তু, তাহলে মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের ফকীহদের মতে এবং হানাফী মাযহাবের আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.-এর মতে, একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু ছাড়া ঋণগ্রহীতার কাছে থাকা সম্পদ বিচারক জোরপূর্বক বিক্রি করবেন এবং তার ঋণ শোধ করবেন। ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মতে, বিচারক তাকে বিক্রি করতে বাধ্য করবেন না; তবে ঋণ শোধ করা পর্যন্ত আটকে রাখবেন।[৪৩]

চ. নিঃস্ব ঋণগ্রহীতাকে লেনদেন-নিষিদ্ধ করা

সকল ফকীহের মতে নিঃস্ব ঋণগ্রহীতাকে লেনদেন-নিষিদ্ধ করা জায়েয। ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মতে জায়েয নেই। এ বিষয়ের বিশদ বিবরণ রয়েছে حَجْر ও إفلاس শিরোনামে।

ছ. ঋণগ্রহীতাকে আটক করা

ঋণদাতার অধিকার রয়েছে ঋণ পরিশোধে অনিচ্ছুক সচ্ছল ঋণগ্রহীতাকে আটক করার দাবি জানানোর।[৪৪]

জ. ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মতবিরোধ হলে

যদি ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতার মাঝে মতবিরোধ হয়, আর কারো কোনো প্রমাণ না থাকে, তাহলে ঋণের গুণ, পরিমাণ ও ঋণগ্রহীতার সচ্ছলতার বিষয়ে ঋণগ্রহীতার দাবি কসমসহ গ্রহণ করা হবে। আর যদি উভয়ের পক্ষে প্রমাণ থাকে তাহলে সচ্ছলতা-অসচ্ছলতার ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হবে ঋণদাতার দাবি। এ বিষয়ের বিশদ আলোচনার জন্যে দ্রষ্টব্য : دَعْوَى

—নাজিদ সালমান

---

৪৩. আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৮৭, ১৯৩; হাশিয় : আদ-দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২৬৯, ২৭০; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ১৩৭, ৪৪৪; আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৫, পৃ. ৬১; তাবয়ীনুল হাকায়েক, খ. ৫, পৃ. ২০০; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৫, পৃ. ৯২

৪৪. আসনাল মাতালিব, খ. ২, পৃ. ১৮৬; হাশিয়া ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৩১৫; আল ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যা, খ. ৫, পৃ. ৬৪; আদ-দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ৫৭৮

www.amarboi.org

أَدَاءُ الدَّيْنِ : দেনা পরিশোধ : Pay of debt

পরিচিতি

দেনা-এর তাৎপর্য

দায়ন (الدَّيْن) বা দেনা ব্যক্তির দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত একটি বৈশিষ্ট্য। এভাবেও বলা যায়, এটি কোনো কারণে দায়িত্বে আবশ্যিক একটি আর্থিক দায়বদ্ধতা। সে কারণটি কোনো চুক্তি হোক; যেমন বেচাকেনা, কাফালত, সন্ধি বা খুলা, কিংবা চুক্তির অনুগামী বিষয় হোক; যেমন খোরপোষ। অথবা এজাতীয় কারণ ছাড়া অন্য কারণে আবশ্যক হোক; যেমন গসব–ছিনতাই, আত্মসাৎ, যাকাত বা নষ্টকৃত সম্পদের ক্ষতিপূরণ। রূপকার্থে ব্যক্তির দায়িত্বে আবশ্যক সম্পদকেও দায়ন বা দেনা বলা হয়। কারণ দায়িত্বে আবশ্যক এ বিষয়গুলো সম্পদে পরিণত হয়।[১]

দেনা পরিশোধের বিধান

দেনা যেভাবে আবশ্যক হয়েছে ঐ গুণ ও বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে তা পরিশোধ করা সর্বসম্মতিক্রমে ফরজ। আল্লাহ তাআলা বলেন : فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ "যাকে বিশ্বাস করা হয় সে যেন আমানত অর্পণ করে।"[২]

কতক ফকীহের মতে এটি মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। যদি দেনা নগদে পরিশোধযোগ্য হয় তাহলে তাগাদা দেওয়া হলে তৎক্ষণাৎ তা আদায় করা আবশ্যক। এমন দেনাকে আদ-দায়নুল মুআজ্জাল (الدَّيْنُ الْمُعَجَّل) বলা হয়। তৎক্ষণাৎ আদায়ের অর্থ হলো যখন সক্ষম হবে তখনই আদায় করবে। এর কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ "দেনা পরিশোধে সামর্থ্যবানের বিলম্ব করা জুলুম।"[৩]

আর দেনা যদি মেয়াদে পরিশোধযোগ্য হয় তাহলে মেয়াদের আগে তা পরিশোধ করা আবশ্যক নয়। তবে পরিশোধ করলে তা পরিশোধ বলে গণ্য হবে এবং দেনাদার দেনার দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

---

১. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ১৭৪; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, ইবনে নুজাইম কৃত, খ. ২, পৃ. ২০৯; আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ের, সুয়ূতী কৃত, পৃ. ৩২৯; কাশশাফু ইসতিলাহাতিল ফুনুন, খ. ২, পৃ. ৫০২; ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ১৭৬ ও খ. ৩, পৃ. ৩২৩; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৯৩

২. সূরা বাকারা, আয়াত ২৮৩

৩. সহীহ বুখারী, খ. ৩, পৃ. ১১৭, প্রকাশক : মুহাম্মদ আলী ছাবীহ; সহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১১৯৭, তাহকীক : মুহাম্মদ আবদুল বাকী

www.amarboi.org

কখনো কখনো মেয়াদে পরিশোধযোগ্য দেনা বা ঋণ নগদে পরিশোধ্য হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে; তখন ঐ ঋণ তৎক্ষণাৎ পরিশোধ করা জরুরি হয়। যেমন মুরতাদ হলে, মৃত্যু হলে বা দেউলিয়া হলে মেয়াদী ঋণ নগদে পরিশোধ করা আবশ্যক হয়ে যায়।[৪] এ সম্পর্কে ফকীহদের বিস্তারিত আলোচনা জানার জন্য দ্রষ্টব্য : دَيْنٌ . أَجَلٌ . إِفْلَاسٌ

দেনা পরিশোধের পদ্ধতি

আদায় বা পরিশোধ হলো পাওনাদার বা হকদার ব্যক্তির কাছে হক/পাওনা অর্পণ করা। কারো পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে তার অনুরূপ বস্তু দ্বারা পরিশোধ করতে হয়। কেননা অনুরূপ বস্তু প্রদান ছাড়া দেনা পরিশোধের অন্য কোন পন্থা নেই। এ কারণেই সরফ ও সালাম চুক্তিতে কজাকৃত বস্তু মূল বস্তু বলে গণ্য হয়। যদি এই কজাকৃত বস্তু মূল বস্তুর বিধান গ্রহণ না করত, তাহলে কব্জা করার পূর্বে সরফের বিনিময়, সালাম চুক্তির মূলপুঁজি এবং সালামকৃত বস্তুর বিনিময় গ্রহণ করা হতো, যা হারাম। অনুরূপভাবে সরফ ও সালাম চুক্তিতে এই বস্তু মূল অধিকারকৃত বস্তুর বিধান গ্রহণ করে। এর প্রমাণ হলো, পাওনাদারকে তা কব্জা করতে বাধ্য করা হয়। যদি এ বস্তু তার যথাযথ প্রাপ্য না হতো তাহলে এই বস্তু কব্জা করার জন্য তাকে বাধ্য করা যেত না।

দায়িত্বে আবশ্যক হওয়া যে বস্তুগুলোর সদৃশ বর্তমানে অনুপস্থিত সেগুলোর ক্ষেত্রে বস্তুর বাজারমূল্য আবশ্যক হবে, যেমন গসব (জবরদখল/ছিনতাই) ও নষ্টকৃত বস্তুসমূহের বিধান। একটি মত হলো, ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে যদি অনুরূপ বস্তু প্রদান অসম্ভব হয় তাহলে গঠনগত ও দৃশ্যত সদৃশ বস্তু দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। এর দলিল আবু রাফে রা.-এর বর্ণিত হাদীস। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুরুষ উটের পরিবর্তে পুরুষ উট দিতে বলেছেন। তা ছাড়া সালাম- চুক্তি দ্বারা যা দায়বদ্ধ হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে, কর্জ দ্বারাও তা সাব্যস্ত হবে, উভয়ের মধ্যে যে সামঞ্জস্য রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে।

ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে শর্তহীনভাবে গৃহীত ঋণ-এর তুলনায় উত্তম ও উৎকৃষ্ট বস্তু দ্বারা শোধ করা বৈধ। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট থেকে কম বয়সী উট ঋণ নিয়েছিলেন। এরপর

---

৪. কুরতুবী, খ. ৩, পৃ. ৪১৫; আল-কাওয়াইদ ওয়াল ফাওয়াইদ আল-উসুলিয়্যা, পৃ. ১৮২; ইবনে আবিদীন, খ. ২, পৃ. ৬; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩১১; মিনাহুল জালীল, খ. ৩, পৃ. ১১২; আল-হাত্তাব, খ. ৫, পৃ. ৩৯; কিফায়াতুত তালিব, খ. ২, পৃ. ২৯০; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৪৮১

www.amarboi.org

নবী স.-এর দরবারে যাকাতের উটের পাল এলে তিনি আবু রাফে রা. -কে আদেশ করলেন লোকটিকে অল্পবয়সী একটি উট দিয়ে দিতে। আবু রাফে রা. ফিরে এসে বললেন, পালে উত্তম ও সপ্তবর্ষী উট ছাড়া আর উট পাইনি। নবী স. বললেন : أَعْطِهِ إِيَّاهُ ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً "তুমি তাকে তা-ই দাও। মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো সে যে উত্তমরূপে তার প্রাপ্য/দেনা শোধ করে।"[৫ ৬]

ঋণ প্রদানের জায়গা বাদে অন্য দেশে, যেখানে বহন করতে ভাড়ার প্রয়োজন নেই, সেখানে যদি কাউকে পরিশোধের তাগাদা দেওয়া হয় তাহলে পরিশোধ করা আবশ্যক।[৭]

দেনা পরিশোধের স্থলবর্তী পদ্ধতি

কোনো দেনাদার যদি নিজ দায়িত্বে থাকা দেনা আবশ্যকীয় গুণসম্পন্ন বস্তু দ্বারা পরিশোধ করে তবে তার দেনা রহিত হয়ে যায় এবং সে দায়মুক্ত হয়। এ ছাড়া পাওনাদার দেনাদারের দেনা রহিত করে দিলে বা হেবা বা দান করে দিলেও তা পরিশোধ হয়ে যায় এবং সে দায়মুক্ত হয়। অনুরূপভাবে সামগ্রিক বিচারে দেনা পরিশোধের স্থলবর্তী হয়– কাউকে তা হাওয়ালা করা, ঋণের বিপরীতে ঋণ কাটাকাটি করা, চুক্তির বা সন্ধির মেয়াদ শেষ হওয়া অথবা কিতাবাত চুক্তির বদলা আদায়ে গোলাম নিজেকে অক্ষম সাব্যস্ত করা ইত্যাদি। এ সবকিছু হয় পাওনাদারের তা কবুল করা জরুরি হওয়া বা না হওয়ার বিভিন্ন অবস্থা এবং কোন্ কোন্ অবস্থায় ঋণ বৈধ বা অবৈধ ইত্যাদি বিষয়ে ফকীহদের বাতলানো শর্তানুসারে।[৮] এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : إِبْرَاءٌ ، دَيْنٌ ، حَوَالَةٌ ، هِبَةٌ

---

৫. কাশফুল আসরার, খ. ১, পৃ. ১৬০; আত-তালভীহ, খ. ১, পৃ. ১৬৮; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ১৫০ ও ৩৯৫; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৫২; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২২৬; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩১১

৬. সহীহ মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১২২৪; তাহকীক : ফুয়াদ আবদুল বাকী, উল্লিখিত শব্দ সহীহ মুসলিমের। সহীহাইনে এ অর্থবোধক হাদীস রয়েছে আবু হুরায়রা রা.-এর সূত্রে। (আত-তালখীসুল হাবীর, খ. ৩, পৃ. ৩৪।)

৭. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩৯৫; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৫৬; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২২৭; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩১১

৮. ইবনে আবিদীন, খ. ৪, পৃ. ৫২১, ১৪, ২৫১, ২৬৩; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৬, পৃ. ১১, ১৫ ও খ. ৭, পৃ. ২৯৫; আশ-শারহুস সগীর, খ. ৪, পৃ. ২৯০; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৪৫৫ ও খ. ২, পৃ. ১৫; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫৭৭-৬০৬

www.amarboi.org

দেনা পরিশোধ করা থেকে বিরত থাকা

ঋণগ্রহীতা যদি সচ্ছল হয় তাহলে তার ঋণ পরিশোধ করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে সে ঋণ পরিশোধ না করে যদি টালবাহানা করে, তাহলে পাওনাদারদের দাবির প্রেক্ষিতে বিচারক তাকে ঋণ পরিশোধে বাধ্য করবেন। যদি সে পরিশোধ না করে, তবে বিনা প্রয়োজনে অন্যের প্রাপ্য পরিশোধে বিলম্ব করে জুলুম করার কারণে শাসক তাকে বন্দী করবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : لَيُّ الْوَاجِد يُحِل عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ "সচ্ছলের টালবাহানার কারণে তাকে শাস্তি দেওয়া ও মর্যাদায় আঘাত করা বৈধ।"[৯] আর বন্দী করা একটি শাস্তি। যদি সে ঋণ পরিশোধ না করে, অথচ তার প্রকাশ্য সম্পদও রয়েছে, তাহলে বিচারক তার পক্ষ থেকে তার সে সম্পদ বিক্রি করে ঋণদাতাকে দেবেন। বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াজ রা.-এর পক্ষ থেকে তার সম্পদ বিক্রয় করে তার ঋণ আদায় করেছেন।[১০] অনুরূপভাবে উমর রা. উসাইফি রহ.-এর পক্ষ হতে তার সম্পদ বিক্রি করে পাওনাদারদের মাঝে তা বণ্টন করেছেন।[১১]

ঋণগ্রহীতার সম্পদ যদি ঋণ পরিশোধ পরিমাণ না হয়, আর পাওনাদারগণ তার লেনদেন নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবি জানায়, তাহলে বিচারক তাদের ডাকে অবশ্যই সাড়া দেবেন। যেন পাওনাদারদের কোনো ক্ষতি সে না করতে পারে, তাই ঋণগ্রহীতাকে যে কোনো কার্যক্রম থেকে বাধাদানের অধিকার বিচারকের রয়েছে। বিচারক তার সম্পদ বিক্রি করবেন, যদি সে নিজে সম্পদ বিক্রিতে অসম্মত হয়। এবং বিচারক ওই সম্পদের মূল্য পাওনাদারদের মাঝে অংশ অনুপাতে বণ্টন করবেন। এটি শাফেয়ী, হাম্বলী ও মালেকী ফকীহগণ এবং ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.-এর মত। আবু হানীফা রহ. ভিন্ন মত পোষণ করে বলেন :

---

৯. সুনানে আবু দাউদ, খ. ৩, পৃ. ৪২৬; প্রকাশ : আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যা, ১৩৬৯ হি.; সুনানে ইবনে মাজা, খ. ২, পৃ. ৮১১; প্রকাশক : ঈসা আলবাবী আল-হালাবী, ১৩৭৩ হি., তাহকীক : মুহাম্মদ আবদুল বাকী; মুসনাদে আহমদ, খ. ৪, পৃ. ২২২

১০. হাদীসটি উল্লেখ করেছেন দারাকুতনী ও হাকেম। তাদের বর্ণিত শব্দ হলো : أنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع عليه ماله নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াজ রা.-এর লেনদেনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন এবং তার ঋণ পরিশোধের জন্য তার সম্পদ বিক্রি করলেন। বায়হাকী রহ. কাছাকাছি শব্দে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। আল-আহকাম গ্রন্থে ইবনুত তাল্লা বলেন, এটি একটি প্রমাণিত হাদীস। (আত-তালখীসুল হাবীর, খ. ৩, পৃ. ৩৭।)

১১. ইমাম মালেক রহ. মুয়াত্তায় হাদীসটি বিচ্ছিন্ন সনদে উল্লেখ করেছেন। দারাকুতনী তার ইলাল গ্রন্থে যুক্ত সনদসহ উল্লেখ করেছেন। ইবনে আবী শায়বা, বায়হাকী ও আবদুর রাযযাক রহ. হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (আত-তালখীসুল হাবীর, খ. ৩, পৃ. ৪০; কানযুল উম্মাল, খ. ৬, পৃ. ২৫৩, প্রকাশক : হালাবী।)

www.amarboi.org

ঋণগ্রহীতাকে লেনদেন করা থেকে নিষেধ করা যাবে না। কারণ এর দ্বারা তার মানবসম্মানের অপমান হয়, মানবাধিকারের লঙ্ঘন হয়। তাই সম্পদ বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করা পর্যন্ত বিচারক তাকে বন্দী করে রাখবেন– যদি তার সম্পদ থাকে। তবে যদি তার সম্পদ হয় দিরহাম বা দীনার (কিংবা নগদ মুদ্রা), আর ঋণও অনুরূপ বস্তু হয়, তাহলে বিচারক তার অনুমতি ছাড়া তার পক্ষ থেকে ঋণ শোধ করবেন। অর্থাৎ তখন কোনো কিছু বিক্রি করার দরকার নেই। কেননা দেনাদারের অনুমতি ছাড়াই এ সম্পদ নেওয়ার অধিকার পাওনাদারের রয়েছে। এখন বিচারক তাকে সে কাজে সহযোগিতা করছেন মাত্র।

ঋণগ্রহীতা অসচ্ছল হলে এবং তার অসচ্ছলতা প্রমাণিত হলে তাকে তাগাদা দেওয়া যাবে না। বরং তাকে অবকাশ দেওয়া আবশ্যক, যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ "ঋণগ্রহীতা যদি অভাবগ্রস্ত হয় তাহলে সচ্ছলতা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দেওয়া উচিত।"[১২]

অসচ্ছল দেনাদারের জন্য দেনা পরিশোধ পরিমাণ সম্পদ উপার্জন করা আবশ্যক। তবে তাকে উপার্জন করা এবং হাদিয়া ও যাকাত-সদকা কবুল করার জন্য বাধ্য করা যাবে না। তবে তার যে সম্পদ উপার্জিত হবে তাতেই পাওনাদারদের অধিকার যুক্ত হবে।[১৩] ঋণগ্রহীতা যদি গোনাহ ও পাপ কাজ ছাড়া নিজ প্রয়োজনে ঋণ করে, তাহলে তাকে যাকাত দিয়ে তার ঋণ শোধ করা যাবে। কারণ, ঋণ শোধ করাও যাকাতের একটি খাত।[১৪]

উল্লিখিত বিধান জীবিত ব্যক্তির জন্য। যদি কেউ ঋণ রেখে মারা যায়, তার ঋণ পরিত্যক্ত সম্পদের সাথে যুক্ত হবে। অসিয়ত বাস্তবায়ন এবং ওয়ারিসদের মাঝে বণ্টনের পূর্বে মীরাছ থেকে তার ঋণ শোধ করা হবে। কেননা ঋণ অন্যের অধিকারভুক্ত বিষয়। তাছাড়া কেউ দায়মুক্ত হওয়া তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : الدَّيْنُ حَائِلٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ "ব্যক্তি ও জান্নাতের মাঝে অন্তরায় হচ্ছে ঋণ।"[১৫]

---

১২. সূরা বাকারা, আয়াত ২৮০

১৩. বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ১৭৩, মুদ্রণ : জামালিয়্যা; আল-ইখতিয়ার, খ. ২, পৃ. ৯৬-৯৮; প্রকাশনা : দারুল মারিফা, বৈরুত; আল-হাত্তাব, খ. ৫, পৃ. ৪৪-৪৮; হাশিয়া দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২৮০; মুগনিল মুহতাজ, খ. ২, পৃ. ১৪৬; কালয়ূবী, খ. ৪, পৃ. ৩২৪ ও খ. ৩, পৃ. ১৯৭; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৪৮৪-৪৯৫

১৪. কালয়ূবী, খ. ৩, পৃ. ১৯৭; আল-মুগনী, খ. ২, পৃ. ৬৬৭; আল-ইখতিয়ার, খ. ১, পৃ. ১১৯

১৫. আল-ইখতিয়ার লি তালীলিল মুখতার-এর গ্রন্থকার এটি উল্লেখ করেছেন, খ. ৫, পৃ. ৮৬। উল্লিখিত শব্দে হাদীসের কিতাবাদিতে আমরা হাদীসটি পাইনি। ইমাম আহমদ, নাসায়ী,

www.amarboi.org

তাছাড়া দান-খয়রাত, অনুদান-স্বেচ্ছাদানের তুলনায় ঋণ শোধ করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্ তাআলা মৃত ব্যক্তির মীরাছ বন্টনের পূর্বে তার ঋণ পরিশোধ করতে বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে : مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ "(এ সবকিছু হবে) তার অসিয়ত ও ঋণ পরিশোধ করার পর।"[১৬]

তাই কল্যাণে অগ্রগামী হওয়ার জন্য ঋণ দ্রুত আদায় করা আবশ্যক। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ "মুমিনের প্রাণ ঋণের সাথে ঝুলে থাকে, (অর্থাৎ জান্নাতের ফয়সালা হয় না) যতক্ষণ না তার পক্ষ থেকে ঋণ আদায় করা হয়।"[১৭]

–নাজিদ সালমান

তাবারানী, হাকেম, মারিফা গ্রন্থে আবু নুআইম এ অর্থে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋণ সম্পর্কে বলেছেন :

والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ، ثم قتل ثم أحيي ، ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه

ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, যদি কেউ আল্লাহর রাহে নিহত হয়, এরপর আবার জীবন দান করা হয়, আবার নিহত হয়। তারপর জীবন দান করা হয়, আবার নিহত হয়; আর তার ঋণ দেনা থাকে, তাহলে নিজ ঋণ শোধ না করা পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (কানযুল উম্মাল, খ. ৬, পৃ. ২৪৫, প্রকাশ : মাকতাবাতুত তুরাছিল ইসলামী, হালব, ১৩৯৭ হি.)

[১৬]. সূরা নিসা, আয়াত ১১

[১৭]. কালয়ূবী, খ. ১, পৃ. ৩৪৪; আশ-শারহুস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ৬১৮; মুদ্রণ : দারুল মাআরিফ; আল-ইখতিয়ার, খ. ৫, পৃ. ৮৫; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৫০২; نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ এই হাদীসটি ইমাম তিরমিযী রহ. বর্ণনার পর বলেছেন এটি হাসান। খ. ৩, পৃ. ৩৮৯; হাদীস নং- ১০৭৯, প্রকাশক : হালাবী; ইবনে মাজাহ, খ. ২, পৃ. ৮০৬, হাদীস নং- ৪১৩, প্রকাশক : হালাবী; মুসনাদে আহমদ, খ. ২, পৃ. ৪৪০, ৪৭৫, মুদ্রণ : মায়মানিয়্যাহ; দারেমী, খ. ২, পৃ. ২৬২, প্রকাশক : মুহাম্মদ আহমদ দাহমান

www.amarboi.org

سُفْتَجَة : হুন্ডি : Bill of exchange

পরিচিতি

সুফতাজাহ (السُّفْتَجَة)-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ

সুফতাজাহ (السُّفْتَجَة) : শব্দটির সীন অক্ষরে পেশ ও যবর উভয় হরকত দিয়ে পড়া যায়। তবে এ উভয় অবস্থায় 'তা' বর্ণে যবর হবে। শব্দটি ফার্সী থেকে আরবী করা হয়েছে। কামূসে লিপিবদ্ধ রয়েছে : السُّفْتَجَة (সুফতাজাহ) শব্দটি قُرْطَقَة (কুরতাকাহ) ওজনে ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হচ্ছে : হুন্ডি। এর রূপ হচ্ছে : এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে তার সম্পদ দিল প্রথম ব্যক্তির শহরে সে সম্পদ পৌঁছানোর জন্যে, আর ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তির সে শহরে নিজের সম্পদ রয়েছে যে শহরে প্রথম জনের সম্পদ পৌঁছাতে হবে। সে নিজের সম্পদ থেকে দাতার প্রদত্ত পরিমাণ সম্পদ দাতার আপনজনের হাতে প্রদান করে দাতার সম্পদ নিজের সম্পদের সাথে মিলিয়ে নেয়। এভাবে সে রাস্তায় সম্পদ বহন করার ঝুঁকি থেকে নিরাপদ থাকে। এটিই সাফতাযা বা হুন্ডির পারিভাষিক পরিচয়।

আল্লামা ইবনে আবেদীন হুন্ডির সংজ্ঞা দেন এভাবে : إِقْرَاضٌ لِسُقُوطِ خَطَرِ الطَّرِيقِ 'রাস্তার বিপদ ও ঝুঁকি দূর করার উদ্দেশ্যে কাউকে ঋণ দেওয়া।'

দুসূকীর (الدُّسُوقِيّ) টীকায় রয়েছে :

هِيَ الْكِتَابُ الَّذِي يُرْسِلُهُ الْمُقْتَرِضُ لِوَكِيلِهِ بِبَلَدٍ لِيَدْفَعَ لِلْمُقْرِضِ نَظِيرَ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ بِبَلَدِهِ وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالْبَالُوصَةِ

সুফতাযা এমন চিঠি/চেক যা ঋণগ্রহীতা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে ঋণদাতার শহরে প্রেরণ করে, যেন সে প্রতিনিধি ঋণদাতার শহরে সে ঋণের বিনিময় প্রদান করতে পারে। আঞ্চলিক ভাষায় এটাকে বালুসা বলা হয়।[১]

হুন্ডি কি ঋণ, না হাওয়ালা?

হাওয়ালা হচ্ছে ঋণী ব্যক্তি তার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব অপর কাউকে অর্পণ।

হুন্ডির মধ্যেও ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার ঋণ আদায়ের দায়িত্ব তৃতীয় ব্যক্তির কাছে অর্পণ করে; এভাবে ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার ঋণকে স্বীয় দায়িত্ব থেকে অপর এক

---

১. হাশিয়া ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ২৯৫; দুসূকী খ. ৩, পৃ. ২২৫

www.amarboi.org

দায়িত্ব গ্রহণকারীর নিকট স্থানান্তর করে– এ হিসেবে হুন্ডি হাওয়ালার সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে। আর হাওয়ালায় একজনের দায়িত্ব থেকে অন্যজনের দায়িত্বে ঋণ স্থানান্তর করার বিষয় অবশ্যই থাকে।

মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী সকল ফকীহ্ এবং কতক হানাফী ফকীহের বক্তব্য হচ্ছে, হুন্ডি ঋণের একটি প্রকার। আর যে ঋণ লাভ ও উপকার বয়ে আনে তা জায়েয ও নাজায়েয হওয়ার বিষয়ে কথা রয়েছে। (সে আঙ্গিকেই হুন্ডির বৈধতা নিয়ে আলোচনা করা হয়)। আর হাওয়ালা হয়ে থাকে কার্যত দায়িত্বে সাব্যস্ত ঋণের ক্ষেত্রে যা জায়েয, তাতে কারো মতান্তর নেই।

হাসকাফী ও মারগিনানী-এর ন্যায় কতক হানাফী ফকীহ্ হাওয়ালা অধ্যায়ের শেষে হুন্ডির আলোচনা করেছেন; আবার ঋণের অধ্যায়েও হুন্ডি সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। আল্লামা ইবনুল হুমাম ও বাবারতী (اَلْبَابَرْتِيُّ) বলেন : ইমাম কুদুরী এই মাসআলাটি এখানেই (ঋণের অধ্যায়ে) আলোচনা করেছেন; কারণ তা ঋণেরই একটি লেনদেন; যেমন কাফালা ও হাওয়ালা। আল্লামা কিরমানী বলেন : হুন্ডির মধ্যে হাওয়ালার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কারণ, ঋণদাতা সম্ভাব্য ক্ষতি ঋণগ্রহীতার দায়িত্বে চাপিয়ে দিয়েছে। আল্লামা হাসকাফী এ কথাটিই বলেছেন। তিনি বলেন : হুন্ডি হচ্ছে রাস্তার ঝুঁকি দূর করার জন্যে ঋণ প্রদান করা। এভাবে ঋণদাতা রাস্তায় সম্পদ বহন করার সম্ভাব্য ঝুঁকি ঋণগ্রহীতার দায়িত্বে স্থানান্তর করে দিয়েছে। সুতরাং এ হিসেবে হুন্ডিতে হাওয়ালার বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। আল্লামা ইবনে আবেদীন বলেন, ইবনুল ফাসীহের নাযমুল কানযের মধ্যে রয়েছে : وَكُرِهَتْ سَفَاتِجُ الطَّرِيقِ وَهِيَ إِحَالَةٌ عَلَى التَّحْقِيقِ "হুন্ডি মাকরূহ্। এর কারণ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এটি হচ্ছে সম্পদ পৌঁছানোর দায়িত্ব কারো হাতে ন্যস্ত করা।" ওই কিতাবের ব্যাখ্যাকার মাকদিসী বলেন : কারণ, সে তার বন্ধুকে অথবা যার সাথে হুন্ডি-চুক্তি করছে তাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে।[২]

শরীয়তের বিধান

ঋণপ্রদান একটি সওয়াবের কাজ। এটি দান-অনুদান ও অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। ঋণদাতা অভাবী ঋণগ্রহীতার প্রয়োজন মিটানোর জন্যে ঋণ দিয়ে থাকে; ফলে মানুষের সাহায্য করা হয় এবং অভাবী মানুষের বিপদ ও সমস্যা দূর হয়। এ কারণেই ঋণের বৈধতা দেওয়া হয়েছে। ঋণদাতা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহর

২. ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ২৯৫; ইবনুল হুমাম কৃত ফাতহুল কাদীর, খ. ৬, পৃ. ৩৫৫, মুদ্রণ : দারু ইহয়াই তুরাছ; দুসূকী, খ. ৩, পৃ. ২২৫; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩১১; আল-মুগনী, খ. ৪, পৃ. ৩৫৪-৩৫৬

www.amarboi.org

পক্ষ হতে সওয়াবপ্রাপ্তি ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর ইচ্ছা করে না। কিন্তু ঋণদাতা যদি ঋণ প্রদানের অন্তরালে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে বিশেষ কোনো উপকার হাসিল করতে চায়, তাহলে তা ঋণপ্রদানের উদ্দেশ্যকে চরমভাবে ব্যাহত করে। কারণ, ঋণপ্রদান হচ্ছে অনুগ্রহ ও সওয়াব অর্জনের একটি চুক্তি। তাই ঋণদাতা প্রদত্ত ঋণের বিনিময়ে কোনো উপকার হাসিল করলে তা হবে হারাম। বিশেষত যখন ঋণচুক্তির মধ্যে এই ফায়েদা গ্রহণের শর্তারোপ করা হয়। যেমন ঋণদাতা প্রদত্ত ঋণের অতিরিক্ত কিংবা ঋণের চেয়ে উৎকৃষ্ট মানের জিনিস দাবি করল। তখন তা সুস্পষ্ট সুদে পরিণত হবে। এক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ মূলনীতি রয়েছে : أَنَّ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ حَرَامٌ অর্থাৎ 'প্রত্যেক ঐ ঋণ যা কোনো উপকার বয়ে আনে তা-ই হারাম।' বিষয়টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যা উবাই ইবনে কা'ব, ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত। ইবনে আবী শায়বা রহ. স্বীয় মুসান্নাফে সাহাবা ও পূর্বসূরিদের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে খালেদ আল-আহমার হাজ্জাজের সূত্রে আতা-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : সাহাবায়ে কেরাম ও পূর্ববর্তীগণ যে ঋণ লাভ টেনে আনে তাকে অপছন্দ করতেন।

যেসব পদ্ধতি ও পন্থা ঋণদাতার লাভ ও উপকারিতা বয়ে আনে সেগুলোর একটি হচ্ছে হুন্ডি। হুন্ডির পদ্ধতি হলো, এক ব্যক্তি অন্যকে ঋণ দেবে- সে ব্যবসায়ী হতে পারে, সাধারণ লোকও হতে পারে- কোনো শহরে; অতঃপর ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার কাছ থেকে লিখিত কোনো ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে। এরপর ঋণদাতার কোনো প্রতিনিধি অন্য কোনো শহরে যায় এবং সেখানে ঋণগ্রহীতার কোনো পার্টনার বা উকীলের কাছ থেকে ঋণের বিনিময় গ্রহণ করে।

এখানে ঋণদাতার কাঙ্ক্ষিত উপকারিতা হচ্ছে, ওই শহরে নিজের সম্পদ নিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থেকে নিরাপদ থাকা। কারণ, সে সম্পদ নিয়ে সফর করলে চোর-ডাকাতদের কবলে পড়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। তাই সে রাস্তার ঝুঁকি থেকে নিরাপদ থাকার উপকারিতা লাভ করার জন্যে ঋণ প্রদানের এই বাহানার আশ্রয় নিচ্ছে।

এখন কথা হচ্ছে, ঋণদাতা নিজের প্রতিনিধির কাছে যে ডকুমেন্ট (অর্থাৎ হুন্ডি) লিখে দিচ্ছে, ঋণপ্রদানের চুক্তির মধ্যে এই শর্ত করা ও না করার কারণে এর বিধানে পার্থক্য দেখা দিবে। যদি ঋণের চুক্তির মধ্যে ডকুমেন্ট লিখে দেওয়ার শর্ত করা হয়, তাহলে তা হারাম হবে আর চুক্তি ফাসেদ বলে গণ্য হবে। কারণ, এখানে ঋণের বিনিময়ে উপকারিতা লাভ করা হচ্ছে, যা সুদের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। কেননা, এই উপকারিতা এমন অতিরিক্ত, যার বিপরীতে কোনো বিনিময় নেই। এই অভিমত

www.amarboi.org

অধিকাংশ ফকীহ, হানাফী ও শাফেয়ী ফকীহবৃন্দ এবং মালেকীদের কতক ফকীহ এবং ইমাম আহমদের একটি বর্ণনা। ইবনে আবদিল বার উল্লেখ করেন, ইমাম মালেক রহ. দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে হুন্ডিকে মাকরূহ বলেছেন; তবে হারাম ঘোষণা করেননি। তবে ইমাম মালেকের ছাত্রদের একটি দল এবং আলেমদের একটি জামাত হুন্ডির অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম মালেকের আরেকটি বর্ণনামতে, হুন্ডি লেনদেন করাতে কোনো দোষ নেই। তবে ইমাম মালেকের প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে, হুন্ডির এ লেনদেন মাকরূহ। ইমাম আহমদের একটি বর্ণনা মোতাবেক হুন্ডি জায়েয। কারণ, এতে উভয় পক্ষের উপকার রয়েছে।

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আতা রহ. বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. মক্কায় বিভিন্ন লোকজনের কাছ থেকে দিরহাম গ্রহণ করতেন; এর বিপরীতে তিনি তাদেরকে একটি চিঠি বা চেক লিখে ইরাকে অবস্থানরত মুসআব ইবনে যুবায়েরের কাছে পাঠাতেন। তারা সেখানে গিয়ে চিঠি দেখিয়ে নিজেদের পাওনা উসুল করে নিত। এ ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। যারা এ পদ্ধতিকে নাজায়েয মনে করেননি তারা হলেন : ইবনে সীরীন ও নাখায়ী। সাঈদ ইবনে মানসুর এসব বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

হাম্বলী মাযহাবের কাজী উল্লেখ করেছেন : অসী যদি ইয়াতীমের সম্পদ অন্য শহর থেকে আনার জন্যে হুন্ডির এ পদ্ধতি অবলম্বন করে তাহলে তা নাজায়েয হবে না। বিশুদ্ধ মতে তা জায়েয। কারণ, এতে কারো কোনো ক্ষতি ছাড়াই উভয়ের লাভ ও কল্যাণ নিহিত। আর শরীয়ত যে কাজে ক্ষতি ব্যতীত উপকারিতা রয়েছে সে কাজকে অবৈধ সাব্যস্ত করে না; বরং বৈধ বলে অভিহিত করে। তাছাড়া এ পদ্ধতিটি হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট কোনো বিধান বা এমন অর্থবহনকারী কোনো দলিল নেই। সুতরাং এর বৈধতা বহাল রাখা আবশ্যক। তবে মালেকীগণ এখেকে একটি অবস্থাকে ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেছেন। তা হচ্ছে, ঋণদাতা যে রাস্তা দিয়ে তার সম্পদ নিয়ে যাতায়াত করবে ওই পুরো রাস্তায় যদি বিপদের আশঙ্কা থাকে; তার জীবনের ভয় কিংবা সম্পদের ভয়– তাহলে এ ক্ষেত্রে হুন্ডি করাতে কোনো সমস্যা নেই। বরং হুন্ডি করা তখন মুস্তাহাব। কারণ, তাতে ঋণপ্রদানের উপকারিতার বিনিময়ে নিজের জীবন কিংবা সম্পদ রক্ষা করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যেমন তাদের মতে হুন্ডি জায়েয যখন ঋণগ্রহীতার তাতে কোনো উপকার নিহিত থাকে; কিংবা দরিদ্র ব্যক্তি নিজেই তা করার আবেদন জানায়।

www.amarboi.org

পক্ষান্তরে ঋণগ্রহীতা যদি ঋণদাতার পক্ষ হতে কোনো শর্ত ব্যতীত নিজ উদ্যোগে স্বীয় উকীলের কাছে ঋণ পরিশোধের ডকুমেন্ট লিখে দেয় অর্থাৎ শর্ত ছাড়াই হুন্ডির লেনদেন করে, তাহলে সকলের ঐকমত্যে তা জায়েয। কারণ, তা উত্তম পদ্ধতিতে ঋণ পরিশোধের একটি পন্থা। বর্ণিত আছে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একব্যক্তির কাছ থেকে একটি ছোট উট ঋণ নিলেন। পরে রাসূলের কাছে যাকাতের উট আসে। তখন রাসূলুল্লাহ স. আবু রাফেকে ওই ব্যক্তির উট পরিশোধ করার নির্দেশ দিলেন। আবু রাফে এসে জানালেন, সেখানে বড় ও উৎকৃষ্ট উট ছাড়া ওই লোকের উটের মতো কোনো উট নেই। তখন রাসূল সা. বললেন, তাকে সেটাই দিয়ে দাও। কারণ হলো : إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً "যারা উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করে তারাই উত্তম মানুষ।"[৩]

হুন্ডির বৈধতার বিষয়ে ছাড় দিয়েছেন ইবনে উমর, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, হাসান, ইবরাহীম নাখায়ী, শা'বী, যুহরী, মাকহুল, কাতাদা ও ইসহাক রহ.।[৪]

—মুহিউদ্দীন কাসেমী

---

৩. মুসলিম, খ. ৩, পৃ. ১২২৪, প্রকাশক : হালাবী, আবু হুরায়রা রা.-এর বর্ণনাকৃত হাদীস।

৪. ইবনে আবেদীন, খ. ৪, পৃ. ১৭৪, ২৯৫; তাকমিলা ফাতহুল কাদীর, খ. ৭, পৃ. ২৫০, প্রকাশক : দারুল ফিকর, বৈরুত; বাদায়েউস সানায়ে, খ. ৭, পৃ. ৩৯৫; দুসূকী, খ. ৩, ২২৫; আল-হাত্তাব টীকাসহ, খ. ৪, পৃ. ৫৪৭; আল-কাফী লিবনে আবদিল বার, খ. ২, পৃ. ৭২৮, ৭২৯; আল-মুহাযযাব, খ. ১, পৃ. ৩১১; নিহায়াতুল মুহতাজ, খ. ৪, পৃ. ২২৫; আল-মুগনী, খ. ৪, ৩৫৪ ও ৩৫৬; কাশশাফুল কিনা' খ. ৩, পৃ. ৩১৭

www.amarboi.org

الموسوعة الفقهية
ইসলামের
ব্যবসায় ও বাণিজ্য
আইন-১